is the procedure which, in my submission, ought not to be followed specially in vital matters relating to the property which may be the sole property on which a person depends. What I submit is that these provisions which are contained in this Bill are of vital importance affecting the rights of the people, and in my humble submission the Bar Associations and the public should be given a chance to say their say with regard to the matter before such a legislation is hurried through the Houses of Legislature. Sir, in this view of the facts and circumstances and having regard to the vital nature of the matter in issue I would submit with all the emphasis at my command that this Bill should not be taken into consideration now. The Bill should be circulated with a view to elicit public opinion thereon. In the meantime the Hon'ble Minister might be pleased to think over the matter and bring about a comprehensive Bill with a view to amend the West Bengal Estates Acquisition Act. Otherwise the same difficulties would follow. People after these amendments will think that they have got certain rights for them. They have got certain vested interests. All on a sudden one fine morning they will find that their rights are taken away. I would submit, therefore, most humbly that this is a matter which requires serious consideration of the House and serious consideration of the Government and serious consideration of the Hon'ble Minister-in-Charge, so that the matter may be clarified. Mere administrative convenience should not be the criterion for ushering in such a Bill and for getting it passed through the Houses of Legislature with the help of a sheer majority. The rights and liabilities, I should say, of the people should be taken into consideration and if this is not done, in my humble submission, there would be some feeling against the Government which you would not be able to check. With these words, Sir, I move that this Bill should be circulated for public opinion.

Sj. Chittaranjan Roy: Mr. Chairman, Sir, I oppose the motion of circulation of the Bill particularly on the point which has been raised by my friend Nagen Babu. Nagen Babu is very much justified and I appreciate that the civil right shound not be usurped and the right is not to be adjudicated by a Civil Court after the Tribunal has decided an issue. Only three items have been dealt with in the section to which Nagen Babu has referred. Those are, determination of rent, determination of status and the incidents of tenancy. As regards rent, he knows well that under the Land Reforms Act, the rent formula is being reconstituted. As regards status, he knows that after the Estates Acquisition Act is passed, there will be only one landlord which is Government and the tenants are the raiyats. So far as incidents are concerned, they are again divided into two parts, viz., where they can go to a Civil Court and where they need not. Where they can go to Civil Court this Act does not or cannot bar. So far as rent is concerned, it will be decided on the modified formula which has been enunciated by the Land Reforms Act. So there will be no difficulty for the Tribunal presided over by a person of the rank of a District Judge to find out what should be the rent or the status. While the intermediaries are being abolished, Government have maintained the easement rights of the service tenures and there the incidents are out and out regarding the service tenures. Therefore the arguments of my learned friend that civil courts are debarred and that people are being deprived of getting their civil right adjudicated by a Civil Court are not justified. I would therefore submit that the three items which have been taken away from the Civil Court—rent, status and certain incidents, do not really require to be decided again by a Civil Court. That will lead to unnecessary litigation. With these words, I oppose Nagen Babu's motion.

দিয়ে মেছোভেরী, বাগানবাড়ী প্রভৃতি রেখে দেবার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি আগেই বলেছি দখলীকৃত জমির খাজনার রেকর্ড সংক্রান্ত বিষয়গুলির সুব্যবস্থা করা দরকার, কারণ, অর্কবিজীবি আদিবাসীদের কাঠকুড়ান, পাতা কুড়ান ইত্যাদির অসুবিধাই থেকে যাবে। আইনে এগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় নি। বর্গাদার, গরীব সাঁজাচাষীদের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে বহু সাঁজাচাষীর রেকর্ড হয় নি। যদি কোন কৃষক এজন্য দরখাস্ত করেন, তাহলে যেন সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী রেকর্ড করার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেছেন, অনেক জমি রেকর্ডেড হয়েছে, অনেক হিসাব দিয়েছেন—এসব আমি দেখেছি—কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা বলতে পারি ও জানি, অনেক সাঁজাচাষী উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে, তার কারণ তারা রেকর্ডেড হয় নি। সাঁজাচাষীদের দখল দেওয়ার জন্য, রেকর্ড করার জন্য এবং এগুলি কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে গেলে সরেজমিন তদন্ত দরকার—সময় নির্ধারণ করা দরকার—এবং সেজন্য প্রচার করা দরকার। প্রচার না করলে তারা এটা বুঝতে পারবে না। এ ছাড়াও আরো অন্যান্য ব্যাপার রয়েছে, যার কোনপ্রকার ব্যবস্থা এখনো হয় নি। আমার কথা হচ্ছে, যাতে জমি পাওয়া যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এজন্য বিশেষ করে অন দি স্পট এনকোয়ারীএর উপর আমি জোর দিচ্ছি। এই আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রফেসর ভট্টাচার্য বলেছেন। কাস্টমারী রাইটস যেমন পাতাকুড়ান, কাঠকুড়ান ইত্যাদি ব্যাপারে তদন্ত করা দরকার। এই বিলে অনেক ত্রুটি রয়েছে। আমি আশা করি ভূমিরাজস্বমন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে অবহিত হবেন।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill to one difficulty that is being experienced by the poor people within the rural areas. They are not getting copies of record-of-rights. After the previous settlement the printed copies of record-of-rights were made available fairly quickly to the people. The settlement operations have been made in some districts of West Bengal but records-of-rights have not been made available to the public within reasonable time. I know that the Director of Land Records has issued a special circular to shorten the time during which record-of-rights would be made available to the people concerned, but that has not borne much fruit. I specially draw the attention of the Hon'ble Minister to this aspect of the question which arises in connection with the provision of the Bill. I think he will take energetic measures in order to secure quick delivery of the record-of-rights to the tenants.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Chairman, Sir, with regard to the points raised by Prof. Bhattacharyya, I would like to ensure him that instructions have been issued to the Director of Land Records to make available copies within as short a time as possible. Sir, we have not the printed records this time. But as the House is aware, to do that would take a very long time, and not only that, that would be a long procedure. On previous occasions the landlords and the tenants used to get those copies for the purpose of enhancing rent. But just after compensation period the forest rights which are being recorded-rights of intermediaries, rights of tenants, raiyats and under-raiyats and so on—brought to the same level all persons because after compensation there would be no necessity for keeping the records by the landlords or intermediaries. Threfore the problem that faces the Government is whether the printed copies of records be done immediately or they should be kept in abeyance.

[11—11-10 a.m.]

Sir, our tentative decision is not to print these things, but to allow people to have copies. I can assure you that I shall look into the matter and ask the Director of Land Records to see to it that those people who want copies get them quickly and in as short a time as possible.

আগেও একটা আইন ছিল—এ্যাক্ট টেন। কলিকাতায় প্রায় প্রতি পাড়ায় এর ডেন আছে, সেখানে জুয়া খেলা চলে, সেটা পুলিশ জানে কিন্তু পুলিশের দ্বারা সেটা নিয়ন্ত্রিত হয় না। সুতরাং শুধু আইন পাশ হয়ে গেলেই হবে না। পুলিশ সেটা কার্যকরী করবে কি না সেটাই হচ্ছে বিচার্য বিষয়। জুয়া খেলায় এই যে নৈতিক অবনতি হচ্ছে, সেটাকে দমন করবার আরো অন্যান্য উপায় আছে। সমাজজীবনে বিবিধ ক্ষেত্রে আজ জুয়া খেলা চলছে। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে, পার্ক ষ্ট্রীট, রিপন ষ্ট্রীট, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, বিভিন্ন জায়গায় নিত্যই জুয়া খেলা চলছে। বারগুলিকে এর মধ্যে আনা হয় নি। শুধু এই সমস্ত অঞ্চলে নয়, গ্রামাঞ্চলে হাটের মালিক, জমিদারদের দ্বারা মেলায় ও হাটে প্রকাশ্যে জুয়া খেলা চলে। আমার বন্ধু কামদা কিংকর মহাশয় এই কথা জানেন যে, তাঁর ওখানে কীর্ণাহারে যে হাট আছে সেখানে জুয়া খেলা চলে এবং পুলিশ থেকে সেটা বন্ধ করে নি, সেটা এখনও চলছে। আমি জানি পুলিশ অনেক সময় ধরে নিয়ে যায় কিন্তু পরে ছেড়ে দেয়। পুলিশ এই বিষয়ে তৎপর হতে পারে, পুলিশ যে কাজ করবে তার সংগে যদি জনসাধারণের সহযোগিতা থাকে। এই সহযোগিতা থাকলেই শুধু কাজ হবে। জমিদাররা লাভের জন্যই এই সমস্ত হাটে ও মেলায় জুয়া খেলা চালায়, এতে তাদের প্রফিট হয়। একটা কনস্টেবলএর পক্ষে এই জুয়া খেলা বন্ধ করা সম্ভব নয়, কারণ সেই ক্ষমতা তার নেই। এখানে কক-ফাইট, বুল-ফাইটও চলে। তারপর হর্স-রেসও এখানে চলে, তাকে বন্ধ করবার কোন বন্দোবস্ত হয় নি। তারপর ফাট্‌কা বাজার এই কলিকাতায় চলছে, এ ছাড়া বৃষ্টি বা রেন হবে কি না, ছেলে হবে, না মেয়ে হবে, বজ্রপাত হবে কি না এই সব নিয়েও ফাট্‌কা-বাজী চলে। এই আইনে সে-সব বন্ধ করাবার কোন প্রভিশন নেই। এ ছাড়া নাইট ক্লাব, বার, রেস্তোরাঁএ, এইসব জুয়া খেলা, হর্স-রেস এবং অন্যান্য গ্যাম্বলিং বন্ধ করবার জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ আইন আনা দরকার, তা না হলে কিছুই হবে না। আমরা সকলেই জানি হাট-বাজারে, মেলায় যে-সব জুয়া খেলা হয় তাতে সেখানের মানুষরা রুইন্ড হয়ে যায় এবং সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। আজ সেগুলি দমন করতে হলে পূর্ণাঙ্গ আইনের দরকার এবং পুলিশকে এই বিষয়ে তৎপর হতে হবে। কারণ আইন পাশ করলেই শুধু হবে না, সেটাকে কার্যকরী করতে হলে আরো একটা ব্যাপক পূর্ণাঙ্গ আইনের দরকার।

[2-50—3 p.m.]

Sj. Satya Priya Roy:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার! এই বিল সম্পর্কে শিক্ষাবিদ হিসাবে আমার কিছু বলার আছে। যদিও এই বিল জুয়া-খেলা এবং প্রাইজ কম্পিটিশন এইসব বন্ধ করার জন্য মন্ত্রী মহাশয় উপস্থাপিত করেছেন এবং সেই মূলনীতিকে যদিও আমি সমর্থন করি, কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য যে-কথা বলেছেন, আমিও সে-কথা না বলে পারি না যে, এ থেকে হর্স-রেসিং কেন বাদ দেওয়া হল? এই হর্স-রেসিং যে মধ্যবিত্ত পরিবারকে অনেকস্থলে শুধু সর্বস্বান্ত করছে তা নয়, যে টাকা সরকার এ থেকে পান তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী টাকা মধ্যবিত্ত অপচিত হয়। এখানে নীতির প্রশ্ন হচ্ছে যে, সরকারের পয়সা আসে, কাজেই সরকার সেই খেলা নিজেরাই গেমকীপার হয়ে প্রশ্রয় দেন—এ যদি হয় তাহলে যারা দু-চার হাজার টাকার জুয়া খেলছে তাদের কোন্ মুখে বলবেন যে তোমরা এই জুয়া খেলা করতে পারবে না। কাজেই হালিম সাহেবের কথা প্রতিধ্বনিত করে আমিও মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যে, এই জুয়া খেলা অপ্রতিহতভাবে চলেছে, রাস্তার উপর কড়ি দিয়ে জুয়া খেলা চলেছে, এমন কি খেলাধূলার মাঠে পর্যন্ত সেটা চলেছে। সর্বত্র যে কি প্রকার জুয়া খেলা চলেছে তা বলবার নয়। একে যে আইন ক'রে বন্ধ করা যাবে তা আমি বিশ্বাস করি না। মানুষের ভিতর এমন একটা প্রবৃত্তি নিয়ে আসতে হবে, যে প্রবৃত্তি নিজে থেকেই বাধা দেবে এবং এই বোধ জন্মাবে যে, জুয়া-খেলা নিজের সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার পথ। কিন্তু সরকার যদি এইরকম একটা উদাহরণ সাধারণের সামনে তুলে ধরেন যে, যেহেতু তাঁরা বোধ হয় ৫৮ লক্ষ টাকা পান, সেইজন্য সেই কয়েক লক্ষ টাকা পাওয়ার অসুবিধা হবে বলে তাঁরা এই জুয়া খেলার সংজ্ঞা থেকে হর্স-রেসিংকে বাদ দেবেন, তাহলে তাঁরা কোন মতেই মানুষের মনে সে ভাবের উদ্রেক করতে পারবেন না, বা জুয়া খেলো না এ-কথা বলতে পারবেন না।

Volume XIII

Council Debates

Official Report

West Bengal Legislative Council

Thirteenth Session (November—December), 1957

(From 29th November to 23rd December, 1957)

The 29th November, 2nd, 3rd, 4th, 9th, 10th, 11th, 13th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, and 23rd December, 1957

Published by authority of the Council under Rule 116 of the West Bengal Legislative Council Procedure Rules

যেহেতু আমরা মোটা টাকা ট্যাক্স আদায় করব, অতএব এই ঘোড়-দৌড়কে জুয়া খেলার অন্তর্ভুক্ত করব না, এই যদি সরকারের নীতি হয় তাহলে সেই নীতির সংগে এই যে আইন এর সুস্পষ্ট বিরোধীতা রয়েছে। কাজেই বলতে হয়, আজ সরকার স্পষ্ট করে বলে দিন তাঁরা মানুষকে জুয়া খেলে• সর্বস্বান্ত হতে দিতে চান কি না? যদি না চান তবে এই যে ব্যসন, যা কলিকাতায় সহস্র সহস্র মধ্যবিত্ত পরিবারকে সর্বস্বান্ত করছে, তাকেও বন্ধ করে দিতে হবে। কলিকাতার ছেলেদের বেড়াবার জায়গা নেই, স্থানাভাবে একটা ভাল স্টেডিয়াম কলিকাতায় হতে পারছে না, অথচ ঐ ৫৮ লক্ষ টাকার জন্য মন্ত্রী মহাশয়েরা জাতির কল্যাণকে বিসর্জন দিয়ে কেবল ট্যাক্সের কথাই ভাবছেন, এবং তাহলে নীতিগতভাবে তাঁদের জনসাধারণকে বলবার অধিকার থাকবে না যে, জুয়া-খেলা নিন্দনীয়। আমি চীনে গিয়েছিলাম; সেখানে দুটো বাজি খেলার জায়গা ছিল—(১) ঘোড়-দৌড় এবং (২) কুকুর দৌড়ের। এই কুকুর দৌড়ের খেলা আমাদের এখানেও এক সময়ে হয়েছিল। আমাদের সৌভাগ্য যে সেই কুকুর দৌড়ের পিছনে বাজি ধরা এখন উঠে গেছে, কিন্তু ঘোড়-দৌড় এখনও সেই আগের মতই চলছে। অথচ ঐ সাংহাই শহরে ঘোড়-দৌড়ের এবং কুকুর দৌড়ের দুটো মাঠই জনসাধারণের খেলার মাঠে পরিণত হয়েছে। চীন ত আমাদের চেয়েও দরিদ্র দেশ, সেখানে যদি ট্যাক্সের লোভে জুয়া খেলাকে অব্যাহত না রেখে তাকে বন্ধ করে দিতে পারে তাহলে আমাদের সরকারের পক্ষে ট্যাক্সের লোভে সেইরকম জুয়া খেলাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এই কলিকাতা শহরে, যেখানে কিশোর-কিশোরীরা ভবিষ্যৎ জাতিকে গড়ে তুলবে, তাদের সেইসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে, এই ঘোড়-দৌড়ের ব্যবস্থা করবার জন্য।

তারপরে শিক্ষাবিদ হিসাবে আমাদের আসে এই প্রাইজ কম্পিটিশনএর প্রশ্ন। অবশ্য এটা যে সর্বত্র খুব ভালভাবে চলে তা নয়। তবে এটা একটা ইন্টেলেকচুয়াল পারসুট বোলে হয়ত কোন কোন জায়গায় চলে; তথাপি তার অপব্যবহার হয় না এ-কথা বলছি না। কিন্তু এখানে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে অনেক ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ কম্পিটিশন যাতে আমাদের বহু লোক যোগদান করে—যেমন "ক্রসওয়ার্ড পাজল" বা অন্য পাজল, এখানে তার ব্যবস্থা করা হয় নি। সেই কম্পিটিশনগুলো চালাতে দেওয়া হবে কি না তার কোন উল্লেখ এর ভিতর নেই। যদি সরকারের এই নীতি হয় যে, সেগুলো বন্ধ করে দেবেন তাহলে সেই নীতির কথা এই বিলের মধ্যে পরিষ্কার কোরে উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। (দি অনারেবল কালিপদ মুখার্জী: "কন্ট্রোল করার কথা আছে"।) সেগুলো কন্ট্রোল করবেন কিন্তু যেসব ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন আছে সেগুলি বন্ধ করবেন কি না? সেগুলি যদি বন্ধ করতে চান তাহলে তার ত কোন উল্লেখ এখানে দেখতে পাচ্ছি না। সেগুলি তাহলে কিভাবে বন্ধ করবেন?

তৃতীয়তঃ এই ব্যাপারে অনেক রুই-কাতলা জাল থেকে বেরিয়ে যায়, আর পুঁটি মাছগুলো কি কোরে ধরা যাবে তার চেষ্টাই চলে। আমরা কালোবাজারের সময় দেখেছি লরী বোঝাই করে চাল কালোবাজারে চলে যাচ্ছে, তার দিকে লক্ষ্য নাই, আর কোথা থেকে কে পাঁচ সের চাল এনে বিক্রী করে তার পরিবারকে খাওয়াবে সেখানে তাকে ধরবার জন্যই পুলিশের ব্যস্ততা বেশী, এবং এইরূপ একটা মামলায় পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট কোন আসামীকে এক আনা জরিমানা করেছিলেন।

Mr. Chairman: This is irrelevant.

Sj. Satya Priya Roy: No, Sir, I shall prove the relevancy of my arguments.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, he is developing his arguments.

Sj. Satya Priya Roy:

সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেছেন যে, সে অবশ্য আইনত অপরাধ করেছে, সেইজন্য তাকে শাস্তি দিতে হবে কিন্তু তার উদ্দেশ্য থেকে বোঝা যায় তার অপরাধ অতি লঘু। এইভাবের ব্যাপার চলে এবং চলতে পারে বলেই বলছি যে, যারা লঘু অপরাধ করে তারাই

Sj. Naren Das:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জি যে এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন, সেই এ্যামেন্ডমেন্টএর সম্পূর্ণ বিরোধীতা করবার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি।

মিঃ চ্যাটার্জীর বক্তৃতা শুনে আমার এই কথাই মনে হয়েছিল যে, তিনি যে ভূমিকা করে বর্তমান স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এবং যাঁরা আগের স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে ছিলেন, বা বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য নন-অফিসিয়েলএর দ্বারা যেভাবে কাজ পরিচালনা হয়ে আসছে এবং প্রগতি যেভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে, তার ইতিহাস তিনি বলতে গিয়ে তাঁর কনক্লুশনএ যে কথা বলেছেন, সেটা শুনে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম। যে প্রিঅ্যাম্বল, যে ভূমিকা তিনি করলেন, তাতে ঐভাবে কি করে তিনি প্রেডিক্ট, কনক্লুশন করলেন, তা আমি বুঝতে পারছি না।

আমি বিশেষ করে আমার বক্তব্য বলবো দে কমিশনএর রিপোর্টের উপর। আমরা দেখছি যেখানে তাঁরা বলেছেন—

"a careful perusal of the existing situation in secondary education has already been made by the All India Commission but the State of West Bengal presents certain special features which may be reviewed briefly"

এই কথা বলে দে কমিশন, মুদালিয়ার কমিশনকে ইমপ্রুভ করবার জন্য চেষ্টা করেছেন। আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকার মুদালিয়ার কমিশনএর সমস্ত রকম সুপারিশে সন্তুষ্ট হয় নি বলে, বিশেষ করে বাংলার যে বিশেষ অবস্থা, তার জন্যই দে কমিশনকে বসিয়ে ছিলেন, এবং দে কমিশন বলেছেন এখানে কতকগুলি স্পেশ্যাল ফিচার্স আছে, সেই স্পেশ্যাল ফিচার্সএর প্রথম কথা হচ্ছে—

characteristic feature of West Bengal is the exceptionally large number of high schools which are under private management.

এবং সেখানে রাজা রামমোহন রায় থেকে ইতিহাস টেনেছেন, কিভাবে সেকেন্ডারী এডুকেশন গড়ে উঠেছে, কি কি সর্তে ও উদ্দেশ্যে হয়েছে তার একটা বিরাট প্যারাগ্রাফ তাঁরা জুড়ে দিয়েছেন।

[5-55—6-5 p.m.]

এবং এখানে প্রাইভেট ম্যানেজমেন্টএ যেসব স্কুল সেই স্কুলএর অবদান সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা দরকার। এই যেসব স্কুল প্রাইভেট ম্যানেজমেন্টএ পরিচালিত হচ্ছে সেই স্কুলগুলি দিনের পর দিন ধরে পাথরের উপর পাথর দিয়ে পশ্চিম বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষার ইমারত গড়ে তুলেছে এবং এই যাঁরা ইমারত সৃষ্টি করেছে তাদেরই আজ যে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ হবে তাতে তাদের কোন বক্তব্য নেই। এখানে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছি, যারা এতদিন শিক্ষার সহায়তা করে এসেছেন, ভিক্ষা করে শিক্ষার প্রসার করেছেন, সেইসব দায়িত্বশীল মানুষ যারা নিজেদের দায়িত্বে, সরকারী ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে শিক্ষাকে রূপদান করেছেন, তারা কিভাবে এই পর্ষতে আসবেন, তাদের জন্য নমিনেশনএর কথা বলেছেন, এর দ্বারা বাংলা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতকে উপহাস করা হয়েছে। তাই আমি দেবপ্রসাদবাবুর প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি।

Mr. Chairman: You have already spoken on this.

Sj. Kamini Kumar Ghose: Mr. Chairman, Sir, I understand Professor Bhattacharyya when he proposes two representatives of the A.B.T.A., in place of one but I do not understand his motive for the proposal to delete the provision for a representative of the W.B.T.A. It is an association of teachers recognised by Government as the A.B.T.A. is. Besides, the Association is progressing and expanding everyday. It is strange that Professor Bhattacharyya has imputed certain actions to an ex-member of this Council, who is a lecturer of the Calcutta University, alleging that at Berhampore conference of teachers he went on canvassing from house to house in the delegates' camp urging on teachers to organise a rival association. This gentleman was invited to attend the conference as an educationist. It is really painful to find an educationist of Professor Bhattacharyya's intelligence to criticise a man behind his back. It is, I think,

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNOR

Sreemati PADMAJA NAIDU.

*MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY, Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department except the Police and the Defence Branches, Departments of Finance, Development, Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Minister-in-charge of the Department of Food, Relief and Supplies and the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

*The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE, Minister-in-charge of the Police and Defence Branches of the Home Department.

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Department of Works and Buildings and the Department of Housing.

The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI, Minister-in-charge of the Department of Irrigation and Waterways.

The Hon'ble HEM CHANDRA NASKAR, Minister-in-charge of the Department of Fisheries and of the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

The Hon'ble SYAMA PRASAD BARMAN, Minister-in-charge of the Department of Excise.

The Hon'ble Dr. RAFIUDDIN AHMED, Minister-in-charge of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests except the Forests Branch.

The Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Department of Local Self-Government and Panchayats.

The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA, Minister-in-charge of the Department of Land and Land Revenue.

The Hon'ble BHUPATI MAZUMDAR, Minister-in-charge of the Department of Commerce and Industries.

The Hon'ble SIDDHARTHA SANKAR ROY, Minister-in-charge of the Judicial and Legislative and Tribal Welfare Departments.

The Hon'ble ABDUS SATTAR, Minister-in-charge of the Department of Labour.

*The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI, Minister-in-charge of the Department of Education.

MINISTER OF STATE

The Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY, Minister of State for the Jails Branch of the Home Department and for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble TARUN KANTI GHOSH, Minister of State for the Departments of Development and Refugee and Rehabilitation.

The Hon'ble Dr. ANATH BANDHU ROY, Minister of State in charge of the Department of Health.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

very very unfair. I do not believe a word of what he says. I would remind Professor Bhattacharyya that my friend Sri Satya Priya Roy started an association known as W.B.T.A. some years back and this was the rival association of A.B.T.A. and this was subsequently abandoned by him and his followers for reasons known to the teachers of Bengal. So this association is nothing new. Professor Bhattacharyya has used abusive languages when he spoke of the W.B.T.A. This is, I think, quite unbecoming at least of an educationist of his position.

In this connection I should like to draw his attention and that of Sj. Satya Priya Roy to the amendment proposed by Sj. K. P. Chattopadhyay. He has suggested that in place of one both the A.B.T.A. and the W.B.T.A. should have each two representatioves on the Board. This amendment is quite fair and is intelligible as it comes from an impartial man. My friend Sj. Satya Priya Roy has abused the organisers of the W.B.T.A. as henchmen of Government. He always takes delight in using abusive language. But that is nothing but playing to the gallery. He often abuses people who hold views different from his. It is useless to argue with a man who is already very very biased.

May I ask Sj. Satya Priya Roy about the W.B.T.A. organised by him and his friends which was a rival Association of the A.B.T.A. My friend Sj. Manoranjan Sen Gupta, who was the Secretary, will kindly bear me out. Why is he so violent now when an Association of the same name has been started? He should remember that this Association was recognised by the Government whereas the one started by Sj. Satya Priya was never recognised by the Government nor by the teachers of the country.

As regards the Headmasters' Association, I said the other day that the present strength of the Headmasters' Association is 650. I consulted the records of the Association and I find that the number would go up to 820, if defaulters are taken into consideration.

As regards the constitution of the Association all Hetadmasters and retired Headmasters with ten years' experience, are eligible for becoming a member of the Association. Sj. Monoranjan Sen Gupta is a member of the Association under that rule. According to this, Sj. Bijoy Krishna Basu who is also the President of the A.B.T.A. is a member of the Headmasters' Association. If Sj. Satya Priya Roy likes he can also become a member of this Association. There is no bar. A Headmaster as a teacher can become a member of the A.B.T.A. or W.B.T.A. He can also become a member of the Headmasters' Association. There is no bar.

As regards the W.B.T.A. the present strength is 5,500 and it was stated by the Education Minister the other day. The Minister got it from the President of the Association, Principal Amiya Kumar Sen. Sj. Amiya Sen is certainly a responsible man as anybody else.

Sir, if we look back to the beginning of A.B.T.A. when Shri Satya Priya Roy was perhaps a student, and Shri Monoranjan Sen Gupta was a member of the Association. Perhaps, that was started not in 1926, but much earlier. I was a member of the Association from its very inception. So, if there are at least 5,500 members of the W.B.T.A. at the end of this year, in comparison with the gradual expansion of A.B.T.A., the progress must be admitted to be satisfactory. It was certainly an uphill work done by the Association towards the creation of interest amongst the teachers in general.

I am not accustomed to use abusive language and therefore I cannot reply in the language used by my friend Sj. Satya Priya Roy who is an expert in this respect.

DEPUTY MINISTERS

Sj. SATISH CHANDRA RAY SINGHA, Deputy Minister for the Transport Branch of the Home Department.

Sj. SOURINDRA MOHAN MISRA, Deputy Minister for the Department of Education.

Sj. TENZING WANGDI, Deputy Minister for the Department of Tribal Welfare.

Sj. SMARAJIT BANDYOPADHYAY, Deputy Minister for the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Sj. RAJANI KANTA PRAMANIK, Deputy Minister for the Relief and Supplies Branches of the Department of Food, Relief and Supplies.

*Sj. CHITTARANJAN ROY, Deputy Minister for the Department of Co-operation.

Janab SYED KAZEMALI MEERZA, Deputy Minister for the Department of Cottage and Small-Scale Industries.

Janab Md. ZIA-UL-HUQUE, Deputy Minister for the Department of Health.

Srijukta MAYA BANERJEE, Deputy Minister for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

Sj. CHARU CHANDRA MAHANTY, Deputy Minister for the Food Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. JAGANNATH KOLAY, Deputy Minister for the Publicity Branch of the Home Department and Chief Government Whip.

Sj. NARBAHADUR GURUNG, Deputy Minister for the Department of Labour.

*Member of the West Bengal Legislative Council.

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi Sj. Satish Chandra
Roy, Sj Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27 the motion was lost.

[6-55—7-5 p.m.]

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that in clause 4(10), for the word "two" the word "one" be substituted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

The motion of Sj. Satish Chandra Pakrashi that in clause 4(10), lines 1 and 2, for the words "nominated by the State Government from" the words "elected by " be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

WEST BENGAL LEGISLATIVE COUNCIL

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Chairman ..	.. The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI.
Deputy Chairman	.. Dr. PRATAP CHANDRA GUHA RAY.

SECRETARIAT

Secretary to the Council	.. Sj. AJITA RANJAN MUKHERJEA, M.SC., B.L.
Special Officer ..	.. Sj. CHARU CHANDRA CHOWDHURI, B.L., Advocate.
Deputy Secretary	.. Sj. A. K. CHUNDER, B.A. (Hons.) (Cal.) M.A., LL.B. (Cantab), LL.B. (Dublin), BARRISTER-AT-LAW.
Assistant Secretary	.. Sj. AMIYA KANTA NIYOGI, B.SC.
Registrar ..	.. Sj. SYAMAPADA BANERJEA, B.A., LL.B.
Legal Assistant ..	.. Sj. BIMALENDU CHAKRAVARTY, B.com., B.L.
Editor of Debates	.. Sj. KHAGENDRANATH MUKHERJI, B.A., LL.B.

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mal'ah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

The motion of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya, that for clause 4(11) the following be substituted, namely:—

"(11) Deans of the Faculties of Arts, Science, Medicine, Education and Commerce of the University of Calcutta",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Fakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

Mr. Chairman: Now I would appeal to your good sense that you can have division by show of hands.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We would be grateful to you if you would kindly appeal to the good sense of the Minister who because of his cussedness has created this situation.

Mr. Chairman: The other side agrees to my proposal and your names will be recorded all right by division by show of hands. Much time is being wasted, and time is precious, time is money.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, what you say is quite true but we have our duties to the people who have sent us here. We want to give expression to our opposition to this Bill.

Mr. Chairman: Give an expression of your duty by show of hands.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Mr. Chairman, Sir, I shall not take much of the time of the Council. I shall submit what I have got to say as briefly as possible. There are several amendments to the simple clause, clause No. 7 which states that the State Government shall appoint any person it thinks fit as the President. Here my friends on the Opposition are saying that there is a definite provision for the appointment of an official as President. There is nothing of the kind in this clause. Only the best person will be appointed as President. He may be an official or a non-official. Formerly the Vice-Chancellor of the Calcutta University used to be appointed from amongst the distinguished Judges of the High Court. If no distinguished Judge is available but if a man like Dr. J. C. Ghosh or anybody of his calibre and intellect comes, would it be fair to exclude his appointment only because he is an official? Therefore there is not much force in their contention. So far as I have been able to examine these amendments, only one amendment, amendment No. 80, tabled by my friend, Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya seems to me to have any force in its contention. I will appeal to the Hon'ble Minister, if it is possible, to accept this amendment, amendment No. 80, which is simply this: If a person has any interest in any text-book directly or indirectly or in the publication of any text-book, he should be excluded. That is a very important point to be considered. Unfortunately the amendment to clause 9 in which he has put forward his disqualification clause is very vague. That amendment is very wide and very general. When that amendment comes up for discussion, I will submit my say. But the principle behind this amendment is good and I think it ought to be accepted. At least the Hon'ble Minister ought to see how far he can accept in the bill the principle underlying this amendment.

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: Sir, I have been tempted to speak by the speech of my friend, Sj. Mohitosh Rai Choudhury. My friend feels that the Opposition should have no fear because clause 7 states that the State Government shall appoint any person it thinks fit as the President. Therefore there is no fear of the Opposition—for that matter—of the public. A non-official is not going to be appointed as the President. If he thinks of the question from the composition of the Board, the manner in which it is proposed to be passed, it will be quite evident that the officials will predominate. The second point is that the Dey Commission's recommendations are very, very emphatic in this matter that a non-official should be appointed and therefore my friend asks, "What about the Mudaliar Commission"?

[3-10—3-20 p.m.]

The point is that Dey Commission was appointed or it was thought desirable to appoint Dey Commission, because there are particular conditions which exist in Bengal, there are special features of education in Bengal and, therefore, Dey Commission—as my friend Sj. Naren Das so very rightly pointed out—on consideration of this point has recommended definitely the appointment of a non-official. So why not my friend accept the amendment moved by Sjkta. Anila Debi in her amendment No. 72? Heavens would not fall if simply the State Government makes an admission here and makes a provision that a non-official will be appointed as the President. Regarding the other submissions of Mr. Rai Chaudhuri of course I am one with him and there is no point of difference between him and the members of this side of the House, namely, in the matter of text-books and things of that sort. Sir, it has been argued from this side of the House that there is bureaucratisation of the machinery and that is what we are afraid of. So, I think the Hon'ble Minister should have no objection in accepting the amendment of Sjkta. Anila Debi.

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Halim, Janab. [Elected by M.L.As.]
(2) Abdur Rashid, Janab Mirza. [Elected by M.L.As.]

B

(3) Bagchi, Dr. Narendranath. [Elected by M.L.As.]
(4) Banerjee, Dr. Sambhu Nath. [Nominated.]
(5) Banerjee, Sj. Sunil Kumar. [Hooghly-Howrah (Local Authorities).]
(6) Banerjee, Sj. Tara Sankar. [Nominated.]
(7) Basu, Sj. Gurugobinda. [Nominated.]
(8) Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar. [Nadia-Murshidabad (Local Authorities)
(9) Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra. [Calcutta (Graduates).]
(10) Bhuwalka, Sj. Ram Kumar. [Elected by M.L.As.]
(11) Biswas, Dr. Raghunandan. [Elected by M.L.As.]
(12) Bose, Sj. Aurobindo. [Elected by M.L.As.]

C

(13) Chakrabarty, Dr. Monindra Mohan. [Elected by M.L.As.]
(14) Chatterjea, Sj. Devaprasad. [Cal.-24-Parganas (Local Authorities).]
(15) Chatterjee, Sjta. Abha [Elected by M.L.As.]
(16) Chatterjee, Sj. Krishna Kumar. [Elected by M.L.As.]
*(17) Chatterji, Dr. Suniti Kumar. [West Bengal South (Graduates).]
(18) Chattopadhyay, Sj. K. P. [Elected by M.L.As.]
(19) Chaudhuri, Rai Harendra Nath. [Elected by M.L.As.]
(20) Choudhuri, Sj. Annada Prosad. [Burdwan Division North (Local Authorities).]

D

(21) Das, Sj. Naren. [Elected by M.L.As.]
(22) Das, Sjkta. Santi. [Nominated.]
(23) Debi, Sjkta. Anila. [Presidency Division North (Teachers).]
(24) Dutt, Sjkta. Labanyaprova. [Nominated.]

G

(25) Ghose, Sj. Bibhuti Bhushan. [Elected by M.L.As.]
(26) Ghose, Sj. Kamini Kumar. [Calcutta (Teachers).]
(27) Ghosh, Sj. Ashutosh [Elected by M.L.As.]
†(28) Guha Ray, Dr. Pratap Chandra. [Elected by M.L.As.]
(29) Gupta, Sj. Manoranjan. [Elected by M.L.As.]

---

*Chairman. †Deputy Chairman.

Note.—Sj. stands for Shrijut and Sjkta. stands for Shrijukta.

Dr. Sambhu Nath Banerjee: As this is an important matter I rise to speak on it. At the outset I may tell you that I will support Sjkta. Anila Debi's amendment about the appointment of a non-official as President of the Board. I do not think, Sir, that any Government having a grain of sense in it will appoint an official as President of the Board in view of the composition of the Board. Therefore, there is no harm if her amendment is accepted.

Secondly, Sir, I support the amendment of my friend Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya about disqualification of a member of the Board. I believe, Sir, he has in view the principle of the Company Law as to the appointment of a director and I shall be happy if he changes the wording of his amendment as follows: "Any person directly or indirectly concerned or interested in any contract or arrangement entered into by or on behalf of the Board or in any text-book referred to, etc."......

Sj. Nagenda Kumar Bhattacharyya: I have no objection to accept the amendment. I took that amendment from the Bombay Act.

Dr. Sambhu Nath Banerjee: I would request him to omit the proviso. If my wording, which has been taken from Palmers Company Law is accepted, the proviso would not be necessary. The principle for which he is contending will be better carried out if the wording of Palmer is accepted. Save as aforesaid, I oppose the amendments.

President should not be appointed from a panel of four persons. Some of my friends have said that a Vice-Chancellor is appointed from a panel of three persons recommended by the Syndicate. Likewise a President should be appointed from a panel of four persons recommended by the Board. I may refer to what Dr. Meghnad Saha, in the course of his farewell address to me, said on the question of appointment of a Vice-Chancellor from a panel: "Sir we are entering a new era. The old order which had prevailed in the University for 50 years is over. The new order is coming. I frankly say and I am not very hopeful that the new order will bring any good to the cause of education in this Province. Under this system I worked at Allahabad for 16 years. I tried my best that the University was constituted under better conditions, but people wanted a change and they will have the change with vengeance.".

Then again please do not think for a moment that because a President is nominated by the Government he will act according to the wishes of the Government if he thinks that they are opposed to the best interest of education.

I was a nominated Vice-Chancellor, yet I refused the request of one of the highest authorities in India. I was none the worse for it.

You need not have any suspicion. Sir, suspicion is often wrong than right, is often unjust than just. Sir; if you think that a nominated President would act against the interests of education, then the sooner these institutions cease to exist the better. One of my friends has referred to the Calcutta Corporation. Is an educational institution to be placed on the same footing as the Corporation? The question whether there should be a President of the Board or not cannot be agitated now. The matter is not open to further discussion as clause 4 of the Bill has already been accepted.

As to the term of a President, Sir, I would suggest it to be seven years. Some of you are thinking of reducing it to three years. Now, go to any Vice-Chancellor you like, and ask him what his experience is in such matters. Sir, for the first two years a Vice-Chancellor has got to work

M

(30) Maliah, Sj. Pashupati Nath. [West Bengal West (Local Authorities).]
(31) Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath. [Cal.-24-Parganas (Local Authorities).]
(32) Misra, Sj. Sachindra Nath. [West Bengal North (Local Authorities).]
(33) Mohammad Jan, Janab Shaikh. [Nominated.]
(34) Mohammad Sayeed Mia, Janab. [Elected by M.L.As.]
(35) Mookerjee, Sj. Kamala Charan. [Elected by M.L.As.]
(36) Mookerjee, Sj. Kali Pada. [Cal.-24-Parganas (Local Authorities).]
(37) Mazumder, Sj. Harendra Nath. [West Bengal South (Local Authorities.)]
(38) Mukherjee Sj. Biswanath. [Elected by M.L.As.]
(39) Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar. [Elected by M.L.As.]
(40) Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath. [West Bengal Central (Local Authorities).]
(41) Musharruf Hossain, Janab. [Nominated.]

N

(42) Nausher Ali, Janab Syed. [Elected by M.L.As.]

P

(43) Pakrashi, Sj. Satish Chandra. [Elected by M.L.As.]
(44) Poddar, Sj. Badri Prasad. [Nominated.]
(45) Prasad, Sj. R. S. [Darjeeling (Local Authorities).]
(46) Prodhan, Sj. Lakshman. [Elected by M.L.As.]

R

(47) Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh. [Presidency Division South (Teachers).]
(48) Roy, Sj. Chittaranjan. [West Bengal West (Graduates).]
(49) Roy, Sj. Satya Priya. [Presidency Division South (Teachers).]
(50) Roy, Sj. Surendra Kumar. [Elected by M.L.As.]

S

(51) Saha, Sj. Jogindralal. [Cal.-24-Parganas (Local Authorities).]
(52) Sanyal, Dr. Charu Chandra. [West Bengal North (Graduates).]
(53) Saraogi, Sj. Pannalal. [Nominated.]
(54) Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad. [West Bengal East (Local Authorities).]
(55) Sarkar, Sj. Pranabeswar. [Burdwan Division North (Local Authorities).]
(56) Sawoo, Sj. Sarat Chandra. [Cal.-24-Parganas (Local Authorities).]
(57) Sen, Sj. Jimut Bahan. [Elected by M.L.As.]
(58) Sen Gupta, Sj Monoranjan. [Burdwan Division (Teachers).]
(59) Singh, Sj. Ram Lagan. [Elected by M.L.As.]
(60) Singha, Sj. Biman Behari Lall. [Burdwan Division North (Local Authorities).]
(61) Sinha, Sj. Rabindralal. [Hooghly-Howrah (Local Authorities).]

Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Peddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 11 and the Noes 28, the motion was lost.

The motion of Sjkta. Anila Debi that in clause 18(a) after the word "Recognition" the words "and Grants" be inserted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—11.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chattopadhyay, Sj. K. P.
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—28.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjea, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Maneranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Peddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 11 and the Noes 28, the motion was lost.

The motion of Sjkta. Anila Debi that in clause 18(e), the following items and the proviso, be added, namely:—

"(f) Planning and Development Committee;

(g) Girls' Education Committee;

(h) Technical Education Committee;

(i) University Correlation Committee;

(j) Primary Correlation Committee;

Provided that all these committees shall be set up by the Board in accordance with regulations under this Act and with duties to be prescribed by such regulations"; was then put and a division taken with the following result:—

AYES—11.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chattopadhyay, Sj. K. P.
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

COUNCIL DEBATES

Friday, the 29th November, 1957.

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Friday, the 29th November, 1957, at 10 a.m. being the First day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

[10—10-10 a.m.]

Mr. Chairman: The newly elected members who have not taken their oath may now do so.

Oath or Affirmation of Allegiance

The following members took their oath:—

(1) Sj. Arabinda Bose, and

(2) Sj. Jimut Bahan Sen.

Panel of Presiding Officers

Mr. Chairman: In accordance with the provision of rule 7 of the West Bengal Legislative Council Procedure Rules, I nominate the following members of the Council to form a Panel of Presiding Officers for the current session:—

(1) Sj. Rabindralal Sinha,

(2) Sj. Annada Prosad Choudhuri,

(3) Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya, and

(4) Sjta. Labanyaprova Dutt.

Unless otherwise arranged the senior member among them present in the above order will preside over the deliberations of this Council in my absence and in the absence of the Deputy Chairman.

Enquiry by Shri Satya Priya Roy about his letter to the Chairman

Sj. Satya Priya Roy: May I know, Sir, from the Hon'ble Minister as to what has been done about my letter?

Mr. Chairman: I have received your letter and I have sent it to the Hon'ble Minister for Education. It is up to him to fix the time and date. You may raise this question after question time.

QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Establishment of a West Bengal State Warehousing Company

1. **Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(a) whether the Government have any scheme to establish a West Bengal State Warehousing Company as envisaged in All-India Rural Credit Survey Report;

NOES—28.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 11 and the Noes 28, the motion was lost.

The motion of Janab Abdul Halim that after clause 18(e), the following item be added, namey:—

"(f) the Committee for the Secondary Education of the Educationally Backward Classes".

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—11.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chattopadhyay, Sj. K. P.
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Roy, Sj. Chittaranjan
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 11 and the Noes 27, the motion was lost.

The question that clause 18 do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—28.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

(b) if so, when; and

(c) if not, the reasons thereof?

The Minister for Agriculture and Animal Husbandry (The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed): (a) Yes.

(b) As soon as the preliminaries in this connection are completed.

(c) Does not arise.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether any step has been taken towards making the preliminary arrangements with regard to the establishment of a West Bengal State Warehousing Company as envisaged in the All-India Rural Credit Survey Report?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: The West Bengal State Warehousing Corporation will come into existence by the issue of a Government notification to be published in the Gazette. Five members of the Board of Directors will be nominated by the Central Warehousing Corporation and five others by the State Government. There will be a Managing Director appointed by the State Government in consultation with the members of the Board of Directors and with the prior approval of the Central Warehousing Corporation. The Chairman of the Board will also be appointed by the State Government from among the Directors with the approval of the Central Warehousing Corporation. As regards the constitution of the State Warehousing Corporation in West Bengal the Secretary to the Government of India, Ministry of Food and Agriculture, who is the Chairman of the Central Warehousing Corporation has been requested to send the names of the nominees of the Central Warehousing Corporation and necessary steps are being taken to select the nominees of this Government as Directors of the State Warehousing Corporation to be set up in the State. The share capital of the State Corporation will not exceed a sum of Rs. 2 crores divided into shares of Rs. 100 each. The shares which have been issued from time to time are to be equally contributed by the State Government and the Central Warehousing Corporation on 50:50 basis. The State Warehousing Corporation will set up 20 warehouses within the Plan period. There is a provision of Rs. 14 lakhs in the budget for the current financial year and an equal amount will be contributed to the share capital of the State Warehousing Corporation by the Central Warehousing Corporation.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state the approximate time in which this company is likely to function?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: It is difficult to give the approximate time but we are in communication with the Government of India on this matter and as soon as we receive their list of members of the State Corporation, we shall proceed in the matter. I do not think it will take more than three months.

The Murshidabad Polytechnic at Berhampore

2. **Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) whether Government have a proposal for opening a Technical Institute at Berhampore; and

(b) if so, the time when the proposed Technical Institute will be started?

হিসাবে অনেক ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। আমাদের জানা আছে, অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট-এ এ্যাকাউন্টস অডিট করবার জন্য, যে একদল কর্মচারী থাকে—হিসাবে কোন ভুলভ্রান্তি হয়েছে কি না পরীক্ষা করবার জন্য। এখানে কোন গ্রান্ট যদি ইন্সপেক্টর রিকমেন্ড করেন, তাহলে সেই গ্রান্টস-এর অংকের হিসাব ঠিক আছে, কি না আছে, তা পরীক্ষা করবার ক্ষমতা বোর্ডের হাতে থাকা আবশ্যক বলে আমি মনে করি। নতুবা গ্রান্ট সম্বন্ধেও বেশী অবিচার হবে এবং ভুল থেকে যাবে। ইন্সপেক্টর-এর হাতে সরাসরি পড়লে পর তাঁদের খুব বেশী খোসামোদ করতে হবে; যাঁরা ভুক্তভোগী, তাঁরা জানেন। সুতরাং এক্ষেত্রেতে আমার মনে হয় গ্রান্ট-এর চূড়ান্ত ক্ষমতা বোর্ডের হাতে দেওয়া উচিত। যদি তাঁরা চান বিদ্যালয়ের মধ্যে স্বাধীন মনোভাবাপন্ন ছাত্র গঠিত হবে, এই স্বাধীন ভারতবর্ষে সুনাগরিক গঠিত হবে, যারা স্বাধীনতা রক্ষা করবে, যারা স্কুলের পরিচালক, প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষক, যাঁদের দ্বারা ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হবে, তাহলে এত ক্ষমতা ইন্সপেক্টর-এর হাতে দেওয়া উচিত নয়, যার ফলে বিদ্যালয়ের স্বাধীন আবহাওয়া থাকবে না। ইন্সপেক্সন-এর কাজ ভালভাবে করুন, এ্যাকাডেমিক সাইড ভালভাবে ইন্সপেক্টররা দেখুন। কিন্তু যদি গ্রান্ট-এর ক্ষমতা ইন্সপেক্টরদের হাতে দেওয়া হয়, তাহলে পরিদর্শনের মান অনেক পরিমাণে নেমে যাবে, যেটা স্বাধীন ভারতবর্ষে ও স্বাধীন পশ্চিমবাংলায় হওয়া উচিত নয় বলে আমি মনে করি। এবিষয় আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I beg to move that for clause 19(1)(b), the following be substituted, namely:—

"(b) three members to be elected from among the members nominated on the Board by the Calcutta University".

I also move that clause 19(1)(c) be omitted.

I also move that for clause 19(1)(d), the folowing be substituted, namely:—

"(d) two members from among those members on the Board who are either heads or teachers other than heads of secondary institutions to be elected jointly by them, one of these members being a head of an institution and the other a teacher other than the head of an institution."

I also move that in clause 19(4), line 2, after the words "except on" the words "consideration of" be inserted.

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, (১৯) ধারার সংশোধনীগুলির আলোচনা হচ্ছে। ১৯ ধারাতে রেকগনিশন কমিটি কিভাবে গঠিত হবে এবং তার কি ক্ষমতা থাকবে তাও লিপিবদ্ধ আছে।

এমনি বিলের খসড়াতে যা ছিল, তার চেহারাটা বেশ আমাদের কাছে পরিষ্কার—

Director of Public Instruction ex-officio

হিসাবে থাকবেন,

Chief Inspector of Women's Education

থাকবেন ও—

Chief Inspector of Secondary Education, *ex-officio*

হিসাবে থাকবেন এই রেকগনিশন কমিটিতে। এই তিনজন সদস্যই একেবারে সরকারী কর্মচারী, এবং তার সঙ্গে আরও তিনজন সদস্য থাকবার ব্যবস্থা এই খসড়াতে আছে। কিন্তু সেই তিনজন সদস্য কারা হবেন, কোন সদস্য শ্রেণী থেকে তাঁদের নির্বাচন করা হবে, সে সম্পর্কে এখানে কোন ইঙ্গিত নেই। এখানে শুধু বলা হচ্ছে—

three persons to be elected by the Board in the manner prescribed by regulations from among its members one of whom shall be from the four heads of high schools or multi-purpose schools referred to in clause (14) of section 4

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a) An Engineering Institution for Diploma Courses named as "Murshidabad Polytechnic" has been established at Berhampore.

(b) The Institution will start functioning from the current session.

Sir, I want to correct the answer to question (b). The institution has just started functioning since the 6th August, 1957, with an allotment of 75 students for licentiate course in Civil Engineering.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the institution has been equipped with necessary laboratories and machineries?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: My information is that English, Mathematics and Engineering subjects are being taught in the Institution's own building. Had it not been equipped, it would not have been possible to conduct all this training in the institution itself. The students have only to go to the K. N. College, Berhampore, for learning Physics and Chemistry.

Beldanga Sugar Mill

5. **Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya:** In view of the fact that the Beldanga Sugar Mill has been closed, will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state whether the Government have any scheme to acquire and take possession of the Beldanga Sugar Mill buildings and lands and machineries attached thereto with a view to start a sugar mill there?

The Minister for Commerce and Industries (the Hon'ble Bhupati Mazumdar): No.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: The necessary buildings and the machineries are there and so would it not be easier to start it there instead of starting a new sugar mill at any other place?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: I could not say that Government did not try but there were legal complications. Later on Government started the Ahmadpur National Sugar Factory and all preliminaries have been done and the machineries will be reaching this country very soon. As far as this Beldanga Sugar Factory is concerned, it has been purchased by Messrs. Narsing & Co. and they have already applied to the Government of India, Rehabilitation Department, for loan. If they get the loan, they will start the factory, there will be no difficulty.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the purchaser of the sugar mill has got the loan, and what would happen if the purchaser of the sugar mill does not get any loan from the Government and whether in that case Government would be inclined to start it?

[10-10—10-20 a.m.]

The Hon'ble Bhupati Majumdar: There may be many capitalists who are negotiating with the Government of India for the loan but this Government at present can have interest in only one and that is Ahmadpur Sugar Factory.

Dr Monindra Mohan Chakrabarty: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the Government has any plan for starting more sugar factories in view of the fact that we have to import most of our sugar from other States?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Yes. *There is room for two more mills and we have also approached the Central Government to give us sanction for this purpose.*

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: Can the Hon'ble Minister kindly state by which time this is expected to be completed?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: No.

Constitution of a Tribes Advisory Council

4. **Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya:** Will the Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(*a*) The composition of the Tribal Welfare Advisory Board, if any, during 1952-57;

(*b*) the number of meetings of the above Committee held during the above period;

(*c*) if the Government consider the desirability of appointment of Tribal Welfare Advisory Committee in the future; and

(*d*) if so, whether the Government have any scheme to include in the Advisory Board members of the Legislature (including members of the Opposition) elected from the districts in which there are sizable concentrations of tribal people.

Sj. Tenzing Wangdi: (*a*) There is no such Board.

(*b*) Does not arise.

(*c*) Government have decided to constitute a Tribes Advisory Council in the near future.

(*d*) The matter is still under consideration of Government.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Is the Hon'ble Minister aware that there are existing at present Tribal Welfare Committees in some of the districts of West Bengal?

Sj. Tenzing Wangdi: In most of the districts we have got Tribes Advisory Committees.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Is the Minister aware that Tribes Advisory Council has been in existence in West Bengal since 1953?

Sj. Tenzing Wangdi: Yes. But the question was with regard to Tribal Welfare Board. We did not have any such Board. The Tribes Advisory Council has been in existence since 1953.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Will the Minister kindly explain why in (*c*) he states that Government have decided to constitute a Tribes Advisory Council in the near future whereas the fact is that such a Council has been in existence since 1953?

Sj. Tenzing Wangdi: The Council that was formed in 1953 was for such time until dissolution of the existing Assembly. This Council was constituted under the rules that were framed under sub-paragraph (3) of

paragraph 4 of the Fifth Schedule of the Constitution of India and according to these rules the Council unless earlier dissolved by the Government shall continue until dissolution of the existing Assembly, and shall be reconstituted as soon as possible after general election to the Assembly. So, the Council which was formed in 1953 was already dissolved immediately after the dissolution of the then Assembly and thereafter a new Council is going to be framed.

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: Will the Minister kindly explain what he means by the term "in the near future"?

Sj. Tenzing Wangdi: That was the position in June last when these answers were prepared. Since then we have made progress and I can tell the House that this new Tribes Advisory Council has already been framed and necessary notification has been sent to the Press for publication in the *Calcutta Gazette*.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Will the Minister please state the number of meetings that have been held uptil now of the old Council?

Sj. Tenzing Wangdi: In 1954 we had two meetings, and in 1955 we had three meetings. In 1956 we did not have any meeting.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Will the Minister please explain further his answer in (d) "The matter is still under consideration of Government"? Will he kindly enlighten us in the matter?

Sj. Tenzing Wangdi: As I have told, the answers regarding this were prepared in June last. Now we have already taken in Tribal M.L.As. in our new Council. There are already 15 Tribal M.L.As. out of 20 members and of these 15 M.L.As. 11 are from the Congress party, 3 from the C.P.I. and 1 Independent. So, we have included 4 members from the Opposition also.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister please state if the persons elected from the districts in which there is concentration of tribal people have been selected?

Sj. Tenzing Wangdi: Certainly these M.L.As. are elected from the districts where due to tribal concentration seats are reserved for them.

Messages

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): Sir, the following messages have been received from the West Bengal Legislative Assembly, namely:—

(1)

"Message

The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 26th November, 1957, has been duly signed and certified as a Money Bill by me and is transmitted herewith to the West Bengal Legislative Council under Article 198, clause (2) of the Constitution of India.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

CALCUTTA:
The 27th November, 1957.

(2)

"Message

The West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 26th November, 1957, has been duly signed by me and is annexed herewith. *The concurrence of the West Bengal Legislative Council to the Bill is requested.*

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

CALCUTTA:
The 27th November, 1957

Enquiry by Sj. Satya Priya Roy about his letter to the Chairman.

Sj. Satya Priya Roy: Before the business of the House begins, I will refer again to my letter.

Mr. Chairman: I have forwarded your letter to the Hon'ble Minister for Education and it is for him to say what he has got to say.

Sj. Satya Priya Roy: Will the Hon'ble Minister for Education be pleased to make a statement? It is a very important question.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we do not know what is the substance of the letter. I believe the Council will be permitted to discuss this matter. The Council has certainly the right to know what the substance of the letter is and then we can proceed to the discussion.

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: I support Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We would like to know the substance of the letter first and then we would be in a position to understand the thing.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I am sorry I have not got the letter with me. The question is about more time. The West Bengal Board of Secondary Education Bill will come up for discussion on Monday, 2nd December and Mr. Satya Priya Roy has suggested that more time should be given to them to submit their amendments. The amendments will be taken up to the 3rd and will be discussed on the 4th.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, the letter was a request to you for giving more time for notice of amendments.

Mr. Chairman: I have sent the letter to the proper quarters and Government will fix the date and time.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We would like to know what the Hon'ble Minister has got to say on this point.

Mr. Chairman: The Bill has been scheduled to be discussed on the 2nd.

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: The Hon'ble Minister has just stated that the Bill will be taken on the 4th and we can give our amendments up to the 3rd.

Mr. Chairman: So, the amendments will be taken up to the 3rd and they will be discussed on the 4th. We shall have business remaining from to-day's meeting on the 2nd and then we shall take up the West Bengal Secondary Education Bill—the second item on the agenda—and amendments will be received up to the 3rd.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: The procedure that we have pursued up till now is that amendments should first come in and then the discussion takes place. If you reverse the procedure, you will then be putting the cart before the horse. The introduction ought to follow the amendments, it should not be before.

Sir it is difficult to separate the two cases because amendments may contain the question of principle. Therefore, it is not desirable that the introduction should precede the coming in of amendment.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There are other Bills which may come from the Lower House and on the 2nd after these Bills are taken up, we will consider then the West Bengal Secondary Education Bill, but the actual amendments which will come up will be discussed on the 4th.

[10-20—10-30 a.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, the Chief Minister very well knows that the House never followed such a procedure, and I would request him not to concede to what the Hon'ble Education Minister has said.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: In the past two things have been taken up separately, namely, first there was a general discussion of the principles and thereafter consideration of the amendments had been taken up. That is the real procedure. Why should it be against the procedure, I cannot understand.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: My submission is that the amendments of this Bill will be based on the question of principle. Can we discuss the question of principle at the introduction stage without any reference to the amendments that will come later? It will be putting the cart before the horse, I repeat.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: At the time of consideration of the principles of the Bill the amendments do not come in. If there is time on that day we can go on considering the principles of the Bill, and the consideration of the amendments will come up on the 4th.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I would request you to postpone your ruling on this question. After consulting the parliamentary procedure as followed you may finally give your ruling.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, if the discussion takes place on the 2nd, in that case we want some more time to go through the Bill itself, and to see whether from the point of view of principle or from any other point of view we have something to amend in the Bill. So if the discussion on principle takes place on the 2nd and amendments are separately taken on the 4th, the very purpose of the Bill will be frustrated.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Don't be nervous.

Mr. Chairman: We do not shift the date. When the consideration of a Bill comes up, there can be two classes of amndments. One stage is reference to Select Committee or sending the Bill for public opinion, and then there can come short-notice amendments which can be discussed when the consideration motion is before the House.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: What is your ruling, Sir, on this question? I wanted a ruling on this particular point whether it is in order to introduce the Bill before all the amendments are in. That is the point. What is your ruling on this question?

Mr. Chairman: The ruling is this: It is in order. The Bill comes up for discussion on the 2nd as the second item. The amendments will be received on the clauses up to 3rd and they will be taken up for discussion on the 4th.

Laying of Ordinances

The West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Ordinance, 1957.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to lay before the Council the West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Ordinance, 1957 (West Bengal Ordinance No. VII of 1957), under Article 213(2)(a) of the Constitution of India.

The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Ordinance, 1957.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I also beg to lay before the Council the Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Ordinance, 1957 (West Bengal Ordinance No. VIII of 1957), under Article 213(2)(a) of the Constitution of India.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Ordinance, 1957

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: Sir, I beg to lay before the Council the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Ordinance, 1957 (West Bengal Ordinance No. IX of 1957), under Article 213(2)(a) of the Constitution of India.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Ordinance, 1957

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to lay before the Council the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Ordinance, 1957 (West Bengal Ordinance No. X of 1957), under Article 213(2)(a) of the Constitution of India.

LAYING OF RULES

Laying of Amendments to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to lay before the Council the Amendments to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940

GOVERNMENT BILLS

The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly and transmitted to the West Bengal Legislative Council for its recommendations, be taken into consideration.

Sir, under section 43 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956, Bihar laws continue in force in the territories transferred from Bihar to West Bengal until they are repealed and the corresponding West Bengal laws extended to those areas by acts of the West Bengal Legislature. This meant that there could not be any difference in the taxation laws in the different parts of the State. Uniformity in taxation is the declared policy of Government and in this case on account of the disparities in the provisions of the State Acts in Bihar and in West Bengal, difficulties arose, particularly so with the introduction of the Central Sales Tax Act from July 1957. This Sales Tax refers to inter-State sale and the question therefore arose that if Bihar has a different Sales Tax Act, whether a sale in the territories which have been from Bihar to West Bengal, should be regarded as an inter-State sale or not. Secondly, the Bihar Sales Tax law imposed a tax on sale of foodgrains. Soon after the transfer, there was difficulty in that area and there was an upward trend in the prices of foodgrains with the result that Government had to open fair price shops in those areas. Now, the question arose as to whether the sale of foodgrains from these shops would be subject to any sales tax. In West Bengal we do not charge any sales tax on foodgrains and therefore we have to promulgate an Ordinance in order that similarity and uniformity in taxation in Bengal and Bihar might be achieved. We issued an Ordinance to cover four Sales Tax Acts, viz., the Bengal Finance Sales Tax Act, Bengal Motor Spirit Sales Tax Act, 1941, Bengal Raw Jute Taxation Act, 1941 and the West Bengal Sales Tax Act, 1954. The Law Revision Committee appointed by the State Government have insisted upon the uniformity of taxation laws in the two territories. We have undertaken complete revision of the laws as between the two States but in view of the fact, as I have mentioned above, taxation laws have to be put in as quickly as possible. Various representations were made by traders in Purulia area for registration under the Central Sales Tax Act. No registration would be possible unless the organisation of sales tax in that part of Bihar is put under the control of the Commissioner of Sales Tax in West Bengal.

And further there were many persons living in the border areas between the transferred territory and the West Bengal State who complained that there was a great deal of smuggling going on because of the variation in the sales tax rates on either side of the border. Therefore, Sir, we felt that it was necessary to have the Ordinance passed and this Bill is merely to continue the provisions of that Ordinance. The Ordinance is now in force and it is only necessary that we should regularise it by passing of this Bill.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

[10-30—10-40 a.m.]

Janab Abdul Halim: Sir, I beg to move that the Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 14th February, 1958.

আমি এই বিল সার্কুলেশনের জন্য দিচ্ছি, এই কারণে যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় বলেছেন যে, বেহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে যেসব অঞ্চল এসেছে, সেই সমস্ত অঞ্চলে বাংলাদেশে যে ট্যাক্স আইনগুলো আছে সেগুলি চালু করা দরকার। যুক্তি হিসেবে ডাঃ রায় বলেছেন যে, রাজ্যের ট্যাক্স আইনসমূহের সমতা রাখা দরকার। এখানে খাদ্য-শস্যের উপর বিক্রয়-কর নাই। হস্তান্তরিত অঞ্চলে বিক্রয়-কর চালু আছে। সেইজন্য সেখানে যেসব রেশন শপ খোলা হয়েছে, সেখানে ট্যাক্স নেওয়া হয়। এখানে আমার বক্তব্য এই যে মানভূম থেকে যে পুরুলিয়া অঞ্চল বাংলাদেশে এসেছে, সেটা অনুন্নত অঞ্চল, সে অঞ্চলের

জনসাধারণের অবস্থা অতি নিম্নস্তরের। কাজেই মানভূমের সেই অনুন্নত অঞ্চল যেটা এখানে এসে গেছে, সে অঞ্চলের ডেভেলপমেন্ট না করে সেখানে ট্যাক্স বসানো উচিত নয়। প্রথম সেলস ট্যাক্স বসানোর ব্যাপারে বক্তব্য এই যে, সেটা ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া, আগে সেটা ডেভেলপমেন্ট করে বাংলাদেশের ইকনমিক কণ্ডিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিয়ে তারপরে সেই অঞ্চলে সেলস ট্যাক্স ধার্য করা উচিত। সেলস ট্যাক্সের ব্যাপারে আমরা দেখি যে, বাংলাদেশে কাপড়ের উপর টাকাপ্রতি তিন পয়সা, কিন্তু বেহারে সেলস ট্যাক্স টাকায় এক পয়সা। সুতরাং সেখানে সেলস ট্যাক্স কম করে নেওয়া হয়। তার উপর সেখানকার জনসাধারণের বেশীর ভাগই জমির উপর নির্ভরশীল এবং অবস্থা অতি নিম্নস্তরের। সুতরাং সেই অঞ্চলে ট্যাক্স যদি বেশী করে চাপানো হয় তাহলে সেখানকার জনসাধারণের উপর ট্যাক্সের বোঝা আরো বেশী বাড়ানো হবে। আমি আগেই বলেছি যে, বেহারে সাধারণ ট্যাক্স পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক কম। বিশেষ করে কটন ইত্যাদির উপরে। তারপর বেহারের যেসব অঞ্চল বাংলাদেশে এসেছে, সেটা কৃষির জায়গা। বেহারের শিল্পাঞ্চল বাংলাদেশে আসে নি, বেহারেই রয়ে গেছে। তার ফলে এই অঞ্চলের শিল্প-বিকাশের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। আবার জমির উন্নতির জন্যও খাল খনন ইত্যাদির ব্যবস্থা হয় নাই, সুতরাং কৃষির উৎপাদন বাড়াবার বন্দোবস্ত এযাবৎ হয় নি। সেই সমস্ত ব্যবস্থা না করে, অনুন্নতের উন্নতি না করে যদি ট্যাক্স বাড়ানো হয় তাহলে জনসাধারণের অবস্থা আরো খারাপ হবে।

সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে বেহারের ঐ অঞ্চলের জন্য যে ৪ কোটি টাকার বরাদ্দ হয়েছে সেইটাই সেই অঞ্চলের ডেভেলপমেন্টের জন্য খরচ করা হবে বাংলাদেশের সরকার সেই সিদ্ধান্তই করেছেন। আর বেশী টাকা বরাদ্দ করেন নাই। আমি মনে করি সেই অঞ্চলের উন্নতি-সাধন করে, জনসাধারণের অবস্থা বিবেচনা করে, তাদের ট্যাক্স দেবার ক্ষমতা সেটা বুঝে, তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এই ট্যাক্স ধার্য করা উচিত। আজ যদি সিডিউল অনুসারে ট্যাক্স নেন, মোটর স্পিরিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স প্রভৃতি যা তাদের বেহারে টাকায় এক পয়সা করে দিতে হত, এখানে বাংলাদেশে অন্যান্য অঞ্চলের মত টাকায় তিন পয়সা দিতে হবে। কাজেই সেখানে যদি ট্যাক্স ধার্য করতে হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাদের অন্যান্য দিক দিয়ে সমান অবস্থায় এনে তবেই ধার্য করা উচিত হবে।

তা ছাড়া বেহারের কতকগুলি কুটিরশিল্প ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে। লাক্ষা শিল্পে জনসাধারণের অনেকটা নির্ভরতা ছিল, সে শিল্পও তাদের ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই সেখানে শিল্পের উন্নতি করে, কৃষি-উৎপাদন বাড়িয়ে, ইন্ডাস্ট্রী ডেভেলপ করে, তারপরে যদি ট্যাক্স চাপান তাহলে আমরা আপত্তি করব না। আজ তারা যে অবস্থায় রয়েছে, তার উপর যদি বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে যে ট্যাক্স চালু আছে, সেই ট্যাক্স যদি তাদের উপর চাপানো যায় তাহলে তাদের উপর অন্যায় করা হবে। সেইজন্য এই বিল সার্কুলেশনে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, in connection with the Bill that has been placed before the Council, I would like to place certain problems which the people of the transferred territories are facing to-day. All of us possibly do not know of the size of the problem that we are facing in the transferred territories. The total area transferred is in the neighbourhood of 3,200 square miles. Of this total area Purulia alone covers 2,407 square miles with a population of 11.7 lakhs. The economic composition of the population is interesting. Eighty-nine per cent. of the people in Purulia are peasants and 30 per cent. of them belong to the backward classes—educationally and economically backward. The whole area is much more backward than one of the most backward districts of West Bengal, viz., the neighbouring district of Bankura. After the territories were transferred to us, the Planning Commission allocated to us four crores of rupees and the Government of West Bengal in the Development Department drew up a scheme for the economic rehabilitation of the area. The plan is rather impressive. My complaint, Sir, is that this plan is not being given effect

to adequately. I feel that some of our best administrators should be placed in the district of Purulia as also in that part of Purnea which has been transferred to West Bengal.

[10-40—10-50 a.m.]

I do not know the quality of the officers who have been placed in charge of development work in the areas; but my information is that the development work is not proceeding as fast as it ought to. Planning covers agricultural improvement, animal husbandry, forests, community development, irrigation, industry, development of electricity, roads, education, health, water-supply, etc. The plan on paper is an impressive one, but what I know is that this plan is not being given effect to with adequate rapidity. The result is, as my friend Mr. Halim has pointed out, the conditions of the people have not improved. I know that it was only the other day that the territories were transferred to us, but even then within this short period some improvements ought to have been shown by our activities. Unfortunately, however, we have not been able to do much. In the circumstances it becomes rather unkind on the part of the Government of West Bengal to impose upon them the burden of some fresh taxes. Sir, I will refer in particular to the irrigational facilities which the Government of West Bengal promised would be extended to this area. I am thinking particularly of Purulia. Now, the need of the situation is the establishment of small irrigation schemes and these small irrigation schemes are really not in the picture. I would request the Minister in charge of the Development Department to lay special emphasis on small irrigation. Big irrigation schemes will yield results at some distance of time but within a short period people have got to be saved, people have got to be given some relief. It is, therefore, desirable that emphasis should be laid on small irrigation schemes. Sir, the problem of water-supply in the rural areas also is very acute, and in this respect very little has been done and my information is that the situation continues to be as bleak as it used to be during the days when the Bihar Government used to rule that area.

Sir, in the Department of Education the progress is rather disappointing. My friend Shri Satya Priya Roy referred to the differences in the scales of salaries between the Secondary School Teachers of Purulia and the Secondary School Teachers of West Bengal. It is necessary that equalisation should be effected immediately. We from this side of the House put forward this demand in the past; but this demand has not been heeded to, and the teachers of the district of Purulia are in an unenviable position compared with the Secondary School teachers of West Bengal. In the Primary Schools also the teachers have got to accept salaries at a rate much below the salary scale that we have established in West Bengal.

With regard to industry I feel that special emphasis should be laid on the development of silk industry and lac industry, and the Development Department has not been able to effect much progress in this line either. Sir, these are some of the problems to which I would like to draw the attention of the Chief Minister and Development Minister. In view of this rather dark picture it would be extremely unkind on the part of the Government of West Bengal to impose fresh taxes upon them. When they want to relieve the burden of taxes of the poor people of the transferred territories I am entirely with them but when they want to impose fresh burden of taxation I would ask them to desist from doing so.

With these words, Sir, I support the motion of Mr. Abdul Halim.

Sj. Krishna Kumar Chatterjee: Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the motion moved by my friend Mr. Abdul Halim. The principle of taxation, my friend Professor Bhattacharyya will agree with me, always depends

upon certain compelling circumstances and those circumstances are abundant in these added territories after the annexation. These territories were given to us because there was a demand from West Bengal that certain parts of Bihar should be given to us. Fortunately or unfortunately, we have got certain parts of Bihar ceded to us and then certain parts denied to us. West Bengal is not oblivious of the state of the poor people in those areas for whom my friend Professor Bhattacharyya has shed profuse tears. Can my friends in the opposition deny reasonably that there should be uniformity in taxation in all parts of West Bengal including the added territories of Bihar? Unless there is uniformity in the principle of taxation, there would be some discontent in the rural parts of West Bengal in various districts where the people are extremely poor. My friends will perhaps admit that the circumstances in which the rural people in Bankura, Birbhum and other places are not at all more glorious than the circumstances governing the people in those territories. Development needs money and money cannot come from heaven and we have to raise money by gradually taxing the people to a permissible degree and I am sure none would grudge it for the benefit of poorer section of the population. Self-help is the principle of taxation and that is the basis of the proposal made by our Chief Minister. I feel that the principle of taxation, which is already prevailing in West Bengal, should also guide taxation policy in the added areas so that people there might feel that their difficulties, sorrows and grievances are combined with ours and that they share the fate of West Bengal. Sir, we have to generate the feeling of oneness which we have to generate in the people of the added areas and that is why the present motion of the Chief Minister is welcome. I strongly support the Bill put in by our Chief Minister and strongly oppose the motion of my friend Mr. Halim for its circulation.

Sj. Satya Priya Roy:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমার বন্ধুবর মিঃ চ্যাটার্জি যে-কথা বলছেন, প্রথমেই আমি তার কথার প্রতিবাদ করে নিতে চাই। প্রথমতঃ তিনি বল্লেন যে, বিহারের একটা অংশ আমাদের দেওয়া হয়েছে। জানি না তিনি কি মনে করেছেন, কাদের এটা দেওয়া হয়েছে সে-কথা তিনি পরিষ্কার করে বলেন নি। তিনি যদি বুঝে থাকেন যে দল আজকে শাসনের গদিতে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁরা এটা একটা দান বা জমিদারী বা নূতন রাজ্য দান হিসাবে পেয়েছেন এবং সেখানে লুণ্ঠন এবং শোষণ করবার সুযোগ নূতন করে তাঁদের উপস্থিত হয়েছে, তাহলে আমার বন্ধুবর নিতান্ত ভুল করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলেছেন যে, তিনি জানেন না যে অংশটুকু বিহারের ছিল, সেটা বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এটা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য—এর চেয়ে কোন গ্লানিকর কথা কোন বাঙ্গালী কোনদিন বলতে পারে এটা আমরা ভাবতে পারি না। যারা আমাদের আত্মীয় বা বৈদেশিক আমলে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছলেন, তাঁরা আজকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন, এটা যে কত বড় সৌভাগ্যের কথা সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু আমি দুঃখিত যে, আমাদের বন্ধু চ্যাটার্জি মহাশয়, এটা বুঝতে পারেন নি যে এটা বাংলাদেশের পক্ষে সৌভাগ্য হয়েছে না দুর্ভাগ্য হয়েছে। এই যে দৃষ্টিভঙ্গী চ্যাটার্জি মহাশয়ের, সেটা বিলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন একটা নূতন রাজ্য বা জমিদারী পাওয়া গেছে, যে জমিদারীকে শোষণ করে নিতে হবে, যে জমিদারীকে লুণ্ঠন করতে হবে, সেখান থেকে পয়সা আদায় করে নিতে হবে. এই মনোভাব নিয়ে যেন এই বিল আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের এই হস্তান্তর অঞ্চলে অনেক সমস্যা আছে, বাংলা থেকে নানাবিধ বিষয়ে নানারকম বৈষম্য আছে।

[10-50—11 a.m.]

এটা যদি একটা পুরাপুরি বিল না হত বা সর্বাঙ্গিকভাবে হস্তান্তরিত অঞ্চলগুলির বিভিন্ন সমস্যাগুলো দূর করবার চেষ্টা করা হত তাহলে হয়ত আমি বাস্তিগতভাবে এই

বিলটির আপত্তি করতাম না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমার বন্ধুবর প্রফেসর ভট্টাচার্য মহাশয় কিংবা আবদুল হালিম সাহেব বললেন, তাতে এই বিলটাতে কোনরকম উন্নয়নের পরিকল্পনার কথা কিছু নেই। সেই দুর্গত অঞ্চল যা বিহারে থাকার সময় বিহারের অংশ নয় বলে সেখানে উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি। সেই দুর্গত অঞ্চল সম্বন্ধে কোন উন্নয়নের ব্যবস্থা করবার অবকাশ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সরকার পান নি। কিন্তু বৈষম্য দূর করার জন্য যে কাজে প্রথমে তারা হাত দিলেন সেটা হচ্ছে আমরা সেখান থেকে বেশী হারে ট্যাক্স আদায় করি। অথচ কি করে সেখান থেকে বেশী হারে ট্যাক্স আদায় করা যাবে তা জানি না। সেখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সেই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। বরং আমাদের মাথা ব্যথা হচ্ছে সেখান থেকে কিছু বেশী করে ট্যাক্স আদায় করে নেওয়া। শিক্ষাবিদ হিসাবে যখন এই অঞ্চল হস্তান্তরিত হয়েছিল, তখন শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, বিহারের শিক্ষকদের বেতনের হার, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সরকারী অর্থ সাহায্য দেবার ব্যবস্থা এক রকম, আর পশ্চিমবাংলায় সম্পূর্ণ অন্য রকম। অর্থাৎ যাতে অবিলম্বে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্ত ব্যবস্থা এই [illegible] অঞ্চলে প্রযোজ্য হয় তার ব্যবস্থা করবার অনুরোধ আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জানিয়েছিলাম। মন্ত্রী মহাশয় তখন আমাদের আশ্বাস দিয়ে কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দুই-তিন দিন আগে মানভূম ডিস্ট্রিক্ট সেকেন্ডারী টীচার্স এ্যাসোসিয়েশন থেকে যে পত্র পেয়েছি এবং সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সমস্ত স্কুল আছে, সে-সমস্ত স্কুল টীচার্স এ্যাসোসিয়েশনএর কাছ থেকে পত্র পেয়েছি এবং আমি জানি যে তারা আমাকে লিখেছেন যে, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তারা আবেদন নিবেদন জানিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলায় যে হারে সরকারী মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয় তা আজও হস্তান্তরিত অঞ্চলে সেই হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। পশ্চিমবাংলায় সরকারী মহার্ঘ্য ভাতা প্রতিটা মাধ্যমিক শিক্ষককে ১৭॥ টাকা করে দেওয়া হয়, কিন্তু বিহারের এই অঞ্চলে, যে অঞ্চল বাংলায় হস্তান্তরিত হয়েছে, সেই অঞ্চলে এখন মাত্র ১২॥ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় বেতনের যে হার চালু হল তাতে তারা যে অতিরিক্ত টাকা পেতে পারত সেই অতিরিক্ত টাকা আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলের শিক্ষকদের দেওয়া হয় না। ওখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বলছি যে, আমাদের এখানে জুনিয়ার হাই স্কুল আছে, কিন্তু সেখানকার স্কুলগুলো হচ্ছে সব মাইনর স্কুল, সেখানে ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত পড়ান হয়। অথচ সেই সমস্ত জুনিয়ার মাইনর স্কুলগুলোকে জুনিয়ার হাই স্কুলে উন্নয়ন করবার কোন চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয় নি। সেখানকার [illegible]। একাদশ শ্রেণী, আমাদের দশম শ্রেণীর সমতুল্য। কিন্তু আমাদের এখানে এই যে একাদশ শ্রেণীর নূতন ব্যবস্থা হচ্ছে, সেই ব্যবস্থাকে কোনরকমভাবে কার্যকরী করবার ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত সরকার পক্ষ থেকে করা হয় নি। কাজেই এই একটা দিক থেকে জাতির যে একটা প্রয়োজনীয় দিক, সেদিক থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, সরকারের কোনরকম তাগিদ নেই অর্থাৎ হস্তান্তরিত অঞ্চলে পশ্চিমবাংলায় যে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আছে সে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। অতএব আজকে এই পশ্চিমবাংলায় আমাদের যে কর-ভারে প্রপীড়িত করা হচ্ছে সেই কর-ভার কেন এই সমস্ত অনুন্নত অঞ্চলে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটাই আমাদের প্রশ্ন এবং সে প্রশ্ন আমাদের আছে বলে আজকে আবদুল হালিম সাহেব যে সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, সেই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করছি।

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Sir, my friend on the opposite has dwelt on the necessity for the development of the added areas in Manbhum which we have got. There is no question that Purulia should have its full share of development which the rest of West Bengal is now having. There is no doubt about it. But I cannot understand what connection is there between the necessity for the development of Purulia and opposition to this small Bill. It is of course absolutely necessary, as my friends Mr. Satya Priya Roy and Mr Nirmal Chandra Bhattacharyya have stated, that the teachers' salary in Purulia should be increased. The primary teachers' salary there in particular, is much less than what obtains in West Bengal here. By the way, something is interesting here. So long my friend Mr. Satya Priya

Roy was emphasising that the scale of pay in West Bengal is much lower than what prevails elsewhere. It is interesting to note the admission from him that the pay of teachers in Bihar is much lower than that in Bengal. But this is only by way of digression. However, as it is a fact that the salary of teachers in Purulia as in other parts of Bihar is much lower than what obtains in Bengal, it is necessary that Government should have more money to increase their salary. Therefore, my friend should not oppose the proposal for the extension of the proposed laws to Purulia in order to enable Government to raise more money there. On the contrary on their own argument there is greater necessity for the support of the present bill for the extension of these laws to Purulia. In this connection I would draw the attention of the Government to one thing. They have rightly decided to extend certain laws to Purulia in order to enable them to get more taxes so that they might devote greater attention to the problem of development there. But one thing, I am afraid, they have forgotten. My friend, the Hon'ble Education Minister is here. I would submit to him in particular that along with these Bills, the Primary Education Act should have been also extended to Purulia, for unless this is done, Government would not be able to levy the education cess there. Unless the Primary Education Act is extended to Purulia, School Boards cannot be established there, education cess cannot be raised from that area and consequently enough money will not be available to Government to raise the salary of the primary teachers. I would therefore ask the Education Minister who is here to enlighten us as to what they propose to do with regard to the question of establishment of School Boards in Purulia. I would like to have this information from the Education Minister. But the non-extension of that Act to Purulia for the present is no reason why we should oppose this proposed Bill. Therefore I strongly oppose the motion for circulation. There is no ground for acceptance of the motion for circulation. I would only request the Government to see what they could do even at this late hour to extend the Primary Education Act to that area.

[11—11-10 a.m.]

Sj. K. P. Chattopadhyay: Sir, what our friend Shri Mahitosh Rai Choudhuri has said is an admission that what is needed for progress of education has not yet been done. That is, among other reasons, one of the reasons why I would like to support Shri Halim's motion. What we feel is that certainly the tax must be the same in Purulia as in the rest of West Bengal but let also other things be similar. There is just now a gap in certain respects and all that we want is that some relief should be given until that gap is actually filled up. That is all we want, Sir. We do not want that the horse should be put after the cart but that the two should go together in proper order and progress made.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I was really amazed at the arguments put forward by my friends opposite. Is it their proposition that the taxation of a particular part of a district or an area in a State will depend upon the development of State? Then we shall have different types of taxations in Bengal today because all parts of Bengal are not similar. Similarly, in the case of our Union taxation the same rule holds good. I have never heard such an argument that unless the country is developed, there should be no taxation. On the other hand, in order to develop the country we have got to have recourse to taxation. But what are the facts? I shall be very glad if it would be possible constitutionally to keep the present rate of taxes in Purulia which Bihar used to impose. Bihar had a system of sales tax rising from one pice to four pice, ours was uniformly three pice. They used to tax foodgrains, kerosene, etc. If my friends are

really interested in the poor people's welfare—as they call "*janasadharan*" of Purulia—they should realise this. I shall be happy if Purulia remains under the Sales Tax Act of Bihar because in that case our income from that area will be doubled.

My friend Professor Nirmal Bhattacharyya talked about Rs. 4 crores that have been allotted for development purpose for the next five years for the transferred territories. So far as we are concerned within a few months we have established a new college for girls and a college for boys for which we have acquired properties. We have given this year more than a lakh of rupees for the lac cultivation so that they might buy seedlac from the market or they can receive broodlac because this is a most important industry. We have also arranged to give them other industrial help. We have got the scheme ready. We have programmes for supply of drinking water to the town of Purulia at the cost of Rs. 17 lakhs. We have also arranged to see that the Kangsabati Project which is already finalised would be modified to the extent that a portion of the Purulia area may also be getting irrigation from it. Why mix up the two issues? The issue is: can we have a State where different parts have got different systems and different rates of taxation? We cannot. You cannot think of any country in the world which does it. On the other hand the actual realisation would be half of what we get under the Bihar Sales Tax Act. I do not see why my friends are so anxious to let the people of that province pay more taxes than they would pay under our Sales Tax Act. I do not understand the principle. Either it is because of ignorance or it is want of information that has led them to say such a thing. On the other hand look at the suggestion that this Bill should be circulated for eliciting public opinion thereon to be returned on the 14th February, i.e., three months from now. My friend Shri Abdul Halim is a legislator and he ought to know that no Ordinance can be kept in force for more than six weeks after the summoning of the first meeting of the Council. I do not know what public opinion will you get so far as Purulia is concerned. It has become a fashion now-a-days to ask for public opinion on matters which are quite clear and which should be taken up in the interest of the people. If you demand public opinion on the Bill, that means that at least for a month there would be no Act. I wonder why my friends opposite do not consider all these points and help the Government so far as the development of a particular area is concerned. With these words, I support my motion for consideration of the Bill and oppose the motion of my friend.

The motion of Janab Abdul Halim that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 14th February, 1957, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly and transmitted to the West Bengal Legislative Council for its recommendations, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Sj. Satya Priya Roy: Mr. Chairman, Sir, at this stage of the Bill I want to say something on

Mr. Chairman: It is a Money Bill and it goes back to the Assembly without any recommendation, you cannot speak now.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I want to have an answer from the Hon'ble Education Minister as to whether he is going to offer the same scales of pay and same dearness allowance to the teachers in Purulia as in West Bengal.

Mr. Chairman: That is a different topic which you cannot bring now, and you cannot also speak on the Bill now as it is going back to the Assembly without any recommendation.

Sj. Satya Priya Roy: At this stage, I can press for a division on the last motion of Dr. Roy.

Mr. Chairman: You did not ask for a division and you cannot do it now when the motion has already been put and agreed to. The Bill is going back to the other House without any recommendation.

The West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 1957

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration.

Sir, this Bill is intended to replace the West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Ordinance of 1957 and the reasons why the Ordinance was promulgated will appear from the Statement of Objects and Reasons annexed to the Bill. It may be recalled that the State Legislature in 1954 passed the West Bengal Cinemas Regulation Act, 1954, as under entry 33 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution the subject of "cinema" (subject to the provisions of entry 60 of List I) is within the legislative competence of the State Legislature. By virtue of section 13 of the West Bengal Act, so much of the former Cinematograph Act of 1918 as applying to West Bengal stood repealed when the West Bengal Act was brought into force from the 1st of February, 1955. Previous to this, cinemas were governed by the Cinematograph Act of 1918 and all cinema licences were used to be granted and renewed in the forms prescribed under the Act of 1918. There was, however, some delay in preparing the rules under section 9 of the West Bengal Act and the West Bengal Cinemas Regulations were ultimately prepared and notified in 1956.

[11-10—11-20 a.m.]

This was because we had to draw up a comprehensive set of rules after taking into consideration all the requirements of a modern cinema house in the light of technological advances and expert opinion and the need to ensure cinema houses not being in close proximity to each other, hospitals, educational institutions, religious places and so on, and in congested areas. A new form of licenses for cinema houses was also laid down under these rules, and conditions and restrictions imposed by this licence were aimed to provide for better and more rational regulation of public exhibition by cinematograph. Government were advised as the new Act had come into force but the new rules had not yet been made, the old rules continued to operate by virtue of the provisions of the Bengal General Clauses Act. Accordingly, licences originally granted under the Cinematograph Act of 1918 and which were in force at the commencement of West Bengal Act were renewed thereafter in the old licence form prescribed under the Act of 1918. A few new licences were also granted in this form. Government were, however, subsequently advised that for the avoidance of any doubt that may be raised it should be made clear by an amendment of the Act that all licences whether originally granted or subsequently renewed in the old licence form shall be deemed to have been granted under the new Act and all conditions and restrictions prescribed by the rules made under the new Act shall be deemed to have been incorporated in such licences until new licences were granted under the Act of 1954 and in accordance with the rules made

thereunder. Accordingly, the West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Ordinance, 1957 was promulgated making the position clear as indicated above. There was, however, a proviso in this Ordinance. There may be a few minor conditions and restrictions in the licence form prescribed under the new rules in structural matters, arrangement of seats, etc., which may not have been in the old licence form and which if made immediately applicable to the pre-existing cinema houses, make it difficult for them to comply with for the time being. It was accordingly provided that the conditions and restrictions imposed under the new rules, e.g., in the new licence form, shall be deemed to be incorporated in the licence of the pre-existing cinema houses except in so far as the licensing authority may grant time or extend time so granted, for compliance with any particular condition or restriction in the new licence form. The idea is that within the time so granted the licensee will comply with the particular condition or restriction with which he may not for the time being be able to comply and from which he was being exempted for the time being. Sir, the position is that the new Act which has been passed by the Legislature in 1954 enjoins the formulation of certain rules. These rules have now been framed but we find that in many items, small and big, present rules and the present licence forms differ from the previous ones and therefore a question arose as to whether a new cinema which has got the licence under the old rules and old cinema which has licence under the old rules are sufficiently protected. Although as I said just now the General Clauses Act has got very wide application in such cases and in the absence of any protection the old protections might continue—this was the view of the lawyers at one time—it was felt that perhaps it would be better to have a new Act to validate a licence granted under the old Act and the issue of new licences also under the old form in order that the people and cinema houses may not be in difficulty. The reason why we have said just now that the Licensing Authority may grant time or extend the time so granted for compliance with any such condition is due to the fact that there are certain conditions in the new rule which may be difficult for old licencee to fulfil at the particular time, and therefore the Licensing Authority has been given power to give time for the performance of implementing the provision of the new rule. That is only a question of regularising something which is not done under the old Act. These are some of the salient points.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st of January, 1958. Sir, my remarks on this motion will be very brief. I have given notice of circulation only with a view to drawing the pointed attention of the Hon'ble Chief Minister to some of the conditions prevailing in the cinema industry.

Sir, under the West Bengal Cinemas (Regulation) Act, 1954, rules have been framed; these rules relate to certain sanitary conditions and other conveniences to be maintained by the cinema houses, and the idea is that the Government would insist on adherence to those conditions. Unfortunately, Sir, due to the perfunctory nature of inspection, many of the cinema houses do not adhere to this regulation. Sanitary conditions in some of the cinemas are far from satisfactory. In some cinemas the air-conditioning plants are almost always out of order and the number of fans attached to the ceilings are also not sufficient to give the minimum convenience to the audience. Sir, besides this the workers working in the cinema industry have got to perform the duties under very unsatisfactory conditions. In some of the companies, though not all, there is no arrangement for provident fund or gratuity or leave rules. Sir, under the Delhi Shops and Establishments Act of 1954, the cinema workers in Delhi do not have to work for

more than eight hours with a maximum spread-over of ten hours. The benefit of Workmen's Compensation Act has been extended to them. The Payment of Wages Act may be also resorted to by workers for realizing arrears of salary or wages.

[11-20—11-28 a.m.]

Besides under the Delhi Act, Sir, one day's holiday in a week is available to all sections of cinema employees. The Bengal Motion Picture Employees' Association with which I happen to be connected waited on a deputation on the Hon'ble Minister in charge of Labour Department, Sj. Kalipada Mookerjee.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: They have got ten years' agreement.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I admit that the conditions have slightly improved, but what I urge is that there ought to be an overhauling of the West Bengal Cinemas Act of 1954 in order to provide such other reasonable amenities of service which have not yet been extended to the poor employees. We urge from this side of the House that the Bengal Shops and Establishments Act should be amended. I am referring in particular to section 10. If an adequate and complete amendment of this section were made, then I believe that some of the conditions open to the workers in Delhi would be open to the workers in Bengal also.

Sir, I am referring to another matter before I resume my seat—the licence fee that is payable by operators in Bengal is Rs. 10 per year. In many States it is Rs. 5 for three years. Time and again we have requested Government to reduce it, but nothing has been done yet. Sir, the last West Bengal Conference of Cinema Employees that was held urged further that 25 per cent. of the amusement tax from cinema houses should be spent for the improvement of the industry itself and the conditions of the workers. We have not heard anything satisfactory from the Government on that account yet. Finally, Sir, it is desirable that the Government of West Bengal should move for the extension of privilege of the State Insurance Scheme to the cinema workers.

These are, Sir, the submissions that I would like to make and I specially request the Hon'ble Chief Minister to look into the whole question. We had the honour of waiting on him in deputation sometime ago and he appeared to be sympathetic. I hope that his sympathy has not ebbed away and while overhauling the Cinemas Act, 1954, he will not forget the poor employees of the cinema industry.

With these words, Sir, I withdraw the motion that stands in my name.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, Shri Bhattacharyya seems to have taken pains to find out certain rules that should be imposed. Have you seen the new rules?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: No.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I can give you the rules. Today we are not thinking of the rules. The rules can be changed at any time. If you make suggestions, we shall incorporate them.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Thank you, Sir.

Janab Abdul Halim:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, সিনেমা নিয়ন্ত্রণ সংশোধনের যে বিল ডাঃ রায় এনেছেন, তার সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। ১৯১৮ সালের সিনেমা আইনে অপারেটারদের যে সুবিধা দেওয়া ছিল, ১৯৫৪ সালের আইনে সে সুবিধা তাদের নাই। এবং তাদের উপর নানা

স্বীকার করা হয়েছে। নূতন আইনে অপারেটারদের সংখ্যা অনেক কম হবে। নিয়ম আছে একটা ঘরে যে তিনটে মেশিন আছে, প্রত্যেক মেশিনের জন্য দু'জন করে অপারেটার কাজ করবে, এই নূতন আইনে সেখানে একটা ঘরে তিনজন লোক কাজ করবে, ফলে অনেক লোকের কাজ চলে যাবে।

তারপর লাইসেন্সের কথা। ১৯৫৪ সালের আইন অনুযায়ী অপারেটারদের প্রতি বছর ১০ টাকা করে লাইসেন্স ফি দিতে হয়। অন্যান্য রাজ্যে ৩ বছরে ৬ টাকা লাইসেন্স ফি, এটা সম্বন্ধে ওরা কি রুলস করেছেন জানি না। তা ছাড়া অনেকে সিনেমাঘরে যারা কাজ করে তাদের কাজের কন্ডিশন খুব আনস্যাটিসফ্যাক্টরী। এ-বিষয়ে একটা বিশদ সংশোধন বিল আনা উচিত। তার উপর অপারেটারদের কাজের স্থায়িত্ব, তাদের মাইনে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যাতে পেতে পারে এ-সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। কারণ আমি জানি সিনেমার মালিকেরা খামখেয়ালী করে যারা কাজ করে তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। তারা যাতে এরকম না করতে পারে সেদিক দিয়েও একটা সংশোধনী বিল আনা দরকার। সিনেমা কর্মীরা যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারে এবং তার নিয়ন্ত্রণও হয় এইভাবে একটা বিল আনা উচিত।

Mr. Chairman: Professor Bhattacharyya has withdrawn his amendment and I think the House has no objection to that.

The motion of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st of January, 1958, was then withdrawn by leave of the House.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clauses 1, 2 *and* 3

The question that clauses 1, 2 and 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Preamble.

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 1957, as settled in the Council, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Chairman: The programme of business on the 2nd December will be the consideration of three Bills passed by the Assembly, viz., the Motor Spirit Sales Tax Bill, the Bengal Finance Sales Tax (Amendment) Bill, and the Electricity Duty Bill. Then we shall take up the consideration of the West Bengal Board of Secondary Education Bill and thereafter the West Bengal Estates Acquisition Bill will be taken up. The revised programme will be sent to all the Members.

The House stands adjourned till 9-30 a.m. on the 2nd December, 1957.

Adjournment

The Council was accordingly adjourned at 11-28 a.m. till 9-30 a.m. on Monday, the 2nd December, 1957, at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent

Ghosh, Sj. Bibhuti Bhushan,
Maliah, Sj. Pashupati Nath,
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath,
Sanyal, Dr. Charu Chandra,
Sarkar, Sj. Pranabeswar, and
Sinha, Sj. Rabindralal

COUNCIL DEBATES

Monday, the 2nd December, 1957.

The Council met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Monday, the 2nd December, 1957, at 9-30 a.m., being the Second day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Unemployment in the State

[9-30—9-40 a.m.]

5. Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) the latest statistics of educated unemployment in Calcutta and elsewhere in West Bengal;

(b) agricultural unemployment;

(c) unemployment amongst industrial workers; and

(d) Government's scheme for removing the evil?

The Minister for Labour (the Hon'ble Abdus Sattar): (a) A statement is laid on the Table.

(b) Not available.

(c) No separate classification made.

(d) The major and minor schemes, viz., the Irrigation Schemes, Road Construction Schemes, Electrification Scheme, Community Development Projects, National Extension Service Blocks, Industrial Housing Schemes, Social Welfare Schemes, etc., included in the Second Five-Year Plan have been creating and will create new avenues of employment. Durgapur Scheme and other schemes of the Commerce and Industries Department, the Cottage and Small-Scale Industries Department and the Education Department, viz., The Howrah Small Engineering Scheme, the Social Education Scheme, etc., will provide ample scope for employment.

Statement referred to in reply to clause (a) of question No. 5

Statistics of rural areas not available. Statistics regarding Calcutta and other urban areas are as given below—

	Persons in thousands.		
	Calcutta.	Total urban area.	Rural area (two districts only).
(a) Matric ...	59·4	105·7	7·0
(b) Under graduate ...	17·4	28·3	1·2
(c) Graduate ...	15·4	21·8	0·5

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: In connection with (b) will the Hon'ble Minister be pleased to state if he will undertake to collect statistics as to agricultural unemployment?

The Hon'ble Abdus Sattar: Not at present.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Is it a fact that steps are being taken by the Statistical Bureau of the State of West Bengal to secure separate statistics for agricultural unemployment?

The Hon'ble Abdus Sattar: No.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Regarding (c), unemployment amongst industrial workers: How is it that the Government do not possess any separate statistics for that? Will the Hon'ble Minister be pleased to state if he is willing to undertake preparation of separate statistics for industrial unemployment amongst industrial workers?

The Hon'ble Abdus Sattar: That will be considered.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Does not the Hon'ble Minister think it desirable to maintain separate statistics for the items in the beginning of question 5?

The Hon'ble Abdus Sattar: That is a matter of opinion.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Does the Hon'ble Minister think that statistics are not useful in meeting the economic condition of the country in terms of the Second Five-Year Plan?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Statistics are used to delude the unweary.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: That is what the Government do, not we.

Number and names of schools to function as Multipurpose Schools and Higher Secondary Schools

6. Sj. Satya Priya Roy: Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) the number and names of Schools, district by district, that have been selected to function as—

(i) Multipurpose Schools, and

(ii) Higher Secondary Schools (academic type),

with effect from January, 1957;

(b) the considerations for which and the officer or officers by whom these selections have been made;

(c) the number of students estimated to prosecute their studies in these selected Multipurpose and Up-graded Schools as against the number of those reading in the rest of the existing High Schools in West Bengal;

(d) the number and names of Schools to function as Multipurpose Schools and Eleven-Class Higher Secondary Schools with effect from 1958 and 1959, respectively; and

(e) the minimum qualifications fixed for the teachers for the Higher Secondary stage of the Multipurpose and Higher Secondary Schools?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a) A statement is laid on the Library Table. 182 schools have been selected to function as Multipurpose Schools from January, 1957. 85 Eleven-Year High Schools (Humanities) have been selected to function from January, 1957.

(b) The following principles have guided the selection of High Schools for conversion into Multipurpose (Eleven-Year) Schools:—

(i) Regional consideration.

(ii) Administration and past records of the School.

(iii) Site, building and resources of the School.

(iv) Accessibility of the School from neighbouring villages

(v) Staffing of the School.

The Schools have been selected by Government and approved by the Secondary Board on the recommendation of the Education Directorate and local inspecting staff.

(c) A Multipurpose School, as an Area School, would be linked up with five to six Schools in that area. It would not only serve its own scholars from the lower sections but also scholars coming from the neighbouring Schools for diversified courses. It is, therefore, not possible to give any accurate estimate of enrolment till these Area Schools with their feeder Schools begin to function fully.

(d) List of Schools for 1958 and 1959 is still under consideration.

(e) Trained graduates and trained Honours graduates in respective subjects will teach in the Secondary Sections of Eleven-Year Schools.

Sj. Satya Priya Roy: Will the Hon'ble Minister be pleased to state if it is within his knowledge that certain schools which have been selected for upgrading could not send one successful candidate for the School Final Examination for the year 1957?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Not within my knowledge.

Sj. Satya Priya Roy: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the high school with which Mr. K. K. Hazra is connected could not send one candidate for passing School Final Examinaation in the very year of upgrading?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I am not aware

Sj. Satya Priya Roy: Will the Hon'ble Minister be pleased to state that not a single student passed in the very year of upgrading?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Again I am not aware.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state what is the reason of his ignorance?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: That is no question fit to be answered.

Sj. K. P. Chattopadhyay: Will the Hon'ble Minister be pleased to reply to what our friend Shri Nagendra Kumar Bhattacharyya has said?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I cannot carry in my memory the results of the school for five years?

Sj. Satya Priya Roy: Will the Hon'ble Minister be pleased to state in how many schools science course has been opened?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I want notice.

Sj. Satya Priya Roy: Will the Hon'ble Minister be pleased to state in how many schools technical course has been opened?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I want notice.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Is it of any use putting questions to his department?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: If you want particulars, you must give notice.

Sj. Satya Priya Roy: Will the Hon'ble Minister be pleased to state in how many schools in Calcutta technical course has been opened?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I want notice.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I appeal to you that the hon'ble minister seeks shelter behind his department.

Mr. Chairman: You want certain details and he can naturally want notice,

[9-40—9-50 a.m.]

Sj. Satya Priya Roy: In my question I wanted to know the number and names of schools district by district, but it is strange in the reply the number has not been given district by district though the answer has come from the Department at least one year after the question has been put.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Have you seen the statement that is laid on the Library table?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: No such statement is available in the library.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এত জানা কথা আপনাদের।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya:

জানেন না ত বসে আছেন কেন?

Sj. Satya Priya Roy: Will the Hon'ble Minister be pleased to state how many girls' schools have been upgraded?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I want notice.

Sj. Satya Priya Roy: Is the Hon'ble Minister in charge aware that though these schools have been upgraded in 1957, most of them have failed to secure the services of teachers with prescribed qualifications?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No I am not aware of it.

Sj. Satya Priya Roy: Is the Hon'ble Minister aware of the prescribed qualifications for teachers of elective subjects?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Surely; after consideration of that upgrading has taken place.

Sj. K. P. Chattopadhyay: With reference to answer (c), namely trained graduates and trained Honours graduates in respective subjects will teach in the Secondary Sections of Eleven-Year Schools will the Hon'ble Minister be pleased to state whether notice has been issued to all the schools because they are under the impression that only Honours graduates or M.Scs can teach in these subjects.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: That has been circulated and the schools are aware of it.

Sj. Satya Priya Roy: Is the Hon'ble Minister aware that most of the schools offering technical course of study have failed to secure qualified teaching personnel?

Mr. Chairman: Mr. Roy, I am told that the statement is already there on the library table.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: It is not there; I challenge the statement.

Mr. Chairman: We will verify it.

Sj. Satya Priya Roy: My question was "is the Hon'ble Minister aware that most of the schools offering technical course of study have failed to secure qualified teaching personnel for technical subjects?"

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I do not think so. Some schools have started teaching with their own staff.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, he says some of the schools have started teaching technical course. Will the Hon'ble Minister name at least one such school?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: If you give me notice, I can give you all the facts.

Sj. Satya Priya Roy: Will the Hon'ble Minister be pleased to state how he intends to help the schools regarding such technical teaching personnel?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Necessary help they will get from the Government and it is up to these schools to approach the Government.

Sj. Satya Priya Roy: There has been an assurance on the part of the Government that all high schools will be upgraded into Higher Secondary Multipurpose schools. In view of this assurance will the Hon'ble Minister in charge be pleased to state how many more of the High Schools will be converted into Higher Secondary Multipurpose schools during the rest of the Second Five-Year Plan period?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: That cannot be said offhand. We have upgraded about 300 and odd schools and there are 1,700 and odd schools to be upgraded. Therefore the progress will be determined

not only by dividing the number of schools by number of years but also by the staff available. I cannot tell you offhand or in anticipation whether it will be possible to complete the conversion of all the schools during the Second Five-Year Plan or not. Surely we expect that it will take more time and within the next Five-Year Plan it may be possible to upgrade all the schools.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Are we to understand that Government have no plan so far as the development of multipurpose schools is concerned?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: It is not a question of plan, it is a question of having the requisite resources. We shall have to examine their resources first and then we shall upgrade them.

Sj. K. P. Chattopadhyay: With regard to trained graduates and trained Honours graduates, is the Hon'ble Minister aware that the annual number of graduates who can be trained and are trained does not exceed 600—it is somewhere nearabout 600 and somewhere 650—and that the requirement as laid down in this particular clause for multipurpose schools is much greater?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes, development will be effected accordingly.

Sj. Manoranjan Sen Gupta: Will the Hon'ble Minister be pleased to state how many years it will take to convert all the schools into multipurpose schools of 11 classes?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I have answered that question before.

Sj. Satya Priya Roy: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the Government has already chalked out any plan for developing the high schools into higher secondary schools during the rest of the Second Five-Year Plan period. It is really a question of planning for schools which have not their own resources and Government must come up with their resources to help these schools to develop into higher secondary schools. Have Government any plan for this purpose?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: It is not a question of Mathematics or some such thing. It has to be examined whether the schools have got the necessary requisities for being developed into higher secondary schools. It is not possible to anticipate such a thing.

Sj. Satya Priya Roy: Are we to understand that the schools will be developed or upgraded with their own resources and the Government will not come up with their plans?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The resources are not at our disposal.

Sj. Satya Priya Roy: Will the Hon'ble Minister be pleased to state if his Department has any comprehensive plan for the upgrading of schools?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes, surely we have and what are we doing? The actual upgrading of schools will depend on so many factors as I have mentioned before.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: But are you planning for securing all these factors that are necessary for upgrading the schools?

Mr. Chairman: Professor Bhattacharyya, will you put your question again?

Sj. Satya Priya Roy: Sir, my question has not been answered.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I have repeatedly answered the question.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We have got a plan but the plan depends upon various factors and these factors are not within our control always.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, the Chief Minister says that he has a plan and the Education Minister says that things cannot be anticipated. Sir, how are we to reconcile the two statements?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I am sorry my friend Professor Nirmal Bhattacharyya is going away from the truth. The point is that we want to convert as many schools as possible into higher secondary schools during the next five years but we do not know how many it will be possible to convert because of many other factors, e.g., the varying number of teachers in different institutions has got to be taken into account, the amount of money that would be made available by them, the managing committees of the schools agreeing to convert the schools into higher schools and so on and so forth. All these factors have got to be taken into account, but we have got our plan all right.

[9-50—10 a.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: There is that plan then, as the Chief Minister has been kind enough to say, "the plan is there" ......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The plan is to convert as quickly as possible all the schools into upgraded schools.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: The Chief Minister being in charge of Development Department says the plan is to convert all schools. Is that a plan at all?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We expect 50 per cent. of the schools to be converted.

Sj. Satya Priya Roy: If that is the plan, has it been circulated or published anywhere for public information?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: There can be no question of circulation of plans It is intended to upgrade all the schools. As the schools develop, fulfil the requisite preconditions, they will be upgraded. There is no question about that. It is not a question of dividing the number of schools by number of years. The upgrading of schools, as the Chief Minister has informed you, depends on many factors and those factors have got to be taken into account.

Sj. Satya Priya Roy: That is about the purpose of the plan—to take into account all these difficulties and then find out the ways to overcome them. But my definite question is,—have the Government any comprehensive plan? I want a straight answer, yes or no.

Mr. Chairman: He has answered that question.

Sj. Satya Priya Roy: In that case has this comprehensive plan been published or circulated or is any copy available in the Education Department?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: *Every administrative plan need not be circulated to members.* If that is to be done no work can be done. There is a statement issued and if the honourable members have got to make any comment they may make it on that statement.

Sj. Satya Priya Roy: Is the Hon'ble Minister aware that the syllabuses prescribed for Classes IX and X in High Schools are entirely different from syllabuses prescribed for those very classes in Higher Secondary Schools?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I do not think so.

Sj. Satya Priya Roy: Is the Hon'ble Minister aware of the assurance on the part of the Government that these syllabuses will be made uniform?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes, I have already given that assurance.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Will the Minister be pleased to state what the Administrator thinks about it or what the Board which is now in existence thinks about it?

Mr. Chairman: How can he take responsibility for the Board?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Has the Hon'ble Minister been good enough to ascertain the views of the existing Board about the equalisation of syllabuses for High Schools and Higher Secondary Schools? What is the present position?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: That requires notice.

Sj. Satya Priya Roy: Who will control the pre-university courses?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The pre-university course will be under the colleges so long as all the 10-year class schools are not upgraded.

Sj. Satya Priya Roy: Will the colleges be in charge of framing the rules, syllabuses, everything, and framing the university part of the education?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes, the pre-university courses will be taught by the colleges and the university will prescribe them, I think.

Scales of pay and dearness allowance of the teaching staff

7. **Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state the scales of salary and dearness allowance of teaching staff in—

(*a*) Government and Sponsored Colleges;

(*b*) Government Secondary Schools and Government-aided Secondary Schools; and

(*c*) Primary Schools in—

(*i*) rural, and

(*ii*) municipal areas?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: A statement is laid on the Library Table.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state if the pre-university course will be taken up by the colleges and the syllabus prescribed by the college authorities?

Mr. Chairman: Would it not be better if you normally confine your question within proper limits? That question does not arise.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: But the statement is not available. The statement will not run into pages if it is printed. I will request the Chief Minister to look into it in view of the fact that he is not aware of many things connected with education.

Mr. Chairman: The Secretary will circulate the copy.

Messages

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): The following Messages have been received from the West Bengal Legislative Assembly, namely:—

(1)

"*Message*

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 28th November, 1957, has been duly signed by me and is annexed herewith. The concurrence of the West Bengal Legislative Council to the Bill is requested.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

CALCUTTA:
The 29th November, 1957.

(2)

"*Message*

The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 29th November, 1957, has been duly signed and certified as a Money Bill by me and is transmitted herewith to the West Bengal Legislative Council under Article 198, clause (2) of the Constitution of India.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

CALCUTTA:
The 30th November, 1957.

GOVERNMENT BILLS

The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1957.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly and transmitted to the Council for its recommendation be taken into consideration.

Sir, this is a Bill which is intended to increase our resources. I find that some people begin to think that rates of taxes should be increased for increasing salary of teachers, for construction of tubewells and National

Extension Development Blocks, etc. I may tell the members of the Council that ours is the only State that has suffered since the partition as we did not have the resources whatsoever at the time the partition took place and we have to struggle against heavy odds and the net result has been that throughout the last eight or ten years every year our revenue budget shows a deficit and we have got to meet the challenge and criticism that we do not take steps to increase our resources.

Sir, the present Bill is for raising three types of taxes. One is the rate of tax of petrol which was being levied at 37.5 naye paise is increased to 40 nP., i.e., an increase of 2.5 nP., one and a half pice per gallon. Secondly, the increase of the present rate of tax of aviation spirit from three annas to the full rate applicable to petrol, viz., 40 nP. Thirdly, the rate of tax under the Bengal Motor Spirit Sales Taxation Act, 1941, is increased at a concession rate of 20 nP.

[10—10-10 a.m.]

Sir, in other States motor spirit and aviation spirit are charged at a much higher rate for duty. Therefore, there is no reason why, when Bombay could raise the rate to 40 nP. we should not do it. So far aviation spirit is concerned the rate was fixed at three annas when it was taxed in the first instance, because at that time aviation spirit happened to be one of the items under the control of the Central Government. Now that the control has been taken off, there is no reason why aviation spirit should be taxed at a rate lower than the ordinary petrol. The third proposition is about diesel oil. For this we now charge 7 nP. and this we propose to raise to 20 nP. in future. As I have said before we have even this year a revenue deficit of Rs. 10 crores. We have to raise some more additional revenue in order to finance the Plan and to balance the Budget.

With these words, Sir, I move the consideration motion of this Bill.

Sj. K. P. Chattopadhyay: Sir, I want slight elucidation on this point. Is there any way of ensuring that the increase in the price of petrol by Government will not be added to by a corresponding increase by the suppliers? Of course the Government do not benefit to that extent, but the suppliers generally increase the price beyond the Government duty.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We have no control over this matter. They are controlled by the Essential Commodities Act of the Centre. There need be no tendency on the part of the suppliers to increase the rate, because after all two and half nP. per gallon is not such an increase that they should charge more.

Janab Abdul Halim:

মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, এখানে মোটর স্পিরিটের জন্য যে বিল এনেছেন, তার যুক্তি হিসাবে তিনি বলছেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য, অর্থ সংগ্রহ, বাজেটের ঘাটতির পূরণের উদ্দেশ্যে ট্যাক্স বাড়ান উচিত। কিন্তু ডাঃ রায় যেভাবে এই বিলটা এনেছেন এবং যেভাবে ট্যাক্স চাপিয়ে ঘাটতি পূরণ করতে চাচ্ছেন, সে সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এক নম্বর হচ্ছে, ডিজেল তেলের কি ডেফিনিশন? সেখানে ২০ নয়া-পয়সা ট্যাক্স ধার্য করার প্রস্তাব তিনি করেছেন। কিন্তু আমি মনে করি যে, ডিজেল তেলের উপর যদি ট্যাক্স ধার্য করা হয় তাহলে সাধারণতঃ ছোটখাট ব্যবসায়ী এবং গ্রামাঞ্চলে যে-সমস্ত শিল্প আছে, সেখানে সেগুলি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে। সেদিক থেকে বিচার করে এই কর বাড়ালে সেই শিল্পগুলির ক্ষতি হবে কি না সেটার নিশ্চয়তা দেওয়া দরকার।

দ্বিতীয়তঃ মোটর স্পিরিটের উপর বিক্রয়-কর বৃদ্ধির ফলে বা ডিজেলএর উপর ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে মোটর, বাস, ট্রাম এবং লরীর ভাড়া নেচারাালি বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। অতএব যাতে সে ভাড়া বৃদ্ধি না হতে পারে সেদিকে তাঁদের নজর দেওয়া দরকার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য টাকা দরকার। কিন্তু জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স বসান ঠিক কি না সে সম্বন্ধে যে আশঙ্কা রয়েছে, সেটা দূর হওয়া দরকার। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে, রেলের যোগাযোগের ভীষণ অসুবিধার জন্য বিমানে মাল চলাচল চলছে। অর্থাৎ আজকাল পরিবহনের কাজ এয়ারপ্লেনে হয়। সে-ক্ষেত্রে এভিয়েশন স্পিরিটএর উপর যদি ট্যাক্স বাড়ান হয় তাহলে তার ভাড়া বৃদ্ধি হবে। সেদিকে যাতে ভাড়া বৃদ্ধি না হয় সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, my remarks on this Bill will be very brief and they will be, I am afraid, in the nature of repetition of the arguments which Mr. Halim has advanced. Our Chief Minister is in charge of development and he is particularly interested in the development of small industries. I am afraid, Sir, increase in the price of diesel oil will lead to the increase of the cost of production in the small industries. I would like to request the Chief Minister to secure some kind of exemption for such small industries. I would, therefore, like to see that a saving clause to that effect is incorporated in the present Bill.

Then, Sir, there is the question of bus fare. Will he kindly give us an assurance that bus fare in Calcutta and in the rest of West Bengal will not be increased on account of the increased rate of tax which is being imposed upon the motor spirit which the buses will be using? Then, Sir, there is the question of motor transport—transport of goods by motor service. That also has to be taken into consideration. I shall be happy if the Chief Minister would kindly speak on these three aspects of the problem and give us some kind of assurance, so that we may feel that the small industries will not be hit hard, that the travelling public will not have to pay higher fares and that the cost of motor transport will not be increased.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I know my friend Shri Nirmal Bhattacharyya and Shri Halim have only repeated the questions that were asked in the Assembly after, I take it, seeing the papers but they have not given me the credit of reading my reply. I have said that it is not possible to give any undertaking as regards the rates at which lorries and other buses will be charged. But so far as Government is concerned, I have said that in respect of our buses and the rates charged in our buses the increase in tax will be the reason for increasing the bus fare. As a matter of fact I may tell my friend that what we have proposed is only a small increase but the duty which the Central Government has imposed on the same material, viz., aviation spirit, really raises difficulty and not ours. If I may say so, in our Transport Department on account of this reason we may have to put a little extra duty but the Central Government's duty is five times that of ours. Therefore I do not think it makes much difference so far as one or two or three naye paise are concerned.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly and transmitted to the Council for its recommendations, be taken into consideration, was then put and agreed to.

[10-10—10-20 a.m.]

Clause 3

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, I beg to move that the Council recommends that in clause 3(a), lines 1 and 2, for the words "forty naye paise" the words "thirty-seven naye paise" be substituted.

Sir, this additional taxation will be a burden on the rich as well as on the poor. Rich men will bear this burden easily and smilingly but so far as the poor men are concerned it would be very difficult for them to bear this burden when they are actually groaning under a load of taxation. As soon as this amendment will be passed into law the bus fares which are paid mostly by poor men, if not solely by them, will be disproportionately increased. It is stated that Government has no control over the increase in the bus fare, but I may be pemitted to submit, the Government may circularise the Regional Authorities which exist in this State and thereby ask them to see that there be no increase in the bus fare or at least the increase which may be done may not be disproportionate. This can easily be done. I would, therefore, submit the best thing would be not to increase the taxation under this head and in this view of the matter I beg to move that this Council recommends that in clause 3(a), lines 1 and 2, for the words "forty naye paise" the words "thirty-seven naye paise" be substituted.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I have nothing to add to what I have already said. This is merely a propaganda type of amendment.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the Council recommends that in clause 3(b), in the proposed clause (i), line 4, for the words "twenty naye paise" the words "ten naye paise" be substituted.

Sir, in moving this amendment my point is that this is altogether a new imposition of taxes. This will have a great repercussion on small-scale industries and so this taxation should be reduced from twenty naye paise to ten naye paise and the industries which were not accustomed to pay this tax may be made accustomed to payment of less amount and may gradually be accustomed to pay more.

With these words, Sir, I move my amendment for acceptance of the House.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have nothing to add, Sir. I oppose the amendment.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, may I rise on a point of order? The Chief Minister and Minister for Finance was just now busy in having discussions with other members. He did not listen to the submissions made by Shri Bhattacharyya. How is it possible for him to reply to the points made by Shri Bhattacharyya?

Mr. Chairman: He has said that he has heard the honourable member and he has nothing to add.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that the Council recommends that in clause 3(a), lines 1 and 2, for the words "forty naye paise" the words "thirty-seven naye paise" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that the Council recommends that in clause 3(b), in the proposed clause (i), line 4, for the words "twenty naye paise" the words "ten naye paise" be substituted, was then put and lost.

Mr. Chairman: As there is no recommendation, the Bill goes back to the other House.

We now take up item No. 3, i.e., the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957. We shall be getting some amendment from the honourable members with regard to the Secondary Education Board Bill.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we have not heard your remarks about the Secondary Education Board Bill.

Mr. Chairman: Amendments are being got ready and will be circulated soon. In the meantime let us proceed with the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Do you rule then that Board of Secondary Education Bill will be taken up after the amendments are in?

Mr. Chairman: No. We finish with this item first and then we shall take up the other one.

Sj. Satya Priya Roy: The rest of the day will be occupied in discussing this Bill.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957, as settled in the Assembly, be taken into consideration. I believe the honourable members have by now gone into the main provisions of this amending Bill. The main reason for bringing this measure is that some working difficulties were being experienced in the matter of the Estates Acquisition Act. It is therefore thought desirable that to remove these difficulties, some of which were of a serious nature, the present amending Bill is being introduced to replace the provisions of the Ordinance. I may anticipate some of the criticisms. In fact, such criticisms have been made in the Lower House. There have arisen very many difficulties for the working of the Act and so the Government has brought forward the present Bill to remove those difficulties. But, Sir, it has been my principle not to make any number of changes in the Ordinance and then validate it by passing an Act. Therefore, Sir, Government have confined themselves only to those very urgent matters and this Bill is therefore a validating measure and seeks only to validate the provisions of the Ordinance. I may tell you, Sir, at the very beginning that Government are experiencing difficulties for working out the Act and therefore the Government proposes to bring forward a very comprehensive measure in the next budget session.

Sir, the Bill that is before the House seeks to introduce four or five changes. Under the law, no intermediary is entitled to retain land comprising of forests free of encumbrance which is vested in the State. But a lawyer member has said that there is a judgment in the High Court of Calcutta by which the provisions of the Act have been frustrated. Therefore it has become urgently necessary in the interest of the country and for maintaining the forests to bring forward an amendment so that the encumbrances that we are facing may be removed and all the forests may vest in the State. That is the main provision of the amending Bill. Secondly, as intermediaries want to retain their land comprising of forests and non-agricultural land, it has now been mentioned that no person whether intermediary or not shall be entitled to retain any land comprising of forests nor is he entitled to enjoy the produce after a period after which it vests in the State. Sir, an intermediary may under section 46(1) retain land within the specified time-limit, for such retention has been prescribed in law.

[10-20—10-30 a.m.]

In fact, so long this was being done under the rules. As there has arisen some doubt as to whether the rules have any legal validity if there is no such provision in the law, that doubt is being sought to be removed by having a provision in the Statute itself.

Next, Sir, all sums recoverable under an order of attachment under Section 26 will be deducted from the amount of compensation payable after the compensation assessment roll has been finally published. Ad-interim payment made under section 12 is not attachable, but reports have been received and I have seen some judgments also myself that the Court is issuing orders for attachment of ad-interim compensation. The amendment is necessary to specifically provide that ad-interim payment is not attachable.

Next, Sir, in certain urban areas, and I am sure the honourable members have heard about the Baranagar area, it has been found that the rent assessed under section 42 of the Act now payable by intermediaries only exclusively on non-agricultural land in khas possession on the basis of the prevailing rate of land in the locality has become excessively high. Government, though perfectly has the right to do so, has however felt that it would be wrong to put in such a heavy assessment particularly on those who hold non-agricultural land exclusively in khas possession. That would be penalising those holders of non-agricultural land who are perhaps residing with a little homestead and so on on their lands. Therefore, Sir, this provision is being sought to be amended in order to bring it in line with all the benefits that have been accorded to the agricultural tenants under section 52 of the Act. We want to provide a new principle of assessment and this section is, therefore, sought, to be amended accordingly.

Lastly, Sir, representations were being received from time to time by Government for another opportunity on the line of section 106 of the Bengal Tenancy Act to be given to the tenants for revision of records. As you know, Sir, this revision of records of rights has been a tremendous problem and it was really a very difficult task, namely, the task of settlement operation all over the Province in such a short period. From my personal inspection of various settlement camps I must say that though the settlement record has not been bad and there is no cause of apprehension that the bargadars have been evicted in a large number,—I am at least satisfied—in spite of this we think that instead of forcing the tenants to go through the procedure of Tribunal and Civil Courts, another right of revision of records should be given to the Revenue Officer, so that the people who are aggrieved by the orders now being published under the Final Publication Orders might have another opportunity to get their records revised in a less costly and more convenient fashion. Therefore, Sir, a provision is being made, so that the persons aggrieved by such orders may have another opportunity of getting their record of rights revised by the Revenue Officer. I have, Sir, asked my Department to place more officials for the revision of these records and see to it that the offices are so constituted that people would not have to travel a long distance. I can assure this House, Sir, that everything administratively possible will be done to ensure a fair correction of the records. Sir, we have also introduced another provision in this connection. The previous provision was that a person aggrieved by a Tribunal award may also go to the Civil Court. This, Sir, is a somewhat anomalous position. This is so because you know that the Tribunal is presided over by a Judicial Officer not below the rank of a District Judge or an Additional District Judge. Now, when he hears a case and pronounces a judgment, it is truly not expected nor perhaps desirable that his judgment would again go to a Civil Court—in reality to a Munsif who would sit again on judgment over

the judgment of a District Judge. Therefore, Sir, we have laid down in the Amending Bill that those persons who have already gone to the Tribunal will have their Tribunal cases going on. But, Sir, those persons who are not going to the Tribunal, they may have another right of appeal after the final revision of the Revenue Officer has been done. After that they may go to the Tribunal.. After they go to the Tribunal, their cases will not again be referred to the Civil Court, because this is *prima facie* not necessary. As I have told this House after a case has been decided by a person of the rank of a District Judge, it is really ridiculous that it should go to a Munsif again. And secondly, Sir, there should also be a finality of the settlement records because you should remember that a very large number of cases were going on for years and years. That will not only entail heavy cost both for Government and for the tenants and other parties but also in compensation payment particularly to the small intermediaries. For this reason we have shut out the civil court after the tribunal has decided a case. These are the main provisions of the amending Bill and I hope the House will agree to them.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion by the 31st January, 1958.

Sir, in moving this motion I beg to submit that judicial authorities have condemned piece-meal legislation in unmistakable terms. The West Bengal Estates Acquisition Act, 1954 (Act I of 1954), received the assent of the Governor in February, 1954. Since then within this period four amendment Acts have already been passed and this is the fifth Bill which is now pending before this House. The amendments brought after short periods and too many in number do not speak well of the sponsors of the amendments. This shows that amendments after amendments are brought when occasion arises without having any foresight on their part with regard to the question of land tenure in the State of West Bengal. Sir, the legislators are viewed with admiration when the legislation is a self-contained one and quite visualises matters which will arise in future. But so far as this legislation is concerned—I mean the West Bengal Estates Acquisition Act—there has been a departure and departure at the cost of the public. I say this because I shall presently show how the present amendment will cause injustice to the people. Take for instance the last item which has been spoken of by the Hon'ble Minister-in-charge. If you refer to section 46 of the amended Act, I mean the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953—what do we find? We find this: "Where an order has been made under sub-section (1) of section 39 directing the preparation or revision of a record-of-rights, no Civil Court shall, until after the final publication of the record-of-rights under sub-section (2) of section 44, entertain any suit or application for the determination of rent or determination of the status of any tenant or the incidents of any tenancy to which the record-of-rights relates, and if any such suit or application is pending before a Civil Court on the date of such order it shall be stayed, provided that in computing the period of limitation prescribed by any law for the time being in force for any suit or application, the time during which such suit or application cannot be entertained or remains stayed under the provisions of this Act shall be excluded". Now, in the Estates Acquisition Act we find that the Civil Court is debarred from accepting suits only during the pendency of settlement operations. Now, by deleting the words "until after the final publication of the record-of-rights under sub-section (2) of section 44", the jurisdiction of the Civil Court is going to be taken away for good. The Hon'ble Minister has said that this is not necessary. His arguments are that the records of rights are corrected by the revenue authorities and later on by the Tribunal Judge.

[10-30—10-40 a.m.]

Were not these things done when record of rights were prepared under the provisions of the Bengal Tenancy Act? Same procedure was followed and even then thereafter a party, a person aggrieved used to get the right of having the matter decided by the Civil Court. The reason which requires such a double procedure is obvious. What is being done in the mofussil? Anyone having any idea of the procedure which is being followed in the matter of preparation of record of rights is aware that the officers of that Department, most of whom have not got adequate knowledge of land laws of Bengal, make the entries according to their own sweet will. Then, they do not record practically speaking any evidence. They do not even take any evidence in some cases and pass certain orders. Then objection is made and the objection is decided. During the hearing of this objection there is no proper recording of evidence and when these matters were brought before the Tribunal Judge the Tribunal Judge was at a loss to come to a decision because there was no evidence to be gone upon. So in this procedure of preparation of record-of-rights, in this procedure of hearing objections, in this procedure of having the matter heard on Appeal by a Tribunal Judge there are practically speaking no materials on the basis of which a correct and valued judgment could be had from this. I think, it is in the fitness of things to say that the Bengal Tenancy Act used to give valuable rights to aggrieved persons to have the matter decided in a civil court. What I beg to submit is that the procedure which is being followed by the settlement authorities is a summary procedure in which, as I have said, evidence is not recorded and even if it be recorded not fully. So the highest authorities, the Revenue authorities do not have sufficient materials before them to see whether the record-of-rights were correctly prepared. Therefore in the Bengal Tenancy Act as also in the present Act opportunities were available to the aggrieved persons to have their matter brought before the Civil Courts to give evidence there and thereafter to get a decision. Sir, if the Government had the intention of taking away this valued right from the people why this was not said in the beginning? Why the people were lulled into sleep that they will have a further right of having their grievance remedied by the Civil Court? It is, I should say, undemocratic. It is, I should say, unfair to lull the people into sleep saying that their cases will be investigated by the Civil Court after completion of the procedure laid down for record-of-rights. Why do you say like that? Why do you give this assurance to the people and then all on a sudden you come before the legislature for taking away the jurisdiction of the Civil Court. This, I beg to submit, Sir, is not fair, and if this is done a death blow would be given to the civil rights of the people who will be taken unawares. I have in some cases given advice to my clients that you can, without going through this unnecessary procedure, after final publication of the record-of-rights, have the matter investigated by a Civil Court and then you can get redress there. The Hon'ble Minister has stated that a Munsif is not competent to sit over the judgment of a Tribunal Judge. But the Hon'ble Minister forgets that no finality attaches to the judgment passed by a munsif. The matter can again be taken on an appeal to the District Judge and after his decision it can be taken to the Hon'ble High Court. So I would submit that the argument which has been advanced for taking away the jurisdiction of the Civil Court by this amending Bill are not sound. It will be an irreparable invasion of the rights of the people and in my submission this provision should be dropped. Give them a chance, tell them beforehand—some period beforehand that they will not be able to go to the Civil Court for correction of the record-of-rights, for any matter connected therewith. If you do not do that, if you do not caution the people beforehand, but pass the Bill all on a sudden, then persons will be caught sleeping and they will

not be getting chances of taking their grievances to the Civil Court.. I will appeal to the Hon'ble Minister to consider the matter in all aspects and see that there be no tyranny of the majority over the minority. I express this because that provision, viz. the barring of the jurisdiction of the Civil Court will impair the valuable rights of a good many people regarding their valuable lands. It is inconceivable to them. If you go out from here to the mofussil, you will find that people have got some plot of land which has not been recorded. Sometimes as intermediary they enjoy the land as occupancy right. In the summary trial they will not get justice. But later on in the Civil Court there will be full-dress trial. If you just take away the jurisdiction of the Court, they would be unaware of it. This is a very serious matter. If it would have been there for such a length of time it should not have been taken away by a stroke of pen. I would submit that the Hon'ble Minister should consider the matter from this standpoint. Sir, this may be convenient from the administrative point of view, but I say with all the emphasis at my command that this provision would give the death-blow to the civil rights of the people. Then again there is another matter. Sir, we all know that ordinances are passed and published in the extraordinary issues of the *Calcutta Gazette*. We are the fortunate recipients of copies of the *Calcutta Gazette*. We get the extraordinary issues at the end of the month, although ordinances may be promulgated and published in the extraordinary issues at the beginning of the month. What is the result? Without knowing that such an ordinance has been promulgated, the poor people, specially those in the mofussil came to their lawyers. We, all lawyers, also do not know that such an ordinance has been passed and we have filed appeals against the decision under section 44 of the West Bengal Estates Acquisition Act. Then it is found that this Estates Acquisition Act has been amended with effect from a certain date and the power of the Tribunal Judge has been taken away.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Not the Tribunal Judge, but the power of the Civil Court.

[10-40—10-50 a.m.]

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: What I do submit is this that even before the promulgation of the Ordinance what was the procedure? Against an order passed under section 44, there was an appeal before the Tribunal. All on a sudden by promulgating an Ordinance you stop it. You say that no such appeal would lie. We in the mafassil are not aware of these changes. We received the extarordinary issue of the *Calcutta Gazette* long after. During this interval many appeals have been filed in our district and in other districts too. What would happen to these appeals. People have paid their lawyers, they have paid court-fees and they have filed their appeals in the Tribunal. Have you considered this before making any provision with regard to these matters? You have not done that. So the matter should be taken in the proper light. The procedure of eliciting public opinion was followed even during the foreign rule, but this procedure has been amended under our National Government. We seldom found in the past that in matters of land tenure members of the Bar Association were not consulted. I appeal to the lawyer members who are members of this House to say whether I am correct in this matter or not. I submit that matters vitally affecting the land tenures ought to be sent to the Bar Association for eliciting their opinion. These vital changes are being made without consulting their opinion and without giving them any chance to express their opinion as to what would be the repercussion of the proposed amendment so far as the rights of the people in lands are concerned. This

Dr. Sambhu Nath Banerjee: Sir, I want to add a word. The main argument against the proposed amendment is that a valuable right is sought to be taken away from the people. Right is a sacred thing and having been in the Courts of law for a period of about thirty years I would not certainly agree to people's right being lightly taken away. At the same time I would welcome an amendment which provides for quick decision of the right. My view in a question like the one under consideration should not be allowed to be agitated twice in tribunals. The object of the amendment is to take away the jurisdiction of the Civil Court and provide a cheap machinery. It has been said in opposition that Civil Court's jurisdiction should not be taken away because from a decision of a Civil Court, there is the right to appeal to the District Court, then to the High Court and then to the Supreme Court, the suggestion being that unless people are assured of a decision of the highest Tribunals their right would not be safeguarded. With due respect, have not the Highest Tribunals upset their own judgments now and then? Are they always correct? Having regard to the financial condition of our people I think in a matter like the one under consideration relief should be quickly given to them.

[10-50—11 a.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Relief consistent with justice is that what you mean, or some kind of relief, whatever it may be?

Dr. Sambhu Nath Banerjee: What I am saying is this: Having regard to the extreme poverty of our people, it is very necessary to devise means for giving them quick relief to their wrongs. The amendment seeks to secure it to the people. I have never doubted that rights should not be lightly taken away. But I say that machinery for the preservation of the right must be quick and least expensive.

Janab Abdul Halim:

মাননীয় ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ আমাদের সামনে দ্বিতীয় সংশোধনী বিল এনেছেন, এস্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট অনেক আগেই পাশ হয়ে গিয়েছে। এই দ্বিতীয় সংশোধনী কেন আনা হয়েছে সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, কার্যকরীভাবে এটা প্রয়োগ করতে গিয়ে, চালু করতে গিয়ে, অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেজন্য এটা আনা হচ্ছে। এই সংশোধনীতে তাঁরা বলেছেন, ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে ট্রাইবুনালে যে-সমস্ত মামলা-মোকর্দমা রয়েছে, সেগুলি ছাড়াও অন্যান্য দখলীকৃত স্বত্ব ইত্যাদি ব্যাপারে একজন বিশিষ্ট কর্মচারীর নিকট সেগুলি নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ, এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের খাজনা ও অন্যান্য বিষয় এই বিলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমি সাধারণভাবে বলতে চাই, সামগ্রিকভাবে একটা বিল আনুন। বাংলাদেশের জমি সমস্যা সমাধান করার জন্য এবং কৃষিক্ষেত্রে এবং কৃষকের ক্ষেত্রে ও মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে-সমস্ত মামলা হচ্ছে, এ সবকিছু সমাধানের জন্য সামগ্রিকভাবে একটা বিল আনুন—এটা করলে ভাল হয়। [illegible] উন্নতি করতে গেলে বিলটা সেজে ঢেলে একটা বিশদ বিল আনা দরকার। আমরা জানি আজকে বাংলাদেশে অনেক সমস্যা আছে—খাদ্য-সঙ্কট ইত্যাদি। এই খাদ্য-সঙ্কটের মূলে রয়েছে জমি-সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনের ব্যর্থতা। ভূমি-সংস্কারের পথে যেগুলি বড় সমস্যা সেগুলি বাদ দিয়ে ছোট ছোট ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ব্যাপারে যদি বিল আনা যায়, তাহলে সমস্যার সমাধান হবে না। তিন বছর আমরা জানি এই বিল চালু আছে। এই বিল পাশ হবার পর থেকে যে পথে ওঁরা যাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে তাঁরা এই সমস্যাটা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। এই তিন বছরে কতটুকু জমি চাষীদের হাতে গিয়েছে? কতটুকু জমি পাওয়া গিয়েছে এই এ্যাক্ট ও ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট পাশ হবার পর থেকে, কতটুকু জমি চাষের জন্য পাওয়া গিয়েছে? কৃষকদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ না আনতে পারলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। সেদিকে কি ব্যবস্থা করেছেন এই সমস্ত দিক দিয়ে আইনের গলতি থেকে যাচ্ছে। আইনের ফাঁক

Now, Sir, about the points raised by Nagen Babu I would like to say ... one of his grievances is that the Government are doing piece-meal legislation. As I made it very clear at the beginning I am all along against the principle. When we should have a comprehensive amendment by way of Ordinance, I deliberately restricted it myself to the most essential points which could not be done except by an Ordinance because time was rounded out. Therefore it was not unnatural that this Bill would not cover many aspects which require discussion. That is why I made it clear while moving this Bill that a comprehensive Bill will be brought in the Budget Session of the Assembly and, therefore, the members would have adequate opportunity and time to discuss all the provisions of the Act, and there is no urgency about that.

Sir, I want to make this submission to this House that the question of land laws must sometimes at least requires piece-meal changes, particularly for this reason that the settled order of things have been very violently shaken and discarded and naturally a system that obtained here for the last 150 years has thoroughly uprooted and it is not unnatural that during these years there have been many new occasions, many new interpretations of law, many new judgments in the courts which would demand the amendment of the law. It is certainly not desirable Mr. Bhattacharyya that we should sit tight over these things and allow matters to drift—any Government worth its salt cannot do that—wihout responding quickly to the changes in the situation—changes that have been brought by circumstances, by forces beyond their control. For instance, take the question of forests. The question of amending the section dealing with forests has arisen not because the Government has not any foresight, but because there has been a High Court Judgment where it has been stated that the forests vest in the Government but not its trees. When that section was passed at that time it was deemed necessary that forests in their entirety, not merely forests but also trees, should vest in the Government, so that the forests may be looked after by the Government. You all shout about the need for reforestation, etc. Therefore, Sir, when the situation has arisen because of this very unfortunate judgment, I think it is incumbent on the Government to bring forward an amending Bill and have the situation righted. Sir, Mr. Bhattacharyya is well aware,—I used this example in the Lower House also—that previously there was a settled order of things. He of all persons surely knows that the great rent case was decided in 1865, and then after 20 years the Bengal Tenancy Act came into operation in 1885. It took twenty years for the Government to make up their mind. There was, I think, a Committee of Legal Experts presided over by the then Chief Justice Richard Girth which produced a momentous report. They took pretty long years to make up their minds. If we have time to deliberate over a Bill for 20 years, naturally we would produce something that stands the test of time. Now the situation is in a flux, and, therefore, I think in such a situation it is incumbent on the Government to respond to the changes in the situation and bring forth necessary piece-meal legislation. But Sir I again promise that the working difficulties that we are experiencing with regard to fundamental matters will be discussed through a Bill during the next session of the Assembly. That appears to be the first point raised by Sj. Nagendra Bhattacharyya and Sir, if I may put it in a slightly altered fashion, are the Government responsible for such a change or really is it due to the lack of foresight on the part of the Government that such a piece-meal legislation has been brought? Sir, I remember the utterance of one Executive Councillor in the Viceroy's Executive Council about thirty years back. At that time Bengal had very eminent lawyers and the Government of India were laying some laws before the then Parliament but all those laws were being set aside by the Bengali lawyers. Then in exasperation

the Executive Councillor commented that any Bengali lawyer can drive a coach through a law. Therefore, Sir, so long as legal provisions are there, this House will always be burdened with amending provisions from time to time. The second point is about taking away the civil rights. Sir, I need not tell Mr. Bhattacharyya that in the Bengal Tenancy Act there was a provision for only one revision, viz., after final publication of the record-of-rights, people had possibly under section 106 of the Bengal Tenancy Act the right to go to the Civil Court. Now, look at the scheme of things under this Act. First, there are all the stages up to the final publication of the record-of-rights. Then we are again putting in another stage where the Revenue Officers themselves have to correct the record-of-rights. Then there is a third stage where the people who aer aggrieved can go to the Civil Court and there is also the fourth stage where a man, if he so desires,—as Shri Bhattacharyya has raised the point—can go to the Civil Court and the Civil Court will take the matter into consideration. To that extent the Civil Court is still open and Sir, I find that after the Tribunal passed the judgment, the matters can be taken to the Supreme Court under section 226. Therefore Sir, there are so many legal processes involved but I do not think that after we have provided such an elaborate arrangement for the revision of record-of-rights there should be any course left open for the Civil Court in at least three matters as mentioned by Mr. Bhattacharyya and I feel that that would be really burdening the poor people because after all you know that if a man has got a long purse, he can fight out cases in different courts. Therefore the benefit will come to those who haye only a nominal purse and as such that is not desirable. I think, Sir, these are the main points. I would submit to this House that it is not possible for me to agree to the acceptance of the motion for circulation of this Bill for the simple reason that not only there is no need for its circulation but, as I told you at the very beginning, this Bill really incorporates the provisions of an Ordinance. Moreover, I was not in favour of circulating this Bill for gathering puble opinion because you are all here as representatives of the public and all sections of public are represented here. We had a very long debate in the Lower House and I feel sure there will also be a long debate in this House too. Therefore, Sir, I oppose the motion of Shri Bhattacharyya.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that the Bill be circulated for the puropse of eliciting opinion by the 31st January, 1958, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957, as settled in the Assembly, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 2(a), line 6, the word "or other persons" be omitted.

Sir, if a reference be made to that clause, it would appear that in clause (h), after the words "or of a non-agricultural tenant" the words "but shall except in the case of land allowed to be retained by an intermediary under the provisions of section 6, include all rights or interests of whatever nature, belonging to intermediaries or other persons which relate to lands comprised in estates or to the produce thereof" shall be added and be deemed always to have been added.

[11-10—11-20 a.m.]

In considering this amendment reference must be made to clause (h) of section 2 of the original Act which runs to this effect: "incumbrance in relation to estates and rights of intermediaries therein does not include the rights of a raiyat or of an under-raiyat or of a non-agricultural tenant". Now after that this is intended to be added by the proposed amendment. If this is done there would be conflict between the first part or the present part of that clause and the part which is proposed to be added. For, in the first part of section 2(h) it is provided that the "incumbrance" in relation to estates and rights of intermediaries therein does not include the rights of a raiyat or of an under-raiyat or of a non-agricultural tenant. So meaning of this part is that so far as incumbrance is concerned the rights of raiyat or of an under-raiyat or of a non-agricultural tenant would not be affected but if you read the portions which is proposed to be added to this clause it will take away the right of the raiyat or of an under-raiyat or of a non-agricultural tenant, for it is stated, "belonging to intermediaries or other persons." By the words "other persons" these people may be included, viz. raiyat or an under-raiyat or a non-agricultural tenant. So there would be conflict in the same clause with regard to the persons who would be exempted from the definition of the word "incumbrance" within the meaning of the West Bengal Estates Acquisition Act. Then again there will be some legal complications too. For, the expression "or other persons", may be interpreted to include those persons, viz., raiyat or an under-raiyat or a non-agricultural tenant. So the definition should be made clearer and the rights of raiyat or an under-raiyat or a non-agricultural tenant should not be given in one hand and taken away by the other.........

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Which section?

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Please refer to section 2(h) which is proposed to be amended. By this amendment it is proposed that these words, expressions which are given in sub-clause (a) of clause 2, these are intended to be added at the end of that clause. The result would be that you would be exempting the rights or interests of a raiyat or an under-raiyat or a non-agricultural tenant in the first part. On the other hand by the proposed amendment you would include them in the expression "or other persons". So there would be conflict in the definition of the word "incumbrance" and this conflict should be avoided or at least there would be vagueness in the meaning of the word "incumbrance" and in my humble submission that should not be left to the decision of the court but should be cleared up. Unless that is done I think injustice would be done. It may be interpreted in Courts of Law on behalf of the Government that rights of a raiyat or an under-raiyat or a non-agricultural tenant although exempted in the beginning are also included when it is said "or other persons". The expression "other persons" is very vague and indefinite and capable of the interpretation I am submitting before the House. So I would submit that this matter is for serious consideration and I invite the Hon'ble Minister-in-charge to go through the original definition of the word "encumbrance" as defined in section 2(a) and also the proposed amendment and to find himself whether there would be vagueness and conflict and there would be actually exempting the raiyat, under-raiyat or non-agricultural tenant in the first part of the definiton and taking it away from the second part. So I think these amendments should be accepted with a view to avoid conflict of the provision in the clause. With these words I move this amendment.

Janab Abdul Halim: Sir, I beg to move that in clause 2(a), in line 6, after the words "or other persons" the words "excepting the rights and interests of a bargadar" be inserted.

আমি মনে করি এই অর আদার পার্সনস'এর পর [illegible] যুক্ত করার জন্য—
"excepting the rights and interests of a bargadar"
কথাটা ইনসার্ট না করলে ঠিক হবে না।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Chairman, Sir, Mr. Nagendra Kumar Bhattacharyya has raised a point which is of a very legal nature. "Other persons" have been included primarily for the reason which may be stated as follows. We have in a certain forest a large number of contractors. When the forest land changed hand from the erstwhile intermediaries, they said they had only a very limited right. Now that they had leased out to special contractor after their right had vested in the State, contractors' rights have not vested. Therefore while their right has vested only, but the contractor's rights have not vested. Therefore the contractors occupied the forests and unless we include these areas other persons would cut down the trees. Now if these words were deleted from section 2, the definition would not prevail. It is subject to legal interpretation, but my feeling is that the definition of the word "encumbrance" has been used in the amending section rightly and there is no necessity of changing it. There may be various contractors and sub-contractors and you cannot cover all of them.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 2(a), line 6, the words "or other persons" be omitted was then put and lost.

The motion of Janab Abdul Halim that in clause 2(a) in line 6, after the words "or other persons" the words "excepting the rights and interests of a bargadar" be inserted was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the bill was then put and agreed to.

Clause 3

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 3(b), in the proposed clause (aa), line 4, the words "or any other person" be omitted.

Some difficulty arises with regard to this matter. Again it is proposed in clause 3(aa) that all lands in a State comprising of forests together wth all rights of the trees therein or of the produce thereof and held by an intermediary or any other person shall notwithstanding anything to the contrary contained in the judgment of any court or tribunal vest in the State.

[11-20—11-30 a.m.]

Sir, my amendment relates to deletion of the words "any other persons". It may be an intermediary or any other person. The reason why I propose the amendment is this.

We are aware that there are some persons in the District of Midnapur who earn their livelihood by felling trees or felling shrubs and selling them to the market. That is the only source of their livelihood which is known as the Jharkati right in the district of Midnapur. I do not know whether such a right actually exists in the district of Bankura or elsewhere. If these words are allowed to remain in the proposed amendment, namely, "any other person", then these poor people most of whom are Adibasis will be deprived of their valuable right of Jharkati and practically speaking they will be starving. So I submit in all humility that the Hon'ble Minister will be pleased to consider the matter and delete these words, namely, "or any other person", and even if that is not possible at least to exclude the Jharkati right from the operation of this proposed amendment.

With these words, Sir, I support my amendment.

Mr. Chairman: Mr. Halim, your amendment is not in order because it is just a vague amendment with no positive relief proposed. But you can speak on it.

Janab Abdul Halim:

মাননীয় বন্ধু নগেন ভট্টাচার্য মহাশয় সাধারণভাবে লোকের কাস্টমারী রাইটস সম্বন্ধে বলেছেন। বিশেষ করে মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে যেসব দরিদ্র আদিবাসীরা বাস করে, তাদের চিরাচরিত ব্যবস্থা অনুসারে তারা বন থেকে কাঠকুটো, পাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সেখানে 'এনি আদার পার্সন' এই যদি দেওয়া হয় এবং এটা যদি চালু হয় এবং তাদের অনুকূলে আইনগত কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে শুধু মৌখিক আশ্বাস বা অধিকার দিলে তাদের সে রাইটস থাকবে না। বিশেষ করে নদীনালা এবং গোচারণ-ভূমিতে তারা যে সুযোগ পায়, সে সুযোগ তাদের থাকবে না। স্টেটে ভেস্টেড হলে আইনের কড়াকড়ি এসে যাবে। মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেও অফিসার যাঁরা থাকবেন, তাঁরা আইন যেভাবে নেবেন, সেইভাবেই চলবে। এবং দরিদ্র লোকেরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। কাজেই এটা আমি বিশেষ করে বিবেচনা করা দরকার বলে মনে করি।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I shall finish my submission in just one minute. The Hon'ble Minister possibly is aware that Jharkati right referred to by Mr. Bhattacharyya is really a right which is mentioned in the official record-of-rights. As such, I believe, it is necessary to protect such persons who enjoy these rights. Secondly, Sir, there also may be any other rights mentioned in the amendment of Mr. Abdul Halim which has just now been ruled out of order by Mr. Chairman on technical grounds, namely, the rights in respect of rivers, common lands, grazing fields, etc. The Hon'ble Minister will perhaps be good enough to consider if it will not be desirable to exclude these rights which may be of a customary nature and recognised by the Courts of Law. He would in that case be, in fact, doing not only justice to these persons but also an act of kindness to these persons. If this amendment is passed, these persons will really be thrown out of employment and will have to shift to another place without having anything to depend upon. So this is a legal as well as a humanitarian question which I should like the Hon'ble Minister to consider.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Chairman, Sir, the point that has been just raised by the honourable members opposite, in my opinion, deserves very serious consideration. As a matter of fact, my attention has not only been drawn particularly from the Midnapur area to certain customary rights recorded in the record-of-rights, but also to one Privy Council judgment where it was decided perhaps fifty years back that such and such people in such and such areas had the customary rights. That was decided also by the Privy Council. Therefore I would have been very happy if I could have included this right in the nature of an extension of the statute itself. But having considered the matter deeply, I felt that it would bring in difficulties in the matter in having this included in the statute. The reason is that the customary rights vary from place to place. In Midnapore for instance I have found that there are eighty types of different rights. In many cases, the right is in the nature of grazing their cattle on common grounds; that is one right. Cutting down trees for taking some timber for the cows; that is another right. Collection of fruits and leaves of trees is another right and so on and so forth. In Jalpaiguri they have a different set of rights. Now, it is not possible to define all these customary rights and to put them in the statute book. Therefore, we have thought it best to keep these rights in general in the statute and where Government are satisfied that such customary rights exist, people will enjoy those customary rights. If we would have defined the customary

rights, in that case again an enquiry by the officers would have to be done as to which are customary rights and which are not so and then again question might arise as to whether the decisions of such enquiring officers are correct or not. Therefore this is a complicated problem and as such it has been decided, as I told the lower House, that strict instructions should be issued to officers and specially to the supervisory staff that where people have such customary rights, they should continue to enjoy the same as before.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 3(b), in the proposed clause (aa), line 4, the words "or any other person" be omitted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that clause 4(a) be omitted.

Sir, I also move that clause 4(b) be omitted.

Sir, clause 4(a) runs to this effect: In section 6 of the said Act—(a) in the exception at the end of sub-section (1), after the words "entitle an intermediary" the words "or any other person" shall be inserted and be deemed always to have been inserted. Sir, in order to appreciate the force of my amendment it is necessary that the exception at the end of sub-section (1) of section 6 of the West Bengal Estates Acquisition Act should be placed before the House. The exception runs to this effect: "Nothing in this sub-section shall entitle an intermediary to retain any land comprised in a forest." Now, after the word "intermediary" in the original Act, the words "or any other persons" are proposed to be inserted. The result would be that even if a person has got occupancy right in land within a forest, he will be deprived of that land.

[11-30—11-40 a.m.]

Sir, we all know that all lands comprised in a forest are not covered with trees. There are lands and lands within a forest area which is cultivable and which produces crops. If this amendment be accepted the result would be that these cultivators having lands within the forest area—lands on which trees never grow—will be deprived. What I beg to submit, Sir, is this. So far as this amendment is concerned, viz. insertion of the words "any other person" that will divest the occupancy rights of a raiyat or an under-raiyat or a non-agricultural tenant of their possession by a stroke of pen. Do not deprive all these, people most of whom are adibasis, of their land. They are very poor and very poor indeed. Without investigation don't do it. The effect of the amendment would be to lead these people to starvation. This is a thing which should be avoided. So I would submit this matter also should engage the serious attention of the Hon'ble Minister. I have personal knowledge that some people have got such right and therefore I am speaking with all the emphasis at my command that they should not be deprived of their right and if this is done injustice will be done to these people. I am aware of exercise of such rights by the tillers in Jhargram subdivision. I do not know whether these privileges are there elsewhere in the district of Midnapore or in the adjacent district of Bankura but such right does exist and I believe those people who enjoy these rights cultivate their lands from a very long distance. Because they are very poor I would appeal to the Hon'ble Minister in charge of this Bill to consider the matter and not to deprive them of their valuable rights.

With these words, Sir, I move my amendment motion.

Sj. Satya Priya Roy: মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, এই 'আদার পার্সনস' কথাটা যে কি বিভ্রাটের সৃষ্টি করবে, এই আইনে তা মন্ত্রী মহাশয় নিজেও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় তাঁর দপ্তরের অজ্ঞতা ঢেকে রাখবার জন্য এবং এ্যাসেম্বলী থেকে এটা পাশ করিয়ে নিয়েছেন, সেজন্য তিনি এখানে মনেপ্রাণে বুঝতে পেরেছেন যে, 'আদার পার্সনস' এই কথাটাতে অনেক অসুবিধা হবে, এর ব্যাখ্যা আইন আদালতে নানারকম হবে। তা সত্ত্বেও একটা কথা আমি বলবো, যে এটা বহু লোকের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমি লক্ষ্য করছিলাম যে, আমাদের মধ্যে প্রবীন ব্যবহারজীবী আজকে এখানে সভাসদস্য হিসাবে আছেন। তিনি এদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং ব্যবহারজীবী হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞ মত মন্ত্রী মহাশয়কে দিতে চেয়েছেন, এই কাউন্সিলে যে, এটার সম্পর্কে সংশোধনী গ্রহণ করা উচিত। বাস্তবিকই এই সংশোধনী গ্রহণ করা না হলে বহু গরীব লোককে বহু মামলা মোকর্দ্দমার জন্য খরচ করে সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে হবে কারণ এ্যাসেম্বলী থেকে এটা পাশ হয়ে গেলেও এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটী রয়ে গেছে। সেটাকে উপেক্ষা করা আমার মনে হয় মন্ত্রী মহাশয়ের পক্ষে জাতীয় কল্যাণের দিক থেকে শোভন বা সঙ্গত হবে না। আমি বিষয়টাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি এবং প্রয়োজন হলে এই বিষয়ে ডিভিশন ডাকবো। সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি যে, তিনি যেন এ-বিষয়ে একবার বিচার-বিবেচনা করে দেখেন এবং তাঁরই পাশে যে অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবী বসেছিলেন তাঁর অভিমতকে উপেক্ষা করে নিজের জিদ বজায় রাখবার জন্য এই সংশোধনীটা তিনি যেন প্রত্যাখ্যান না করেন।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: The Hon'ble Minister perhaps will admit that such customary rights do exist and those rights are incorporated in the record-of-rights also. He will perhaps say: I shall issue necessary instructions to the department concerned. Sir, what will be the position even if he does issue such instructions. The position will be this. The officials always deal in a superior manner with these people. I have no desire to make any allegation against any departmental officer or any member of the permanent Civil Service. I feel, Sir, that difficulty may arise for people in dealing with these officials. With regard to these matters people already have been experiencing difficulty and this difficulty includes certain extra payment which has almost become customary. In order to gain his legitimate rights he would have to spend some money out of his own pocket. With these words, Sir, I support the amendment of Mr. Nagendra Kumar Bhattacharyya.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I cannot agree with what has been stated by Prof. Bhattacharyya because customary rights are not always recorded. Somtimes it is recorded, sometimes it is not. Therefore we find in the Act that this customary right has not been inserted. There is no statutory possibility about the allegation made by Shri Satya Priya Roy. I have only this much to say that this is due to the ignorance of the working of my department that he had made such an allegation.

[11-40—11-50 a.m.]

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that clause 4(a) be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—10.

Abdul Halim, Janab	**Ghose, Sj. Bibhuti Bhushan**
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar	**Pakrashi, Sj. Satish Chandra**
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra	**Roy, Sj. Satya Priya**
Das, Sj. Naren	**Sanyal, Dr. Charu Chandra**
Debi, Sjta. Anila	**Sengupta, Sj. Manoranjan**

NOES—27.

Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Banerjee, Sj. Tara Sankar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Arabinda
Chatterjee, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Dutt, Sjta. Labanyaprova
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra
Gupta, Sj. Manoranjan
Misra, Sj. Sachindra Nath
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mukherjee, Sj. Bjswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Musharruf Hossain, Janab
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Roy, Sj. Chittaranjan
Roy, Sj. Surendra Kumar.
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Sen, Sj. Jimut Bahan
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 10 and the Noes 27 the motion was lost.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that clause 4(b) be omitted was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill, was put and agreed to.

New clause 4A

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that after clause 4, the following new clause be added, viz.,—

> '4A. In the *Explanation* to section 6(e) of the said Act, for the words "whether formed naturally or by excavation or by construction of embankments" the words "whether formed by excavation or by construction of embankments" be substituted.'

Sir, I move this amendment in the hope that the Hon'ble Minister will be pleased to consider the matter and it is for the benefit of the State that this amendment is being moved.

[11-50—12 noon]

Sir, in the original Act tank fishery is excluded from being vested in the Government and the tank fishery has been defined in the explanation to section 6(1)(e). It is stated therein "tank fishery means a reservoir or place for the storage of water, whether formed naturally or by excavation or by construction of embankments, which is being used for pisciculture or for fishing, together with the sub-soil and the banks of such reservoir or place, except such portion of the banks as are included in a homestead or in a garden or orchard and includes any right of pisciculture or fishing in such reservoir or place".

According to the Act which is in force the tank fishery is exempted from the operation of the West Bengal Estates Acquisition Act. Now complications have arisen and these complications have led to actions in courts including the Hon'ble High Court, and it appears that the zemindars and intermediaries, have claimed fisheries in *bils* and in the old bed of the river which are now not part of the river because exemption has been given in respect of these fisheries by the expression "naturally". In my amendment I have wanted that the word "naturally" be deleted so that the tank fishery will include tanks which were excavated or tanks which were formed by construction of embankments so that the big fisheries can be owned by the Government and the legal complications which have arisen in various courts in the province would be settled on the basis of this amendment. I would, therefore, expect that the Hon'ble Minister in charge of this Bill would accept my amendment so that greater rights in fishery would accrue to the Government to the benefit of the State as well as for the public. I say public because

we all know that many fishermen from East Pakistan have migrated to this State. At least most of them are starving. If these fisheries which have been formed and which are in existence from the old bed of the river come under the possession of the Government these people, these fishermen, can be allowed to fish in these *bils* and Government revenue would accumulate. On the other hand that would be a source of subsistence to these people. So I submit and I hope that the Hon'ble Minister will accept my amendment.

With these words, Sir, I move my amendment.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, the Minister for Co-operation is not present here. The Deputy Minister for Co-operation is present here. He will perhaps support this amendment which has been moved by Shri Bhattacharyya. He has hinted at the formation of co-operative societies by the indigent fishermen including those who have migrated from East Pakistan so that they may take advantage of the fisheries in these old river beds. The amending Bill as it stands will not enable Government to take possession of these very large areas. My information is that the natural fisheries, if I may use that expression, constitute quite a large part of the total water area meant for fisheries in this State of West Bengal. Therefore, if the amendment of Shri Bhattacharyya is accepted then I believe quite a large part of the fruitful field for exploitation will come within the area of Governmental control. Government would then be able to develop co-operative societies and help the indigent fishermen. Sir, the condition of supply of fish is also deplorable in Calcutta and in the rest of West Bengal. In view of this position it would be highly desirable on the part of the Government to accept the amendment of Shri Bhattacharyya.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I am entirely in agreement with the amendment. But, Sir, as I have told before, it is necessary not only to have vested in the State all the *bils* and tanks, but also these fisheries which have been in the Sunderban areas by construction and embankments. As a matter of fact, in my opinion the greatest exploitation and the greatest injustice are being perpetrated on the *bils* and tanks. If we accept Mr. Bhattacharyya's amendment and leave out the fisheries then there will be great injustice. Therefore I will welcome Mr. Bhattachrayya's amendment in the draft amendment that we have been preparing for the next session of the House and that will cover the whole situation. I would request Mr. Bhattacharyya to come to me and discuss with me the draft that is being prepared.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that after clause 4, the following new clause be added, viz.,—

> 4A. In the *Explanation* to section 6(e) of the said Act, for the words "whether formed naturally or by excavation or by construction of embankments" the words "whether formed by excavation or by construction of embankments" be substituted.'

was then put and lost.

Clause 5

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 6

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 6, line 3 of the proposed proviso, after the word "exclusively" the words "or partly" be inserted.

Sir, in order to make my amendment intelligible I have to place before you section 42 of the Act which deals with the question of liability to pay rent., Now section 42 runs as follows: "When an intermediary is entitled to retain possession of any land under sub-section (1) of section 6, then except in cases of land retained under clause (h) or (i), and except in the casese referred to in the proviso to sub-section (2) of section (6), the Revenue Officer shall determine the rent payable in the prescribed manner and in accordance with the following principles, that is to say—

(i) if the land be agricultural land, on the basis of the rate of rent paid by raiyats for lands of similar description and with similar advantages in the vicinity;

(ii) if the land be non-agricultural land, at a rate which the Revenue Officer may deem fair and equitable having regard to the rent generally paid for non-agricultural lands of similar description and with similar advantages in the vicinity."

Sections 42 and 53 of the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953, deal with the question of assessment or payment of rent in respect of agricultural and non-agricultural lands. Now, this amendment seeks to make assessment with regard to the question of non-agricultural land.

[12—12-10 p.m.]

This amendment provides thus as a proviso: "Provided that in the case of an intermediary who immediately before the date of vesting held any tenure comprising exclusively of non-agricultural land, he shall subject to any law for the time-being in force have reassessment of rent, etc., etc." Even if you accept this amendment to section 42, this section will deal only with the question of assessment of agricultural land and not non-agricultural land, and it will not make provision for assessment of land which is partly agricultural and partly non-agricultural. So in my own amendment I have suggested that after the word "exclusively" the words "or partly" be included in the proviso, so that even if a tenancy consists of agricultural land as well as non-agricultural land, there would be provision in this section for assessment of the same. But, Sir, the section, as it stands, does not cover such a case. So there ought to be a provision for assessment or payment of rent in respect of tenancy which comprises of agricultural as well as non-agricultural lands. I bring, the matter to the serious attention of the Hon'ble Minister in charge of this Bill. There ought to be a provision for the facility of administration and for the facility of assessment of rent so far as such lands are concerned. With these words, Sir, I move this amendment.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Chairman, Sir, I believe that this amendment is entirely beside the point, because section 42 relates to assessment of the lands where they belong to an intermediary and not to a tenant.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: I have not said that. Tenancy means everything.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: So far as the assessment of the tenant's lands is concerned, that is being done not under section 42, but under section 52. Section 42 deals only with the lands which were held by the erstwhile intermediaries. And now, Sir, Mr. Bhattacharyya will remember that when they are called upon to submit returns, they are to state specifically which agricultural land they are going to retain and which non-agricultural land they are going to retain. Therefore, from the very

beginning they shall have to declare formally that this piece of land is either agricultural land or non-agricultural land. Now, under section 42(1) we have made provision for the assessment of rent so far as the agricultural land that is retained is concerned. There are also provisions for the assessment of non-agricultural land and now that is only being amended to afford relief to the people. I therefore believe that at the very beginning the ex-intermediaries had been called upon to specify which piece of land was agricultural and which piece of land was non-agricultural. So there is no question of a mixed holding.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 6, line 3 of the proposed proviso, after the word "exclusively" the words "or partly" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I thought that you will continue up to quarter past twelve but now you say that you will continue up to 12-30. So far as the consideration of the Board of Secondary Education Bill is concerned, you have been pleased to fix day after tomorrow for this purpose.

Mr. Chairman: The consideration of the Bill will be taken up tomorrow and thereafter the clauses will be taken up. Mr. Bhattacharyya, please proceed.

Clause 7

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 7, in the proposed sub-section (2a) of section 44 of the Act, in line 1, after the words "An officer" the words "not below the rank of a member of the State Judicial or Executive Service" be inserted.

Sir, we have discussed during the first reading of the Bill that the power of revision has been given to an officer who will decide the matter before it goes to the Tribunal Judge. The question now is that this revision would take place after a decision by a Revenue Officer under section 44(3) of the Act. Now, by this amendment I beg to draw the attention of the Hon'ble Minister in charge that the officer contemplated in clause 7(2a) should be an officer of some higher status. I have therefore submitted this amendment that after the words "an officer" these words may be added, viz., "not below the rank of a member of State Judicial or Executive Service" in order to ensure good quality of the work of revision. Sir, if this work of revision is left to inexperienced officers, officers mostly drawn from the Food Department, the result would be the same. In name there would be a revision but practically speaking there would be no revision. So I would submit that this amendment should be accepted or an assurance be given by the Hon'ble Minister in charge that so far as the question of empowering such officer is concerned, Government should not empower any officer below the rank of a judicial or an executive officer of the Provincial Service. Otherwise, Sir, as I have submitted, the result would be that in name there would be revision but no justice would be done to the aggrieved persons. With these words I move this amendment.

Mr. Chairman: You can also speak on the other two.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I am going to accept amendment No. 11 of Shri Nagendra Kumar Bhattacharyya.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Thank you, Sir.

Mr. Chairman: Mr. Bhattacharyya, you are not withdrawing any amendment. Please proceed.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 7, in proposed sub-section (2a) of section 44 of the Act, in last line, after the words "opportunity of being heard" the words "and after recording reasons therefor" be inserted.

Sir. the object of moving this amendment is that after the work of revision, the matter will be allowed to be taken to the Tribunal Judge but is there nothing on the basis of which the revision work would be made? Certainly the Judge can revise the order which was passed...

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I accept your amendment No. 11.

[12-10—12-17 p.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, the Hon'ble Minister in charge of the Bill has very kindly accepted amendment No. 11. I am not going to speak on that. I will speak on amendment No. 10. You are aware, Sir, that the kind of training that the earstwhile Food Department people have received for preparing the record-of-rights, etc., has been of an extremely perfunctory nature and it is not therefore safe to rely on them. Therefore this amendment is important. It is important all the more because those people who would be seeking redress in the court of law would have to regard the Tribunal as the final court. They will not be permitted to go beyond this. It would, therefore, be desirable to ensure that the persons who hear the first appeal should be people belonging to State Executive or Judicial Services. That would, I believe, ensure proper justice.

With these words, I support amendment No. 10.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, regarding amendment No. 10, the only difficulty is that we do not have so many State Judicial Service men. Moreover, appointment of State Judicial Service men has to be done with the concurrence of the High Court and that takes a very long time.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: My amendment relates to Executive Service also. I mean members of the Provincial Judicial Service or Executive Service, who are recruited by the West Bengal Public Service Commission.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Then you mean W.B.C.S., W.B.J.C.S. That will not be difficult to arrange. Necessary instructions will be issued and therefore it is no use having it in the Act.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 7, in the proposed sub-section (2a) of section 44 of the Act, in line 1, after the words "An Officer" the words "not below the rank of a member of the State Judicial or Executive Service" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 7, in proposed sub-section (2a) of section 44 of the Act, in last line, after the words "opportunity of being heard" the words "and after recording reasons therefor" be inserted, was then put and agreed to.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 7, in section 44 of the Act, in the proposed sub-section (2a), in 2nd proviso, line 6, for the words "has been filed before" the words "has been filed within one week after" be substituted.

Sir, the object of this amendment is plain. As I said in the beginning we the people who reside in mofussil do not get the information of the promulgation of the Ordinance on the day it is promulgated or even within two or three days and because all the appeals were filed before the Tribunal Judge for two or three or four days, in this amendment I want that a week's time be allowed after the commencement of the Ordinance so that the appeals which have already been filed may be accepted by the Tribunal Judge and he may be given jurisdiction to decide those appeals. Sir, I think the Hon'ble Minister in charge of the Bill will be pleased to consider this matter, because if that is not done, the poor people would suffer as the tenants have already engaged the lawyers. It would be doing great injustice not to give them only this opportunity, viz., that appeals which were actually filed within a week of the promulgation should be outside the jurisdiction of the Tribunal Judge. Sir, with these words I move my amendment in the hope that the Hon'ble Minister would accept this amendment as he did previously.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: The Ordinances which have already been passed will have retrospective effect.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Appeals which have been already filed within a week of the date of promulgation of the Ordinance should be entertained by the Tribunal Judge. I appeal to you to consider this case, to legalise the appeals before the date of promulgation of the Ordinance by accepting this amendment. You will be giving the Tribunal Judge powers to Judge those cases which are still in his file and doing justice to the poor people who came from a long distance and paid the Court fees and bore other expenses.

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 9-30 a.m. on Tuesday, the 3rd December, 1957.

Adjournment

The Council was then adjourned at 12-17 p.m., till 9-30 a.m. on Tuesday, the 3rd December, 1957, at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent

Bagchi, Dr. Narendranath,
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar,
Chakrabarty, Dr. Monindra Mohan,
Choudhuri, Sj. Annada Prosad,
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath,
Maliah, Sj. Pashupati Nath,
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mozumder, Sj. Harendra Nath,
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath,
Saraogi, Sj. Pannalal,
Sarkar, Sj. Pranabeswar, and
Sinha, Sj. Rabindralal.

COUNCIL DEBATES

Tuesday, the 3rd December, 1957.

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Tuesday, the 3rd December, 1957, at 9-30 a.m. being the third day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Prices of West Bengal handloom products

[9-30—9-40 a.m.]

8. **Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Cottage and Small-scale Industries Department be pleased to state—

(*a*) the average price of handloom (*i*) *dhoties* and (*ii*) *sarees* of counts ranging from 60 to 100 produced in West Bengal;

(*b*) the average price of each of the above articles in Madras;

(*c*) if the price of the articles mentioned in (*a*) above are higher than the average price of corresponding articles in (*b*) above; and

(*d*) if so, the reasons thereof?

The Minister for Cottage and Small-scale Industries (the Hon'ble Bhupati Majumdar): (*a*) and (*b*) A statement is laid on the Table.

(*c*) Yes, slightly higher.

(*d*) The main reasons for this difference in prices are as follows:—

(*i*) Cotton fabrics, mainly woven apparel, produced in West Bengal, are known, as being superior in texture, weaving and durability.

(*ii*) Wages earned by weavers are throughout the line, higher in West Bengal than in Madras and as wage enters into cost, West Bengal products are priced, proportionately, higher.

(*iii*) Kachi *dhoti* of West Bengal has more (usually 50 per cent. higher) yarn to the weft and thus takes more labour and time to weave which accounts for the higher price of the finished products.

(*iv*) *Sarees* produced in West Bengal have more intricate body and border designs and Santipur, Begampur, Dhanekhali, Jamdani, etc., varieties require patient weaving skill and larger number of man-hours, which load cost by restricting the weavers' output.

(*v*) Handloom industry is relatively more important in the economy of Madras than of West Bengal.

Statement referred to in reply to clauses (a) and (b) of question No. 8

(a) The average prices of handloom (i) *dhoties* and (ii) *sarees* produced in West Bengal are as follows:—

Counts. Yarn.	Dhoties. Per piece.	Saries. Per piece.
	Rs.	Rs.
60s	6	7
80s	9	10
100s	12	13

(b) The average prices of handloom (i) *dhoties* and (ii) *sarees* produced in Madras are as follows:—

Counts. Yarn.	Dhoties. Per piece.	Saries. Per piece.
	Rs.	Rs.
60s	5·50	Not ordinarily sold in Calcutta.
80s	8	9
100s	11	12

Mr. Chairman: It was not necessary for you to read this detailed statement, because it was laid on the table.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Is that a ruling of yours? The reply that is printed on the order paper is to be read out by the Minister concerned. That is a recognised practice.

Mr. Chairman: That has never been done before.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: That is the usual procedure. Is it your ruling, Sir, that these questions will be handed over to the members on a printed form and nothing would be read here?

Mr. Chairman: The usual practice is that when a statement is laid on the table, it is not necessary to read it. That is why I drew the attention of the Hon'ble Minister to that.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I do not quite follow you. I shall be grateful if you kindly explain this. Is it not obligatory or customary on the part of the Minister to read out the reply that is given here?

Mr. Chairman: The replies to the questions are to be read out. When there is a statement wherein details are supplied, that is generally laid on the table and it has never been the practice of the House to read out this statement.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: If in the answer it is stated definitely that the statement is laid on the table, then it need not be read out, but other parts of the reply have got to be read.

Mr. Chairman: If it is on the body of the answer.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state if the weavers suffer at times for want of regular supply of yarns?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Not much though occasionally such situation arises.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state the steps he proposes to take in future to ensure regular supply of yarns to weavers?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Steps have already been taken and regular supply of yarns has been ensured.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the weavers are given expert advice through experts of the Government so that they can improve upon their products?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Yes, that is a part of the work of the department—to give them new designs and to help them in as many ways as possible.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state how many experts are there for this purpose in the State of West Bengal?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: I cannot give you the number offhand but there are many. There are the District Inspectors also to help them, there are the co-operative societies to help them and there are such other experts.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the number of experts is not sufficient and they do not reach the co-operative societies or individuals with a view to instruct them and train them in the matter of improving upon their designs and the texture of their cloth?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, the whole question is about price. What has that got to do with instructions?

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, what I wanted to suggest is this that until and unless these people are instructed with regard to the question of improvement of the texture of their cloth, they cannot succeed in competition with the weavers of any other province or of the State of Madras.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, that is not the way of asking this question. That may be the way of lawyers but the supplementary questions arise out of the original question and the answers given thereto. The original question was about the average prices. If you want to ask any question about the training, put a separate question and you will get the answers.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to explain the last part of his answer, viz., (c) handloom industry is relatively more important in the economy of Madras than of West Bengal?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Yes, about 1 lakh 20 thousand looms are run in West Bengal whereas the number of looms is nearabout 5½ lakhs in Madras, which number is difficult for our societies to reach.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Does that mean that the Minister thinks that very great importance need not be attached to the handloom industry in his province?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: No, we are doing our best to improve the conditions and I can tell you that the difficulties that we had to encounter formerly are gradually wearing out. Even now, the price factor does hamper our work because people are in for quality. So the West Bengal texture being higher in quality people are now going in for West Bengal textures and the local shops are now selling more West Bengal dhoties and sarees than before.

Sj. Annada Prosad Chaudhuri:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন যে, এই দামের তারতম্যের সংগে মাদ্রাজ এবং পশ্চিম-বাংলার সেলস্ ট্যাক্সের কোন সম্বন্ধ আছে কি না?

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Not to my knowledge.

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

আমার প্রশ্ন হ'ল যে, আমাদের দেশে মিলের সুতো কলকাতা থেকে পাঠিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে করা হয়, কিন্তু মাদ্রাজের মিলের থেকে সুতো সেণ্ট্রালাইজড্ ডাই হাউসএ রঙ ক'রে বিভিন্ন জায়গায় তাঁতের কেন্দ্রে পাঠান হয় বলে এর জন্য দামের তারতম্য যে হয় সেটা কি বিবেচনা ক'রে দেখেছেন?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সেটা বিবেচনা করা হচ্ছে এবং অনেক জায়গায় যাতে স্থানীয় রঙের ব্যবস্থা হয় সে চেষ্টা চলছে। তবে যেমন আমাদের ইয়ার্ন আনতে হয় তারপরে রঙ করতে হয়, তেমনি মাদ্রাজের কাপড় তাদের এখানে রেলের ভাড়া দিয়ে আনতে হয় এবং তাতে তার দাম চড়ে দুটোতে কাটাকাটি হয়ে যায়।

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

আমি বোধ হয় আমার প্রশ্নটা বোঝাতে পারি নি। এখানে উনি বললেন এবং আমরাও আগে বাজেটে দেখেছি যে, পশ্চিমবাংলায় সুতো রঙ করার ১০টা কেন্দ্রে রঙ করা হচ্ছে। কিন্তু মিল থেকে সুতো নিয়ে ছোট ছোট ১০টা ডাই হাউস কেন্দ্রে রঙ করালে খরচ বেশি পড়ে। সেজন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, মিল থেকে পাঠাবার সময় রঙীন সুতো পাঠালে খরচ কম পড়ে এবং রঙ করার খরচ প্রাইস ফ্যাক্টরএর মধ্যে একটা বড় কথা বলে ঐ রকম রঙীন সুতো পাঠাবার কথা আপনারা ভাবছেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনার প্রশ্নটা কি?

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

উনি যদি স্বীকার করেন বিভিন্ন জায়গায় পাঠালে রঙের খরচ বেশি পড়ে তা হ'লে মিল থেকে সাদা সুতো যেমন পাঠানো হয় তেমনি রঙিন সুতো পাঠালে রঙ করা সুতার দাম কম হ'তে পারে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

রাস্তার উপরে প্রশ্ন হয় না।

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

তা হ'লে উনি স্বীকার করেন এই যে, কলে রঙ করলে সস্তা সস্তায় হয় এবং গ্রামে রঙ করলে খরচ বেশি পড়ে, এর প্রাইস ফ্যাক্টরএর সংগে সম্পর্ক নাই?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করতে বলা হবে।

[9-40—9-50 a.m.]

Proposed bridge over the Bhagirathi at Berhampore

9. **Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state when the construction of the proposed bridge over the river Bhagirathi at Berhampore, connecting the national highways on both sides of the river, would be taken up and is likely to be completed?

The Minister for Works and Buildings (the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta): The work is expected to be taken up by the end of this year and completed in three years.

GOVERNMENT BILLS

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957

Clause 7

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, this amendment, viz., amendment No. 12, was held over yesterday and I wanted some time to look into the matter. I have made certain enquiries in neighbouring three or four districts, particularly 24-Parganas, Howrah, Midnapore. I asked the District Magistrates to go to the District Judge and hunt up records. No information has reached me from Howrah but from the information that has reached me from the other districts I find that there has been practically no filing. Therefore, it may be in a particular district there has been filing but there is no general case. Therefore, Sir, I oppose the amendment.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 7, in section 44 of the Act, in the proposed sub-section 2(a), in 2nd proviso, line 6, for the words "has been filed before" the words "has been filed within one week after" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 7, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 8

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, I beg to move that in clause 8, for the sub-clause (a), the following sub-clause be substituted, namely:—

"(a) for the words ', until after the final publication of the record-of-rights under sub-section (2) of section 44' the words 'until after the completion of the procedure laid down in sub-section (2a) and (3) of section 44 or one year after the final publication of record-of-rights, whichever is later' shall be substituted."

Sir, I also beg to move that clause 8(c) be omitted.

Sir, I further beg to move that clause 8(d) be omitted.

I shall make my submission with regard to amendment No. 13 and then I shall speak about amendment Nos. 14 and 15. In making my position clear with regard to this amendment, I take your leave to place before the House section 46 of the West Bengal Estates Acquisition Act as it stands now. The section is as follows:—

> "Where an order has been made under sub-section (1) of section 39 directing the preparation or revision of a record-of rights, no Civil Court shall, until after the final publication of the record-of-rights under sub-section (2) of section 44, entertain any suit or application for the determination of rent or determination of the status of any tenant or incidents of any tenancy to which the record-of-rights relates, and if any such suit or application is pending before a Civil Court on the date of such order it shall be stayed".

I am not reading the proviso to this section, for, that is not relevant for the purpose of the amendment which I have just now moved. Now, Sir, section 46—as it now stands—debars the Civil Court from entertaining any suit which relates to one of these three matters, viz., determination of suits, determination of status and incidents of tenancy. Of course, it does not debar a person from bringing a title suit. If the proposed amendment be accepted, the scope of the section would be made wider. The interpretation which was put upon it yesterday by Dr Sambhu Nath Banerjee and Shri Chittaranjan Roy would not stand because if the proposed amendment be accepted, the scope of the amendment makes the section much wider and the Civil Court will not be in a position to entertain any suit or application in which one of the matters at issue would be the question of determination of rent, or determination of status or the incidents of tenancy. But the thing has been changed so that it will now relate to all suits and application in which any of the matters aforesaid is in issue. There may be thousand and one issues involved in the suit. But the issues described in the section would now take away the valued right of a tenant which was possessed by him from time immemorial and he is being deprived of his right by the present section The present section—section 46—only relates to the suspension of the valued right till the completion of the record-of-rights. Now it is being taken away for good. This is a matter, Sir, which takes away the valued right and in my humble submission this amendment should not be accepted. It was said yesterday that if any person feels aggrieved, he may move the Hon'ble High Court. But it is very difficult for a poor villager or a tenant to come before the Hon'ble High Court under section 226 of the Constitution of India. It is in my submission also difficult for them to move the Subdivisional Court, not to speak of moving the High Court. If a tenant residing in Cooch Behar feels aggrieved by this matter he has to go all the way and to incur all the expenses with a view to obtain details. I have heard the Hon'ble Minister yesterday to say that he wants to diminish the cost of litigation. This will not diminish the cost of litigation, instead it will add to it. A Tribunal Judge has the right to decide—this right was enjoyed also under the Bengal Tenancy Act. But the present enactment takes away the right of the people to go to the civil court.

[9-50—10 a.m.]

Even after that the civil court was not barred to entertain suits involving those matters. So I would submit that this was a right which is not claimed

for the first time on behalf of the tenants. It is a right which is being enjoyed for a long time even under the Bengal Tenancy Act. Why should that right be taken away that passes my comprehension. Sir, if you had said in the beginning in 1953 and 1954 when the Estates Acquisition Act was taken up through the Legislature that "well, if you do not follow the procedure as laid down in the Estates Acquisition Act, you will be deprived of the right of institution of a civil suit", the persons whose rights would be affected could have taken recourse to the procedure mentioned in the Estates Acquisition Act, but when the tenants have been lulled into sleep, you said by an enactment of section 46 that their right would be stayed for a particular period, namely, the period during which the settlement operations will be in full swing. So, I would submit that they were kept in the darkness. They were given to understand that their right is being suspended and that their right would revive after the completion of the record-of-rights. After giving this hope to the tenants, some of whom at least might not have exercised the rights which were given to them under the West Bengal Estates Acquisition Act in the hope that they will directly go to the civil court for the purpose of redressing their grievances, it would be unfair and unjust to deprive them of their right of going to the civil court. From whatever angle you may see the matter, I would submit that it would be doing injustice to them and in all humility I would request the Hon'ble Minister to accept this amendment.

With regard to other two amendments, these amendments are complementary to the amendment which I have just now moved. If my amendment No. 13 falls, the other two also fall. So if that amendment is accepted, I think the Hon'ble Minister would accept the subsequent amendments, namely, amendments Nos. 14 and 15. If that amendment is lost, I do not press for the other two amendments.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, my first submission is that the amendment No. 13, as it has been drafted, does not fit in with the meaning of the Act. The whole idea of the amendment that has been brought forward in the Amending Bill is that the few words in the beginning namely "until after the final publication of the record-of-rights under sub-section (2) of section 44" shall be omitted. And now the idea behind Sj. Bhattacharyya's amendment is in its place the following words shall be substituted, etc., etc. But I think the wording of the amendment moved by Sj. Bhattacharyya does not fit with the meaning of the Act. Be that whatever it may I think this question was debated last time and the whole idea was that these should not be left open for the civil courts—a matter should not be again taken to the civil court after it has been decided by the Tribunal. That being the idea I think I am unable to accept all these amendments.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 8, for the sub-clause (*a*), the following sub-clause be substituted, namely:—

> "(*a*) for the words 'until after the final publication of the record-of-rights under sub-section (2) of section 44,' the words 'until after the completion of the procedure laid down in sub-section 2(*a*) and (3) of section 44 or one year after the final publication of record-of-rights, whichever is later' shall be substituted."

was then put and lost.

Mr. Chairman: The other two amendments consequently fall through.

The question that clause 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 9

The question that clause 9 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957, as settled in the Council, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I beg to introduce the West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957.

(Secretary then read the title of the Bill.)

Sir, I beg to move that the West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957, be taken into consideration.

Point of order

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: On a point of order, Sir. It is customary to circulate to the members the reports upon which Bills are ordinarily based. Sir, this Bill is based on the reports of the Dey Commission and also of the Mudaliar Commission. Then on the Dey Commission's report a resolution was passed by the Government of West Bengal. That resolution has not been made available to us. Sir, this, I submit, is in violation of the usual parliamentary practice and I think that unless the resolution of the Government is circulated to us, the Minister will not be in order to move this Bill.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, as far as I know, there is no practice of circulation of the reports. These reports are made by different committees and not by Government. Government only took resolution.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, my submission is that amongst other things that ought to have been circulated, the resolution of the Government of West Bengal has not been circulated to us and in view of this the Minister is not in order to move the introduction of the Bill at this stage.

Mr. Chairman: The introduction of the Bill is quite independent of any reports or anything happening outside the House. The introduction of the Bill is in order.

Sj. Satya Priya Roy: Mr. Chairman, Sir, in the Statement of Objects and Reasons the Minister has been pleased to mention that two Commissions were appointed to go into the questions affecting Secondary Education—its regulation, control and development—namely the Secondary Education

Commission appointed by the Government of India with Dr. A. Lakshmanswami Mudaliar as Chairman in 1952 and the Secondary Education Commission appointed by the Government of West Bengal with Dr. B. B. Dey as Chairman, and they made their reports in 1953 and 1954 respectively. The Government of India and the Government of West Bengal have duly considered those valuable reports and their respective resolutions have already been published. In pursuance of their recommendations a new Board of Secondary Education for West Bengal is proposed to be constituted with powers and functions. But the contention of the Education Minister is that the Government of West Bengal has nothing to do with the reports of the Mudaliar Commission and the Dey Commission which are the basis of the aims and objects of this Bill. The resolution of the Government of West Bengal and the reports of these Commissions should therefore have been circulated to the members of the Legislative Council before this Bill could be introduced on the floor of the House.

Mr. Chairman: The Hon'ble Minister will give his explanation in the course of moving the consideration motion of this Bill.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I am particularly referring to the resolution of the Government of West Bengal. Sir, how is it that the Minister has not thought it fit to circulate the resolution of the Government of West Bengal upon which the Bill is based and drafted. In view of this, he is, I believe, not in order to move the consideration of the Bill.

Mr. Chairman: The Hon'ble Minister is quite in order......

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I have an appeal to you. Will you kindly postpone your ruling on this question and give your ruling after looking into the parliamentary practice and procedure.

Mr. Chairman: My ruling is based on the usual practice and procedure that we follow in this House, and I think this Bill is independent of any resolution or anything that might have happened outside this House. Therefore my ruling is that the consideration of the Bill is in order. Of course you may find fault with the views of the Hon'ble Minister and you may criticise them, but I think that the Bill as it stands is in order, and I request the Hon'ble Minister to proceed with the presentation of the Bill.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957.

[10—10-10 a.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, seven years ago it was my privilege to place on the Statute Book of West Bengal the Secondary Education Act, 1950, with the abundant support of the then legislature. The Secondary Education Act, 1950, provided for a Board of 44 members, a fairly large Board, consisting of representatives of various bodies and sections interested in education in this country, and it was conferred large powers of administration and control. When the Board was constituted in May, 1951, there was an inaugural ceremony which was presided over by the then Governor and in requesting the Governor to inaugurate the Board, Sir, I had the honour to observe as follows:—"A Board so largely representative and unofficial in character is the first to be constituted on a statutory basis in any State in India. We have even come forward to constitute such a Board and effect such a devolution against the trend of modern legislation, e.g., when the Board of Education in England has been

brought to an end and all powers to control and develop secondary education have been centralised by the British Act of 1944 in the Ministry of Education there. But we have introduced this innovation with the fullest faith in the wisdom of our educationists assembled in the Board and in the expectation of the largest measure of co-operation from them". So, it was definitely said that the Board of Education was an anachronism in a democratic country, in a country under representative Government, representative of different interests and of the masses. Still we constituted a comparatively large Board and gave them large powers. We hoped and, I repeat, we hoped that with single-minded devotion the educationists assembled on the Board would utilise the powers in the furtherance of education in this country and will surely not convert the Board into a talking institution. Unfortunately, Sir, that single-minded devotion to the interests of education and education alone was not forth-coming. It was unfortunate indeed.

I do not know the circumstances which arose later and which led to the dissolution of the Board; but I have it on record that the Board was superseded due to failure in the discharge of their duties and mismanagement also. With your permission, Sir, I beg to read the charge-sheet. The dereliction of duties and irregularities were detailed as follows:—

"(1) Affiliation of schools against the advice of respective officers with or without any inspection at all;

(2) Giving chance to the schools which do not conform to the laws prescribed for the purpose;

(3) Failure to distribute grants-in-aid to a large number of sihools in proper time resulting in hardship to those institutions;

(4) Prescribing text-books without consultation with the authors of the books;

(5) Failure to ensure a proper scrutiny of the questions set for the School Final Examination with the result that various mistakes crept in;

(6) The questions which were set were not covered by the syllabus and postponement of examination on several occasions on inadequate grounds;

(7) Failure to ensure the secrecy of examination with the result that leakage of questions occurred on some subjects prior to the holding of the examination."

So, exactly three years after inauguration of the Board the Government of 1954 felt that the unfortunate state of affairs could not be allowed to continue any longer in the interest of students and of secondary schools and education alike. Government therefore appointed a Judge of the Calcutta High Court for administration of secondary education and an ordinance was issued superseding the Board to remove the difficulties felt by the schools and the students at an early date. So, the Board was practically dissolved and dead. Since then the Board has been replaced by one man.

In the meantime much water has flown down the Ganges. The Board system of administration of Education, in particular the administration and problems of Secondary education, was under the examination of more than one Commission appointed by the Government. The Mudaliar Commission was appointed by the Government of India in 1952 and the Dey Commission was appointed by the Government of West Bengal in 1954.

[11-10—10-20 a.m.]

Now, Sir, I will again remind the House that a Board of Education with full autonomy has come to be considered an anachronism in democratic countries. As a result of the British Act of 1944 "The Board of Education becomes a Ministry and the Minister is charged with the duty of promoting the education of the people of England and Wales and to secure the effective execution by local authorities, under his control and direction, of the national policy for providing a valid and comprehensive education service. To advise him he will have two Central Advisory Committees, one for England and one for Wales, who will not only report on matters referred to them by the Minister as did the old Consultative Committee, but will be able to report on any matters connected with educational theory and practice as they themselves think fit."

The Board of Education which was there in England for about seventy years was thus abolished by the Act of 1944 as an anachronism. Who is going to deny this and say that England is not a democratic country at all? The Board was abolished simply because of the fact that in a democratic Government there cannot be an altogether autonomous Board. There cannot be an altogether delegated authority—an authority which will act quite independently of the Government—an imperium in imperio. So, that is the position in England. It is too late, therefore, to say that there must be an autonomous Secondary Board here. We set up a larger autonomous body in 1950 and gave it wide powers. Why these powers were not properly exercised? You have got to see what were the provisions of the Act of 1950. If you only remember why the Board of Education was deemed an anachronism in England, then you will understand the tenor of the Mudaliar Commission report, otherwise not. The Mudaliar Commission reports that there should be a Board of Secondary Education but not a statutory Board. The Board of Secondary Education recommended by the Mudaliar Commission can very well be set up by executive order. Government, under the Mudaliar Commission Report, is not bound to set up a Statutory Board. Moreover, the Mudaliar Commission has recommended that there should be a Board without executive function. All executive functions according to the Mudaliar Commission should be vested in the Directorate and the Board is to be an Advisory body. This fact, Sir, would be evident from what I am going to quote from the Report itself.

"In this connection, we recommend" says the Commission "there should be a Board of Secondary Education under the Chairmanship of the Director of Education to deal with all details of education at the secondary stage, general and technical. This Board should be composed of persons with wide experience and knowledge of different aspects of secondary education. We recommend that it should consist of not more than 25 members 10 of whom should be specially conversant with matters pertaining to vocational or technical education and we suggest the following constitution of the Board".

They have suggested a Board of 25 persons—rather a compact body. (SHRI SATYA PRIYA ROY: But this Board is not advisory.) I am coming to that. Please read page 191. "In this connection, we wish to point out" continues their report "that in some States, the Boards which have been recently constituted for the purpose are unwieldy in number and some of the interests represented on it are not likely to promote efficiency or harmony". Sir, here they comment on "unwieldy number" in this sentence and I think the criticism of the Commission was directed against us because in the whole of India there was no other Board so strong

in number against which such remarks could be made. It was only the representative Board under the Act of 1950 which was criticised, I think, by the Commission. I regret very much Sir, that for the performance of some of the members of the Board constituted under the Act of 1950 the Board had come to be criticised in this fashion. Sir, I really feel pained that such remarks could be made against the Board of 1950 because after all, the Board was my creation and I do take entire responsibility for creating the Board although the Board has come to grief. Then Sir, the Mudaliar Commission says, "we consider that if secondary education is to progress on right lines, the Board must be a compact body mainly composed of experts, whose functions will be limited to the formulation of broad policies. The Board is not expected to function as an executive body which is the province of the Directorate of Education". (SHRI SATYA PRIYA ROY: But what makes it advisory? It is a legislative body.) "The Board will be generally responsible for the following matters: to frame conditions for recognition of high schools, etc., etc., and generally to advise the Director of Education when required on all matters pertaining to secondary education". Then comes the following. "The executive powers needed to implement the recommendations of the Secondary Education Board will be vested in the Chairman of the Board, the Director of Education. The Board shall ordinarily meet at least twice a year but may meet on other occasions when summoned by the Chairman or on a requisition made by one-third of the members constituting the Board". Sir, the Board is to function with two meetings and is it expected that an executive Board can function in this way? The Board is entirely advisory. (Sj. SATYA PRIYA ROY: Where is it said that it is advisory?) (Sj. KRISHNA KUMAR CHATTERJEE: Advisory by implication.)

[10-20—10-30 a.m.]

If any doubt is still entertained about the advisory nature of the Board I would refer the honourable member to the Dey Commission Report. In the Report we find this.....(SHRI SATYA PRIYA ROY: Yes, you read it carefully.) I have read it carefully and I am prepared to open a class and teach those who talk lightly of Mudaliar Commission and Dey Commission Reports. The Dey Commission says, to quote one observation, "With the termination of alien rule and the end of the days of communal Governments the main grounds for distrust of Government have disappeared". We do not think it has disappeared from the minds of a particular circle at all. They always talk of public, public and public, as if they are the only representatives of the people. I may be forgiven if I repeat it, "With the termination of alien rule and the end of the days of communal Governments the main grounds for distrust of Government have disappeared. In the altered circumstances of today, therefore, a Board which will be advisory in its functions but authoritative in its spheres although not assuming executive duties should be welcomed and not looked upon with suspicion. It will also have the advantage of making the Government of the day directly responsible to the legislature for the conduct of secondary education." All these Commissions, Sir, had to formulate their proposition in this way because they had in their minds——

Sj. Satya Priya Roy: Mr. Chairman, Sir, is this in order to omit a part of the sentence and read the other part?

Mr. Chairman: Yes. He can put it as he likes.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: "In view of the above" continues the Commission "we have no hesitation in endorsing the views of the Secondary Education Commission." This is how Dey Commission has interpreted the Mudaliar Commission Report and not in the

way misrepresented by the Opposition. They said, "In view of the above we have no hesitation in endorsing the views of the Secondary Education Commission," i.e., the Mudaliar Commission "and commending the setting up of a Board of Secondary Education mainly with advisory functions." My friend over there was in doubt whether the Mudaliar Commission recommended setting up of a Board with advisory functions. Strange indeed! So, the executive functions will be of the Directorate but the Board will advise on all matters relating to secondary education. This was the function of the Board as was seen by the Dey Commission. That is the way in which they interpreted Mudaliar Commission Report and if the Government of the day, the Government set up by the majority party...... (Sj. SATYA PRIYA ROY: Abolish the Board.) Yes, if this statutory Board also does not function properly surely it will have to be abolished again. There can be no doubt about it. Therefore, the next question that will arise is this. Why then would you set up the proposed Board if in your opinion, a statutory Board is an anachronism in a democratic country? Why do we set up a statutory Board again? That is a question which has got to be answered. My answer is this: Government surely can look after secondary education with the help of an advisory Board or a consultative committee as the Government of India in the Ministry of Education is being helped by a Central Advisory Board of Education. That is possible. But we do not want to do that without giving full trial to a compact board of experts as suggested to supervise, control and administer secondary education in this province in the best way in which it should be controlled and administered. We are even prepared to delegate some of the powers fully to a Board composed of experts. Therefore we are going to set up this Board. As regards the nature of the Board, you can say that the Board is going to be an official Board, but how many officials are there? What is the total strength of the Board? The strength of the Board is 27 including 8 officials. As against eight officials there are eleven elected members and University representatives. In between the officials and the elected membrs are the seven nominated members. The Mudaliar Commission recommended nine nominated members. The Dey Commission recommended again, nine nominated members. In the opinion of the opposition, nominated members are all official members. Therefore they argue it is an official Board. I cannot understand the argument. If members are nominated by the Government, is it to be assumed that they will support Government in all cases. If that be the idea of the opposition members, certainly that idea I cannot subscribe to. All that I can say is that it might be the case in a totalitarian State, but not under democracy. Therefore most of the criticisms that have been made about the composition of the Board are altogether baseless. A Board of such a nature, a Board constituted on the basis of Mudaliar Commission and Dey Commission's recommendations is of a different nature altogether.

[10-30—10-40 a.m.]

Again Mudaliar Commission recommended that there should be 16 official and nominated members in a Board of 25 members, but we have provided for 15 in a Board of 27. How can it be said then that we have not gone by the recommendations of the Mudaliar Commission or the Dey Commission so far as the composition of the Board is concerned?

As regards powers I should like to mention that in certain respects we have given the Board definite powers and within the prescribed ambit the Board will be fully competent to exercise these powers. In some respect we have gone further than what has been recommended. For instance, the Dey Commission recommended that the Board will simply recommend to the Government the schools they intend to recognise. We have given the

Board full power of recognition. They will recognise the schools and they will not have to make recommendation to the Government regarding that at all. There are other matters also in which they will function without any interference from the Government.

I, therefore, claim that the Board that is going to be set up is an autonomous Board in certain respects, that is they will function independently within the prescribed limits. If the Bill is read in this way I hope that much of the apprehension that is felt on that side of the House and that other people are encouraged to feel by the opposition will disappear, and I hope that the Board which is going to be set up will be welcomed by them.

With these words, Sir, I move that the Bill be taken into consideration.

Sj. K. P. Chattopadhyay: May I ask the Hon'ble Minister before any amendment is moved to elucidate one point, otherwise there may be unnecessary criticisms. In the last Section the West Bengal Secondary Education Act, 1950, is repealed. In the body of the Bill there is no provision for interim recognition, but in the definition it is stated that recognition means recognised by the Board or by the Executive Council constituted under the West Bengal Secondary Education Act, 1950, etc., etc. Does he mean that all those schools which are now temporarily recognised will continue to be recognised? We want an assurance from him, so that our apprehension may be allayed in this respect.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: All those schools that stand recognised today will continue to be recognised. That is our purpose and the definition will secure that.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, we want an assurance from the Minister on this question. That is my point. Here in the Bill itself there is no provision for any interim recognition of schools. This Bill really repeals the previous Act, and as soon as the previous Act goes, all recognitions granted to the schools will automatically cease.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No, Sir.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, nowhere in the Bill it is stated that these recognised institutions after the repeal of the Act will cintinue to be so recognised. As it is, as soon as this Bill is passed, the entire system of secondary education will collapse.

Mr. Chairman: The Hon'ble Minister has given an assurance. If you are not satisfied with that, you can put in amendments.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, that is a point raised by our honourable friend Professor Chattopadhyay. I am speaking on that point and I say that this Bill has been so rashly drafted that as soon as this Bill comes into effect and is made into an Act, the entire system of secondary education in West Bengal will collapse.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: We are advised by our legal experts that that will not be the case because the definition fully takes into account all the developments that have taken place even after the supersession of the original Board. Therefore, Sir, by that repealed provision the recognition which was granted to schools cannot disappear. Recognition will remain as it is.

The Hon'ble Siddhartha Sankar Roy: Not only that. Perhaps my friend does not know the General Clauses Act. When a permanent Act is

repealed and if any Act is done pursuant to the permanent Act, that Act cannot take away recognition if the recognition has taken place before the repealing of the permanent Act and hence recognition will continue.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, may I make one submission with regard to the point raised by the Hon'ble Minister for Law?

Mr. Chairman: These things cannot be raised at this stage. Let us have the amendments. You can bring in all these questions when the relevant points will be discussed, or in the course of the discussion on the consideration of the Bill. We now inaugurate the discussion of the Bill. Sj. Annada Prosad Choudhuri will please move his motions.

[10-40—10-50 a.m.]

Sj. Annada Prosad Choudhuri: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1958.

স্যার, এই যে সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল এ প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যে রাস্তা দিয়ে যে স্তরের মধ্য দিয়ে এসেছে সে কখনও সহজ হয় নি। এর পথ আগাগোড়াই কন্ট্রোভার্সাল এটা যখন প্রথম এখানে আসে, এখানে কেউ কেউ আছেন তাঁরা জানেন যে এর বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, এর আগে যে সেকেন্ডারী বিল—একটু আগে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে শুনলাম একটা চার্জসিটের ফিরিস্তি যার জন্য সেকেন্ডারী বোর্ড অব এডুকেশনকে সুপারসিড করে দেওয়া হয়েছে। আমরা সকলেই জানি যে, একটা মিউনিসিপ্যালিটিকে যদি সুপারসিড করতে হয় তাহলে তার এগেনস্টএ একটা চার্জসিট দাখিল না করলে তাকে সুপারসিড করা যায় না। এবং তা করবার আগে তার এগেনস্টএ একটা এনকোয়ারী করতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটি হোক বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হোক তাকে সুপারসিড করতে গেলে তার বিরুদ্ধে যে চার্জসিট দেওয়া হয়, ডিস্ট্রিক্ট অফিসারএর দ্বারা এনকোয়ারী করানো হয় এবং সেই এনকোয়ারীর রিপোর্ট যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তারপর তাকে সুপারসিড করা হয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে সে ধরনের কোন কথা আমরা শুনতে পাই নি। এবং কোন কোন পুরোনো মেম্বারের কাছ থেকে আমি শুনেছি যে তার বিরুদ্ধে চার্জসিট দাখিল করা হয়েছিল সেই চার্জসিট সম্বন্ধে এনকোয়ারী করবার জন্য তারা বলেছিলেন এবং তার রিপ্রেজেন্টেশনও করেছিলেন, কিন্তু কোন এনকোয়ারী হচ্ছে বলে জানি না, যদি করা হয়ে থাকে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে উত্তরে শুনবো। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা শুনেছি যে চার্জসিট এসেছে তাতে গলা কেটে দেওয়া হয়েছে, তাদের বিচার নাই। অনুসন্ধান করা হয়েছে বলেও জানি না।

তারপর স্ট্যাটিউটরী বোর্ডএর সম্বন্ধে বলেছেন—অটোনমাস, আবার বলছেন এ্যাডভাইসরী। তাদের কার্য যেসমস্ত ক্ষেত্রে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে পুরাকালে ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষকে শাসন করবার জন্য বৃটিশ সরকার যা করেছিল—যে তোমরা এ্যাডভাইস দাও, কাজের কথা বল, দেশের উন্নতির কথা বল কিন্তু টাকা আমাদের হাতে। উনি বলছেন হ্যাঁ, তখন বিদেশী সরকার ছিল। তখন স্যার আশুতোষের মত ব্যক্তি বলেছিলেন—ফ্রীডাম ফার্স্ট, ফ্রীডাম লাস্ট—আমরা এডুকেশন সম্বন্ধে স্বাধীনতা চাই। তিনি হয়ত বলবেন এখন তো দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে, আর ফ্রীডামএর কথা কেন? কিন্তু স্যার, এখানে এই ফ্রীডাম এমন হয়েছে আমি জানি—যদি কোন পার্মানেন্ট অফিসারও হন, তাহলেও তিনি যদি এই গভর্নমেন্ট বা মন্ত্রীমহাশয় যা চান তা না করেন তা হলে তাকে কিক আউট করে আন্দামানে পাঠান হয়; আর না হয়ত কিক-আপ করে দিল্লীতে পাঠান হয়। এখানে সে থাকতে পারবে না। যদি চান তো উদাহরণ দিতে পারি। মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাই। আজ উনি অঙ্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন ৯ জন আর ২৭ জন। নমিনেশনএ কোন দোষ নাই, নমিনেশন এমন করা হয় যে সেফ পার্সন যদি না পাওয়া যায় তাহলে নমিনেশন করেন না। এই ক্রিটিসিজম থেকে বাঁচবার জন্য আমি স্যার, একদিন যখন সুযোগ পেয়েছিলাম তখন এই নমিনেশন মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে তুলে দিয়েছিলাম। তখন আমি বুঝেছিলাম যে নমিনেশন করতে গেলে সেই সেফ পার্সন খোঁজার যে পন্থা যদি তুলে দেওয়া

থায় তাহলে তারা আসবে। মন্ত্রীমহাশয় যে ৯ জন বলছেন ২৭ জনের মধ্যে একথায় সারবত্তা প্রমাণিত হবে, সার্থক হবে। তা নইলে নমিনেশন সম্বন্ধে উনি যেমন বলেছেন—১ জন গভর্নমেন্ট অফিসার, এই নয় জন যদি সেফ গভর্নমেন্ট অফিসার না হয় সেজন্য আবার এখনে রাখছেন যে, যদি অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়, বোর্ডকে সুপারসিড করবেন তা ছাড়া এই ২৭ জনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ১১ জন। ৩ জন সিন্ডিকেটএর দ্বারা, একজন প্রফেসর যাদবপুরের, একজন কলাভবন শান্তিনিকেতনের, এবং হেডস অব স্কুলস, হেডমাস্টার্স এ্যাসোসিয়েশন, একজন এ বি টি এ, ওয়েস্ট বেঙ্গল টিচার্স এ্যাসোসিয়েশন, একজন লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং একজন লেজিসলেটিভ এ্যাসেমব্লির—উনি যে বললেন ৯ জন আর ২৭ জন আমি দেখি সেই জায়গায় ১১ জন ১৬ জন। উনি যে বললেন নমিনেশনএ যে কেউ হ'তে পারে, আমি তাকে বলি তিনি যদি এতই উদার হন ঢিলে ছেড়েই যদি দিতে চান তাহলে নমিনেশনএর কথা তুলেই দিন। তারপর স্কুলএর মধ্য থেকে যেসব লোককে নেওয়া হয়েছে তাতে দেখছি যে যারা ক্রমে ক্রমে স্কুলকে গ'ড়ে তুলেছে সেই ম্যানেজিং কমিটির কোন কিছু বলবার সুযোগ বা অধিকার এই সেকেন্ডারী বোর্ডএ নাই। সেই স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কোন নাম পর্যন্ত নাই।

উনি বলতে পারেন তাঁরা দরখাস্ত করতে পারেন, তাঁদের এরমধ্যে আসার দরকার নেই। সে দরখাস্ত ত যে-কোন লোক করতে পারেন তাহলে বোর্ডের মেম্বারদের আনার দরকার কি? সবাইত দরখাস্ত করতে পারেন যেমন পঞ্চায়েতের বেলায় করেছেন। যাদবপুর বা কলাভবনের লোককে নিমন্ত্রণ করে ডাকলেই হবে, তাঁরা ত এক্সপার্ট। পঞ্চায়েত বিলের মধ্যে করে দিয়েছেন এক্সপার্ট ডাকবেন। অ্যাডভাইজার তাঁরা আনবেন, তাঁরা টাকার কথা কিছু বলতে পারবেন না, গ্র্যান্টের কথা কিছু বলতে পারবেন না--তাঁদের বলা হবে তোমরা বই ঠিক করে দাও, তোমরা পরীক্ষার কোয়েশ্চেন তৈরি করে দাও। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি কোয়েশ্চেন ফাঁস হয়ে যাওয়াটা যদি সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের একটা চার্জসিটের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড সুপারসিড করে দেবার পর যেসব কোয়েশ্চেন পেপার ফাঁস হয়ে গেছে তারজন্য কি করা হয়েছে সেটা মন্ত্রীমহাশয় বলুন। কোন্ কর্মচারীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে বা সে সম্বন্ধে কি অনুসন্ধান করা হয়েছে সেটা যদি উনি জানান তাহলে বুঝতে পারি যে একটা কাজ করেছেন। তিনি আমাদের কাছে বলুন যে, যে অভিযোগের উপর ভিত্তি করে বোর্ডকে সুপারসিড করে দেওয়া হয়েছে, তাদের যেসমস্ত ত্রুটি ছিল সেগুলি প্রতিকার করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। তাঁরা সব করবেন, অ্যাডভাইস দেবেন, কিন্তু তাঁদের গ্র্যান্টস দেবার কোন অধিকার নেই। তারপর যেসব কারণ দেখানো হয়েছে যে তারা স্কুল রেকগনাইজ করে নি, ঠিক করে বোর্ডের নির্দেশ তারা মানে নি, যাদের টাকা দেবার কথা ছিল তাদের টাকা দেন নি, তাই যদি হয় তাহলে আমি বলব যে, ডিরেক্টরেটের আন্ডারে কোন কোন স্কুলের তাদের রেকগনিসন বা তাদের গ্রান্ট পেতে অনেক অসুবিধা হয়; তারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আবেদন করেও কোন ফল পাচ্ছে না, তার সম্বন্ধে কি হবে? আজ ত সব আমরা চোখ বুজে বসে আছি, আমরা কেবল মনে করছি যে সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড যেসমস্ত ত্রুটি করেছেন সেগুলি শোধরাবার জন্য আমরা ডিরেক্টরেটের হাতে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি। এতে আমি মনে করি একেবারে কিছু বলবার থাকত না যদি ডিরেক্টরেটের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে এ'রা বলতেন যে, আমরা একটা অ্যাডভাইসরি বডি করেছি, তাঁদের মধ্যে মধ্যে ডাকব, তাঁদের আমরা এইসব বিষয়ে পরামর্শ নেব—একটা স্ট্যাটুটারী বডি করে। কিন্তু তা না করে কাউন্সিলের মধ্যে এই বিলটাকে এরকমভাবে পাস করিয়ে নেওয়ার কোন সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তারপরে স্যার, এই যেসব সাব-কমিটি করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, এ'দের কোন একজিকিউটিভ পাওয়ার নেই—এ'রা কেবল ডি পি আই-কে পরামর্শ দেবেন এবং এ'দের পরামর্শ মত ডি পি আই যা সঙ্গত মনে করবেন তাঁই করবেন। এখানে কোন গ্র্যান্ট সম্বন্ধে বলবার কোন কথা নেই, কোন্ স্কুলকে গ্র্যান্ট দেওয়া হবে আর কোন্ স্কুলকে দেওয়া হবে না সে সম্বন্ধে তাঁদের বলবার কোন কথা নেই। বৃটিশ সরকার যেমন বলতেন যে জাতি গঠনের জন্য তোমরা প্ল্যান কর, তোমরা উন্নতির পথ খাতলাও কিন্তু টাকা তোমাদের হাতে দিতে আমরা ভরসা পাই না, এখানেও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে। নূতন করে সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড গঠন করা হবে কিন্তু তাদের হাতে টাকা পয়সা দেবার সাহস এ'রা পাচ্ছেন না।

[10-50—11 a.m.]

আর একটা কথা আমি বলছি স্যার, উনি বলেছেন যে, মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্ট বা দে কমিশনের রিপোর্টকে অবলম্বন করে আমরা এটা করছি, কিন্তু ও'রা ত ২৫ জন বলেছেন আবার ২৭ জন সভ্য কেন করলেন? এদিকে ত বলছেন যে, আমরা মুদালিয়ার কমিশন, দে কমিশনের রিপোর্টকে অবলম্বন করেছি—তাঁরা বলেছিলেন যে, অত প্যাকড্ হাউসের দরকার নেই, তাহলে ২৫এর জায়গায় ২৭ জন করা হোল কেন? তাঁদের সেকথা মেনে ২৫টা করলেই ত হ'ত। কাজেই আমি বলি যে, এ বিষয়ে নানা রকম মতভেদ আছে, তারজন্য পরিষ্কার জনসাধারণের মত বুঝবার জন্য, পাবলিকের ওপিনিয়ন জানার জন্য যদি এই বিলকে সার্কুলেট করা হয় তাহলে এ'রা আরও নিরাপদ হবেন। যখন বলছেন যে, আমাদের ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট, ডেমোক্র্যাটিক ওয়েতে আমরা রাজত্ব চালাতে চাই তখন আমি বলব যে, ডেমোক্র্যাটিক ওয়েতে যদি চালাতে হয় তাহলে জনসাধারণের মত সংগ্রহ করার জন্য এই বিলকে সার্কুলেট করা হোক।

Janab Abdul Halim: Sir, I beg to move that the West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 14th February, 1958.

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমাদের সামনে সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল উপস্থাপিত করেছেন এবং তার যুক্তি হিসাবে দেখিয়েছেন শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুদালিয়র কমিশন ও দে কমিশন যে যে রেকমেন্ডেশন করেছেন তারই ভিত্তিতে বোর্ড পুনর্গঠন করতে যাচ্ছেন। ১৯৫০ সালের এডুকেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী যে বোর্ড ছিল সেই বোর্ড ১৯৫৪ সালে সুপারসিডেড হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল; তারা ঠিকমত কাজ চালাতে পারে নি। গ্র্যান্ট ইত্যাদি ব্যাপারে ঠিকমত কাজ হয় নি; কোয়েশ্চেন পেপার চুরি ইত্যাদি নানা-রকম ত্রুটি থাকার দরুণ একটা পরিবর্তন আনার জন্য সুপারসিড করে ১৯৫৪ সালে এ্যাডমিনিস্ট্রেটরএর হাতে বোর্ড নিয়ে এসেছেন। আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, বোর্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেটরএর হাতে যাওয়ার পর সেইসব ত্রুটির কোনপ্রকার সংশোধন হয়েছে কিনা? আমবাগানে কোয়েশ্চেন পাওয়া, এক অঞ্চলের খাতা অন্য অঞ্চলে পাওয়া ইত্যাদি অনেক ত্রুটি থেকে গিয়েছে। এ সম্পর্কে বর্তমান এ্যাডমিনিস্ট্রেটরএর পক্ষ থেকে কোন প্রকার ব্যবস্থা করা হয় নি। শিক্ষার সুব্যবস্থা করার জন্য বোর্ড গঠন করা হচ্ছে অথচ বোর্ডের হাতে অটনমাস ক্ষমতা স্ট্যাটুটরি ক্ষমতা কিছুই দেওয়া হয় নি। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, ১৯৫০ সালের যে এ্যাক্ট ছিল সেই এ্যাক্টএ এই বোর্ডের হাতের

functions of the Board and the Executive Council.

বর্তমান আইনে সেই ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এখন তাদের হাতে কোন ক্ষমতা থাকবে না। এখানে তাঁরা বলছেন

"It shall be the duty of the Board to take such measures from time to time as it may deem necessary for making a suitable provision for secondary education throughout the State... ...It shall be the duty of the Board to advise the State Government on all matters relating to secondary education referred to it by the State Government ....."

যদি তাদের কাছে গভর্নমেন্ট দয়া করে কোন বিষয় রেফার করেন তাহলে ব্যবস্থা করবেন, নৈলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। কাজেই ১৯৫০ সালের সেকেন্ডারী এডুকেশন এ্যাক্ট রিপিল করে দিয়ে বোর্ড গঠন করেছেন। বোর্ড শিক্ষা সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করবেন সে সম্পর্কে আমি এখন কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এটা রিপিল হওয়ার পর থেকে নানারকম ক্রাইসিস, বিশৃঙ্খলা হবে। তাঁরা যুক্তি হিসাবে দেখাচ্ছেন সেজন্য আইনে প্রভিশান আছে। যদি সত্যিই থাকে তাহলে সেটা আইনে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করা দরকার। কিন্তু এই আইনে সেটা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে না। কাজেই আমি মনে করি এই যে বিল এনেছেন এই বিলের দ্বারা মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী অধীনে আনার চেষ্টা হচ্ছে—এটাকে একটা সরকারী দপ্তরে পরিণত করার ব্যবস্থা হচ্ছে। শিক্ষার উন্নতির জন্য, ফর প্রমোশান অব এডুকেশন বোর্ডের হাতে কোন ক্ষমতা দেওয়া

হবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি ২৭ জন সভ্যের মধ্যে এক্স-অফিসিও মেম্বার ৮ জন। সরকার মনোনীত সভ্যরা সরকারেরই গুণগান করবেন, সরকারী নীতিই মেনে চলবেন, যেমন আমরা দেখতে পাই মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েতগুলি সরকারী নির্দেশে চলে। তিনজন সিন্ডিকেট থেকে, একজন এ বি টি এ থেকে, একজন ডবলিউ বি টি এ থেকে, একজন এম এল এ, একজন এম এল সি, দুইজন প্রধানশিক্ষক সমিতি থেকে। যাদের এক্স-অফিসিও সভ্য হিসাবে নেওয়া হচ্ছে মধ্যশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁরা ওয়াকিবহাল নন।

Director of Agriculture, Director of Industry, Director of Public Health তাঁদেরও শিক্ষা বোর্ডের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক্স-অফিসিও হিসাবে যাঁদের নেওয়া হচ্ছে বা যারা কোন বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা কতটুকু সময় এজন্য দিতে পারবেন? যেমন ধরুন, একজন প্রফেসার; লেকচারার নেওয়া হচ্ছে না। যেমন, বঙ্গেশ্বরী প্রফেসার। এঁরা কতটুকু সময় দিতে পারবেন? সুতরাং আমি মনে করি এই ব্যবস্থা ঠিক হচ্ছে না। তারপর, মধ্যশিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এই বিলে কোন উল্লেখ নাই, তার বিস্তৃতি সম্বন্ধেও ইঙ্গিত নাই। তারপর, ৫টা কমিটি করা হবে, কিন্তু তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে কোন মত দিতে পারবেন না। এই বোর্ডে যে ১১ জন থাকবেন এগুলির মধ্যে তাঁরা হবেন, ইন্সপেক্টর, ইন্সপেকট্রেস, ডি পি আই, প্রমুখ ব্যক্তি। তাঁরা বোর্ডের মধ্যে নিজের কাজের সমালোচনা কি করে করবেন? সেইজন্যই আমি বলতে চাই বোর্ডের ক্ষমতা অত্যন্ত সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। বোর্ডের হাতে অধিকতর ক্ষমতা দিয়ে কি করে তাকে প্রতিনিধিত্বমূলক ও গণতান্ত্রিকমূলক করতে পারা যায় সেদিকে কোন চেষ্টা নাই। তারপর, আগেকার বোর্ড টাকা পয়সা খরচ করতে পারত, ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের খরচ করার ক্ষমতা ছিল। বর্তমানে যে বোর্ড করতে যাচ্ছেন তার আয় ব্যয় অনেক বেশি হবে, তাদের ফাংকশনও বিস্তৃততর হবে, অথচ টাকা পয়সা দেবার কোন ক্ষমতা তাদের থাকবে না। তারপর, তাঁরা বলেছেন, তারা মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্ট মেনে নিয়েছেন। এই কমিশন নাকি অটোনমাস বোর্ড করতে বলেছে। সে কমিশনএর রিপোর্টেও তাই আছে। তাঁরা বলেছেন বোর্ড কনস্টিটিউটেড হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার স্ফিয়ারএ তাদের স্পেশাল অধিকার থাকবে, কিন্তু এই বিলে সেরকম কোন ব্যবস্থা নাই।

[11—11-10 a.m.]

তারপরে আমরা জানি শিক্ষা সম্পর্কে আগে থেকেই সার্ভিস কমিশন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, সমস্ত টিচার্সদের সার্ভিস কমিশনএর সামনে হাজির হবার অর্ডার হয়ে গিয়েছে ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে; অথচ এখানে এই বিল পাস হবার আগেই শিক্ষার ব্যবস্থা বোর্ড মারফত করা হচ্ছে এবং সমস্ত শিক্ষকদের সার্ভিস কমিশনএর সামনে পরীক্ষা দিতে হবে -এই বিল পাস হবার আগেই তাদের উপর এই হুকুম জারী হয়েছে। তারপরে আমি আগেই বলেছি এই বোর্ডের হাতে প্রকৃত কোন ক্ষমতা থাকবে না এবং অটোনমাস যে বোর্ড ছিল তারা অথরিটেটিভ চাচ্ছিল না, তারা চাচ্ছিল আরও গণতান্ত্রিক প্রথায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে, যাতে শিক্ষা ভালভাবে পরিচালনা হতে পারে। সেইভাবে যে ব্যবস্থা ছিল, সেই ব্যবস্থা সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এই বোর্ডে যেসমস্ত অফিসিয়ালস, ইলেকটেড ও নমিনেটেড মেম্বার নেবার ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে এদের দ্বারা কাজ ভালভাবে চলবে। কিন্তু এই সমস্ত দেখে শুনে, বিলের ধারা দেখে মনে হচ্ছে সেগুলি কার্যকরী হবে না এবং শিক্ষা জগতে আরও বিশৃঙ্খলা আসবে, অশান্তি আসবে। আজ সরকার বলতে চান, যারা নিজের চেষ্টায়, বহু টাকা খরচ করে দূরে দূরে পল্লীতে স্কুল তৈরি করেছেন এবং তখন সরকার তাদের সাহায্য দিতে পারেন নি; সেই সমস্তগুলি এখন গভর্নমেন্ট নিজের দায়িত্বে হাতে নেবেন। আমার মতে যেসমস্ত লোক নিজের টাকা দিয়ে স্কুল স্থাপন করেছেন তাদের কমিটিতে নেওয়া উচিত, এবং এই সমস্ত স্কুলে যেসমস্ত অভিভাবক ও টিচার্সরা আছেন তাদেরও কমিটিতে নেওয়া উচিত। কিন্তু তা না করে, সরকার মুরোলী করে বলছেন যারা এই সমস্ত স্কুল গঠন করেছেন, সেগুলি তাঁরা নিজের হাতে নিয়ে চালাবেন। তাঁরা যদি এর দ্বারা মনে করেন যে দেশকে শিক্ষিত করে তুলবেন, শিক্ষাকে আরও প্রসারিত করবেন, তাহলে তার সমস্ত দায়িত্ব সরকারের নেওয়া উচিত। আজ যদি বোর্ড গঠন করতে হয়, তাহলে বোর্ডের সঙ্গে কো-অপারেশন করে তা যাতে সুপরিচালিত হয়, সেইভাবে ব্যবস্থা করা উচিত, তা না হলে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তাঁরা যদি মনে করেন এই বোর্ড

[illegible]র অধীনে, ডিরেক্টরের অধীনে শিক্ষাবিভাগকে অফিসিয়াল দপ্তর হিসাবে নেবেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এটা একটা সাংঘাতিক ব্যবস্থা। সেইজন্য আমি মনে করি এই বিল পাস হয়ে গেলে, সাংঘাতিক অবস্থা হবে, শিক্ষা ব্যাহত হয়ে যাবে, শিক্ষা জগতে একটা বিপর্যয় আসবে। সুতরাং আমি মনে করি এই বিল পাবলিক ওপিনিয়নএর জন্য সার্কুলেশনএ দেওয়া উচিত, তার আগে এই বিল পাস হওয়া উচিত নয়।

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st of January, 1958.

Mr. Chairman, Sir, first of all I beg to congratulate the Hon'ble Education Minister for making a precedent by introducing this Bill in this House in the first instance. Some time ago I submitted a few questions suggesting this procedure but unfortunately the questions were disallowed. I am now happy to find that the suggestions contained in my questions have been adopted. I hope this procedure will also be followed in future. This procedure, in my humble submission, will help to equalise at least to a certain extent the pressure of work on both wings of the House. This procedure will also establish a healthy atmosphere which is being followed with advantage at the Centre.

Sir, we all know that the West Bengal Secondary Education Act was passed in the year 1950, and within a period of four years the Government was faced with the problem of re-organisation of the administration of the Secondary Education in the State of West Bengal. The Government decided to tackle the problem by passing the West Bengal Secondary Education (Temporary Provision) Ordinance, 1954. The provisions of this Ordinance were later on incorporated in Act XXII of 1954, and since then the administration has been placed in the hands of an Administrator. This bill has been introduced after a period of 3 years and it is said that it is modelled on the recommendation of the Mudaliar Commission and the Dey Commission. It cannot be gainsaid that this bill is of vital importance and requires serious deliberation. This bill, in my humble submission, should be based on the collective wisdom of the distinguished educationists in this Province. May I therefore ask the Hon'ble Minister in charge of Education whether he could think fit or had time to consult an august body like the Senate of the Calcutta University in a matter of such importance. The Hon'ble Minister in charge of Education did not think it fit to consult it. This is a matter which in my humble submission is very, very regrettable. As a matter of fact, the Senate of the Calcutta University represents the intelligentsia of the educationists of Bengal. Nothing ought to be done in matters relating to education without consulting such an august body. I have found from enquiry—for if we turn to the Act of 1950, we find that there is a section in the Act regarding the annual grant to be made to the University of Calcutta due to losses to be incurred for taking away the right of holding examination, I mean the Matriculation Examination. When I make the statement, I refer to section 43 of West Bengal Secondary Education Act and section 43 runs as follows: "If in accordance with the provisions of any law the University of Calcutta ceases from any year to hold the Matriculation Examination, the State Government shall with effect from the year following such year pay to the said University an annual grant determined by the Tribunal referred to in sub-section (2) to meet the financial loss incurred by the said University on account of its ceasing to hold the Matriculation Examination." Is it the reason for not consulting the Calcutta University when this provision, this statutory liability, is going to be wiped away in the bill. After reading the bill from cover to cover, I do not find any provision with regard to this annual grant to be made to the University

of Calcutta. I think it is due to the provision in the West Bengal Secondary Education Act, 1950; otherwise there cannot be any valid reason for not consulting the Senate of the Calcutta University with regard to this matter.

Then, Sir, there are other associations composed of educationists, teachers which have been recognised even under clause 4 of the bill. Were they consulted? When I read the statement, I have in my mind the Headmasters' Association, West Bengal, All India Teachers' Association and the West Bengal Teachers' Association. They are composed of men who are spending their life in the pursuit of education and are teachers themselves. They know the difficulties which arise in connection with secondary education. They are best persons to be consulted in this matter. If I ask the question whether they had been consulted, I think the answer is "no". It does not reflect any credit on the Government or the Hon'ble Minister when they say that they had not been consulted. You will carry anything by the sheer majority in the House without having any reference to rhyme or reason.

[11-10—11-20 a.m.]

That is the policy which is being pursued in this House since I had entered in it. I have found it at the time when the Panchayat Bill was taken through this House and I find the same spirit in the Hon'ble Minister even today. That is not the reason. Well, everything cannot be decided by show of hands or by a majority. We must bow down to reasons and reasons should be the only criterion in deciding matters of this importance. Sir, do you not think that the Senate is composed of distinguished educationists, do you not think that they can tender good reasons with regard to matter of secondary education, do you not think that this association can give you better advice? Why do you neglect them? I do not say that you should accept all the suggestions that may be made by the Senate of the Calcutta University. I do not say that you should and you must accept the suggestions made by this distinguished association. Why do you not consult them? Why don't you go through their suggestions and take only that which may be acceptable to you? Why should you ignore them? That shows the attitude of the Government which is after all not commendable. I say that is not a commendable attitude on the part of the Government and that is the reason why so many motions have been tabled for having the circulation of the Bill for the purpose of eliciting public opinion.

I then come to another matter, namely that I have read in the newspapers—I do not know whether the report is correct or not—that the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy said yesterday in the Assembly that this Bill will be taken through this Council in this session, and the Bill will be placed before the Assembly in the next Session. Well, you will have sufficient time. Why don't you circulate it for public opinion? Why are you in a hurry if you are not getting the Bill passed by the other House and placing it into Statute Book this session? I would request you to circulate it for the purpose of eliciting public opinion and for opinion of the public before the next Session. If the administration of the Secondary Education Board could lie in the hands of an administrator so long, no harm would be done if the matter is postponed for a month or two. I would, therefore, venture to suggest that there are good and valid grounds, which the majority may or may not accept, for circulating the Bill.

Then, Sir, coming to the provisions of the Bill I find that it does not in any way improve upon the Act, namely, Act XXXVII of 1950. The more one goes through the provisions of the Bill the more one is impressed

with the desire of the Government to centralise the powers in itself. Well if you want to centralise the powers in yourself, why do you pass this Act. You can do it by one single sentence which would be "the West Bengal Secondary Education Act, 1950, is hereby repealed". You convert it into a Directorate of the Government of West Bengal and the object will be fulfilled. Why are you going to show to the outside world, to the other States that there is a Secondary Education Board and education is being administered by a Board when you do not really intend to give it any power? Sir, quotations have been made from the Mudaliar Commission's report, quotations have been made from the Dey Commission's report. I went through the Dey Commission's report only yesterday and I find that the Director of Public Instruction is to have the status of a Secretary or at least the Joint Secretary of the Ministry of Education. Have you done that? I think that has not been done. Have you accepted all the recommendations of the Mudaliar Commission? Have you accepted all the recommendations of the Dey Commission? Do you mean to suggest that you will accept the recommendations of the Mudaliar Commission or the Dey Commission only when you find it convenient for the purpose of centralising power in yourself. That is not what is to be done. At least that is not expected from a national Government and I would submit and ask the Hon'ble Minister, who sponsored the Act XXXVII of 1950, a pure and simple question—can he lay his finger on any provisions of that Act because of the failure of the administration of the Secondary Education Board? He has not said a word about it and I hope he will not lay his finger on any section of the Act of 1950. Sir, the provisions which are contained in that Act—I have gone through them very carefully not once but more than once—do not contain anything which contributed, according to the Government or according to the Hon'ble Minister, to the failure of the administration of the Secondary Education Board. Sir, I shall presently discuss and compare the provisions of that Act with the provisions in the Bill but before I do that I would ask you another question which has already been replied to by my friends who preceded me. The question is that you have given us a catalogue of the misdeeds—if I may be permitted to call it the misdeeds—of the Secondary Education Board. But did you bring these misdeeds to their notice? You were a Minister then, did you bring these to the notice of the Secondary Education Board? Did you call for an explanation for those misdeeds? We lawyers know that even a murderer is not condemned unheard but the Board of Secondary Education is being condemned unheard. Was there any enquiry as to whether the catalogue of their misdeeds is correct or whether their statements are correct? Without doing that it is not wise for anybody to say that the misdeeds were there. Well, can the Government even claim that they do not do anything which ought not to be done? Nobody in this world can make such a claim and so I would ask what would be the remedy when the Government do it? Nothing! So I would not expatiate on that matter but what I would submit before you is this. An opportunity ought to have been given to the members of the Board to explain their conduct, to explain their doings and after that you could have and should have placed the catalogue of their misdeeds here in this House. After that you ought to have exposed the Board in this House. So I would submit that it is too early to say—and I should say that it should not be said—that they have committed any misdeeds. There might have been delinquencies here and there of an individual member but for that you cannot characterise the whole Board as committing misdeeds. Then again, Sir, as has been pointed out by my previous speaker, there was leakage of question papers and we all know that. Did you make any attempt to find out who was responsible for the leakage of the question papers which can occur in various ways. It may be due to inefficiency of the Secondary

Education Board, it may be due to the neglect of the paper-setters, it may be done through the press. Why did you lay the blame alone on the members of the Board of Secondary Education? Have you any evidence to the effect that because of their negligence, because of their wilful neglect in the performance of duties such a thing happened? I think probably there is no evidence to that effect and the same thing happened when the Board was in the hands of an Administrator. Did you try to find out the reason why it was done?

[11-20—11-30 a.m.]

Sir, I think after this inaction on the part of the Government it is not proper to lay the entire blame on the administration of the Secondary Education Board.

Now, Sir, I come to the provisions which have been embodied in the Bill as also to the provisions embodied in the Act. If one compares the provisions he will find that not only the powers have been taken away, the only difference between the provisions in the Bill and provisions in the Act is that some sections have been pruned, some sections have been mutilated only for the purpose of grabbing powers. Let us begin from the beginning. I would first of all invite the attention of the House to clause 4.

Mr. Chairman: Mr. Bhattacharyya, you cannot discuss on the provisions of the clauses at this stage. You can do it only in a general way.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: I bow down to your ruling, Sir. I will do so.

I would not read the section from the beginning to the end. What I would submit is this that when I went through clause 4 which deals with composition of the Secondary Education Board I was surprised to find that the name of the Vice-Chancellor of the Calcutta University was not to be found within the four corners of clause 4. If I understand correctly, he is the head of the educational system in West Bengal. Should he not be included in the list of members of the Secondary Education Board? If you refer to section 4 of the Act XXXVII of 1950 you will find that he is included in the Board. The Hon'ble Minister has tried to explain the popular impression which has reached his ears that the Bill has been most undemocratic, the Bill has been a retrograde measure, because the people say that the Bill would practically convert the Secondary Education Board into a directorate of the Government. I think there is substance in it, for, if you look into section 4 of the Act XXXVII of 1950, you will find that out of 44 members 26 are elected members. I may be wrong by one or two but out of 44 members 26 are elected members. Whereas if we refer to clause 4.... [interruption]. As I have said, if you had brought to the notice of the members of the Secondary Education Board, if you had given them opportunity to show cause they could have explained the allegations which are said to have been made against them, they could have come out successful. I do not hold any brief for the Secondary Education Board but it is natural justice which is expected by all.

Sj. Biswanath Mukherji: On a point of order, Sir.

এই সার্কুলেশন মোসন আলোচনার স্টেজএ ক্লজ বাই ক্লজ আলোচনা হতে পারে কিনা?

Mr. Chairman: That is no point of order.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: I am only showing the hollowness of the Bill. I am showing how the Government want to grab powers and that is the reason why this Bill has been brought in this House. I am going to expose. I was submitting on a reference to clause 4 of the

Bill. In section 4 of the Act we find some patent facts. As I have been submitting just now, there is a clear majority of the elected members in the existing Act, viz., Act XXXVII of 1950. But if you kindly turn to clause 4 of the Bill you will find that the nominated members predominate. Even according to the statement made by the Hon'ble Minister it appears that out of 27 members only 11 are elected. So, admittedly there is no non-official majority. There would not be any non-official majority in the Secondary Education Board. On the other hand, there was a clear majority of elected members in the Board which was constituted under the Act of 1950. This is a serious matter. The democratic Board has been converted into a Board which would have a preponderating majority of officials. This will be taken exception to by all non-official members inside and outside the House, I mean the public. So you cannot blame the non-official members of the Board. The Bill is a retrograde measure, the bill is undemocratic. Let us turn our attention to other aspects of the matter which have been mentioned by my previous speakers. So far as the spread of secondary education in the State of West Bengal is concerned, the members of the managing committee took some part, otherwise education could not have spread in the way it actually did. In the Act XXXVII of 1950 the members of the committee of management had their representation. Now, if we turn to clause 4, we will find that they have been ignored altogether. Then again if we turn to the Secondary Education Bill of other Provinces, we find that as occasion arises, members are co-opted members having special knowledge, members having expert knowledge, only for the purpose of advising the Board on particular matters in respect of which they are the experts. Now, so far as this Bill is concerned, co-option has been ignored. No power is left to the members of the Secondary Education Board to co-opt members to bring them into their meeting and take their advice when occasion demands. But that is not permissible now. Then again, let us come to the other aspects of the matter. Now under the present Act we find that the President is to be elected by the Government out of a panel of four persons elected by the Secondary Education Board. The provision of the election of the President has been deleted altogether from the Bill and it is now provided in the bill that the President shall always be appointed by the Government. Sir, this is an undemocratic measure. This measure ought not to have been introduced in the bill. What harm is there in retaining that provision? If that was done, the Board of Secondary Education would certainly have consisted of and in future would consist of men of learning, men of education, men who have high status in society. They are not men who will be unworthy of the position of the President of the Board. What harm would there have been if that provision had been retained? It shows merely that the Government and the Hon'ble Minister intend to officialise the Board. Then again, let us come to another aspect of the matter, viz., the question of election of the Vice-President. That provision has been altogether removed and no provision has been made in the present bill for the election of the Vice-President. Sir, the President is also liable to ordinary infirmities. I mean when I say this that he may fall ill or for any other reason he may be unable to attend to his duties.

[11-30—11-40 a.m.]

Who would there be to take his place during this intervening period? So in the Act XXXVII of 1950 we find that there is a provision for the election of Vice-Chairman with certain powers: in order to make mention of the powers I will simply say—to help, to assist the Chairman when he is unable to look to his duties. What harm is there if there would have been a provision for the election of a Vice-Chairman?

Then, Sir, let us come to another thing, namely, the question of appointment of Secretary. Under Act XXXVII of 1950 the Secretary is to be appointed by the Secondary Education Board, but now it is to be done by Government. Why this difference, why this distinction, why not this Board should appoint its own Secretary? This also illustrates the point which I have been trying to elucidate before the House, namely that the Government is out to grab the powers to centralise the powers in itself.

Then, again, let us come to other aspects of the matter, namely—this is also a very important matter—that in the present Act, I mean Act XXXVII of 1950, provision has been made for constituting an Executive Council. This provision is not to be found within the four corners of the Bill. There is the necessity of having an Executive Council, because in day-to-day matters a large body consisting of 44 members as under the present Act or 27 members as under this Bill cannot be called and cannot make deliberations. So, there is the necessity of a similar body who would be called as Executive Council, who would assist, who would help the President in matters of day to day administration. Sir, in day to day administration also the questions of policy do arise and they require the sanction of a Committee or Council. So I think that the abolition of the Executive Council will not be for the benefit of or will not lead to good administration of secondary education.

There is another matter, Sir, which is of vital importance. I make mention of it only to illustrate how power has been taken away from the Secondary Education Board and concentrated in the Government. If you turn to Act XXXVII of 1950 you will find a Committee known as Recognition and Grants Committee. The function according to Act of 1950 which is to be exercised by this Committee is to recognise suitable schools and to sanction grants to them. Now the power of sanctioning grants or even recommending grants has been taken way from them and the name of the Committee also has been altered to also Recognition Committee. Sir, much is spoken of the Report of the Dey Commission, but what the Dey Commission has said with regard to the grants-in-aid I shall quote from the Dey Commission's Report just now. The Dey Commission with regard to this matter has made the following observations.

I quote the reference for the information of the Hon'ble Minister-in-charge. In paragraph 15 at page 39 of the Dey Commission's report you will be pleased to find this. It is said "that the Committee is to be named the Recognition and Grants Committee. The Recognition and Grants Committee will consider the applications and make recommendations to the Government on such applications". Have you given this power which is recommended by the Dey Commission which you intend to follow and which you have stated in your Statement of Objects and Reasons, namely, that the provisions of the Bill are based on the recommendations of the Dey Commission. If that is so, why do you withdraw this power because it is a matter which relates to the advancement of the high schools in the province? Why do you take away that power? Can you not believe them, can you not believe the Board which, according to the provisions of the Bill, would consist mostly of Government officials?

Now, I come to the Bill in order to show who according to this Bill will be the members of the Recognition Committee for, the word "grants" has been removed from this Bill. Now, if a reference is made, under clause 18 certain committees are to be constituted and the first committee is the Recognition Committee and not the Recognition and Grants Committee. Now, who will be the members of this Committee? The Recognition

Committee will consist of the Director of Public Instruction, ex-officio; three members to be elected by the Board in the manner prescribed, Chief Inspector of Women's Education, and Chief Inspector of Secondary Education. So three persons would be, practically speaking, Government servants and three will be elected and the Chairman, I mean the Director of Public Instruction. So how can you distrust a committee like this and how can you take away the power of making grants-in-aid to the secondary institutions? Sir, if this is not centralising power in the permanent officials of the Government, I do not know what it is. Then, Sir, I come to other aspects of the matter, viz., under the present Act, that is, the Act XXXVII of 1950, what do we find? Government under the present Act take upon itself certain liabilities but in the provisions of the Bill we do not find any liability. Sir, according to the ruling of the Hon'ble Chairman I shall not refer to the sections or clauses of the Bill—I shall refer to these sections and clauses later on when the question of amendment, clause by clause, will be taken up. What I do say is this. Under the existing Act Government take the liability of making a grant of Rs. 30 lakhs to the Board of Secondary Education and not only this, Sir, but any other sum which would be necessary. Sir, according to the provisions of the present Act as also of the Bill the budget is to be passed by the Government or rather the budget is to be sanctioned by the Government. The budget must come from the Board but that budget cannot have any effect, no money can be spent until and unless it is sanctioned by Government. This is, I must submit, shaking off the liability, shaking off responsibility and grabbing powers and nothing else. Then I come to the matter which I referred to before, namely, the power of making annual grants to the Calcutta University.

[11-40—11-50 a.m.]

Then I come to certain other matters, viz., that the question of deciding disputes with regard to election, with regard to nomination, with regard to appointment. So far as these matters are concerned you find there is a provision in the Act that if any dispute arises as to the legality or otherwise of any election or appointment or nomination or co-option in connection with Secondary Education Board that will be decided by a Tribunal. I shall refer you, Sir, to section—probably it is section 10 of this Bill—it will be decided by a Tribunal. Now the Government would not like it. In the Bill it has been provided that it will be done by the Government. Sir, if this is not grabbing power, if this is not centralising power, what it is? The Tribunal would consist of persons having status not below the rank of a District Judge. So he would also be a Government servant with judicial trend of mind. What is the harm if the matters are decided by persons of their standing and reputation and wisdom? If it illustrates anything it illustrates simply that the power is being centralised in the Government and nothing else. Sir, when the question of amendments would come before the House I shall show clause by clause that this has been the policy of the Government with regard to the provisions which have been incorporated in the Bill. What I have been submitting before the House is this that if one takes pain to compare the existing sections with the clauses incorporated in this Bill he will find even the number of the sections sometimes tallies with the number of the clauses. The only difference which has been made is to make it more undemocratic, more reactionary, more retrograde, and in my humble submission, that should not have been done. After all there is no dearth of distinguished educationists in the State of West Bengal. On the other hand so far as I am personally concerned I am proud of the distinguished educationists in Bengal and I think they are trustworthy, they are worthy in all respects to conduct the

administration of the Secondary Education Board. Give the power to them if you really want that the Secondary Education in West Bengal should improve which ought to be improved, for I may say, Sir, that whenever any list of successful candidates is published in the newspaper by the Union Public Service Commission I cannot resist the temptation of going through it with the sole purpose of seeing the number of Bengalis who have succeeded in the examination. To my utter surprise and regret I find that Bengal is lagging behind. In our days, when we graduated, anyone making application outside the province knew fully well that a graduate of the Calcutta University will have preference over other universities, but now the situation has altered and has altered to a great extent. We shall have to bring back that situation. We shall have to prove that Bengali students are superior to other students and for that the basis of education, viz., the secondary education must be improved, and if that is to be improved, this has to be done by the distinguished educationists and not only by the Government officials. There must be harmonious co-operation between officials of the Education Directorate of the Government of West Bengal and the distinguished educationists outside. If there is harmonious co-operation the basis for improvement would be found out. So let the Board of Secondary Education be given freedom so that they can find out on the basis of their collective wisdom what is for the benefit of secondary education in West Bengal.

Sir, I think I have been encroaching upon the precious time of this House and I think I should now conclude. Before I conclude I should say that freedom is required not only in matters of politics and economics, but also in the matter of education. There is the overriding power of the Government. Government can veto any scheme of secondary education. Why so much distrust in the non-official educationists. That distrust has to be cast away, that distrust has to be removed if you really want to improve secondary education.

Sir, with these words I beg to submit that this bill be circulated for eliciting public opinion. As this Bill is not going to be passed into Act in this session, there is enough time before us. So let us follow this procedure and have the benefit of the collective wisdom of the non-official distinguished educationists.

Mr. Chairman: Mr. Roy, would you like to speak for general discussion?

Sj. Satya Priya Roy: I do not want to speak at this stage. I support the motion for eliciting public opinion.

Mr. Chairman: There are two amendments in the name of Shri Annada Prosad Choudhury. These are out of order, because there is no consent taken of all the members of the Select Committee in Shri Choudhury's amendment.

Sj. Annada Prosad Choudhury: I asked them.

Mr. Chairman: However, you can take their permission to-morrow. Now, with regard to the amendment of Dr. Monindra Mohan Chakrabarty, it is out of order because there is no mention of the name and date.

The House stands adjourned till 9-30 a.m. on Wednesday, the 4th December, 1957.

Adjournment

The Council was accordingly adjourned at 11-50 a.m. till 9-30 a.m. on Wednesday, the 4th December, 1957, at the Legislative Building, Calcutta.

Members absent.

Bagchi, Dr. Narendranath,
Banerjee, Sj. Tara Sankar,
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar,
Chakrabarty, Dr. Monindra Mohan,
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath.
Maliah, Sj. Pashupati Nath,
Mozumder, Sj. Harendra Nath.
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath,
Musharruf Hossain, Janab,
Prasad, Sj. R. S.,
Sarkar, Sj. Pranabeswar, and
Sinha, Sj. Rabindralal.

COUNCIL DEBATES

Wednesday, the 4th December, 1957.

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Wednesday, the 4th December, 1957, at 9-30 a.m. being the Fourth-day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

Message.

[9-30—9-40 a.m.]

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): Sir, the following message has been received from the West Bengal Legislative Assembly, namely:—

"*Message*

The Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 2nd December, 1957, has been duly signed and certified as a Money Bill by me and is transmitted herewith to the West Bengal Legislative Council under Article 198, clause (2) of the Constitution of India.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

CALCUTTA:
The 3rd December, 1957.

GOVERNMENT BILLS

The Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1957

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly and transmitted to the Council for its recommendations, be taken into consideration.

Sir, this is a simple Bill. The main purpose of this Bill is to express the rate of taxation in terms of decimal coinage in accordance with the conversion table issued by the Government of India under the Indian Coinage Act. It is possible that some people might say that there are cases where nine pies will be equal to five nP. and in some cases ten pies also becomes five nP. In view of the fact that in future all our transactions will be in decimal coinage we are expressing our rate of taxation in terms of decimal coinage. As we are altering this particular thing, we have taken steps of omitting a portion of section 27 of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, where the question of inter-State sale of goods was mentioned. Now when the Central Government has passed its own Act for inter-State sale, this particular provision in the existing Finance Sales Tax Act, 1941, need not be there. The other point is more or less consequential. This Government as well as the Assmbly have passed the Motor Spirits Act according to which diesel oil is also to be taxed not at the ordinary rate, but at the rate of 20 nP. Therefore, that reference in the exemption list of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, has to be omitted.

These are the three provisions in this Bill. I move this for the consideration of this House.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, is it open to a member of the House to move a Bill while another Bill is under discussion?

Mr. Chairman: According to today's programme, it is permissible.

Discussion about fixation of date for the debate on the food situation

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, before we pass on to the next item, I would make a request to the Food Minister through you, Sir. We have read with very great alarm the statement that he made the day before yesterday. We have also read with alarm the statement of the Central Food Minister. Will you kindly permit the House a day to discuss the food situation in West Bengal, in particular?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: All right; we shall fix up a date.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I think my statement has already been distributed.

The Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1957

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly and transmitted to the Council for its recommendations, be taken into consideration,

was then put and agreed to.

Mr. Chairman: There is no recommendation to make. It will now go back to the other House.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957

Sj. Satish Chandra Pakrashi: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th of January, 1958.

আমি এই বিলটা সার্কুলেশনএ দেবার জন্য প্রস্তাব করছি, মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, তার কারণ হিসাবে বলতে চাই যে এই যে বিলটা তাতে ২৭ জন সভ্যের মধ্যে মাত্র ১১ জন নির্বাচিত হবে আর ১৬ জন সরকারী কর্মচারী, নয় সরকার মনোনীত হবে। তা ছাড়া এই যে কমিটিগুলি করছেন তার ৫টি কমিটির একটি রেকগনিসন কমিটি, তার মধ্যেও সরকারী সভ্যের সংখ্যা বেশী রাখা হয়েছে হয় প্রত্যক্ষভাবে, না হয় পরোক্ষভাবে, কৌশলে এমনভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে প্রত্যেকটি কমিটির মধ্যে সরকারী লোকের সংখ্যা বেশী থাকবে। আর বোর্ডএর যিনি সেক্রেটারী হবেন, যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, তিনিও সরকারী নিযুক্ত কর্মচারী হবেন। তারপর বোর্ডের যেসব রেগুলেসন হবে সেগুলি গভর্নমেন্টএর স্যাঙ্কসন ছাড়া ভ্যালিড হবে না। এই অবস্থায় এই বোর্ডকে একটা সর্বময় সরকারী বোর্ড বলা চলে। পুরানো যে শিক্ষা বোর্ড ছিল তাকে বাতিল করে সরকারী সভ্যের সংখ্যাধিক্য সম্বলিত এই নতুন বোর্ড করা হয়েছে। পুরানো বোর্ডের দোষ ত্রুটি ছিল একথা মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন সেই জন্যই নাকি তাকে বাতিল করা হয়েছে। দোষী ব্যক্তিকে পরিবর্তন না করে বোর্ডকে বাতিল করার কারণ আমরা বুঝতে পারি না। তখন যে দোষ ত্রুটি ছিল সেই দোষ ত্রুটি সংশোধন করে এবং যে ব্যক্তি বিশেষ দোষ ত্রুটির জন্য দায়ী তাদের পরিবর্তন করে পুরানো বোর্ড বহাল রাখাই চলতো। তা না করে একেবারে সরকারী কর্তৃত্বে এই নতুন বোর্ড গঠন করা হচ্ছে। তাতে বুঝা

বলা যে পুরানো বোর্ড বাতিল করে দেওয়া হয়েছে তাতে বে-সরকারী লোকের প্রাধান্য থাকায় কলে তাকে বাতিল করে দিয়ে নতুন বোর্ড গঠন করার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে. এইটাই লোকের ধারণা। সেই দিন. মহাবোধী সোসাইটি হলে পুরানো বোর্ডের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসী সদস্য মিটিংএ বক্তৃতায় বলেছেন. যে, সেই বোর্ডে তাঁরা কিছু অন্যায় করেন নি। তাঁরা যুক্তিযুক্ত কাজই করেছিলেন এবং তাঁদের অভিযোগও তদানীন্তন গভর্নমেন্টকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নি। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে আমি একজন পুরানো কংগ্রেসী হলেও আমার এই দুঃখ যে আমাদের অভিযোগের কোন বিচার হল না কংগ্রেসী গভর্নমেন্টএর কাছ থেকে। আজ সেই বোর্ড পরিবর্তন করে সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সেই নতুন বোর্ড গঠন করা হচ্ছে। সরকারী সংখ্যাধিক্য কোথায় না নমিনেটেড মেম্বার্স অনেকেই আছে. মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে তিনি মনোনয়ন করবেন। যারা মনোনীত হবেন তারাও [illegible] মন রক্ষা করেই চলবেন। কাজেই দেশের সাধারণ লোকের ধারণা যে মনোনীত ব্যক্তিরা যাদের দ্বারা মনোনীত হয় তাঁদের মতের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন না। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তি দিয়ে ১০ বৎসরের এই স্বাধীন রাষ্ট্রে কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি যে, মনোনীত ব্যক্তিরা যাঁদের দ্বারা মনোনীত হন তাদের মনোরঞ্জন না করেই চলেন। কাজেই যে কমিটি গঠিত হবে তাকে গভর্নমেন্টের সংখ্যাধিক্য বলা দোষের হবে না। এই বিলকে শিক্ষক সমিতি প্রতিবাদ জানিয়েছে, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিও এই বিলের প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং অভিভাবকগণের ভিতর থেকেও এই আওয়াজ ধীরে ধীরে শোনা যাচ্ছে। সরকারী বোর্ডের উপর লোকের খুব বিশ্বাস নেই। অনেক সময় শোনা যায় টোটালেটারিয়ান দেশের কথা। কিন্তু এই বিলের মধ্যে দিয়ে আমরা সরকারের একটা টোটালেটারিয়ানরূপ দেখতে পাচ্ছি। এই বিল যদি কার্যকরী হয় তাহলে শিক্ষাব বিস্তার হবেই না বরং আমার ধারণা যে শিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকরও হতে পারে। দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, অভিভাবকগণ, কারই এই বোর্ডের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায় নি। সুতরাং এই শিক্ষা বিল যদি জোর করে পাস করান হয় তাহলে জনসাধারণ শিক্ষার প্রসারতা না পেলে শিক্ষার সঙ্কোচনই এর ভিতরে দেখবে। কাজেই আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য যে এই বিল সার্কুলেসনএ দেওয়া হোক।

[9-40—9-50 a.m.]

Sj. K. P. Chattopadhyay: Mr. Chairman, Sir, in supporting the amendment of Shri Pakrashi I would like to draw your attention to the somewhat long speech that was made by the Hon'ble Minister in defence of the Bill. He alleged that the Secondary Education Board had been rightly superseded on the following grounds, that it had not done its work well, that it was cumbersome in structure, and, according to certain *pundits* who had submitted reports, the Board should be advisory and not executive in its functions. I shall take them one by one.

The Hon'ble Minister admitted that he had foisted this cumbersome and unworkable Board on the State. He had been the author of the Secondary Education Act of 1950, and he had put 44 members on it. As you are aware, Sir, until this House was enlarged this was nearabout the size of this Council. What I am surprised at is that the Hon'ble Minister ever thought that such a huge Board could really discharge any executive function. It is scarcely fair, after having committed a mistake and having pushed through an Act with the majority at their command, to blame the Opposition for not being able to make the Board function or blaming democracy for that matter. If a man makes a mistake he should own it gracefully and not try to put it on the shoulders of others. I am aware that the Hon'ble Minister said that he took responsibility for putting through that Act but that does not entitle him to criticise what he considered to be unsatisfactory in the working of the Board and put the blame on the Opposition for that. He mentioned specifically the Opposition several times. He has quoted in his speech, of which we have been kindly furnished a copy, the irregularities for which the Board was superseded. One of

them, I find, is failure to distribute grants-in-aid in time to a large number of schools which resulted in hardship. I hope he will take the trouble to find out the actual time when grants were paid to various high schools after the Board was superseded, to find out whether they got the grants promptly or whether the delay was as great as before. There was inordinate delay even after the supersession when the Board was under the Administrator, and the work of secondary education was in the hands of officials and when it is supposed to improve the executive work of the Board. Another charge is failure to ensure proper scrutiny of questions so that mistakes crept in and the first part of the next allegation is that quesions set were not covered by the syllabus. The allegation against the Board is that there was no proper moderation of the questions. Whether there were printing mistakes or there were other mistakes is not clear from the allegation. But it is said that moderation was not properly done. Now, in 1955 after the Board had been superseded, the same trouble was present that moderation had not been properly done, and there was serious discontent in that respect. Therefore the change-over from the democratic form, in which the Hon'ble Minister does not believe, to the bureaucratic form on which he relies did not improve matters. The next allegation is failure to ensure secrecy of examination results with leakage of questions on some subjects. May I point out that after the supersession not only did leakage of questions take place, but a whole cart-load of scripts was being taken away somewhere and it was found that part of it had been lost and others were recovered afterwards. Thus we find there was ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জন as we say in Bengali—not only the image went overboard, but also the drummer. Therefore it does not indicate on the basis of facts that the control of secondary education by officials will necessarily improve its administration. If Government are prepared to accept the full responsibility of secondary education—responsibility in the matter of payment of teachers and proper arrangement of grants to schools, etc., they can certainly say that we shall also have necessary powers. But what is being done is merely taking power and privilege, but not accepting the responsibility in full. The Government Departments are going to run the whole show but not bear expenses in full That is what it comes to. I have given some example that the change-over to bureaucratic administration had not improved matters. Now, I will draw your attention to the present Bill. I find that at the end of the Bill the name of the Hon'ble Minister is printed and the date is 21st November, 1957. So as late as 21st November, 1957, its wording was held to be perfectly all right. In section 20 I find that the Education Minister has recommended that the Syllabus Committee will consist of the President of the Council of Post-Graduate Teaching in Arts and the President of the Council of Post-Graduate Teaching in Science. Sir, once you had the honour of being the President of the Council of Post-Graduate Teaching in Arts and you are probably the last President. The Government of West Bengal some three years ago by passing the University Act did away with this office.

[9-50—10 a.m.]

The former Vice-Chancellor who drew up the statutes bringing into existence the University College of Art, the University College of Science, etc., is also present as a Government party member of this House. Sir, we know the Director of Public Instruction is also now the Secretary of the Education Department. He is a member of the Senate and the Syndicate. Nevertheless this anachronism occurred. All this shows the way in which bureaucracy is functioning in Bengal. It should be clear to the House that bureaucracy will not be an improvement on democracy. The trouble was that the democratic structure was not properly constructed. The Hon'ble Minister has said that the previous Board was a cumbersome 44-member Board and it

did not function properly. Therefore, the Department should be given a chance. This is not logical, Sir. It is no use giving dog a bad name and then try to hang it. The Hon'ble Minister has said, and I will repeat that again, that he was entirely responsible for the Secondary Education Board of 1950. In that case he need not have brought up such allegations or wielded cudgels against those who had been superseded for his own initial mistake.

Sj. Arabinda Bose: Sir, this being my first speech before this august House I crave for the indulgence of the honourable members——

Sj. Monindra Mohan Chakravarty: You will have too much of it.

Sj. Arabinda Bose: Sir, at the outset I should like to take this opportunity of congratulating the Chief Minister, the Education Minister, the Leader of this House and the Chief Government Whip for having decided to initiate the West Bengal Board of Secondary Education Bill in the Upper House. I am sure that I would be voicing the feelings of all sections of this House when I make a request to them that in future as well they would give us the opportunity of initiating Bills in the Upper House. Sir, I rise to support the West Bengal Board of Secondary Education Bill and, naturally, to oppose the amendments proposed by some of our friends of the Opposition for circulating the Bill or sending it to a Select Committee. All of us know that the days of *laissez faire* are speedily fading away from our society throughout the world It is not now the order of the day to leave matters of vital importance to the community, to the society, in the hands of private parties. In our country, in the hoary past there was an occasion and time when our forbears had actually some sort of an organisation for the education of our countrymen—I am referring to the "tols", "pathsalas" and "madrasas" which were organised through private initiative. After that, during the Socio-Religious Movement of the 19th century initiative was taken by the reformers and even plenty of landlords in our country came into the field. After it became quite clear that our imperialist masters were reluctant to broaden the base of education in our country, we were faced with this situation—either we would have to condescend to the narrow limits of education which were offered by our British masters, or we would have to try to broaden the base on our own initiative. Many of the elder members of this House themselves have participated in such efforts frequently. I am sure many of them have organised, given their time, energy and money in organising schools and other educational institutions in their villages or home towns and of course during those days those who were interested primarily in liberating our country from slavery also spent a good part of their time, energy and funds for the development of education in our country. The National Council of Education of 1905, the contribution of the Bengal revolutionaries, the contribution of Deshbandhu Chittaranjan Das, of Rabindranath Tagore or of Acharyya Profulla Chandra Roy and others cannot be forgotten. I hope that even the members of the Opposition will agree with me when I say that the name of the present Chief Minister of this State is also associated with the founding of many important educational institutions which were founded absolutely on private initiative in this State. Well, along with the Tolls and Pathsalas these new modern educational institutions were trying to meet a very great demand of the society. The Britishers of course were half-hearted in this respect. They never liked the idea of spreading education amongst the masses but without waiting for the British masters to take any step in this direction, our forbears took the initiative in the mater. They had some sort of a missionary zeal. I am just mentioning these things because my point is this that the days of *laissez faire* should be considered to have come to an end in our country, especially in the field of education. Previously those

who organised these educational institutions had some sort of a mission zeal but that missionary zeal is lacking today. Of course, I must cong tulate the efforts of the thousands of persons in Bengal who are probably interested in organising educational institutions in their villages, or their colonies or in their home towns, but by and large we have se that missionary zeal is missing today. Well, some sort of politics—villa politics and politics in the general sense—has marred their efforts. Af the Muslim League Government's efforts to take over certain amount responsibility from private individuals, the last occasion on which Gover ment did make a serious effort to regulate, to organise and to systemat education in the State was on the initiative of the present Education Minist some years ago. It was really painful to hear from him yesterday that t Board which he constituted came to grief so early after its birt In some respects he himself has taken the responsibility for t failure of the Board. But any way, we tried to experiment wi an autonomous body and if that would have succeeded, if th would have fulfilled certain conditions and delivered the goods right earnest, then probably the question of introducing this B would not have arisen at all. That is an important point to be bor in mind, because if that Board would have met with success in tl performance of the task which it had undertaken, the question of introducir this Board of Secondary Education Bill would not have arisen at all. Bu the failure was there and I do not want to enter into the controversy as how far the Board or the individuals constituting the Board or the Gover ment were responsible for the liquidation of the Board itself. Any wa I am sure that members of the Opposition will agree with me that at lea the state of affairs was not very happy under the aegis of the Board. does not matter who was responsible or which particular individual wa responsible for the syllabus or the leakage of the question papers, etc., bu in any case, by and large you will have to agree that the state of affairs wa very bad and as a result the Board had to go.

[10—10-10 a.m.]

Now the question naturally arises that whether we are to revert to the olde days where education was left to the sweet will, left to the mercy of privat individuals or organisations, where there was no system, or whether we woul like to revise the trend. If you are not going to return to the days c *laissez faire*, do you propose that we should revive the old Board? I hop none of you will agree that the old Board should be revived. Somethin new has to be done.

Now I will come to some of the charges which have been brought forwar by members of the Opposition. Some of the members have said that th Government is trying to monopolise secondary education. Frankly speaking so far as political theory is concerned, I do not understand why anybod should oppose if the Government do take initiative or responsibility fo educating our countrymen. That is a sort of thing which has been don already in some of the States in India. I am sure, members of th Opposition here have not raised their voice against the Education Bill i Kerala. (Sj. SATYA PRIYA ROY: We are concerned with West Bengal a present.) I am trying to draw an analogy, I mean, what is sauce for th goose should be sauce for the gander as well. That is my point. I do no see why we should not impose that responsibility on the Government That would be a welcome feature, but this Bill has not done anything t the sort.

Then there has been the charge that if the Government really wan to take over education this camouflage should be done away with by takin

it under some sort of a directorate, the Education Directorate. If we are already in the pan why should you ask us to be in the fire? The Education Directorate has to deal with certain normal routine work, we should not like at least at this stage that the Board should be passed on to the Education Directorate. The Board that is proposed to be constituted has not been placed entirely under the Education Directorate, and if any of you would like to propose that the Government, instead of this Board as they propose to constitute, should hand it over to the Directorate, certainly I would oppose it. Therefore, there is no question of taking over or monopolising education by the State. There is no question of their placing education under the Education Directorate. What they have done is to constitute a Board. It is an autonomous Board. (Sj. SATYA PRIYA ROY: No. It is not an autonomous body.) Of course it is a matter of opinion. Some of you will probably not agree with me. (Sj. SATYA PRIYA ROY: The Minister has said it is not an autonomous body.) Independent, autonomous, etc.—I do not know where to draw the line. Of course, I stand corrected if the Minister has said so. As it is constituted, the Board does not have an official majority. Of course it is a matter of opinion. Some of you may disagree with me. I have got an analysis of the official and non-official members with me. The officials are 8, elected members 11 and nominated members 7. Naturally you are trying to lump the official and nominated members together. Here an important question has been raised. Do you actually feel that the nominated members would always be subservient to the officials or to the Minister or to the Government? Well, that is an aspersion. I shall relate to you some of my experiences and you shall also bear testimony to it. In the Lok Sabha there have been such nominated members who have lashed Government much better and more severely than many Opposition members. (Sj. Monindra Mohan Chakravarty—"But not so in Bengal".) I am coming to this point. The day before yesterday you demanded a Division on the Estates Acquisition Bill. You have said that the nominated members always sat with the Government and supported Government. Even the day before yesterday there was a performance in this House. I would not like to take the name of this nominated member. I am referring to a particular nominated member. Certainly he did not vote for the Government. You will have to appreciate our predicament and we will have to appreciate your predicament. Probably we have to support our Government's measures and you have to oppose them. But the point is, who is in better position, you or we on this side of the House or the nominated members? You have got your whip and we have got our whip. But so far as the independents are concerned, I mean the nominated members, they can judge particular issues on merit. Well, you and I will judge issues on party lines and vote on them, but such members, you will certainly agree with me, do otherwise and judge everything on merit. It is erroneous on your part to consider nominated members as belonging to the officialdom or official class. At least there would be seven nominated members in the Board. Do you think that all the seven members would be absolutely subservient and servile to the whims of officials? No, we cannot force them to pass every measure of the Government. Sir, I do not hold any brief for them after all. You must give that much credit to the nominated members that they have honesty and integrity and spirit of independence. There is no reason why they should be subservient and servile to the Government always. I was confirmed in this impression only the day before yesterday in this very House.

Well, Sir, some of the members have raised the question that the previous Board could recommend to the Government that certain institutions should be given grants. But that power has been taken away from this Board.

The question is how our schools are going to receive grants. You say that the Recommendation Sub-Committee should also have been given the power to recommend that such and such institutions should be given grants by the Government. I am fundamentally opposed to this recommendation business. Why should not an institution stand on its own intrinsic worth and take the grant from the Government? Why should a Sub-Committee after all have to recommend to the Government that such and such an institution is worth any grant. I would prefer our educational institutions to stand on their own merits and not be at the mercy of a Recommendation Sub-Committee in respect of receiving grants from the Government. Then again, if I am not wrong—I am subject to correction—this receiving of grants by educational institutions is an automatic process.

[10-10—10-20 a.m.]

I say automatic process, because an institution has to qualify itself in certain ways—, I mean certain criteria have to be fulfilled by the institution. There is a form. You send it on to the Education Directorate and after an investigation as to whether the institution has fulfilled the conditions or not, if it is found that everything is correct, then the grant should come automatically without any recommendation. Of course, I am subject to correction, the Minister can correct me—the Education Directorate does not demand some sort of recommendation and certificate and *tadbir* for giving grants—certainly that is not true. A school, a well-deserving institution if it is perfectly qualified to receive the grant, will get that on its own merit and not because some sub-committee has recommended the payment of that grant. Therefore, the power which, as the members of the Opposition said, has been taken away from the Recommendation Sub-Committee does not have much weight so far as I am concerned.

Another objection has been raised by certain members of the Opposition. With regard to the motion for circulation, I do not know whether it has formally been moved or not for referring this Bill to a Select Committee, I should say that the Select Committee is certainly a very nice thing where you can meet and consult various sections of the community. There have been plenty of instances both in the British Parliament and elsewhere of the House converting itself into a Select Committee and there could not be any better Select Committee than this House in this case, where you will come into contact with the representatives of organisations and institutions primarily responsible or interested in or directly concerned with education. We are having in our midst in this House representatives of Head Masters. We also have in this House representatives of the two Teachers' Associations —the All-Bengal Teachers' Association and the West Bengal Teachers' Association. So we do not have to go out to search for representatives or persons who are directly connected with educational insitutions. These are the main points.

Sir, Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya has raised a very pertinent question that why not the Vice-Chancellor of the Calcutta University be made a member of the Board? His argument appealed to me in the first instance, because in that case there would be an element of glamour in it. But the main, and the most important point is whether the University is represented or not. I see that the University is very well represented by three members of the Syndicate. Of course, there are certain other members who are also connected with the University. But if the Education Minister wants to glamourise this Board we would certainly take the advice of Shri Bhattacharyya and have the Vice-Chancellor on the Board. After all, in the interests of the students to be sent for post-secondary education there must be people who would be responsible for their future education.

Sj. Bhattacharyya's point, I think, is met by the fact that three representatives of the Syndicate of the Calcutta University would be members of the Board. My friend Mr. Halim has said that the Board—I am subject to correction—yesterday I heard him saying—has not been given real powers. Please for Heaven's sake you say that either this is a very autocratic measure or you say that this Board is just a camouflage, it is only going to be some sort of a Board which will respond to the behest and be at the beck and call of the Director of Public Instruction. I think that so far as the subject-matter is concerned, this Board will be in entire charge of secondary education in our State. So the Bill really has offered the Board the powers to deliver the goods so far as secondary education in this State is concerned. Whether it is a department of the Government under the Minister, of course, that is for the Minister to answer. Shri Bhattacharyya also criticised the Bill that the Government wants to monopolise and centralise powers in its hands and so why not convert it into a directorate. Of course, I have answered that a little while ago. Regarding the Mudaliar Commission, plenty of Members have referred to the Mudaliar Commission's Report. It was really a remarkable report in various aspects and probably I would take more interest in some of its other recommendations, namely reorientation of the aims and objects and the defects of the existing system. I would appeal to the members of the Opposition to concentrate more on these aspects of secondary education rather than on how the Board has been constituted, who has been taken in and who has been left out, because after all this Board is going to be a statutory body and for the overall supervision of secondary education we are delegating powers to this Board. The supervision will not rest in the hands of Government. Well, you should welcome the establishment of such a Board. If anything goes wrong with it, you would certainly be in a position to hold us on this side of the House responsible for such a vicious scheme. Mr. Halim has said that education in this State would certainly go to dogs

একেবারে খতম হয়ে যাবে, একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে,

—it is for the future to say so or otherwise. I would request all to put your heads together and to give an opportunity to the Education Minister to launch this scheme. We would all the time be there to check him, to haul him up if something went wrong and to suggest further improvement at a later date when we gain some experience. It is very unfortunate that this Bill pertains only to certain clauses as to how the Board will function, and how the Board will be constituted but the main emphasis, so far as I am concerned, should be on how to tackle this problem of secondary education in our State. It is really in a muddle and therefore I would appeal to the members of the Opposition that instead of trying to block the passage of this Bill by a filibustering system, if you make good suggestions, I am sure the Education Minister would certainly be bold enough—I would not say magnanimous enough—and diplomatic enough to incorporate the good points which would be made at the time of the discussion. You see, the main point should be those recommendations of the Dev Commission or the Mudaliar Commission wherein they have criticised the existing system.

[10-20—10-30 a.m.]

I will read but only the first point which the Mudaliar Commission has criticised. "Firstly, the education given in our schools is isolated from life—the curriculum as formulated and as presented through the traditional methods of teaching does not give the students insight into the everyday world in which they are living. When they pass out of schools they feel ill adjusted and cannot take their place confidently and competently in the community."

Before I conclude I would appeal to the Hon'ble Minister in charge of Education to see that we train up our boys to meet our industrial needs. Personally speaking, I have been most of the time an Arts student but I am terribly against most of our brothers and sisters going in for B.A., M.A., etc. Technical training is a sort of thing which would be much better if Bengal is really to come out and take her rightful place in our country. In view of the raw materials that we have at our disposal the emphasis has to be on technical training. I shall really take my hats off to a technically trained man, to just an ordinary technician who can run a lathe or some sort of machinery rather than to a man who has graduated or has taken a Master's degree in some arts course. We have entered the industrial era and if we do not have the technical know-how, everything in the State will be manned by outsiders. Unemployment problem will remain the same as before. I would appeal to the Hon'ble Minister to use his influence—of course the members of the Opposition say the whole thing will be in his pocket—as much influence as you can on the Syllabuses Committee to bring in things in line with the present day needs of Bengal. Before I conclude I would again request the Hon'ble Minister to consider any good points which may come from the Opposition members. I shall also appeal to the members of the Opposition to take a sympathetic attitude, a helpful attitude, and come forward with their schemes and plans to make secondary education really a good show in our country. Of course, if you feel anything has gone wrong you will certainly be at liberty to criticise Government and the members on this side who have today lent their support to this Bill. Please come forward with constructive suggestions in drawing up such a Bill as would really remove the present-day difficulties and place secondary education in the State on a really good footing.

With these words, Sir, I oppose the amendment for circulation and support the Bill as moved by the Hon'ble Minister in charge of Education.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, সেকেন্ডারী এডুকেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের বিরোধিতা করতে দাঁড়িয়ে, আমি প্রথমেই এই বিলের নাম, মাধ্যমিক শিক্ষা সংহার বিল বললে ভাল হত বলে মনে করি। কারণ যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই বিলটাকে এই পরিষদে নিয়ে আসা হয়েছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গীটাকে সমালোচনা করতে গেলে প্রথমেই দেখা যায় যে যত সুন্দর ভাষা দিয়ে সাজান হোক না কেন, তবুও একথা পরিস্কারভাবে মনে করার সুযোগ রয়েছে যে, সরকার আজকে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎকে বা মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে চান। কিন্তু সেই কুক্ষিগত করার যে প্রত্যক্ষ সৎসাহস, এই সরকারের বা মন্ত্রী মহাশয়ের সেই সৎসাহসের অভাব রয়েছে, যার জন্য তারা একটা অ্যাডভাইসরী বোর্ড তৈয়ার করেছেন—সামনে একটা শিখণ্ডী খাড়া করে সমস্ত অকাজ বা অব্যবস্থা যাতে ঢাকা যায় এবং সরকারের উপর দোষারোপ না হয়, সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই অ্যাডভাইসরী বোর্ড তৈয়ার করা হয়েছে এবং সেই অ্যাডভাইসরী বোর্ড তৈয়ার করবার জন্য আজকে এই অ্যাক্টএর প্রয়োজন হয়েছে। আমরা দেখেছি—সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক অ্যাডভাইসরী বোর্ড তৈয়ার করেছেন, কিন্তু কই, এই রকমভাবে অ্যাক্ট তৈয়ার করে সেই অ্যাডভাইসরী বোর্ডকে হাউসএর সামনে নিয়ে আসা হয়েছে, এরকম নজির আছে বলে আমার জানা নেই। সেইজন্য আমি এই কথা দ্বিধাহীন ভাষায় বলছি সরকার বা মন্ত্রী মহাশয় যদি একথা বলতেন, আজকে প্রয়োজন হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে সরকারের কন্ট্রোলএ আনা, তাহলে আমরা বুঝতাম এর সার্থকতা আছে এবং তাদের সৎসাহস আছে। আমরা প্রথমেই দেখি যে তিনি তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে প্রথমেই নজির রেখে দিয়েছেন যে ১৯৫১ সালে যে বোর্ড তৈয়ার করা হয়েছিল, সেই সেকেন্ডারী বোর্ডএর অব্যবস্থার জন্য, তাদের ঠিকভাবে দায়িত্ব সম্পাদন না করার দরুন, সেই বোর্ডকে তারা সুপারসিড করেছেন। ভাল কথা। তার মধ্যে অনেক গলদ ছিল, যার জন্য সরকার বাধ্য হয়েছেন তাকে সুপারসিড করতে। কিন্তু তার পরের ঘটনা যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে যে যে অব্যবস্থার জন্য, যে

...দের দরুন এই মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে সুপারসিড করা হল এবং তাকে নিজেদের ...নীয় ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়েছিল, সেই ব্যবস্থার মধ্যেও কি আমরা গলদ পাই না? ...খানেও কি প্রশ্ন পত্র আমবাগান বা ঠেলা গাড়ির মধ্য থেকে লোকেরা পায় নি? নিশ্চয়ই ...য়েছে। সুতরাং এই কথা কি পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ তার ...ত্বি পরিপূর্ণভাবে পালন করছিল না, সেই কারণেই মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতকে সুপারসিড ...া হয়েছিল? যে গণতন্ত্রের কথা তিনি বারবার বলেছেন, সেই গণতন্ত্রের দিক থেকে বলছি ...ব তাদের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার সুযোগ না দিয়ে দোষী সাব্যস্ত করা, এই রকম এক তরফা ...বচার করার মধ্যে কোন জাস্টিফিকেশন আছে বলে আমি মনে করতে পারছি না। তিনি ...বলেতের নজির দেখিয়েছেন যে বিলাতে ৮০ বৎসর শিক্ষার অব্যবস্থার পরে সরকার নিজ হাতে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমিও সেই কথা বলছি। আমাদের বলুন, পরিষ্কারভাবে যে সরকার চান মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে কুক্ষিগত করবার জন্য, সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দায়িত্বে পরিচালনা করবার জন্য। শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যাপক প্রসারলাভ ক্ষেত্রে যদি তারা নিজেদের প্রভাব খাটাতে চান, নিজেদের দায়িত্বে গ্রহণ করতে চান, সে কথা যদি তারা খোলাখুলি বলেন, তাহলে আমরা আপত্তি করি না। কিন্তু কিসের জন্য এই লুকোচুরি? কিসের জন্য অ্যাডভাইসরী বোর্ড?

[10-30—10-40 a.m.]

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু অরবিন্দ বসু মহাশয় বলে গেছেন যে সেখানে ইলেকটেড ১১ জন আছে নমিনেটেড ৯ জন আছে এবং তিনি নজির দেখিয়ে গেছেন কোন এক নমিনেটেড ভদ্রলোক নাকি সরকারের বিরোধিতা করেছেন, আমরা ভাগ্যবান বলে মনে করি, এবং শুধু তাই নয় তাঁর সাধুতা এবং সততার প্রশংসা করি। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে সাধারণতঃ সরকার যাদের নমিনেসন দেন তাঁরা সাধারণত সরকারকেই সমর্থন করেন এটা অস্বীকার করবার উপায় আছে মনে আমি করি না। বিশেষক্ষেত্রে কোন এক ব্যক্তি যদি সত্যই সাধুতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজের সৎসাহসের পরিচয় দিয়ে কোন সরকারী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ান তাহলে সেই সৎসাহসের প্রশংসা আমরা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা জানি যে প্রায়ই এর ব্যতিক্রম ঘটে। কাজেই আমরা জানি যে আগে থাকতেই সরকারী কর্মচারী এবং নমিনেটেড পারসনএর দ্বারা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভের সুযোগ তাঁদের সেখানে রয়ে গেছে। বারবার মুদালিয়ার কমিশন এবং দে কমিশনের রিপোর্টের কথা নজির হিসাবে তোলা হয়েছে। শিক্ষা-বিদ্ হিসাবে চেয়ারম্যান মহাশয়, আপনার সুনাম আছে এবং এখানে আরো শিক্ষাবিদেরা রয়েছেন এবং আরো জ্ঞানী গুণী যাঁরা এখানে রয়েছেন আমি তাঁদের কাছে বলছি যে মুদালিয়ার কমিশন এবং দে কমিশন তাঁদের যে রিপোর্ট প্লেস করেছেন কেবলমাত্র নিজের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তার বিক্ষিপ্ত কোটেশন দিয়ে, সত্যকে বিকৃত করে এই পরিষদকে বিভ্রান্ত করবার প্রচেষ্টা না করে সেই মুদালিয়ার কমিশন এবং সেই দে কমিশনের সুপারিশসহ সেই রিপোর্ট আপনার কাছে রাখা হোক এবং তার লাইন বাই লাইন পরে সম্পূর্ণভাবে সেই মুদালিয়ার কমিশন এবং দে কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করবার সৎসাহস যদি [illegible] বা তাঁর সরকারের থাকে, তাহলে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য কোন মহান ব্যক্তির অন্তরালে আত্মগোপনের প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব বা সাধুতার অভাব যে আছে একথা না বলে আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। আমরা দেখি যে অ্যাডভাইসরী বোর্ড একটা তৈরী করা হয়েছে।

Mr. Chairman: Mr. Ghose, I think you said সাধুতার অভাব আছে। This is hardly applicable here.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, you have ruled it unparliamentary. But সাধুতা means honesty of purpose. How can it be unparliamentary?

Sj. Bibhuti Bhuhson Ghose: Sir, যদি unparliamentary হয়ে থাকে I want to withdraw it.

Mr. Chairman: I have said that that is not proper here. Anyway, he has withdrawn it.

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

স্যার, আমার একটা পারসোনাল একসপ্লানেসন আছে। এখানে নিজের কার্যসিদ্ধি বলতে আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের নিজের অর্থাৎ পারসোনাল কার্যসিদ্ধির কথা মনে করি না, যে যেহেতু তিনি শিক্ষামন্ত্রী অতএব সরকারের নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রের অসাধুতার কথা বলেছি, ও'র ব্যক্তিগতভাবে অসাধুতার কথা আমি বলি নি, অসাধুতা মানে যদি ডিসঅনেষ্টি হয় তাহলে আমি উইথড্র করছি।

Sj. Satya Priya Roy: Sir, in this House also it has been decided that "lying" is also parliamentary.

Mr. Chairman: No, no. The phrase employed by no less a person than Mr. Churchill is "terminological inexactitude".

Sj. Satya Priya Roy: Here in Bengal "lying" has been accepted as a parliamentary word. That is in the very book printed by the Secretariat of this Legislature and published by our Secretary, Shri A. R. Mukherjea.

Mr. Chairman: I shall look into that. Mr. Ghosh, you can go on

Sj. Bibhuti Bhushon Ghose:

আমরা দেখতে পাচ্ছি, উনি যে অ্যাডভাইসরী বোর্ড নিজে তৈরী করছেন, সেই অ্যাডভাইসরী বোর্ডের উপর ও'দের বিশ্বাস হচ্ছে না, সেই জন্য আবার তাদের বলা হয়েছে, তোমরা সাব কমিটি তৈরী কর। সেই সাবকমিটি ফরমেশনএর বেলায়ও দেখা যাচ্ছে, সেখানেও সরকারের সেই নীতি যে নীতিতে আজকে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে সরকার কুক্ষিগত করবার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে অ্যাডভাইসরী বোর্ডকে নির্দেশ করা হচ্ছে—তোমরা কতকগুলি সাবকমিটি তৈরী কর, সেই সাবকমিটিগুলির সম্বন্ধে আবার দেখা যাচ্ছে, সরকারের মনোনীত ব্যক্তিরাই প্রাধান্য লাভ করছেন। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে, সরকার প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত শিক্ষানীতি পরিচালিত করবার জন্য এই অ্যাক্টকে হাউসের সামনে নিয়ে এসেছেন?

চেয়ারম্যান মহাশয়, বিভিন্ন শ্রদ্ধেয় সদস্যরা অনেকে যে কথা বলে গিয়েছেন, আমি আবার সেই কথা বলছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেরালার কথা বলেছেন। আমি আবার সবিনয়ে আপনার কাছে এই কথা নিবেদন করি যে সরকার প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবার সৎসাহসের অভাবের দরুন এইভাবে এই বিলটা এই হাউসের কাছে নিয়ে এসেছেন, একথা আর বিশেষ যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করার প্রয়োজন হবে না, যদি আপনি এই বিলটাকে প্রত্যেক ক্লজ বাই ক্লজ অনুধাবন করেন, যদি আপনি একটু পড়েন তাহলেই বুঝতে পারবেন আমরা যারা এই কথা বলছি যে সরকারের প্রচেষ্টা হচ্ছে সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদকে সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করবার চেষ্টা সে কথা অবান্তর কথা বলে মনে হবে না। তারপর অ্যাডভাইসরী বোর্ড যে সমস্ত সাবকমিটি তৈরী করছেন, সেই সমস্ত সাবকমিটি পরিচালনা করবার দায়িত্ব তাদের থাকছে না। তারা সরাসরি রেকমেন্ডেসন পাঠাবে বিভিন্ন ব্যাপারে এবং সেগুলি নির্ধারিত করবেন সরকার। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, যে অ্যাডভাইসরী বোর্ড তৈরী করবার জন্য এখানে এই বিল আনা হয়েছে, তাতে সরকারের মনোনীত সভ্য এবং সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ও'রা সেই অ্যাডভাইসরী বোর্ডের বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। সেই জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর সাবকমিটি গঠন করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমাদের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে আজকে সরকার সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত করেছে বা দুর্দান্ত চেষ্টা করতে যাচ্ছে। আজকে মধ্য শিক্ষা পর্যৎ যারা বুকের রক্ত দিয়ে সারা বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেছে আমার মনে

হয় নেই দুর্বিনীত শিক্ষকদের যারা প্রগতিশীল কিংবা সরকারের নীতির কাছে অনুগত হিসাবে নিজেদের রাখতে না চান তাদের সাজা দেবার জন্য, শেষ করে দেবার জন্য, এক কথায় বলতে গেলে বাংলার বুক থেকে মধ্য শিক্ষাকে সংহার করবার জন্য এই বিল আনয়ন করা হয়েছে, এইটাই আমি মনে করি—মনে করি বলেই এর তীব্র প্রতিবাদ করি। একে অগণতান্ত্রিক এবং অভিজাতমূলক শিক্ষা সংহার বিল বলে অভিহিত করি। একথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[10-40—10-50 a.m.]

Ruling on unparliamentary expression

Mr. Chairman: Before I call the next member to speak, I have to mention one matter in connection with some expressions used by the speakers, as a question has been raised whether a particular expression is parliamentary or not.

There is a book published by the Secretary, West Bengal Legislative Assembly. It was published in 1951, and the members may have easy access to it. On pages 7, 8 and 9 there is a list containing the expressions that have been ruled to be unparliamentary in different legislatures, and here I find that the word "Lie" has been declared in the House of Commons and also in the Bengal legislature as unparliamentary. So that should set the matter at rest.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957

Sj. Ram Lagan Singh: Mr. Chairman, Sir, I rise to support the introduction of the Bill that has been placed before the House by our learned Education Minister.

Sir, I have been listening to the speeches made by the members of both sides of the House and the speeches have been, to my mind, very illuminating, interesting and informative. But, Sir, before I proceed to say my say in the matter I would ask your indulgence to allow me to speak in my own mother-tongue, Hindi. I think the members will not grudge this privilege being granted to me.

Mr. Chairman: Yes, you can speak in Hindi.

Sj. Ram Lagan Singh:

आज हमारे शिक्षा मंत्री ने सदन के समक्ष जो बिल उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो दिनों से जो भाषण पक्ष में या विपक्ष में सदन के अन्दर हो रहे हैं, मैं उसको ध्यानपूर्वक सुनता आ रहा हूं। निःसन्देह हमारे विरोधी भाइयों ने जो कुछ भी कहा है उसमें काफी वजन है। उससे मैं अत्यधिक प्रभावित हूं। निःसन्देह इसमें दो मत नहीं हो सकता। चाहे विरोधी पक्ष के हों चाहें सरकारी पक्ष के हों। लेकिन यह शिक्षा संबंधी बिल जो हमारे सामने उपस्थित है, वह एक ऐसा बिल है जिसके द्वारा हमारे बच्चों के भविष्य और विकास का पूरा सुयोग मिलता है। इससे उन्हें अपने विकास, का, अपनी योग्यता और समुचित भविष्य के बारे में सोचने की पूर्ण सुविधा उपलब्ध होती है और पूरा अवसर भी मिलता है। इसमें किसी को कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता है।

हमारे सामने आज जो बिल उपस्थित किया गया है इससे पहले १९५० में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना था, उसकी कार्यगुजारी ठीक नहीं थी। उसकी कार्यवाही दूषित और असन्तोषजनक थी। मैं शिक्षक होने के नाते और शिक्षा क्षेत्र में अत्यधिक दिनों तक कार्य करने के कारण जानता हूं और मेरा अनुभव भी है कि १९५० में जो Secondary Education Board था उसकी कार्यवाही बहुत ही असन्तोषजनक और निन्दनीय रही। उसके द्वारा उस समय ऐसे कार्य हुए जिसके लिए हमारा मस्तक नीचा हो सकता है। यही कारण है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने पुनः Secondary Education Board का गठन करने के लिए यह नया बिल हमारे और आपके सामने रखा है। यह उनकी असाधारण योग्यता का परिचायक है।

लेकिन प्रश्न यह है कि जब कभी कोई बिल सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाता है तो हमारे विरोधी पक्ष के भाई यह समझ कर विरोध करने लगते हैं कि यह तो सरकारी बिल है इसका विरोध करना नितान्त आवश्यक है। किन्तु जहां तक मेरा विश्वास है ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना हितकर नहीं होता।

आज हमारे देश और हमारे प्रान्त के लिए शिक्षा की ठोस और सुव्यवस्थित व्यवस्था की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश और हमारे प्रदेश के सुख-सुविधा और भविष्य निर्माण के साथ शिक्षा का गहरा संबंध है।

यहां पर कुछ विरोधी पक्ष के सदस्यों ने दूसरे प्रान्तों में होनेवाली शिक्षा व्यवस्था की चर्चा की है परन्तु हमारे लिए यह आवश्यक नहीं कि हम दूसरे प्रान्तों की कार्यवाही या दूसरे प्रान्तों के ढंगों को ही ग्रहण करें और उन्हीं के दृष्टान्त को उदाहरणस्वरूप उपस्थित करें। भिन्न भिन्न प्रान्तों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हमारी और उनकी भिन्नता परिस्थिति तथा आवश्यकता पर निर्भर करती है। अतएव हमें केवल अपनी ही आवश्यकतानुसार ऐसे बिलों की योजना बनानी पड़ती है जिससे हमारे प्रदेश और हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्वल हो सके तथा हम अपने बच्चों को पूर्णरूप से विकसित कर जीवन संग्राम के लिए सक्षम बना सकें।

हमारे शिक्षा क्षेत्र में कठिनाइयां हैं जिसे हम सभी स्वीकार करते हैं। इसलिए सरकार ने नीति और सुव्यवस्था संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर ही यह बिल उपस्थित किया है। सरकार जो बिल पास करना चाहती है वह सर्वथा दोषपूर्ण ही है, हमारे विरोधी भाइयों का यह सोचना युक्तिसंगत नहीं है। विरोधी पक्ष के सदस्यों को Secondary Education Board में प्रस्तावित, मनोनित और निर्वाचित सदस्यों को देखकर यह कहना कि यह सरकारी बिल हो जाता है उचित नहीं है। बिल चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी लेकिन मेरा विश्वास है कि कोई बिल सरकारी होने के नाते ही अग्राह्य नहीं हो जाना चाहिए। विरोधी भाइयों का यह कहना कि इस बिल

के द्वारा सरकार सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखना चाहती है, तर्क संगत नहीं है। हमें और आपको सुझाव देने का अधिकार है, लेकिन सुझाव ऐसा नहीं देना चाहिए जिससे सरकार को मुसीबतों का सामना करना पड़े। यह बिल जो आपलोगों के सामने पेश है यह सुव्यवस्थ से शिक्षा को सुसंगठित करनेवाला बिल है। उसमें एक गहरा बचन है। उसका विरोध करना ठीक नहीं है। प्रत्येक बातों में सरकार की विरोधिता करना देश के लिए घातक हो सकता है। प्रत्येक अवसर पर यह सवाल उठाना कि यह सरकारी बिल है इसलिए सरकार के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण ग्रहण करना ही चाहिए, यह कभी भी ठीक नहीं हो सकता है।

आखिर सरकार है कौन? सरकार में हमी और आप ही तो हैं जिसके ऊपर उसका बोझा है। यह सरकार कोई विदेशी सरकार तो नहीं है जिसका कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ या दृष्टिकोण है। यह सरकार तो अपनी ही है और इस बिल के द्वारा हम अपने ही बच्चों के भविष्य और विकास की सुव्यवस्था करना चाहते हैं। तो फिर इस सरकार का कोई निजी स्वार्थ या निजी दृष्टिकोण कैसे हो सकता है? वह तो जन कल्याण का ही ध्यान रखकर कार्य करती है।

यह जो बिल आज सदन के समक्ष उपस्थित है कोई Labour Bill अथवा श्रमिक और मालिक संबंधी बिल तो नहीं है जिस पर हमारा और आपका मतभेद हो सकता है और ऐसे स्थलों पर विवाद भी किया जा सकता है। लेकिन यह शिक्षा संबंधी बिल है इसपर हमारा और आपका मतभेद होना ठीक नहीं। इसके लिए हमलोगों का मतैक्य ही अनिवार्य है। इसलिए इस बिल को सरकारी बिल कहकर विरोध करना मेरी दृष्टि से उचित नहीं।

यह माध्यमिक शिक्षा बिल जिस पर हमारे बच्चों का भविष्य निर्भर करता है सरकार उसे नये ढंग से हमारे सम्मुख उपस्थित कर रही है। हमारे विरोधी भाइयों का यह सोचना कि सरकार ऐसे बिल को बनाकर विरोधी पक्ष के अधिकारों का हनन करना चाहती है और महत्ता को क्षीण करना चाहती है यह उनकी युक्तिपूर्ण तर्क नहीं है। इस बिल के आलोचना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस बिल के पास हो जाने से किसके अधिकार का हनन होता है और किसके मत का विरोध होता है, यह दृष्टि-कोण ठीक नहीं। बिल की पूर्णता और उसकी सदुपयोगिता के लिए हमारे विरोधी भाइयों के सहयोग की आवश्यकता है। मैं सदन के मेम्बरों से अनुरोध करता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री ने जो बिल सभा के समक्ष उपस्थित किया है उसका समर्थन करें। हमारे विरोधी भाइयों की ओर से जो सुझाव दिए गए हैं या जो दिए जायंगे यदि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री उन्हें उपयुक्त और महत्वपूर्ण समझें तो मेरा उनसे अनुरोध है कि उसे अवश्य स्वीकार कर लें।

मैं इन चन्द शब्दों के साथ जनमत ग्रहण करने के लिए इस बिल के प्रसारित किये जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन के सम्मुख जो माध्यमिक शिक्षा बिल उपस्थित किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957, be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by the 31st of January, 1958.

Mr. Chairman, Sir, it is really with a heavy heart that I stand to move the motion that stands in my name. It is a motion for circulation. Sir, I think that the Minister and his supporters, and my friends on the benches opposite, would adopt a compromising attitude on the matter and forward the Bill to the Select Committee. But I notice that speaker after speaker from the other side of the House is standing up to oppose the reference of the Bill to a Select Committee. Sir, it is well known that the Board created by the Act of 1950 continued up to the 11th May, 1954, when it was superseded.

[10-50—11 a.m.]

More than three years and a half have elapsed since then. After three and a half years the Government have at last thought fit to introduce the Bill for the establishment of a Board in West Bengal. We thought that during this time the Government would take appropriate educational bodies into consultation in order to lay down the principles of the Bill and to discuss the various recommendations that have proceeded from the Mudaliar Commission and the Dey Commission. They have, however, failed to do so. Their argument is that the Mudaliar Commission made certain recommendations and the Dey Commission made certain recommendations, and after that the Government published their resolution. Everything in the matter has been done and it is not necessary to take the educational bodies into consultation. Sir, in all democratic countries when a matter of a very controversial nature is sought to be resolved, the associations involved are taken into confidence. It happens in England, it happens in the United States of America. The Hon'ble Minister in charge of Education is aware of all this, but in spite of this he did not think it fit to take into consultation even the University or the All Bengal Teachers' Association or other bodies connected with education. Sir, my contention, therefore, is that the procedure that the Government thought fit to adopt has been extremely undemocratic. He knows that after the supersession of the Board a controversy arose in the country. This controversy was stimulated by the fact that the Government did not care to enquire into the allegations that they made against the Board. Under the Act of 1950 it was provided that if certain allegations were made by the Government the Board would be given an opportunity to explain their position. This opportunity was hardly given.

Secondly, there was a provision for an enquiry into the matter. No enquiry was made into the allegations. The Department put forward certain allegations and those allegations were the basis of supersession. Sir, in view of the enormity of injustice done to the Board, there was an agitation in the country. It has been argued from the other side of the House that the Board was given an opportunity to control Secondary Education but it had failed. My contention is that it has to be established that the Board actually failed. What was the attitude of the Government? The fact is that some of the very relevant recommendations that the Board sent to the

Government for sanction were kept in cold storage. Government sat tight over those recommendations for more than a year, and for that reason the Board could not, in fact, function in the manner it was intended under the Act to do.

These were the matters which were never gone into and, therefore, the matter still remains a controversial one. The controversy centres round the question whether the Board should be advisory. I believe, that when such controversies arise, it is desirable to take the relevant educational associations and bodies into consultation and make the Bill as much fool-proof in nature as possible. Sir, the Bill that has emerged is unsatisfactory and disappointing and I am constrained to add that it fails to meet the needs of the situation. What are the needs of the situation at present? It is now necessary that education all over West Bengal—I mean secondary education—should be planned, it is now necessary that the system of secondary education should be diversified. Sir, very little has been done towards diversification and towards planning of secondary education in the Bill before us. There are some areas which are much too well served, perhaps, by schools. There are certain areas in which the number of schools is meagre. There are some areas in which there has been established a number of multi-purpose schools in excess of the needs of the areas. There are certain areas again in which there are no multi-purpose schools at all. Some schools which do not deserve to be recognised or upgraded as multi-purpose schools have been upgraded whereas others which are fitter for upgrading have not been given this opportunity or privilege. Sir, the whole system is absolutely unplanned.

The Bill, my complaint is, does not contain any provision for the development of secondary education in this province. The descriptive part of the Act of 1950 specifically mentioned development. With your permission, Sir, I will read out a portion of the descriptive part of the Act of 1950. It was described as "an Act to provide for regulation, control and development of secondary education". Where is the provision for development in this Act? In the Act of 1950, in the preamble it is stated—"whereas it is expedient to provide for regulation, control and development of secondary education in West Bengal, etc., etc.". Sir, in pursuance of the principle, namely, that it is the responsibility of the Board to develop education, in section 33 of the Act of 1950 it was provided as follows. "The Board shall make suitable provision for secondary education throughout the State. In section 34 again it is provided that "within two years from the establishment of the Board, the Board would submit to the Government a scheme for the planning of secondary education in West Bengal". Sir, one can understand the Act of 1950, one can see that this Act was actuated by the desire on the part of the Government to develop education, to plan it in order that the system of secondary education might really go to secure conditions leading to the highest cultural and economic development of the country.

Sir, the Hon'ble Minister has claimed again and again that he has followed the recommendations of the Dey Commission. Sir, this is far from the actualities of the situation. The Dey Commission, amongst other functions that it assigned to the Board, clearly mentioned this—I am quoting from the Dey Commission—"to prepare plans for the development of secondary education and a better and more equitable distribution of the facilities for secondary education in the State". It is clearly stated in the report of the Dey Commission that the Board must be given this function of preparing plans for the development of education and rationalisation of the system of education in our State. The present Bill, however, seeks merely to establish—I am quoting from the preamble of the present Bill—"a Board

of Secondary Education in the State of West Bengal to define the powers and functions of such Board and to provide for certain other matters connected therewith". Sir, it means that it is interested only in control and regulation, but not in the development of education, not in the rationalisation of the system and not in the proper planning of the system, so that the schools may be equitably distributed all over the State according to the needs of the different localities.

[11—11-10 a.m.]

A friend opposite has argued that development is a necessity; but this Bill does not mention development anywhere; instead of that it seeks merely to control and to regulate, i.e., the Hon'ble Minister has evinced a desire not to develop educational system in our State but merely to control and to regulate in so far as he has flouted a definite recommendation of the Dey Commission. Sir, if the Hon'ble Minister had said in the Bill or in course of his speech that he accepts full responsibility for fully financing secondary education in the State I would have understood his position to some extent. But he does not say so. He is not willing to accept the financial burden of secondary education. The Act of 1950, for example, made a provision, however meagre it was, for Rs. 30,00,000 a year. There is nothing in the present Bill showing the financial backing that the Government is prepared to give to secondary education.

Sir, the Hon'ble Minister, in 1935, wrote a book on Secondary Education. It is one of the best books that I have read on the subject. In that book the Hon'ble Minister made certain observations which are very relevant. The Hon'ble Minister has possibly forgotten that he wrote the very things which he is at present opposing. (A VOICE: Was he in office then?) Sir, I am speaking on the financial responsibilities of the Government so far as secondary education is concerned. He definitely says after having pointed out some of the defects of secondary education. "It has been built up in a very large measure by the enterprise and sacrifice of the people of Bengal. Its advanced position in India attributes not so much to State help nor to the endeavours of statutory local authorities or self-governing bodies as to public, i.e., non-official initiative and enthusiasm and individual contribution and help in the shape of benefactions and to the silent and ungrudging service of unambitious men—the school teachers. It is a monument of great voluntary effort on the part of a poor people". That is Rai Harendra in 1935 but he is a different man now. I do not know what has made this difference. Sir, he regards the system of secondary education in West Bengal as a monument of private effort but in his Bill he is not prepared to say that the people of Bengal have done a lot. The people of Bengal are much poorer today than they used to be in 1935. We expected him to declare: "Here I am, I declare on behalf of the Government that financial burden of secondary education will be accepted by the Government". He does not say so. Sir, Rai Harendra has adopted now an attitude which I would regard as very unsympathetic towards the teaching community in West Bengal, particularly to teachers who are engaged in secondary education. But in 1935 he thought fit to pay a tribute to the teachers—"to the silent and ungrudging service of unambitious men—the school teachers". I do not know what has happened to bring about a radical change in his views. Is it because of the influence of the Secretariat? Has he become a mere rubber-stamp of the Secretariat now?

Sir, in this connection I cannot but place before you with your permission some figures which I have gathered from the Report of the Dey Commission on parts of which the Hon'ble Minister relies. I find he has referred to those parts which are favourable to him and he is careful not to refer to

the other parts which are unfavourable to him. "In 1952-53 the total expenditure on secondary education—high and junior high schools taken together—amounted to 172 lakhs. Of these 172 lakhs nearly 70 per cent. came from fees, 16 per cent. came from the State and the remaining 14 per cent. came from Local Boards and other sources". Rai Harendra Nath Choudhury's Government pays less for the secondary education compared with the contributions of other provinces. The State in Bombay pays 32 per cent. of the total expenditure on secondary education, in Madras 23 per cent., in Uttar Pradesh 24 per cent. and in West Bengal under the benign rule of Rai Harendra Nath Chaudhury 16 per cent.

I thought, Sir, that before aspiring to control secondary education he would think of declaring to the hard-pressed public anxious to educate their children that henceforth he would take up the financial responsibility on behalf of the Government. He has not done so. In the Punjab and Kerala declarations have been made that secondary education should be made free. It has been made free in Kashmir also. Why is West Bengal lagging behind—this question may be answered not by the Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhury, but perhaps by his Secretariat!

In the formation of committees the principle is that they are directed to perform certain specialised tasks. The Act of 1950 created a number of committees, some of these committees do not figure in the present Bill and in so far as they do not, I believe the present Bill becomes to that extent defective. For example, the Act of 1950 created a committee which is called the Girls' Secondary Education Committee. Sir, you are aware that girls are educationally backward in the census of 1951. The literacy amongst men was in the neighbourhood of 24.9 per cent., while amongst women it was 9 per cent. only. It is exactly for this reason that a Girls' Secondary Education Committee should have been given place under the provisions of the Bill. Nothing of the kind has been done. The Act of 1950 created a Committee for the education of backward classes. The backward classes in fact are not only backward economically, but also educationally. My friend, Shri Siddharta Sankar Roy is in charge of the tribal portfolio of the Government of West Bengal.

[11-10—11-20 a.m.]

He knows that the tribal people belong to the bacward classes. In the old Act a special provision was made for the development of education amongst the backward classes. In his wisdom Rai Harendra Nath has omitted this altogether. I believe, Sir, it is one of the purposes of our Constitution to encourage the education of backward classes. It is incorporated in the directive principle of the Constitution that special attention should be paid to the development of education amongst women and backward classes including the tribal people. By omitting to provide for the formation of these committees Rai Harendra Nath has really flouted the implications of our Constitution. There was another Committee that was also created by the Act of 1950—Committee for technical education. Sir, technical education is the need of the day. It is necessary that we should divert quite a larger number of our boys to technical lines and, therefore, it would be highly desirable to create a committee like the Technical Committee contemplated by the Act of 1950 in order that technical education might be developed.

Then, again, there is another committee mentioned in the Act of 1950 which does not find any place here—Physical Education Committee. There are some members who are interested in physical education and considering the physique of our boys and girls a Physical Education Committee would

certainly be thought to be desirable. But Rai Harendra Nath think otherwise. Sir, I am of the opinion that by omitting to provide for th creation of these committes, he has, in fact, gone against the fundamenta needs of the country at the present moment.

Then, Sir, there are some glaring inaccuracies. Before I come to thos glaring inaccuracies I would say that if such glaring inaccuracies ha occurred in a truly democratic country, the Minister concerned would hav been compelled to resign. If such glaring inaccuracies had occurred in a Bill presented to the Legislature in British days in India then the Secretary in charge of the Department would have been demoted. Under the benign regime of our Chief Minister nothing would happen.

Now I would cite certain glaring inaccuracies. In section (4) the Presidents of the Post-Graduate Councils of Science, etc., are mentioned as ex-officio members. Dr. S. N. Banerjee, ex-Vice-Chancellor of the University of Calcutta, was responsible for drawing up the statutes under the Calcutta University Act, 1951. The statutes provided for University College of Science, University College of Arts, University College of Commerce, University College of Technology—and the University College of Medicine has now been created after Mr. Banerjee left the University. Post-Graduate Councils are not in existence since 1953. Now the Vice-Chancellor is the ex-officio President of all the University College Councils and Vice-Presidents are appointed by the Vice-Chancellor. That is the statute that was framed by Mr. Banerjee. The Secretariat as well as the Hon'ble Minister do not know that such changes were made right back in 1953 and we have been working according to a new Act and the new statutes since 1953. Sir, there is another matter which is also equally reprehensible. I am referring to the formation of the Appeal Committee. Under section 22, relating to the Appeal Committee, it is stated that one of the members will be a member of the Managing Committee elected to the Board. From amongst the members of the Board who happen to be members of the Managing Committee, one will be elected to the Appeal Committee. Now, on the Board, the Managing Committee is not represented at all. Still the Hon'ble Minister says that one of the members will be elected by the Board from amongst those who happen to be members of the Managing Committee. Think of the absurdity of the situation. Sir, I repeat that in any other democratic country such a Minister would have been compelled to resign and such a Secretary would have been demoted.

Sir, I will next come to another very grave deficiency of the Bill. Dr. S. N. Banerjee is one of the leading lawyers of our country. He will perhaps tell you that it is necessary to define the terms that are used in a Bill. The term "multi-purpose" is used in section 2; but nowhere is the definition given.

Then, Sir, the Hon'ble Minister possibly is not aware that there are four types of secondary schools at present—the class-10 schools, the junior secondary schools, higher secondary schools of academic type and multi-purpose schools.

Sj. Devaprasad Chatterjea: On a point of information, Sir. In the definition under sub-section (c), the definition of "institution" has been given.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, Mr. Chatterjea has not understood my point which is entirely different. What I have said is that multi-purpose school has not been defined. The definition of secondary education itself is faulty. Sir, Rai Harendra Nath has also set at naught

[illegible] of the very important recommendations of the Dey Commission while defining the functions of the Board. Sir, amongst the functions of the Board, the Dey Commission mentions the following: Appointment of expert committees to advise on syllabus, on different courses of study, to frame courses of study on, the recommendations of the above expert committees; general rules for the conduct of examinations and consideration of disputes between teachers and Managing Committees. I am not quoting from the report of the Dey Commission, I have summarised it. With regard to these, it is definitely provided in the report of the Dey Commission that the recommendations of the Board would be binding upon the Government. Sir, on page 40, it is clearly laid down that with regard to certain matters the views of the Board, as recommended by the Dey Commision, would be only recommendatory in nature but with regard to certain other matters the views given by the Board will be binding upon the Government and these matters have already been referred to.

[11-20—11-30 a.m.]

In respect of items (a), (b), (c), (d), paragraph 13, page 28 of the Dey Commission Report, enumerated above Government will take the views of the Board into consideration before coming to a decision while in respect of items (f), (g), (h), (i) and (j) the Government will act according to the advice given by the Board. This recommendation of the Dey Commission has been flouted completely.

Now, what are (f), (g), (h), (i) and (j)? They are as follows:—To appoint committees of experts to advise on syllabuses, etc., and also other committees as the Board may consider necessary for discharging its functions, to frame courses of study in different subjects on the recommendation of the expert committee which will be appointed by it for the purpose, to lay down rules for technical examination, Junior School Certificate Examination and the Higher Certificate Examination or any other such examination that it may institute, and generally to deal with all matters relating to the conduct of such examinations, to consider disputes between teachers and the Committes of Management. With regard to all this it is provided that Government will act according to the advice given by the Board, i.e., with regard to matters of academic importance, and with regard to disputes between teachers on the one hand and Managing Committee on the other, the recommendation of the Board will be binding upon the Government. Do you find this function assigned to the present Board in the manner as recommended by the Dey Commission? You will be disappointed.

Sir, yet Rai Harendra Nath says that he has followed Dey Commission. My friend Mr. Ghosh who is not here, Mr. Bibhuti Ghosh, has already pointed out that the Hon'ble Minister was not adhering to the actualities of the situation. Sir, in 1940, when the League Government was seeking to impose upon us a Bill whose purpose was to officialise secondary education completely and to introduce communal representation Rai Harendra Nath took a leading part in the agitation. I am reading from the published proceedings of the Bengal Secondary Education Bill Protest Conference held in Calcutta on the 21st, 22nd and 23rd of December, 1940. The main resolution was moved by Rai Harendra Nath. The Chairman of the Reception Committee was no less a person than late Sir Manmatha Nath Mukherji and the President of the Conference was Dr. Prafulla Chandra Ray. The main resolution which was moved by Rai Harendra Nath ran as follows:—I am reading just one clause for the time being. Under section 5 possibly Rai Harendra Nath is not suffering from a loss of memory, I hope he remembers all this—under clause 5 of the resolution Rai Harendra Nath

moved, "The constitution of the proposed Board is extremely unsatisfactory. The Bill entirely overlooks the necessity of securing the services of independent educational experts. It totally excludes representation of teachers on the Executive Council...........". Sir, this latter part is not relevant to our discussion but the first sentence, "the Bill overlooks the necessity of securing the services of independent educational experts" is relevant. Have educational experts by all means. We do not object to that. The Mudaliar Commission recommended that out of 24, 5 ought to be officials. The Dey Commission recommended that out of 25, 6 should be officials. But under Rai Harendra Nath Choudhury's dispensation out of 27, 9 are to be officials. In other words, he has increased the number of officials to a very large extent. So far as introduction of experts on the Board is concerned, he has changed it. The Bill entirely overlooks the services of independent educational experts. The service of educational experts should be there. He has officialised the Board. As a result the bureaucracy will rule the Board as it has been ruling the Department of Education for some time. The resolution to which I referred and which was moved by Rai Harendra Nath Chaudhuri in 1940 asserted that the Secondary Education Bill of 1940 was designed to officialize secondary education and place it completely under Government control. Sir, the argument that he had advanced holds good even now. Sir, it has been argued by my friend opposite that the Government may be trusted because it is a democratic Government and in support of this contention it has been pointed out that in England the Board is non-existent. Now, Sir, comparisons are always misleading. Do you think that we have been able to attain the standard of democratic efficiency of England or do you think that we have been able to develop that standard of honesty in the administration of public business as England has been able to do? Do you think that we care as much for the good of the people as the English people do? Therefore, the comparison does not hold good.

Sir, I would not trust the Government for a very definite reason. Take for example, the introduction of higher secondary education. What have the Government done? Sir, higher secondary education was introduced in 1957, but there is even now no definite syllabus, no text-books, no adequate provision for teachers. I would mention the example of Berhampore. Three multi-purpose schools combined to appoint a teacher on Mathematics and a teacher on Physics. They have not yet been able to get a teacher on Chemistry.

Sir, the Education Secretariat declared according to published reports that the majority of the schools would be downgraded to junior secondary schools. There has not been any contribution yet. Are we to understand that the majority of 1,600 schools in West Bengal, according to Rai Harendra Nath Choudhuri, the monument of private enterprise in education, should be reduced to the position of minor schools as we call them or junior secondary schools. Sir, we know to our cost what the Education Secretariat is up to.

[11-30—11-40 a.m.]

I happened to be a member of the Senate of the University of Calcutta and our experience is that we do not get replies of letters addressed to the Secretariat within a reasonable time. Our Vice-Chancellor who is a very generous person laughs whenever we speak of the Secretariat. He says "it is no use writing to them". Sir, we understand inefficiency, but if inefficiency is combined with deliberate delay and obstruction, educational progress cannot take place.

My friend Mr. Arabinda Bose has argued that it is no use sending this Bill to a Select Committee. This House may be a Select Committee. Possibly he is not aware that when the House would discuss a Bill like this the House would have to dissolve into a Committee of the Whole House where rules of procedure would be very much relaxed. If Mr. Bose moves that this House do dissolve into a Committee of the whole House to discuss it, I am prepared to accept it. If you do not do that, there is no point in suggesting that the Council might function as a Select Committee. Sir, we are in favour of reference of the Bill to a Select Committee, because we feel that there are so many things to be discussed, so many submissions to make to the Hon'ble Minister from this side of the House,—it is for this reason that we press for a Select Committee.

A reference was made by my friend Mr. Bose to the glamour man of Calcutta, the Vice-Chancellor. Sir, I thought that only film stars were glamour men and women. I did not think that he would use such an expression with reference to our Vice-Chancellor, Professor Siddanta.

A reference has also been made to Kerala Education Department. That is absolutely out of point. I believe it weakens Mr. Bose's case, because the Congress in Kerala is opposing tooth and nail the Kerala Education Department. So this argument really weakens his case. There is a fundamental difference between Kerala and West Bengal. In Kerala the entire responsibility for education has been accepted by Government—I mean financial responsibility. Where is that assurance from the present West Bengal Government? Sir, much as I admire the manner in which Mr. Bose made his submissions to you, we cannot agree with him so far as the substance of his arguments is concerned. I hope, Sir, that even at this last stage the Hon'ble Minister will reconsider his decision and agree to our suggestion for reference of the Bill to a Select Committee of the two Houses. My motion is, however, for circulation, because I know that he or my friends like Mr. Majumdar and others would not give their consent to the inclusion of their names in the list of members of the Select Committee without which a motion for reference to a Select Committee does not become legal. It is for this reason that we have submitted it in this form, namely the motion for circulation.

I hope, Sir, that better sense will prevail and the Hon'ble Minister will give up his obstinacy. With these words, Sir, I move the motion that stands in my name.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Mr. Chairman, Sir, I thought patriotism was the monopoly of my friends on the Opposition but now I have to revise my opinion to some extent. I find that political wisdom is the monopoly of the Opposition and they are also the only guardians of educational interests of the province. My friend Professor Nirmal Chandra Bhattacharyya has formed an association which is called Educational Protection and Reform Association or something like that and as he happens to be its Secretary, it is right and proper for him to stand up on the floor of the House and denounce everybody who is unfortunate enough in not being able to share the opinion of himself or his association. It is appropriate for him to brand such a man as one who is inimical to the interest of education. However, that is by way of digression. The present Bill is going to be opposed by my friends on two grounds. First, they say that it sets up an advisory body and not an autonomous body. In the second place, in support of their arguments they say that the present Board has not been planned on the lines of the old Board which, according to them, was unjustly suppressed, and so this Board should be rejected. One of my old friends, Mr. Nagen Bhattacharyya, shed bucketful of tears over the injustice which was done to

the old Board. My friend Professor Nirmal Bhattacharyya has also spoken of "enormity of injustice" done to the old Board as if in suppressing the old Board, Government did something which was wholly wrong and which was without the slightest amount of justification. Sir, public memory is proverbially short and individual memory too sometimes. I would therefore ask my friends to try to remember the feeling of the public, feeling of relief expressed by the members of the public when this Board was suppressed. I will quote only a few sentences from the press—important organs of public opinion—in May of the year when the Board was suppressed. The "Hindusthan Standard" dwelt upon the shortcomings of the Board. It said "The Board could hardly be entrusted with further responsibility. It is unlikely that the West Bengal Government's decision to supersede the Board would evoke any popular resentment". "Swadhinata" of all papers said—

মধ্য শিক্ষা পর্ষতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কারণ ইহা অকর্মণ্য, অপদার্থ, ইহার পর্দার আড়ালে দুর্নীতি ও দলাদলি বহুদিন হইতে চলিতেছে।

বসুমতী সেইড—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এতদিনে সত্যই একটা প্রশংসজনক কাজ করিয়াছেন। ইহাতে গুটিকতক মতলববাজ লোক ছাড়া দেশশুদ্ধ লোক সত্যই তাঁর এই কাজে আনন্দিত হবে। আমরা আবার এই পর্ষৎকে ভেঙ্গে দিয়ে বিচারপতি গোপেন্দ্র দাশ মহাশয়কে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করিয়া গভর্নমেন্ট খুব ভাল কাজ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: What did your "Shikshak" say?

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: "Shikshak" was the only paper which had the wisdom to say in the very constitution of the old Board lay the seeds of failure of that Board.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya:

আপনি কি মনে করেন সেটা বলুন।

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: My friend, that is going to be said in reply to your charges that the supersession of the Board was done unjustly.

[11-40—11-50 a.m.]

Mr. Chairman: What is your charge?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Our definite charge is that there was no enquiry. That is all.

Mr. Chairman: You have made that charge already. Now let him say.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: One of the points with our Opposition friends is that the suppression was done unjustly. I say that public opinion at that time greatly acclaimed this act of suppression of the Board.

I will now quote from "Jugantar". What did it say? It said—

'মধ্যশিক্ষা পর্ষৎএর অক্ষমতা, অকর্মণ্যতা ও অপদার্থতার কেলেঙ্কারী কোন দিন মুছিবার ও ঘুচিবার নয়। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৎসম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হইবেন।'

What did "Statesman" say? The "Statesman" after dwelling on the distressing occurrences for which the Board was responsible said "Whoever is responsible for all this distressing occurrences, it seems clear that the present Board could hardly justify its existence". So, this was the public opinion at the time when the Board was suppressed—the Board which had been heralded with acclamation by the public when it had been formed.

Sj. Satya Priya Roy: What about "Shikshak"? It also did so.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: No, no, emphatically no.

am proud to say it was my journal.....

Sj. Satya Priya Roy: On a point of order, Sir, is he authorised to quote from his journal? He may give his own opinion. What does it matter what his journal said. It is something like giving publicity to the journal.

Mr. Chairman: Yes, he can quote from journals.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: I say, it was through that journal of mine that Rai Harendra Nath was told that he, the Education Minister, had made a fetish of democracy. And this was done times without number. I know these remarks made by me would not be palatable to my friends on the Opposition. But I say this in all humility that I had sounded a note of warning against his Bill which had created the Board. (A VOICE: That was very kind of you.) I am an humble man and sometimes wisdom lies in the voice of even a feeble man, unworthy man. Sir, the fundamental approach of my friends on the opposite and many of us towards the problem of secondary education is not the same. We fundamentally differ. We think that the Secondary Education as well as the Primary Education should be the sole charge of the Government Instead of leaving secondary education to the charge of uncertain public support it should be made the sole charge of the Government. Just hear what the Dey Commission says. "We have stated elsewhere that in free India the State must take upon itself directly the entire task of planning and providing for secondary education. There are subjects of which education is one which cannot be left to the chance decision of a majority because quality matters here more than anything else. Moreover, planning has to do with finance. Therefore it stands to reason that only the authority which provides for finance should be entrusted to make planning and put the plan into action." Now, Sir, if secondary education should be the sole charge of Government, its planning and development should also be left entirely to Government and on that ground I think I would have to join issue with the Education Minister in a way on the advisability of forming the Board which he provides for in the Bill. He should not have tried to create a Board like this. In fact I would have been glad if he had not gone to the extent of starting a statutory Board at all. Secondary education being the sole charge of Government, Government should have established a purely advisory Board on the lines proposed by the Mudaliar Commission. But he has departed from the recommendation of the Mudaliar Commission in some ways. He has tried to put some elective element in the Board and that is the cause of the trouble. He should not have done it. However, possibly as Rai Harendra Nath Choudhury, our Education Minister, was nurtured in the liberal tradition of the old days and the democratic instincts are very strong in him, therefore just as he had formed the old Board making in its constitution a fetish, as I said, of democracy, just as he had formed a solely democratic Board, he has also tried to put some democratic element in his new Board. But for this reason my friends on the opposite should remain grateful to him though I for one should not have objected to the formation of a purely Advisory Board.

Sir, the personnel of the Board has been criticised by my friends on the opposite. Just hear what is the recommendation of the Mudaliar Commission. The Mudaliar Commission says that the Board should be composed of persons with wide experience and knowledge of different aspects of secondary education. They should be specially conversant with matters pertaining to vocational or technical education. "If secondary education is

to progress on right lines, the Board must be a compact body mainly composed of experts." Their functions would be limited to formulation of broad policies. The Board is not expected to function as an executive body.

[11-50—12 noon]

Sir, the Mudaliar Commission suggested that the Board should be an Advisory Board and I congratulate the Government and the Education Minister in particular on the introduction of this Bill in which the Board has been invested with advisory functions. But though the Board has been invested with advisory functions very properly for as I have said education should be the sole charge of Government, still this Board will have authority in some spheres—as the Dey Commission has said it would be authoritative in some respects, for instance in the question of recognition of high schools, the opinion of the Board will be binding upon the Government and also in some other matters also the opinion of the Board will be binding upon the Government. Sir, it has been said that the planning and development have not been left to the care of the Board, but my friends have forgotten that the Board will be entrusted with any question which the Government will think fit to refer to it. It shall be the duty of the Board to advise the State on all matters relating to secondary education referred to by the State Government. Therefore, if the Government likes, it could easily refer to the Board the question of planning, fresh planning or the criticisms of the plan formed by the Government themselves for the development of education. It is argued why the Government have taken upon themselves the initiative for planning the development of education. I say they have done it rightly, because they will have the control of the finance and they will be solely responsible for secondary education. From this place in the House I have often said that if secondary education were not left to the sole charge of Government, we would not be able to criticise the actions of the Government just as when the Secondary Board was in existence we could not criticise the actions of the Secondary Board. Whenever any question of criticism of the Secondary Board or of the University has come up before the legislature, Government have tried to silence us on the ground that these bodies are autonomous bodies and it would be improper for the House to criticise their activities. But now if the Government is placed in sole charge of secondary education, any action of the Government with regard to secondary education with regard to planning, with regard to recognition of institutions and with regard to giving or withholding of grants, we would be in a position to criticise. Therefore, I say that this Board has been very wisely planned. Of course, there are certain difficulties in the constitution of the Board. I hope in the course of the discussion, clause by clause, of the Bill, the Education Minister will either try to silence the criticism by cogent reasons or accept some of their suggestions. I again say that by conferring advisory functions on this Board, Government has done a very wise thing. The advantage will be that it will make the Government solely responsible for secondary education of the country. My friend Professor Bhattacharyya has said that if the Government takes the responsibility of finance, there would be no objection. You cannot expect the Government to do this at a moment's notice. Funds will be forthcoming. If you compare the amount which is being spent on education now with what used to be spent ten years back, you will find that enormous amounts are being spent for the development of education. As more funds will be forthcoming and if my friends on the Opposition do not try to create opposition on the labour front for retarding the growth of industries, growth of production, there will be more funds in the hands of the Government and I am absolutely sure that Government, being a democratic and responsible Government, will certainly provide for more funds.

it has been said that the Education Minister has contradicted himself. I say, very wisely he has done so. Sad experience of the working of the Board has compelled him to launch upon this Advisory Board, making a great departure from his old Board and I say he has done it very wisely for which I congratulate the Education Minister. Then it is said that formerly when a Secondary Education Board under the control of the Government was suggested, there was great agitation and opposition in the country. Well, very rightly agitation was made because the Government then was a communal Government and not a responsible Government but conditions are quite different today. Now, our Government is a secular Government, a democratic Government and a responsible Government. Any day my friends on the Opposition could introduce a vote of censure on the Education Minister as well as on his colleagues and they will have to vacate. That was not the case in the old days. Therefore when attempt was being made by the then Government to officialise education, to place education in the hands of the then Government, we had ample reasons to raise objections and Haren Babu, our Education Minister, acted very wisely in leading the Opposition to such a Bill. What I say is, as Burke has said, that there cannot b. geometrical exactitude in politics. (Sj. SATYA PRIYA ROY: And consistency.) Yes, consistency is the hobgobling of fools and that is not the saying of my humble self but that was the saying of one of the greatest political philosophers, Edmund Burke. Therefore, if the Education Minister has changed and has not remained static, we should rather congratulate him.

Sir, it has been said that because of the supposed defects in the constitution of the Board, and defects in other aspects of the Board, the Bill should be circulated for public opinion. Sir, that such a Bill would be coming has been long known to the country. When the Government passed their resolution on the 6th December, 1955, in that resolution it was made abundantly clear that a Bill on the lines suggested by the Mudaliar Commission would be forthcoming and if anybody cared to go through the report of the Mudaliar Commission, he would have surely understood that the Bill would be drafted on those lines. But was there any objection to such a Bill? Except my friend Satya Priya Roy and others of the All Bengal Teachers' Association nobody opposed the introduction of the Bill.

Sj. Satya Priya Roy: The West Bengal Teachers' Association has also opposed the Bill, that is your puppet association.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: No, that is not true. It is only the association of Mr. Satya Priya Roy's group who believe in agitation, who believe in going on strike, who believe in cutting at the root of education of the country, it is their association,—I know it is their association—led by Babu Satya Priya Roy and led by my friend Professor Nirmal Bhattacharyya, which is finding fault with the Bill because that does not give them the moon, because that does not give them another opportunity—an autonomous Board—to exploit the educational interests of the country.

[12—12-10 p.m.]

Sj. Satya Priya Roy: Mr. Chairman, Sir, I object to the allegations made regarding exploitation and other things committed by the All Bengal Teachers' Association because that is a respectable Association which has been presided over by persons no less respectable than the speaker. I should say he has no sense of dignity......

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we do not attach much importance to these things but since it is said on the floor of the House I object to it, particularly because he mentioned my name and Mr. Roy's name.

Mr. Chairman: Mr. Rai Choudhuri, I think your observations were on the Association and not on any individual.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: He mentioned me and Mr. Roy specifically. "Since they are not getting any opportunity to exploit the situation for their own advantage," he said something of that kind.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: When it was pointed out that All Bengal Teachers' Association opposed the Bill I had to speak out the truth about some members of the All Bengal Teachers' Association.

Mr. Chairman: Don't mention any name please.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: I was only talking of the Association......

Sj. Satya Priya Roy: You mentioned the names. Only a turncoat can do that.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: I won't take any notice of the words or abuse of my friends. I know when a person has got no argument......

Sj. Satya Priya Roy: I say, only a despicable turncoat can do that.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: I am paying you back in your own coins with compound interest.

Sj. Satya Priya Roy: That you can do.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: I have not used the words.....

Sj. Satya Priya Roy: On a point of order, Sir. He mentioned my name and the name of Professor Bhattacharyya and said that we are trying to exploit. We are as much members as he is.

Mr. Chairman: I thought he made use of the term "exploitation" not on individuals but on the association.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: I did not say Professor Bhattacharyya or Mr. Roy would try to exploit. I said that the All Bengal Teachers' Association would exploit the situation because they have not so far acted wisely, they have not so far done anything to uphold the educational interest of the country. I have not used the word despicable. They have used it. I excuse them because when plain truth is spoken, it offends some persons. However I am not going to take any notice of that. I was only saying that the public have already got plenty of opportunity to make their observations on the Bill since the Government resolution which was published in December, 1955 and then my friends Sj. Satya Priya Roy and others observed that the Bill was stoutly opposed by every newspaper. I said that this was not so. So far the "Statesman" is the only paper which has commented on the Bill. "Hindusthan Standard" and "Amrita Bazar Patrika" have not done so. I know "Jugantar" has opposed it, but "Jugantar" is not the only paper. (A VOICE: "Statesman"?). Yes I have read "Statesman" very carefully. It has only said that if there is any criticism that the new Board makes a fundamental departure from the old Board, that cannot be denied. I have read carefully, not once or twice, but several times, being a journalist myself, the views of the Press. If there is any criticism that the new Board makes a fundamental departure from the old Board, that criticism, I say, is correct. But that is not the defect of the Bill. I say that the Board should have the function of an

advisory body and that has been wisely done. If you take exception to the constitution of the Board, to the fundamental principle upon which the Education Minister has proceeded namely that secondary education should be the sole charge of the Government and that, therefore, any Board of Secondary Education should be an Advisory Board, if you object to these fundamental principles, I have got nothing to say. The "Statesman" has not opposed this principle. "Hindusthan Standard" also has not opposed this. My friends contradicted me as I said this. But I say again the big newspapers which reflect public opinion have not opposed the Bill. True, the All Bengal Teachers' Association has opposed it. But the A.B.T.A. is not the sole organ of educational opinion in the country. The Head Masters' Association has not opposed the principles of the Bill. The West Bengal Teachers' Association has not opposed this Bill, has not even criticised the important clauses of the Bill in the manner in which our opposition friends are criticising. Therefore I say that the public opinion is not opposed to the Bill. Of course if public opinion means the opinion expressed at a certain public meeting in a certain place in which a few persons have voiced the opinion that the Bill would lay axe at the root of secondary education, then it might be said that public opinion is opposed to it. But I want to know how many persons attended that meeting and how many educationists addressed that meeting.

It is said that the University of Calcutta has not been consulted. When Dr. Roy wanted to make the union of West Bengal and Bihar, the Senate of Calcutta University passed a resolution opposing it. The members of the Senate and the Syndicate knew that the Bill was coming. Why was not any resolution moved in the Senate of the University opposing the Bill? Why was there not any meeting of the Syndicate opposing this Bill?

[12-10—12-15 p.m.]

Why was not such a resolution passed? It was not passed because the educationists who are true to their salt, who are not swayed by political considerations, who do not want to destroy the educational interests of our children in the country by resorting to such tactics as satyagraha, boycott and hartal, the educationists who are not of this nature, they know that the Bill would not bring into being any Board, any educational body which would be detrimental to the interests of the country. Therefore, I say that there is no necessity for circulating the Bill for public opinion. The educationists true to their conviction feel in the heart of their hearts that Government should be left with the sole charge of secondary education and that only an Advisory Board should be brought into being. If then there is no necessity for taking the opinion of the people on the Bill, the motion for circulation or the motion for Select Committee should automatically fall.

Sir, I am not going to take any further time of the House. One word more and I shall finish. I would ask my friends on the Opposition, particularly Satya Priya Babu and Nirmal Babu and others who profess to be interested in the education of the country not to kick up a row over matters which do not really concern the education of the country. They should devote their time and energy to the problem of improving education by asking the members of their Association to bestow more attention on the work of their respective educational institutions. I appeal to them to desist from taking such steps as are contemplated by some of them, namely, that they want to bring about a mass demonstration on the sixth instant—demonstration in which teachers and students will take part (Sj. SATYA PRIYA ROY: No students.) Sir, I would request them not to do so and I hope that if they make any really good suggestions, the Education Minister will consider those suggestions.

With these words Sir, I oppose the motion for circulation or the motion for reference to the Select Committee.

Finally, Sir, I want to say that if I have spoken anything to my friends opposite to which they may have taken objection, I regret it and I hope they will excuse me.

Sj. Satya Priya Roy: Sj. Rai Chaudhuri has expressed his regret for using his words. We are really sorry for what has happened.

Mr. Chairman: That is very good. The House stands adjourned till 9-30 a.m. on Monday, the 9th December, 1957.

Adjournment

The Council was then adjourned at 12-15 p.m. till 9-30 a.m. on Monday, the 9th December, 1957, at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent

Bagchi, Dr. Narendranath.
Banerjee, Sj. Tara Sankar.
Basu, Sj. Gurugobinda.
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath.
Maliah, Sj. Pashupati Nath.
Mozumder, Sj. Harendra Nath.
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath.
Musharruf Hossain, Janab
Prasad, Sj. R. S.
Roy, Sj. Surendra Kumar.
Saraogi, Sj. Pannalal.
Sarkar, Sj. Pranabeswar.
Sinha, Sj. Rabindralal.

COUNCIL DEBATES

Monday, the 9th December, 1957.

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Monday, the 9th December, 1957, at 9-30 a.m. being the Fifth day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

QUESTION

(to which oral answer was given)

Lands irrigated by the Mayurakshi Project

[9-30—9-40 a.m.]

10. Janab Abdul Halim: Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(a) how many acres of lands have been irrigated, year by year, since 1953-54 under Mayurakshi Irrigation Project;

(b) what has been the per acre yield of paddy, year by year, since the inauguration of the project; and

(c) how the figures of present yield of paddy per acre compare with the figures of the years before the inauguration of the project?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (a)—

Year.	Area irrigated (acres).
1953-54	134
1954-55	81,700
1955-56	2,10,000
1956-57	2,45,000
1957-58	2,90,000

(b) and (c)—Information is being collected.

Janab Abdul Halim:

অতিরিক্ত প্রশ্ন, স্যার। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি—ক্যানেল এলাকায় চাষের জন্য সময়মত জল কি ছাড়া হয় না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমাদের যে সময় আছে সেই সময় ধ'রেই জল ছাড়া হয়।

Janab Abdul Halim:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবল বর্ষা শুরু না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যানেলের জল ছাড়া হয় না কেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এরকম কোন খবর আমার কাছে নেই।

Janab Abdul Halim:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে, অনেক স্থলে ত্রুটিপূর্ণভাবে ক্যানেল কাটার জন্য সেচের জন্য জমিতে জল উঠছে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এ খবর আমার জানা নেই।

Janab Abdul Halim:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে, ক্যানেল থেকে সত্যি সেখানে জমিতে জল ওঠে কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এমন জায়গা আছে যেখানে ক্যানেলের চেয়ে জমি উঁচু, সেখানে ক্যানেল থেকে জল দেবার জন্য পাম্পিংএর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

Janab Abdul Halim:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে, দুর্গত অঞ্চলে কৃষকদের কাছ থেকে ক্যানেল কর আদায় করার জন্য সার্টিফিকেট জারী করা হচ্ছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বাকি বকেয়া যা আছে তা হয়ত আদায় করা হচ্ছে।

Janab Abdul Halim:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে, ১৯৫৬ সালে বন্যা হওয়ার পরে সেখানে জমিতে কি পরিমাণ জল সরবরাহ করা হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আগে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ছিল, এখন বেড়ে ২ লক্ষ ৯০ হাজার একর হয়েছে।

Janab Abdul Halim:

সেটা বন্যার জল না ক্যানেলের জল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আপনারা যেভাবে ধরেন।

Sj. Devaprasad Chatterjee: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether there is any possibility of supplying water from the Mayurakshi for the cultivation of *boro* paddy?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সাধারণত আমাদের কোন ব্যবস্থা থাকে না, তবে এই বছরে যাতে ৩ হাজার একরে জল দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya:

মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, ১লা জুলাই থেকে জল দেওয়া হয়, কিন্তু ১০।১১ জুন তারিখ থেকে মনসুন আরম্ভ হওয়াতে চাষ-বাসের ক্ষতি হয় ব'লে তার আগে থেকে জল দেবার ব্যবস্থা করার কথা মন্ত্রিমহাশয় দয়া ক'রে বিবেচনা করবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তার আগে রবি সিজন পড়ে ব'লে জল দিতে হয়।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya:

তার পূর্বে জল দিলে কি ভাল হয় না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এ বছরে আমরা কোথাও কোথও দিয়েছি: কিন্তু সাধারণত আমরা ঐ সময় দিয়ে থাকি।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya:

ভবিষ্যতে তিনি কি বিবেচনা করবেন এবং সেই অনুসারে জল সরবরাহ করবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

যেমন ড্যামের রিজার্ভয়রএ জল থাকবে এবং যেরকম চাহিদা হবে সেরকমভাবে বিবেচনা করা যেতে পারবে।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya:

মন্ত্রিমহাশয় কি দয়া ক'রে বলবেন যে, (বি) অ্যান্ড (সি) এই দুটো ব্যাপার সম্বন্ধে কোন পরিসংখ্যান এখনও কেন সংগ্রহ করা হয় নি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমাদের যে অফিসার নিযুক্ত আছেন—চীফ এস্টিমেটিং অফিসার—তিনি এখনও রিপোর্ট সাবমিট করেন নি।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya:

মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে, কতদিন পূর্বে এইসব পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে তাঁকে বলা হয়েছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তিনি বছর বছর সংগ্রহ করেন, কিন্তু তিন বছর একত্র ক'রে রিপোর্ট দেবেন।

Sj. Satya Priya Roy:

কবে থেকে এই পরিসংখ্যান সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে।

Sj. Satya Priya Roy:

১৯৫৪-৫৭ সালের মধ্যে কোনরকম ইণ্টেরিম রিপোর্ট কি অফিসাররা দেন নি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তাঁরা একেবারে একটা এভারেজএর রিপোর্ট দেবেন।

Janab Abdul Halim:

কতদিনে এই তথ্য সংগ্রহ হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেটা বলতে পারি না, তবে ডিসেম্বরের আগে নয়, কিন্তু মার্চের মধ্যে হবে ব'লে মনে হয়।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya:

১৯৫৪ সাল থেকে তিন বৎসর একটা পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে কেন লাগে সেটা কি মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তিন বছরের অ্যাভারেজ নিয়ে আমাদের ওয়াটার রেট ফিক্স করতে হবে।

Messages

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): Sir, the following Messages have been received from the West Bengal Legislative Assembly, namely:—

(1)

"*Message*

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at the meeting held on the 4th December, 1957, has been duly signed by me and is annexed herewith. The concurrence of the West Bengal Legislative Council to the Bill is requested.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

CALCUTTA:
The 6th December, 1957.

(2)

"*Message*

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 5th December, 1957, has been duly signed by me and is annexed herewith. The concurrence of the West Bengal Legislative Council to the Bill is requested.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

CALCUTTA:
The 6th December, 1957.

(3)

"*Message*

The Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 3rd December, 1957, has been duly signed and certified as a Money Bill by me and is transmitted herewith to the West Bengal Legislative Council under Article 198, clause (2) of the Constitution of India.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

CALCUTTA:
The 4th December, 1957.

(4)

"*Message*

The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 3rd December, 1957, has been duly signed by me and is annexed herewith. The concurrence of the West Bengal Legislative Council to the Bill is requested.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

CALCUTTA:
The 4th December, 1957.

The copies of the Bills are placed on the table.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Development and Planning (Amendment) Bill, 1957

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration.

Sir, the Bill is a very short one. Two difficulties arose in the working of the Land Development and Planning Act. One was, as the House may remember, this Bill was not made applicable to Calcutta. Now Government had extensive schemes of refugee rehabilitation in Tollygunge area. Later on Tollygunje area came to be included in Calcutta. Therefore the first amendment that we are seeking, seeks to protect the schemes that have been introduced in the Tollygunge area no matter whether Tollygunge is or not included in Calcutta. That is the first point.

The second point is, round about the year 1955, certain schemes were notified but the Higt Court held that there has been some technical irregularity. The main point of High Court's judgment was that notification by the Secretary, Land Planning Committee, cannot be taken to be a scheme prepared by the Land Planning Committee itself. A scheme is to be prepared by the Land Planning Committee in terms of the Act. The High Court gave technical interpretation of that section. Therefore, Sir, it has become necessary to keep alive schemes which were initiated. Now, as we see, by mistake of the Secretary, Land Planning Committee, the fate of many refugee colonies is involved in the matter, it is not possible to set aside the steps already taken and to start all the schemes afresh, a retrospective clause is being introduced in clause 3, which seeks to keep alive schemes that have been already undertaken.

These are the two amendments.

Janab Abdul Halim:

আজকে আলোচনা হবার প্রোগ্রাম আমরা আগে পাই নি ব'লে আমরা প্রস্তুত হয়ে আসি নি এবং এতে আমাদের অ্যামেন্ডমেন্ট দেবারও আছে। সুতরাং এডুকেশান বিল যেটার আলোচনা চলছিল সেটা আলোচনা হওয়া উচিত ব'লে আমি মনে করি।

Mr. Deputy Chairman: It is the Police Bill which will come afterwards.

Janab Abdul Halim:

আজকে এইরকম কোন বিল হবে ব'লে কোন রিভাইজ্‌ড প্রোগ্রাম আমরা আগে পাই নি।

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Deputy Chairman, Sir, so far as the Calcutta Suburban Police (Amendment) Bill, 1957, is concerned, the date fixed for submission of amendments is this day up to 9 a.m. We have not received copies of the amendments.

Mr. Deputy Chairman: Now we are discussing another Bill and not the Calcutta Suburban Police (Amendment) Bill.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: I understand that that is the next Bill in the agenda. If you take that up for discussion the result would be, Sir, that the amendments will not be circulated. We cannot speak on the amendments.

Mr. Deputy Chairman: Amendments are being circulated.

Sj. [illegible] Priya Roy:
এর আগের দিন অধিবেশন যখন নামঞ্জুর করা হয় তখন অধ্যক্ষ মহাশয় এই ঘোষণা করেছিলেন যে, বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন বিল যেটা নিয়ে আলোচনা চলছিল সেটা নিয়েই আলোচনা হবে। কাজেই এর মাঝখানে যেসমস্ত বিল আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হচ্ছে তাতে আমার মনে হয় এ সম্পর্কে আলোচনা করা ঠিক হবে না এবং আলোচনার জন্য বাস্তবিক আমরা প্রস্তুত হয়েও আসি নি।

Mr. Deputy Chairman: There is no harm if we pass this Bill now. Let this Bill be passed.

[9-40—9-50 a.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, it was decided by the Chairman on the 4th December, 1957, that we could continue our discussion on the West Bengal Secondary Education Bill. But all on a sudden we are taken unawares by the announcement that some other Bill will be taken up to-day. Sir, this is very unfair to us. It is particularly unfair to the opposition when a new Bill is moved from an experienced person like the Hon'ble Bimal Chandra Sinha without giving the Opposition the copies beforehand.

Mr. Deputy Chairman: It is a small Bill. I think it will not take more than fifteen minutes. Then we can move on to the next Bill.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: The amendments have been circulated just now and we do not know that the matter will be taken up for discussion. Under the circumstances, I would submit before the House that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957, may be taken up to-morrow or day after to-morrow.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we object not to the moving of this Bill or of that Bill. But we object to the procedure that is being followed, because we have received copies of amending Bills to-day after coming to the House.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Just a word for explanation. A Bill like the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1957, is a validating measure and it validates an Ordinance to the same effect. With these ends, Sir, I move that the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration was than put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1957, as settled in the Council, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Deputy Chairman: Now, let the Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957, be taken up.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: It was announced in the last session of the Council that the Secondary Education Bill will be taken up to-day. It was announced by the Chairman himself. You may please see up from the Shorthand Report of the Proceedings.

Janab Abdul Halim:

মিঃ ডেপ্‌টি চেয়ারম্যান, স্যার, আগে এই বিল আলোচনা হবে কিনা এর জন্য কোন নোটিফিকেশন ছিল না। যে বিল এখন এবং যাহা নিয়ে আলোচনা হবে সে বিষয় আলোচনা করবার কোন প্রোগ্রাম আগে ছিল না। যে সেকেন্ডারি এডুকেশন বিল আলোচনা হচ্ছে সেই বিল আজ না নিয়ে এই বিল নেওয়ার কোন যুক্তিযৌক্তিকতা দেখি না। আমাদের সামনে কোন রিভাইজ্‌ড প্রোগ্রাম ছিল না যে, এইসকল বিল আজ এখানে আলোচিত হবে।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: This is particularly because of the fact that the West Bengal Legislative Council does not possess its own Secretariat. The same Secretariat has to look after the business of the two Houses and I can definitely say that it is being inefficiently looked after. It is desirable that some officers including a gazetted officer should be set apart for the Council work. I am not, for financial reasons, pressing for the separation of the two Secretariats, but I would insist that a gazetted officer together with a number of assistants should be set apart for this work.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: How does that discussion arise out of this question? We are now considering the question of a Bill. There is a specific motion before the House.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I understand that the Hon'ble Minister knows the difference between a motion and a point of view of the members put before the House.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I put it that this question cannot arise out of the discussion of the Bill. It may be put before us separately for consideration, and we can see to it

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: What I say is that we have not received any revised programme and we thought that according to the announcement of the Chairman the Board of Secondary Education Bill would be taken up. So we are not prepared to take up any other business today.

Mr. Deputy Chairman: According to the programme that has been circulated to all the members the Bills will be taken up as follows. First, The West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1957. Second, The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957. Third, the Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957. Fourth, The Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957. The next thing is the business remaining from the 4th December, 1957.

Sj. Satya Priya Roy: We have received this programme just now

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The programme has been sent to you on the 6th.

Sj. ... oy: That has not been sent to our addresses. That as been ... he table.

Sj. N... ...ar Bhattacharyya: Sir, there are several amendments to the C... Suburban Police (Amendment) Bill, and the Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill which we want to consider before the Bills are taken up.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We can take up The Bengal Electricity Duty Bill now.

Mr. Deputy Chairman: This is a very small Bill to replace the Ordinance. I think this should be taken up now.

The Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move.........

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we want to record our protest against this unfair treatment.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly and transmitted to the West Bengal Legislative Council for its recommendations, be taken into consideration.

Sir, this is a Bill which has got two objectives in view. (One is to prescribe the rates of duty in terms of decimal coinage, and (2) to extend the scope of the duty to cover electricity consumed for purposes other than for lights and fans. Sir, the West Bengal electricity duty is now being levied on consumption of electricity for lights and fans only, but consumption for industrial purposes and domestic appliances like refrigerators, heaters, etc., is totally exempted. Other States like Bombay, Uttar Pradesh, Mysore levy electricity duty on power consumed for other purposes. The Taxation Enquiry Commission appointed by the Government of India recommended extension of the duty on electricity consumption for industrial purposes. The House will recall that when the last Budget was presented before the House there was a deficit of Rs. 10 crores. In view of these considerations it has been proposed in the Bill to levy a very small duty of one naya paisa for each unit of consumption of electricity for purposes other than for lights and fans; and for purposes of energy used for cottage and small-scale industries for every three units one naya paisa has been charged, or in other words one-third of a naya paisa for each unit and

[9-50—10 a.m.]

also for industries having electro-metallurgical furnaces where the cost of electricity is not less than 20 per cent. of the cost of manufacture. Sir, normally in an ordinary electro-metallurgical furnace usually the cost of electricity forms much more than 20 per cent. of the total value of manufacture, but we have said that if there is a small electro-metallurgical furnace which consumes not less than 20 per cent. of the total cost of manufacture, it will get the same advantage as a cottage and small-scale industry. It has been estimated by the Taxation Enquiry Committee that ordinarily the cost of electricity is only a small fraction of the cost of manufacture. Having regard to the taxation which is now levied on other forms of fuel, e.g., petrol, diesel, coal, etc., the rates proposed here are on the low side.

With these words, Sir, I move my motion for consideration of the Electricity Duty (Amendment) Bill as passed by the Lower House.

Janab Abdul Halim: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1958.

মাননীয় ডেপুটি চেয়ারম্যান, স্যার, আমি আজকে এই বিলের আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তা হ'লেও যখন সার্কুলেশন মোশন দিয়েছি তখন সে সম্পর্কে বাধ্য হয়ে আমাকে কিছু বলতে হবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিল এনেছেন ট্যাক্সের ব্যাপারে তাতে এই সেসনটাকে আমরা সেসন অব ইম্পোজিং ট্যাক্সেস ব'লে অভিহিত করতে পারি, কেননা যতগুলি বিল পরপর এসেছে ততগুলির দ্বারা নূতন ক'রে ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে, বিশেষ ক'রে উনি বলেছেন যে, ইলেকট্রিসিটির উপর সামান্য ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে। কিন্তু আমরা জানি যে, এই ট্যাক্স আস্তে আস্তে গরিব মানুষের উপর কত বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সকলেই এটা জানেন যে, ইলেকট্রিসিটি বিলাসের বস্তু নয়, সাধারণ মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার জন্য, কটেজ ইন্ডাস্ট্রির জন্য এবং সাধারণ গরীব অধিবাসী যারা শহরে অন্ধকার ঘরে বাস করে তাদের আলো ও বাতাসের জন্য ইলেকট্রিসিটি প্রয়োজন হয়। সেজন্য আজকাল কলকাতার মত জন-বহুল শহরেও সাধারণ মানুষ ইলেকট্রিসিটি নিতে বাধ্য হয়। কাজেই বর্তমানে এই যে ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে এটা তাদের পক্ষে একটা বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। আমরা জানি যে, আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে, ময়ূরাক্ষী, মশানজোড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে, কলকাতা শহরে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি তার বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। আমরা সাধারণত জানি যে, বিদেশী কোম্পানীগুলি এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ নিয়ে বিশেষ ক'রে অল্প পয়সায় বিদ্যুৎ কিনে তারা বেশি চার্জ আদায় করে। ৬ পয়সা, ২ আনায় বিদ্যুৎ কিনে সেখানে ৬ আনা ক'রে বিক্রি করে, কলকাতা শহরের বাইরে প্রতি ইউনিটে ৬ আনা ক'রে বিক্রি করে। কাজেই এই সমস্ত কোম্পানিগুলি যে মুনাফা করছে, তাদের সেই মুনাফার উপর কর না চাপিয়ে সাধারণ মানুষের উপর কর চাপানো উচিত নয়, কারণ সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই করভারে প্রপীড়িত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য অর্থের দরকার, দেশকে গড়ে তোলার দরকার। কিন্তু তার জন্য সাধারণ মানুষের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপানো উচিত নয় ব'লে আমরা মনে করি। উনি বললেন যে, এটা সামান্য করভার—এই যুক্তি তিনি বিধানসভায় দিয়েছেন এবং বিদেশী কোম্পানিগুলির উপর ট্যাক্স চাপানোর প্রয়োজন তিনি মনে করেন না বা কোম্পানিগুলির জাতীয়করণের প্রয়োজন তিনি মনে করেন না, কারণ আমাদের টাকা নেই। এই সব কোম্পানি যারা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে তাদের সেই মুনাফার পরিমাণ সংকোচ করে, মুনাফার ওপর ট্যাক্স ক'রে পরিকল্পনার জন্য যদি টাকা সংগ্রহ করা হয় তা হ'লে কোন আপত্তি হতে পারে না। আমি মনে করি যে, এইভাবে অন্যায়ভাবে যে ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে সাধারণ লোক সেই ট্যাক্স বহন করতে পারবে কিনা, সেসম্বন্ধে তাদের মতামত নেওয়া উচিত। আমরা দেখছি যে, সেল্স ট্যাক্স এবং অন্যান্য ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে —ফলের উপর ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে, চিনির উপর ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালেও বলেছিলেন যে, নূতন ক'রে বাংলাদেশে আর ট্যাক্স চাপানো হবে না, কিন্তু আমরা দেখছি যে, প্রতি সেসনে একটা না একটা বিল আসছে ট্যাক্সের উপর। সেজন্য আমি মনে করি যে, জনমত সংগ্রহের জন্য এই বিলটাকে সার্কুলেশনে দেওয়া উচিত।

Sj. Satya Priya Roy:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, যেভাবে বিলটা আনা হ'ল আমাদের সামনে, তার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করতে চাই। এই বিলের কোন গুরুত্ব নেই—একথা বলা হৃদয়হীনতার পরিচয় হচ্ছে। গরিব মানুষরা আজ বাঁচতে পারছে না। তার উপর দিনের পর দিন করের বোঝা ক্রমশ নতুন ক'রে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই বোঝার নিষ্পেষণে তারা আজকে ক্লিষ্ট, পীড়িত। আজকে আমাদের দেখা উচিত—এই যে নতুন করভার তাদের উপর চাপান হচ্ছে সেটা সংগত হচ্ছে কিনা? আমরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডএর হাতে স্টেট ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থার ভার তুলে দিয়েছি। তারা স্টেট এন্টারপ্রাইজ হ'লে আমরা আশা করেছিলাম, তারা যে দামে ইলেকট্রিসিটি বিক্রয় করে—গ্রাম গ্রামান্তরে সাত আনা পর্যন্ত ইউনিট—তা থেকে প্রচুর মুনাফা এই স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড করে এবং সেই মুনাফা কর হিসাবে সরকারী তহবিলে এসে জড় হবে।

কিন্তু একদিক থেকে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড প্রচুর দামে ইলেকট্রিসিটি বিক্রয় করে অন্য দিকে তারা মুনাফা করার পরিবর্তে দেখছি ক্ষতি দেয়। এবং কনজিউমার্স যারা ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করে তাদের উপর এইজন্য যদি আবার কর বসান হয়, তা হ'লে মনে হয় সেটা নিতান্ত অন্যায় হবে। এখানে জনসাধারণের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন। আমি আশা করব, মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় তাড়াতাড়ি এই বিল পাশ করিয়ে নেবার যে চেষ্টা করছেন সেটা থেকে বিরত থাকবেন এবং এই হাউসকে অন্তত একটু সময় দেবেন, ভেবে দেখবার জন্য এইরকম নূতন করের বোঝা আজকে গরিব মানুষের উপর চাপিয়ে দেবেন কিনা।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Deputy Chairman, Sir, I stand to support the motion for circulation. I do so in the first place, because this Bill is being moved in this House without adequate notice. We have already made our suggestions in this matter and we hold that this Bill should not be taken up today because the Opposition is not prepared for it, and I am sure, many members opposite also are similarly unprepared. That is my first argument in favour of circulation.

My second argument in favour of circulation is that the Bill, as you have in your wisdom said, is an unimportant one,—when you express an opinion we cannot criticise but we beg to differ from you; we would say that the Bill is an important one in so far as it will affect nearly every one of the citizens or quite a large majority of the citizens of West Bengal. The use of refrigerators, radios, heaters, has become very common these days and even common man will be affected by the imposition of the new rates that are being proposed. It is, therefore, desirable that public opinion should be ascertained in the matter. That is my second argument in favour of the circulation motion.

Sir, my third argument in favour of circulation motion is of a very general nature. In the Statement of Objects and Reasons circulated to the members of the Lower House it has been stated that the principal reason for introducing this Bill is that additional revenue is urgently required to finance plan and to balance the Budget. Sir, with regard to planning, with regard to Budget there is room for difference of opinion and it is a matter for consideration whether it is desirable to put into the hands of this Government any additional revenue. I know that for financing the plan large sums of money are needed. I also know that it is necessary to balance the Budget, but should this Government be trusted with additional funds. Sir, that raises the question of how the present Government have handled the finance of the State. So this is a matter which requires careful consideration.

In view of these considerations I feel that the motion for circulation moved by my friend Mr. Abdul Halim is a very reasonable one.

[10—10-10 a.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I have heard very carefully the great speech which Prof. Bhattacharyya has delivered. I am surprised by his argument. How can an amendment be printed in time unless a particular amendment is received in time? My friend, Prof. Bhattacharyya, is very fond of innovation. He said, I say it deliberately, that they had received notice on the 6th and they had sent the notice of amendments in time for being printed and everyone knows that. The second argument he has set forth is that this Bill affects the public and therefore it should be circulated. Every taxation proposal affects the public. He ought to know that human nature being what it is, nobody will come forward and say, "Please tax me", and he has never heard anybody say like that. The third

argument is even more ridiculous. He has said that this Government cannot be trusted with money any more. My friend, Prof. Bhattacharyya, knows that, however pious wishes may be expressed, this Government is not going to give up this ghost within the next three years at any rate. Therefore you have to abide by this Government's findings, you have to accept its method of working. You cannot get over it. Your argument is drab and I make no secret of the fact—and I say it definitely—that I challenge any Government to face the problems that are before us. Within the last ten years there have been various Development Projects worth 92 crores of rupees. I challenge with every breath what Prof. Bhattacharyya says. That is not a fact. There is no doubt that we want money. There is no hide and seek work. If we want to tax, we tax as far as possible and as low as possible in its application. As far as possible it should be applicable to a large number of people. This is exactly what we have done. With regard to lights and fans, they have been paying electricity duty and they would be continuing to pay the same as now. With regard to power, many of the States are charging for power. Are we so poor that we cannot pay even one-third of the Naya Paisa? There are other ways of realizing money from industrialists. One of the things that we have done is that for every cottage and small industry which consumes electricity under the grid system, the charges of electricity are at the rate of 30 per cent. less than what many other persons have got to pay. The cottage industries with a capital of less than ten thousand rupees and provided with motor use only less than 30 horse power. But that has nothing to do with the present Bill. The proposal is for increasing the levy of small duty for consumption of power for various purposes.

Sir, it has been said by Janab Halim that I have said that no more tax would be levied in 1957. It is perfectly true. But I have not said that no duty would be levied in Bengal within the next 25 years. How can Bengal develop? Our own financial position is uncertain. The Finance Commission had not reported the various taxation proposals of the Government of India and they are not known to us. Therefore, it would be most inappropriate for us to place any proposal for increased taxation during the Budget Session. But, did I ever say that at no time shall I have any duty imposed in this State? That is a very wrong interpretation of my speech

Sir, I oppose this amendment motion.

The motion of Janab Abdul Halim that the Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1958 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly and transmitted to the West Bengal Legislative Council for its recommendations, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 3

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the Council recommends that clause 3(*b*) be omitted.

Now, in order to explain the position I shall have to place before the House proviso to section 3 of the original Act, namely, Act X of 1935. The proposed amendment in clause 3, sub-clause (*b*) runs to this effect. Sub-clauses (*3*), (*4*) and (*5*) of clause (*b*) of the proviso to sub-section (*3*) of the original Act shall be omitted. Now, Sir, I shall place before the House

proviso to clause 3(*b*)—(*3*), (*4*) and (*5*) "Provided that the electricity duty shall not be leviable on the units of energy consumed." I need not read (*1*) and (*2*) for we are concerned with (*3*), (*4*) and (*5*) which run to this effect—The Tramway Company, mines, as we find in the Indian Mines Act, 1923, and industrial undertakings. The result of the proposed amendment as given in the Bill will be to take away the exemption which is provided for in the original Act. Now let us take each item one by one. I have heard with rapt attention the speech made by the Hon'ble Chief Minister introducing this Bill and the debate on the question of circulation and the reply thereto. In all these speeches I have not heard a word about taking away the exemption from the Tramway Company. As soon as this Bill will be passed, the Tramway Company would be made liable to pay tax under the amended Act. Do you think, Sir, that the Tramway Company would make payment of the tax which would be levied on it from its own pocket? The Tramway Company will certainly increase the passenger fares and increase it in a way so as not only to cover the amount of tax payable by the company but also something more. So this taxation will be a boon to the Tramway Company for they will profit out of it. On the other hand, this taxation will be an addition to the burden of poor men who practically use the tramways. Therefore, it is high time to consider whether such taxation should be imposed. We have heard, and heard *ad nauseum* that the Government want money for the purpose of development and for the purpose of running the Government. Government would certainly require it, but the question which is now before the House is whether the imposition of taxes should be made in such a way as to bleed the poor man white.

[10-10—10-20 a.m.]

Sir, what I beg to submit is that this should not be done. There is a limit to everything, there is a limit to tax and if taxation is imposed on people now and then, the result would be disastrous. Now, clause 4 takes away the exemption which is now being enjoyed by the category of mines or in other words, if the proposed amendment be accepted, the result would be that the mine-owners would be liable to make payment of electricity duty and what would be the result? The result would be the same. Now, the mine-owners are not going to pay tax from their own pockets. They will increase the prices of mine products. Take for instance, coal. Coal is a thing for daily consumption by all. The rich men can bear the burden but the poor men cannot bear it. The result would be, as I have been saying, that as soon as this proposed Amendment Bill will be passed, the mine-owners would raise the price of coal—I say this by way of illustration—the mine-owners would raise the price of coal so as not only to cover the amount of tax which they would be required to pay but something more. So the mine-owners would be benefited but on the other hand it would add to the burden of poor men for, they cannot do without buying coal. Then the third item is industrial undertaking. All industrial undertakings were so long enjoying exemption from payment of electricity duty. Now, they would be made liable to pay the same. What would be the result? The result would be that prices of their products would be automatically increased and the result would be, as I have been saying, that it would add to the burden of poor men. So the removal of all these three items would mean that this will add to the poor men's burden. Now, Sir, what I would submit before this House is this that in order to get money, in order to raise money Government should not tax the poor people, but Government should tax the rich people. Government may tax only the income of these three categories of persons without making them liable to pay electricity duty for the industrial undertakings. Then the result would be that the poor men would not be liable to pay more charges. If the income which is derived

by these three categories of persons is taxed, they would pay the tax but if no electricity duty is imposed, in that case they would not pay any taxation to raise the prices of their products or increase the tram fare. Sir, we all know what happened when the tram fare of the second class passengers was raised. We do not know what repercussions this imposition of taxation would have for the people do not probably know as yet that the tram fare is going to be increased and therefore it was proper to have the public opinion. I do not know, Sir, what repercussions it will have on the public, whether there would be any strike or agitation, but then in order to save the poor men from their already heavy burden, this proposal of mine that this Council recommends that clause 3(b) be omitted should, in my opinion, be accepted.

Sj. Naren Das: Sir, I beg to move that the Council recommends that in clause 3 after sub-clause (*b*) the following new sub-clause (*c*) be added, namely:—

"(*c*) in clause (*b*) of the proviso the following sub-clause shall be added, namely:—

"(*vii*) lights and fans for domestic purpose;

(*viii*) purposes of irrigation and agriculture;

(*ix*) any undertaking which is a cottage industry or a small-scale industry and which is not a factory under the Factories Act, 1948."

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise on a point of order. What I beg to submit is that whether two contradictory amendments can be taken up together for consideration of the House.

Mr. Deputy Chairman: Why not? What is the harm?

Sj. Naren Das:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমার পূর্ববর্তী বক্তা যে ধরণের অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন আমি তার ঠিক উল্টো ধরনের অ্যামেন্ডমেন্ট এখানে আনতে চাচ্ছি। তা হচ্ছে এই যে, ১৯৩৫ সালের অ্যাক্টের তিন ধারা ক্লজ (বি)র পরে ক্লজ (সি) যোগ করা হোক। সে ক্লজএ গৃহকার্যে ব্যবহৃত আলো ও পাখা, সেচ ও কৃষিকার্য ও কুটিরশিল্প যোগ ক'রে দেওয়া হোক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় এই ইলেকট্রিসিটি বিল মারফত করভার বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছেন। তিনি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছেন যে, বাজেটে যে ১০ কোটি টাকা ঘাটতি আছে, সেই ঘাটতির আংশিক পূরণ করার জন্য তিনি এই বিল এনেছেন। কিন্তু যখন প্রথম বাজেট উপস্থিত করা হয়েছিল তখন সাধারণ মানুষকে জানান হয়েছিল যে, আর নূতন কোন কর ধার্য হবে না। প্রথমে এভাবে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তার পরের সেসনএ গ্যাপ মেটোবার জন্য হঠাৎ গোপন দরজা দিয়ে অন্যায়ভাবে কতকগুলি নতুন করভার চাপাবার জন্যে বিল আনছেন। এ নীতি অত্যন্ত গর্হিত। এই নূতন কর দ্বারা এক কোটির মত আয় বাড়বে। আমি একথা বলছি না যে, কোনরূপ ট্যাক্স বসান উচিত হবে না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, যদি নতুন কর বসাতে চান তবে ট্যাক্সএর প্যাটার্ন বদলাতে হবে, স্ট্রাকচার বদলাতে হবে। ইলেকট্রিসিটির খাতে এক কোটি টাকা এখন পাচ্ছেন, নতুন কর ধার্য হ'লে হয়ত ২ কোটি সওয়া ২ কোটি টাকা আয় হবে। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে সেইসব প্রতিষ্ঠানের উপর করভার চাপানো হোক যারা প্রফিট-মেকিং ইন্ডাস্ট্রিজ, মুনাফা যাঁরা করেন। কিন্তু যারা প্রফিট করছে না, তাদের উপর করভার চাপাবেন না। কেবল সেজনাই ট্যাক্স স্ট্রাকচার বদলাতে বলছি লাইট এবং ফ্যানএর ব্যাপারে। আগে যে ধরনের ইলেকট্রিসিটি ব্যবহৃত হ'ত এখন তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়, সাধারণ মানুষও লাইট এবং ফ্যানএর জন্য ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করেন। এসকল কতকটা দৈনন্দিন আবশ্যকীয় বিষয়বস্তু।

[10-20—10-30 a.m.]

গৃহস্থালির কাজে সাধারণ মানুষ যখন লাইট এবং ফ্যান ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করে না তখন সেগুলিকে বাদ দেওয়া হোক, এবং তার জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইসএর উপর কিছু বেশি হারে কর বাড়িয়ে দিন। এতদিন পর্যন্ত এদের উপর কোন করভার ছিল না ঠিকই কিন্তু করভার যখন এই বিলের মাধ্যমে চাপাতে যাচ্ছেন তখন এ সুযোগে ট্যাক্স স্ট্রাকচার এমনভাবে সাজিয়ে নিন যাতে ক'রে গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত আলো ও পাখার উপর বর্তমান কর বাদ দেওয়া হয় এবং অন্যপক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর যদি সামান্য এক নয়া পয়সা বাড়িয়ে দেন তার ফলে অতিরিক্ত এক কোটি টাকা আপনি যে পাবেন তা দ্বারা গৃহকার্যে ব্যবহৃত বিজলী-বাতি ও পাখার উপর বর্তমান কর মকুবজনিত ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, পারপাস অব ইরিগেশন অ্যান্ড এগ্রিকালচার। ইরিগেশন অ্যান্ড এগ্রিকালচারএর জন্য যে ট্যাক্স আপনি পান তা খুবই সামান্য। ইরিগেশন এবং এগ্রিকালচারকে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অতএব ইরিগেশন এবং এগ্রিকালচারএর কাজে যে সামান্য ইলেকট্রিসিটি সাধারণ মানুষ ব্যবহার করবেন তার উপর কোন করভার চাপাবেন না।

তৃতীয়ত, এ করভারের দায় হ'তে আর একটা যে সেকটারকে বাদ দিতে বলছি তা হচ্ছে কটেজ ইন্ডাস্ট্রি। অর্থাৎ যারা ফ্যাক্টরি অ্যাক্টএর আওতায় পড়ে না সেই সমস্ত কটেজ ইন্ডাস্ট্রিকে বাদ দিতে বলছি। তার কারণ হচ্ছে যে, আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচারকে কারটেল করার কথা ইতিমধ্যে উঠেছে। যেভাবে উঠছে তাতে ভয় হচ্ছে যে, হয়ত কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড এগ্রিকালচারএর প্রগতি ব্যাহত হ'তে পারে। এমনি অবস্থায় করভার বসালে আরও ব্যাহত হবে এর প্রগতি। তার জন্যে বলছি যে, কৃষি ও কুটিরশিল্পে ব্যবহৃত বিদ্যুৎএর উপর ট্যাক্স প্রবর্তন করার প্রস্তাব বন্ধ করা হোক যদি এদের এক্সপ্যান্ড করতে চান। বর্তমান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এবং বৃহৎ শিল্প ও কটেজ ইন্ডাস্ট্রির ভেতর এক ধরণের ডিসপ্যারিটি দেখা যাচ্ছে। এই ডিসপ্যারিটি দূর করা অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। কুটিরশিল্প ও এগ্রিকালচারাল সেক্টরএ যদি আমরা প্রোডাকসন না বাড়াতে পারি তা হ'লে ইনফ্লেশন অন্তত দ্রুত বেড়ে যাবে। ইনফ্লেশনকে বন্ধ করার জন্য কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এগ্রিকালচারকে সরকারের তরফ থেকে আরও সাহায্য দান করা উচিত। সুতরাং আমাদের অর্থমন্ত্রীর কাছে নিবেদন যে, কটেজ ইন্ডাস্ট্রি এবং এগ্রিকালচার এ দুটি বিষয়কে বিদ্যুৎ-করের বোঝা হ'তে বাদ দেওয়া হোক এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত যারা ডোমেস্টিক পারপাসএ ফ্যানস অ্যান্ড লাইটস ব্যবহার করবেন তাঁদেরও বর্তমান করভার হ'তে মুক্তি দেওয়া হোক।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, my remarks on this amendment which has been moved by Sj. Naren Das will be very brief. Item No. 8, viz., purposes of irrigation and agriculture, has been sought, under the amendment, to be released from taxation burden. I believe, Sir, this is a very desirable move, because we are in the midst of a food crisis and this food crisis will continue for some time. It is desirable that everything which goes towards the solution of the problem of food should be done and I believe that to some extent the Minister of Finance would be helping irrigation and agriculture and therefore helping the solution of the problem of food if he were to release irrigation and agriculture from the burden of taxation. I believe the same may be said about cottage industries and small-scale industries.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, the first amendment which has been moved by Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya is that clause 3(*b*) be omitted, that is to say, exemption be given to Tramway Company, mines and industrial undertakings. Sir, I wonder why he has left off the railway administration? That also could have been included in his amendment and practically it will cover all the affairs of human life, and therefore, no

taxation is possible except taxation for those who are rich in voice and vocabulary, that is to say the lawyers will have to be taxed. If they speak more than five minutes they should be taxed. That is one way of taxation. I do not know whether lawyers are rich or poor; they may be rich, they may be poor. Sir, the point is I would have liked to include the railway administration also in this sub-section. Only I could not do it because of the constitutional difficulties. Under the Constitution we cannot tax the railway administration in a State Legislature. Sir, I do not think that charging one naya paisa or so in the case of local tramway or mines is going to increase either the value of the coal or the prices of tram tickets or of the industrial undertakings. As I have said just now, it has been estimated that only two per cent. of the total cost of the undertakings can be attributed to electricity. Therefore, it is a very small amount. You may say if it is a small amount why not exempt that also? That is the problem. If I have got to tax, I must tax in a sphere where it will be widely distributed among the large number of consumers.

With regard to the amendment of Sj. Naren Das I think he said "যাদের উপর কোন ট্যাক্স ছিল না, তাদের উপর কেন ট্যাক্স বসান হচ্ছে না?" That is with regard to lights and fans. He has made a mistake. Since 1935 there is a charge levied and paid on the units of energy consumed for the purpose of fans and lights at the rate specified in the First Schedule. They have been paying. There is nothing new. What he has proposed is something new that if it is for domestic purposes, then you should not charge it. If you look at Schedule II you will find the old Act had stated that the exemption list should continue in the Second Schedule in the case of Tramway Company save and except all premises used for residential or office purposes, in the case of a mine save and except the premises used for residential or office purposes, and in the case of industrial undertakings save and except the premises used for residential or office purposes. Therefore, the system was that you charge for the domestic lights and fans and the industrial undertakings were exempted. That was in 1935 Act. In those days I could easily understand why the Tramway Company and industrial undertakings could be exempted, because at that time most of these concerns were in the hands of the foreigners. I do not see why we should follow that rule today.

The next question is the question of irrigation and agriculture. I entirely sympathise with him that in the case of irrigation and agriculture any amount to be realised from them could be avoided; on the other hand the better way would be to give them a subsidy, to those who are using lift irrigation, small pump for lift irrigation in certain areas. The amount would be very small. We can easily make it up by some subsidy proposed today.

With regard to the last item, namely, cottage industry, etc., I have said that so far as cottage industries and small-scale industries in our Bill are concerned, they will pay one-third of a naya paisa. In fact I find Sj. Naren Das wants by his amendment with regard to this matter that no charge should be made for electricity supplied to small-scale and cottage industries.

[10-30—10-40 a.m.]

I do not agree with him that all these concerns should be treated like a commercial concern, that is to say, so much on the expenditure side, so much on the receipt side should be shown and so on. The other day, some friends in the other House questioned as to how are the industrial undertakings like the cottage and small-scale industries are going to pay this duty. I said that whether they can afford to pay or not is a matter which

is under the consideration of Government. We are spending large sums of money for these industries, we are giving them loans under the cottage industry plans and therefore when a group of people under co-operative system take some money from the Government for running a cottage industry, all the necessary expenditure should be shown on the expenditure side of the balance-sheet and the income should be on the other side. The amount that we have suggested is only one-third of a naya paisa which is too little to be taken into consideration. With these words, I oppose the amendments of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya and Sj. Naren Das.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that the Council recommends that clause 3(*b*) be omitted was then put and lost.

The motion of Sj. Naren Das that the Council recommends that in clause 3 after sub-clause (*b*) the following new sub-clause (*c*) be added, namely:—

"(*c*) in clause (*b*) of the proviso the following sub-clauses shall be added, namely:—

'(*vii*) lights and fans for domestic purposes;

(*viii*) purposes of irrigation and agriculture;

(*ix*) any undertaking which is a cottage industry or a small-scale industry and which is not a factory under the Factories Act, 1948'."

was then put and lost.

Clause 7

Sj. Naren Das: Sir, I beg to move that the Council recommends that in clause 7(1) in the proposed First Schedule after the words "A—For lights and fans" in the caption, the words "for other than domestic purposes" be added.

Sir, I also beg to move that the Council recommends that in clause 7(1) in the proposed First Schedule group B for any other purpose—for item (a), the following be substituted, viz.:—

"(a) (i) for electricity consumed by any undertaking which is a cottage industry or a small-scale industry and which is not a factory under the Factories Act of 1948—Nil.

(ii) for every units of energy or fraction thereof consumed by an industrial undertaking for electrolytic process or electric furnace subject to the condition that the inspecting officer appointed under sub-section I of section 7, is satisfied that the cost of energy consumed is not less than incurred by such industrial undertaking provided that separate meters and sub-meters are installed for indicating such consumption separately—1 naye paisa".

Sir, I also beg to move that the Council recommends that for clause 7(2), the following be substituted, namely:—

"(2) In th Second Schedule to the said Act—

(i) Items (4), (5) and (6), and Explanation (1) shall be omitted.

(ii) The following items shall be added after item No. (9), namely:—

'(10) any consumer using electric energy for lights and fans for domestic purposes,

(11) any consumer using electric energy for irrigation and agriculture purposes,

(12) any undertaking which is a cottage or small-scale industry and which is not a factory under the Factories Act, 1948'."

স্যার, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রিমহাশয় তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, বর্তমানে আলো ও পাখার উপর কর আদায় করা হচ্ছে। এখন যে লাইটস অ্যান্ড ফ্যানসএর উপর ট্যাক্স দিতে হয়, আমি সেকথা জানি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, কেবল গৃহকার্যে ব্যবহৃত লাইটস অ্যান্ড ফ্যানসএর উপর যে ট্যাক্স দিতে হয়, সেই ট্যাক্সের হার আমি তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী। গৃহ-কার্যে লাইটস অ্যান্ড ফ্যানস কতকটা নিত্যপ্রয়োজনীয়। এসকল মুনাফার জন্য ব্যবহার করা হয় না। যেসকল বিষয় -যেমন শিল্প ও খনি -মুনাফার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়—তাদের উপর কর বাড়ালে ক্ষতি নাই। অন্য কথায় আপনি এই ট্যাক্সের প্যাটার্ন—ট্যাক্স স্ট্রাকচার বদলু করুন। গৃহকার্যে ব্যবহৃত পাখা ও বিজলী বাতি রেমিশনএর ভেতর রাখবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এখানে আমরা কত দিচ্ছি? সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক লাইটস অ্যান্ড ফ্যানসএর জন্য কত দিচ্ছে? আমি একথা বলছি না যে, অফিসের প্রয়োজনে যে লাইটস অ্যান্ড ফ্যানস ব্যবহৃত হয় তা মকুব করুন। আমি বলছি বাড়িতে যে লাইটস অ্যান্ড ফ্যানস ব্যবহৃত হয় (রেসিডেন্সিয়াল পারপাসএ) কেবল তার উপর ট্যাক্স তুলে দিন। এখানে দেখতে পাচ্ছি লাইটস অ্যান্ড ফ্যানসএর উপর যে হারে ট্যাক্স ধার্য করা হচ্ছে, তা দশ পয়সা থেকে সওয়া সাত আনা পর্যন্ত: যেমন সওয়া সাত আনা রেট আছে নবদ্বীপে, কার্সিয়াংএ ৫·৫ আনা, কালিম্পংএ ৭·৫ আনা, আসানসোলে ৪ আনা, বহরমপুরে ৭ আনা, মালদহে সাত আনা, মেদিনীপুরে সওয়া সাত আনা, জলপাইগুড়িতে সাত আনা, আর দার্জিলিংএ তিন আনার চেয়ে কিছু বেশি। আব ডি-ভি-সি থেকে সরকার যেটা দিচ্ছেন -বর্ধমান, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী ইত্যাদি সব জায়গায় পাঁচ আনা করে এ হার যথেষ্ট বেশি। এখানে ডি-ভি-সি থেকে যে হারে বিদ্যুৎশক্তি কেনা যায় তার উপর সরকার যথেষ্ট লাভ করছেন উপরোক্ত সকল জায়গায়। সেখানে যে রেটে দিচ্ছেন এবং তার ফলে সরকার লাভ করছেন তার জন্যে এই ডি-ভি-সি পরিবেশিত এলাকায় যে দু-পয়সা অতিরিক্ত করভার চালান হচ্ছে, তা আমি তুলে দিতে বলছি। অবশ্য এ শুধু রেসিডেন্সিয়াল পারপাসএর জন্য, অন্য কোথাও নয়।

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, in view of rejection of the amendment which I moved earlier this amendment, namely:—

"that the Council recommends that in clause 7(1) in the proposed First Schedule in Group B—For any other purpose, items (a) and (b) be omitted.",

falls through, and I do not press for it, and the other one, viz., No. 7.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, with regard to the amendment of Shri Naren Das I quite see that he is consistent that the light and fan for domestic purposes should not be charged. As I have been saying that the lights and fans for domestic purposes whether it is a residential house belonging to a Company or Tramways Company are charged so also the lights and fans for domestic use in an ordinary use are charged. There is no new imposition with regard to this particular purpose.

Sir, with regard to Shri Nagendra Kumar Bhattacharyya's amendment he is not moving it.

Shri Naren Das has proposed an amendment that the units of energy and fractions thereof should be charged at one naye paise. Sir he has gone beyond our demand. We said that the charges for unit and energy consumed by the industrial undertakings for electrolytic process should pay one naye paise for three units whereas my friend Shri Naren Das says one naya paisa for each unit. He is practically asking for three times the rate which we are proposing. My friends have confused the two issues. This

duty is to be payable not on the rate charged for current consumption but upon the amount of unit consumed whether the cost of current consumption is six annas, five annas, or four annas, that has got nothing to do with it. We simply put the duty on the total amount of current consumed.

Sir, with these words, I oppose all the amendments.

The motion of Sj. Naren Das that the Council recommends that in clause 7(1) in the proposed First Schedule after the words "A—For lights and fans" in the caption, the words "for other than domestic purposes" be added, was then put and lost.

The motion of Sj. Naren Das that the Council recommends that in clause 7(1) in the proposed First Schedule Group B—for any other purpose—for item (a), the following be substituted, viz.—

"(a) (i) for electricity consumed by any undertaking which is a cottage industry or a small-scale industry and which is not a factory under the Factories Act of 1948—Nil.

(ii) for every units of energy or fraction thereof consumed by an industrial undertaking for electrolytic process or electric furnace subject to the condition that the inspecting officer appointed under sub-section 1 of section 7, is satisfied that the cost of energy consumed is not less than incurred by such industrial undertaking provided that separate meters and sub-meters are installed for indicating such consumption separately—1 naye pise",

was then put and lost.

The motion of Sj. Naren Das that the Council recommendes that for clause 7(2), the following be substituted, namely:—

"(2) In the Second Schedule to the said Act—

(i) Items (4), (5) and (6), and Explanation (1) shall be omitted.

(ii) The following items shall be added after item No. (9), namely:—

'(10) any consumer using electric energy for lights and fans for domestic purposes,

(11) any consumer using electric energy for irrigation and agriculture purposes,

(12) any undertaking which is a cottage or small-scale industry and which is not a factory under the Factories Act, 1948' "

was then put and lost.

Mr. Chairman: As there is no recommendation the Bill goes back to the other House.

Observation by Mr. Chairman regarding late coming.

Mr. Chairman: Before proceeding to the next item I would like to tell the honourable members that I apologise for coming late this day. This was an act of God and I had no hand in it. I was due to arrive here at 6-50 this morning but at 6-30 a.m. we were forced to land at Chakulia aerodrome in Singhbhum district. There is nothing serious as the honourable members seem to be perturbed. It was due to very heavy fog at Dum Dum air port the plane was advised to stay away and we were delayed by about one hour and a half. I came from the Dum Dum aerodrome direct to the Assembly House.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: On a point of order, Sir. When the Deputy Chairman was in the Chair I raised this question and if I heard him correctly he said that the matter will be taken up tomorrow. This day up to 9 a.m. was fixed for submission of the amendments. So we thought and thought reasonably that the matter will not come up before the House today.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: How could you think like that? You have already sent in amendments.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: That is because we were asked to do so but it was not stated that the matter will come up before the House today.

Mr. Chairman: I understand the amendments are being circulated to the members. There is no harm in taking it up now.

Sj. Satya Priya Roy: Mr. Chairman, Sir, we got this day's programme only when we entered the Council Chamber. We of course received notice for submitting our amendments.

Mr. Chairman: It was circulated on the 6th.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Yes, Sir, and amendments were notified. But it was never announced that this will be included in to-day's business. When we entered the House we found the old order changed.

[10-40—10-50 a.m.]

Sj. Satya Priya Roy: Really we were discussing the Secondary Board of Education Bill and it is in the fitness of things that the discussion should continue.

Mr. Chairman: This is an important and urgent Bill.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: Sir, I beg to move that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957 as passed by the Legislative Assembly be taken into consideration. Sir, this Bill is in replacement of the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Ordinance, 1957, which was promulgated by the Governor some time ago. The Bill proposes to introduce section 43D after the existing section 43C in the Calcutta Police Act, 1866, and similarly a new section 17D containing the identical provisions after the existing section 17C in the Calcutta Suburban Police Act of 1866. Our object is to control the indiscriminate use of loudspeakers and microphones in Calcutta and its suburbs. It is well-known that on religious and other festive occasions the playing of gramophone records and other cheap music amplified through microphones, loudspeakers, etc., at all hours of the day and night creates a nuisance which causes considerable inconvenience to the people in the neighbourhood and often has serious deleterious effects on the health of the sick and invalid persons in the areas in which such music is played. It has been found that the existing provisions in the Acts I have mentioned are not sufficient for the purpose of dealing with this type of nuisance for the following reasons.

Under section 43C of the Calcutta Police Act only after the offensive music or sounds have actually commenced that the Commissioner can intervene and order its discontinuance. By that time the mischief will have been done already and the nuisance suffered by the people of the locality. Again, action under section 43C can be taken only when a written complaint is made to the Commissioner and not otherwise. Yet if the Commissioner is satisfied that in the interest of maintaining public peace and tranquillity he should take the initiative and issue orders in advance with a view to preventing annoyance without waiting to receive individual complaints he would do so under the existing section 43C.

Further, section 43C was enacted long ago, i.e., in 1907 when loudspeakers, microphones, etc., were not in vogue. It may be asked whether the expression "Or other noisy instruments" can be interpreted as including loudspeakers or microphones which amplify noise. It has been said that the noisy instruments referred to in section 43C should be akin and similar to horns. Again, microphones, loudspeakers, etc., may be used in any vehicle and yet cause the same annoyance or injury to the health of the public not in any locality, but through all the localities through which the vehicle passes. Hence it is necessary to control the use of loudspeakers fitted in vehicles.

Another lacuna is this: Under the second proviso to section 43C(1) no action can be taken in relation to music or other sounds in any place of public worship or on occasions of any religious observance or ceremony. Yet it is well-known that even at such places or on such occasions cheap gramophone music is often played through loudspeakers and microphones at all hours of the day and night causing a great nuisance and annoyance to the people in the locality. All the above arguments apply with equal force to section 17C of the Calcutta Suburban Police Act of 1866. It is accordingly proposed to insert new section 43D under the Calcutta Police Act and new section 17D under the Calcutta Suburban Police Act, 1866.

With these words, Sir, I commend my motion for the consideration of the House.

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: Although I am rather inclined to agree with my friend, the Hon'ble Minister over the restrictions he proposes to put on the playing of microphones and similar equipments for amplifying human voice, etc. I am constrained to say that fears have been expressed in the other House as also there are fears which are felt here in this House that the Bill may be used to suppress the legitimate political activities by parties in opposition. I find that the Home Minister has accepted an amendment in the other House. That has improved the matter a little. I feel that he should also accept some provisions for appeal which have been proposed by my friend Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya in his amendments to the provisions. I quite understand that sometimes these performances are very irritating and injurious to the public, but even at this stage I would like him to consider whether these provisions for appeal should be accepted in this Bill.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: That provision is there in the Criminal Procedure Code—revisional power.

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: I would like the Hon'ble Minister to give this assurance that when confiscation of the loudspeakers and other instruments belonging to small traders will be made, there will not be justice without mercy.

[10-50—11 a.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I welcome this measure that the Minister in charge of the Police Department has placed before the

Council for one very good reason. These microphones and loudspeakers are being used absolutely indiscriminately and I believe that the Police even now have powers to control this nuisance, but the police have not adequately moved in the matter. What I am afraid of is that this amended Act will remain more or less a dead letter. The administration of the laws under the Police in Calcutta as well as outside—I am thinking particularly of Calcutta because I am acquainted with the conditions of Calcutta—is of a very perfunctory nature and very little relief is given even under the known laws of the State by the police to the people concerned. Sir, it is well known that irresponsible young men, people who are unemployed and have nothing to do and who live really on collections of subscriptions from unwary citizens, sometimes by threat, use these microphones and loudspeakers in an indiscriminate manner. So vigorous steps ought to be taken by the police under this Act and to give effect to its provisions. Sir, I would like to impress upon the Minister in Charge that he should personally see to it that instructions are issued immediately after the passing of this Act to the police to take vigorous steps under this Act so that some kind of precedent may be created and an impression may be created upon the section of the people who are responsible for the indiscriminate use of loudspeakers and microphones in the manner stated in the Bill.

Janab Abdul Halim:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, মাননীয় পুলিশমন্ত্রী কালিপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্যালকাটা অ্যান্ড সুবার্বান পুলিস অ্যামেন্ডমেন্ট বিলএর যে অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এনেছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে, জনস্বার্থের জন্য, কলিকাতার অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই বিলের প্রয়োজন। কারণ কলকাতায় যে রকম মাইক্রোফোন এবং লাউডস্পীকারের উপদ্রব, সে সম্বন্ধে নীতিগতভাবে আমি এর বিরুদ্ধে কিছু বলছি না, কিন্তু দেখা গেছে রাত্রি দশটার পর পাড়ায় পাড়ায় লাউডস্পীকার ব্যবহারের দরুণ গোলমাল হয়। আমার এক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, এখানে এই বিলে পুলিশের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু পুলিশ ক্ষমতা যেভাবে ব্যবহার করে তাতে আশঙ্কা হচ্ছে, পুলিশ যেভাবে ডিসক্রিমিনেটরি ক্ষমতা ব্যবহার করে তাতে আমার আশঙ্কা হচ্ছে এক পক্ষের লাউডস্পীকার নিয়ে প্রচারে যাওয়ায় পুলিশ কিছু বলে না, কিন্তু অন্যপক্ষ লাউডস্পীকার নিয়ে গেলে বাধা দেয়। এই কলকাতা শহরে নানা দলের নানা রকম দাবিদাওয়া নিয়ে সভা-সমিতির জন্য মাইকের দরকার হয়। এই বিলের ধারা সেই সবের উপর প্রযোজ্য হবে কিনা সে সম্বন্ধে এই বিলে কিছু বলা নাই। কাজেই এইভাবের একটা অ্যাস্যুরেন্স থাকা দরকার। এই আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে ভার দেওয়া হচ্ছে পুলিসের সাব ইন্সপেক্টর ও পুলিসের সার্জেন্টদের উপর। আমরা জানি কলকাতা পুলিসকে ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। কাজেই এইভাবের একটা অ্যাস্যুরেন্স থাকা দরকার যে, এটা বিশেষ কোন দলের বিরুদ্ধে বা বিরোধী দলের যারা মিটিং করবে তাদের উপর প্রযোজ্য হবে না। তা হলেই আমরা আশ্বস্ত হতে পারি।

Sj. Devaprasad Chatterjea: Mr. Chairman, Sir, I welcome this Bill moved by the Home Minister. In fact, the citizens of Calcutta feel greatly annoyed on many occasions specially during the Puja and other celebrations by the indiscriminate use of loudspeakers and microphones. Sometimes patients cannot have any sleep at night due to such indiscriminate use of microphones. So such a Bill was long overdue, and I welcome it. It is rather painful to see that my friends opposite would always be ascribing motives to any Bill. In fact, there is a provision in clause 2(b) that the State Government may on its own motion or on the representation of any person or persons aggrieved, modify, alter or cancel any such order. So in this sub-clause if there is any misgiving that is alleged for the *bona fide* of such microphones they need not be unduly afraid of.

There is a lacuna in the proposed Bill. This Bill will relate to the whole town of Calcutta and suburbs. Here I believe that the town of Calcutta means the town which is within the jurisdiction of the Calcutta High Court and the suburbs means the area that was subsequently brought within the area of Calcutta Corporation. But unfortunately the area which has been recently included within the Calcutta Corporation, i.e., in 1953, I mean the area of the Tollygunje Municipality, that is not covered by the proposed Bill. Previously on the floor of the House, perhaps two years back, I drew the attention of the Chief Minister who was then the Home Minister as well, that the city of Calcutta as at present constituted should be administered by the same set of Police administration. Now, Sir, portion of the previous Tollygunje Municipality, there is a small area within the Calcutta Police, and that is only half of 78 ward of the Calcutta Corporation area, but 76, 77, portion of 78, 79, all these wards are at present administered by the Bengal Police. It is in my opinion, for purposes of simplfying administration and also bringing the whole area of Calcutta within the same administration there should be suitable amendment immediately in the Calcutta and Suburban Police Administration Act which is in vogue, for bringing the whole area under the same administratıcn.

In the last speech when I referred to this matter the Chief Minister was very kind to assure that this can be done by a simple notification. I once again draw the attention of the present Home Minister to this urgent requirement of this newly added area of the Calcutta Corporation and I welcome the Bill.

Sj. Manoranjan Sen Gupta: Sir, in welcoming the Bill I would point out that a punishment that has been proposed seems to me to be very excessive. In view of the fact that there is this provision of imposing fines to the extent of rupees one hundred why this confiscation clause should be there? This would entail a great loss to the party concerned by which they will suffer very much. So, I think that the portion "confiscation" should be omitted from the list of punishments.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee:

মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আনন্দের কথা যে, বিরোধী দলের বন্ধুরা সরকারপক্ষের সঙ্গে সহমত হয়েছেন এই বিল নিয়ে। মাইক্রোফোন নিয়ন্ত্রণ করার যে আশু প্রয়োজন আছে সে কথা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। এবং আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য মহাশয় স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছেন এই মাইক নিয়ন্ত্রণ বিলকে। সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন বন্ধু, বিশেষত আমার বন্ধু ডাঃ মণীন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, একটু সংশয় প্রকাশ করেছেন, হালিম সাহেবের মনেও যেন সেই সন্দেহ আছে। অবিশ্বাস থেকেই সন্দেহের জন্ম হয়। তা যদি নিরসন করতে হয় অবিশ্বাসকে মন থেকে দূর করার প্রয়োজন। আমি যে আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি বিধান সভায় দিয়েছি, সেই আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি এই বিধান পরিষদ ভবনেও দিচ্ছি—এই বিলটার প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। কোন রাজনৈতিক দলের এতে চঞ্চল বা আতঙ্কগ্রস্ত হবার কোন কারণ নাই। তাঁদের কার্যাবলী, তাঁদের সভাসমিতির যে অধিকার তা ক্ষুণ্ণ বা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে এই মাইক্রোফোন নিয়ন্ত্রণ বিল আনা হয় নি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁদের সকলেরই সহযোগিতা প্রার্থনা করব যে, তাঁরা সহযোগিতা দিন যাতে ক'রে এই বিলটার প্রয়োগ সঙ্গতভাবে হতে পারে এবং এর যে উদ্দেশ্য জনস্বাস্থ্য এবং জনস্বার্থ সেই উদ্দেশ্য যাতে সফল হয়। এই বিলের সম্বন্ধে বিরোধীদলের বন্ধুরাও খুব বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে নি। তার জন্য আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

[11—11-10 a.m.]

The motion of the Hon'ble Kalipada Mookerjee that the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, I beg to move that in clause 2, in the proposed section 43D(2), line 2, the words "or use such force" be omitted.

Sir, when I move this amendment, it may not be supposed that I am against controlling the use of loudspeakers or microphones or things of that nature. What I beg to submit is that unrestricted use of force should not be allowed to the police officers for the very purpose for which the amending bill is going to be enacted would be frustrated. That very purpose may be frustrated if the police are allowed to use unrestricted force and the result may be disastrous. If a person violates the order of the Commissioner of Police or of the Government, the police would go and prosecute the delinquents and the imposition of fine would be sufficient deterrent for repetition of the same. If instead of that, police are allowed to use force, there will be breach of peace and they may use force by lathi charge, by using tear-gas or even by assault. I think such an unrestricted power should not be given to the police. At least some time may be allowed to pass to see whether prosecution would suffice. Therefore I submit that the words "or use such force" be deleted from clause 2.

My next amendment runs to this effect:

Sir, I beg to move that in clause 2, after the proposed section 43D(5), the following be added, namely:—

> "(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, or any other law for the time being in force an appeal shall lie to the High Court from any order of conviction or forfeiture or both passed under sub-section (4) of this section."

Sir, we all know that in case of a conviction amounting to not more than Rs. 100 by Presidency Magistrate, no appeal lies to the Hon'ble High Court. Now, again, against the order of forfeiture, no appeal lies to the Hon'ble High Court. So in regard to this clause it is intended that an appeal should lie on question of fact as well as of law.

Sir, I heard the Hon'ble Minister to say that there is the right of a revision, but we all know that in case of revision questions of facts are not gone into. Only the question of law is considered. It is better in a matter of this kind in which there may be forfeiture that the right of appeal should be given to the persons aggrieved. I would, therefore, humbly suggest that this addition may be made and this amendment may be accepted. Sir, it may be a small matter, namely, the question of fine to the tune of Rs. 100, but the question of forfeiture may be of some importance, for properties valued at a considerable sum may be involved in it and the order of forfeiture may be made in respect of the same. I would, therefore, suggest that the matter should not be taken so lightly and there is no harm if an appeal is allowed both on questions of facts as well as on questions of law. I would, therefore, appeal to the Hon'ble Minister to consider this matter. If he refers to the Criminal Procedure Code, he will find that my submission is borne out by the provisions in the Criminal Procedure Code.

With regard to the question of forfeiture, there is only one section, namely, section 520 of the Criminal Procedure Code which deals with the

question of revision, but that section deals only with an order passed under sections 517, 518, and 519. It does not cover a case which is contemplated in this connection, namely, forfeiture by virtue of the provisions in this Amending Act. Only in those cases mentioned above section 520 may be available to the aggrieved people. In view of all these facts and circumstances I would appeal to the Hon'ble Minister to consider whether a right of appeal should be given specially regarding questions of facts.

With these words I move my amendments.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: I shall give you a joint reply to amendments to clauses 2 and 3, because they are identical provisions.

Mr. Chairman: You can reply to these amendments to clause 2 now.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee:

মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, শ্রদ্ধেয় নগেনবাবু যে সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তার মধ্যেই সেই আশঙ্কা এবং আতঙ্কের মনোভাব তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পুলিস কর্মচারী তাদের হাতে যদি ক্ষমতা দেওয়া হয় সেই মিনিমাম ফোর্স তাদের ইউজ করবার যে অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে সেই অধিকারের অপব্যবহার তাঁরা করবেন। যদি বিলের ধারাটা আপনি দেখেন তা হ'লে দেখবেন

to take such steps by use of such force as may be reasonably necessary to secure compliance with any order made under section 43D.

অর্থাৎ তাদের হাতে ক্ষমতা শুধু এটুকুই দেওয়া হয়েছে যে, যখন আইনটা প্রয়োগ করবেন যেখানে দিবারাত্র "লারে লাপ্পা" চলবে বা আজকাল যেসমস্ত গান সহজ সরল এবং সস্তা সংগীত চলতে থাকবে, মানুষ যখন দিশাহারা হয়ে পড়বে, সেখানে যারা অসুস্থ রোগী রয়েছে এবং বৃদ্ধ রয়েছে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে, তখন পুলিস কর্মচারী সেখানে উপস্থিত হবেন, হয়ে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে থাকবেন, বলবেন মাইক ফেরত দাও, তারা বলল দেব না, সেই মাইক নিয়ে যাবার অধিকার তাদের থাকবে না, মাইক স্থানচ্যুত করবার, টানাটানি করবার অধিকার থাকবে না। আজ শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবুর যে সংশোধনী প্রস্তাব দিচ্ছেন তা যদি আমরা গ্রহণ করি তা হ'লে পুলিস কর্মচারীদের কাষ্ঠপুত্তলিকার ভূমিকায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ থাকবে না। কাজেই আমি এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না। তিনি দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে যে কথা বলেছেন--তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী—তিনি জানেন যে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডএ যে অ্যাপীলের ব্যবস্থা তাতে, আমি আপনার কাছে উপস্থাপিত করতে পারি, সেই আইনগুলিতে এইরকম বাজেয়াপ্ত করার ধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে, কিন্তু স্বতন্ত্র অ্যাপীলের ব্যবস্থা নাই। কাজেই সেসব আইনগুলি যেমন,

Calcutta Municipal Act, sections 237, 474, 487, Sea Customs Act—section 19A, 167, Essential Supplies Act—section 10, Opium Act—sections 10 and 14, Excise Act, Indian Penal Code, Public Gambling Act, Howrah Offences Act,

এরকম কতগুলি আইন রয়েছে যে আইনে ফরফিচারএর ব্যবস্থা আছে, বাজেয়াপ্ত করবার কোর্টএর অধিকার আছে, কিন্তু সেই অধিকারের বিরুদ্ধে, ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডএর বিরুদ্ধে যে অ্যাপীলের ব্যবস্থা আছে তাই গ্রহণ করা হয়েছে, নতুন ক'রে ধারা প্রয়োগ করবার প্রয়োজন নাই। এই ব'লে আমি তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

[11-10—11-20 a.m.]

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 2, in the proposed section 43D(2), line 2, the words "or use such force" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 2, after the proposed section 43D(5), the following be added, namely:—

"(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, or any other law for the time being in force an appeal shall lie to the High Court from any order of conviction or forfeiture or both passed under sub-section (4) of this section."

was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 17D(2), in line 2, the words "or use such force" be omitted.

Sir, I also move that in clause 3, in the proposed section 17D(4), in line 5, after the words "shall be punished" the words "by a Magistrate not below the rank of a first class Magistrate" be inserted.

Sir, in moving these amendments I would first of all reply to the arguments advanced by the Hon'ble Home Minister that in case of violation of the order of the Commissioner of Police, the police officer will go, stand there like a statue and will go back without exercising any power. Well, if the section be read omitting the words "or use such force", there would be sufficient powers given to the police officer to do the needful. With your permission, Sir, I shall place that for the opinion of the House. "A police officer, not below the rank of a Sub-Inspector or a Sergeant, may take such steps"—I would only delete the words "or use such force"—and then "as may be reasonably necessary for securing compliance with any order", etc., should remain. So even if these words be omitted, there would be sufficient power left to the police to take proper steps.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: Sir, is he speaking on his amendment or replying to my arguments?

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: No, Sir, I am replying to the arguments advanced by the Hon'ble Minister. The same wording occurs also in this clause to which I am moving my amendment. The Hon'ble Minister has said that no power would be left to the police officer...........

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: Are you speaking on clause 3?

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Yes, I am speaking on clause 3—the proposed section 17D(2) in which it is said that "a police officer not below the rank of a Sub-Inspector or a Sergeant, may take such steps or use such force as may be reasonably necessary." Sir, I move the amendments for deletion of the words "or use such force". "The police may take such steps as may be reasonably necessary" these words remain there. So, the Police officer, when he would see that violation of the order of the Commissioner of Police is made in his presence, he will not be without powers to check it. There is sufficient power. What I say is this, if you expressly mention "or use such force" without any restriction whatsoever then what would be the result? The result would be disastrous. The disease can be remedied by this provision only and if you expressly say that the Police officer will be entitled to use force he will not wait.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: The word "reasonably" is there.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Who will decide whether it is being done reasonably or not? When a person uses force he cannot use it after weighing it in golden scales. That cannot be done. "Such steps as may be reasonably necessary" these words are there. That gives sufficient power to the Police. My submission before the House is, don't equip the Police with unrestricted power of using force. That will, at least sometimes if not always, bring disaster.

Then I also beg to move that after the proposed section 17D(5), the following be added, namely:—

> "(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, or any other law for the time beng in force an appeal shall lie to the Sessions Judge from any order of conviction or forfeiture or both passed under sub-section (4) of this section."

It has been stated by the Hon'ble Minister that when there is a question of forfeiture an appeal automatically lies to the High Court but in my humble submission that is not the correct position of law, for there have been cases in which it has been held by the High Courts that simply because there is an order of forfeiture the appeal does not lie. Here what would happen? Non-appealable sentence, viz., fine will be inflicted so that there will be no appeal. What is the harm if a right of appeal be given to the aggrieved person? This is the matter which is for consideration of the House. If there is a right of appeal, I would take a leaf out of the Hon'ble Minister's Book and say if that is the intention of the legislation and if it is the intention of the Hon'ble Minister to give the right of appeal to the aggrieved person why don't you make the position clear? Why don't you incorporate this clause? Why don't you accept my amendment? If it is the intention of this amending Bill to give the right of appeal give it by all means in express terms without leaving the matter for consideration of the honourable Judges of the High Court.

With these words, Sir, I move my amendments.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: I do not want to repeat the same set of arguments which I have given in connection with the other two amendments.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 3, in the proposed section 17D(2), in line 2, the words "or use such force" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 3, in the proposed section 17D(4), in line 5, after the words "shall be punished" the words "by a Magistrate not below the rank of a first class Magistrate" be inserted,

was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that after the proposed section 17D(5), the following be added, namely:—

> "(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), or any other law for the time being in force an appeal shall lie to the Sessions Judge from any order of conviction or forfeiture or both passed under sub-section (4) of this section.",

was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and greed to.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: Sir, I beg to move that the Calcutta nd Suburban Police (Amendment) Bill, 1957, as settled in the Council, be assed.

The motion was then put and agreed to.

11-20—11-30 a.m.]

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957.

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the Prisons West Bengal Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken nto consideration.

Sir, this is a very simple Bill. Some sections of the Prison Act, 1894, ave been amended and some sections have been omitted from the said Act. t was found necessary by this House to abolish the Whipping Act in 1955.

Mr. Chairman, Sir, whippng has a very degrading effect and for this urpose Government was considering it desirable to abolish the whipping s a punishment for prison offences. According to the Jail Code, the punishent of whipping can only be inflicted in case of mutiny or incitement to utiny or serious assault to any public servant or prisoner or visitor to jail nd it was found not necessary during the last years. This was not a ecessary evil if I may be pardoned to say for maintaining discipline and ontrol of prisoners in the jail it does not require any force. But actually we o find such provision in the Prisons Act of 1894. So in this Bill we have roposed to amend the provision which contains infliction of this punishent under the Prisons Act, 1894. Transportation has also been proposed) be omitted from the Prisons Act. Transportation as a form of judicial unishment has been abolished. In this Bill, the amendment on gunny or oarse clothing has been accepted by the Government in the Lower House. unny or coarse cloth has been substituted by ordinary clothing. Accordigly, abolition of whipping has been effected, penal diet has been abolished e clause on clothing has been amended and the clause on transportation as been proposed to be omitted in this Bill.

With these words, Sir, I commend my motion for consideration of the ...

Sj. Satish Chandra Pakrashi:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, মাননীয়া জেলমন্ত্রীমহাশয়া জেলখানার ভিতর বেত্রদণ্ড উঠিয়ে দেবার না যে ব্যবস্থা করেছেন সেটা অনেক বিলম্বে হলেও খুব ভাল হয়েছে বলা যায়। কিন্তু খন জেল-কোডের সংশোধনী করা হ'ল তখন সেখানে আরও যেসমস্ত অমানুষিক নির্মম অত্যাচার জেলের মধ্যে চলছে সেগুলির কেন সংশোধনের ব্যবস্থা হল না? আমার দীর্ঘকাল জেলের অভিজ্ঞতা থেকে জানি—এই যে বললেন কয়েদীদের চটের কাপড় পরান বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে, এটা খুব ভাল; কিন্তু তা ছাড়াও ডাণ্ডাবেড়ি, হাতকড়া লাগিয়ে রাখা হয়। স্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে একটা লোককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেওয়ালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

এমনিভাবে ৮।১০ ঘণ্টা পর্যন্ত রেখে একটা মানুষকে পশুর মত ব্যবহার করা হয়। তারপর সেলের মধ্যে আটক রাখা হয়। এই সেলের মধ্যে থেকে গরমের দিনে লোকে পাগল হয়ে যেতে পারে। আবার শীতের দিনে শীতের দারুণ কষ্ট ভোগ করতে হয়। একটা সামান্য অপরাধের জন্য সেলের মধ্যে আটক রেখে পশুকে যেসমস্ত শাস্তি দেওয়া হয়, সেই সমস্ত শাস্তি মানুষকে দেওয়া হয়। যদি জেল-কোড সংশোধন করবার মনোভাব এসেই থাকে, তা হ'লে কেবল বেত্রদণ্ড রহিতের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য যেসমস্ত জুলুম, নির্মম অত্যাচার জেলের মধ্যে রয়েছে তার প্রতিকারেরও ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। যেমন ডাণ্ডাবেড়ি লাগান, শিকল পরিয়ে রাখা, ক্রসবারে আটকে পা ফাঁক করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাখা হয়। এছাড়া হাতকড়া লাগিয়ে রাত্রিতে শুয়ে থাকতে হবে, অথবা স্ট্যান্ডিং হ্যান্ডকাপ হাতকড়ায় লাগিয়ে দেওয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তা ছাড়া জেলের মধ্যে যদি কোন বন্দী অপরাধ করে তা হ'লে তাকে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টএর সামনে হাজির করা হয়; কিন্তু সেখানে জেল-ওয়ার্ডাররা বা অফিসাররা যা অভিযোগ করবে সেইটাই সত্য ব'লে গণ্য হয়, আর বন্দীদের কোন কথা শোনা হয় না, তাকে কোন কথা বলতেই দেওয়া হয় না। এই সমস্তগুলির কোন ব্যবস্থা নেই, এটা সংশোধনীর মধ্যে থাকলে ভাল হ'ত। একদিক দিয়ে যেমন বেত্রদণ্ড রহিত করা হ'ল তেমনি এগুলির প্রতিও দৃষ্টি দিলে ভাল হ'ত। জেলের ভিতর বেত্রদণ্ড রহিত করার ব্যবস্থা, অনেক বিলম্বে হলেও, খুব ভাল হয়েছে, এটা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু যখন বেত্রদণ্ড রহিত করবার দিকে দৃষ্টি গেল, তখন এইসমস্ত অমানুষিক, নির্মম অত্যাচার যেগুলি ইংরাজের আমলে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আমাদের এখানে প্রচলিত রয়েছে, সেগুলিকেও রহিত করা উচিত ছিল। আমি আশা করি সেগুলি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা হবে।

Janab Abdul Halim:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, বৃটিশ আমলে যেসমস্ত পানিশমেন্ট আমাদের দেশের স্বাধীনতাকামী লোকেদের উপর জেলে দেওয়া হ'ত, সেখানে যেসমস্ত বর্বর প্রথার পানিশমেন্ট ছিল, যেমন বেত্রদণ্ড, পেনাল ডায়েট, কাঁকর মিশিয়ে ভাত দেওয়া হ'ত, বিনা নুনে, কোন তরকারি দেওয়া হ'ত না, ইত্যাদি সাজার ব্যবস্থা আজও ১০ বছরের কংগ্রেস শাসনের পরেও উঠতে পারে নি। এই আইনে যে সেসব উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে—আশার কথা। কিন্তু এতদিন পরে আমাদের জাতীয় গভর্নমেন্টের যে চেতনা হয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি 'বেটার লেট দ্যান নেভার'। যেসমস্ত নৃশংস অত্যাচার জেলের মধ্যে হয়েছে তা আমরা জানি। বৃটিশ আমলের সাজার ব্যবস্থা কংগ্রেস আমলেও বহুদিন চলেছে, সেটা আমরা জেলে থেকে দেখেছি। বৃটিশ আমলে জেলে যে বর্বর শাস্তির নিয়ম ছিল তা আমরা ভোগ করেছি। এখন সুখের কথা এই সমস্ত ব্যবস্থা তাঁর স্টেটমেন্টের ভেতর রয়েছে—জুডিসিয়াল কারণে বেত্রদণ্ড উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, ভাল কথা। পেনাল ডায়েট, গানি ক্লথ—মাসের পর মাস চটের কাপড় পরিয়ে রাখা হ'ত আসামীদের। এই সমস্ত কম্বল ও কাপড়ে যে উকুন থাকে তার কামড়ের অসহ্য যন্ত্রণা তাকে দিনরাত ভোগ করতে হ'ত। এটা উঠিয়ে দেওয়া উচিত।

সেলের পানিশমেন্ট সম্বন্ধে আমাদের বন্ধু মাননীয় সতীশ পাকড়াশী মহাশয় বলেছেন, এই সমস্ত উঠিয়ে দেওয়া ভাল। ট্রান্সপোর্টেশন আমাদের দেশে শাস্তি হ'লেও আর আন্দামানে সমুদ্রপারে পাঠান হয় না। অথচ সেটা আজ চালু রয়েছে, এখানেই থাকতে হয়। এগুলো সংশোধন করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুরোধ করব—এই 'বার ফেটার্স' সামান্য কারণে, একটু দোষ করলে, সাত দিন এই বার ফেটার্স পরিয়ে রাখা হয়, হ্যান্ডকাপ দেওয়া হয়, ক্রস-বার দেওয়া হয়; স্ট্যান্ডিং হ্যান্ডকাপ ও নাইট হ্যান্ডকাপ পরান হয়। হ্যান্ডকাপ দিয়ে রাত্রিতে কি করে আসামীরা শুতে পারে বুঝতে পারি না। সেইসব এখনও চালু আছে। এই সমস্ত অমানুষিক ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করে এর সংশোধন করা উচিত। বৃটিশ আমলের শাস্তিব্যবস্থার যেসমস্ত রেলিকস আজও রয়েছে তা রহিত ক'রে নূতনভাবে গড়ে তোলার জন্য আরও ভালভাবে আইনটির সংশোধন করা উচিত।

Sj. Monoranjan Sen Gupta: 'Sir, I should like to say a few words on this Bill. What is being done is welcome. I have an experience of jail life.

What I have heard from my friends is that punishments still exist which are horrible and inhuman. I hope the Hon'ble Minister in charge will introduce another Bill at an early date to remove these inhuman punishments that still exist in the prisons because these things do not behove a civilised Government to continue for a long period of time. So I would request the Hon'ble Minister to bring in early a Bill to abolish all these punishments from the Jail Code.

11-30—11-40 a.m.]

Dr. Charu Chandra Sanyal:

সভাপতি মহাশয়, যে বিল এখানে আনা হয়েছে সেটা বাস্তবিকই খুব ভাল, কিন্তু আমার একটু আশঙ্কা হচ্ছে যে, ৬ মাসের মধ্যে এই বিলের একটা সংশোধনী আনা দরকার হতে পারে। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়ের বক্তৃতা শুনেছি—এখন থেকে বেত্রদণ্ড জেলের কয়েদীদের হবে না। এই প্রসঙ্গে অল্পদিন পূর্বের আমাদের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি। একজন মহিলা জেল ভিজিটর একটা জেল দেখতে গিয়েছিলেন এবং তিনি আমাদের এই পরিষদেরই একজন সদস্যা। তিনি যখন জেল পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, সেই সময় তিনি কয়েকজন কয়েদী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং সেই সময় ম্যাজিস্ট্রেট যদি তাঁকে রক্ষা না করতেন তা হ'লে অবস্থাটা শোচনীয় হ'তে পারত। এই রকম অবস্থায়, আমার মনে হয়, ২।১টা বেত্রদণ্ডের বিধি থাকলে তার ফল ভাল হয় এবং ভবিষ্যতে থাকলেও ভাল হবে। আমাদের জেলখানায় অনেকদিন যাঁরা বসবাস করেছেন তাঁরা জানেন জেলখানায় সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে কতকগুলি অন্যায় কাজ হয়, যেমন হোমো সেক্সচুয়ালিটি। সেখানে দু'-এক ঘা বেত্রদণ্ড হ'লে সুফল আশা করা যায়। তাই আমার মনে হয় সেন্টিমেন্টএর দিক থেকে যদিও এই বিলটা খুব ভাল ও চমৎকার মনে হবে তবুও বাস্তবতার দিক থেকে আমার মনে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে এই বেত্রদণ্ডের প্রয়োজন আছে। এ সত্ত্বেও এই বিলটিকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং খুব আনন্দের সঙ্গে সমর্থন জানাচ্ছি।

Sj. Bibhuti Bhushan Ghose:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, যে বিল আনা হচ্ছে—যদিও বহু দেরি হয়ে গেছে তবুও মনে হয়—এটা একটা শুভ লক্ষণ। কারণ জেলখানার অভিজ্ঞতা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, বৃটিশ আমলে জেলখানার সত্যিকারের যে চেহারা ছিল—সেই জেলখানার মধ্যে দিনের পর দিন যারা কাটিয়েছেন তাঁরাই জানেন কি অমানুষিক অত্যাচার সেখানকার কয়েদীদের উপর পড়ত এবং শুধু কয়েদীদের উপর নয়, রাজনীতিক কারণে যাঁরা আটক থাকতেন তাঁদের উপরও কি অমানুষিক ব্যবহার দিনের পর দিন চলত। সতীশবাবু তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে, হালিম সাহেব তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে যেসব অত্যাচারের কথা বলেছেন তা কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নয়—তাঁরা প্রত্যেকেই জেলখানার সেইসব অত্যাচারে অত্যাচারিত। সমস্ত জেলখানায় যেসমস্ত কুৎসিত কদাকার আইন বা বিধিবিধান—যেমন

gunny cloth, bar-fetter, cross-bar fetter, standing handcuffs, night hand-cuff

এই সমস্তই আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি। অনেকদিন পর দেশ যখন স্বাধীন হল, তার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ততঃ ব্রিটিশ জেলখানার এই আইনগুলি উঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কারণ উহাদের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁরা সত্যিকার ভুক্তভোগী। সেইদিক থেকে কারামন্ত্রী মহোদয়ার এই কাজ পূর্বেই করা উচিত ছিল। জেলখানার এই নগ্ন মূর্তি—যে জেলখানাকে আজ সংশোধনাগারে পরিণত করা যেতে পারত ও তা করা উচিত ছিল—তা কি আমাদের স্বাধীন ভারতে আজও হয়েছে? অবশ্য কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংশোধন হয়েছে, একথা আমরা স্বীকার করি। মানুষের উপর যে ব্যবহার জেলখানায় করা হ'ত সেটা কিছুটা ভালর দিকে পরিবর্তন করা হয়েছে। তবুও আজ পরিষ্কার ভাষায় জানাচ্ছি যে, এখনও সেই ব্রিটিশ আমলের কুৎসিত, অমানুষিক, নির্মম, কঠোর আইনগুলি যা রয়েছে—আমরা বার বার বলেছি—সেই আইনগুলির পরিবর্তন একান্ত অপরিহার্য ছিল। কারণ জেলখানায় মানুষ অনেক

অপরাধ করে যায়, আবার আইন অনেক নিরপরাধীকেও জেলখানায় পাঠায়। সেইজন্য এই কথা আমরা জোর ক'রে বলছি যে, যে-কোন রকমেই হোক—আজ যদিও দেরি হয়ে গেছে তবুও আজি অন্তত স্বাধীন দেশের নাগরিকের উপর জেলখানায় যাতে মানুষের মত ব্যবহার করা হয়—সেইজন্য অন্তত ব্রিটিশ আমলের যে প্রতিশোধমূলক আইনগুলি রয়েছে সেই আইনগুলি অবিলম্বে তুলে দেওয়া উচিত এবং মানুষকে সত্যিকারভাবে যাতে সংশোধন করবার ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য যেসব কুৎসিত আইন—যেকথা মাননীয় অপর সদস্যরা বলেছেন এবং আমিও বলছি—উঠিয়ে দেওয়া উচিত—যেমন,

bar-fetter, cross-bar fetter, standing handcuff, night handcuff, penal diet ইত্যাদি। আর একটা কুৎসিত প্রথা—কয়েদীদের চুলগুলি কাঁচি দিয়ে কেটে কদাকার, কুৎসিত ক'রে দেওয়া হয়। মনুষ্যত্বের প্রতি এতবড় অবমাননা—মাননীয়া মন্ত্রিমহোদয়াও স্বীকার করবেন—এটাকে অবিলম্বে তুলে দেওয়া উচিত। যদিও আজ দেরি হয়ে গেছে তবুও আমি আশা করি এবং মাননীয়া মন্ত্রিমহোদয়ার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ—স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষের উপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না করে, মানুষকে সত্যিকারভাবে সংশোধন করবার জন্য, মানুষ হিসাবে গড়ে তোলবার মনোবৃত্তি নিয়ে যাতে ব্যবহার করা হয়, তার জন্য অবিলম্বে তিনি যেন ব্রিটিশ আমলের এই কুৎসিত আইনগুলি তুলে নেন।

[11-40—11-50 a.m.]

Sjta. Santi Das:

মাননীয় পরিষদপাল মহাশয়, আমাদের বিরোধীপক্ষীয় বন্ধুরা যে জেল এক্সপার্ট সেটা তাঁদের বক্তৃতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা যেন ভুলে না যান যে, সরকারী বেঞ্চে যারা এখানে সমাসীন আছে তাদের মধ্যেও এ বিষয়ে বহু এক্সপার্ট এখানে রয়েছেন। প্রথমে এই কারাসংস্কার বিল আজ যেটা এই ফ্লোরএ আনয়ন করা হয়েছে সেটা জেল কোড রিফর্ম করবার জন্য নয়। আজ যে কথা বিভূতিবাবু ও হালিম সাহেব এখানে বলেছেন—এই বেড়ি দেওয়া, ক্রস-বার, হ্যান্ড-কাফ ইত্যাদির কথা যেসমস্ত শাস্তি কয়েদীদের উপর প্রয়োগ করা হয় সেই সব অমানুষিক ও সভ্যতাবিরোধী। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যেসমস্ত হ্যাবিচুয়াল ক্রিমিন্যালসদের জেলে পাঠান হয়—এই রকম হেভি পানিশমেন্টএর মত ভয়ের জিনিস যদি তাদের মধ্যে না থাকে তা হ'লে তাদের চরিত্রের সংশোধন হবে না। কারণ জেলে যাদের পাঠান হয়—সমাজের অনিষ্টকারী হিসাবে—তাদের শাস্তি দেবার জনাই জেলখানায় পাঠান হয়। এবং এইরকম শাস্তি ভয় ব'লে যদি কোন জিনিস তাদের ভিতর না থাকে তবে তাদের শিক্ষা হবে না এবং তারা আবার সমাজবিরোধী অকল্যাণজনক কাজ করবে। কাজেই জেলখানায় যখন পাঠান হয়, শাস্তি দিয়ে কি করে তাদের চরিত্র সংশোধিত করা যায়—সেইজনাই জেলখানায় তারা প্রেরিত হয় এবং আজকে আমাদের ভারতের সংবিধানে প্রত্যেক মানুষকে যে মানুষের মর্যাদায় আনয়ন করবার জন্য যে চিন্তাধারা আমাদের নেতারা দেখিয়েছেন সে চিন্তাধারাকে আমাদের সফল করতে হবে। আমরা যে জগতে বাস করি সে জগৎ থেকে কারাজগৎ একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির, স্বতন্ত্র জগৎ। আমরা যে আইনকানুনে চলি, যে নিয়মের ভিতরে বাস করি, তা থেকে সেখানকার নিয়মাবলী ভিন্ন। কাজেই সেখানে যদি তাদের চিন্তাধারাকে, তাদের ধারণাকে শিক্ষার মাধ্যমে যদি মনুষ্যত্বের মর্যাদায় না আনতে পারি, তা হ'লে সে কারাগার আগে ব্রিটিশ আমলে যেরূপ ছিল তারই সমপর্যায়ভুক্ত রাখা হবে।

আজকে মাননীয়া মন্ত্রিমহোদয়া যে চট পরিধান, পেনাল ডায়েট ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর নিরোধ করবার জন্য যে বিল আনয়ন করেছেন সেই বিলের জন্য তাঁকে আমি সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি এইটুকু বলছি যারা হ্যাবিচুয়াল ক্রিমিনাল, যারা পানিশমেন্ট পেয়ে কারাগারে যায়, তাদের মন থেকে যদি ভয় নিঃশেষে মুছে যায় তা হ'লে তারা সমাজে ফিরে এসে আবার একই অপরাধে লিপ্ত হবে। বিরোধী বন্ধুরা হয়ত জানেন প্রেসিডেন্সি জেলকে দুর্বলা বলা হ'ত—আমরা যখন গিয়েছিলাম এবং প্রেসিডেন্সি জেলে দেখেছি একই ব্যক্তি ৩ বার ৪ বার ক'রে জেলে যায়। কাজেই ভয় মুছে দিলে হবে না, সমাজে সেই একই অপরাধ ক'রে জেলে প্রেরিত হবে। কাজেই যেকথা বন্ধুবরেরা বলেছেন যে, "Terror" প্রভৃতি তুলে

দেওয়া উচিত, আমি মনে করি যে, হ্যাবিচুয়াল ক্রিমিন্যাল যারা তাদের এই ভয় দ্বারাই কারেকশন করতে হবে। চুলে দেওয়ার কথা যা বলেছেন সেটা এমন ক'রে জেল কোড রিফর্ম যখন করা হবে সেই সময় এ নিয়ে আলোচনা করা উচিত। কাজেই মাননীয়া মন্ত্রীমহোদয়া যে বিল এনেছেন তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি অনুরোধ করছি যে, রিফর্ম'এর জন্য পরবর্তী যে বিল আনা হবে তখন বিরোধী বন্ধুগণ যেসমস্ত কথা বলেছেন যে, চুল ছাটাই ক'রে দেওয়া হয় এবং অন্যান্য যে শাস্তি দেওয়া হয়—সেসব সম্বন্ধে যেন চিন্তা করেন।

Sj. Krishna Kumar Chatterjee: I cannot resist the temptation of adding my humble voice to the words of congratulation pouring out from the members in opposition. Being a jail bird myself during the black days of alien rule jail birds of the past regime. I must say that the Jail Minister has been trying to open a new chapter in the jail life of prisoners in West Bengal now that we have achieved our freedom. I am not one of those who believe that the reformative measures to ease the rigours of prison life will improve human nature in such a manner that the anti-social elements will be completely out of the picture in our community existence. That is why I do not congratulate the Jail Minister for her bold experiments with jail life. The real reason is this that after all certain primitive methods of punishment in jail go out of the Jail Code. A thorough revision of the Jail Code is not overdue and it is as a result of the promise held out by the Jail Minister by her present move that there would be coming forth a full revision of the Jail Code in the near future. I can assure the members of the Opposition that so far as we on this side of the House are concerned, we have the horrid experience of jail life under an alien rule—quite a vast deal of it and that we shall not be quite unsafe persons to take up reforms in a proper manner and perhaps we do not require any more suggestions from the other side to bring about a complete revolution in the jail life of the prisoners in West Bengal to fit in with the social, economic and political revolution in the country.

With these words I congratulate the Jail Minister for some provisions in the Bill which are revolutionary in nature and import.

Sj. Ram Lagan Singh:

सभापति महोदय, आज जेल संशोधन बिल जो सदन के समक्ष पेश किया गया है और जिसके बारे में हमारे जेल मिनिस्टर ने विश्लेषण किया है, उसी बिल के समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सदन के अन्दर होनेवाले समस्त स्पीचों को मैं सुनता आ रहा हूं। इसमें हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों ने जेल में होनेवाले निर्मम अत्याचारों और कुत्सित धाराओं का विवरण पेश किया है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जेल में होनेवाले निर्मम अत्याचारों को सहनेवाले केवल हमारे विरोधी पक्ष के भाई ही नहीं हैं। हमलोगों ने भी बीसों वर्षों तक अनेक ऐसे भीषण अत्याचारों को गर्दन झुका कर सहा है जो बृटिश शासन के अन्दर जेलों में होते रहे। उन सबका हमें पूरापूरा अनुभव है।

इसलिए सबसे पहले हमारा दावा है कि जेल की निर्मम धारायें और कुत्सित अत्याचारें बन्द होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि विरोधी भाई यह समझते हैं कि इन सबको कम कराने के लिए हमलोग सहमत नहीं हैं। परन्तु इसमें तो दो मत हो ही नहीं सकता। इसके लिए सर्वथ हमलोग एक मत हैं। हमलोगों का पूर्ण विचार है कि ये कुत्सित धारायें जो जेलों में आज चल रही हैं वे अतिशीघ्र दूर हो जांय क्योंकि आज ये धारायें समाज और राष्ट्र के लिए अत्यन्त गंभीर और घृणित हैं।

जेल में सुधार के लिए हमारा एक मत है। पर हमें इसके हर पहलू पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर जेल जाने के लिए लोगों को किन परिस्थितियों में बाध्य हो कर जाना पड़ता है। हमारी सामाजिक कुरीतियों और आर्थिक विषमताओं के नाते ही लोगों को जेल जाने के लिए विवश होना पड़ता है। यदि हम अपनी सामाजिक दुर्व्यवस्थाओं और आर्थिक विषमताओं को दूर कर दें और प्रत्येक प्राणी के जीवन यापन की सारी सुविधाओं को दे दें तो हमारा विश्वास है कि हमलोग अपने समाज की पूर्ण सुव्यवस्था कर सकेंगे जिसमें किसीको जेल जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर जेल की निर्मम धाराओं की क्या आवश्यकता रहेगी? फिर जेल में सुधार करने की या जेलों के रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। हम सबको इसे पारस्परिक सहयोग द्वारा लाना है।

लेकिन मैं एक चीज के लिए अपील करूंगा। अब जब अपनी ही सरकार है तो अब जेलों की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करनेवाले और गवर्नमेन्ट के विरुद्ध जुलूस निकालनेवाले तथा सरकारी वस्तुओं को क्षति पहुंचाने का उकसावा देनेवाले हमारे विरोधी पक्ष के भाई ही हैं। इस स्वतंत्र भारत में आज विरोधी पक्ष के नेताओं द्वारा ही ऐसे संगठनों को सुसंगठित किया जा रहा है जिससे लूट, मारपीट, अग्निकाण्ड, डकैती आदि की प्रवृत्तियां आम जनता में बढ़ती हैं। इन्हीं विरोधी भाइयों द्वारा दुर्व्योहारों का प्रादुर्भाव किया जाता है साथ ही सरकार के विरुद्ध उत्तेजित वातावरण का सृजन जनता में किया जाता है। अतः सर्व प्रथम इन विरोधी भाइयों को ही ऐसे दूषित वातावरण को दूर करना चाहिए। लोगों में सद्भावना और सरकार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा देनी चाहिए।

जेलों में सुधार की आवश्यकता तो हम सभी महसूस करते हैं। अब तक जेलों को हमलोग House of Corruption समझते रहे हैं जहां जाकर कैदी अनेक प्रकार के दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों का शिकार बनता रहा है। अब प्रायः सभी प्रान्तों की सरकारें जेलों की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर रही हैं जिससे जेल अब जेल न रह कर सुधार गृह (House of Correction) बनते जा रहे हैं। कैदियों के साथ अमानुषिक व्योहार न कर उन्हें सच्चे नागरिक बनाने की चेष्टा की जा रही है, जिससे वे जेल से बाहर निकल कर अपमानजनित और घृणित जीवन बिताने के लिए बाध्य न हों, बल्कि वे हमारे प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति के बल पर एक स्वस्थ्य नागरिक की भांति हमारे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें।

अब हमारा यह कर्त्तव्य हो गया है कि हम अपने समाज को स्वस्थ्य और सुसंगठित बनायें ताकि स्वतंत्र भारतवर्ष में किसी भी आदमी के जेल जाने का प्रश्न ही न उठे। फिर ऐसी अवस्था में जेल स्वतः बन्द हो जायेंगे। यों तो परिस्थितियों की विवशता ही लोगों को जेल जाने के लिए बाध्य करती है फिर भी इस दिशा में हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों का सहयोग अधिक है।

हमारे देश में आज ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें भगवान् की दया से एक भी जेल की व्यवस्था करने की आवश्यकता ही न पड़े। साथ ही लोगों की परिस्थितियां भी जेल जाने के लिए बाध्य न करें। आज का समाज इतना सुव्यवस्थित और मर्यादित हो कि जो संशोधन बिल इस समय सदन के सम्मुख उपस्थित है उसकी आवश्यकता ही न रह जाय।

हमारे विरोधी भाइयों को शान्ति धारण कर सरकार के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। आम जनता में सरकार के विरुद्ध विषाक्तयुक्त वातावरण को नहीं फैलाना चाहिए जिससे हम गर्व के साथ कह सकें कि इस स्वतंत्र भारत देश में अब एक भी जेल नहीं है और न एक भी व्यक्ति को अब जेल में भेजने की आवश्यकता ही रह गई है।

जेलों में जो कुछ भी कुत्सित धारायें हैं उन्हें हमें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही सरकार से हम लोगों को अपील करनी चाहिए कि जो कुछ भी घृणित और कष्टप्रद धारायें जेलों में अभी हैं उन्हें वह दूर करे।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, there was a time when it was held that the object of punishment and imprisonment is retributory in nature. Today after independence we have accepted the theory that the object of punishment is partly deterrent and partly corrective and, by and large, it is corrective in nature. I believe Dr. Jiban Ratan Dhar who was in charge of jail initiated measures towards the liberalisation of jail regulations and prison laws. We congralate the present Minister-in-charge of Prisons for bringing in another amendment, but I feel that neither the measure that Dr. Dhar introduced nor the measure that Mrs. Mukhopadhyay has introduced goes to the root of the matter. It is necessary to go into the whole question more deeply. Mrs. Das, for example, has emphasised the necessity of distinguishing between habitual offenders and others who do not happen to be so. Certain other suggestions have been made from this side of the House. I have no experience of jail life, but I have come to the conclusion, after having listened to the debate very carefully, that some kind of enquiry into the matter is necessary. Therefore, I urge upon the Minister-in-charge to appoint a small committee of experts together with members of the Legislature to go into the jail regulations and the provisions of the existing laws, in order that the matter may be comprehensively dealt with.

[11-50—12 noon.]

I feel that we are not dealing with the problem comprehensively. In order that the Legislature may deal with it comprehensively it is necessary that the action of the Legislature should be preceded by some kind of an enquiry. Right back possibly in the thirtees, a Prisons Commission was appointed by the Government of India and it went into many questions but many of the recommendations of the Prisons Commission were not accepted. I feel, Sir, that there is necessity for the appointment of a committee which may go into the whole question and discuss the suggestions that have been thrown out from this side as also from the other side so that we can deal with a comprehensive legislation that may be formulated by the Minister of Prisons.

With these words, Sir, I welcome the measure that has been placed before us today.

Sj. Devaprasad Chatterjee: Mr. Chairman, Sir, I welcome this measure as a big step towards jail reform. I am of one opinion with Professor Bhattacharyya that while we should be eager for jail reforms, the reforms cannot be very hasty. He suggested that we should make a distinction between habitual offenders and other offenders and I also think that we should make equally accurate distinction between offenders who are of the ordinary nature and political offenders because there is a big difference in the categories of both. Sir, even among the habitual offenders, the offenders —not always—commit a crime due to their own accord. In fact, the modern theologists on criminology are all of one opinion in suggesting corrective methods than methods for retribution or any other method. Sir, I would just remind you of Justice Ben Lindsay of America who in his famous book "Revolt of Modern Youth" suggests that in many cases the young offenders commit the crimes not so much out of their own accord but due to the atmosphere in which they are placed, that is, to a great extent, the society is responsible for this. So, Sir, in any comprehensive jail reform this question should be taken into consideration. In any case it is a welcome measure—at least a beginning has been made—and a Commission should be sought for if we go in for bigger reforms which may set the prisons as some ideal places of correction for the offenders. Here of course I exclude the political offenders from my view because they certainly belong to a completely different category from the habitual criminals. With these words, Sir, I welcome the measure.

Sj. Biswanath Mukherjee:

মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, বিরোধীপক্ষ যেসমস্ত শাস্তিমূলক কথা বললেন,

standing handcuff, cross-bar fetters, solitary cell, whipping.....

এই সবগুলিই আমি ভোগ করেছি জেলখানায় থেকে ইংরেজ আমলে। আজ বিরোধীপক্ষরা হুইপিংএর কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁরা জানেন না কতটুকু জায়গার মধ্যে হুইপিং করতে হয়। ১ ইঞ্চি জায়গার মধ্যে হুইপ করতে হয়। তারপর যারা হুইপ করে তারা বেকার হয়ে যাবে। কাজেই বিরোধীপক্ষ যেন চীৎকার না করেন তাদের কি হবে? যারা ফাঁসির দড়ি পরায় তারাও বেকার হয়ে যাবে—জেলের মধ্যে যে কি কাণ্ডকারখানা হয় তা যাঁরা জেলভোগ করেছেন তাঁরা জানেন। হালিম সাহেবের সঙ্গে একবার আমি জেলভোগ করেছিলাম, ওনার মনে আছে কিনা জানি না, তামাক পাতা, বিড়ি পাবার জন্য তারা কি অস্থিরই না করে তোলে। জেলখানায় এই শাস্তি যদি তুলে দেওয়া হয় তা হলে জেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে কিছু থাকবে না। আর যদি কোন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে রাখতে হয় তা হলে এই জেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে রাখতেই হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, পুলিস তুলে দাও, আমরা রামরাজ্য তৈরি করব—এমন সমাজ তৈরি করব যে, সমাজের কোন ক্রিমিনালকে জেলে যেতে হবে না। আমাদের মাননীয় জেলমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি, তবে আমার বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা যেন চীৎকার না করে যারা হুইপিং করত তারা বেকার হয়ে যাবে, তাদের কি অবস্থা হবে।

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Mr. Chairman, Sir, I have got a good or bad reputation of being one of the most vocal members on this side. Therefore, if on this occasion, I remained silent my silence might be misconstrued. It may be thought that I have no ground for making congratulation or rather adding my voice to the universal chorus of congratulations to the Jail Minister which we find from other sides. I am really very glad that the Minister in charge has brought this Bill. She is following in the foot-steps of the previous Jail Minister, our distinguished friend Dr. Jiban Ratan Dhar. I have discussed matters of jail reforms with her and I have been thoroughly satisfied that she is very anxious to make a comprehensive reform of the anti-diluvian Jail Code. The only note of warning I have sounded to her is that she must see that in her zeal to bring about reforms or change

in the Jail Code she must not turn jail into something like *Sasurbari*. My friend Mrs. Das has properly sounded a note of warning that deterrent element in the Jail punishment must remain there. We must bring about reforms of the prisoners but we must not forget at the same time that there must be a difference between prisoners and those outside. Of late we have been noticing, possibly following to some extent in the footsteps of the Soviet Government in Russia, a tendency on the part of some of our Home Ministers in different provinces to try to equalise conditions inside the jail and outside. Only a few days ago we saw in a newspaper report that in U. P. jails they are trying to introduce Jail reforms with vengeance. Representatives even from the habitual prisoners were called in at a conference by the Minister to give their suggestions about the reform, about the particular kinds of reforms of the jail administration that are necessary. There was something like a fraternisation on that occasion between prisoners, most of them were habitual prisoners on one side and the officials in the Jail and some distinguished members of the Legislature on the other.

Now this must not be done. *Jailkhana* must not be made the *Sasurbari*. With these words and with this note of warning to the Jail Minister I would ask her to make good the promise which she has been making always to us that she will bring about a revision of the Jail Code. I again congratulate her on this Bill which she has brought forward.

[12—12-14 p.m.]

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay: Sir, with rapt attention I have listened to the speeches made by my friends opposite and also my friends on the right. Sir, one speech is the reply to the other. The speech delivered by Mr. Pakrashi has been amply replied by Sja. Santi Das. I need add hardly anything more about it. The main problem is the cause of crimes. I congratulate Prof. Bhattacharyya and Sj. Devaprasad Chatterjea for bringing the two points on the main problem here on the floor of this House. Sir, the main root of crime is in the society. The society which makes persons criminals. We have always forgotten the fact that the social factors are mainly responsible for making men criminals. If we come down to the root of the problem of criminals, we will see not only the criminal propensity of a man, but also the social factors leading him to commit that crime. Society which cannot give scope to a person for following his own desires, for expressing or fulfilling his own minimum necessities can have no right to expel him or put him to disgrace when he commits crime. In a society where poverty exists, where the people struggle for day to day existence, where people have always to fight for their minimum bare existence of life, the main factors—are the social factors. The social circumstances crystalize the potentialities of his behaviour. If the circumstances do not give him any scope, he cannot be denied all the time. A day comes when he atones all the injustice done to him. This is the root cause of making a man criminal in our society. It is true that handcuff, fetters and cellular confinement should be dispensed with. But that is not a problem at all. I have always tried to impress these things and to put the emphasis on the social factors which lead a man to commit crimes. These are the root evils of society which make a human being, a citizen, an innocent man a criminal. So, the main cause of crime is somewhere else. We must come to the point in order to improve social behaviour and social justice. Not here in this House, but elsewhere these things have to be discussed. So, the main solution of the problem is somewhere else. A criminal is a failure in life with the society around him. He is a mal-adjusted personality. He is a man who adjusts himself to a society of his own, he forms a society of his own in the prison. When he is released from the prison, we always see the uncertainty of his position and his anxieties. He is afraid

to get out of the jail, beecause he knows that his society is not outside the world, his society is in the jail. So, it is not the pertinent moment to deal with this point. If we quietly search our heart and mind, we will realise whether we can bring about social revolution to stop the criminal activities of a man. The purpose of this Bill is to abolish whipping and to amend some portion of the Prisons Act, 1894. Some of the members have suggested to bring forward a bill for comprehensive jail reforms. I may tell the House that in the matter of revision of Jail Code I am always taking the suggestions of the opposition members as well as of the members on this side of the House while revising our Jail Code. The suggestions put forward here will duly be considered while revising the Jail Code, and we have always made progress in this matter.

As regards handcuffs and fetters and other penal measures, spoken by most of the members I can assure them that they are not meant for ordinary criminals. These are things of the past for ordinary prisoners. But. Sir, to do away with all this totally, I am opposed to it. Not only I myself am opposed to it, but I find that most of the members from both sides of the House are opposed to it. Just now in the speech delivered by Sj. Charu Sanyal it was clear why fetters and cellular confinements were necessary. I know the case he referred to. One of our jail visitors is a member of the Assembly. When she visited the Jail at Jalpaiguri she was not properly received by the prisoners there. I know why it was done. That is the reason why in the list of the jail visitors the ladies are not allowed to see the male prisoners when they are in detention because of psychological reasons. I will see that in the Jail visitors list if there are lady members, they will be allowed to see only the women prisoners and their welfare only and not the male prisoners. So these sorts of actions on the part of the prisoners will justify the retention of handcuffs or bar fetters or cellular confinement. These are meant for hardened criminals only. They are never used in cases of ordinary criminals.

Classification of prisoners is the first step towards reformative treatment. About the classification of prisoners I have already called a meeting of the members of the Opposition who last visited our jails by courting arrests in connection with the food movement, to put forward their suggestions as to how can I classify? What will be the basis? I am already doing it non-officially, by convening the meetings of the members of this House, and I can assure you that I will do it officially by forming a committee for consultation with all the members.

As regards close clipping of hairs mentioned by Sj. Bibhuti Ghosh I may assure him that close clipping has long been stopped, it has been totally dispensed with. As regards other confinements—cellular and separate I have already said that these are meant only for violent prisoners to bring them to check or in the case of hardened criminals only.

I think there is no other point raised by the honourable members. As regards Sj. Mohitosh Rai Chaudhuri I can assure him that though I am a youthful Minister according to Sj. K. K. Chatterjee, I am well-balanced in my emotion and sympathy. I cannot be over-exuberant over the jail reforms. I know that prisons must have some deterrent effect and there must be some reformative aspect also. Jails cannot be a comfortable place for a change, neither can it be a guest-house or a hotel. It must be a place for treatment and correction of offenders, and with that view, I can tell my friends that I am already moving the Judicial Minister to bring in a Bill here for introducing the indeterminate sentence system because when they come to the jails the reformative treatments are well done in the jails. There is no reason to keep a person in custody when he has already been reformed and

remains in jail just to pass out his term of imprisonment. On the other hand it is no use releasing him before he is reformed. So there should be system of passing indeterminate sentence by the Court and if we can introduce a Bill for this purpose here in West Bengal at least, we know that it will be welcome by everbody as a great achievement. This system requires new legislation which the Judicial Minister would be kind enough to bring I suppose. There is hardly any more point on which I should speak. I now seek the co-operation of every member of this House, whether he is on left or on right, for bringing this change and putting it into effect. I have already told the house that we are already revising our Jail Code and in doing so we will ask for the co-operaton and suggestion from every member. Sir, I have nothing more to add. With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of this House.

The motion of the Hon'ble Purabi Mukhopadhyay that the Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957 as passed by the Assembly, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clauses 1 to 9

The question that clauses 1 to 9 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957, as settled in the Council, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 9-30 a.m. tomorrow, the 10th December, 1957, when the Board of Secondary Education Bill will be taken up and Sj. Satya Priya Roy, who wished to speak in support of the motion for circulation, will be addressing the House.

Adjournment

The Council was accordingly adjourned at 12-14 p.m. till 9-30 a.m. on Tuesday, the 10th December, 1957, at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent

Banerjee, Sj. Tara Sankar.
Basu, Sj. Gurugobinda.
Choudhuri, Sj. Annada Prosad.
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath.
Prasad, Sj. R. S.
Roy, Sj. Surendra Kumar.
Sarkar, Sj. Pranabeswar.
Sinha, Sj. Rabindralal.

COUNCIL DEBATES

Tuesday, the 10th December, 1957.

The Council met, in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Tuesday, the 10th December, 1957, at 9-30 a.m. being the Sixth day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. Suniti Kumar Chatterji) was in the Chair.

Message

[9-30—9-40 a.m.]

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): Sir, the following Message has been received from the West Bengal Legislative Assembly, namely:—

"*Message*

The West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 9th December, 1957, agreed to the amendment made by the West Bengal Legislative Council in the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

Calcutta:
The 9th December, 1957.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Mr. Chairman, Sir, before the day's business is taken up I want to mention one thing. I understand that the other day when I was speaking on the Secondary Education Bill some of my friends in the Opposition called me 'despicable'.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: After that two days, at least three days have elapsed. The chapter is closed.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: After that this is the first day when we meet.

Mr. Chairman: I understand this has been withdrawn. That finishes the matter.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957.

Sj. Satya Priya Roy:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এই বিল বিধান পরিষদে উপস্থাপিত করেছেন, তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় আমাদের এই পরিষদের সদস্য, সেজন্য আরও বিশেষ ক'রে এটা সঙ্গত এবং শোভন হয়েছে—তাঁর যে উপস্থাপিত বিল সেটা প্রথম আলোচিত হচ্ছে বিধান পরিষদে কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে একথা বলতে হচ্ছে যে এটা বিধান পরিষদে প্রথম আলোচিত হচ্ছে ব'লে বিধান পরিষদের গুরুত্ব, বিশেষ ক'রে বিধান পরিষদে এই বিলের আলোচনার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। আমরা আশা করব যে মন্ত্রী মহাশয় এখানে যে আলোচনা হবে, সেই আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং যতটা সম্ভব

এই বিলকে এই আলোচনার মারফত পরিবর্তন ক'রে নিয়ে একে কার্যকরী করবার চেষ্টা করবেন। প্রথমত এই রকম একটা বিল—ঠিক এই বিল নয়, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আমরা চেয়েছিলাম কিন্তু ইংরাজীতে যে একটা প্রবাদ আছে—চাওয়া হ'ল রুটি, দেওয়া হ'ল পাথর—এটাও ঠিক তাই। এখানে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমরা রুটি চেয়েছিলাম, তার বদলে আমরা পেয়েছি পাথর। আমাদের দেশে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা চলেছে তা দূরীভূত হবে একটা মাধ্যমিক শিক্ষা আইনের মারফত বা মাধ্যমে, এই আশা আমরা করেছিলাম। ১৯৫৪ সালের মে মাসে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে বাতিল ক'রে দেওয়া হ'ল, তারপরে দীর্ঘ ৩ বছর চলে গেল, এই দীর্ঘ ৩ বছর পরিশ্রম করবার পর শিক্ষা দপ্তর থেকে শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে যে বিল এসেছে সেই বিল আমাদের নিতান্ত হতাশ করেছে. সেই বিলকে পর্বতের মূষিক প্রসব ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারছি না কারণ যে বিল এসেছে সেই বিলটা সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল নয়, মাধ্যমিক শিক্ষা আইনের খসড়া নয়, সেই বিল হচ্ছে The West Bengal Board of Secondary Education Bill—

মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে এর বিশেষ কিছু সংযোগ নেই এবং বাস্তবিক মাধ্যমিক শিক্ষা নামের কোন সার্থকতা এর নেই। কারণ এই বোর্ডের মাধ্যামক শিক্ষা সম্পর্কে খুব বিশেষ কিছু করবার কোন অধিকার থাকবে না। কাজেই আমি একথা বলতে বাধ্য যে মন্ত্রী মহাশয় এই দীর্ঘ ৩ বছর পর যে বিল আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন সেই বিল আমাদের অত্যন্ত হতাশ করেছে। এই বিলের বিরুদ্ধে আমার প্রধান বক্তব্য হ'ল এই যে সরকার শিক্ষাকে কুক্ষিগত ক'রে রাখতে চান, সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে চান—এই হ'ল আমাদের প্রধান অভিযোগ। মন্ত্রী মহাশয় সেই অভিযোগকে ইতিমধ্যে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন এবং বলেছেন যে ঐখানে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য—বাস্তবিকই এই বিলের মধ্য দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারের কর্তৃত্বাধীন, সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ক'রে রাখতে চাই—এই হচ্ছে আমাদের অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য। সেটা সমর্থন করতে গিয়ে মন্ত্রী মহাশয় তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় যেসমস্ত যুক্তি দিয়েছেন সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার যৌক্তিকতা বা সারবত্তা কিছুই নেই। প্রথমত তিনি আরম্ভ করেছেন ৩ বছর আগে যে বোর্ডকে অন্যায়ভাবে বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছিল সেই বোডকে গালাগালি ক'রে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে যখন তোমার স্বপক্ষে কিছু বলবার নেই তখন শুধু বিপক্ষকে গালাগালি ক'রে যেও, তা হ'লে তোমার যে দাবী সেটাকে তুমি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। মন্ত্রী মহাশয় বোধ হয় সেই যুক্তি অনুসরণ করতে চেয়েছেন এবং সেইজন্য মধ্য শিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে যে চার্জসীট ছিল সেই চার্জসীট আক্ষরিকভাবে পড়ে আমাদের তিনি শুনিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবিক ঐটা কি চার্জসীট? আমরা জানি যে চার্জসীট করতে হ'লে প্রথমত চার্জসীট যে অপরাধীকে দেওয়া হয় সেই অপরাধীকে সুযোগ দিতে হয় সেই চার্জসীট সম্পর্কে উত্তর দেবার। এই চার্জসীট মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের যাঁরা সদস্য তাঁদের সামনে কখনও উপস্থাপিত করা হয় নি। কাজেই এটা চার্জসীট নয়, এটাকে বাস্তবিক সরকারের পক্ষে রায় বলতে পারি। তার কারণ এই চার্জসীট বেরিয়েছিল সুপারসেসন অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে—এই এই অপরাধের জন্য আমরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে বাতিল ক'রে দিলাম। তখনকার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁদের অন্ততঃ দুজনকে কংগ্রেস দলে দেখতে পাচ্ছি—একজন হচ্ছেন বন্ধুবর শ্রীকামিনীকুমার ঘোষ, আর একজন বন্ধুবর শ্রীহরেন মজুমদার মহাশয়। সেদিনে যখন সরকার মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন তখন ও'রাই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, ও'রাই তখন নিজেরা একটা ইনকোয়ারী কমিটি পর্যন্ত করেছিলেন এবং সেই ইনকোয়ারী কমিটি কার দোষ সেকথা পরিষ্কার জানতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের যে বক্তব্য ছিল সেটা তাঁরা রাখতে চেয়েছিলেন সরকারের কাছে। আমি আশা করব যে তাঁরা নিশ্চয়ই শিক্ষা বোর্ড বাতিল আলোচনায় যোগদান করবেন এবং কিরকম অন্যায়ভাবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে তখন বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছিল সেকথা তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন। এটাই যে শুধু এলিমেন্টারী ফ্রাঙ্কিস করার দরকার ছিল তা নয়, আমাদের সরকার কতটা [illegible]সিবাদ। হয়ে পড়েছেন, নিজেদের তৈরি আইনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার কতটা অভাব হয়েছে সেটা এখানে দেখতে পাওয়া যায় যখন West Bengal Act XXXVII of 1950

বেৰ্ড আমাদের কাছে পরিচিত সেকেন্ডারী এডুকেশন এ্যাক্ট অব ১৯৫০ বলে, সেটা যখন তৈরি হ'ল তখন বোর্ডকে কি ক'রে তুলে দেওয়া যায় এবং বোর্ডের কাজকে কি ক'রে বাতিল করতে হয় সে সম্পর্কে আইনে কতকগুলি ব্যবস্থা ছিল—সেটা হচ্ছে সেকশন ৫৫। সেকশন ৫৫এ বলা আছে—

"If in the opinion of the State Government the Board has shown its incompetence to perform or persistently made default in the performance of duties imposed by the existing law or the power conferred upon it under this Act, the State Government shall formulate in writing specific charges against the Board in respect of these matters and shall forward a copy of such charges to the Board with the direction to the Board to submit any comments or explanations in respect thereof to the State Government within such period as may be specified by the State Government in this behalf."

[9-40—9-50 a.m.]

কাজেই চার্জসীট তৈরি ক'রে বোর্ডকে পাঠাতে হয় এবং বোর্ডকে একটা নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার কি বক্তব্য আছে সেটা তারা উপস্থিত করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, তার পরে দেখা যাচ্ছে যে বোর্ড এবং গভর্নমেন্টে যদি মতানৈক্য হয় তা হ'লে একটা ইনভেস্টিগেশন কমিশন বসানো হবে ঐ চার্জসীটের যথার্থ বিচার করবার জন্য এবং সেই ইনভেসটিগেশন কমিশনের রিপোর্ট পাবার পর সরকার ইচ্ছা করলে বাই নোটিফিকেশন বোর্ডকে অপসারণ করতে পারবেন এবং তার পুনর্গঠন করতে পারবেন। যদি বোর্ডকে অপসারণ করা হয়, এবং পুনর্গঠন করা হয় তা হ'লে আইন সভায় নোটিফিকেশন দিতে হবে। বোর্ডকে যে বাতিল করে দিচ্ছেন এবং তার যে পুনর্গঠন করছেন তার সম্বন্ধে নোটিফিকেশন বিধান সভায় এবং বিধান পরিষদে রাখতে হবে। বিধান সভা এবং পরিষদকে তার উপর বিতর্কের সুযোগ দিতে হবে। এর কোন একটা ধারাই সরকার পালন করেন নাই। তাঁরা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে রাতারাতি বাতিল করলেন কাজেই সরকার যে তাঁর নিজের আইনের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল, এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে। যে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদকে তিন বছর আগে কবরস্থ ক'রে রাখা হয়েছে তার পক্ষে আমি ওকালতি করতে আসি নি। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ যে দায়িত্ব নিয়েছিল সে দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন ছিল। তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং যখন সেই ১০০ বছর পরে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ গঠিত হ'ল তখন তার সামনে কোন আইন-কানুন কোন পুরানো অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। সম্পূর্ণ একটা নূতন ক্ষেত্রে তাদের নূতন চলতে হয়েছিল। কাজেই স্বভাবতঃই এই বোর্ডের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং সেখানে ভুল ত্রুটির সম্ভাবনা ছিল না—তা নয়। কিন্তু এই বোর্ডের সঙ্গে সরকারের শিক্ষা দপ্তর কখনও সহযোগিতা করে নি। এবং যাতে সেই বোর্ড কাজ করতে না পারে তার জন্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে পদে পদে বাধা দেওয়া হয়েছিল। আমি এখানে একটা উদাহরণ দেব, সেটা সমস্ত জনসাধারণ জানে এবং সরকার থেকেও তার কোন প্রতিবাদ করতে পারবেন না। বোর্ড যখন নূতন করে কাজ করতে আরম্ভ করল তখন স্কুলের রেকগনিশন সম্বন্ধে যে সর্ত পালন করবার কথা যে সর্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যা ছিল সেগুলি অচল হয়ে উঠল। তার পরে শিক্ষকদের কি বেতন হবে, তাদের সার্ভিস কন্ডিশন কি এসমস্ত সম্পর্কে নূতন করে আইন করবার প্রয়োজন বোর্ডের হয়েছিল। তার ফলে বোর্ড কতকগুলি নিয়ম-কানুন রচনা করলো—যাকে সাধারণভাবে বলা হয় 'স্কুল কোড'। এই স্কুল কোড তৈরি ক'রে তাঁরা সরকারের শিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন। সরকারের দপ্তরে প্রায় দু'বছর সেই স্কুল কোড চাপা পড়ে রইল—সরকারের শিক্ষা দপ্তর দু'বছরের মধ্যে সময় পেলেন না সেটাকে বিশ্লেষণ করে দেখে সেটাকে অনুমোদন বা পরিবর্তন যা দরকার হয় ক'রে একটা আইনে দাঁড় করিয়ে দিতে—যে আইন অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক [illegible] অনুমোদন দিতে পারত। কেন সেই স্কুল কোড সরকার অনুমোদন করেন নি তা আমরা জানি। সেই স্কুল কোড অনুমোদন করলে শিক্ষকদের বেতন বাড়িয়ে দিতে হ'ত। কারণ বোর্ড একটা

নতুন বেতনের হার সুপারিশ করেন এবং আর একটা দাবী মহার্ঘ ভাতাও বাড়াতে হবে, বিশেষ ক'রে শিক্ষকদের কার্যকাল ৬০ বছরে শেষ না ক'রে ৬০ থেকে ৬৫ পর্যন্ত ম্যানেজিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ বাড়িয়ে দিতে পারবেন—এই ব্যবস্থা স্কুল কোডে ছিল। সেটা সরকারী দপ্তরের মনঃপূত হয় নি। কেন শিক্ষা দপ্তর সরকারের প্রবর্তিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উপর এতটা বিরূপ তা জানি না। কিন্তু আমরা জানি যে সরকারী দপ্তর থেকে স্কুল কোড সম্বন্ধে অনুমোদন আসে নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের ইচ্ছা ছিল একটা ডেভেলপমেন্ট স্কীম করা—যে ডেভেলপমেন্ট করতে হ'লে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে—কোথায় স্কুলের প্রয়োজন আছে, কোথায় স্কুল গড়ে উঠছে, কোথায় বা বেশি সংখ্যায় আছে,—সেগুলি দেখার প্রয়োজন ছিল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে তার সম্বন্ধে সুপারিশ সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু সরকার সে সম্পর্কে সহযোগিতা করা দূরে থাকুক যাতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এরকম কোন পরিকল্পনা রচনা না করতে পারে তারই চেষ্টা করেছেন। বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন এ্যাক্টএ ছিল—রেগুলেশনস যতদিন পর্যন্ত তৈরি না করতে পারবেন, সেই সময় পর্যন্ত কার্য পরিচালনার জন্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর থেকে রুলস তৈরি ক'রে দেওয়া হবে। দুঃখের বিষয়, সরকার কোন রুলস তৈরি করলেন না। যে গ্রান্ট-ইন-এড রুলস ছিল তা কার্যকরী করা যেতে পারে নি। যখন সেই গ্রান্ট-ইন-এড রুলস পরিবর্তনের কথা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ জানালো, তখন সরকারপক্ষ থেকে কোনরকম সহযোগিতা এল না। কাজে কাজেই সরকারের শিক্ষা দপ্তর মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চেষ্টাকে প্রতি কার্যে ব্যাহত করেছে—একথা সরকারপক্ষ থেকে অস্বীকার করবার কোন উপায় নাই।

কিন্তু যে কারণে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সব চেয়ে জনসাধারণের অপ্রিয় হয়েছিল সে কারণটা হ'ল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বের হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষা বিভ্রাট হওয়া। এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা সহজ। কিন্তু যাঁরা এ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন তাঁরা জানেন যে এক্ষেত্রেও দেখা গেছে সরকারের অভিসন্ধি রয়ে গিয়েছিল বোর্ডকে ডিসক্রেডিটেড করবার জন্য—পর্ষদকে অপদস্থ করবার জন্য। বোর্ডের কিন্তু পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছুই করবার ছিল না, পরীক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল—এক্সামিনেশন কমিটির। সেই এক্সামিনেশন কমিটির সদস্য এখানে একজন উপস্থিত আছেন—শ্রীকামিনীকুমার ঘোষ মহাশয়। আশা করি, তিনি বলবেন যে এক্সামিনেশন কমিটির মধ্যে কোন দুর্নীতি ছিল কি না। কিন্তু যতদূর আমরা জানি তাতে দেখা যায় যে মিঃ চন্দ এবং পর্ষদের কয়েকজন সদস্য মিলে যে অনুসন্ধান কমিটি করেন তাঁদের সেই অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী শ্রী এ, কে, মিত্র ব'লে যে একটি ভদ্রলোক ছিলেন তিনিই এ সমস্ত বিভ্রাটের জন্য দায়ী। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল এই যে সেই এ, এন, মিত্র—যেই বোর্ড বাতিল হয়ে গেল, বাতিল হবার সঙ্গে সঙ্গেই, দেখা গেল রাতারাতি সেই এ, এন, মিত্র গভর্নমেন্টের একটা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে বসে আছেন। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট যে এনকোয়ারী কমিটি করেছিলেন সেই এনকোয়ারী কমিটি থেকে যাকে পরীক্ষা বিভ্রাটের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করা হ'ল, দেখা গেল তিনি সরকারের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হয়ে পড়েছেন এবং শুধু তাই নয়, সরকার তাঁকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন! এই ঘটনার ভিতর দিয়ে কি আমরা এই কথাই বুঝতে পারি না যে বোর্ডকে অপদস্থ করবার জন্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর উঠে পড়ে লেগেছিলেন? সেই প্রশ্নপত্র ফাঁস করবার যে ষড়যন্ত্র চলেছিল সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে এ, এন, মিত্র মহাশয় ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে যে সংশ্লিষ্ট ছিল সরকারের শিক্ষা দপ্তরের লোক, একথা বলা অযৌক্তিক হবে না।

[9-50—10 a.m.]

বিশেষ করে শ্রী এন, এন, মিত্র সম্বন্ধে আমি কতকগুলো জিনিস দেখেছি। বোর্ডের যখন বাজেট আমাদের সামনে এসেছিল, তখন আমরা দেখেছিলাম যে, তাঁর নামে ৭০০ টাকা এ্যাডভান্স নেওয়া আছে। সে ৭০০ টাকার যখন আমরা বাজেট পেয়েছিলাম, সেটা তাঁর নেবার এক বছর পর। কিন্তু তখনও সে ৭০০ টাকা তাঁর কাছ থেকে রিকভার করা হয় নি।

আমার মনে হয় যে, এর পরেতেও বোধহয় সরকার তাঁর কাছ থেকে, সেই ৭০০ টাকা যেটা বোর্ড থেকে তিনি অগ্রিম নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা পুনরুদ্ধার করেন নি। কিন্তু এর উত্তর এত অনুগ্রহ কেন? অনুসন্ধান কমিটি প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেবার ও পরীক্ষা বিভ্রাটের সম্পূর্ণ অপরাধী করলেন, তাঁকে সরকার এত অনুগ্রহ দেখালেন কেন তা জানি না। সোজা কথা হচ্ছে যে, সে সময় সরকার অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন শিক্ষকদের আন্দোলনের ফলে। শিক্ষকরা দাবী জানিয়েছিল যে, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ শিক্ষকদের বেতনের যে হার সুপারিশ করেছেন, শিক্ষকদের জন্য মহার্ঘ-ভাতার যে সুপারিশ করেছেন, সেটা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এক বছর নোটিস দেবার পর যখন সরকার আমাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন উপেক্ষা করে চললেন, তখন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে একটা আন্দোলন তার জন্য গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়েছিল। সে-সময় সরকার পক্ষ থেকে বোর্ড যাতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সেজন্য চাপ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বোর্ডের যাঁরা তখন সদস্য ছিলেন, তাঁরা শিক্ষকদের এই স্বাধীনতাকে তখন খর্ব করতে দিতে রাজী হন নি। সেজন্য বোর্ডের সঙ্গে অসহযোগিতা করে কোন চার্জ-সিট না দিয়ে, কোন ইনভেস্টিগেশন কমিশন না করে রাতারাতি একটা অর্ডিন্যান্স করে এই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। আজকে সেই নিজের সৃষ্ট মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকে নিজেই গালাগালি করে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে এই যে নূতন যুক্তি দাঁড় করাতে চেয়েছেন যে, সরকারের হাতে মধ্যশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কর্তব্য নিয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু জাতীয় কল্যাণে তাকে কিছুতেই দাঁড় করান চলতে পারে না। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

দ্বিতীয়, তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন সেটার সম্বন্ধে বলব। অবশ্য মন্ত্রীমহাশয়ের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু থাকলেও বলতে হবে যে, ইংলন্ডের ব্যাপার কিছু বলবার আগে খুব সাবধানে বলা উচিত। কারণ সেখানে লেখা জিনিস এবং বাস্তবে যা বলে তার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। সেখানে কনস্টিটিউশন, রাজা ইচ্ছা করলে সব কিছু করতে পারে, কিন্তু—

he must act according to the advice of the Minister.

অর্থাৎ কনভেনশন-এর উপর সেখানকার সমস্ত সংবিধানটা চলছে। শিক্ষা জগতেও কিন্তু সেই একই কথা। সেখানে রিটেন কনস্টিটিউশন, রিটেন ল্জ ইন এডুকেশন, ইংল্যান্ডে খুব কমই আছে এবং যা ২।৪টে কথা আছে সেটা যদি শুধু কথার অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করতে যান তাহলে আমি বলতে বাধ্য হব যে, সেটা একটা মস্ত বড় অজ্ঞতার পরিচয় হবে। যেমন আমাদের শিক্ষামন্ত্রী তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলছেন যে, এ্যাক্ট অফ ১৯৪৪ দিয়ে বিলেতে বোর্ড অফ এডুকেশন তুলে দেওয়া হল। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় জানেন যে, বোর্ড অফ এডুকেশন বলে ইংলন্ডে কোনদিন কিছু ছিল না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Nonsense.

Sj. Satya Priya Roy:

উনি এটাকে ননসেন্স বলছেন, কিন্তু উনি আমার চেয়ে বয়সে বড় বলে তার উত্তর আমি দিচ্ছি না। দি এডুকেশন এ্যাক্ট অফ ১৯৪৪টা আমি এখানে নিয়ে এসেছি, কেন না, উনি ঐরকম একটা কিছু নিশ্চয় বলবেন এবং সেইরকম আশঙ্কাও আমার ছিল। বোর্ড অফ এডুকেশন বলতে যে জিনিসটা বোঝাত, সেটা হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন। বাস্তবিক বোর্ড বলে সেখানে কিছু ছিল না—

Ministry of Education as the Board of Education in England.

শিক্ষা জগতে ইংলন্ড সরকারের বিশেষ কিছু করবার ছিল না, কারণ সেখানে পাবলিক স্কুলগুলো চলত ব্যক্তিগত দানের উপর এবং গ্রামার স্কুল বা এলিমেন্টারী স্কুল, যেগুলো সেগুলো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক যে প্রতিষ্ঠান আছে, তারাই পরিচালনা করত। কাজেই ইংলন্ডে শিক্ষা সম্পর্কে সরকার-পক্ষের বিশেষ কিছু করবার ছিল না। ১৯০০ সালে বোর্ড অফ এডুকেশন টার্মটা প্রথম এল। শিক্ষা সম্পর্কে পুরো একজন মন্ত্রী ইংলন্ডে রাখবার প্রয়োজনীয়তা ছিল না বলে মিনিস্টার অফ এডুকেশন যাকে বলা হত তাকেই প্রেসিডেন্ট অফ

দি বোর্ড অফ এডুকেশন বলা হত। এই হচ্ছে তার ডেজিগ্নেশন এবং বোর্ড বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব কোনদিন সেখানে ছিল না। সেখানে বোর্ডটা' ছিল 'মিনিস্ট্রি, মিনিস্টার ছিল তার হেড এবং তার সেক্রেটারী, আন্ডার-সেক্রেটারী এদের নিয়ে 'মিনিস্ট্রি, যাকে আমরা বলি, সেটাই ছিল সেখানে বোর্ড অফ এডুকেশন। কিন্তু তাঁরা কখনও মিট করেন নি। আমি যেখান থেকে পড়ছি সেটা হচ্ছে—

the Education Act of 1944—H. C. Dent, University of London Members Ltd.

থেকে ছাপান এবং দরকার হলে আমি চেয়ারম্যানের কাছে এটা দিয়ে দিতে পারি। ইংলন্ডের আইনগুলোর যখন ব্যাখ্যা করতে যাবেন, তখন মনে রাখবেন তার পেছনে আইন যেটুকু লেখা আছে তার চেয়ে অনেক বেশী কনভেনশন রয়েছে এবং সেগুলো জানা না থাকলে আইনের দু-পাতা পড়ে কখনও ইংলন্ডের কনস্টিটিউশন নর ইটস এডুকেশনাল সীস্টেম জানা যেতে পারে না। আমি রেলিভেন্ট পোর্শন পড়ে শোনাচ্ছি। এতে আছে—

From 1900 when the Board of Education was established until 1944 the Minister was styled the President of the Board of Education though in fact the Board never met.

১৯০০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বোর্ড কখনও মিট করেন নি এবং বোর্ডের কোন অস্তিত্বই ছিল না। এখানে পরিস্কারভাবে তাই লিখে দিচ্ছে—

...........And his responsibility to Parliament and the public was superintendence of certain matters relating to education in England and Wales.

এই সামান্য ক্ষমতার জন্য কোন মন্ত্রী রাখার তখন প্রয়োজন হয় নি। কাজেই ১৯০০ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী বলে ইংলন্ডে কেউ ছিলেন না। শিক্ষামন্ত্রীকে সেখানে বলা হত প্রেসিডেন্ট অফ দি বোর্ড অফ এডুকেশন এবং তার জন্য যে ডিপার্টমেন্ট ছিল তাকে বলা হ'ত বোর্ড অফ এডুকেশন। সেজন্য আমাদের এই পর্ষৎ বলতে যে জিনিস বোঝায়, সেরকম পর্ষৎ বা বোর্ড অফ এডুকেশন সেটা নয়, দ্যাট ইজ ওনলি দি মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন। কিন্তু তখন সে নাম দেবার প্রয়োজনীয়তা ছিল না, কারণ ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ ছিল, শুধু—

Superintendence of certain matters relating to education in England and Wales.

কাজেই মন্ত্রীমহাশয় হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন যে, ইংল্যান্ড-এর এ্যাক্ট অফ ১৯৪৪-এ বোর্ড তুলে দেওয়া হল বলে উনিও এ্যাক্ট অফ ১৯৫৭-এ বোর্ড তুলে দেবার জন্য প্রচেষ্টা করছেন। কিন্তু সেখানে বোর্ড বলতে কি বোঝাত, বোর্ডের কি ক্ষমতা ছিল, বোর্ড কারা, সে সম্পর্কে মন্ত্রীমহাশয় বাস্তবিক কোনরকম জানবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। বাস্তবিক আমরা যেরকম মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ চাই সেটা আজকের দিনে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন এ্যানাক্রোনিজম। কিন্তু সেটা আজকের দিনে এ্যানাক্রোনিজম নয়। ইংলন্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বোর্ডের কোনরকম স্থান ছিল না। কারণ সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হত পাবলিক স্কুলস-এর যে হেড-মাস্টার এ্যাসোসিয়েশন আছে, তারাই সেখানকার নিয়ম-কানুন তৈরী করতেন এবং ইউনিভার্সিটী সিলেবাস অনুযায়ী তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী করে দিতেন। এ-ছাড়া এলিমেন্টারী স্কুল বা গ্রামার স্কুল যা ছিল, তা সমস্ত কাউন্টী কাউন্সিলস বা বোরো কাউন্সিল-এর হাতে পরিচালনার ভার ছিল। কাজেই সেখানে বোর্ডের প্রয়োজন কোনদিন ছিল না। মন্ত্রীমহাশয় ইংলন্ডের কথা বিকৃতভাবে বললেন যে, প্রেসিডেন্ট অফ দি বোর্ড অফ এডুকেশন হলেন হি ওয়াজ মিনিস্টার অফ এডুকেশন এবং সেই ১৯৪৪-এর এ্যাক্ট-এর উপর ভর করে অনেক বেশী দায়িত্ব নিয়ে দেখালেন যে, একজনকে পুরো মন্ত্রী করে না দিলে আধা-মন্ত্রী বা পোয়া-মন্ত্রী করে রাখলে শিক্ষার দায়িত্ব কারুর পক্ষে নেওয়া সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ সেই কারণেই প্রেসিডেন্ট অফ দি বোর্ড অফ এডুকেশন নামটা বদলে তাকে বলা হল মিনিস্টার অফ এডুকেশন এবং বোর্ড অফ এডুকেশন-এর নামটা বদলে মিনিস্টার অফ এডুকেশন হল।

[10—10-10 a.m.]

মন্ত্রীমহাশয় এডুকেশন এ্যাক্ট অফ ১৯৪৪-এর কথা বলেছেন। কিন্তু আজকে এতবড় একটা প্রতিক্রিয়াশীল আইন আনবার সময় পাশাপাশি দুটোর উল্লেখ যে উনি কি করলেন তা আমি জানি না। এই এ্যাক্ট অফ ১৯৪৪-এর পরে সরকার পক্ষ থেকে সমস্ত ইংল্যান্ড-এর ১৫ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের আবশ্যিক এবং অবৈতনিক করে দিলেন। শুধু তাই নয়, ২০ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের জন্য তাঁরা সেখানে মিড-ডে মিল-এর ব্যবস্থা করলেন এবং এর সম্পূর্ণ খরচ সরকার দেবেন বলে ঘোষণা করে দিলেন। এই এডুকেশন এ্যাক্ট অফ ১৯৪৪-এর রূপ দিতে গিয়ে ইংলন্ডের সরকারের খরচ করতে হ'ল ৩৫০ মিলিয়ন পাউন্ডস, প্রায় ৩৭০ কোটি টাকার মতন কিংবা তার চেয়ে বেশী ৪০০ কোটি টাকার মতন। আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সারা ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ৩০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই সেখানে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনায় অংশীদার হিসাবে সরকারের দায়িত্ব নূতন করে দেখা দিল। সরকার সেখানে কর্তা হিসাবে এলেন না, এলেন অংশীদার হিসাবে। এতদিন পর্যন্ত শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, লোক্যাল কাউন্টী কাউন্সিল এবং বোরো কাউন্সিলস ছিলেন অংশীদার, কিন্তু সেখানে নূতন করে সরকারকেও অংশীদার হিসাবে নেওয়া হল। সরকারকে অংশীদার হিসাবে নিতে গিয়ে ইংলন্ডের লোক শিক্ষার স্বাধীনতাকে কত বড় মূল্য দেয় সেটা বিচার করে দেখবার দরকার আছে। যেখানে সরকার থেকে ঘোষণা করা হল যে, সম্পূর্ণ খরচের শতকরা ৬৬ ভাগ দেবে সরকার; আর শতকরা ৩৪ ভাগ দেবে কাউন্টী কাউন্সিলস বা বোরো কাউন্সিলস, সেখানেও কিন্তু সরকারের কর্তৃত্ব ইংলন্ডের লোক কখনও স্বীকার করে নি। এই এ্যাক্ট অফ ১৯৪৪-তে যখন অংশীদার হিসাবে সরকারকে নেওয়া হল, তখন তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো রক্ষা-কবচ করে রাখা হল। প্রথমত, রক্ষা-কবচ হিসাবে যা রাখা হল সেটা হল কন্সালটেটিভ কমিটিজ। এই কন্সালটেটিভ কমিটিজ আগে ছিল, কিন্তু এর আগে ছিল এই ব্যবস্থা যে, কন্সালটেটিভ কমিটিগুলো শুধু সেই সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিতে পারবে, যে সম্পর্কে সরকার তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইবে। সেজন্য এই এডুকেশন এ্যাক্ট অফ ১৯৪৪-এ কন্সালটেটিভ কমিটিজ ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হল এবং বলা হল যে, এই কমিটি যে-কোন ব্যাপারে প্রয়োজন মনে করলে তারা সরকারকে পরামর্শ দিতে পারবে। এই কন্সালটেটিভ কমিটির কতকগুলো ব্যবস্থা স্মরণীয়, যেমন হ্যাডো কমিটি। জনসাধারণের মধ্যে হ্যাডো কমিটি বলে যা পরিচিত, সেটা হল ঐ কন্সালটেটিভ কমিটি। এটা ছিল এ্যাক্ট অফ ১৯৪৪-এর আগে। কিন্তু এই এ্যাক্ট অফ ১৯৪৪-এর আইন করবার আগে কি কি পরিবর্তন দরকার সে সম্পর্কে সুপারিশ করবার জন্য সরকার এই হ্যাডো কমিটির মত চেয়েছিলেন। এই হ্যাডো কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, সেটা একটা মনুমেন্টাল রিপোর্ট বলে পৃথিবীতে চিরকাল শিক্ষার ইতিহাসে গ্রাহ্য হয়ে থাকবে। শুধু কন্সালটেটিভ কমিটি সব ব্যাপারেই পরামর্শ দিতে পারত, তা নয়, এ-ছাড়াও সরকারের উপর আরও অনেকগুলি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হল। প্রথমত, যে-কোন রুল এই এ্যাক্ট অনুযায়ী সরকার করবেন সেই রুলসগুলো পার্লামেন্টের দুটো হাউসে দিতে হবে এবং যে-কোন হাউসের অধিকার থাকবে ৪০ দিনের মধ্যে যে-কোন রুল বাতিল করে দেবার। অথচ এই অধিকার থেকে আমাদের এই সরকার সর্বক্ষেত্রে, বিধান-সভা এবং বিধান-পরিষদকে বঞ্চিত করে যাচ্ছেন। এই রুলসগুলো কখনও এ্যাসেম্বলী বা কাউন্সিলের বিবেচনাধীনের জন্য তাঁরা রাখেন নি; বা এই রুলসগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবার অধিকার পর্যন্ত এই কাউন্সিলে বা এসেম্বলীতে দেওয়া হয় নি। এ-ছাড়া আমরা দেখছি যে, এটা একটা পার্টনারশিপ বিজিনেস হল। সেজন্য সরকারকে আমরা বলব যে, এত কোটি টাকা যারা খরচ করবে, তাদের শুধু একটা মাইনর পার্টনার হিসাবে নেওয়া হল। এখানে মেজর পার্টনার হচ্ছে—
teachers and those County Councils and Borough Councils. Education in England—The national system, how it works, by W. B. Alexander, who was the President of the Association of Educational Committee—
যার লেখা বইটা প্রয়োজন হলে মন্ত্রীমহাশয়কে আমি পাঠিয়ে দেব। এখানে তিনি বলছেন—

"We believe in the distribution of power. It has been said that the best safeguard for democracy is to ensure that a mad man coming to power cannot

rule the people and so on" আবার তিনি বলেছেন "in England the power of the Minister is limited. The Education Act itself creates local educational authorities and governing bodies and determines in broad terms their respective functions, thus securing that the power is appropriately distributed. Nor must we forget that in England there exist many educational institutions which are properly described as independent".

কাজেই এখানে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, মন্ত্রীমহাশয় যে-কথা বলেছেন তার অর্থ এই যে, ওঁরা যখন একবার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রীর আসনে বসে গেছেন, তখন জনগণ তাদের সমস্ত ক্ষমতা তা সমস্তই মন্ত্রীদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং সে ক্ষমতা আর জনসাধারণের মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ করবার প্রয়োজনীয়তা নেই। তিনি জোর করেই বলেছেন যে, ডেমোক্রেসীর যুগে অটোনমাস বডির আর কোন স্থান নেই। আমার মনে হয় মন্ত্রীমহাশয় বোধ হয় এর পরে একটা বিল আনবেন, যে বিলের দ্বারা ইউনিভার্সিটীর যে স্বাতন্ত্র্য আছে তা খর্ব করে দেবেন। অথবা এমন বিল আসবে যাতে ক্যালকাটা কর্পোরেশন বা অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল সেল্ফ-গভর্নিং অটোনোমাস বডীজ্—আছে, সেগুলোও বাতিল হয়ে যাবে। কারণ এটাই হচ্ছে মৌলিক নীতির প্রশ্ন। বাস্তবিক যদি এই হাউসের ক্ষমতা থাকতো এবং আমাদের যথেষ্ট সদস্য-সংখ্যা থাকতো, তাহলে এই সম্পর্কে আমরা একটা অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতাম। আর এই কথা জানাতে চাইতাম যে, গণতন্ত্রের সমস্ত ক্ষমতা শুধু শাসন চালাবার অধিকার যারা পেয়ে গেছেন, তাঁদের নয় সেল্ফ-গভর্নিং অটোনোমাস ইনস্টিটিউশন-এর এই ক্ষমতা থাকবে। এটাই মৌলিক একটা নীতির কথা। কিন্তু তাঁদের ঐ যদি মৌলিক নীতি হয়ে থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে, ঐ মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে এই সরকার জনগণের আস্থাভাজন কি না সে সম্পর্কে একটা অনাস্থা এনে সেটা আলোচনা করা দরকার। যাই হোক, আমি যে পার্টনারশিপ-এর কথা বলেছি, সেই পার্টনারশিপ সম্বন্ধে এখানে একটু পড়ে শোনাচ্ছি। এতে আছে—

to understand and to accept the significance of the principle of distribution of power is perhaps the first step to appreciate it—the English system of education.

কাজেই কি করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে, ক্ষমতাকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, সেটা বোঝাই হচ্ছে ইংলন্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থার গোড়ার কথা। এই গোড়ার কথা স্বীকার করে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, তাঁদের রাজত্বে গণতন্ত্র হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাওয়ার্স, দ্যাট ইজ এ্যানাক্রোনিজম এবং সেটা নাকি যুগের অনুপযোগী। কাজেই এখানে বলছি যে, সেই ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাওয়ারটা কি করে করা হচ্ছে সেটা বোঝাই হচ্ছে শিক্ষা-ব্যবস্থার গোড়ার কথা। অর্থাৎ

the corollary is of course the importance of co-operation in such a situation. The Ministry of Education, the local educational authorities and the teaching profession constitute the main partners in the national system.

[10-10—10-20 a.m.]

কাজেই অংশীদার হিসেবে সরকারের ক্ষমতা কতটা সীমাবদ্ধ, সেটাও আমি আপনার কাছে বলছি। এই ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান করবার ক্ষমতা সরকারের হাতে রাখা হয়েছে। এই যে শিক্ষা উন্নয়নের পরিকল্পনা, বিভিন্ন অঞ্চলে কি রকমভাবে শিক্ষার উন্নতি করা হবে, তার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে, এই লোক্যাল এডুকেশন অথরিটির কাছে—

perhaps the most important statutory provision in the Education Act of 1944 was that requiring the local education authorities to submit development plan in which it was intended there should be set up all schools in that area. What alterations were proposed to be made of existing schools to meet modern requirements, what new schools were proposed to be built with some indication of the time of the building proposals........

উনি বলেছেন সমস্ত গণতান্ত্রিক ক্ষমতা বন্টন করে আমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। অতএব ওঁর অংশীদারের দরকার নাই। আমরা সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে আসব, ওদের হাতে আর এমন ক্ষমতা ছেড়ে দেব না।

তারপর দেখুন, কতটা ক্ষমতা লোক্যাল এডুকেশন অথরিটির হাতে এখানে আছে। তারা ইচ্ছা করলে এই সরকারী কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করে চলতে পারে না। এইটুকু স্বাধীনতা পর্যন্ত তাদের আছে! তা পড়ে শোনাচ্ছি—

(A VOICE: Nonsense.)

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, এই যে ননসেন্স বললেন, তিনি না জেনেও যদি আগে থেকে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে, আমি জানি, এখানে যা-কিছু বলা হচ্ছে, সেটা অরণ্যে রোদনেই পর্যবসিত হবে। কাউন্সিলে যখন আলোচনা হচ্ছে, তখন এটা ডিসপেশনেটলী আলোচনা করা হবে এটাই ঠিক হয়েছিল। কাজেই বিরোধী পক্ষ থেকে যে-সমস্ত কথা বলা হচ্ছে, তা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই শোনা হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় পূর্ব থেকেই দেখছি আমরা যা-কিছু বলছি, তাতে ননসেন্স বলছেন ও অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করছেন। তিনি বয়সে আমার বড় বলে, তার প্রত্যুত্তর থেকে আমি বিরত থাকছি। তারপর লোক্যাল এডুকেশন অথরিটীজ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, আমি কয়েক লাইন আগে থেকে পড়ছি তা না হলে ঠিক বুঝতে পারবেন না—

In fact the Government of the day could be challenged.

লোক্যাল এডুকেশন অথরিটীর পক্ষ থেকে সরকারী কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করতে পারবে।

It is important to recognise this fact because it is the qualification which must make any Minister consider very carefully indeed before taking any extreme action against local education authority. Let it be said at once that so far no proceedings of this kind have ever been taken or proposed to be taken by a Minister of Education. A recent case arose in which a particular local education authority did in fact refuse to operate a direction of the Minister. The facts were such that the associations of the local education authorities and the associations of the teachers were at one with the Minister in recognising that the authority was wrong but even in these circumstances the Minister was not prepared to use the ultimate powers vested in him. How much greater would be the hesitation of a Minister if ranged against him was the national association of teachers and local education authorities coming together in the interest of the particular authority concerned.

কাজেই এখানে, যেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটা লোক্যাল এডুকেশন অথরিটী সরকারী নির্দেশকে উপেক্ষা করছে, সেখানে সরকার শিক্ষার স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য তাদের উপর হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হচ্ছেন না। এই যে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার, ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাওয়ার, ইংল্যান্ডের শিক্ষা-জগতে একটা ঐতিহ্য। সেটা সেখানে টেনে নিয়ে যেতে বলছি না। ইংল্যান্ডের শিক্ষানীতি একরকম ক্রমবিবর্তনের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে, আর আমাদের এখানে আর একরকম ক্রমবিবর্তনের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে। কিন্তু ইংল্যান্ডে এখনো শিক্ষার স্বাধীনতা রয়েছে। ইংল্যান্ডের সরকার ৩৫০ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করছেন প্রতি বৎসর এই শিক্ষার উন্নয়নের জন্য। অথচ সেখানে সরকারী কর্তৃত্বের দিক থেকে তাঁরা কত সামান্য অংশ দখল করে আছেন তা আমার উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়। কাজেই [illegible] যে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, ইংল্যান্ডে ডেমোক্রেসী নাই, ইংল্যান্ড যা করেছে, তা গণতন্ত্রসম্মত নয়, এটা সত্য নয়। ইংল্যান্ড যা করেছে মন্ত্রীমহাশয় হয়ত সেটা বুঝতে পারেন নি। ইংল্যান্ড শিক্ষা বোর্ডকে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন-এর মর্যাদা দিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট অফ দি বোর্ড অফ এডুকেশনকে এই মর্যাদা দিয়ে এত বড় দায়িত্ব সরকার নিয়েছেন, মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন করেছেন তাঁকে। কাজেই তার উপর ভিত্তি করে আমাদের মন্ত্রীমহাশয় যে দাঁড় করিয়েছেন একটা স্বতন্ত্র মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, সেইরকম স্বতন্ত্র মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এই গণতন্ত্রের যুগে অচল। তাঁরা গণতন্ত্র কারো সঙ্গে অংশীদার হিসেবে ভোগ করতে পারেন না, সমস্ত ক্ষমতা মন্ত্রীরা নিজেদের হাতে নিয়ে নেবেন, এইসব যুক্তি অচল। সেখানে দেখছি ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাওয়ারস করেছেন, ব্যালান্স করবার জন্য যাতে কোন ম্যাড ম্যান পাওয়ার-এ এসেও ইচ্ছে করলেই শিক্ষা-জগতে কোন বিপর্যয় আনতে পারবেন না।

কিন্তু আমাদের শিক্ষা-দপ্তরের মন্ত্রীমহাশয় ইতিমধ্যেই উন্মাদের মত কাজ আরম্ভ করেছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থা যা ছিল, তা সমস্ত বিপর্যস্ত করে ফেলেছেন, যদিও এখন পর্যন্ত সেকেন্ডারী এডুকেশন এ্যাক্ট প্রচলিত আছে। যদিও এখনো সমস্ত ক্ষমতা সরকারের কর্তৃত্বে চলে আসে নাই, তথাপি সরকার এই বোর্ডের সঙ্গে কোন প্রকার পরামর্শ না করে যেভাবে একটা নূতন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ গড়ে তোলবার জন্য সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে অগ্রসর হয়েছেন, তাতে তাঁদের নিন্দা না করে পারা যায় না। বিদ্যালয়গুলি জানে না কখন কি পড়াতে হবে, বিদ্যালয়গুলি জানে না, কখন তাদের বছর শেষ হবে, কখন আরম্ভ হবে; বিদ্যালয়গুলি জানে না কোন্ পাঠ্য-পুস্তক পড়াতে হবে, বিদ্যালয়গুলি জানে না কখন কয়টা পরীক্ষা ছাত্রদের দিতে হবে, বিদ্যালয়গুলি জানে না কিরকম শিক্ষক প্রয়োজন। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বলেছেন হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল-এ ইলেকটিভ সিটি সাবজেক্ট পড়াবার জন্য ট্রেইন্ড গ্রাজুয়েটস, অনার্স গ্রাজুয়েটস হলেই হবে। এটা মন্ত্রীমহাশয় জানেন না যে, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ থেকে সার্কুলার চলে গেছে যে, সেকেন্ড ক্লাশ এম-এ, বি-টি চাই এই ইলেকটিভ সিটী সাবজেক্ট পড়াবার জন্য। তাঁর উত্তরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই সম্পর্কে তিনি মোটেই কোন খোঁজ-খবর রাখেন না। তাঁর দপ্তর একজন ডিরেক্টর-এর দ্বারা পরিচালিত হয়। মন্ত্রী-মহাশয় শুধু সই করে দেন। এই হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ। শিক্ষা-জগতে তিনি একটা শনিগ্রহ। তিনি অপরিকল্পিতভাবে চালিয়ে নিয়ে শিক্ষাকে একটা বিপর্যয়ের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। আজ মন্ত্রীমহাশয় এই আইনের দ্বারা সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করছেন।

Mr. Chairman: You have already taken 45 minutes.

Sj. Satya Priya Roy: I have yet to deal with the Mudaliar and the Dey Commissions. But I shall try to finish as quickly as possible.

Mr. Chairman: If you desist from quotations, you will be much quicker.

Sj. Satya Priya Roy:

তারপর, মন্ত্রীমহাশয় মুদালিয়র কমিশন এবং দে-কমিশনের কথা উল্লেখ করেছেন। মুদালিয়র কমিশন ও দে-কমিশনের রিপোর্ট মন্ত্রীমহাশয় ভাল করে বোধ হয় পড়ে দেখেন নি। তা না হলে সেই রিপোর্ট সম্পর্কে কোন কথা বললে তিনি ননসেন্স বলবেন কেন? মুদালিয়র কমিশন নাকি বলেছেন বোর্ড এ্যাডভাইসরি হবে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তাতে তিনি এ-কথ বলেছেন। কোথায় এ-কথা আছে তিনি কি দয়া করে আমাদের দেখাবেন? তা তিনি দেখাতে পারবেন না। ভবিষ্যতে আশা রইল দেখাবেন। কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জী মহাশয় বললেন, স্পষ্ট কোন কথা না থাকলেও বাই ইমপ্লিকেশন-এ আছে। আমি বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছি—

functions of the Board........... (Mudaliar Commission, page 183)...........
"The Board will be generally responsible for the following matters: To frame conditions for recommendation to appoint committees of experts, to frame courses of study on the recommendation of the expert committee, to draw up panels of question paper setters, to frame rules prescribing minimum rates for selection of examiners and so on".

এই জেনারেলী এগুলি হবে রেসপন্সিবিলিটিজ অফ দি বোর্ড। কাজেই এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বোর্ড একটা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান—

[10-20—10-30 a.m.]

যে উপদেষ্টা মাত্র, তার পক্ষে বলা চলে না যে, এই সংস্থার সমস্ত দায়িত্ব থাকবে। এখানে যে মুহূর্তে বলা হয়—

The Board will generally be responsible for the following matters

সেই [illegible]তেই পূর্ণ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বলে বোর্ডকে স্বীকার করা হল। এখানে বলা হয় নি যে, উপদেশ দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ হবে। সেই সমস্ত সম্বন্ধে নিয়ম-কানুন তৈরী করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ বোর্ডের। শুধু সাধারণভাবে কতকগুলি তালিকা দেবার পর বলা হয়েছে বোর্ডের আর একটা বিশেষ দায়িত্ব থাকবে যে, সরকারকে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্ত ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারবেন। কতকগুলি নির্দিষ্ট ব্যাপারে বোর্ডের ঐ দায়িত্ব থাকবে, তা ছাড়া সমস্ত ব্যাপারে সরকারকে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে উপদেশ দেবেন। [illegible] বোধ হয় এই থেকেই তাকে এ্যাডভাইসরি বলেছেন যে—

The Board will be limited to the formulation of broad policies—

নীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের।

The Board is not expected to functon as an executive body which is the province of the Director of Education—

অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে, এক্সিকিউটিভ ফাংশন ডিরেক্টর অফ এডুকেশন-এর হাতে থাকবে। এক্সিকিউটিভ ফাংশন মানে আমাদের ধারণা একরকম, আর ডিরেক্টর অফ এডুকেশন-এর ফাংশন অন্য রকমের। আমাদের লেজিসলেটিভ ফাংশন আছে, আমরা পলিসি ডিটারমাইন করতে পারি না। সেদিক থেকে বোর্ডের শিক্ষা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব থাকবে। সেই নির্ধারিত নীতি কাজে পরিণত করবার দায়িত্ব থাকবে ডিরেক্টর অফ এডুকেশন-এর। কখন কোন শিক্ষা-কমিশন বলতে পারে না যে, একটা দেশের বা রাজ্যের শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ করবে ডিরেক্টর অফ এডুকেশন। তা যদি হত তাহলে ওটা মিনিস্টার অফ এডুকেশন থাকত। যদি একটা আমলা বা কর্মচারীর হাতে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকত বা যদি শুধু উপদেশ দেবার ক্ষমতা বোর্ডের হাতে থাকত, তাহলে ডিরেক্টর অফ এডুকেশন বলা হ'ত না, মিনিস্টার অফ এডুকেশন বলা হ'ত, যে দাবী মন্ত্রীমহাশয় করছেন, বাই ইমপ্লিকেশন নয়। মুদালিয়র কমিশন আর একটা বোর্ডের কথা বলছেন, যেটা এ্যাডভাইসরি বোর্ড হবে। এই বোর্ড যদি প্রভিন্সিয়াল এ্যাডভাইসরি বোর্ড হ'ত, তাহলে আর একটা—১৮৩ পৃষ্ঠায়—আর একটা প্রভিন্সিয়াল এ্যাডভাইসরি বোর্ডের কথা মুদালিয়র কমিশনে কখন উল্লেখ থাকত না। এই প্রভিন্সিয়াল এ্যাডভাইসরি বোর্ড-এর কনস্টিটিউশন সম্পর্কে বলা হয়েছে। বাস্তবিক এই লাইন-এ এই স্ট্যাটুটারি বোর্ড হওয়া উচিত ছিল যে--

"the Board may function on lines similar to the Central Advisory Board on Education and should be composed of representatives of teaching profession, the University, management of high schools, and higher secondary schools, Heads of Departments dealing with different spheres of education, representatives of industries, trade and commerce, and the Legislature and the general public—

এটা বলছেন খুব উদার ভিত্তিতে একটা বোর্ড হবে। সেই বোর্ডের একমাত্র ক্ষমতা থাকবে যে, তাঁরা উপদেশ দেবেন। কারণ এই বোর্ডের হাতে স্ট্যাটুটরি পাওয়ারস এ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিগুলো দেবার ভরসা মুদালিয়র কমিশন করতে পারেন নি। কেন পারেন নি জানি না। কিন্তু পাশাপাশি বলা হচ্ছে এই বোর্ড ছাড়াও দেয়ার উইল বি এ্যানাদার প্রভিন্সিয়াল এ্যাডভাইসরি বোর্ড, সেখানে বাই ইমপ্লিকেশন মুদালিয়র কমিশন কেন এই বোর্ডকে এ্যাডভাইসরি বোর্ড বললেন তা মন্ত্রীমহাশয় বা তাঁর দপ্তর বুঝতে পারেন, আমরা বুঝতে পারি না। তারপর দে-কমিশন এবং মুদালিয়র কমিশন-এর এই জিনিসটাকে পরিষ্কার করে দেখতে হবে। লেজিসলেটিভ ফাংশন মুদালিয়র কমিশন বললেও নীতি হিসাবে বোর্ডের সেটা থাকবে, এই নীতির সঙ্গে আমরা একমত নই। কারণ আমরা জানি লেজিসলেটিভ এ্যান্ড এক্সিকিউটিভ ফাংশনস পরস্পর থেকে যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে দ্বৈত-শাসনের সৃষ্টি হয়, এবং এই দ্বৈত-শাসন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টে অচল হয়েছে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় বা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দেখা গেছে যে সেখানেও সেটা অচল। সেদিক থেকে এই বোর্ডের সঙ্গে শুধু লেজিসলেটিভ পাওয়ার নয়, এক্সিকিউটিভও দেওয়া উচিত। কিন্তু মুদালিয়র কমিশন সরকারের কাছে ঐ শব্দটা

জোর কোরে বলেছেন, ঐ এ্যাডভাইসরি শব্দটা; সেটা আছে সত্য কিন্তু ঐ এ্যাডভাইসরি শব্দটা থাকা সত্বেও ঐ এ্যাডভাইসরি শব্দটার বিকৃত ব্যাখ্যা যে করতে পারেন, সে সম্বন্ধে দে-কমিশন অবহিত ছিলেন। সেইজন্য তাঁরা বলেছেন যে, এটা হবে—

advisory in its nature but authoritative in its sphere.

তারপরে বলেছেন—

"though we have said that the Board will be advisory in character, it will be seen when we describe its functions that it will have large powers with regard to such vital matters relating to secondary education as curriculum, text-books, examinations, etc. Matters like the actual conduct of examinations, granting of recognition and aid will be in the hands of the Directorate for in these two the advice of the Board will be sought and the Board will be responsible for plans for future development of secondary education."

এই কথা দে-কমিশন পরিষ্কার বলেছেন যে, দে উইল বি রেসপন্সিবল ফর প্ল্যানিং। তারপরে ফাংশনস অফ দি বোর্ড সম্বন্ধে কতকগুলি তালিকা দিয়েছেন, এই তালিকা নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না। এই তালিকায় (এ)—(জে) পর্যন্ত এসে পড়েছে। নীতি নির্ধারণের কথা (এ)—(ই) পর্যন্ত দে-কমিশন বলেছেন। (এ)—(ই) পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, সরকার প্রথমে পর্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন, কিন্তু পর্ষদের সঙ্গে যদি মতানৈক্য হয় তাহলে সরকার (এ)—(ই) অনুসারে কাজ করতে পারেন; কিন্তু (এফ)—(যে) পর্যন্ত যে ক্ষমতা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার দে-কমিশন বলে দিয়েছেন যে—

Government will act according to the advice given by the Board. The Directorate will be responsible for the execution of the decision of the Government or the Board, as the case may be.

কাজেই সেখানে যেমন ইংলন্ডের রাজা কাজ করছেন এ্যাকর্ডিং টু দি এ্যাডভাইস অফ দি মিনিস্টারস, এইরকমভাবে বোর্ড যে পরামর্শ দেবেন সেই অনুসারে কাজ করার দায়িত্ব থাকবে, নিজের ইচ্ছামত কোনরকম পরিবর্তন করতে পারেন না। না হলে সেখানে বোর্ড সম্পূর্ণভাবে বশংবদ হবেন। কোন্ কোন্ ডিসিশন গভর্নমেন্ট নেবেন তা (এফ)—(জে)তে বলা হয়েছে, নতুবা (এ)—(ই) ব্যাপারে গভর্নমেন্টের নির্দেশমত ডিরেক্টরকে কাজ করতে হবে। (এফ)—(যে)র ব্যাপারে বোর্ডের নির্দেশ, তার জন্য (যে) আইটেম-এর উপর বিশেষ জোর দিতে চাই। ফেডারেল কনস্টিটিউশনে রেসিডুয়ারী পাওয়ার (এ)—(ই)তে আছে, সেইজন্য দে-কমিশন বলেছেন—

"generally to advise the Government on all matters pertaining to Secondary Education"

এইটা (যে)—(যে)র ব্যাপারে পরিষ্কার আছে—

"Government will act according to the advice given by the Board"

কাজেই বোর্ডের হাতে সমস্ত রেসিডুয়ারী পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় মন্ত্রীমহাশয় কি কোরে বোর্ডকে এ্যাডভাইসরি বডি বললেন যে, দে-কমিশন এবং মুদালিয়র কমিশন বোর্ডকে এ্যাডভাইসরি বডি কোরে ঠুঁটো জগন্নাথ করতে চাইছেন তা বুঝতে পারি না। যাইহোক মন্ত্রীমহাশয় বিকৃত ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু দে বা মুদালিয়র কমিশন সেই বিকৃত ব্যাখ্যার সমর্থন করতে পারেন না।

এখন এই বিল সম্পর্কে আলোচনা। বিল আমাদের সামনে এসে গেছে, কিন্তু বিলের ছত্রে ছত্রে ছাপার ভুল, অর্থ বিকৃতি ও পরস্পরবিরোধী সমস্ত ব্যবস্থা এর ছত্রে ছত্রে রয়েছে। [illegible] বলা চলে এই দুটো বিল পাশাপাশি পড়লে বোঝা যায় যে, এর পিছনে কোন মস্তিষ্ক কাজ করে নি, কাজ করেছে একটা কাঁচি আর একটা আঠার শিশি। এ ছাড়া এই বিলের পিছনে কোন মস্তিষ্ক কাজ করে নি, এ-কথা পরিষ্কার বলা চলে। কতকগুলি কন্ট্রাডিকশন-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমরা দেখছি জগন্নাথ কোলে মহাশয় একজন শিক্ষা বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। তিনি শিক্ষা বিল সম্পর্কে অনেক কিছু এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন,

সেগুলো ব্যাকরণগত ভুল শুদ্ধ করবার জন্য, বাস্তব তথ্যের দিকে কিছুই তাতে নাই। সেইগুলি শুধরে নেবার জন্য গোটা ২০।২৫ এ্যামেন্ডমেন্ট তিনি দিয়েছেন মন্ত্রীমহাশয়কে সাহায্য করবার জন্য। যে মন্ত্রীমহাশয়ের পক্ষ থেকে ২০।২৫টা এ্যামেন্ডমেন্ট দিতে হচ্ছে ভাষাগত শুদ্ধির জন্য, সে মন্ত্রীমহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। এইবার আমি বাজেট সম্পর্কে বলছি।

[10-30—10-40 a.m.]

বাজেটে ফাইন্যান্স এ্যান্ড অডিট সম্পর্কে বলেছে—চ্যাপ্টার ৬, সেকশন ৩১(১)-এ—

"except in the year in which the Board is constituted, the President shall present to annual meeting of the Board a report on the working of the Board during the last financial year together with budget estimate showing in the form prescribed by rules anticipated income and expenditure of the Board during the next successive financial year".

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথম বৎসর, বোর্ড কার্যকরী হবে যে বৎসর, সেই বৎসরের জন্য বোর্ড বাজেট দেবেন না। এখন সেকশন ৩২, সরকার বোর্ডকে টাকা দেবেন, কত টাকা দেবেন সেটা আগের বোর্ডে ছিল, মুস্লিম লীগের আমলে ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। এখন নূতন বিধানে সেই টাকাটা লুপ্ত হয়েছে, এখন থেকে সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—

"for the purpose of enabling the Board to perform its functions under this Act the State Government may at any time pay to the Board such sums as it deems necessary after examining the budget estimates."

অর্থাৎ গভর্নমেন্টকে আবশ্যক মত টাকা দিতে হলে বাজেট এস্টিমেট কন্সিডার করবে। এইজন্য দেখা যাচ্ছে প্রথম বৎসর যখন বোর্ড তৈরী হবে, তখন তারা বাজেট এস্টিমেট তৈরী করবে না। প্রথম বৎসর যদিও এই আইন চালু হয়, স্টেট-এর পক্ষ থেকে এই বোর্ডকে টাকা দেওয়া সম্ভবপর হবে না। কারণ বোর্ড কোন বাজেট তৈয়ার করবে না এবং যখন বলা হয়েছে, গভর্নমেন্ট সেই বাজেট বিবেচনা করে, একজামিন করে টাকা দিতে পারবে, সেদিক থেকে কোন টাকা দিতে পারবে না। তা ছাড়া যেখানে প্রেসিডেন্ট-এর কথা বলা হয়েছে সেটা আগেই উল্লেখ করেছি। সবাই এর আগে বলেছেন যে, সিলেবাস কমিটীতে দেখা যাচ্ছে যে—

"President of the Post-Graduate Council of Arts. President of the Post-Graduate teaching in Science—

তিন বৎসর আগে এইসব পোস্ট উঠে গেছে। এই যে ৩ বৎসর, এর মধ্যে গঙ্গানদীতে অনেক জল বয়ে গেছে—মন্ত্রীমহাশয়ই যে কথা বলেছেন—কিন্তু সেই জল যে বয়ে গেছে, তিনি বা তাঁর দপ্তর থেকে তার কোন খোঁজ-খবরই নেওয়া হয় নি। তাই এই যে পোস্টগুলি উঠে গেল, তাঁদেরই এখনে এক্স-অফিসিও মেম্বার করে দেওয়া হয়েছে। তারপর সিলেবাস কমিটী—

[At this stage the Red light was lit].

আমার আরও একটু সময় লাগবে—একটা এ্যাপীল কমিটী করে দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে—নূতন বোর্ডের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধি থাকবে—রিপ্রেজেনটেটিভ থাকবে। এটা কেন হ'ল? না, যে কাঁচির কথা বলেছি অর্থাৎ পুরাণো আইন থেকে ধারটা তুলে দেওয়া হয়েছে। অথচ পুরাণো আইন যেসব পরিবর্তন হয়ে গেছে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয় নি। তারপর ক্লজ ১৫—এটা যে ইংরেজীর কি অর্থ হয়, সেটা বুঝতে পারি না। এটার কোন অর্থই হয় না, পরিষ্কার এই কথাই আমি বলছি। এই যে—

"No member of the Board shall vote on any matter considered by the Board (otherwise than in the general application thereof to all Institutions) in respect of which he has personal or pecuniary interest of any Institution....."

এখানে নিশ্চয়ই কতকগুলি শব্দ পড়ে গেছে, যার ফলে এই ক্লজ-এর কোন অর্থই হয় না। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় সেটা দেখবেন। তারপর আছে—প্রেসিডেন্ট-এর ব্যাপার—ক্লজ নং ১৩—সেখানে দেখুন—

"If the President is, by reason of leave, illness or other cause, temporarily unable to exercise the powers or perform the duties of his office, a member appointed by the State Government in this behalf shall exercise the powers and perform the duties of the office of the President" এরপর clause 14এ বলেছেন "The President, or in his absence one member elected from among those present, shall preside at meeting of the Board, and shall be entitled to vote on any matter and shall have and exercise a second or casting vote in every case of equality of votes."

এখানে বলছেন প্রেসিডেন্ট যদি সাময়িকভাবে অনুপস্থিত থাকেন, যে-কোন কারণেই হোক, তাহলে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে একজন মেম্বারকে ঠিক করে দেওয়া হবে, সেই মেম্বার প্রেসিডেন্ট-এর সব ক্ষমতা ব্যবহার করবে।

"If the President is by reason of leave, illness or otherwise temporarily unable to exercise the powers or perform the duties of his office, a member appointed by the State Government in his behalf shall exercise the powers and perform the duties of the office of the President" অথচ ১৪তে বলেছেন "In the absence of the President one member elected from amongst those present shall preside over the Board and shall be entitled to vote in any matter and have the second casting vote in every case."

সেই সমস্ত ক্ষমতা সেই ইলেক্টেড মেম্বার ব্যবহার করবেন।

তারপর ছাপার কথা বলছি। ১০নং ধারার পরেই দেখছি ৩ ধারা। ২ উপ-ধারা কোথায় গেল আমরা জানি না। এবং এখান থেকে বাস্তবিকই হয়ত মূল্যবান কিছু হারিয়ে গেছে সেটা আমরা মনে করতে পারি। তারপর ছাপার আরও নমুনা দেখুন। ২২নং ধারার ৩ উপ-ধারায় যেখানে বলেছেন—

Appeal Committee—duty—to hear and determine appeals from decisions in disputes between teachers and Managing Committees of Institutions.

এই যে টিচারস এ্যান্ড ম্যানেজিং কমিটীজ বলা হয়েছে—সমস্ত ইনস্টিটিউশন-এর কাজ ম্যানেজিং কমিটী নিয়ে। কাজেই ওটা ম্যানেজিং কমিটী হওয়াই উচিত ছিল। তা ছাড়া এখানে একজামিনেশন কমিটীর কথা বলা হয়েছে। বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে একজামিনেশন কমিটীতে রেফার করা হচ্ছে। তার চেয়েও মারাত্মক দেখুন—১৭ ধারা, আর ২৮(৩) ধারা। ১৭ ধারায় আছে—ট্রাভেলিং এ্যালাউন্স এ্যান্ড হল্টিং এ্যালাউন্সেস। এইগুলি উইল বি প্রেসক্রাইবড বাই রুলস। গভর্নমেন্ট রুলস করবেন। রুলস এ্যান্ড রেগুলেশনস-এর পার্থক্য আপনারা জানেন। ১৭তে বলেছেন, এই সমস্ত ট্রাভেলিং এ্যালাউন্স ও হল্টিং এ্যালাউন্সেস হবে বাই রুলস। ২৮(৩) উপ-ধারা দেখুন—সেটার দিকে লক্ষ্য করার সময় হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে—

In addition to other powers and duties conferred or imposed upon him by or under this Act, the President shall (b) sanction, at the rate to be prescribed by regulation, all claims for travelling or halting allowance.

যদিও এর আগে বলেছেন যে, রেটস প্রেসক্রাইবড বাই রুলস—এখানে সেই খেই হারিয়ে ফেলেছেন। কাজেই এখানেও সেই কাঁচি ও আঠা, তারই কাজ দেখা যায়। ১৭তে বলা হয়েছে—বাই রুলস হবে। অথচ এখানে বলা হয়েছে—বাই রেগুলেশনস, সেই অনুযায়ী ট্রাভেলিং এ্যান্ড হল্টিং এ্যালাউন্সেস হবে। এগুলি হচ্ছে খুঁটি-নাটি। এইরকম অজস্র ছিল—পাতায় পাতায় ছিল—ছাপা সংক্রান্ত ও তথ্যগত, ভাষাগত ভুল। মারাত্মক কথা হচ্ছে যে, সেকেন্ডারী এডুকেশন ডিফাইন্ড করার ব্যাপারে কোন প্রচেষ্টা করা হয় নি। সুতরাং এই যে বোর্ড অফ সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল হচ্ছে, এখানে যে সেকেন্ডারী এডুকেশন ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তার আগের চেহারা নেই। একটা নূতন কাঠামো করা হচ্ছে সেকেন্ডারী।

এডুকেশন-এর। তারপর ইন্টারমিডিয়েট একজামিনেশন তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং একাদশ ক্লাশ-এর ভিতর দিয়ে সেকেন্ডারী এডুকেশন কমপ্লিট করার চেষ্টা হচ্ছে। এইজন্য কতকগুলি জিনিষ নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে। যেমন স্কুলগুলির শ্রেণীবিভাগ।

[10-40—10-50 a.m.]

মন্ত্রীমহাশয়ের দপ্তরের যাঁরা খসড়া আইন তৈরী করেছেন, তাঁরা বোধ হয় জানেন না যে সেগুলো ১১ ক্লাশের। শুধু এক বিষয়ে পড়ান হয় এবং সেজন্য তার নাম হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলস দেওয়া হয়েছে। সেখানে মাল্টি-পারপাস স্কুলস-এর কোন ডেফিনিশন নেই। কারণ মাল্টি-পারপাস স্কুলস বলতে আমরা সকলে যা বুঝি, তাতে ডেফিনিশন-এর মধ্যে মাল্টি-পারপাস স্কুলস বলতে কাকে বোঝায় সে-কথা পরিষ্কার উল্লেখ করা উচিত ছিল। কারণ ওখানে গভর্নমেন্টের সঙ্গে দে-কমিশনের মতভেদ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। দে-কমিশন বলছেন যে, মাল্টি-পারপাস স্কুলস হবে সেই স্কুলগুলো যেখানে হিউম্যানিটিজ, কলা-বিভাগ, ছাড়া সায়েন্স এবং টেকনোলজি ইত্যাদি, এইরকম অন্যান্য বিভাগ থাকবে। অর্থাৎ ঐগুলো ছাড়া এইরকম আরও দুটো বিভাগ থাকলে তবে তাকে মাল্টি-পারপাস বলা হবে। কিন্তু আমাদের সরকার দেখলেন যে, ঐরকম মাল্টি-পারপাস করা হয়ত ওঁদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না বলে তাঁরা সেটাকে আরও সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে বললেন যে, মাল্টি-পারপাস অবশ্য আইনের জায়গা নয় এবং এতে শুধু হিউম্যানেটিজ-এর সঙ্গে আর একটা ধারা থাকলেই সেটা মাল্টি-পারপাস হবে। কিন্তু সেই মাল্টি-পারপাস-এর কোন ডেফিনিশন এখানে নেই। প্রি-ইউনিভার্সিটী কোর্সটাকে সেকেন্ডারী পার্ট বলা হচ্ছে। প্রি-ইউনিভার্সিটী এবং সেকেন্ডারী সম্পর্কে কোন আইন আনতে হলে সেখানে ইউনিভার্সিটীর সঙ্গে পাশাপাশি সেকেন্ডারী এডুকেশন এসে দাঁড়াচ্ছে। অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ বা হাইফেন যেখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বসে আইনের খসড়া তৈরী না করলে সেটা কিছুতেই কার্যকরী হতে পারে না। কারণ, এখানে ডেফিনিশন-এই ভুল আছে এটা সেকেন্ডারি এডুকেশন নয়। এই যে ইলেভেন ক্লাশ অর প্রি-ইউনিভার্সিটী বলছি, তার পাঠ্য-পুস্তকের কথা কে বলে দেবে, কিভাবে তা পড়ান হবে, তার শেষে কি পরীক্ষা হবে সে সমস্ত আইন-কানুন কারা করবে? এক কথায় প্রি-ইউনিভার্সিটীটাকে এখানে সেকেন্ডারী এডুকেশন বলা হচ্ছে। এবিষয়ে এখানে সেকশন ২(১)-এ বলছে—

"Secondary Education" means education suitable to the requirements of all pupils who have completed Primary Education and have not qualified for admission to a certificate, diploma or degree course instituted by a University or by a Government."

ইন্টারমিডিয়েট কোর্স যেটা, সেটা ইউনিভার্সিটী ইনস্টিটিউট করছেন এবং সেটা নিশ্চয় একটা সার্টিফিকেট কোর্স। কারণ ছেলেরা ইন্টারমিডিয়েট পাশ করলে ইউনিভার্সিটী থেকে সার্টিফিকেট পায় যে তুমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছ। এখানে ইন্টারমিডিয়েটটাকে দুটো ভাগ করা হচ্ছে—১০ শ্রেণীর যারা ছাত্র তারা গিয়ে এক বছর প্রি-ইউনিভার্সিটীতে এবং ১১ শ্রেণীর ছেলে যারা, তারা নিজেদের এখানেই তা পড়ছে। কাজেই এই যে ১১ শ্রেণী, এই শ্রেণীর ডেফিনিশন অনুযায়ী সেকেন্ডারী এডুকেশন হতে পারে না। কারণ দ্যাট বিকামস পার্ট অফ দি সার্টিফিকেট কোর্স ইনস্টিটিউটেড বাই দি ইউনিভার্সিটী। দ্বিতীয়ত, গভর্নমেন্ট স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পর অনেকে সার্টিফিকেট কোর্স-এ ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করতে যায় এবং স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পর গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউটেড সার্টিফিকেট কোর্স-এ ছেলেরা যায়। এখন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা এক বছর যেটা বাড়িয়ে দেওয়া হল, সেকেন্ডারী এডুকেশন-এর, সেটা তাহলে এই যে ডেফিনিশন, এই ডেফিনিশন অনুযায়ী সেগুলোকে এক বছরের [illegible]। এডুকেশন-এ দেখছি না। বাস্তবিকপক্ষে সরকার কতটা আইন করেছে তা বুঝতে পারবেন যখন আমি বলব যে এখানে যে তাঁরা হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল বা মাল্টি-পারপাস স্কুল-এর যে ডেফিনিশন করেছেন, সেটা সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, গভর্নমেন্ট স্কুলগুলো চাচ্ছে এবং বোর্ড সেগুলোকে এ্যাপ্রুভড করেছে। কিন্তু এ্যাকর্ডিং টু দিস এ্যাক্ট অফ ১৯৫০ বোর্ডের এইরকম হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলস বা মাল্টি-পারপাস স্কুলকে কোন রকম রেকগনাইজ করার ক্ষমতা নাই। আবার এই

এডুকেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী সেকেন্ডারী। এডুকেশন সম্পর্কে গভর্নমেন্টেরও কিছু করবার নেই। কাজেই এ-সমস্ত দিক থেকে এই যে এত কোটী কোটী টাকা খরচ করে যে হায়ার সেকেন্ডারী অর্গ্যানিটি-পারপাস করা হচ্ছে, তার আইনগত কোন ভিত্তি নেই। আমরা আশা করেছিলাম যে, সরকার যখন নূতন আইন আনছেন, তখন আইনগত ভিত্তির যে অভাব আছে সেটাকে দূর করে সেকেন্ডারী এডুকেশন জিনিসটা কি সেই জিনিসটার নূতন করে ডেফিনিশন দেবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেখানে একটু মস্তিষ্কের প্রয়োজন। কারণ এই পরিবর্তনের মধ্যে কোনটাকে আমরা সেকেন্ডারী বলব সেটার জন্য বুদ্ধি-বিবেচনা খরচ করবার প্রয়োজন ছিল—খালি কাঁচি আর আঠা দিয়ে তা হয় না। তারপর আমার আইনগত কতকগুলি প্রশ্ন আছে। অবশ্য মন্ত্রীমহাশয় সেদিন আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে, জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট। এই যে আইন যা রিপীল করা হচ্ছে, তাতে খসড়া আইনের ক্লজ ৪০তে বলা হচ্ছে যে, এখন থেকে সেকেন্ডারী এডুকেশন এ্যাক্ট অফ ১৯৫০ রিপীল্ড হয়ে গেল, কিন্তু সেই রিপীল্ড হয়ে গেলে স্কুলগুলোর অবস্থা কি হবে এটা আমার প্রশ্ন। তখন আইনমন্ত্রী মহাশয় জেনারেল ক্লজ এ্যাক্ট সম্পর্কে রেফারেন্স দিয়ে বলেছিলেন যে—

"Where this Act or any Bengal Act made after the commencement of this Act, repeals any enactment hitherto made or hereafter to be made, then, unless a different intention appears, the repeal shall not affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed".

তাহলে এই দিয়ে তিনি বলতে চান যে, যে স্কুলগুলো এখনও রেকগ্‌নিশন আছে, সে স্কুলগুলো রিপীল্ড হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জেনারেল ক্লজ-এর প্রভিশন-এ তার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় একটা জিনিস, যেটা নিজে বুঝতে পারেন নি এবং আমাদের পরিষ্কার করে বোঝাতে পারেন নি, সেটা হচ্ছে যে, এটায় ১,৭০০ বিদ্যালয় আছে, তার মধ্যে ১,৫০০ বিদ্যালয়কে শুধু সাময়িকভাবে মঞ্জুরী বা রেকগ্‌নিশন দেওয়া হয়েছে এবং মার্চ বা ডিসেম্বরের পরেই এখন মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ১,৬০০ বিদ্যালয় যারা এই আইন অনুযায়ী যে রেকগ্‌নিশন পেয়েছিল, সেই রেকগ্‌নিশন-এর মেয়াদ তাদের যখন ফুরিয়ে যাবে তখন তাদের কি অবস্থা হবে? কাজেই ঐ আইন অনুযায়ী তাদের যতটুকু অধিকার ছিল সেই অধিকার তাদের মার্চ মাসেই ফুরিয়ে যাবে এবং তখন পুরানো আইনের যে অধিকার সেই অধিকারের দোহাই দিয়ে স্কুলগুলোর সাধারণভাবে যে রেকগ্‌নিশন আছে সে-কথা বলা চলবে না। তা ছাড়া রেকগ্‌নিশন সম্পর্কে যে ব্যবস্থা আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, রেকগ্‌নিশন কমিটি রেকগ্‌নিশন করবে এবং বোর্ড সেটাকে বিবেচনা করবে। কিন্তু বিদ্যালয়গুলির রেকগ্‌নিশন-এর কাজ করতে গেলে অন্ততঃ ২ থেকে ৩ বছর সময় এই বোর্ডের বা রেকগ্‌নিশন কমিটীর লাগবে। যখন ১৯৫০-এর আইন হয় তখন যারা এটা রচনা করেছিলেন, তাঁরা বুঝেছিলেন যে—

"schools enjoying temporary recognition shall continue to be so recognised for a period of one year after the commencement of this Act. এবং আর একটা schools enjoying permanent recognition shall continue to be so recognised for a period of three years".

অর্থাৎ এর কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে যে-কোন মুহূর্তে এই আইন চালু হবে এবং যে মুহূর্তে পুরোণো আইন বাতিল হয়ে যাবে, সে মুহূর্তে পুরোণো আইনের যে মেয়াদ আছে সে মেয়াদ মার্চ মাসে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং ১,৫০০ বিদ্যালয়ের কোনরকম রেকগ্‌নিশন থাকবে না। কিন্তু তা ছাড়াও প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই বোর্ডের কতকগুলি সম্পত্তি, লায়েবিলিটীজ ও আর্থিক দায়িত্ব আছে, সেগুলি কার উপর বর্তাবে? এবং তার যে অনেক পাওনাদার আছে, তারা পরে কার কাছ থেকে এই লায়েবিলিটীজগুলো পেমেন্ট নেবে? এ্যাক্ট অফ ১৯৪৮-এর কম্প্রিহেন্সিভ এ্যাক্ট-এ একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, বোর্ড অফ এডুকেশন বা প্রেসিডেন্ট অফ দি বোর্ড অফ এডুকেশন-এর যে-সমস্ত এ্যাসেটস এ্যান্ড লায়েবিলিটীজ সেগুলো সমস্ত ভেস্ট করবে ইন দি মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন। কিন্তু সেরকম কোন ব্যবস্থা

এখানে নেই। স্কুল বোর্ডের সম্পত্তি আছে, বই আছে এবং সেই বইগুলো সম্পর্কে তার পাওনা যেমন আছে, আবার তার দেবারও আছে। কিন্তু সে সম্পর্কে কোনরকম ব্যবস্থা এখানে নেই বলে আমি বলতে বাধ্য যে, একটা মস্ত বড় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে।

তারপর কনস্টিটিউশন অফ দি বোর্ড সম্পর্কে উনি বলেছেন যে, দে-কমিশন যা বলেছেন তার চেয়ে উনি ভাল বোর্ড করছেন। কিন্তু কতকগুলি ফিগারস আমি এখান থেকে দিচ্ছি, সেগুলো মন্ত্রীমহাশয় একটা পরীক্ষা করে দেখবেন। ওখানে বোর্ডে দে-কমিশন ২৫ জন মেম্বারের কথা বলেছেন, তার মধ্যে ১০ জন ইলেক্টেড মেম্বার। কিন্তু এখানে মন্ত্রীমহাশয়ের বোর্ডে ২৭ জনের মধ্যে ৯ জন ইলেক্টেড মেম্বার। অর্থাৎ ওখানে ২½ গুণ, আর এখানে ৩ গুণ—৯-এর ৩ গুণ হচ্ছে ২৭, আর ১০-এর ২½ গুণ হচ্ছে ২৫। কাজেই মন্ত্রীমহাশয় সেটাকে ইম্প্রুভড করেছেন কি না সেটা তিনিই বিচার করবেন।

[10-50—11 a.m.]

তারপর, দে-কমিশন বলেছিলেন, গভর্নমেন্ট অফিসিয়েলস ৫ জন, আউট অফ ২৫, ওনলি ১।৫; মন্ত্রীমহাশয় তাকে ইম্প্রুভ করে ৮।২৫ করেছেন, তাহলে হল যেখানে দে-কমিশন গভর্নমেন্ট কর্মচারী ৫ জনের নাম বলেছিলেন, সেখানে মন্ত্রীমহাশয়ের বোর্ডে দেখা যাচ্ছে ৮।২৭ plus the President, Government nominated member. Dey Commission এ আছে ৬।২৫, আর মন্ত্রীমহাশয় তাকে ইম্প্রুভ করে করেছেন ৭।২৭ গভর্নমেন্ট অফিসার। তাহলে মন্ত্রীমহাশয়ের নূতন বোর্ডে হবে ১৮ জন, ২৭ জনের মধ্যে গভর্নমেন্ট নমিনেটেড এক্স-অফিসিও মেম্বারস। এই হচ্ছে খসড়া বিলে বোর্ডের চেহারা। সেদিক থেকে আমি বলছি, যেভাবে বিল আসছে তাতে তার প্রতি পদে পদে অসংগতি, অন্যায় এবং ভুল। এখানে আমার একটা গল্প মনে পড়ে—একজন প্রফেসার প্রায়ই আধঘন্টা দেরী করতেন ক্লাশে আসতে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ক্লাশ থেকে চলে যেতেন এই বলে যে, আই কান্ট বি টুয়াইস লেট। তিন বছর চলে গিয়েছে, কাজেই লেট তো এমনিতেই হয়েছে। এটা যেন এরকম হতে যাচ্ছে যে, ভোর বেলা উঠে যার মুখ দেখব তাকেই কন্যাদান করবো। এরকম যদি করতে চান তাহলে সেটা আলাদা কথা। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি এই বিলের দ্বারা সরকারী নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার সংকোচ হবে। মন্ত্রীমহাশয়ের আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে শিক্ষা সংকোচনের কথাই ফুটে উঠছে, আমরা তাই এটা স্বীকার করে নিতে পারি না। আমরা পাবলিক ওপিনিয়ন এলিসিট করবার জন্য বলেছি। এখন বিধান-সভায় এটা যাচ্ছে না। এখনো হাতে তিন মাস সময় পাওয়া যাচ্ছে। যদি শিক্ষাকে নিয়ে অনর্থক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে না চান, এবং শিক্ষার কল্যাণের জন্য সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে চান তাহলে তাঁকে অনুরোধ করব যে, এই বিলের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-সাধন করুন। এবং দুটো হাউসের একটি সিলেক্ট কমিটী করুন। সিলেক্ট কমিটীতে বসে আমরা যে-কথা বলতে পারব, এখানে সে-সব কথা বলতে পারব না। কাজেই এইরকমভাবে জনসাধারণকে শিশুসুলভ ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে কোন লাভ নাই। এ-কথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করুন যে, আপনারা মন্ত্রীসভা থেকে আমাদের সহযোগিতা চান। আজকে শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে, যে অরাজকতা দেখা দিয়েছে, দুর্নীতি পর্যন্ত দেখা দিয়েছে, যে-সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তা যাতে দূর করা যায় এইরকম একটা বিল প্রথমে কাউন্সিলের সামনে আনবেন, এই কথা ঘোষণা করুন। সহযোগিতার হাত আমরা বাড়িয়েই আছি। সিলেক্ট কমিটীতে পাশাপাশি বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সহযোগিতার ভিতর দিয়ে শিক্ষার উন্নতির ব্যবস্থা করতে পারব। আমাদের এই আবেদন যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আমি বলতে বাধ্য যে, এটা আমাদের আশঙ্কার কথা নয়, দুঃখের সঙ্গেই বলতে বাধ্য হবো যে, এই আইন-সভার ভিতরে এবং বাহিরে ও প্রতি স্তরে এই প্রতিক্রিয়াশীল বিলের বিরোধীতা আমরা করব। এবং এজন্য সমস্ত পশ্চিমবাংলার শিক্ষকেরা বিরাট আন্দোলন করবেন, এবং জনসাধারণের মধ্যেও বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। বাইরে আমরা যে আন্দোলন করব তার চেহারা আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছেন। সেদিন ৪ হাজার শিক্ষক এই প্রতিক্রিয়াশীল বিল এবং সরকারের অন্যান্য অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে তাদের মতামত

মন্ত্রীমহাশয়ের সামনে উপস্থিত করতে এসেছিলেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল বিলের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র আন্দোলন করতে বাধ্য। এবং তার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তাবে। এই [illegible]-এ এটা আনপ্রিসিডেন্টেড যে এডুকেশন বিল সিলেক্ট কমিটীতে যায় নি। পৃথিবীতেও এটা আনপ্রিসিডেন্টেড যে সিলেক্ট কমিটীতে না গিয়ে সরাসরি বিধান-পরিষদের সামনে উপস্থিত হয়। পৃথিবীতে যে জিনিস চালু আছে তার উপর ভিত্তি করে সবিনয়ে জানাব যে, এটা যদি প্রত্যাখান করেন তাহলে তিনি ইচ্ছা করে বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়বেন। ক্ষমতাপ্রিয়তা তাঁকে উন্মাদ করে তুলেছে। আমি আবার বলছি, জাতির শিক্ষার কল্যাণে ও উন্নতির জন্য শিক্ষকেরা বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

Sja. Labanyaprova Dutt: Mr. Chairman, Sir, as I have stood to take part in the discussion of the Secondary Education Bill that has been introduced by the Hon'ble Education Minister in this House, I find that the members of the Opposition have put forward certain criticisms. They have said that the proposed Secondary Education Board is just an advisory body and that it has not statutory powers. Another point that has been raised in regard to the Bill is that it should be circulated amongst all members and also among the public for eliciting public opinion. They have also said that there are too many nominated members in the constitution of the Board and these members are taken to be just the mouthpiece of the Government. There are too many officials—that is some of their contentions. They have also said that this Bill should go to a Select Committee and the representatives of both the Houses should be there, and after it comes out of the Select Committee it should be introduced to the Legislature.

Sir, as I was listening to the discussion of the Opposition, I was thinking that only recently the Mudaliar Commission was set up in October 1952 and the Report came out in 1953. We find that this All-India Commission went round to all the States of India, from Srinagar, Jullundhar, Nagpur, and Assam to all the important States of India and they have examined Headmasters, Headmistresses, Principals of colleges, Principals of technical institutions, experts on education and other members of the public who took a keen interest in education. If we go through the Mudaliar Commission, we find the list of names of all the people who have been examined and who have been consulted before the Mudaliar Commission in the final report.

[11—11-10 a.m.]

If we go through the wordings of the Mudaliar Commission report we will find a list of names of all these people who have been examined and who have been consulted before the Mudaliar Commission gave its final report. Then, we come to Dey Commission which was set up in August, 1954, and submitted its report in November, 1954. We again find that the Dey Commission invited several people interested in education—headmasters, head mistresses, principals, experts and after hearing from them they have given their valued report. The Commissions have given their report on an all-India basis and on West Bengal basis. So, we are here to expedite the matters regarding the policies of the Government, and in a Welfare State the Government is expected to take over charge of such departments, as Education which guides the future of a country, which brings up the young boys and girls through education to that state where when they grow up, they will hold responsible posts in the State. At least I think that there is no need for circulation again after such recent circulation and after reports have been received by the Government.

In this connection I would like to read out certain portions from the Dey Commission. It says "that in free India the State must take upon itself directly the entire task of planning and providing secondary education." It cannot be left to the public as in the past. For then its

...wth will be hampered and will tend to be haphazard and its quality poor ... can it be handed over to some other agency in which case the control of ... State being indirect the growth and quality of education are likely to ...fer. Moreover,—then it goes on with finance—"it is the only authority ...hich provides finance that can plan and put the plan into action. In the ...ltered situation of India, therefore, the Board which will be advisory in ...ts functions and authoritative in its spheres although not assuming the ...xecutive duty should be welcome and not looked upon with suspicion". ...n fact, it should provide a check on the action of the officials of the ...Government. It will also have the effect of making the Government of the ...ay directly responsible to the Legislature for the conduct of secondary ...ducation. Note, Sir, it says that it is directly responsible to the Legislature for the conduct of secondary educaion. Sir, this legislature is formed by the people who are mostly educated and they have been either elected or nominated, because they represent a certain section of the people. We have no hesitation in introducing the views of the Secondary Education Commission that a Board of Secondary Education will be set up mainly for an advisory function. The executive function will be in the hands of the Directorate, but the Board will advise the Government on all matters relating to secondary education. Here also the Mudaliar Commission says "the Board is not expected to function as an executive body which is the function of the Director of Education. The Board must be a compact body mainly composed of experts whose functions will be limited to the formation of the broad policies."

Here if we go through the Bill we find that the functions of the Board and certain other points that are given in the Mudaliar and in the Dey Commissions' reports have been taken into consideration. If we see Chapter III on page 5—Committees and Regional Examination Councils—we find that this Bill has advised for the constitution of a Recognition Committee. If we see page 181 of the Mudaliar Commission's Report, we find that they have also suggested this. Then about Syllabus Committee, on page 181 in their report in clause (2) the Mudaliar Commission have also advised about this Committee and on page 37, clause (f) of their report the Dey Commission have recognised the Examination Committee which has been put forward in the Bill. The Mudaliar Commission have said about it on page 181, clauses (4) and (5) and so have the Dey Commission in their report on page 37. We find that the Dey Commission on page 39 of their report have also recommended for certain Standing Committees, in paragraph 15 on page 39—the Recognition Committee and then Examination Committee on page 39, clause (d) and Appeals Committee on page 39, clause (c).

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: Where is planning and development committee? Can you see that in the Bill?

Sja. Labanyaprova Dutt: Sir, I want to make it clear that all the suggestions that are made by the Commissions in their reports cannot be acceptable to the Government always for, in that case these would have been turned into a law and they would not have been reports of the Commissions. Certain things have been taken and certain other items have been left out. (Dr. MONINDRA MOHAN CHAKRABARTY: And certain important ideas have been left out too.) Then regarding the Syllabus Committee, we find that in Dey Commission's report at page 37, clause (e) they have suggested it. The Dey Commission have also suggested the Appeal Committee as put forward in the Bill in chapter III, clause 22(3)—it shall be the duty of the Committee to hear and determine appeals from decisions in disputes between teachers and Managing Committee of Institutions referred to the Committee in accordance with regulations made in this

behalf. Then, Sir, it was suggested that the Bill should go to a Select Committee. Sir, talking of a personal matter, I have also been taken into many Select Committees but we have found out that you cannot satisfy every individual and you cannot make the people feel that if a Bill is sent to a Select Committee, that will not satisfy everybody and will not cover everything. Recently, in Kerala when the Education Bill was sent to a Select Committee, we found that it could not satisfy all sections of the people and so you see that if we take this Bill to a Select Committee, it will take time, we will have discussions but finally, I think, we cannot please each and every individual. (Dr. MONINDRA MOHAN CHAKRABARTY: It is a monstrous proposition that select committees are useless.) Sir, I have not said that; I have said that Select Committees cannot satisfy every individual.

[11-10—11-20 a.m.]

Because we know that it cannot pacify all sections of the people. As I was listening to my friend in the Opposition he said that if this Bill is not properly attended to as the Opposition members wish then they will create a row and they would see that the teachers of West Bengal will see to it that this Bill is, according to them, properly introduced by the Hon'ble Minister, that they would see it to include what they say. Sir, I only say this that the teachers are educated. They come from the educated masses of society. I know that we have not been able to do everything that we could wish for the teachers but at the same time I will ask the House to consider that is it very dignified for the teachers to march in procession through the streets of Calcutta?

Sir, this Bill has many controversial points. I do not want to raise and I do not want to recall the reasons why the first Board had to be dissolved but I want to say why the Opposition members who sometimes want nationalisation for industries, nationalisation for transport and other things, in the case of education, when the education is being controlled by the Directorate of Government—in the First Five-Year Plan Rs. 1,20,84,000, in the Second Five-Year Plan Rs. 6,76,00,000 for secondary education—why can't the Opposition members trust the Education Directorate, why can't they trust the Government that the Government will try to see that in this State of West Bengal they are trying to make a better Bengal by trying to improve the secondary education, by trying to give more money for secondary education in West Bengal?

I congratulate the Education Minister that he has put forth in this Bill articles which have been also raised by the Mudaliar Commission and the Dey Commission, and I hope that my friends in the Opposition will consider this Bill and see that this Bill is really for the good of the country. They need not have this feeling that this Bill wants to put down other members who are interested in secondary education and the Government want to grab powers through it. This is a welfare State. I appeal to all to have faith in the Government that they will lead us and the country to the good.

Thank you, Sir.

Sj. Charu Chandra Sanyal: Mr. Chairman, Sir, after these tremendous speeches mine will fall flat and will lose its briskness. There is no scope for it, as to-day's discussion is limited. It is about the formation of the new Secondary Education Board, its functions and limitation. But some of my friends have gone wide away from the mark. While introducing this

Bill, the Education Minister said that the Board should not be merely a talking institution, but should consist of persons who really mean business. That is his main idea. In this connection he cited the case of England where after experimenting for several years the Government have taken up the management of education directly and he says also that autonomy in education is an anachronism in democracy. He also cited for his advantage some portions of the Mudaliar Commission. But Sir, if this was in his mind, it would have been better for him to set up a committee as an appendage to the Government with some educated persons or some persons interested in education. This should have solved the problem quietly and without any trouble. While narrating the history of the Education Board that was killed, he lays some claim over it. Whatever it may be, I find that it was a child with a load of 44 pounds of fat. There were 44 members. So, it could not move properly and it was killed at the age of three and a half years. But the child was not allowed to have its say. The spirit of such a child naturally becomes a 'bhut' (ghost) and it is hovering round the Education Minister. I hope by this time the spell of the spectre has gone and he has come to normalcy. With this expectation I beg to lay before the House some of my observations. A democratic mind of the Education Minister could not be autocratic even at this stage while hatching out a new child. This child is proposed to have only a load of 27 pounds of fat and he expects that it would move more freely within the iron cage in which it is about to be put. Sir, I should admit that the lost idealism in education should be brought back and real type of persons should be engaged to conduct such an education. But Sir, this should not be done by taking away freedom, but by putting in more responsibility. Our Government committed mistakes, squandered away money and in some instances are guilty of mismanagement. But still our Government is progressive amidst all these imperfections. So, Sir, if responsibilities are conferred upon the people they will soon learn to work properly, our mind will be so trained. So, on this score of management our freedom should not be killed.

[11-20—11-30 a.m.]

Sir, the present Bill limits the functions of the Board to advise the State Government in matters relating to secondary education referred to it by the State Government, that is this Board shall have nothing to do with matters that are not referred to it. The secondary education includes general education, technical education, etc. But, Sir, the Government reserves the right to take away from the scope of secondary education any subject it likes, that means excepting general education all other matters are in a fluid state, may not come within the scope of the Board. That is a danger.

Then, Sir, a few committees have been proposed to be set up and they are semi-autonomous bodies. This further limits the scope. Thus the Board is practically reduced to the state of a post-box. It will have not the liberty to deliver the letters in the way it likes. It is also limited by sub-section (3) of article 27. It says that no regulations shall be valid unless and until they are sanctioned by the State Government. This completes the iron cage for the child.

The question of grants to schools has been raised by one of my friends. It is not within the scope of this Bill. The income and expenditure according to fixed scales are taken into account and the money falling short of the income is paid by the Government—by the Education Directorate. But, Sir, it is to be regretted that the money is not paid regularly causing great disadvantage to the institutions, and it is an instance of lapse of the Education Directorate.

The question of syllabus has been raised by some of my friends. The load of books is extremely heavy. The changing of books every year puts a great strain on the purse of the poor guardians. The little children I have seen in Classes IV, V and VI are made to learn history of the world and geography of the world whereas the history of their own country is relegated to the back bench. This reminds me of a very old poem

"নিমেষে বলিতে পারি হান্টারএর বংশাবলী
জানি না দাদার নাম, কি গোত্র তারা।"

Children know the history and geography of the world, but they know nothing about their own country. If you look into the books that are prescribed to the boys and girls of Classes III, IV, V and VI you will bear with me. These facts, I hope, should be looked into, and I expect that the Government should stop the business that is going on with text-books. That is a very bad thing and that should be stopped anyhow. Technical education has been mostly theoretical, and teaching in many institutions never goes into the local needs. So many of the students passing these courses are swelling the ranks of unemployed. That also should be properly looked into. Sir, it is better to teach less and to teach well.

Then, Sir, before I close I come to some suggestions regarding the Bill. I do not like to go into the anatomy of the Bill that the experts have done and more experts will do it more properly—they are educational surgeons and of course I am interested in that. But I will speak on something else. I entirely agree with my friend Ramlagan Singh that the analogy of this country with other countries should not be brought here. The educational policy must be formulated according to the requirements of a particular country. The conditions of other countries may be entirely different from ours. So we must orient our education according to our needs. Now, I come to some definite suggestions. The number of elected members be increased, the Chairman should be elected and not nominated by the members of the Board. A post of a Vice-Chairman should be created and he also must be elected by the members of the Board. The Managing Committee of the secondary schools should have a chance to represent on the Board. And lastly, Sir, the inaccuracies in the draft as pointed out in this House by my esteemed friend should be corrected. I would advise the Hon'ble Minister to repair this Bill on the basis of discussions in this House and finalise it with the advice of a Select Committee composed of men engaged in or interested in education. That will save us from discussing 208 and odd amendments on this Bill. Thank you, Sir.

Sj. Kamini Kumar Ghose: Sir, the Hon'ble Education Minister has stated various charges against the Board of Secondary Education which my friend Sj. Satya Priya Roy has also dealt with some time back. Now, it was for these charges that the Board was dissolved in 1954. I happened to be a member of the Board and as my friend Satya Priya Roy has said, I was also a member of the Examination Committee and also a member of the Enquiry Committee which submitted the report later and I was a signatory to that report. Still I think that no useful purpose will be served by raking up old ashes. The chapter is closed,—the dissolution of the Board is a settled fact. So I would...... (Dr. MONINDRA MOHAN CHAKRABARTY: Were you innocent or not?) I do not want to go into those facts now. It is a matter of the past. I do not want to go into the merits or otherwise of those charges but it is an undeniable fact that the subsequent arrangement made by the State Government for the working of the Board has proved unsatisfactory and therefore Government has thought it proper to set up a new Board. We all know that there are various defects of the present system—schools do not get grant-in-aid in time, teachers' grievances are not

properly attended to, there has been unusual delay in replying to urgent questions and the fixation of the salaries of teachers has not been done. So there has been an insistent demand from all quarters for the constitution of a new Board and it is to meet this public demand that the Education Minister has put forward this Bill in this House. It is for this reason that I welcome this Bill and I congratulate the Minister for bringing up this Bill in this House.

[11-30—11-40 p.m.]

Now, there has been a great deal of criticism regarding the proposed constitution of the Board. The former Board was an autonomous body and the criticisms have centered mainly round the advisory character of the Board. In the Dey Commission's report at page 36, section 8, we find "with the termination of alien rule the main grounds for distrust of the Government have disappeared. In the altered circumstances of today, therefore, a Board which will be advisory in its function but authoritative in its sphere although not assuming executive duties should be welcomed and not looked upon with suspicion". The Hon'ble Minister of Education has mentioned the Act of 1944 in England and he has also defended his proposal on the ground of the recommendations of the Mudaliar and Dey Commissions. In this connection I would like to state that there has been a heated controversy, as my friend Shri Satya Priya Roy has said, regarding the constitution and powers of the Board and this controversy has not been confined to teachers alone. References have been made to the various recommendations of the Mudaliar and Dey Commissions. I think that a comparative study of the recommendations of the two Commissions and of the proposed Board will be helpful to come to a correct decision regarding the powers. At page 181 in the Mudaliar Commission Report we find. "We consider that if secondary education is to progress in right lines the Board must have a compact body composed mainly of experts whose function will be limited to the formulation of broad policies. The Board is not expected to function as an executive body." Then again in the Dey Commission Report we find at page 36, "We have no hesitation in endorsing the views of the Secondary Education Commission and commending the setting up of a Board of Secondary Education mainly with advisory function". What do we find in the present Bill so far as the powers are concerned? It is stated that it shall be the duty of the Board to advise Government on all matters relating to secondary education referred to it by the State Government. So we find in both the Mudaliar Commission and the Dey Commission the functions and powers of the Board have been defined as advisory. The same policy is being followed here as well. Besides the decisions of the Recognition Committee will be considered final. Then again there are Boards of Secondary Education in almost all the States of the Indian Union, such as U. P., Bihar, Delhi, etc., and what do we find there? We find that everywhere the Boards are working satisfactorily in spite of its advisory character, and we know that all these Boards have been formed after the ideal of the Mudaliar Commission, and here we find that the Mudaliar Commission has recommended that the Board should be advisory in its character. So, our Government is doing nothing that is unusual, that is out of tune with the system prevailing in other provinces of the Indian Union. We all know that all these Boards are working very satisfactorily and nowhere has the Board been found unworkable in spite of the advisory character of these Boards. Now, complaints have been made regarding the official president. We find in section 7, page 3, that the State Government will appoint any person it finds fit as the president. What do we find here? This Bill provides not for an official president as recommended by the Mudaliar Commission. But it is left open either to

appoint an official or a non-official president. I am sure the Government will use its discretion and will appoint a well-known non-official president. We ought to remember that ours is a National Government and therefore we can expect this naturally. West Bengal Headmasters' Association of which I am a Vice-President has welcomed this Bill subject to certain modifications. One of them is that the president should the ex-officio Chairman of the sub-committees. I have reasons to believe that this recommendation as well as some other recommendations of the Association will be accepted by the Government. As regards criticisms of the preponderance of non-official members, I will read out the recommendations of the two Commissions. In the Mudaliar Commission we find there were 25 members and out of these 25 members, the total number of official and nominated members is 18. As regards the Dey Commission there were 25 members and out of 25, the total number of official and nominated members is 15. In the present bill provision has been made for 16 official and nominated members out of 27. It will be apparent therefore that the personnel of the official members has not been increased in the present Bill. By the Calcutta University Act of 1904 we all know that 80 per cent. of the members of the Senate were nominated by the Government and that was not a National Government. But it is an undeniable fact that in spite of the preponderance of the nominated members the Senate has not failed in the discharge of functions. On the other hand, it has proved its mettle and acted fearlessly. So I have faith in the ability and worth of the nominated members. In the actual working of the proposed Board, fears that have been expressed will have no real basis. Besides, we ought to remember that ours is a national Government and the members of the Government have full interest in the education of the country. One of my friends has said the other day that the Vice-Chancellor of the Calcutta University should be a member of the Board. Those of us here who were members of the previous Board, my friends Sja. Anila Debi and Sj. Harendra Nath Mozumder know that during the three years of the existence of the Board the Vice-Chancellor never attended a single meeting.

[11-40—11-50 a.m.]

Now, Sir, I will say something about the proposed new scales of salary I think there has been made an improvement on the present scales, but there is still room for further improvement. I hope, however, that it will be possible for Government to accept modifications suggested by us. Some of the modifications that I suggest are in the case of third class untrained M.As. and Honours graduates—as Headmasters—their initial pay should be Rs. 200 and the minimum special pay of headmasters should be Rs. 200, etc. In this connection I am tempted to compare the present scales of salary of teachers with the proposed scales. The present scale so far as M.A., B.T. teachers are concerned is Rs. 125—150. The proposed scale is Rs. 130—5—150—10—350. First and Second Class M.As. will start at Rs. 140. The existing third class M.A., B.T., teachers will get the same scale. Thus we find that the scales which are given are better than the scales that are obtaining for the last three or four years. The proposed scale does not say anything about untrained second class, third class M.A. or honours graduates. I hope the Government will clarify this point.

Sir, I should like to read out the report of the Dey Commission. At page 54, section 19, the Dey Commission says: "Before we pass on to the discussion of the basic scales of teachers there are a few things which should be mentioned. We entirely agree with the views of the Secondary Education Commission that for the same work there should be as far as possible the same pay. Acting on this principle we recommend that the present distinction in matters of emoluments of teachers and their

[dist]inctions between State, i.e., Government schools, aided schools and [un]aided schools should be abolished. There is no justification for [m]aintaining this difference." In the Dey Commission's report the salaries [o]f headmasters are recommended like this:—The scales vary. In some [c]ases the scale is from Rs. 175 to 450. In some other cases it is Rs. 200 to [4]75; in Higher Secondary Schools from Rs. 250—600 and in special cases [u]p to Rs. 750. Over and above that an additional allowance of Rs. 50 was [r]ecommended. But this is the recommendation of the Dey Commission. [B]ut what do we find in the present scales? In the present scales, we [f]ind that the headmasters will get from Rs. 150 to Rs. 400 whereas in Government schools the scale varies from Rs. 250—750 and in multi-purpose schools up to Rs. 1,200. (Sj. NAGENDRA KUMAR BHATTACHARYYA: Is the scale of pay included in the Bill?) Not in the Bill but it has connection with the secondary education of the province. I would like to point out one thing in the present pay scale of the Headmasters and Assistant Teachers. We find that for secondary schools M.A., B.Ts., and Honours Graduate B.Ts. will be entitled to become Headmasters and Assistant Headmasters. But we find that after five years, the salary of the Assistant Headmaster will be Rs. 160 and that of the Headmaster will be Rs. 180, but at the end of 14 years the salary of the Assistant Headmaster will be Rs. 250 and that of the Headmaster will be Rs. 240. I would draw the attention of the Education Minister to the fact that this is certainly not satisfactory and that it should be looked into.

Now, I shall say something about the Public Service Commission. The other day my friend Sj. Satya Priya Roy led a party of teachers and one of their points for agitation was against the system of appearing in the Public Service Commission. Teachers in general feel that this system should be abolished, particularly with regard to those who are permanent teachers or who are approved teachers. So far as this point is concerned, I agree with Mr. Roy and I think that if this suggestion is accepted, the grievances of the teachers will disappear.

Mrs. Labanyaprova Dutt has rightly pointed out that no useful purpose will be served by circulating this Bill for public opinion because we all know that the Bill is mainly based on the recommendations of the Mudaliar Commission and the Dey Commission. The Mudaliar Commission was set up by the Centre and included many eminent educationists and gathered the valuable opinions of all the educational organisations all over the country and their recommendations are recorded in this book. The Dey Commission was set up by the West Bengal Government. They also invited the opinion of eminent educationists and teachers' organisations here and they have also recorded their recommendations in this book. All the educational organisations appeared before the Commission and gave their opinion. It was only the All-Bengal Teachers' Association of which my friend Sj. Satya Priya Roy happens to be the honorary Secretary, which refrained from appearing before the Commission or rather boycotted the Commission. Now, it does not lie in their mouth to say that the Bill should be circulated or that the Bill be referred to a Select Committee. It is their nature—not to co-operate with the Government but to oppose Government on any subject whether there is any reason or not.

[11-50—12 noon]

Lastly, my friend Sj. Satya Priya Roy has held out a threat that if this Bill is passed in this form he will make an agitation all over the country. So far as I am personally concerned I am not in favour of agitational methods.

I am in favour of negotiations. We ought to remember that our Government is a national Government and it is by discussions, it is by negotiations it will be possible for us to come to an understanding because their object is the same as my friend Sj. Satya Priya Roy has suggested, namely, advancement of education in the country. So, this kind of threat, I think, though it is usual with him, is not proper, particularly on the part of the educationists for whom education is very near and dear, and I hope that my friend will try to co-operate with the Government so that the Bill that has come forward before us may be proved successful.

With these few words, Sir, I oppose the motion for circulation.

Janab Syed Nausher Ali: Mr. Chairman, Sir, I am sorry I have missed some of the valuable speeches during the debate and I feel I am not properly posted. I would, therefore, ask the indulgence of the House through you if I make any statement that may be a repetition of what has already been said by other members or if I make any statement that may not be quite consistent with facts.

Sir, I heard attentively the speeches delivered by the Hon'ble the Education Minister, and to be surer I got a copy of his speech and I read it through. It appeared to me after reading the speech that it was a confession or admission of a mistake of policy made by him.

Sir, India became free in 1947. The Secondary Education Act was passed in 1950. The first Board was constituted in 1951. I understand the Board was superseded in 1954, May, and after three years this Bill has been introduced. It has given the go-by to the entire democratic constitution of the Board. It has given the go-by to the functions of the Board. A new Board is proposed to be constituted under the present Bill which is the shadow of the previous Act. All the contents of the Act have been taken out. It is called the Board of Secondary Education Bill. But I am at a loss to understand why this Board should at all be formed. I will presently show that this paraphernalia of the Board is simply unnecessary and is a sheer waste of time, money and energy. It could have been done equally well, but perhaps better by making the Board by an executive order. That would have saved the exchequer much of the money that is going to be spent on the so-called Board and it would have served the same purpose.

Now, what is the constitution of the Board? Before I go to the constitution of the present Board, I will just say one word with regard to the past Board, the Board which is proposed to be abolished by the present Bill. In that Board there were 44 members of which there was not a single nominated member as far as my recollection goes. There were some ex-officio members, but there was not a single nominated member. Now, we have got a Board of 27 out of which I see six are elected members only. Now, of this six, I will point out to you how it could have been that only two are really elected and the remaining four could have been asked by the Government to be sent by the executive bodies. Two of the elected members are from heads of high schools or multipurpose schools, two shall be nominated by the State Government and the two by the executive body of the Headmasters' Association recognised by the Government in the manner prescribed by the rules. One of the two elected by the heads of high schools or multipurpose schools could very well have got themselves nominated in the manner prescribed by the rules. They are the fittest persons of the Headmasters' Association. One representative of All-Bengal Teachers' Association recognised by the State Government is elected by and from the executive council of the committee or association in the manner prescribed by the rules. The election is to be made from the executive council or the committee of the Association. So this body could have been

asked to send a man. Similarly, with regard to the other body, one representative of the West Bengal Teachers Association recognised by the State Government is elected by and from the executive council or committee of the Association in the manner prescribed by the rules. So they would have easily done it and the same purpose would have been served.

[12—12-10 p.m.]

The only two representatives that I find here are the two representatives of the West Bengal State Legislature, one of whom shall be elected in the manner prescribed by rules from and amongst the members of the West Bengal Legislative Council and one of whom shall be elected in the manner prescribed by rules from and amongst the members of the West Bengal Legislative Assembly. Now, here it is a patent fact. They know whom to send and they will positively send men of their own choice. So this election also is virtually a nomination. Therefore, what is the necessity for this Clause at all, I for myself, cannot understand. It means—if I may use a very strong expression which may be painful to Government—finding some employments for some unemployed people. For example, you may have some people who want employments, and you will give them employments saying 'you go there, you will be members of this Committee' and thus oblige them. These people will, I think, mostly be superannuated people. That is what has been the policy of Government. I have observed it very carefully that this is the policy of the Government of India and the policy of this Government also.

Now, Sir, the first thing that I want to emphasize is that it would have been better if this Board had not been constituted. This could be done easily by Government by an executive order for their assistance, for getting their advice. That would have been best.

Sir, I began by saying that it is rather an admission of a mistake of policy by the Hon'ble Minister in charge of the Bill. What was the mistake? As I have said in 1950 this Secondary Education Act was passed unanimously. This had the support of the entire country behind it. A representative Board of substantial autonomy was approved by the entire country, I should say unanimously. That Board was constituted soon after India became free in 1950. At that time the English law on the subject on which my friend the Hon'ble Education Minister relied so much—the Act of 1944—was also in force. India became free in 1947. So either he was not properly advised or this was not brought to his notice at that time. He now comes forward and says that an autonomous Education Board is an anachronism in a democracy. I have found it stated more than once in his speech. If an autonomous Board was anachronism in a free country in 1957, why was it not anachronism in 1950 passes my comprehension. Now, Sir, the English Act—as already stated by my friend—for abolishing the Board has been elucidated by Mr. Roy very carefully and on this subject I wanted to say something. That Act was passed in 1944 so that his coming today in 1957—after he has passed the Bill in 1950—to say that is my authority is, I should say, futile. Therefore, his argument that it is an anachronism, that it is supported by the English Act does not support him at all. There must be some other reason for it. What that reason is, he knows himself better and I expect that he will give up that reason. He cannot rely on these things because these things were there when the previous Act was passed. Now, this Act was passed in 1950. The first Board was constituted in 1951 and the Board was all on a sudden superseded in May, 1954. It had three years and a half—a life of three years and a half—actually three years. Now, during these three years they did nothing but mistakes, nothing but things which ought not to have been done. Well,

I do not know whether the Government ever drew the attention of the Board to the unsatisfactory condition of the Board, I do not know whether on any occasion this was ever done. This short period of three years was the life of the Board and during this short period of three years they did all sorts of nonsensical things and who did these things? You look at any committee in the Board. They are the men of Government and nobody else and who are these people? The President and Director of Public Instruction is an officer of the Board. Was he sleeping? What was he doing? They could have even confidentially report to the Board that such and such is the condition; what steps are you going to take, what steps should we take, advise us. We did not find anything; we simply found one fine morning rising from sleep that the Board was nowhere. In spite of definite provision in the Act prescribing as to how the Board is to be dealt with in case there be any deficiency in the Board, no notice was taken of this provision and all on a sudden the Board became non-existent. It has been rightly pointed out by one of my friends that even the worst criminal has got his right to say what he has to say in his defence. This was, I understand, denied to the Board. I cannot conceive of a more autocratic function of a Government whatever that Government may be.

[12-10—12-20 p.m.]

Now, Sir, I was laying emphasis on the three short years. It is a human institution. Which human institution is perfect? We commit mistakes, we commit blunders. It is through blunders and the mistakes that we proceed to better and better conditions, to more and more perfect conditions. Is the Government free from any blame? Can the Government claim to be free from any mistakes, any blunders? I hope no Minister, no Government will ever claim to be free from mistakes and blunders. Only the other day I heard here in the other House, some talk about the food situation. I understand there is going to be a discussion on food here. Therefore, I should not have mentioned it but then who can claim to be perfect? All institutions, institutions of flesh and blood, they are prone to mistakes—to err is human as it is plainly said.

Now, Sir, within these three short years this institution should not have been superseded, should have been given warning, should have been given opportunities to correct mistakes, if there was any. If I mistake not and if I am properly told, I have been told by people who have been members of this Board, that they brought counter charges against the Government. Those charges may be false absolutely, but the member who was speaking just before me, he, I understand, was a member of the Board. He could not support it. He simply says, "it is a closed story". He knows things. He could have said what happened. Because the blame comes upon himself he would not say. So, we can say and say with a certain amount of conviction that the Board was not just what it is described to be by the Government. There was something else. There was some other reason also.

Now, with regard to the secrecy of the questions, about the questions going out—I do not know the method of preparation of questions and all that, but have not the questions been out after that even? Have not the questions been out from the Calcutta University itself? Have not the questions been out from other universities? And therefore supersede the university—is that the procedure? That is not the thing that has got to be done. And who is responsible? The Board is responsible. I do not understand how the Board could be made responsible for leakage of question papers. Leakage of question papers can never be a charge on which a Board can be superseded.

Now, there are one or two other charges—I have just now forgotten—recognising schools which do not come up to the standard. That is one of the charges, as if the same standard has been followed in every case of recognition when the Board was not in existence.

I know of an institution—I happened to be the Headmaster of a High School once in my life for a short period—it had temporary recognition and then when it applied to the authorities, they said that until you get the building we would not give you the recognition and I wrote by saying that these are things that came from the brain of people who framed the rules. While sitting in the cool shades of Darjeeling, they had students coming from poor locality and I said that they could very well learn sitting under the tree. And they said, 'Well, we grant you recognition again temporarily for some time.' Now, Sir, this is the standard that was used to be maintained when the schools were to be recognised by the Calcutta University. I do not think that the same standard is followed everywhere and there may be exceptions. Then there is the prescribed text-book for study. The standard, I would rather say, is the same when you want to get text-books approved. I have known a particular teacher of a particular school has brought out a book. He has managed to get it in the approved list. Sometimes students are compelled to study books which are not approved. Students are sometimes compelled to buy text-books which are prescribed by the Government Secretariat. You go to a College Square bookseller and he says 'you cannot get it unless you buy its note along with it.' I specially know this from my personal experience. This is a scandal and this should come to an end. Therefore if a Board did something with regard to text-books it should have been corrected.

Sir, I have wasted a long time over the dissolution of the Board. Now, in short, my submission with regard to the dissolution of the Board is simply this. Three years' time is too short a period for judging the merits or demerits of a Board. My friend, the Education Minister has recited from English law. I have already said that it has been dealt with very ably by my friend, Sj. Satya Priya Roy. But I would only say that the Act he has quoted was in force in England for 50 years and then Government took it up for separating it. It was done for the spread of education and not for controlling private schools and for regulating them. It was done for spreading education throughout England.

[12-20—12-31 p.m.]

Now, it has been said by my friends here that education is the sole responsibility of the Government. It has been voiced for several times in the House that education is exclusively the responsibility of the Government. Who denies that? Why education only? Food, education, sanitation and every bit of things that goes to make up for the welfare of the people in a welfare State is the responsibility of the Government and, therefore, you want to have a little more centralisation of powers in the Government in respect of education. Why not then abolish all the local bodies? The L.S.-G. Department is there and Mr. Jalan is sitting there. So abolish all these local bodies and you will be able to make whatever you like about these things. Similarly, it may be said 'well, this is a responsibility of the Government and, therefore, Government should have every power for themselves and nobody else should share that power.' Sir, this is a conception and this is an interpretation of democracy which I have never heard before, and I can say this that this interpretation will not be accepted by anybody anywhere in the whole world. Well, Sir, democracy means decentralisation of power. Autocracy means centralisation of power.

That is how at least we understood it. If a new interpretation is given by our Hon'ble Minister in charge or by any Government that may be observed for the time being, but then time will come when it will work as a boomerang over them and they will have to pay dearly for it. Democracy means decentralisation of power. Autocracy means centralisation of power. I could understand it if the Government had taken steps to say that they are going to make education free and compulsory as envisaged in the Constitution. The Constitution in its directive principles says that within ten years from the date on which the Constitution is coming into force—today is the day when it has completed the 8th year—children up to the age of 14 years should have free compulsory education. I have not heard anything about that in the debate. You are thinking of centralisation of power. For what purpose? Not to give recognition. The schools have grown up through the efforts of private individuals. They have given shape to these schools. You should encourage that. There should be a development and planning about it. I am in favour of planned education and that planned education should start at once. Sir, I have taken up a lot of time and I do not think I should take any more time of the House. I should like just to say a few words and then finish. To be brief and at the same time also to speak everything is very difficult, because I am not prepared for it and I am not so well.

Sir, two things matter in a Board like this—the constitution of the Board and the function of the Board. These are the two essential things.

As regards constitution, this is a hopeless piece of legislation, as I have already pointed out, and it gives no power to the Board; it gives power to the Government.

As regards its function, that is a curious thing. Only those things that are referred to it will be considered by them. Not a word about development has been stated and the Hon'ble Minister was pleased to say that we have given the Board a certain amount of autonomy, that is, in the matter of recognition of schools. But look at the Recognition Committee and you will be disillusioned—what is the Recognition Committee. The Report will come from the Inspectorate and the Director of Public Instruction is the Chairman of that Committee. You can at once see what the result will be. Therefore, to my mind that sort of autonomy is a farce. Now, Sir, I do not want to take any more of your time but before I conclude I will just ask the Hon'ble Minister, on a point of law, just to consult his legal adviser with regard to expressions used in two sections. One is in section 3(2), viz., "subject to the rules made by the State Government" and a similar expression also occurs in another place, viz., "subject to the provisions of this Act and any rules made thereunder". Now, I doubt whether these expressions would not make the sections *ultra vires*. This may be looked into. I have got great doubt on this and if the legal adviser wants, I can give him some authority which I hope, will show that a section cannot be made subject to the rules to be made by Government. That is a delegation of power which is not authorised by law. That is one point. The only other thing that I should like to say is that this House is not everything. There is a vast population outside this House. This Bill will, I am convinced, not be easily accepted if passed into law in this form. There is a tendency—I have observed that there is a tendency—in the Government not to do a right thing unless compelled. Now, this compulsion of circumstances seems in this case also to be gathering strength. It appears to me that the cloud is appearing outside this House and that cloud may overtake the Government and it would be wise on the part of the Government to yield to the demands of the Opposition as far as practicable. But if these demands are not

conceded to, I am sure, educated Bengal will not take this so-called Board lying down; they will rise in revolt even if this Bill is passed into law and is put on the statute book. I think it will not be there for long and it may be that this Bill will not work at all.

Because simply passing a Bill won't do. It has got to get the co-operation of the people who will work it. Therefore the Government will be well advised to listen to the remarks made by the Opposition. Unfortunately in this country the relationship between the Government and the Opposition has not developed in the way in which it should develop. Opposition is a form of co-operation the Government should accept, and I hope the Hon'ble Minister in charge will consult the Opposition, will try to accept their view points sympathetically, and try to mould this Bill in a way which will be acceptable to those who will be required to work this Act.

Sir, I have spoken for nearly half an hour and I do not think I need take more time.

Thank you, Sir.

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 9-30 a.m. on Wednesday, the 11th December, 1957.

Discussion on this Bill will continue.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 12-31 p.m. till 9-30 a.m. on Wednesday, the 11th December, 1957, at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent

Banerjee, Sj. Tara Sankar.
Ghosh, Sj. Asutosh.
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra.
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath.
Maliah, Sj. Pashupati Nath.
Mohammad Sayeed Mia, Janab.
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath.
Prasad, Sj. R. S.
Roy, Sj. Surendra Kumar.
Saraogi, Sj. Pannalal.
Sarkar, Sj. Pranabeswar.
Sinha, Sj. Rabindralal.

Wednesday, the 11th December, 1957

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Wednesday, the 11th December, 1957, at 9-30 a.m. being the Seventh day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

Obituary [illegible]

[9-30—9-40 a.m.]

Mr. Chairman: I have to refer with sorrow to the deaths of a number of prominent persons connected with the Legislature in Bengal and with the freedom movement in India who passed away since the termination of the last session of our Council.

Ghulam Hamidur Rahman, an ex-member of West Bengal Assembly, died on 19th July, 1957, at the age of 55, at his Calcutta residence in Park Circus. He was Commissioner of Wakfs in West Bengal. Shri Rahman was elected a member of the Assembly on 28th April, 1949 and was re-elected in the first General Election of 1952 from Raiganj, West Dinajpur Constituency. He resigned on 3th September, 1956. He was connected with many social organisations of his locality and was liked by all for his amiable manners.

Shri Amarendra Nath Chatterjee, one of the leaders of the freedom movement, died of thrombosis on the 4th September, 1957, at his residence at Uttarpara at the age of 78. He was born on 1st July, 1880 and was the son of the late Upendra Nath Chatterjee, a reputed lawyer of Uttarpara. He was a graduate of the Calcutta University. In 1905 he joined the anarchist movement, and worked actively with the leaders of the movement like Shri Aurobindo, Barindra, Ullaskar, Jatindra Nath, etc. The British Government of that time issued warrants for his arrest in 1914 and declared a reward for his arrest. He went underground for 5 years from 1914 to 1919; and during this period he established an 'Asram' at Tanjore. The warrant of arrest was withdrawn in 1920; but he was arrested in 1922 under the Defence of India Act, and was released in 1924. He was again arrested and imprisoned from 1927 to 1929. He was then elected a member of the Bengal Legislative Council in 1929. He joined the Civil Disobedience Movement of 1930 led by Mahatmaji, and was again arrested in 1930, and released in 1931. He was elected as a member of Central Legislative Assembly in 1937 and continued a member until the Assembly was dissolved. In 1941 he left Congress and associated himself with the Radical Democratic Party of M. N. Roy, with which he was connected for the rest of his life. He was a fearless worker in the cause of India's freedom, and although physically disabled during the last years of his life, his mind was as alert and active as ever and he had his country's interests foremost in his heart. He wrote a history of the Freedom Movement in India in three volumes. He was connected with several patriotic periodicals and papers like the "Atmasakti".

Shri Tarak Nath Mukherjee, an ex-Minister of undivided Bengal, was the grand-son of Raja Peary Mohan Mukherjee of Uttarpara, and the eldest son of Kumar Rajendra Nath Mukherjee. He died of cerebral haemorrhage at Puri on the 7th October, 1957, at the age of 60. He was the Vice-President

and trustee of the British Indian A... Calcutta and the President of the Central Anti-Malarial Association, West Bengal. He was the Chairman of the Hooghly District Board for about thirty years. He was elected a member in the Legislative Assembly of undivided Bengal in 1940 and continued as such till 1946. Then he was elected a member of the old Legislative Council in 1946.

Shri Basanta Kumar Lahiri, one of the political leaders of Bengal of early days, died on the 16th October, 1957, at the age of 80. Once he was a member of the old Bengal Legislative Council, and the Leader of the Congress Party in the Council. He was the Managing Director of the Bengal National Bank. For some time he was the Political Secretary of Sir Abdul Halim Ghaznavi.

I may also inform the House about the death of **Maulana Syed Hussain Ahmad Madni** who died last Thursday at Deoband at the age of 83. As Principal of the Deoband Madrasatu-l-'Ulum, he was one of the best known scholars of Arabic and Islamic learning in this country. He was the President of Jamiatu-l-'Ulema-al-Hind, and for many years, he took active part in the national struggle, having undergone prosecution and imprisonment for his political ideas and his national work. He was universally respected for both his learning and his personality, and for his broad and enlightened views.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I would request you to associate with your names the name of **Shri Brojendra Kishore Roy Chaudhury** who was, as you know, the founder of the Bengal Council of Education and a donor also. He died the other day. He was also a member of the Council.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, we also associate ourselves with the suggestion made by the Hon'ble Chief Minister.

Mr. Chairman: We also associate ourselves in expressing our sorrow at the passing away of this great national benefactor and educationist as well as patriot.

I request the honourable members to rise in their seats and stand in silence for two minutes in respect of the memory of the deceased.

[The honourable members rose in their seats.]

I Thank you, ladies and gentlemen. Secretary will do the needful in sending the messages of condolence to the members of the bereaved families.

Statement by the Hon'ble Chief Minister regarding a letter sent to him by the members of the Opposition.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, before you pass on to the discussion of the subject-matter, namely, the Secondary Education Bill, may I be permitted to make a short statement with regard to a letter received by me. I have received a letter signed by the members of the Opposition asking me to arrange for reference of this Bill to a Select Committee. I have given my serious thought on this particular subject. If the request had come before the Bill came before the House, that question really would have concerned me and the group of the party with which I work. Now that the Bill has been placed before the House, it would be impertinent on my part to make any suggestion with regard to the formation of a Select Committee, because it is for the House to decide whether this matter is to go before a Select Committee or not. It is not for me to decide. Therefore, I cannot accept the suggestion given by the members opposite.

There is another point which I put for your consideration. After all, as regards the Selection Committee the question would be 'who would be selected as members of the Committee?' It is not possible that all the members of the Opposition will be in the Select Committee. Therefore, two or three or four members would have been there in the Select Committee to say their say. On the other hand, thanks to your liberality on this matter, you have allowed all members of the Opposition to be members of the Select Committee, as it were, and give their opinion, not only give their opinion but have their opinion recorded in the Assembly proceedings and also published in the newspapers, so that they have got sufficient publicity. I do not know how many of them have spoken on the other side, but probably five or six members have spoken. There are three or four others to speak. Therefore I do not see any difficulty in their ventilating all that they have got to say with regard to the principles, details, policies, etc., etc., which are dealt with by the Bill which is presented before the Council by my friend Rai Harendra Nath Chaudhuri.

For this reason I am sorry I cannot accede to the request of the members opposite.

[9-40—9-50 a.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, since a statement has been made by the Chief Minister, it is our right to say what we think about it. Sir, we think that it is improper......

Mr. Chairman: The Chief Minister has categorically said that this is a reply to a letter. I do not think that your seeking to reply to what the Chief Minister has said will help matters. We can proceed with the discussion and in the course of your speeches on the amendments on various clauses you can refer to the views expressed by the Chief Minister. I do not think any discussion or any expression of opinion is called for.

Request for placing a copy of the Report of the Syndicate Committee on Secondary Education on the library table.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, there is another matter that I would like to mention in this connection. Sir, I sent a request to the Minister in charge of the Bill for the Board of Secondary Education to place on the table a copy of the Report of the Syndicate Committee on Secondary Education. Sir, it will facilitate our discussions very much if a copy of the report that has been framed on the Secondary Education Board Bill by the Syndicate Committee be placed on the table. We hope, Sir, that the Hon'ble Minister in charge of the Bill will understand that it would facilitate our discussions very much if we get it.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri: Sir, I have not obtained any such report.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, the report has already been forwarded to him and how is it that he has not received it as yet? Sir, will he give us an assurance that when it reaches him, he will place it on the table?

Mr. Chairman: Request has been made to the Hon'ble Minister that when he receives the report, he will place it on the table. I do not think there is any objection to that.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No objection.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, how is it that the report has been withheld from the Hon'ble Minister?

Mr. Chairman: He has not received it.

Sj. Satya Priya Roy: We have been reliably told that the report is with the Minister.

Mr. Chairman: I do not know.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957.

Mr. Chairman: There are about four speakers on the Opposition to speak and I would request them not to repeat the same arguments advanced already by the previous speakers. That will help us very much in the discussions.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we hope the same ruling applies to the members of the other side also.

Mr. Chairman: Of course. Sj. Manoranjan Sen Gupta will kindly speak.

Sj. Manoranjan Sen Gupta:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমি এই বিল প্রচারের জন্য যে অ্যামেন্ডমেণ্ট আনা হয়েছে সেটা সমর্থন ক'রে কিছু বলতে চাই। প্রথমে আমাদের বন্ধু শ্রীনগেন্দ্র ভট্টাচার্য, সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষামন্ত্রিমহাশয়কে অভিনন্দন করেছেন, কেন না তিনি এই বিধানপরিষদে বিলটা প্রথমে আনয়ন ক'রে নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাতে এই পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে, সেজন আমিও তাঁদের সংগে তাঁকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় যে মধ্যশিক্ষা বোর্ড বিল এই হাউসএর সামনে উপস্থিত করেছেন তাঁকে তার জন্য অভিনন্দন করতে পাচ্ছি না বিলে যে ব্যবস্থা হয়েছে তা আমার মতে—আমার মতে কেন, সকলেরই মতে, জনসাধারণের মতে-এটা প্রতিক্রিয়াশীল এবং উন্নতিসূচক নয়,—ইংরেজীতে যাকে বলে রিট্রোগ্রেড। এ বিষয়ে আমি আমার নিজের মত উদ্ধৃত না ক'রে 'অমৃতবাজার' যে কথা বলেছে সে কথাই আমি এখানে বলতে চাই—

The arguments put forward by the Education Minister in support of it are *prima facie* absurd.

এখানে আরও বলা হয়েছে—

So far as the Bill is concerned, all the casuistries of the Education Minister fail to hide the fact that it envisages official predominance in the field of secondary education in West Bengal. Even a cursory glance at the constitution of the proposed Board cannot but create the impression that the main purpose is to grab, as an Opposition member rather bluntly put it, sole powers of controlling secondary education and converting the machinery for regulating it into a Government Department.

এতেই জনসাধারণের মত খানিকটা বুঝা যাবে। মন্ত্রিমহাশয় এই বিল প্রণয়ন সম্বন্ধে ইংলন্ডের অ্যাক্ট অব ১৯৪৪ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন ব'লে বুঝতে পারছি। তিনি এ সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছেন তা যে যথার্থ নয় সে সম্বন্ধে গতকাল সত্যপ্রিয়বাবু বিশদভাবে এখানে বর্ণনা করেছেন। তবুও এ সম্বন্ধে আমি দু'-একটি কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে, ইংলন্ডের অ্যাক্ট অব ১৯৪৪ এডুকেশনকে শিক্ষামন্ত্রিমহাশয়ের হাতে সেন্ট্রালাইজ্‌ড করেছেন এ কথা সত্য, কিন্তু তারপর যে পদক্ষেপ সে সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় বিশেষ কিছু বলেন নি। সেটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন। এটাই হয়েছে ইংলন্ডের শিক্ষানীতির মূল কথা

[illegible] শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের এখানকার মত বোর্ড বা ডি পি আইএর অধীনে একজন বেতনভুক্ত কর্মচারীর উপর ন্যস্ত হয় নি। সেখানে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার ন্যস্ত হয়েছে, ইংরেজীতে যাকে বলে লোকাল এডুকেশন অথরিটির উপর। সেখানে বরো কাউন্সিল বা কাউন্টি কাউন্সিল—এরা হচ্ছে স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, সেল্ফ-গভর্নিং ইনস্টিটিউশনস। এবং তাঁরা হচ্ছেন সেখানকার লোকাল এডুকেশন অথরিটি, তাঁদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা আছে, তাঁদের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁরা নিজেরা যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, অবশ্য শিক্ষামন্ত্রিমহাশয়ের সম্মতিসাপেক্ষে। পাওয়ার অব ইনিশিয়েটিভ তাঁদের হাতে রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় লোকাল এডুকেশন অথরিটির হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেটা যদি ভাল ক'রে প'ড়ে দেখেন তো দেখবেন যে শিক্ষামন্ত্রীর যে কাজ সেখানে সেটা কেবল স্যাংশনিং। কাল এখানে আমাদের ভূতপূর্ব স্পীকার যিনি ছিলেন—মাননীয় নৌসের আলি—তিনি ব'লে গেছেন যে, ডেমোক্রেসি মানে হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বিলএর দ্বারা আমাদের হাতে যেটুকু ক্ষমতা ছিল ১৯৫০-এর অ্যাক্টএ, সেকেন্ডারি এডুকেশন অ্যাক্টএ, সেই ক্ষমতাটুকু অপহরণ ক'রে নিয়ে সরকার আজকে কুক্ষিগত করতে চাচ্ছেন শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাটাকে। তারপরে তিনি বলছেন যে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে রিপ্রেজেনটেটিভ গভর্নমেন্ট যেখানে আছে সেখানে এই রকম একটা বিল এনার্কিজম। এ বিষয়ে সত্যপ্রিয়বাবু অনেক কথা বলেছেন। আমি এখানে বলতে চাই যে আমাদের দেশে প্রায় চার হাজার মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে—আমি জুনিয়ার হাইস্কুলগুলিও নিতে চাচ্ছি। তা ছাড়া প্রায় ১৬ থেকে ২০ হাজার প্রাইমারি স্কুল রয়েছে, টোল রয়েছে। এতগুলি প্রতিষ্ঠান ডি পি আইএর হাতে ছেড়ে দিলে পর শিক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে কিনা সেটা বিবেচ্য। ইংলন্ডে শিক্ষার যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে তার কারণ হচ্ছে শিক্ষাকে সেখানে বিকেন্দ্রীভূত করা হয়েছে, ডিসেন্ট্রালাইজেশন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে তা না ক'রে এ'রা উলটো পথে যাচ্ছেন, শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত ক'রে শুধু শিক্ষামন্ত্রীর উপর নয়, শিক্ষাদপ্তরের উপর সমস্ত ভার অর্পিত হচ্ছে। এই যে ব্যবস্থা এটা আমার মনে হয়

it is a retrograde step or arrangement.

তারপর শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় নূতন বোর্ড গঠন করবার পক্ষে যে যুক্তি, আর্গুমেন্ট দেখিয়েছেন সেটা হচ্ছে-

board was superseded due to failure of their duties and misunderstanding also.

[9-50—10 a.m.]

চেয়ারম্যান সে কথা বলেছেন, পুনরুক্তির অবসর নাই। এই বিষয়ে পূর্ববর্তী বক্তারা অনেকেই বলেছেন। গতকল্য সত্যপ্রিয়বাবু বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশন অ্যাক্ট, ১৯৫০, তার ৫৫নং ধারায় দেখিয়েছেন, শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় যে ব্যবস্থা করেছেন সেই ব্যবস্থা লঙ্ঘন ক'রে অর্ডিন্যান্স ক'রে বোর্ডকে বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি বলতে চাই যে, ১৯৫০ সালের যে ব্যবস্থা ছিল তাতে বোর্ডএর সুপারসেশন হয় না। রিকনস্টিটিউশন অর অ্যাবলিশন ক'রে দিয়ে পুনরায় ইলেকশন করবার ব্যবস্থা ১৯৫০ অ্যাক্ট, রুল ৫৫তে ছিল। যেভাবে বোর্ডএর সুপারসেশন করা হয়েছে তাতে সরকার সকলেরই নিন্দার ভাজন হয়েছে। যে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি এখানে কিছু বলতে চাই, কারণ আমি সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডএর একজন সদস্য ছিলাম। কোন ওয়ার্নিং না দিয়ে, ইনভেস্টিগেশন না ক'রে বোর্ডকে বাতিল করা হ'ল; তাতে বোর্ড আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ পায় নি। আমি [illegible] অবগতির জন্য এই চার্জগুলি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই, কারণ তিনি তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন না এবং আমার বিশ্বাস যে, তিনি যদি থাকতেন তবে এ রকম অব্যবস্থা হ'তে তিনি কখনও দিতেন না। এই যে চার্জ—

Recognition, of schools without any inspection at all,

এই সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে শ্রীহরেন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে আমি দু'টো স্কুলের কথা বলতে চাই। একটা হচ্ছে, মালদহ গার্লস স্কুল, আরেকটা কৃষ্ণনগর গার্লস স্কুল। এই দুই স্কুলে ইন্সপেকশন হয় নাই, এ কথা সত্য নয়। মালদহ গার্লস স্কুলের ইন্সপেকশন এস ডি ও-র

উপর দেওয়া হয়েছিল। কৃষ্ণনগরে শ্রীযুক্তা মীরা দত্তগুপ্তাকে ইন্সপেকশনএ পাঠানো হয়েছিল। যদি বোর্ডএর হাতে স্পেশাল ইন্সপেকশনএর ক্ষমতা না থাকে তা হ'লে সে বোর্ডএর মূল্য থাকে না। নেকস্ট চার্জ, সাহায্যদানের ব্যাপারে অত্যধিক বিলম্ব হয়েছে।

Failure to distribute grants to a large number of schools in proper time resulting in hardship to those schools.

এ ব্যাপারে যে অত্যধিক বিলম্ব হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। তার কারণ তখন কর্মচারীর সংখ্যা কম ছিল। বর্তমানে কর্মচারী প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, তথাপি বিলম্ব হচ্ছে। এই সম্পর্কে মন্ত্রিমহাশয় একবার অনুসন্ধান করবেন কি? বোর্ডএর বিরুদ্ধে এইভাবে কতগুলি ভেগ চার্জেস আনা হয়েছে যার উপর হরেন্দ্রবাবু বা কামিনীবাবু কোন প্রকার আলোকপাত করতে পারেন নি। আমি ৫, ৬, ৭ ধারা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলব না, কারণ এগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। দোষী যদি কেউ হয়, দোষী বর্তমান বোর্ডকে করা হয়েছে—এটা অত্যন্ত ফ্রিভলাস—আমি ম্যালিশাস শব্দ ব্যবহার করব না। মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে,

Board was superseded for failure of their duties and mismanagement.

যদি মিসম্যানেজমেন্ট কিছু হয়ে থাকে তা হ'লে সেজন্য দায়ী হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট, যিনি চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। তিনি গণতন্ত্রের আদর্শ মেনে চলতে পারেন নি। তিনি সেখানে প্রভুত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

He was a misfit in a democratic set up.

তিনি চেয়েছিলেন বোর্ডএর সকল সদস্য তাঁর মতে মত দিয়ে চলবেন।

Sj. Harendra Nath Mozumder:

স্যার, বোর্ডএর প্রেসিডেন্ট এখানে অনুপস্থিত, তাঁর সম্বন্ধে চার্জ আনা সঙ্গত কিনা?

Sj. Satya Priya Roy: That is quite relevant.

Mr. Chairman: I would request you, Mr. Sen Gupta, not to make any personal reference.

Sj. Manoranjan Sen Gupta:

আর যদি কেউ দায়ী থাকেন তবে তিনি হচ্ছেন চীফ ইন্সপেক্টর অব উইমেন্স এডুকেশন। কৃষ্ণনগর বা মালদহ গার্লস স্কুলএ বোর্ডএর নির্দেশমত ইন্সপেকশন করতে তিনি সম্মত হন নি। সেইজন্য বোর্ডকে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। বোর্ডএর বাতিল ব্যাপারে—এর মধ্যেও ঘোরতর ষড়যন্ত্র আছে। পূর্বে সত্যপ্রিয়বাবু ব'লে গিয়েছেন যে, সরকারী কর্মচারিগণ বোর্ডএর সঙ্গে কোনদিন সহযোগিতা করেন নি। আমি এখানে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, বোর্ডএর সমস্ত ক্ষমতা অপহরণ ক'রে কি ক'রে সরকারের কুক্ষিগত করা যায় তার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, আর সেই ষড়যন্ত্রে—আজকে দুঃখের সঙ্গে এখানে বলতে হচ্ছে—মন্ত্রিগণ, এমনকি মুখ্যমন্ত্রিমহাশয়ও জড়িত ছিলেন; কেন না তা না হ'লে পর অর্ডিন্যান্স পাস করা যেতে পারে না। আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, এই যে সমগ্র বোর্ডএর বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগ আনা হয়েছে তার মধ্যে সত্যতা আছে কিনা এটা যেন মন্ত্রিমহাশয় অনুসন্ধান ক'রে দেখেন। আমি জানি শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় ধর্মভীরু লোক। আমি তাঁকে নতুন ক'রে অনুসন্ধান করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

[10—10-10 a.m.]

কারণ সেই বোর্ড যদি থাকত তা হ'লে আজকে এই বিল আসতে পারত না। অথচ বোর্ডএর উপর যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটা একতরফা এবং তার কোন অনুসন্ধান পর্যন্ত হয় নি। ইহা গভর্নমেন্টএর পক্ষে শিক্ষাবিদদের নিকট অত্যন্ত দুরপনীয় ও অনপনীয় কলঙ্ক ব'লে গণ্য হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, আমাদের দেশে ন্যাশন্যাল গভর্নমেন্ট হয়েছে। ন্যাশন্যাল গভর্নমেন্ট যদি হয়, তার স্বরূপ যদি এই রকম হয় যে গোপনে ষড়যন্ত্র ক'রে শিক্ষা-বিভাগ, যেটা পবিত্র বিভাগ, সেখানে গণতান্ত্রিক বোর্ডকে, তার ক্ষমতাকে একেবারে বাতিল ক'রে দেওয়া হয় তা হ'লে এই ন্যাশন্যাল গভর্নমেন্টকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি কি?

তারপর মুদালিয়র কমিশন রিপোর্ট সম্পর্কে আমি দু'-একটা কথা বলতে চাই। আমার মনে হয় মুদালিয়র কমিশনএর যেসমস্ত সুপারিশ, সেগুলি বাংলাদেশের পক্ষে ঠিক প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশ শিক্ষা বিষয়ে যে অগ্রণী সেকথা একদিন গোখেল বলেছিলেন। তার পুনরুক্তি ক'রে বলতে চাই—

What Bengal thinks today, rest of India thinks tomorrow.

শিক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশ যে অগ্রণী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষত মাধ্যমিক বিদ্যালয় পশ্চিমবাংলায় যত আছে এত অন্যান্য প্রদেশে বা রাষ্ট্রে নেই। এখানে মুদালিয়র কমিশন যেসমস্ত সুপারিশ করেছেন সেটা, ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে বোর্ডের যে ক্ষমতা ছিল আজ তার আলোকে যদি বিচার ক'রে দেখি তা হ'লে দেখতে পাব সেই সুপারিশগুলি—যাকে ইংরাজীতে বলে রিট্রোগ্রেড —তাই হয়েছে। আমাদের দেশে সেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রযুক্ত হ'তে পারে না। কারণ মুদালিয়র কমিশন ডি পি আইএর উপর সমস্ত ভার দিতে চেয়েছেন। ডি পি আই যিনি একজন বেতন-ভোগী কর্মচারী, তাঁর উপর যদি শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ভার দেওয়া হয় তা হ'লে শিক্ষার কখনও অগ্রগতি হ'তে পারে না। শিক্ষাকে ডিসেন্ট্রালাইজ ক'রে জনসাধারণের যাতে প্রকৃত উপকার হ'তে পারে সেই ব্যবস্থা মুদালিয়র কমিশনএর মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি বেশি নির্ভর করেছেন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনএর উপর। কিন্তু আমরা যতদূর জানি ইংলিশ কনস্টিটিউশনএ ডিপার্টমেণ্ট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ব'লে কোন বিভাগ নেই। ইংলণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী যিনি তিনিই সেখানে ডি পি আইএর কাজ ক'রে থাকেন এবং সরাসরি তিনি শিক্ষার জন্য জনসাধারণের কাছে দায়ী থাকেন। তারপর শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় তাঁর ভাষণে বলেছেন,

"the Boards which have been recently constituted for the purpose are unwieldy in number and some of the interests represented on it are not likely to promote efficiency or harmony"

এখানে এটা বোধ হয় তাঁর মতে আমাদের বোর্ডকে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে। আমাদের কথা, এ সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন প্রত্যক্ষভাবে কোন কথা বলেন নি, বোধ হয় শিক্ষামন্ত্রি-মহাশয় একটা অনুমান ক'রে এ-কথা বলেছেন, এবং আমার মনে হয় আমাদের বোর্ডকে সম্বোধন করা হয় নাই। তা যদি হয় তা হ'লে বলতে হবে মুদালিয়র কমিশনএর যে রেকমেণ্ডেশন সেটা মোটেই আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়। সেই সুপারিশ সম্বন্ধে, আমরা জানি, সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট থেকে এমন কোন নির্দেশ নেই যে মুদালিয়র কমিশনএর সুপারিশ আমাদের মেনে চলতেই হবে। সেখানে নির্দেশ আছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের যেরকম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যতদূর সম্ভব সুপারিশগুলি গ্রহণ করা। কিন্তু সেইভাবে না ক'রে মুদালিয়র কমিশনএর উপর নির্ভর করছেন। ১৯৫০ বোর্ড অ্যাক্ট দেখলে বুঝতে পারা যায়, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কতদূর অগ্রগামী এবং গণতান্ত্রিক। এই অগ্রগামী বোর্ডএর বিরুদ্ধে কতকগুলি এক্সপার্টি চার্জেস এনে তাকে বাতিল ক'রে দিয়ে নূতন ক'রে একটা অনগ্রসর বোর্ড স্থাপন করার কোন সার্থকতা আছে কিনা সেটা আমি মন্ত্রিমহাশয়কে বিচার ক'রে দেখতে বলি। তিনি বলেছেন,

"I really feel pained that such remarks could be made against the Board of 1950 because after all the Board was my creation".

তারপরেতে শিক্ষার ভার দেওয়া হবে ডিরেক্টর অব এডুকেশনএর উপর। কিন্তু আমি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চাই ডিরেক্টর অব এডুকেশন ব'লে কোন পোস্ট বাংলাদেশে আছে কিনা? আমরা জানি ডাঃ পরিমল রায় যাবার পরে সেই পদে কোন ব্যক্তি নিযুক্ত হয় নি। সেই পদ বাতিল করা হয়েছে বা ভবিষ্যতে সেই পদে কোন ব্যক্তি নিযুক্ত হবেন কিনা, সে বিষয়ে যদি শিক্ষামন্ত্রি-মহাশয় আলোকপাত করেন তা হ'লে আমরা বাধিত হব। তারপর

Dey Commission says, "with the termination of the alien rule and the end of the communal Governments the main grounds for distrust of Government have disappeared".

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, দে কমিশনএর মতের সঙ্গে আমরা একমত হ'তে পারি নি। আমাদের অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে গভর্নমেণ্টএর উপর একটা ডিসট্রাস্ট আছে বললে

[illegible]ষ্ঠিত হবে না। বলতে পারেন, মেজরিটি অব ভোটসএ তাঁরা এসেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এই মেজরিটি অব ভোটস বলতে কি বোঝায়? দশ বৎসরের মধ্যে যেখানে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য কনস্টিটিউশনএ নির্দেশ ছিল, সেই নির্দেশ মানা হয় নি। আমাদের যে দেশে ৮০ পার্সেন্ট ভোটার হচ্ছেন নিরক্ষর, সেখানে ন্যাশন্যাল গভর্নমেন্ট ব'লে কোন কিছু হ'তে পারে কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। আমি আগেই কারণ দেখিয়েছি যে গভর্নমেন্টএর উপর এই ডিসট্রাস্ট কেন আছে। যে গভর্নমেন্ট সরাসরি নিজের ভোটের জোরে, ক্ষমতার বলে শিক্ষাবোর্ডকে বাতিল ক'রে দিয়েছেন, সেই গভর্নমেন্টএর উপর যাঁরা শিক্ষা-হিতৈষী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী আছেন তাঁদের বিশ্বাস থাকতে পারে কিনা সে বিষয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুধাবন করতে বলি। শেষকালে যেখানে মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন,

"We have given the Board the power of recognition".

সেই পাওয়ার অব রেকগনিশন বাস্তবিক দিয়েছেন কিনা? তাঁরা যদি বিলের ধারাগুলি একটু ভাল ক'রে প'ড়ে দেখেন তা হ'লে বুঝতে পারবেন যে বোর্ডকে পাওয়ার অব রেকগনিশন একেবারেই দেওয়া হয় নি। যে রেকগনিশন কমিটি করা হয়েছে, সেই রেকগনিশন কমিটির ছ'জন সভ্যের মধ্যে ডি পি আই হবেন চেয়ারম্যান আর তিনজন হবেন নন-অফিশিয়াল মেম্বার। ডি পি আইএর কাস্টিং ভোট আছে, সুতরাং এই কাস্টিং ভোটএর জোরে সেখানে তাঁদেরই আর যে দুজন ইন্সপেক্টর থাকবেন তাঁরা ডি পি আইএর নির্দেশ গ্রহণ করবেন সেটা স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। ডি পি আই যে তাঁর অধীন ইন্সপেক্টরদের রেকমেন্ডেশন বাতিল ক'রে দেবেন সেটা আশা করা যায় না। তারপর আর একটা সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে, এখানে একটা রুল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা রেকগনিশন কমিটিকে যেসব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেগুলি একেবারে হরণ ক'রে নেওয়া হয়েছে। ঐ রুলএ বলা হয়েছে--

Recommendation by the Board shall not be accorded to any institution except on the recommendation of the recognition committee.

সেই রেকগনিশন কমিটির যে কনস্টিটিউশন সেটা আমি এক্ষণি বললাম। কিন্তু তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, সেই রেকগনিশন কমিটি যে সুপারিশ বোর্ডএর কাছে করবেন সেই সুপারিশ বোর্ড গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। তা হ'লে এখানে মন্ত্রিমহাশয় যে বলেছেন,

"We have given the Board the power of recognition".

এ কথার সত্যতা বা সার্থকতা আছে কি? কেন না এক হাতে ক্ষমতা দিয়ে আর এক হাতে সেই ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তারপর তিনি আরও বলেছেন—

"In certain respects they will function independently within prescribed limits".

তিনি এই কথাগুলি বলেছেন। কিন্তু ইংলন্ডের বোর্ডএ যেসমস্ত বিধি আছে এই বিলে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। রেকগনিশন কমিটির যে ক্ষমতা আছে সেটা আমি বললাম। তারপর দেখুন, এক্সামিনেশন কমিটির সে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এটা ভেরি ইম্পর্টান্ট কমিটি। এই এক্সামিনেশন কমিটির কনস্টিটিউশন যদি দেখা যায় সেখানেও যে ব্যবস্থা করা হয়েছে—পাঁচ জনের মধ্যে তিনজন অফিশিয়ালস ও দুজন নন-অফিশিয়ালস। সেখানে ডি পি আই প্রেসিডেন্ট হবেন আবার তিনি রেকগনিশন কমিটির চেয়ারম্যান হবেন।

[10-10—10-20 a.m.]

তারপর বোর্ডএর প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্টএর দায়িত্ব রেকগনিশন সম্বন্ধে এবং এক্সামিনেশন সম্বন্ধে, অথচ সেই প্রেসিডেন্ট, যিনি গভর্নমেন্ট দ্বারা নিযুক্ত হবেন, তাঁকে সেখানে প্রিসাইড করতে দেওয়া হবে না। এটা কি গণতন্ত্রসম্মত হচ্ছে? মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, অটোনমাস বোর্ড হবে। আশা করি, সেটা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন।

[illegible]তে স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যান্ড রিজন্সএ বলা হয়েছে—

Government of India and the Government of West Bengal have duly stated the valuable recommendation of the Board and the respective resolution in pursuance of the recommendation. A new Board of Secondary Education for West Bengal is proposed to be constituted with powers as provided in this Bill.

আমার এখানে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—এই মুদালিয়র কমিশন এবং দে কমিশনএর যে সুপারিশ, তা সবই এখানে রক্ষিত হয়েছে কি? এই মুদালিয়র অ্যান্ড দে কমিশনএর যে গঠনতন্ত্র আছে তাতে চীফ ইন্সপেক্টর অব উইমেন্স এডুকেশনএর কোন কথা নেই। এই যে মুদালিয়র অ্যান্ড দে কমিশনএর সুপারিশ মেনে নেওয়া হয়েছে তিনি বলেন, সেখানে কোন ইন্সপেক্টরের স্থান দেওয়া হয়েছে কি? দে কমিশন ডেফিনিটলি বলেছেন—

The Board will act as a check upon the officials of the Government.

সেখানে এই বোর্ডএ ইন্সপেক্টরএর স্থান দেবার কি যৌক্তিকতা আছে তা বুঝতে পারছি না। এবং এই বিলে অনেক জায়গাতেই দে কমিশন যা বলেছেন এবং মুদালিয়র কমিশন যা বলেছেন তা রক্ষিত হয় নি। আমার যে অ্যামেন্ডমেন্ট আছে আমি সেখানে সেটা দেখিয়ে দেব। সময় যখন কম, এখানে তা দেখাবার চেষ্টা করব না। এর পরে বাংলার যে ট্র্যাডিশন, সেই ট্র্যাডিশন সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলা উচিত। সেই ট্র্যাডিশন হচ্ছে ট্র্যাডিশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্স। স্যার আশুতোষ যা বলেছিলেন- ফ্রীডম ফার্স্ট, ফ্রীডম সেকেন্ড অ্যান্ড ফ্রীডম লাস্ট—আমার মনে হয়, শিক্ষাক্ষেত্রে সেটা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাই বাংলাদেশে যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে তাতে শিক্ষক ও ছাত্রদের স্বাধীনতা দিতে হবে। আমাদের বাংলাদেশে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল তারপর থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা সেই স্বাধীনতা উপভোগ ক'রে এসেছি। আজ এই বোর্ডএর নামে সেই স্বাধীনতা হ্রাস করার যে আয়োজন করা হচ্ছে তাকে আমি রিট্রোগ্রেড স্টেপ ব'লেই মনে করি। তার কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বাধীন ভারতে ভাল নাগরিক যাতে সৃষ্টি করতে পারি, কিন্তু এই বিল যেভাবে রচিত হয়েছে তাতে শিক্ষকরা হবে ক্রীতদাস এবং তার ফলে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীন মানুষ বা নাগরিক হবে না, তাতে তৈরি হবে কতকগুলি ক্রীতদাস। এই কথাটা আমি শিক্ষামন্ত্রিমহাশয়কে ভেবে দেখতে বলি। আমি অবশ্য জানি শিক্ষামন্ত্রিমহাশয়ের অনেক অসুবিধা আছে, গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে শিক্ষাবিভাগের কোন সন্ধানই তিনি রাখেন না। তার ফলেতে শিক্ষাবিভাগের যেসমস্ত কর্মচারী আছে, সেইসমস্ত কর্মচারীদের পরামর্শ ও নির্দেশমতই তিনি চালিত হচ্ছেন। আমি জানি তিনি ভাল লোক, তাঁর উপর আমার বিশ্বাস আছে। এ বিল সম্পর্কে আমরা যেসমস্ত কথা বলেছি, যেসব পয়েন্ট তুলেছি, তা তিনি মনোযোগ ও সহানুভূতি দিয়ে বিচার করবেন এবং যেগুলি বাস্তবিকই গ্রহণযোগ্য সেগুলি গ্রহণ ক'রে তা কার্যে পরিণত করবেন এবং যুক্তিসঙ্গত অ্যামেন্ডমেন্টগুলি অ্যাকসেপ্ট ক'রে বোর্ডকে অটোনমাস করবার চেষ্টা করবেন।

আর সামান্য দু'-একটি কথা ব'লেই আমি শেষ করব। এই যে পুরানো বোর্ডএর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলি সত্য কিনা সে সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয় কাগজপত্র দৃষ্টে বিচার ক'রে দেখুন। আরও অনুরোধ করব, দুটো ইনস্টিটিউশনস -ইতিশ্যা ও পানিওর—এ দুটো স্কুল সম্বন্ধে যে অন্যায় হস্তক্ষেপ সরকার করেছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করবেন—এই সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি। সুপারসিডেড বোর্ডএর নামে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তাতে মনে হয় -ইংরেজীতে যে প্রবাদ আছে—

give the dog a bad name and then hang it.

সেই প্রবাদের অনুকরণ করা হয়েছে। এইসব অভিযোগ সম্বন্ধে ন্যায়বিচার করবার জন্য আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। যেন জনসাধারণকে অভিযোগ করার স্কোপ না দেন যে—টির‍্যান্টস এভার ওয়ান্ট এ প্লী। অর এখানে যেসব অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে এই বিল সম্বন্ধে সেগুলি বিবেচনা ক'রে এবং যে যে সাজেশনস দেওয়া হয়েছে তা অ্যাকসেপ্ট ক'রে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আশা করি এমন একটা বিল আনবেন যাতে শিক্ষার উন্নয়ন হবে এবং আমাদের দেশের অনগ্রসর শিক্ষাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবেন না যাতে আরও বিশৃঙ্খল হবে [illegible] এবং যাকে প্রতিহত করতে হয়তো দেশে একটা আন্দোলন গ'ড়ে উঠবে। যাতে জনসাধারণের মধ্যে সেই বিরুদ্ধ আলোড়ন না উপস্থিত হয়, আশা করি মন্ত্রিমহাশয় সেই পন্থা অবলম্বন করবেন।

Sj. Krishna Kumar Chatterjee: Mr. Chairman, Sir, with a heavy heart I rise to join issue on the motion of circulation before the House with some of my friends in the Opposition for whom I entertain high esteem as

persons who have attained high position of honour and dignity in the field of education. Sir, at the outset I must congratulate our Education Minister for having created a significant precedent by introducing in this House a very important Bill, a Bill which may make a history about the future of the State. It is essential, therefore that the deliberation of this Bill in this House should reflect the wisdom and sagacity of our legislators. We should not forget that the fundamentals of freedom are to be inherent in the system of education that develops normally in a free and democratic country. Sir, I will just refer to what James Madison said many years ago regarding U.S.A. which holds good in our country also. He said "A popular Government without popular information or the means of acquiring it is but a prologue to a farce or tragedy or perhaps both. Knowledge will for ever govern ignorance, and the people who mean to be their own governors must arm themselves with the power that knowledge gives". Here I shall not end there, but I shall further add to this by taking the words from the Report of the Mudaliar Commission. It says: "We should however like to add that it is not only knowledge that is required, but also the right kind of social training and the inculcation of right ideals without which knowledge by itself may be sterile or worse. Training for democracy postulates a balanced education in which social virtues, intellectual development and practical skill all receive due consideration and the pattern of such an education must be envisaged on an all-India basis". The present Bill has been conceived on the basic principle underlying the above ovservations mentioned by me. It is a great misfortune, Sir, that some reputed professors and a few gentlemen representing the teaching profession in this House shall be carried away by considerations other than the educational uplift of this unhappy State held in cultural bondage for decades by a ruthless and alien Government now striving hard for the establishment of a democractic form of life through a system of education suited to its genius and tradition. My good friends over there, I make bold to assert on the floor of the House, have missed the fundamentals of the Bill in their hasty search for convenient phrases just to condemn the Educational Minister and his Department.

[10-20—10-30 a.m.]

Professor Bhattacharyya at least was very unfair to him by demanding his resignation on trifling matters. I am sorry Professor Bhattacharyya is not here at the moment. It is a mystery to me, Sir, that a level-headed and balanced gentleman like him with all round polished behaviour should thus completely lose himself in riotous thinking on issues which deserve a sober and rational approach. Professor Bhattacharyya and his other friends have conveniently overlooked the glaring and robust fact that the Bill in its present form has been placed before the House by a person who was, by a significant historical coincidence, the noble architect of the 1950 Act as well and who had the privilege as the then Education Minister to inaugurate the Secondary Board which came into existence under the Act with the following words—and I am repeating his words—"A Board so largely representative and unofficial in character is the first to be constituted on a statutory basis in any State in India". Sir, it was, on his part, a bold piece of adventure on revolutionary lines in the field of education and was welcomed as such at the time by even his opponents. This fact alone should have been enough to silence any *bona fide* and responsible critic in this House. How is it then, Sir, that the self-same person as the Education Minister once again comes before us now with the present legislative measure? The Board was superseded not by him during his Ministry as he was not even a member of any of our legislatures at the relevant time but by the then Government on a catalogue of grave charges which has been elaborately detailed in the introductory speech of our Education Minister

more in sorrow than in anger. A reference to his speech will be profitable. Sir, the charges are very grave indeed. If you kindly read the speech of the Hon'ble Minister which has been circulated to all the members, you will see the catalogue of those charges there. Sir, in deep agony he has observed thus: "We set up a larger autonomous body in 1950 and gave it wide powers", he wonders "why these powers were not properly exercised?" Regretfully he referred to the serious nature of criticism about the Board which finds place in the Report made by the Mudaliar Commission—in the following terms—"I regret very much, Sir, that the performances of the Board constituted under the Act of 1950 have come to be criticised in this fashion. Sir, I really feel pained that such remarks could be made against the Board of 1950 because after all, the Board was my creation and I do take entire responsibility for creating the Board although the Board has come to grief". These are the words of the Education Minister for which we should sympathise with him. Sir, in another part of his speech—at page 10—he has complained thus regarding the work of the defunct Board "unfortunately that single-minded devotion to the interests of education and education alone was not forthcoming".

Mr. Chairman: Mr. Chatterjee, I understand that the speech of the Hon'ble Minister is with all the members and so you need not quote from his speech *in extenso*.

Sj. Krishna Kumar Chatterjee: No, Sir, I will not do that. Sir, I was amazed to find my revered Professor Chattopadhyay pleading seriously on behalf of the defunct Board with the strange arguments that even after supersession certain irregularities continued.

This is rather unfair to the poor Administrator, himself a great professor, who had to carry on with the legacy of the past under trying circumstances. Who can deny that he has been definitely functioning better than the Board? Quite apart from this unfortunate incidence of dismissal of the Board the Dey Commission which was appointed by the Government of West Bengal to examine the working of the recognised Secondary Schools in West Bengal declared that the Act of 1950 should be thoroughly revised and amended. Look at page 40 of the Dey Commission Report. It says, "We have described here in outline the constitution and functions of the Board of Secondary Education as we conceive it. We have not gone into details which must be left to the Board when it comes into existence. The West Bengal Secondary Educatoin Act of 1950 will obviously have to be thoroughly revised and amended." The Commission further observed that there had been progressive deterioration in the sphere of secondary education in the State and if you kindly refer to page 50 of the Dey Commission Report you will find corroboration of the statement of mine. The Dey Commission says, "There is no doubt, however, that the standard of secondary education in West Bengal is lower today than it had been in the past, and that the deterioration is progressing rather rapidly." The Commission expressed this view when the Secondary Education Board was functioning in West Bengal. The Dey Commission was quite emphatic on the point that the secondary education in West Bengal should be reconstructed and reorientated in a manner so as to suit the requirements of the State and the people in the present context of our national responsibility. This is what the Dey Commission says on page 36, "We have stated elsewhere that in free India the State must take upon itself directly the entire task of planning and providing Secondary Education. It cannot be left to the public as in the past, for then its growth will be hampered and tend to be haphazard and its quality poor, nor can it be handed over to some other agency in which case, the control of the State being indirect, the growth and quality

of education are likely to suffer. There are certain things, of which education is one, which cannot be left to the chance decisions of a majority, because quality matters here more than anything else. Moreover, planning has to go with finance. It is only the authority which provides finance that can plan and put the plan into action."

"We may be permitted to make one observation about the demand for an autonomous Board. With the termination of the alien rule and the end of the days of communal Governments, the main grounds for distrust of the Government have disappeared. In the altered circumstances of today, therefore, a Board which will be advisory in its functions but authoritative in its sphere, although not assuming executive duties, should be welcomed and not looked upon with suspicion. In fact, it should provide a check on the action of officials of the Government and on the Government and on undesirable influences on teachers. It will also have the advantage of making the Government of the day directly responsible to the Legislature for the conduct of Secondary Education."

"In view of the above, we have no hesitation in endorsing the views of the Secondary Education Commission and commending the setting up of a Board of Secondary Education mainly with advisory functions. The executive functions will be in the hands of the Directorate, but the Board will advise the Government on all matters relating to Secondary Education."

On page 67 the Commission further says, "We have considered the position very carefully, and have come to the conclusion that a thorough reorganisation of the entire system of secondary education is an urgent necessity, that no piecemeal reform would do, and that the whole of the administrative machinery in charge of Secondary Education will have to be reorganised. We have recommended the reconstitution of the Board of Secondary Education with a non-official Chairman with mainly advisory functions and the setting up of a number of Regional Advisory Committees to assist the Central Board."

[10-30—10-40 a.m.]

Sir, the official recommendation of the Commission categorically mentions at page 69 of the Dey Commission Report "There should be a Board of Secondary Education with a non-official Chairman and with a preponderance of non-Government members mainly with advisory functions to advise the Government in all matters relating to secondary education. The executive functions will be the responsibility of the Directorate."

Sir, it will be rather profitable to note what the Mudaliar Commission has to say on identical issues. At page 180, the Mudaliar Commission refers to the formation, constitution and the functions of the Secondary Board of Education proposed by them. "We recommend that there should be a Board of Secondary Education under the chairmanship of the Director of Education to deal with all details of education at the secondary stage. This Board should be composed of persons with the wide experience and knowledge of different aspects of secondary education. We recommend that it should consist of not more than 25 members, ten of whom should be specially conversant with matters pertaining to vocational or technical education." Then look at page 181 of the Mudaliar Commission Report wherein is stated thus: "In this connection, we wish to point out that in some States the Boards which have been recently constituted for the purpose are unwieldy in number and some of the interests represented on it are not likely to promote efficiency or harmony." Referring to the nature of the Board we should have in West Bengal, it says further "We consider

that if secondary education is to progress on right lines, the Board must be a compact one mainly composed of experts whose functions will be limited to the formulation of broad policies. The Board is not expected to function as an executive body which is the province of the Director of Education. The executive powers needed to implement recommendution of the Secondary Education Board will be vested in the Chairman of the Board, the Director of Education. This Board shall ordinarily meet at least twice a year, but may meet on other occasions."

Sir, look at page 204 of the Mudaliar Commission: "There should be a Board of Secondary Education consisting of not more than 25 members with the Director of Education as Chairman to deal with all matters of secondary education at the secondary stage and to lay down general principles."

Prof. Bhattacharyya made a rather sarcastic reference to the portions of a speech delivered in a conference on educational problems of the day by our Education Minister in 1935 not as Education Minister, but as a public man of great importance. The great professor was committing an error of judgment and appeared to be a Rip Van Winkle of the present age. We have almost crossed 1957 and great changes have since taken place in the country—a slave nation has acquired its birth-right of freedom at a heavy cost. My learned professor perhaps lingers in psychological slavery even now.

Sir, I shall answer him in the words of the Mudaliar Commission. Please look up at page 7 of the Mudaliar Commission Report and you will find the following words "India is now free and independent. The educational needs of a free country are different and ought to be different from what they were under foreign domination." If public opinion, therefore, proclaims clearly that a new educational policy is needed, the report which we are presenting, if approved, will be preliminary to action and not as reports have too often been in the past an alternative to action. We are not inclined to take a pessimistic view of the matter, and although we are aware of the conditions under which the States and the Central Government will have to examine the reports, we believe that the States and the Centre are most actively interested in the problems of education, more particularly of secondary educaiton.

Then at page 24 you will find again the following "as political, social, and economic conditions change and new problems arise, it becomes necessary to re-examine carefully and re-state clearly the objectives which education at each definite stage should keep in view. Moreover, this statement must take into account not only the facts of the existing situation but also the direction of its development and the nature and type of social order that we envisage for the future to which education has to be geared". I think Professor Bhattacharyya has been sufficiently replied to.

Sir, a champion of the women's cause Professor Bhattacharyya has tried to accuse the Education Minister for not making in the Bill special provision for women's education in the constitution and functions of the proposed Secondary Education Board. I will presently reproduce what the Mudaliar Commission says on this particular matter. Please refer to pages 57-58 of the Report. "The Commission feels that at the present stage of our social evolution there is no special justification to deal with women's education separately. Every type of education open to men should also be open to women. During the course of our visits to various institutions and Universities we have noted that women have found admission to practically all the faculties which a generation ago might have been considered as unsuitable for them or beyond their easy reach."

Then again, Sir, at page 57 it is stated: "Our attention has been drawn to the provision in the Constitution that while special arrangements may be made for women and children, there shall not be any discrimination against any citizen on the ground only of religion, race, caste, sex, or place of birth."

Prof. Bhattacharyya has further struck a note of regret regarding absence of any mention of physical education as such in the Bill. Here also our Professor will feel reassured to hear what Mudaliar Commission says: "It will be noticed that we have not included physical education in the above list of subjects. This is not due to any lack of appreciation of its place and importance in the educational programme. We consider it much more than a subject in a curriculum. One of the main aims of education is to provide physical development of every pupil so essential for building up a healthy and balanced personality. As intellectual development comes through the study of various subjects, so physical development comes through various forms of activities. It is much wider than what is usually denoted briefly by the term 'P.T.'. So physical education as series of activities will form a part of the curriculum but the approach to it will be somewhat different from the approach to other subjects."

At page 137 the Mudaliar Commission refers to the same subject again in the following terms. "We shall now refer to some considerations that may be borne in mind in regard to health education. Every student in the school requires to be trained in sound health habits both at school and at home. The instructions should be practical, so that he may not only appreciate the value of health education, but also learn the ways in which he can effectively maintain and improve his health.

[10-40—10-50 a.m.]

This is essential not only for physical reasons but because sound mental health depends on good physical health. It should therefore be a responsibility of all schools to see that their children keep healthy so that they can get the maximum benefit possible from their education". That is what the Mudaliar Commission said regarding physical education in the schools. On page 139, there is a slight mention of it which will be profitable to note. The Commission says: "In regard to the health of school children, it is necessary to realise that it is the teacher who can detect at a very early stage any deviation from the normal, such as defective vision, postural defects, deficient hearing, etc., because he is in constant contact with the child. We have therefore emphasised in the chapter on teacher training that training in first aid and fundamental principles of health as well as the detection of deviations from normal standards should form a part of the instruction prescribed for all teachers in Training Colleges. If such training is given in the first principles of health maintenance, teachers can play a valuable part in bringing to the notice of the school medical officer or other authorities concerned any cases of deviation from the normal at a fairly early stage". It is for the teachers to see that this august body the contemplated Board should become effective in the physical education to boys and girls by discharging their duties in this connection.

Sir, let the Opposition in this House desist from the habit of shedding crocodile tears on problems of education just to play to the gallery. We have got to discharge here our sacred responsibilities as representatives of the people. Otherwise the future generation will not forgive us if we for the purpose of political manoeuvrings utilise the floor of this House for propagating views which are not conducive to the healthy growth of the educational system of the State which has to undergo radical changes to serve national purpose of a democratic society. Our friends over there are

playing with fire while we are in the midst of a gigantic effort to build up democracy which is yet in embryonic stage. Sir, if you refer to page 24 of the Mudaliar Commission Report, you will find what the Mudaliar Commission has said with regard to democracy,—"A democracy of people who can think only confusedly can neither make progress, nor even maintain itself, because it will always be open to the risk of being misled and exploited by demagogues who have within their reach today unprecedentedly powerful media of mass communication and propaganda. To be effective, a democratic citizen should have the understanding and the intellectual integrity......

Mr. Chairman: Mr. Chatterjee, these extensive quotations are taking a lot of the time of the House and so please try to be brief.

Sj. Krishna Kumar Chatterjee: Sir, I will take only a few minutes more and finish my speech.

Sir, I had the privilege to listen to the speeches delivered by honourable members on the other side and was in grief to find the absence of any constructive approach from them to the questions before the House. It is rather tragic that quite a few of them are men belonging to the teaching profession and it appears to me, Sir, that they were perhaps talking with their national and patriotic conscience relegated to the background just for some political advantage. Do they really believe that the recommendations of the Dey and the Mudaliar Commissions were not accepted by the Government of West Bengal? Sir, let them hear what the Dey Commission says about it. Please refer to page 2 of the relevant Report and you will see—"The Government of West Bengal having generally accepted the main principles underlying the recommendations of the Secondary Education Commission presided over by Dr. A. Lakshmanaswami Mudaliar, the Government desire that the West Bengal Commission do also recommend suitable steps for the improvement of the present administrative machinery in conformity with the recommendations of the Mudaliar Commission. The recommendations of the Mudaliar Commission being generally acceptable to the Government of West Bengal, the Government further desire that the West Bengal Commission do also consider the extent to which the financial provisions could be given effect to within their resources. The Dey Commission presented their report in January 1955 which has since been carefully considered and decisions arrived at by the Government. The Government are in general agreement with the recommendations of the Commission subject to certain modifications recorded below. Government agree with the recommendations of the Commission that a Board of Secondary Education should be set up with advisory functions only to advise Government in all matters relating to secondary education. It should be a compact body of experts to whom Government would look for competent advice from time to time. The executive functions will be the responsibility of the Education Directorate". Sir, this is a clear answer to what the opposition says about the Dey and the Mudaliar Commissions' reports not being accepted by the Government.

Sir, I will presently refer to some of the provisions in the Bill to show that basically the recommendations of the Dey Commission and Mudaliar Commission have been adhered to by the Education Minister in the matter of the proposed formation of the Secondary Board and their functions. If we refer to clause 3(2) of the Bill we find that the State Government has vested in the Board the power to acquire and hold movable and immovable property, to transfer such property when held by it, and to do all other things necessary for the purposes of this Act, and shall sue and be sued by the said name; and clause 4 deals with the constitution of the Board. Sir,

I will presently refer to a memorandum just distributed here by the Headmasters' Association. In the composition of the Board as recommended by the Mudaliar Commission representation has to be on the following basis:—

Ex-officio members—6;

Experts nominated by Government—10;

Representatives of the University—5;

Elected members—2;

Co-opted members—2;

So, official and nominated members are 18 out of 25.

Then again, Sir, we find in the Dey Commission Report that there are 25 members—ex-officio members 5; expert nominated by Government including Chairman 6; representatives of the University 3; elected 7; out of a total of 25 members, 5 members are official and nominated 6. In the proposed Bill out of 27 members ex-officio 7; expert nominated 5; representatives of the University 3; elected 6. Therefore, out of a total of 27 members we have got official and nominated members 16, which compare favourably with the Dey Commission and the Mudaliar Commission.

Incidentally I may just mention the constitution and functioning of the Board in the Kerala Bill, which was introduced by the only Communist State in India. We have got the report of the Select Committee before us. I want to mention this as some of the members here have been advising the Government to refer it to a Select Committee. If we look at page 7 of this report we find the dissenting note of some of the members saying "We do not consider that reasonable opportunities were given to those who were interested in education and wanted to present their views before the Select Committee. The Select Committee met only a few from among the many prominent educationists who wanted to give evidence before it."

So, the fate of a Select Committee functioning in a Communist State is also before us. Even with a Select Committee functioning in a Communist State what do we see in the dissentient note? The Select Committee was more or less a farce not achieving anything of real value.

I would just mention one other thing which will be of some importance to this Bill. Sir, it is not true that the Bill has been brought before this House in a haphazard manner. In considering the present Bill we ought to know the background of the present system of secondary education for our clear understanding of its various characteristic features in the process of its steady growth and development. We have to understand also on what lines the problem of the reorganisation of the secondary education has been envisaged by the educationists during the last fifty years or so.

In 1835 we had Lord Macaulay's minute regarding the educational policy of the future; we had Wood's despatch in 1854 reviewing the development of education to date and proposing some new schemes for adoption; in 1857 the establishment of Universities had far-reaching consequences especially on the range and scope of secondary education; in 1882 Hunter Commission reported on the whole question of education in the country; during the period 1882-1902 there was considerable expansion in the field of secondary education which formed the basis of the report of the University Commission of 1902. The Universities Act of 1904 brought secondary education more and more under the domination of the Universities; and then the Calcutta University Commission of 1917, popularly known as Sadler Commission, went into the question of secondary education and its all round improvement.

[10-50—11 a.m.]

In 1929 we had the Hartog Committee and in 1934 we had the Sapru Committee appointed by the United Provinces Government and then there was the Abbot-Wood Report all on the progress of secondary education in the country. Another significant step taken on the part of the Commission's investigation into the system of secondary education in the country was that a very large number of educational experts were examined and if you will kindly cast a cursory glance at the list of such persons you will see how many thousands of people were interviewed and how many great educationists and eminent experts were consulted by the Mudaliar Commission inviting their valued judgment. Many prominent persons in the educational field were also interviewed by the Dey Commission to bring out the effective process of reorganizing and reorienting the secondary education in the country.

Sir, I will finish presently. In the last phase I have to mention to you that after all we are not afraid of any criticism. We can face criticism because we are inspired by the noble words of that great Indian, Rabindra Nath Tagore: "The essence of a democratic society is not only the tolerating but the welcoming of differences which make for the enrichment of life. Dragooning different beliefs, ideas, opinions, tastes and interests into uniformity may possibly make efficiency in a narrow and inferior sense, but it inevitably impoverishes life and curbs the free expression of the human spirit. If a democracy like ours is to survive, we have to seek uniformity in diversity, concord admidst clashes, peace in the midst of strifes". Inspired by these noble words we are not afraid of any criticism, if it comes in a *bona fide*, constructive manner.

Sir, I will just mention to you that the All Bengal Teachers' Association did not take part to help investigations carried on by the Mudaliar and the Dey Commissions and refused to give any co-operation to the said Commissions. The Dey Commission reports thus:—"Except for the All Bengal Teachers' Association which could not be persuaded to co-operate with the Commission, most of the others responded to our invitation". I shall now finish my speech expecting that good sense will prevail with the Opposition on a question which is of vital importance to the State of West Bengal.

Then, Sir, look at page 222 of the Mudaliar Commission Report which postulates, "Teachers must develop a new orientation towards their work. They will not look upon their work as an unpalatable means of earning a scanty living but as an avenue through which they are rendering significant social service as well as finding some measure of self-fulfilment and self-expression." No scheme of educational reconstruction can be implemented with success without the active co-operation of teaching profession and the sustained interest the teachers may take in such a task. We therefore appeal to them from this side of the House to give their unstinted co-operation and support to the scheme of educational reconstruction that may be finally made by the State concerned taking due note of the recommendations that we have made during the present debate. We have not taken recourse to the sweeping measures that the Kerala Government took in framing the Education Bill there. If you look into the Constitution of the Board proposed in the Kerala Bill, you will find that 15 members are to be appointed by the Government and their functions have been defined as part and parcel of the Governmental routine duties of the Education Department attached to the Government.

Sir, in clause 35 of that said Bill special powers of a totalitarian nature have been reserved in the hands of the Kerala Government but our Bill does not contemplate any such reservation. If any difficulty arose in giving effect to the provisions of the Kerala Bill, the Government may, in accordance

with the provisions take large powers if it thinks to be necessary or expedient for removing the difficulty. If the Government feels that there is some difficulty to implement the provisions in the Bill, they can enforce the implementation without any hindrance. Sir, with a personal note I will end my speech. I am one of those who can claim that blood of a teacher runs in their veins. My father who had been a Professor in a Calcutta College for 14 years served as Founder-Headmaster of a high school at Howrah for half a century. Naturally, therefore, as a teacher's son and as a born teacher myself I claim that the Education Bill, as has been propounded by our Education Minister is a move in the right direction, and I would inform my friends in the Opposition to come and lend their helping hands to bring forth a new and healthly educational system in the country. Sir, we should remember that we have got a sacred duty to perform. Let the Opposition play a constructive role taking in view the educational needs of the country and it would be a good augury for this unfortunate State of West Bengal, if we all work for the educational uplift of our sons and daughters.

With these words, Sir, I resume my seat.

Sj. Naren Das:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমি সার্কুলেশন প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে গোড়ায় মুখ্যমন্ত্রি-মহাশয় আমাদের পিটিশনএর জবাবে যেকথা বলেছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, "আমরা তাঁর কাছে যদি আরও আগে দরখাস্ত পেশ করতাম বা এই বিল যখন আসে নাই তার আগে যদি সিলেক্ট কমিটির কথা বলতাম, তা হ'লে হয়তো তিনি এ সম্বন্ধে কিছু ভাবতে পারতেন। কিন্তু এখন যখন এই বিল পরিষদের সম্পত্তি তখন তিনি আর হাউসকে তাঁর মত জানিয়ে প্রভাবান্বিত করতে চান না।" এ অত্যন্ত দুঃখের কথা যে তাঁর মত একজন অভিজ্ঞ পার্লামেন্টেরিয়ান সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবকে এভাবে অগ্রাহ্য করতে পারেন। এ জানা কথা যে সিলেক্ট কমিটিতে অধিকাংশই সরকারী সদস্য থাকবেন, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী স্বতই তার সভাপতি হবেন। এমতাবস্থায় কেন তিনি এই সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করলেন তা বুঝতে পারি না। অন্যপক্ষে তিনি অগ্রাহ্য করতে গিয়ে আমাদের উপর এই ব'লে কটাক্ষ করেছেন যে, আমরা প্রচারমূলক মনোভাব নিয়ে এখানে বক্তৃতা দিতে চাচ্ছি। অতএব বিরোধিপক্ষ সবই বলার অধিকার পাচ্ছেন এবং খবরের কাগজে প্রচারও হচ্ছে। কাজেই সিলেক্ট কমিটির চেয়ে পরিষদে বক্তৃতা করা ভাল। আমি মুখ্যমন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এই কথা নিবেদন করব, তিনি এখানে এখনই বলুন যে তিনি সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব সমর্থন করবেন; তা হ'লে বিরোধিপক্ষের যাঁরা বক্তা তাঁরা কেউ আর কোন বক্তৃতা করবেন না। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে নীরব। সিলেক্ট কমিটিতে কিছুটা ভাল কাজ হ'তে পারত, কিন্তু সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার প্রস্তাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় ও শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় অগ্রাহ্য করেছেন। এ সম্বন্ধে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রিমহাশয়ের একটি বক্তৃতা উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। ১৯৫০ সালের ২৭এ মার্চ তারিখে তিনি যখন এই এডুকেশন বিল এনে হাজির করেন তখন তাঁর যে প্রারম্ভিক বক্তৃতা তাতে তিনি এ কথা বলছেন—

To the main features of the report I may draw the attention of the House by pointing out that in the first place the constitution of the Board of Secondary Education has been changed to make more representative in character by the Select Committee..... The number of members would be increased from 42 to 44...... The quota of teachers has been increased from six to seven......besides the head masters and other teachers have got their representatives..... Apart from that a provision has also been made for representation of the district school boards by two members to be elected by them.

These are the main features of the changes that have been effected in constitution of the Board by the Select Committee. So far as the constitution of the Executive Committee is concerned, it has been widened and

more representative in character. The number of official representatives has been cut down and the number of popular representatives has been increased.

[11—11-10 a.m.]

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় ১৯৫০ সালে যে বিল এনেছিলেন সে বিল সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পেশ করা হয়েছিল। সিলেক্ট কমিটির সার্থকতা সেদিন শিক্ষামন্ত্রী বুঝেছিলেন। এর সার্থকতা আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, ২৭-২৮ মার্চ এই দুই দিনের আলোচনায় সে বিল বিধানসভায় পাস হয়ে গিয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে। আজকেও যদি এই রকম একটি সিলেক্ট কমিটি করা হ'ত তা হ'লে আমি বিশ্বাস করি যে, সে সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে যে রিপোর্ট আসত তা দু' দিনের মধ্যে এই হাউসএ তথা অন্য হাউসএ পাস হয়ে যেত। কিন্তু সরকারপক্ষের ভয় হচ্ছে যে এ বিষয়ে সিলেক্ট কমিটিতে নোট অব ডিসেন্ট হবে কিনা। নোট অব ডিসেন্ট হ'তে পারে। পরিষদে সরকারের সংখ্যাধিক্য আছে, তার বলে তাঁরা বিল পাস ক'রে নিতে পারবেন। সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করার যে চিরাচরিত নীতি আছে তা এখানে অস্বীকার করবার কি কারণ আছে তা আমি বুঝতে পারছি না। এই শিক্ষা বিল সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, এ বিষয়টিকে কিভাবে দেখছি আমরা। প্রশ্নটি সার্থকভাবে উত্থাপন করতে পারলেই আমরা তার ঠিক জবাব পাব। অন্য কথায় ঠিকমত প্রশ্ন পেশ করতে না পারলে তার ঠিক জবাব আমরা পাব না। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, গত কুড়ি বৎসর যাবৎ এই মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলাদেশে কত আন্দোলন, কত লড়াই হয়ে গেছে, কিন্তু এই কুড়ি বৎসরের মধ্যেও আজ পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু এবং বিজ্ঞানসম্মত সেকেন্ডারি এডুকেশন বাংলাদেশে চালু হ'তে পারল না। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। গেল কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞতা নিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় একটি বিল নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন। এই বিল নিয়ে হাজির হওয়ার আগে ১৯৫০ সালের আইন অনুযায়ী স্থাপিত বোর্ড কেন বাতিল হ'ল, তার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। সে সম্পর্কে পরিষ্কার কিছুই শিক্ষামন্ত্রী বলেন নি, কেবলমাত্র জানিয়েছেন সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলতে চান না। অন্য কথায় তিনি সে সম্বন্ধে কোন রকম অনুসন্ধান করতে চান না। এ অত্যন্ত দুঃখের কথা। যে বোর্ড তাঁর মানসপুত্রস্বরূপ ছিল, যে বোর্ড নিয়ে তিনি গর্ববোধ করেছিলেন, যে সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন যে বিভিন্ন দেশে, এমন কি ইউরোপ ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশ অপেক্ষাও অধিকতর গণতান্ত্রিক ও উন্নততর ধরনের বোর্ড গঠন করেছিলেন তিনি। কিন্তু তেমনি বোর্ডএর সমাধি সৃষ্টি করা হ'ল, তাকে হত্যা করা হ'ল। যদি কাল পর্দা সরিয়ে তার কারণ অনুসন্ধান করতেন তা হ'লে সকল বিষয়ই তিনি জানতে পারতেন, এবং তার ফলে যে সত্য উদ্ঘাটিত হ'ত, তার উপরে ভিত্তি ক'রেই আজকের এই বিল আনা উচিত ছিল। তিনি যদি তা করতেন তা হ'লে ঠিক হ'ত। কিন্তু তা তিনি করেন নি। পুরানো পর্ষদের বাতিল করার কারণ অনুসন্ধান না ক'রে তিনি হঠাৎ একটি মেকানিক্যাল স্কীমএর মত এই বিল হাজির করলেন। কেন? আমি এই কথা জোর ক'রে বলতে পারি যে, মাননীয় রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় যদি ১৯৫৪ সালেও শিক্ষামন্ত্রী থাকতেন তা হ'লে তাঁর মানসপুত্রের মৃত্যু হ'ত না। সে অ্যাক্টএ যেসকল ধারা ছিল, যদি শিক্ষাবিভাগ কনস্টিটিউশন অনুসারে চলতেন তা হ'লে অবস্থা অন্য রকম হ'ত। আমি ৫৩-৫৪-৫৫ ধারার কথা উল্লেখ করছি। এসকল ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে সরকারের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, সরকারের হাতে রুল-মেকিংএর ক্ষমতা ছিল, সেক্রেটারি প্রভৃতি পার্সনেল, অন্যান্য কর্মকর্তা বদল করতে পারতেন, তাঁদের ওয়ার্নিং দিতে পারতেন; কিন্তু সেদিনকার শিক্ষামন্ত্রী পান্নালাল বসু মহাশয় এইসব কিছুই করেন নি। সরকারকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কমিটির সিদ্ধান্ত, এমন কি প্রসিডিংস পর্যন্ত বাতিল ক'রে নিতে পারতেন সরকারী শিক্ষাবিভাগ। যে বিরাট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, সেই ক্ষমতার বলেই সেদিনকার শিক্ষামন্ত্রী সমস্ত বোর্ড ভেঙ্গে দিতে পারতেন এবং নূতন ক'রে পর্ষদ নির্বাচন করতে পারতেন। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, তা না ক'রে, নূতন পর্ষদ নির্বাচনের রাস্তায় না গিয়ে, এইভাবে নূতন বিল আনার কি দরকার ছিল? পুরানো পর্ষদের ভুল হয়তো হয়েছে, চার্জ-শীট হয়তো এসেছিল; সেসকল বিষয়ের বিচার করার ব্যাপারে আমি যাব না। কারণ এই চার্জ-শীট পড়লেই দেখা যাবে, সেগুলি অত্যন্ত

হালকা ধরনের। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, সে পর্ষদে কোন কোন মানুষের হয়তো দোষ ছিল। একটি নূতন গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা যখন চালু হয়, তখন তার শুরুতে কিছু গলদ থাকতে পারে, গোড়ার দিকে ভুল-ত্রুটি কিছু হ'তে পারে। গণতন্ত্র নূতনভাবে চালু করতে গেলে তাতে কিছুটা ট্রায়ালস ও এররএর মধ্য দিয়ে যেতেই হবে। সেখানে কিছু কিছু ভুল হ'তে পারে। কিন্তু সেই ভুল করবার অপরাধে গণতন্ত্রের মূল কাঠামোকে অর্থাৎ পর্ষদকে নষ্ট করবেন কেন? এই নূতন বিল এনে বাংলা সরকার গণতন্ত্রের মূল কাঠামোটাই নষ্ট করছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, কিন্তু পেপসু রাজ্যে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল সেই মন্ত্রিসভার বহু ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। ভারত সরকার মনে করেছিলেন যে পেপসু গভর্নমেন্ট ঠিকমত কাজ করছেন না। তখন তাঁরা পেপসু বিধানসভা বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন, কিন্তু গণতান্ত্রিক সংবিধান ভাঙেন নি। সংবিধান অনুযায়ী আবার নির্বাচিত হয়েছে বিধানসভা। স্যার, মন্ত্রিমহাশয়ের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ, তিনি কেন মূল বিষয়টি না অনুসন্ধান ক'রে ১৯৫০ সালের আইনের ৫৫ ধারা অনুসারে কনস্টিটিউশনএ তার যে রাইট ছিল সে অধিকারবলে অযোগ্য মানুষ বদল না ক'রে, নূতন ক'রে পর্ষদ নির্বাচন না ক'রেই আগের বোর্ডকে বাতিল ক'রে দিয়ে নূতন বিল উপস্থিত করলেন কেন। পুরানো বোর্ড কেবল তিন বৎসর চালু ছিল, নূতন সংগঠন চালু করতে তিন বৎসর সময় খুব বেশি নয়। দে কমিশনএ বলা হয়েছে যে ভুলভ্রান্তির জন্য আগে যে শিক্ষাবোর্ড ছিল, সেই শিক্ষাবোর্ডকে বাতিল করা হয়েছে। আমার বক্তব্য হ'ল যে, এই শিক্ষাবোর্ড উত্তরাধিকারীসূত্রে ইউনিভার্সিটিতে মাধ্যমিক শিক্ষার যে অব্যবস্থা ছিল, সেই অব্যবস্থার উত্তরাধিকারী হয়েছে। অতএব সেই অব্যবস্থা দূর করবার জন্য দু'-এক বৎসর সময় দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা দেওয়া হয় নি। দোষত্রুটি মানুষমাত্রেরই হয়, পুরানো পর্ষদের সভ্যরাও সাধারণ মানুষ, তাঁদেরও ত্রুটি হয়েছিল। গোড়ায় সে ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার চেষ্টা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা না ক'রে পর্ষদকে অতর্কিতে, বিনা নোটিসে হত্যা করা হ'ল। পাঁচ বৎসর যে বোর্ডএর আয়ুষ্কাল ছিল তা অসম্পূর্ণই থেকে গেল। অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মসংশোধন করার অবসর বা সুযোগ দেওয়া হ'ল না পর্ষদকে। তখনকার শিক্ষাবিভাগ অধৈর্য হয়ে পড়লেন। আমি সেজন্যে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বলছি, শিক্ষাবিভাগের এই ষড়যন্ত্রের (কন্সপিরেসি) কাল পর্দা সরিয়ে সত্য আবিষ্কার করুন, দেখতে চেষ্টা করুন যে সত্যই কি ঘটেছিল। দে কমিশন এ সম্পর্কে প্রসঙ্গত একটি ইশারা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে পর্ষদের ব্যর্থতার কারণ ডুয়াল কন্ট্রোল। ইন্সপেক্টরেট সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডএর অধীনে ছিল না। তা ছিল শিক্ষাবিভাগের অধীনে। সুতরাং সরকার বনাম সেকেন্ডারি বোর্ডএ এক ধরনের দ্বৈতশাসন চালু ছিল। সেই দ্বৈতশাসনের কুফলই আমাদের এখানে ফলেছে। ডায়ার্কিকাল সিস্টেমএর তিক্ত অভিজ্ঞতা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের আছে। মন্টফোর্ড রিফর্মএর সময় তিনি স্বরাজ্য পার্টির সভ্য ছিলেন এবং তিনি এই ডায়ার্কির অসুবিধার কথা মর্মে মর্মে জানেন এবং তিনি তখন এই ডায়ার্কির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। আজকে সেই ডায়ার্কিকাল সিস্টেমএর অপরাধেই আমাদের পুরানো বোর্ডএর মৃত্যু হয়েছে। আমি তাঁর কাছে এখন এই অনুরোধ করব যে তিনি বিষয়টিকে পুনর্বার বিবেচনা করুন।

ইন্সপেক্টরেটএর সঙ্গে পর্ষদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে গোলমাল চলেছিল। আমি জানতে চাই, ইন্সপেক্টর ও ইন্সপেক্ট্রেস অব স্কুলকে বোর্ডএ স্থান দেওয়া হয়েছে কি পুরস্কারস্বরূপ? তখন তারা সরকারকে সাহায্য করেছিল মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বানচাল করবার জন্য। সেইজন্যই কি তাদের এই বোর্ডএ রাখা হয়েছে? মুদালিয়র বা দে কমিশনএ কোথায়ও নেই যে এই ধরনের ইন্সপেক্টর, ইন্সপেকট্রেসদের পর্ষদের সভ্য করতে হবে। ঐসকল ইন্সপেক্টর অ্যান্ড ইন্সপেকট্রেস অব স্কুলস হেডমাস্টারদের সমপর্যায়ের মানুষ। এদের কোন বিশেষ যোগ্যতা নাই। কেন তাদের মনিবদের সঙ্গে বোর্ডএ স্থান দেওয়া হ'ল? আমি বলতে চাই যে দে বা মুদালিয়র কমিশন কোথায়ও বলে নি যে এদের পর্ষদের সভ্য করতে হবে। কিন্তু তাদের নূতন বোর্ডএ সভ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তারা গোপনে যেভাবে আমলাতন্ত্রকে সাহায্য করেছে, [illegible] ষড়যন্ত্র তথা মতলব হাসিল করতে সুবিধা ক'রে দিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী কাল পর্দা সরালেই এদের ষড়যন্ত্রের জাল জানতে পারবেন। মন্ত্রিমহাশয় পাঁচ বৎসর ক্যাবিনেটএ ছিলেন না, থাকলে হয়তো তিনি এ ধরনের পরিণতি সৃষ্টি হ'তে দিতেন না। স্যার, এই বিলের উপর শিক্ষামন্ত্রীর প্রারম্ভিক বক্তৃতা পড়ে আমার এই কথাই মনে হয়েছিল।

[11- 11-20 a.m.]

[illegible]। আগে অর্থাৎ ১৯৫০ সালে যে প্রগতিশীল বিল এনেছিলেন সেই বিলের দ্বারা ঈপ্সিত ফল হয় নি। তারই যেন প্রতিক্রিয়া হিসাবে তিন এমন একটি বিল এনেছেন যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্তটাই সরকারী পোশাক পরা। আমি এ বিষয়ে আর আলোচনা করতে চাচ্ছি না।

পরিকল্পিত বোর্ডএর ২৭ জন সভ্যের ভেতর ১৬ জন মনোনীত, ১১ জন নির্বাচিত। নির্বাচিত অংশের ভিতরে ঠিক ঠিক যে কয়জন সত্যিকার নন-অফিশিয়াল, তা নির্ধারণ করা শক্ত। শেষ পর্যন্ত নির্বাচিতের সংখ্যা ১১ জন হ'তে ৪, ৫-এ গিয়ে দাঁড়াবে। এইরূপ যে শিক্ষাবোর্ড তৈরি হবে তা যে প্রগতিশীল নয়, তা যে ডেমোক্রেটিক নয়, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত হ'তে পারে না। ১৯৫০ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের সম্পর্কে প্রসঙ্গত আগের দিন বন্ধু কৃষ্ণবাবু বলেছেন যে, শিক্ষামন্ত্রী তখন একটা অ্যাডভেঞ্চার করেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করছি, এত বড় যে নিন্দার কথা—অ্যাডভেনচারার, তিনি কেমন ক'রে তাঁর নেতা রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পর্কে উচ্চারণ করলেন। অ্যাডভেঞ্চার তিনি সেদিন করেন নি মোটেই। সেদিন তিনি সত্যকার কাজই করেছিলেন। কারণ বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী একটি মহান ঐতিহ্যের ধারা বয়ে এনেছিলেন সেদিন। তিনি দশ বৎসর সাম্প্রদায়িক, কম্যুনাল মোসলেম লীগ মিনিস্ট্রির আমলে শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং শ্রদ্ধেয় শরৎ বসুর সঙ্গে বিধানসভায় যে সংগ্রাম করেছিলেন, যে বিরাট আন্দোলন করেছিলেন, তারই ধারক, বাহক হিসাবে ১৯৫০ সালের গণ-তান্ত্রিক বিল এনেছিলেন এবং তার ঐতিহ্য অনুযায়ী কাজ করেছিলেন সেদিন। কিন্তু সেই শিক্ষামন্ত্রী পাঁচ বৎসর পরে আবার যখন শিক্ষাদপ্তরের ভার নিয়ে এসেছেন তখন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হয়েছেন তিনি। যারা শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তা, যারা আমলাতন্ত্রের মধ্যমণি, তাদের দ্বারাই ডিক্টেটেড হয়ে একটি বিল এনেছেন, যে বিলে আর যাই হউক, শিক্ষার বিকিরণ হবে না, সৈন্য বা পুলিসবিভাগের ড্রিল করা হবে। শিক্ষা মানুষের মন নিয়ে কাজ করে বিশেষ ক'রে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা। বালকবালিকাদের শিক্ষা যেখানে কিশোর মন নিয়ে খেলা, যেখানে আমাদের আদর্শ নাগরিক তৈরি করার দায়িত্ব, সে মহান কাজে বর্তমান পরিকল্পিত বিল কোন সাহায্য করবে না। শিক্ষার কোন ফরমুলা বা কোন বাঁধানো রাস্তা নাই। তাকে নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক কাজে ইন্সপেক্টর বা ইন্স-পেক্ট্রেস অব স্কুলস বা অন্য শিক্ষাবিভাগীয় কর্মকর্তা কেন থাকবেন? আমলাতন্ত্রের ক্রোড়ে লালিত-পালিত মনুষ এ ধরনের শিক্ষার কাজে একেবারেই অযোগ্য। ওদের কোন স্বাধীন মন নাই এই হচ্ছে আমাদের অভিযোগ। পরিকল্পিত বোর্ড মুক্তমনের মানুষের বোর্ড নয়; এ বোর্ড একটা খাকি পোশাক পরা বোর্ড। এই বোর্ডএর মাধ্যমে যা সৃষ্টি হবে তা আর যাই হউক, শিক্ষা হবে না। সরকারী, অফিসিয়াল, আমলাতন্ত্র যে কি করতে পারেন, তা বোঝাবার জন্য আমি শিক্ষামন্ত্রীর কয়েকটি মন্তব্য তুলে দিচ্ছি। তাঁর লিখিত পুঁথি—নিউ মেনেস টু হাইস্কুলস ইন বেঙ্গল—সেই বইএর চ্যাপ্টার ৯তে তিনি বলেছেন—

"However vehemently it may be denied, it is a fact that officials in this country are accustomed to think themselves as masters of the country than public servants."

এই হচ্ছে অফিশিয়ালদের সম্বন্ধে রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বক্তব্য। তিনি আরও বলেছেন—

"While cultural and educational interests demand that education should be free from official control, the officialdom here have persuaded them-selves to think that education of children should be under the maximum of State control of course with minimum of contribution from the State."

এই যে

Maximum of control and minimum of contribution from the Government

এই ব্যবস্থার আমরা বিরোধিতা করছি। মধ্যশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি তাঁর পূর্বেকার মতবাদ থেকে সরে যাচ্ছেন কেন এই আমার প্রশ্ন। তারপরে জানি না কেন, অজ্ঞাত কারণে কংগ্রেসপক্ষ আমলাতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করে, বৃটিশ সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার সুরে কথা বলছেন—

We have inherited the entire bureaucratic system left by the alien Govern ment.

তাদেরই একটা পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট ব্যুরোক্রেটিক সিস্টেমএর প্রশংসা করছেন কংগ্রেস! আজ লজ্জা হচ্ছে না তাঁদের? আমি গত ৩৬ বৎসর যাবৎ রাজনীতির সঙ্গে বিবিধভাবে যুক্ত। কাজেই আমি বলতে পারি শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় আগে যখন স্বরাজ্য পার্টিতে ছিলেন এবং তখন যেসকল কথা বলেছিলেন, আজ আর তাঁর মুখে সেসকল কথা শুনছি না। তিনি মনোনয়ন প্রথা সম্বন্ধে এখন বলছেন যে, মনোনয়ন প্রথার কোন দোষ নাই, মনোনয়ন প্রথার মাধ্যমে নাকি ভাল লোক আসে। যে নমিনেটেড মেম্বার সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিবেন, সে রকম মানুষকে তাঁরা কি কখনও মনোনীত করেছেন? আজকে সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডএর যে সভ্য মনোনীত হবেন তাঁকে যদি ইলেকশনএর মাধ্যমে নিয়ে আসা সম্ভব হ'ত, তা হ'লে ইলেকশন আর নমিনেশনএর যে বড় একটা তারতম্য, তা থাকত না।

আমি বলতে চাইছি যে শিক্ষার ব্যাপারে অটোনমাস বোর্ড হবে এবং সরকারী সদস্যদের সংখ্যা বেশি হবে না। ১৯৫০ সালে অটোনমাস বোর্ড সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় গর্বের সহিত বলেছেন—

"We are definitely taking this step even against the trend of the administration of school education in some of the advanced countries after the war. We can claim that we have taken an ultra-democratic step in constituting this Secondary Board of Education of a somewhat autonomous character."

তখন এ কথা তিনি বলেছিলেন কেন? আমাদের দেশে যে বাটলার অ্যাক্ট প্রযোজ্য নয়, এ কথা ভালভাবে জেনেই তিনি এমনি উক্তি করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী এখন ১৯৪৪ সালের বাটলার অ্যাক্টএর ভক্ত হয়েছেন। কিন্তু ১৯৫০ সালেও বাটলার অ্যাক্ট ছিল।

"The modern tendencies of education in western countries".

মেনে নিয়েও আমাদের দেশের যে ঐতিহ্য, আমাদের যে সংস্কৃতি এবং বিশেষ ক'রে যেভাবে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে তারই ধারক, বাহকস্বরূপ তিনি সেদিন বলেছিলেন যে আমাদের দেশে বাটলার অ্যাক্ট প্রযোজ্য নয়। একথা তিনি বারংবার বলেছিলেন। অটোনমাস বোর্ড সম্বন্ধে সেদিন যখন বক্তৃতা শেষ করেন তখন বলেছিলেন

"our School Education Committee an Expert Committee which was appointed lately has also recommended that secondary education should be of multilateral type. I suppose that the effect to that recommendation can only be given by an independent Secondary Education Board".

সেদিন এই তাঁর স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু আজ "ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড" এর কথা ভুলে গেছেন, একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যোগসাজসকারী, ষড়যন্ত্রকারীদের স্বার্থে ও তাদের ইঙ্গিতে সরকারী পোষাক পরা এই বিল আমাদের সামনে এনে হাজির করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। আমি এখানে কংগ্রেসের বন্ধুদের বহুবার উল্লেখ করতে শুনেছি দে কমিশন এবং মুদালিয়র কমিশন সম্বন্ধে—আমি কমিশনের ভক্ত নই। কমিশন সাধারণত কি করেন? কমিশন শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে নিজেদের মতানুযায়ী সুপারিশ পেশ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি বিভিন্ন শিক্ষাবিদ কি "এভিডেন্স" দিয়েছিলেন তা আমাদের জানান হয় নাই জানানো হয়েছে কমিশন সভাদের মতবাদ। অতএব মুদালিয়র বা দে কমিশনের বক্তব্য জাহির ক'রে লাভ নাই।

[11-20—11-30 a.m.]

বাংলাদেশে কী ধরনের বোর্ড হবে মুদালিয়র কমিশন তা বলেন নি, তারা কখনও বলে নি বাংলাদেশে কী করা উচিত। শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় খুব দুঃখ ক'রে বলেছেন, বাংলার ভূতপূর্ব বোর্ড ছিল আনউইল্ডি। বোর্ড সম্বন্ধে যদি এ অভিযোগ হয়, তা হ'লে আমি জিজ্ঞাসা করি এই আনউইল্ডি পর্ষদের সংখ্যা কমিয়ে দিন না কেন? ৪৪ জনের পর্ষদ যদি আনউইল্ডি হয়ে থাকেও, কিন্তু তার একটি এক্সিকিউটিভ কমিটি ছিল। ১৬ জনের সে কমিটি আনউইল্ডি ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে এই ১৬ জনের আনউইল্ডি কমিটি ছিল না, মুদালিয়র কমিশন বা দে কমিশন এক্সিকিউটিভ সম্বন্ধে এ ধরনের কথা কখনও বলে নি। মুদালিয়র কমিশনের

আনডেমোক্রেটিক অভিযোগ মেনে নিলেও তাঁরা কখনও একথা বলেন নি যে পর্ষদ আনডেমোক্রেটিক ছিল এজন্য একে ভেঙ্গে দাও, অতি-গণতান্ত্রিক করা হয়েছিল সেজন্য ভেঙ্গে দাও। ১৬ জনের যে এক্সিকিউটিভ কমিটি ছিল কেন ব্যর্থ হ'ল তারা? অথচ, এই কমিটিতে ১১ জন সরকারী সদস্য ছিলেন। সরকারী সদস্যরা কি করছিলেন? তাঁরা কি ঘুমুচ্ছিলেন? যখন পর্ষৎ ভুল করেছে তখন তাঁরা কি করেছেন? তাঁরা কেন তাঁদের কর্তব্য পালন করেন নি? তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন নি? অতএব সমস্ত অপরাধের বোঝা পর্ষতের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তাকে বাতিল ক'রে দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা আমরা ভেবে পাই না।

তারপর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দে কমিশন তার বক্তব্যে সবচেয়ে জোর দিয়ে বলেছেন যে, তার সমস্ত

recommendations are subservient to the reorganisation of the educational administration.

বর্তমান শিক্ষাবিভাগকে যদি আমূল পুনর্গঠিত না করা হয় তা হ'লে দে কমিশনের রেকমেন্ডেশন কার্যকরী হবে না। সেজন্য চ্যাপটার ৬এর প্রথমে যে কথাটা বলেছেন

"Thorough reorganisation of the administrative machinery for secondary education will be necessary before reconstruction of the Secondary Education in the State of West Bengal on the lines proposed by us will be possible... reorganisation".....

যদি শিক্ষাবিভাগের রিঅর্গ্যানিজেসন না হয় তা হ'লে তাদের সুপারিশ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। সে

reorganisation of the educational administration

এখন পর্যন্ত তো কোথাও করা হয় নি। দে কমিশন একটি জায়গায় বলেছেন

"we are of opinion that the present set up of the Directorate will not be able to cope with the task of reorganisation of the order we are visualising now... Dey Commission recommendation"......

শিক্ষামন্ত্রী অতএব দে কমিশনের রেকমেন্ডেশন গ্রহণ করছেন কিন্তু তার মূল সুপারিশ পালন করছেন না। তাঁরা এডুকেশন সেক্রেটারিয়েটকে কিভাবে নিন্দা করেছেন কিরূপ ঘৃণার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য উদ্ধৃত করার লোভ হচ্ছে

"the entire Directorate will have to be reorganised by the creation of a number of new posts and redistribution and expansion of its functions. As a first step in that direction"...... তারপর হচ্ছে..........

[At this stage the blue light was lit.]

Mr. Chairman: Mr. Das, you have almost completed your time limit There are other speakers on the other side also. Please be brief.

Sj. Naren Das: Sir, all members were given full opportunity to say what they had to say. I request for at least 5 minutes more.....

আমি আর পাঁচ মিনিট নেব।

"In actual practice now, the Director has to submit his proposals through the Secretary. This has often led in the past to the Director's proposals being subjected to criticisms by subordinate officers of the Secretariat. If education is not to be treated as a mere administrative problem, we feel that the Director of Education should be mainly responsible for advising the Minister......"

শিক্ষামন্ত্রী সেক্রেটারিয়েটের পুনর্গঠনের প্রশ্ন তোলেন নি। সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যা প্রারম্ভিক কাজ সেই গোড়ার কথা রিঅর্গ্যানিজেশন অব দি স্কুলস মানছেন না। অথচ দে কমিশনের রেকমেন্ডেশন মানছেন—এ কেবল অজগুবি যুক্তি! দে কমিশন একথা বলে নি যে

সুপারসেশন হয়ে গেছে বলেই ১৯৫০ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ বাতিল হল। সুপারসেশন হবার পরই কমিশন বসেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা বলেছেন যে, ১৯৫০ সালের অ্যাক্ট অ্যামেন্ড করুন। অ্যামেন্ড করা মানে বাতিল করা নয়। অ্যামেন্ড করা মানে মূল নীতি বজায় রেখে সংশোধন করা।

West Bengal Secondary Education Act will obviously have to be thoroughly revised and amended.

অ্যামেন্ডমেন্ট মানে এই নয় যে, মূল প্রস্তাবকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে তার জায়গায় একেবারে নতুন প্রস্তাব আনা যেতে পারে। সে কমিশনের রিপোর্টের গোড়ার দিকে গভর্নমেন্টের একটা রেজলিউশন আছে ডি এম সেনের স্বাক্ষরিত। তাতে একথা বলা হয়েছে যে, বাংলা সরকার সে কমিশনের ৭টি সুপারিশ মানতে পারছেন না। তার মধ্যে এডুকেশন সিস্টেম অ্যান্ড ডিরেক্টরেটএর পুনর্গঠন এই বিষয়টিও আছে কিনা তাই হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

আমরা বারংবার শিক্ষামন্ত্রী ও কংগ্রেস সদস্যদের কাছ থেকে শুনেছি ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট, ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট। ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট বলতে কোন গভর্নমেন্ট নেই। বর্তমান সরকার পার্টি গভর্নমেন্ট। গণতন্ত্রে পার্টি গভর্নমেন্ট অনিবার্য। আমি একথা মনে করি না যে, পার্টি গভর্নমেন্ট ভাল কাজ করেন না। একটি পার্টি গভর্নমেন্ট আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে। পার্টি গভর্নমেন্ট ভাল কাজ করেন না তা নয়, কিন্তু ন্যাশনাল গভর্নমেন্টএর আড়ালে অন্যায় কাজ ঢাকা যায় না।

আমার অভিযোগ হচ্ছে আজকের সরকার কোন্ রাস্তায় যাচ্ছেন—সরকার যাচ্ছেন টোটালিটেরিয়ানের রাস্তায়, সমস্ত অর্থনৈতিক কাঠামোকে তাঁরা কুক্ষিগত করছেন, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের হাতে নিচ্ছেন, তারপর সমাজকল্যাণমূলক তথা সোস্যাল সার্ভিসের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে হাতে নিচ্ছেন—এই ধরনের কেন্দ্রীভূত শাসনকে ডেমোক্রেসি বলে না। ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী ফেডারেশন স্ট্রাকচার কমিটির সভায় তাঁর পরিকল্পিত গণতন্ত্রের রেখাচিত্র এঁকেছিলেন। তার দিকে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যাঁর নাম নিয়ে আপনারা, কংগ্রেস সদস্যরা, বড় বড় কথা বলেন—সেই গান্ধীজীর মতে ডেমোক্রেসি মানে ডিসেন্ট্রালাইজেশন। আজ ডিসেন্ট্রালাইজেশনএর বাণী সমস্ত পৃথিবী শুনেছে—যুগোশ্লাভিয়া তা গ্রহণ করেছে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ তা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। অথচ তাঁর বিকেন্দ্রীকৃত গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী গান্ধীজী চেয়েছিলেন অটোনমাস বোর্ডের মাধ্যমে কাজ করা। তিনি সর্বদাই বলেছেন—

That Government rules best which rules least.

আপনারা ঠিক তার বিপরীত কাজ করছেন। কেন্দ্র তথা প্রদেশের হাতে সরকারী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করছেন।

আপনারা সোস্যালিস্টিক প্যাটার্নের দোহাই দেন, সোস্যালিজমের প্রতিষ্ঠা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু এইরকমভাবে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। সোস্যালিজমের নীতি অনুযায়ী স্টেট ধীরে ধীরে উঠে যাবে, গভর্নমেন্ট উঠে যাবে, স্টেট শুকিয়ে যাবে (উইদার)। কিন্তু যে রাস্তায় আপনারা এগোচ্ছেন তাতে সরকার মনস্ট্রাস সরকার হবে—ডেমোক্রেসি প্রসারের নামে টোটালিটেরিয়ান ব্যবস্থা এসে যাবে যেমন ক'রে হিটলার এসেছিল, মুসোলিনী এসেছিল সেই রাস্তায় আপনারা পা দিচ্ছেন। আমি আসন গ্রহণ করার পূর্বে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বিনয়ের সহিত নিবেদন করব যে, আপনি পুরানো শিক্ষাবিদ্, আপনি মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে বহু লড়াই করেছেন—আমি আবার ১৯৪৮-৫০ সালের কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছি যে, এ বিল সিলেক্ট কমিটিতে দিন, সিলেক্ট কমিটিতে আপনাদের মেজরিটি থাকবে—তা হ'লেও যেখানে একটি আপোষমূলক মনোভাব থাকে—সেখানে হয়ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। আর তা যদি না করেন, তা হ'লে আমরা বিরোধীপক্ষ এই প্রতিক্রিয়াশীল বিলকে প্রতি পদে পদে বাধা দেব, বাধা দিতে আমরা বাধ্য, অন্যায় হতে দেব না, আমরা এজিটেশন

করব, প্রয়োজন হ'লে সত্যাগ্রহ করব। সত্যাগ্রহ করার অধিকার আমাদের আছে—সত্যাগ্রহ সম্পর্কে, গান্ধীজী তা বলেছিলেন, আচার্য বিনোবা ভাবেও বলেছেন। আমরা চাই যে আপোষের মাধ্যমে এই বিল পাশ হোক।

কংগ্রেসপক্ষ অভিযোগ করছে যে, আমরা এজিটেশন করার, সত্যাগ্রহ করার হুমকি দেখাচ্ছি। আমি তাদের বলতে চাই, আন্দোলন তথা সত্যাগ্রহ করার অধিকার গণতন্ত্রসম্মত। আমরা গোলমাল করতে চাই না। আমরা চাচ্ছি যে, এ বিলের একটা সুসমাধান হোক। আমাদেরও ন্যাশনাল সেন্স আছে, আমরাও জাতির উন্নতি চাই। শিক্ষাব্যবস্থার মীমাংসা আপোষ-আলোচনার মাধ্যমেই হতে পারে। ন্যাশনাল সলিডারিটির দিক থেকে আমি অনুরোধ জানাব আর যেন টেনসান না বাড়ে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা কোন আন-কনস্টিটিউসনাল পথ অবলম্বন করতে চাই না। আমি তাই আবার অনুরোধ জানাচ্ছি, এ বিল সিলেক্ট কমিটিতে দিন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমরা সকলে একযোগে কাজ করতে রাজী।

[11-30—11-40 a.m.]

Sj. Harendra Nath Mazumder:

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, আমি প্রথমেই মধ্যশিক্ষা বিল এই পরিষদে উপস্থিত করার জন্য মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁকে আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে, তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার কয়েক মাসের মধ্যেই মধ্যশিক্ষা ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা নিরসনের জন্য এই বিল আমাদের সামনে এনেছেন। এই পরিষদে এই বিল উত্থাপন ক'রে তিনি একটা প্রিসিডেন্ট সৃষ্টি করেছেন। আগের বোর্ড বাতিল সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের যে অভিযোগ ছিল সেই অভিযোগ সম্পর্কে আমি এবং বন্ধুবর কামিনীবাবু যে স্টেটমেন্ট সই করেছিলাম সত্যপ্রিয়বাবু তা উল্লেখ করেছেন। এতে আমি কৌতুকবোধ করছি। সেদিন যখন বোর্ড বাতিল হয়েছিল তখন আমরা এতগুলি দরদী বন্ধু দেখতে পাই নি। আজকে সত্যপ্রিয়বাবু এবং তাঁর দলকে আমাদের বোর্ডের দরদী বন্ধু হিসাবে দেখতে পেয়ে এবং তার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করতে দেখে আমি সত্যিই কৌতুক অনুভব করছি। একথা আমি জানি যে, সত্যপ্রিয়বাবুর এ.বি.টি.এ-র আগের বোর্ডের সংগে ফিনান্সিয়াল রিলেশনশিপ ছিল, যে রিলেশনশিপএর মধ্যে দিয়ে তাঁদের প্রচুর লাভ ছিল—স্যান্সক্রুট টেক্সট বুক যা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পুস্তক—তার সোল সেলিং এজেন্ট হিসাবে বহু অর্থ তাঁরা উপার্জন করেছেন। আমি জানি না যে, গত কাউন্সিল ইলেকশনএ—

Mr. Chairman: This is not relevant to the matter.

Sj. Harendra Nath Mazumder:

আগামী যে বোর্ড হচ্ছে সেই বোর্ডের কনস্টিটিউশনএর মধ্যে দিয়ে এইরকম এজেন্সির সুযোগ আসবে কিনা জানি না। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই জানি আগেকার বোর্ডে একটা আনউইল্ডি বডি ছিল এবং সেখানে আউটসাইড ইনফ্লুয়েন্সএর সুযোগ ছিল এবং আমার মনে হয় যে, আগেকার বোর্ড যদি আরও কমপ্যাক্ট হ'ত তা হ'লে হয়ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংসান আরও উন্নত হ'ত। সত্যপ্রিয়বাবু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ডের সদস্য না হয়েই বোর্ডের সংগে সরকারের অসহযোগিতার কথা বলেছেন। আমাদের বন্ধু মনোরঞ্জনবাবু বোর্ডের সদস্য ছিলেন, তিনিও সেকথা বলেছেন। আমি একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, স্কুল কোড যখন হয় সেই সময় টিচার্সদের স্যালারি, এজ অফ সুপারঅ্যানুয়েশন ইত্যাদি নিয়ে সদস্যদের মধ্যে বিরোধ হয়ে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা আয়ত্তের বাহিরে চলে গিয়েছিল—তখন প্রেসিডেন্ট অব দি বোর্ড এর ইন্টারভেনশনএ সেই বিরোধ মিটে যায় এবং সেই কোড গভর্নমেন্টের কাছে সম্পূর্ণরূপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি জানি না এর মধ্যে সরকারের কোনপ্রকার ত্রুটি বা অন্যায় আছে কিনা। সে সময় বোর্ড ও বোর্ডের সভাপতি ভালভাবে এবং গভর্নমেন্টের সংগে কাজ করেছিলেন এজন্য আমি সত্যিই গৌরব অনুভব করছি। আমাদের পিছনে তখন কিন্তু এত বন্ধু ছিলেন না। গত বোর্ডের এবং আগামী যে বোর্ড ফর্ম হবে তার যে

কনস্টিটিউশন হবে সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা হয়েছে। আগের বোর্ডে ৪৪ জন সদস্য ছিলেন, বর্তমানের বোর্ডে ২৭ জন সদস্য হবেন। কারা বাদ গেছেন? আগের বোর্ডে ইউনিভার্সিটি থেকে ৮ জন এসেছিলেন—বর্তমান বোর্ডে আসবেন ৫ জন। কিন্তু সিলেবাস কমিটিতে ডীন অব ফ্যাকাল্টি অব আর্টস, ডীন অব ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স অ্যান্ড এক্সপার্টস থাকবেন। সুতরাং ইউনিভার্সিটির রিপ্রেজেন্টেশন কম হয়েছে একথা মানা যায় না। স্পেশ্যাল নলেজ হচ্ছে এমন এক্সপার্টদেরও সেখানে কো-অপ্ট ক'রে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর বাদ হয়েছেন স্কুল বোর্ডের সদস্য, রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর অ্যাংগলো-ইন্ডিয়ান এডুকেশন এবং ম্যানেজিং কমিটির ৩ জন সদস্য। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সম্পর্কে আমাদের এক বন্ধু অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন। আমারও আনবার ইচ্ছা ছিল। ম্যানেজিং কমিটির একজন প্রতিনিধি বোর্ডের সদস্য থাকা উচিত বাট হি মাস্ট বি এ মেম্বার আদার দ্যান এ টিচার। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি আছেন এবং গত বোর্ডে আমাদের শিক্ষক বন্ধু মনোরঞ্জনবাবু শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে আসেন নি—ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলেন। সেজন্য আমি চাই ম্যানেজিং কমিটির সদস্য যিনি আসবেন তিনি শিক্ষক হবেন না। আপীল কমিটির যেখানে বলা হয়েছিল—হি মাস্ট বি এ মেম্বার আদার দ্যান এ টিচার—দুঃখের বিষয় গত বোর্ডে সেখানেও মনোরঞ্জনবাবু শিক্ষক হয়েও ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে সদস্য ছিলেন।

[11-40—11-50 a.m.]

নন-অফিসিয়াল রিপ্রেজেন্টেশনএর মধ্যে যাঁরা বাদ গিয়েছেন, তাঁরা ইউনিভার্সিটির ৩ জন—তা পূর্বেই বলেছি, সিলেবাস কমিটিতে আছেন। স্কুল বোর্ডের রিপ্রেজেন্টেটিভ একজন। স্কুল বোর্ডের কোন্ ফাংশন সেকেন্ডারি বোর্ডের আছে, অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ অব দি স্কুল বোর্ড আমি কয়েক বছরেও তা অনুভব করতে পারি নাই; কাজেই স্কুল বোর্ডের রিপ্রেজেন্টেটিভ না নিলেও কোন ক্ষতি হয় নাই। অ্যাংগলো-ইন্ডিয়ান এডুকেশন, সমস্ত সেকেন্ডারি এডুকেশনএর ভার যখন নেওয়া হচ্ছে, তখন আর স্পেশ্যাল অ্যাংগলো-ইন্ডিয়ান এডুকেশনএর জন্য কোন রিজার্ভেশনএর প্রয়োজন নাই। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য থাকা উচিত পূর্বেই বলেছি।

আমার খুব আশ্চর্য লাগল যে বিরোধীপক্ষ থেকে এত তাঁরা আলোচনা করলেন কিন্তু পাওয়ারস অ্যান্ড ফাংশনস অব দি বোর্ড যা এই অ্যাক্টএ ভিস্যুয়ালাইজ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁরা কোন আলোচনা করলেন না। পাওয়ারস অ্যান্ড ফাংশনস অব দি বোর্ড আগের আইনে যা দেখেছি, বর্তমান আইনেও তাই আছে। এর মধ্যে বেশি তফাৎ নাই। আমি সামান্য যে তফাৎ আছে, তা ব'লে দিতে চাই। আগের বোর্ডের যে ফাংশন ছিল, বর্তমান বোর্ডেরও সেই ফাংশন আছে। বর্তমান বোর্ডের যে রেকগনিশন ক্ষমতা আছে, আগের বোর্ডেরও তাই ছিল।

The Board shall have exclusive right to grant recognition.

বর্তমান বোর্ড পূর্বের বোর্ডের ন্যায়

Will be competent to hold examinations.

তবে বর্তমান বিলে একটা বিষয় নাই—টু ডিস্ট্রিবিউট গ্রান্টস। আমার বন্ধু নরেনবাবু ও অন্যান্য বন্ধুরা স্বৈতশাসন নিয়ে অনেক বক্তৃতা করেছেন। এই গ্রান্ট হাই স্কুলের শিক্ষার ও স্কুলের স্থায়িত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সকলে জানেন যে, গ্রান্টস ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে ডাইরেক্টরেট ও বোর্ড উভয়ের সংস্রব থাকার জন্য গ্রান্ট পেতে বহু দেরি হয়ে যায়। যখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আমলে ডাইরেক্টরেট থেকে গ্রান্টস ডিস্ট্রিবিউট হ'ত, তখন গ্রান্ট পেতে দেরি হয় নাই। ইন্সপেক্টিং স্টাফ সেটা কন্ট্রোল করত। ডাইরেক্টরেটকে যদি এই গ্রান্ট ডিস্ট্রিবিউশনএর ভার দেন তা হ'লে তাড়াতাড়ি গ্রান্ট ডিস্ট্রিবিউট করা সম্ভব। নতুবা ডাইরেক্টরেট ও বোর্ডের এক্সামিনেশন ও এক্সপ্লানেশন প্রভৃতি দেওয়া নেওয়ার ফলে গ্রান্ট রিলিজ করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। গ্রান্ট পেতে অনেক ক্ষেত্রে বছর পার হয়ে যায়। গ্রান্টকে যে

এই [illegible]নের মধ্যে আনেন নাই তার জন্য মন্ত্রিমহাশয়কে অভিনন্দন জানাই। কারণ আমি স্কুল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দেখেছি- গ্রান্ট বোর্ডের হাতে থাকলে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। কাজেই গ্রান্টের ডিস্ট্রিবিউশন ডাইরেক্টরেট সরাসরি করবেন। এগুলির জন্য অন্য কোন ডিপার্টমেন্টের মধ্য দিয়ে আসতে হবে না। এর জন্য বিদ্যালয়গুলি উপকৃত হবে।

আর একটা বিষয়ে আমি আমার বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেটা হচ্ছে এই যে, আজকে যে মাল্টিপারপাস স্কুলস, যেগুলি আমাদের গ্রামে গ্রামে হয়েছে, তার প্রতি আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার নূতন রূপ এনেছে। তার জন্য মুদালিয়ার কমিশনের এই রিপোর্ট পড়বার প্রয়োজন নাই। কারণ সেটা এখানে এক্সটেনসিভলি পড়া হয়েছে উভয় পক্ষ থেকে। সেখানে যেরূপ পরিকল্পনা করা হয়েছে, আমাদের গভর্নমেণ্ট সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে সেই মাল্টি-পারপাস স্কুল স্থাপনা করছেন। আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টএর সেক্রেটারি সম্বন্ধে, শিক্ষাসচিবের নামে অনেক অভিযোগ হয়েছে, তাকে আমার ডিফেন্ড করবার প্রয়োজন নাই। আমাদের ২৪-পরগনা জেলা সম্পর্কে একথা বলতে পারি যে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা-চরিত্র না করলেও শিক্ষাসচিব নিজে ও শিক্ষাদপ্তরের কর্মচারীরা নিজেরা ইনিসিয়েটিভ নিয়ে মহকুমায় ঘুরে ঘুরে বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থা নিরীক্ষণ ক'রে যেখানে যেখানে স্কুলের উন্নতি করবার প্রয়োজন আছে তার ব্যবস্থা করছেন। আজ নূতন নূতন স্কুলগৃহ সায়েন্স ল্যাবরেটরিজ, টেকনিক্যাল স্কুলস, নানাভাবে গ্রামের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। সত্যপ্রিয়বাবু একথা শুনে হাসছেন। কিন্তু আমি তাঁকে ইনভাইট করছি—তিনি ২৪-পরগনা জেলায় আসুন, ঘুরে দেখুন, কলিকাতার বাইরে আজ কিভাবে বিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠেছে। (শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় রায়: ঘুরে এসেছি।) আমার মনে হয় ঘুরে আসেন নাই। আমি প্রোগ্রাম ক'রে দেব একবার ঘুরে আসুন—কিভাবে স্কুলগুলি ফাংশন করছে। যে মাল্টি-পারপাস স্কুলগুলির বিরুদ্ধে আপনারা আন্দোলন করেছিলেন, সেই স্কুলগুলি আজ কি এক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে; গ্রামের ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক, জনসাধারণ—এই বিদ্যালয়গুলিকে কি চক্ষে দেখছেন! সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আমি তাঁকে আমন্ত্রণ করব—আমার সংগে আসুন। ২৪-পরগনা জেলায় তিনি আন্দোলনের ভয় দেখিয়েছেন। যদি এই বিলটা সিলেক্ট কমিটিতে না যায় কিংবা যদি এই খসড়া আইন এই ফর্মএ পাশ হয়ে যায়, তা হ'লে তাঁরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করবেন। (শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় রায়: নিশ্চয়ই।)

আমি তাঁকে একথা বলি যে, সমস্ত শিক্ষকরা তাঁর তাঁবেদার নন। বাংলাদেশে বহু শিক্ষক আছেন, যাঁরা শিক্ষা দরদী, তাঁরা আন্দোলন করতে চান না, তাঁরা ছাত্রদের শৃংখলা শিক্ষা দেন। তাঁরা রাস্তার উপর স্কোয়াটীং ক'রে ছাত্রদের উচ্ছৃংখলতা শিক্ষা দেন না। বহু শিক্ষক-অভিভাবক আছেন, যাঁদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ ও ইন্টারেস্ট আছে। কাজেই আমি বলব এই আন্দোলনের জন্য সরকার মোটেই ভয় পাবেন না। আজকে আমরা এই বিলকে ওয়েলকাম করছি।

Sjkta. Anila Debi:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমাদের শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় যে সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড বিল আনয়ন করেছেন, তাই নিয়ে বহু আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় তাঁর বক্তৃতার মধ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন অ্যাক্ট যেটা প্রচলিত আছে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে নূতন সেকেন্ডারি এডুকেশন সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের জন্য এই বিল এনেছেন ব'লে উক্তি করেছেন। তাঁর কাছে আমরা নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির তরফ থেকে আবেদন করেছিলাম যে, আমাদের পশ্চিম বংলার মাধ্যমিক শিক্ষায় যে অরাজকতা চলছে বোর্ড সাসপেন্ডেড হয়ে যাবার পর থেকে, সেই অরাজকতা দূর করবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে তাঁর কথিত মুদালিয়র ও দে কমিশনের সুপারিশমত সর্বাংগসুন্দর ও ব্যাপক করবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পুনর্গঠন প্রয়োজন। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যখন তাঁর কাছে আমরা গিয়ে বলেছিলাম যে হাইয়ার সেকেন্ডারি এবং দশ ক্লাস সেকেন্ডারির সিলেবাস ইত্যাদি নিয়ে একটা গোলমাল সৃষ্টি হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ একটা অনির্দিষ্ট পথে চলে যাচ্ছে এবং দে কমিশনের যে সুপারিশ ছিল যে হাই পাওয়ার কমিটি করা সম্পর্কে অন্তত সেই প্রকারের কোন সংস্থা গঠন

কমেন যদি বোর্ড রিকন্সটিটিউটেড নাও হয়। এই ধরনের কমিটি এবং এই কমিটির মাধ্যমে একটি শিক্ষানীতিকে গ্রহণ করা—সে সম্বন্ধে তিনি কি চিন্তা করছেন? তার উত্তরে সেদিন তিনি বলেছিলেন—তিনি ঐ রকম একটি কমিটির পক্ষপাতী এবং তিনি যে বোর্ড তৈরি করবেন সেই বোর্ডই হবে.........

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No, Sir, I did not say that.

Sjkta. Anila Debi:

তা হ'লে আমরা ভুল বুঝতে পেরেছি, যদি তিনি বলেন যে, একথা বলেন নাই। আমি তর্ক করব না। তিনি বোধ হয় বলেছিলেন—নবগঠিত শিক্ষা বোর্ডই সেই হাই পাওয়ার কমিটির ন্যায় কাজ করবেন। তাও কি তিনি অস্বীকার করবেন?

Mr. Chairman: I think you have taken note of what the Hon'ble Minister said. He said that he did not say that.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: So far as I remember I said that the new Board will be set up mostly on the lines of the recommendations of the Mudaliar Commission and exactly on the lines of certain recommendations of the Dey Commission.

[11-50—12 noon.]

Sjkta. Anila Debi:

আচ্ছা—ভাল—এই বিপদের মধ্যে আমি যাব না। কারণ স্বয়ং মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যখন বলেছেন এই রকম কিছু বলেন নি। আমার এটা হয়ত বুঝবারও ভুল হ'তে পারে। পরে আমরা কাগজে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম তাতে তিনি আপত্তি ক'রেছিলেন কি? যাই হোক এই যে বোর্ড বিল তিনি উপস্থিত করেছেন, শিক্ষা সংস্কারের দিক থেকে, পরিবর্তনের দিক থেকে সেটা আনবার জন্য তাঁকে নিশ্চয়ই সকলে ধন্যবাদ জানাব। কিন্তু মুদালিয়র কমিশনএর সার্টেন রেকমেন্ডেশন যাই হোক তার সংগে বাটলার কমিশন, তার সংগে দে কমিশন, আর সংগে নিজস্ব অভিমত সমস্ত মিশিয়ে তিনি যে বক্তৃতা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, তা থেকে যে সত্য আমি অনুভব করছি এবং সেটাই নিবেদন করতে চাই। সামগ্রিকভাবে মুদালিয়র কমিশন, দে কমিশনএর রেকমেন্ডেশন যে আলোকপাত করতে চেয়েছেন মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন ব্যাপারে তা যদি এই প্রস্তাবিত বোর্ডে দেখতে পেতাম, তা হ'লে বর্তমান সন্দেহ আমাদের মনে হ'ত না—কিন্তু চলতি কথায় বলতে গিয়ে বলতে হচ্ছে যে, মুদালিয়র কমিশন থেকে তিনি "অ" নিয়েছেন। ইংরেজ শাসনের আইন থেকে "রা" নিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের শিক্ষাদপ্তরের যে অকর্মণ্যতার রাজত্ব চলছে সেখান থেকে "জ" নিয়েছেন, আর নিজস্ব বিভাগের যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে তিনি "তা" নিয়ে একটা প্রকাণ্ড অরাজকতার সৃষ্টি করেছেন। মুদালিয়র কমিশন বা দে কমিশনএ যে জিনিস নাই, তাকে কল্পনা ক'রে নিয়ে বাটলার কমিশনএ যা পরিষ্কার পাওয়া যাচ্ছে তাকে বাদ দিয়ে এই ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন গঠন হতে চলেছে—অথচ বলা হচ্ছে—এটা উক্ত কমিশনগুলির আলোকে রচিত—অর্থাৎ কথার সংগে বাস্তবের মিল নেই। যেন একটা জগাখিচুড়িরূপে এই বোর্ড বিল মন্ত্রিমহাশয় এখানে এনেছেন। সুতরাং আমরা যদি আশঙ্কা ক'রে থাকি, মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এইরকম বিভ্রান্তিকর বোর্ড আনার জন্য দারুণ অরাজকতার সৃষ্টি হবে, তা হ'লে সেটাকে কি প্রকাণ্ড অমূলক বা ভিত্তিহীন বলা হবে? জানি না—এখানের মাননীয় অন্যান্য সদস্যারা এটাকে কি আলোকে বিচার করবেন।

তারপর, এখানে মাননীয় সদস্য হরেনবাবু একটা কথা বলেছেন যে, বোর্ডএর সুপারসেশন হবার পর তিনি নাকি বর্তমানের বোর্ডের সমর্থক এই সমস্ত বন্ধুবর্গকে দেখেন নি। এবং বিশেষ ক'রে তিনি ব্যক্তিবিশেষকে এবং সংস্থাবিশেষকে আক্রমণ করবার প্রচেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁর যদি মনে থাকে—নিশ্চয়ই তিনি ভোলেন নি যে, আমার মত একজন অভাজনও এই বোর্ডের মধ্যে ছিল এবং আমাদের মত অভাজন জনকয়েক বোর্ড সুপারসিড হবার পর প্রসিকিউশনএর

তরফ থেকে এই নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। এবং এটাও সত্য কথা যে, আমাদের মধ্যে কয়েকজন সভ্য এবং তাঁদের মত অভিজ্ঞ ও সম্মানিত ব্যক্তি প্রত্যেকেই প্রোটেস্ট জানিয়ে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন। তাঁরা যে প্রোটেস্ট স্টেটমেন্টএ সই করেছিলেন, সেই স্টেটমেন্ট আমাদের মত অভজনই লিপিবদ্ধ করেছিল তাও হয়তো তাঁর অজানা নয়। অবশ্য আমাদের আক্রমণ ক'রে যেসমস্ত কথা তিনি উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন সেইগুলি প্রতিবাদ করার যথেষ্ট যুক্তি থাকা সত্ত্বেও আজকে আমরা বোর্ড বিল আলোচনা করছি ব'লে সে সম্বন্ধে আমি বেশি আর কিছু বলতে চাই না। তবে আমি দেখেছি যে, শিক্ষকদের প্রতিনিধিরা কোন কথা প্রতিবাদ করতে গেলেই কেউ কেউ একটা সংস্থার কথা অবান্তরভাবে বক্তব্যে উপস্থিত করেন—সেই সংস্থা শিক্ষকদের সংস্থা—সরকারের সংগে সেটি জড়িত নয়। এই সংস্থার নাম উল্লেখ বৃথা করতে চাই না—তবে সংস্থার নাম উল্লেখ ক'রে মজুমদার মহাশয়রা যদি মাঝে মাঝে খোঁচা দিতে চান, সভাপতি মহাশয়—এই খোঁচা আমরাও ফিরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু হীনতাকে প্রাধান্য দেওয়া অপমানকর মনে করি ব'লেই আমি সেই প্রসংগে যেতে চাই না। আমি শুধু তাঁকে একটি কথা বলছি—যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমরা যেন ভুলে না যাই যে কোন নীতি বা কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা আলোচনার অবতারণা করছি। একটা কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করবার জন্য আমাদের তর্কবিতর্কের অবতারণা। মনে রাখতেই হবে সেখানে মন্ত্রি-মহাশয় স্বয়ং এই সংস্থাকে আক্রমণ ক'রে যে কথা বলেছেন, তাতে বর্তমানের মূল উদ্দেশ্য সফল হবে না। বর্তমানে যে বোর্ড বিল উপস্থিত করা হয়েছে—তার কি ক্ষমতা থাকছে এবং আগেকার বোর্ডএর যে ক্ষমতা তার উল্লেখ ক'রে হরেনবাবু যা বলেছেন সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ১৯৫০ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা আইনে বোর্ডকে যে ক্ষমতা দেওয়া ছিল প্রস্তাবিত বোর্ডে সেটাকে অপহরণ করা হচ্ছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন অ্যাক্টএ যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল বোর্ডকে সেটা হচ্ছে—

It shall be the duty of the Board to take such measures from time to time as it deems necessary for making suitable provision for secondary education throughout the State.

এর মধ্যে কিছু সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। বর্তমানে যে বোর্ড বিল তার মধ্যে যে উদ্দেশ্য রয়েছে সেটা হচ্ছে—

It shall be the duty of the Board to advise the State Government on all matters relating to secondary education referred to it by the State Government............

অর্থাৎ, মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে স্টেট গভর্নমেন্টএর সর্বক্ষমতা থাকবে ইচ্ছা হ'লে শুধু রেফার করবেন বোর্ডকে। সুতরাং প্রস্তাবিত বোর্ডএর মূলগত কোন ক্ষমতা নেই, যেটা আগের বোর্ডের ছিল—এর তফাৎ যে আমাদের হরেনবাবু বুঝতে পারেন নি, সেটা আমি মনে করি না। যে বোর্ডএর মেম্বারদের দোষত্রুটি তিনি উল্লেখ করেছেন, তিনি কি সেই মেম্বারদেরই একজন ছিলেন না? তখন সে দোষত্রুটি তিনি ঘটতে দিলেন কেন? নিশ্চয়ই তা হ'লে তিনি ছিলেন একজন স্লিপিং মেম্বার। এই স্লিপিং মেম্বারশিপএর অপরাধে তিনি অপরাধী—তাই তিনি বোঝাতে বা বুঝতে চান নি বা পারেন নি। তারপর আমার বক্তব্য হচ্ছে—এই যে বোর্ড বিল এসেছে—এই বিলের মাধ্যমে আমরা কি চাই? যদি আমরা চাই সেকেন্ডারি এডুকেশনকে আমাদের রাজ্যের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করব—শিক্ষার উন্নততর পরিকল্পনাকে আমরা সফল ক'রে নিয়ে যাব, তা হ'লে আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে মুদালিয়র কমিশন এবং দে কমিশনএর সে সম্পর্কীয় প্রধান রেকমেন্ডেশানস গৃহীত হয় নি। সেগুলিকে বিল রচনা করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় উপেক্ষা করেছেন। দে কমিশনএর মূল কয়েকটি বক্তব্য, যেমন—উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ক'রে সেকেন্ডারি এডুকেশনকে সংস্কার করতে হবে, অথচ এই বোর্ডকে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা করবার কোন অধিকার দেওয়া হয় নি। যে উদ্দেশ্যে এই বোর্ড সৃষ্টি করা হয়েছে—সেই উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত ক'রে যদি একে দপ্তরের লেজুড় হিসাবে খাড়া করা হয়—তা হ'লে আমি বলব মুদালিয়র কমিশন কি বলেছে, দে কমিশন কি বলেছে—সে কথা ব'লে তর্কের লড়াই ক'রে আত্মরক্ষারই চেষ্টা করা হয় মাত্র, সৃষ্ট কিছু করা যায় না। দে কমিশন এবং মুদালিয়র কমিশন—উভয়ের উদ্দেশ্যে একেবারে সমাধি রচনা ক'রে দিয়ে সরকার

ই বোর্ড তৈরি করতে এগিয়েছেন—সেটা খাকি-পরা বোর্ড, অ্যাডভাইসরি বোর্ড অথবা কাউন্সিলিং বোর্ড—যে নামই দিই না কেন এটা যে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগতে একটা শনিগ্রহরূপে এসেছে এ সত্য প্রবলরূপে প্রকট। এবং এর দ্বারা কোনরকম সংস্কারের আশা কেউ করতে পারবেন না। সেকেন্ডারি এডুকেশন অ্যাক্ট অনুসারে গঠিত বোর্ড সুপারসিড হয়ে গেল যেসব অপরাধের জন্য, তারপর থেকে তিন বছর ধ'রে সরকারী শিক্ষাবিভাগ এই বোর্ডের নামে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনা ক'রে আসছেন, এবং এই পরিচালনার ভিতর দিয়ে সরকারী বিভাগের চরম অপদার্থতারই পরিচয় দিয়ে আসছেন। সুতরাং আজকে অ্যাডভাইসরি হিসাবে যে বোর্ড তৈরি হচ্ছে—সেই বোর্ড এই বিভাগের কর্তাদের অধীনেই পরিচালিত হবে। তার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় অব্যবস্থা দূর হবে না। বরং আমি এই কথা বলতে পারি যে, অরাজকতা ও বিশৃংখলা দূর করার জন্য নূতন ক'রে যে বোর্ড বিল আনয়ন করা হচ্ছে—তার যা স্বরূপ তাতে এই অরাজকতা ও বিশৃংখলতা অবাধে চলতেই থাকবে। ঘোলাটে জলকে নির্মল করবার উদ্দেশ্যে শুধু তামার পাত্র থেকে জলকে সোনার পাত্রে রাখলে সে জল নির্মল হয় না—ঘোলাটে জল ঘোলাটেই থাকে—তাকে নির্মল করতে গেলে তার জন্য একটা নীতি বা প্রসেস গ্রহণ করতেই হয় সে কথাটা এই ক্ষেত্রেও ভুললে চলবে না।

[12—12-10 p.m.]

দে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের পরিকল্পনার কথায় বলেছেন যে, বোর্ডকে পুনর্গঠন ক'রে উন্নয়ন পরিকল্পনার সমস্ত পরিকল্পনাগুলি করবার ভার দিতে হবে সেই বোর্ডকে। আমরা জানি দে কমিশন ও মুদালিয়র কমিশনের উল্লিখিত উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করবার জন্য কোন একটা সংস্থা গঠন ক'রে তার হাতে সে ভার দেওয়া হয় নাই। অথচ সংস্কারের নামে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলায় দেখি সরকারী শিক্ষাদপ্তরের স্বয়ম্ভু পরিকল্পনা শিক্ষাকাশে উদিত হয়ে চলতে শুরু করেছে। কি ক'রে বা কার জোরে জানলেও বলতে হবে জানি না। সরকারী শিক্ষাবিভাগের দপ্তর তিন বছর ধরে দিনের পর দিন পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার নামে পরম অরাজকতার সৃষ্টি করেছে। মাননীয় হরেনবাবু বলেছেন যে, মালটিপারপাস স্কুলএর বিরোধিতা অল বেংগল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন করেছে, আমি জানি অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন তা করে নাই। কি ক'রে মালটিপারপাস স্কুলগুলি বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে এবং শিক্ষা জগতে বিশিষ্ট রূপ নিয়ে সফল উদ্দেশ্যে চলতে পারে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই মতভেদ ছিল বা এখনও আছে। কিন্তু মালটিপারপাস স্কুলস যে কয়টি স্থাপিত হয়েছে তার সংগে বিরোধিতা কখনই নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির তরফ থেকে হয় নাই। তিনি বোধ হয় জানেন না—এই ধরনের স্কুলও সমিতির সদস্য। তিনি আরও বলেছেন মালটিপারপাস স্কুলসএর দ্বারা গ্রামের মধ্যে উদ্যমের সৃষ্টি হয়েছে। একথা তিনি কার কাছে শুনেছেন জানি না। এরকম আনন্দের কথা ত আমরা শুনি নি। তবে শুনেছি বটে মুর্শিদাবাদ জেলার বহড়া স্কুলের কথা। সেখানে ফাইন আর্টস নিয়ে মালটিপারপাস স্কুল হবার পরেও নাকি সেখানকার অভিভাবকরা উৎসাহে ও আনন্দে নৃত্য করেন নাই, বরং ভয়ে ভীত হয়ে তাঁদের পুত্রকন্যাদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটএর জন্য ছুটাছুটি করেছেন। কোন জায়গায় ভাল হ'লেও হতে পারে, তাতে আপত্তি করবার কিছু নাই। কিন্তু গ্রামের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে এমন কথা শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি বরং অধিকাংশ জায়গাতেই যা দেখি তাতে বলা চলে, যদি ভয়াবহতার সৃষ্টি নাও হয়ে থাকে অনিশ্চয়তার যে সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মালটিপারপাস স্কুলের যে-কোন শিক্ষককে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করতে পারেন এই ১২ মাসের মধ্যে কোন বই তাঁরা পেয়েছেন কিনা, হদিশ মিলেছে কিনা যে, তাঁরা কি পড়াবেন এবং পরীক্ষা কি হবে। অভিভাবকরা জানেন কিনা যে, ৯ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত তাঁদের ছেলেপিলেরা কি বিদ্যায় বিদ্বান হয়ে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছে। শুধু মুখের প্রশংসা শুনালেই চলবে না, বাস্তব অবস্থার সংগে মিলিয়ে বিচার করতে হবে। [illegible] দে কমিশনের যে সুপারিশ তাকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্য যে বোর্ডের বহু পূর্বেই আসা উচিত ছিল তা আসে নি। তারপর তিন বছর কিছু অর্থ তছনছ হবার পর একটা ঠুঁটো জগন্নাথ বোর্ড আনা হয়েছে এবং আগেকার বোর্ডের অকর্মণ্যতার কথা বলে

মাধ্যমিক শিক্ষাকে একেবারে সরকারী বিভাগের কুক্ষিগত করবার জন্য আয়োজন সম্পূর্ণ করে প্রস্তাব এনেছেন। আগেকার বোর্ডের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, আমরা দেখছি সেই অভিযোগ থেকে যে বিভাগ, যে দপ্তর মুক্ত নয় সেই দপ্তরের হাতেই বোর্ডকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! এর পরেই চলবে একক ক্ষমতার অপ্রতিহত প্রভাব। সে প্রভাব কোন কর্মচারীর কাছ থেকেই আসুক বা মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকেই আসুক। একক ক্ষমতাকে আমরা কোনদিন সমর্থন করতে পারি নি আজও পারব না।

তারপরে উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বোর্ড কাজ করতে পারবে এমনতর কোন অধিকার যদি দেওয়া হয়েই থাকে—তা হ'লে আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে পাঁচটি কমিটির মধ্যে বোর্ডের সমস্ত কার্যক্রম সীমিত করবার চেষ্টা হচ্ছে এর মধ্যে কোথায় সেই কমিটি যা নাকি ছিল মুদালিয়র কমিশনের সবচেয়ে বড় সুপারিশ? বন্ধুবর কৃষ্ণ চ্যাটার্জি মহাশয় কাল বলেছিলেন আজও বলেছেন মাননীয় অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বক্তৃতার উইমেনস এডুকেশন প্রসঙ্গের বক্তব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে, তাতে কোন্ লাইটএ কি দেখেছেন জানি না, কিন্তু রাজ্যপালিকার ভাষণকেও কি তিনি ব্যঙ্গোক্তি করতে চান? সেখানে কি মাননীয় রাজ্যপালিকা স্বীকার করেন নাই যে, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত গার্লস এডুকেশন ফ্রি ক'রে দেবার চেষ্টা করবেন? সুতরাং এটা অসঙ্গত কিছু দাবি নয়। আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষায় আগ্রহ রয়েছে ব'লে আমাদের সেদিকে আরও পরিপূর্ণ পরিকল্পনা নেওয়া উচিত—যাতে ক'রে আমাদের এই বাংলাদেশ থেকে আমরা বলতে পারি যে, আমরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পথে সমান অধিকার দিয়ে তাদের অগ্রগমনের সমান সুযোগ দিয়েছি? তা করতে হ'লে কোথায় সেই গার্লস এডুকেশন কমিটি? শুধু একজন গার্লস এডুকেশনএর ইন্সপেক্ট্রেস আর একজন চীফ ইন্সপেক্টর থাকলেই সমস্ত দেশের গার্লস এডুকেশন সরাসরিভাবে চালাতে পারবেন? চীফ ইন্সপেক্টর অব গার্লস এডুকেশন তো অফিস দীর্ঘদিন নিয়েছেন, এতদিনে গার্লস এডুকেশনএর কি ব্যবস্থা হয়েছে? অবশ্য তাঁর পরামর্শ সহ আরও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে গার্লস এডুকেশন পরিচালনা করবার জন্য একটা গার্লস এডুকেশন কমিটি করা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয় নাই, এক্ষেত্রেও ঐ ঠুটো জগন্নাথ বসিয়ে রেখে কাজ চালাবার চেষ্টা সফল হবে না।

তারপর আর একদিক থেকে, দেখা যাচ্ছে সরকার ইউনিভার্সিটির অতি কাছাকাছি মাধ্যমিক শিক্ষাকে আনছেন—ইন্টারমিডিয়েট কোর্স তুলে দিয়ে এবং হাইয়ার সেকেন্ডারি কোর্স প্রবর্তন করে। যখন হাইয়ার সেকেন্ডারি শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন সে শিক্ষা ইন্টারমিডিয়েট হাই রাঙ্কএ কি করে যাবে সে সম্পর্কে সামঞ্জস্যবিধান, পাঠ্যক্রম এবং প্রয়োজনীয় বিধানের জন্য ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কো-রিলেশন কমিটির কোন কথা এখানে নাই। এবং কি ক'রে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা হ'তে পারে তা এখান থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই!

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবার না থাকলেও এটা বলা যায় নিশ্চয়ই যে, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাদ দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের পথে যেতে পারে না। সেইজন্য আমার জিজ্ঞাস্য—প্রাথমিক শিক্ষা সংযোগ কমিটি যে কমিশনে যার উল্লেখ রয়েছে—সেই কো-রিলেশন কমিটি এতে নাই কেন? মাধ্যমিক শিক্ষাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্য এই যে যন্ত্র বা বোর্ড তার মধ্যে প্রাথমিক প্রসঙ্গ একেবারেই অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ শিক্ষামন্ত্রীর কথায়—এই মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিল যে কমিশন ও মুদালিয়র কমিশনের মতানুযায়ী আমরা উপস্থিত করেছি!!

তারপরে বোর্ডের সদস্যসংখ্যা। নমিনেটেড এবং ইলেক্টেড কতটি হয়েছে, অফিসিয়াল মেম্বার কজনা সেখানে রয়েছেন তার সূক্ষ্ম তর্কবিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমি নমিনেটেড এবং ইলেক্টেড সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। নমিনেশন পাওয়া ব্যক্তি হ'লে সরকারের পক্ষীয় হবেন কিংবা হবেন না সেটা সাধারণভাবে আমরাও বলতে পারি না, মন্ত্রীমহাশয়ও বলতে পারেন না বা অন্যান্য সদস্য বন্ধুরাও বলতে পারেন না যতক্ষণ বাস্তবিকই আমরা দেখতে না পাব যে, যে স্তরের জন্য নমিনেশন সেই স্তরের উপযুক্ত লোককে দেওয়া হচ্ছে কিনা। যদি তা হয়

তা হ'লে আমার কিছু বলার নাই। কিন্তু বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের নমিনেশনএ কি দেখছি? সরকারের তরফ থেকে যাঁরা নমিনেটেড হয়ে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ক'জন শিক্ষাবিদ আছেন, শিক্ষাব্রতী আছেন—যাঁদের প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে বলবার মতন কমপিটেন্স রয়েছে? সুতরাং আমরা যদি বলি সরকার-পক্ষের লোক জোট ক'রে হাত তোলবার জনাই সেখানে গিয়ে ব'সে থাকবেন। সিনেটের নমিনেটেড মেম্বারের নমুনা দেখে আমরা কি তা বলতে পারি না? সেখানে আমরা যা দেখছি তাতে আমরা ত নয়ই, মন্ত্রীমহাশয়ও বলতে পারেন না যে, তাঁরা উপযুক্ত লোককেই নমিনেট ক'রে সেখানে পাঠিয়েছেন, আমরা এইটুকু স্বাভাবিকভাবে বুঝি—অবশ্য নমিনেটেড মেম্বারদের ভদ্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ করি না, কিন্তু যাঁরা নমিনেটেড হন তাঁরা তাঁদের মান বাঁচাবার জন্য অনেক সময় চুপ ক'রে থাকেন এটা হয়ত এখানেও সকলেই লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন স্বপক্ষীয় যে প্রসঙ্গকে তাঁরা বিশ্বাস নিয়ে সমর্থন করতে পারেন না সে প্রসঙ্গে মতামত দেবার বেলায় তাঁরা চুপ ক'রে বসে থাকেন, অর্থাৎ স্বপক্ষীয় নীতির প্রকারান্তরে তাঁরা সমর্থনই করেন। চাপে পড়ে নির্বাচিতরাও কেমন বিব্রত তাও লক্ষণীয়। শিক্ষাক্ষেত্রে আমার অগ্রজ [illegible] তিনি নির্বাচিত, মনোনীত নন, কিন্তু বোর্ডের সুপারসেশন সম্বন্ধে সব কথা চেপে গিয়ে বলে উঠলেন—ওটা হ'ল ডেড চ্যাপটার। কিন্তু তিনি যদি সত্যিকারের বিশ্বাস অনুসারে মাথা তুলে দাঁড়াতেন তা হ'লে সেই ডেড চ্যাপটার থেকেই তথ্য বার ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে বলতেন বোর্ডকে অপবাদ দিয়ে সুপারসিডেড করা ঠিক হয় নাই।

[12-10—12-20 p.m.]

নমিনেটেড মেম্বার সম্বন্ধে আর একটি উক্তি হচ্ছে, নমিনেটেড মেম্বারদের সংখ্যার আড়ালে সরকারপক্ষের প্রকৃত সদস্যসংখ্যা কমিয়ে দেখান চলে; আর সেটাই হচ্ছে অন্য দিক থেকে সরকারপক্ষের প্রভাবকে ঢেকে চেপে রাখবার চেষ্টা। ইলেকশনএর কথা তাঁরা বলছেন। আমরা জানি মুদালিয়র কমিশন, দে কমিশন চেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিকে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা ইলেক্টেড হয়ে আসবেন তাঁরা ইলেক্টেড হবেন কোথায়? সেখানে পরিষ্কার এটা ব'লে দেওয়া হয়েছে সিন্ডিকেট তাঁদের নমিনেট ক'রে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থা বলতে আমরা বুঝি বৃহত্তর সংস্থা সেনেটকে। সেখানে বহুজনের প্রতিনিধিত্ব করছেন সদস্যরা। তাঁদের বলবার কোথাও কিছু থাকবে না অথচ অল্প সদস্যবিশিষ্ট সিন্ডিকেট মনোনীত হয়ে আসবেন যিনি বা যাঁরা তাঁরাই হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি একে কি ইলেকশন বলে? যদি সরকার না চান যে ইলেকশন হোক, সেখানেও নমিনেশন যদি চান, তা হ'লে সেখানে সাহসের অভাব হ'ল কেন সেকথা ব'লে দিতে? ওখানে হবে নমিনেটেড বাই সিন্ডিকেট অর্থাৎ প্রকৃত ইলেকশনএর স্কোপ সেখানে থাকবে না। অথচ সেই সিন্ডিকেটএর নমিনেশনকে ইলেকশন হিসাবে মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। আলাদা সংস্থা থেকে মনোনীত হয়ে আসলেই যেন দোষ খণ্ডে গেল!

দ্বিতীয়ত, শিক্ষক নির্বাচনের বিষয়ে—মুদালিয়র কমিশন, স্টেট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনএর সদস্যদের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু মুদালিয়র কমিশনের আলোকেই যে দে কমিশন রচিত হয়েছিল সেখানে শিক্ষকদের জোনাল বেসিসএ ইলেকশনএর মাধ্যমে প্রতিনিধি পাঠাবার কথা বলা হয়েছিল এক্সিকিউটিভএর কথা বলা হয় নি। এবং সেখানে ইলেকশন দে কমিশনের নির্দেশিত ইলেকশন নাকচ ক'রে দিয়ে মুদালিয়ারের আগের অক্ষর 'ম' এবং দে কমিশনের আগের 'দ' নিয়ে একটা অদ্ভুত অবস্থা ক'রে দিয়ে স্টেট অর্গ্যানিজেসন হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন ৩টি স্টেট অর্গ্যানিজেসনকে। মুদালিয়র কমিশন স্টেট অর্গ্যানিজেসনএর প্রতিনিধি চেয়েছেন। সেখানে যে অর্গ্যানিজেসনএর কথা বলে দিয়েছেন সেটা সাধারণভাবে সমস্ত রাজ্যব্যাপী একটির আশা ক'রেই বলেছিলেন। যদি সে ধরনের একটি অর্গ্যানিজেসন থাকত এবং সেখান থেকে প্রতিনিধির [illegible] যদি বলা হ'ত তা হ'লে হয়ত আমাদের এসমস্ত কথা বলবার সুযোগ হত না। [illegible] অ্যাসোসিয়েশন থেকে যে প্রতিনিধি তাঁরা নিচ্ছেন সেখানকার এক্সিকিউটিভ তাদের নির্বাচন ক'রে দেবে। অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে যে প্রতিনিধি নিচ্ছেন, তাদের এক্সিকিউটিভরা নির্বাচন ক'রে দেবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমিতির থেকে যে প্রতিনিধি

[illegible] সেখানে তার এক্সিকিউটিভ নির্বাচন ক'রে দেবে। অবশ্য মাননীয় হরেনবাবু সত্যপ্রিয়-বাবুকে একটা ধমক দিয়ে বলতে চেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক তাঁর তাঁবেদার নয়। আমি জানি সত্যপ্রিয়বাবুর এরকম কোন ব্যুরোক্রেটিক টেন্ডেন্সি নাই যাতে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষককে, মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষককে তাঁবেদার শিক্ষক ব'লে মনে করবে। ও'রা যদি কেউ তাঁদের তাঁবেদার মনে করেন তো করতে পারেন। কিন্তু অন্য ব্যক্তি যদি এরকম মনে ক'রে থাকেন তো বলব ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েট হল থেকে না দেখতে পেলেও তাঁরা কি দেখেন নি যে, গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে এখানে ৪ হাজার শিক্ষক এসে উপস্থিত হয়েছিলেন? তাঁরা তাঁবেদার ছিলেন কিনা জানি না, তবে নীতির প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ছিল, লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস ছিল সেই সমস্ত সংস্কারমুক্ত শিক্ষকদল সেদিন যেকথা বলে গেছলেন সেকথাই সত্যপ্রিয়বাবু বলতে চান।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সম্বন্ধে আমাদের একটা উক্তি হচ্ছে এই যে, স্টেট গভর্নমেন্ট রেকগনিশন দিয়েছেন ব'লে তাঁরা স্টেট অ্যাসোসিয়েশন ব'লে চীৎকার করছেন, অবশ্য তাঁরা সরকারী দলের তাঁবেদার কিনা আমি জানি না, বিশ্বস্ত সৈনিকও হ'তে পারেন। কিন্তু তার সদস্যসংখ্যা যদি নিরূপণ করি আর নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্যসংখ্যা যদি নিরূপণ ক'রি যদি আপনারা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করেন তা হ'লে শুধু মেম্বারদিগের অংক দেখে বুঝতে পারবেন যে, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্যসংখ্যা ১৫ হাজারের বেশি আর পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বড়জোর হাজার হবে কিনা সন্দেহ। আমি অবশ্য মেম্বারদের নাম জানি না। সুতরাং স্টেট অর্গানিজেসন হিসাবে যদি ১৫ হাজার সদস্যবিশিষ্ট অর্গানিজেসন, এর কোনরকমে হাজার সদস্য বিশিষ্ট অর্গানিজেসনকে একই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় তা হ'লে আমার সেই ছোটবেলার গল্পের কথা মনে পড়ে যে, যেখানে মুড়ি-মিছরির সমান দর এ নিশ্চয়ই কোন মূর্খের দেশ, এখান থেকে পালানো শ্রেয়। এও ঠিক সেই অবস্থা। আমি বলব না এ কোন্ মূর্খের রচনা, আমি কেবল একটা ডাস্ রেখে বলব, যে বিলের মধ্যে মুড়ি-মিছরির সমান দর সে বিল কোন্ ডাসের রচনা? এই পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির রিপ্রেজেন্টেসনএর প্রসংগে বলতে চাই যে, এখানে একটা অভিসন্ধি রয়েছে। এর ক্রিয়েশনই উদ্দেশ্যমূলক। এবং সে ক্রিয়েশন কবে? ৩০ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে যে স্টেট অর্গানিজেসন রয়েছে, তার ১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলনের পর পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে তৈরি করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এই দুটো সমিতি এক নয়। কামিনীবাবু হেড-মাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই বিলকে তাঁর সমিতি কি ব'লে সমর্থন করেছেন সেকথা বলেছেন। কিন্তু কামিনীবাবু যখন বোর্ডে গিয়েছিলেন তখন তিনি কোন্ সংস্থা থেকে গিয়েছিলেন ব'লে মনে করেন?

Sj. Kamini Kumar Ghose: As representative of Head Masters.

Sjkta. Anila Debi:

তারপরে আমার জিজ্ঞাস্য যে, পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতির যে অভিমতকে তিনি এখানে ব্যক্ত করেছেন তিনি বলুন সেই সমিতির সদস্যসংখ্যা কত? ১৭শ' মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কয়শ' প্রধানশিক্ষক তাঁর সমিতির সদস্যপদকে গ্রহণ করেছেন তা তিনি ব'লে দিন। ১৭শ' প্রধান-শিক্ষকের একটি প্রতিনিধিমূলক সংস্থাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে যদি তিনি নিজে একথা বলতেন তা হ'লে আমাদের কোন বক্তব্য ছিল না। কিন্তু তিনি কয়শ'র প্রতিনিধিত্ব করেন ব'লে মনে করেন?

Sj. Kamini Kumar Ghose:

৬৫০।

Sjkta. Anila Debi:

তাই মেনে নিলাম। কিন্তু ১৭শ' যে বিদ্যালয় আছে তার মধ্যে ২০০।২৫০টা বিদ্যালয় মাল্টিপারপাস হয়ে গেলেও মাত্র ৬৫০ প্রধানের কথা বলছেন, কিন্তু বাকি আর সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকদের অভিমত কোথায়? তাঁদের অভিমত আমরা দিতে পারি—তাঁরা এই

[illegible]কে কোনক্রমে মেনে নেন নি। কাজে কাজেই এখানে যে ইলেকশনের কথা বলা হয়েছে আমি মনে করি, সে কমিশনের যে রেকমেন্ডেশন ছিল শিক্ষকদের প্রতিনিধি গ্রহণের ক্ষেত্রে সেই রেকমেন্ডেশনকে পদদলিত করা হয়েছে। এখানে আমার বক্তব্য শিক্ষকদের তাঁবেদার ব'লে মনে করতে পারি না ব'লেই শিক্ষকদের ব্যক্তিগত অভিমত দিয়ে প্রতিনিধিত্ব পাঠানো, ভোটিংএর ক্ষমতা এক্জিকিউটিভ সংস্থার মধ্যে সন্নিবেশিত করা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাই এই অভিসন্ধিকে আমি প্রতিবাদ ক'রে বলি যে, শিক্ষকদের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিনিধি পাঠাবার সময় প্রত্যেকে তাঁদের নিজেদের অভিমতকে ব্যক্ত করবেন, নির্বাচন কখনও তাঁদের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের মারফত হ'তে পারে না।

[12-20—12-30 p.m.]

প্রত্যেক শিক্ষক বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিনিধি পাঠানোর সময় নিজেদের অভিমতকে ব্যক্ত করবেন, এক্সিকিউটিভকে তাঁরা এই বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিনিধি পাঠানোর কোন ক্ষমতা বা অধিকার দেন নি। ১৫ হাজার শিক্ষক সদস্যবিশিষ্ট অর্গ্যানিজেসনএর পক্ষ থেকে বলতে পারি, তার এক্সিকিউটিভ এই ক্ষমতা পায় নি। এবং এক্সিকিউটিভএর পক্ষ থেকেও বলতে পারি, এইরকম রিপ্রেজেন্টেসন শিক্ষকসমাজের রিপ্রেজেন্টেসন ব'লে এক্সিকিউটিভ কমিটি স্বীকার করে না। আমার ভগ্নী-স্থানীয়া শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত তাঁর বক্তৃতার মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর ভাষণকে সমর্থন করে ডেমোক্রেসি সম্বন্ধে এবং ন্যাশনালাইজেসন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন, শিক্ষাকে জাতীয়করণের শুভপ্রচেষ্টার কথা বলতে চেয়েছেন। জাতীয়করণ কথাটা খুব সুন্দর, বিশেষ ক'রে জাতীয় সরকার ব'লে আমরা যখন দাবি করি। আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে অভাব যেখানে এত তীব্র, অর্থনৈতিক ভাঙ্গন যেখানে এত তীব্র, সেখানে যারা দুই হাতে মুনাফা লুট করছে সেই ট্রাম কোম্পানিকে কেন জাতীয়করণ করা হয় না? শিক্ষায় জাতীয়করণ নীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে হঠাৎ সেদিকে কেন নজর পড়েছে আমার ভগ্নীস্থানীয়া শ্রীযুক্তা দত্তর কথা আমি বুঝতে পারি না। একটা কথা বুঝি, রাষ্ট্র বা সরকার যদি সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করবার জন্য সেটা নিজের হাতে নিতে চান তা হ'লে মতের পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা আপত্তি করব না। আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে স্টেট স্কুল ব'লে ডিক্লেয়ার ক'রে দিতেন, তা হ'লে আমরা মনে করতে পারতাম তাঁরা অর্থ দিচ্ছেন ব'লেই কন্ট্রোল রাখতে চাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা যখন তা করছেন না, সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন না, তখন আমরা কি ক'রে মনে করব যে, এই কন্ট্রোল শিক্ষার উন্নতির জন্য, শিক্ষাকে বিস্তৃততর করবার জন্য? বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শিক্ষাব্যবস্থাকে কুক্ষিগত ক'রে শিক্ষার ব্যাপকতা সঙ্কুচিত করবার উদ্দেশ্যেই, শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁদের ডাণ্ডাপেটা করবার জন্যই এই কন্ট্রোল করা হচ্ছে। সেই যে কথা আছে—"ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই"! ন্যাশানালাইজেসনএর প্রসঙ্গে আমি একথা বলব, [illegible] যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যকে দিকভ্রষ্ট ক'রে দিয়ে, সম্পূর্ণতার দিকে না নিয়ে উদ্দেশ্যকে অসম্পূর্ণতার পথে ঠেলে দিয়ে এবং মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ ক'রে ন্যাশানালাইজেসনএর নামে ধোঁকা দেওয়া চলে বটে, কিন্তু চিন্তাশীল মানুষের চিন্তাকে এলোমেলো ক'রে দেওয়া সম্ভব নয়। এ চেষ্টা ন্যাশানালাইজেসনএর নামে ব্যবস্থার অঙ্গশোভা বা সজ্জা হিসাবে পরিগণিত হ'তে পারে, কিন্তু জাতীয় সম্পদ ব'লে কখনো পরিগণিত হ'তে পারে না। শিক্ষাকে ন্যাশানালাইজেসনএর নামে কুক্ষিগত করবার নীতিকে সমর্থন করা উচিত কিনা এটা আমি আমার ভগ্নীকে বিবেচনা করতে বলি। গণতন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রী অনেক কথা বলেছেন। কালকে আমাদের শ্রদ্ধেয় নৌসের আলি সাহেব গণতন্ত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন তারপর গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই, কারণ তাঁর কথাগুলি যদি সব বুঝে থাকি তা হ'লে এটা বলব যে, গণতন্ত্রের অচলত্ব সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী যে উক্তি করেছেন সেই উক্তি যে কত অচল তা মাননীয় নৌসের আলির বক্তৃতায় সব [illegible] হয়ে ফুটে উঠেছে। সিলেক্ট কমিটিতে এই বিলটা পাঠানো সম্পর্কে আমাদের সমস্ত [illegible] ও দাবি শিক্ষামন্ত্রী দাবিয়ে দেবেন একথা আমরা জানি, কিন্তু তিনি যদি একটু চিন্তা করতেন, একটু ভেবে দেখতেন তা হ'লে আমাদের দাবি বিবেচনা করতে তাঁর কোন বাধা হ'ত না। সিলেক্ট কমিটির কথা শুধু এই হাউসে আমরাই বলি নি, অন্য হাউসে বোধ হয় হয়েছিল এটা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের অবিদিত নয়, কাজে কাজেই "করব না" প্রতিজ্ঞা ক'রে যদি বসে

থাকি তা হ'লে অনেক রকম অজুহাতই দেওয়া যায়। আমি অনুরোধ করব যে, আমরা বিতর্ক করবার সময় এখানে যতই গরম আবহাওয়া সৃষ্টি করি না কেন, যতই কথা কাটাকাটি করি না কেন, আমরা যদি পরস্পরকে বুঝবার চেষ্টা করি, এবং শিক্ষামন্ত্রী যে গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন সেই দায়িত্ব পালনের জন্য যদি তিনি নেবে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চান তা হ'লে নিশ্চয়ই তাঁর সম্মানের হানি হবে না। আমরা তাঁকে অপূর্ব সম্মান জানব। কামিনীবাবু কতকগুলি কথার উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অবনতির কথা বলেছেন। পে স্কেল সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা ৫০ ভাগ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন, এবং একটা নতুন পে স্কেল চালু করবার জন্য কার্যরত শিক্ষকদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনএ উপস্থিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। কামিনীবাবু বলেছেন তিনি এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন না। আমি তাঁকে বিনীতভাবে বলছি যে, যে জিনিস তিনি নৈতিকভাবে সমর্থন করতে পারেন না তার প্রতিবাদ যখন ওদিক থেকে করা সম্ভব নয়, তখন তিনি কেন এদিকে এসে আমাদের সঙ্গে বসছেন না? শুধু সান্ত্বনার কথা ব'লে লাভ নাই। তিনি যদি প্রকৃতই জাতীয় শিক্ষার মঙ্গল চান তবে নিশ্চয়ই প্রকৃত পথে আসবেন, কারণ, যাদের মঙ্গল চাচ্ছেন তাদের পাশে এসে না দাঁড়ালে বড় বড় উক্তির কোন সার্থকতা থাকে না।

[12-30—12-36 p.m.]

আমি এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা শিক্ষামন্ত্রিমহাশয়ের কাছে ইনফরমেশনের জন্য বটে এবং সবাইকে জানাবার জন্যও বটে রাখতে চাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে কাগজে বোধ হয় দেখেছিলাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর ডাই-রেকশনে নাকি এই পাবলিক সার্ভিস কমিশন হচ্ছে। অর্থাৎ তাদের এই শতকরা ৫০ ভাগ টাকা দেওযার নাকি একটা কন্ডিসন আছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে নিয়োগ করবার জন্য। আমার সেখানে জিজ্ঞাসা, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় আমাদের যে কথা প্রথম দিনে সাক্ষাৎ করবার সময় বলেছিলেন, প্রথমত উনি নাকি জানতেনই না যে কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অর্থ, মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির জন্য দিয়েছেন এবং তাঁর ডিপার্টমেন্টএর সেক্রেটারী মহাশয় সেই সব ইনফরমেশন তাঁকে দেন নি। তিনি অবশ্য হয়ত পরে জেনেছেন।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I have not said that.

Sj. Satya Priya Roy: She must have the right of reply.

Mr. Chairman: The Education Minister has taken exception to her remark.

Sj. Satya Priya Roy: On a point of order, Sir. Cannot a member reply to a statement made by the Education Minister?

Mr. Chairman: But it is not fair to attack a person, who is not present.

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay: It is not fair to discuss about a man who is not personally present here and who has no right of reply in this House. It is better to wait. It is not fair to attack an absent person.

Sjkta. Anila Debi:

আমার প্রশ্ন এখানে ইনফরমেশনএর জন্য। যেটা তিনি বলেছিলেন, সেইটুকু জানতে চেয়েছি, তাতে কোনরকম কিছু আনফেয়ার হয়েছে ব'লে আমার মনে হয় না। যদি আনফেয়ার হয়ে থাকে তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই দুঃখিত হব। কিন্তু আমি আনফেয়ার ব'লে মনে করছি না, কারণ কাগজে দেখেছি—সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর শর্ত নাকি পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর সামনে কার্যরত, শিক্ষকদের উপস্থিত করা। আমি সে সম্পর্কে শুধু ইনফরমেশনএর জন্য জানতে চাচ্ছি, কারণ মন্ত্রিমহাশয়ের দপ্তরে এটা আসবার কথা। যে শর্ত দিয়েছেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, সেই সম্পর্কে তাঁরা আমাদের কোন সরকুলার দিতে পারেন কিনা? পাবলিক সারভেন্ট আমরা কিনা? পাবলিক সারভেন্টএর যেসমস্ত সুযোগসুবিধা সেই সমস্তের কোন

স্কীম দেখা গেল না, অথচ অতর্কিতে দেখা গেছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর সামনে ইন্টারভিউ রূপ একটা জিনিস এসে উপস্থিত হচ্ছে। এখানে পরিস্কার কথা, শিক্ষকদের যে বেতনের হার বাড়াবার প্রশ্নে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সাহায্যের সঙ্গে এ পর্যন্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর কোন শর্তকে আরোপ করা হয় নি। আমি অনুরোধ করব সরকারপক্ষ যেন প্রমাণ করেন যে আরোপ করা হয়েছে।

তারপর আমি এখানে শেষ বক্তব্য নিবেদন করব, কেউ কেউ বলেছেন যে, আমরা কেউ কেউ নাকি বলেছি যে, আমাদের সিলেক্ট কমিটিতে না নিলে, বা বিলকে প্রকৃতভাবে পরিবর্তন না করলে একটা আন্দোলন হবে। তাতে কেউ কেউ ধরে নিয়েছেন, আমরা এখানে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। এটা যুদ্ধ ঘোষণার প্রশ্ন নয়; আমরা যখন মনেপ্রাণে উপলব্ধি করছি যে, এটা ঠিক হচ্ছে না, তখন সেটা সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। আর এখানে দায়িত্ব নিয়েই আমরা এসেছি, প্রতিনিধি হয়ে এসে আমরাই ডেমোক্রেসির মধ্যে একক হয়ে বসে আছি, তা মনে করি না? আমাদের কনস্টিটিউশনএ একথা কোথাও নাই যে ডেমোক্রেটিক ওয়েতে যেহেতু আমরা নির্বাচিত হয়ে এসেছি, অতএব আমাদের নির্বাচকমণ্ডলী বা জনসাধারণকে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই, তাঁদেরও অধিকার নেই। আমরাই সর্বেসর্বা এমনতর ভাবলেই কি আমরা ডেমোক্রেসিকে, অচল বলে প্রমাণ করতে পারব? আমাদের নির্বাচকমণ্ডলীকে বলতেই হবে আমরা মনে করি এই বিল অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। আমরা মনে করি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল বোর্ড করা হচ্ছে। এই বিলকে আমরা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করব প্রতি পদে পদে। যদি আমাদের সমস্ত যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করে, যথেচ্ছভাবে আইনকে চালু করবার চেষ্টা হয়, তা হলে নিশ্চয়ই বলব আমরাই শুধু প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হব তা নয়, সমস্ত দেশকে প্রস্তুত করব এবং এ নিয়ে যদি সংগ্রামই হয়, সেই সংগ্রামে আমরা জয়লাভ করব।

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 9-30 a.m. on Friday, the 13th December, 1957.

Adjournment

The Council was then adjourned at 12-36 p.m. till 9-30 a.m. on Friday, the 13th December, 1957, at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent

Banerjee, Sj. Tara Sankar,
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra,
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath,
Maliah, Sj. Pashupati Nath,
Mohammad Sayeed Mia, Janab,
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath,
Prasad, Sj. R. S.
Roy, Sj. Surendra Kumar,
Saraogi, Sj. Pannalal,
Sarkar, Sj. Pranabeswar, and
Sinha, Sj. Rabindralal.

COUNCIL DEBATES

Friday, the 13th December, 1957.

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Friday, the 13th December, 1957, at 9-30 a.m. being the Eighth day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

[9-30—9-40 a.m.]

Messages

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): Sir, the following messages have been received from the West Bengal Legislative Assembly, namely:—

"*Message*

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 9th December, 1957, has been duly signed by me and is annexed herewith. The concurrence of the West Bengal Legislative Council to the Bill is requested.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

CALCUTTA:
The 11th December, 1957.

"*Message*

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 10th December, 1957, has been duly signed and certified as a Money Bill by me and is transmitted herewith to the West Bengal Legislative Council under article 198, clause (2) of the Constitution of India.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

CALCUTTA:
The 11th December, 1957.

Point of information

Dr. Monindra Mohan Chakraborty: On a point of information, Sir. I would like to know from the Hon'ble Minister in charge of the Education Department whether in view of the opinion of the newly constituted Senate of the Calcutta University about the postponement of the discussion on the Secondary Education Board Bill he proposes any change in the procedure of the debate.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I am not aware of any resolution of the Senate or the Syndicate or any other body on this Bill. The Bill was published in the *Calcutta Gazette* about three weeks ago and there was sufficient time for anybody to express any opinion on the Bill. Therefore, no question of postponing the discussion can come now.

Dr. [illegible] Mohan Chakrabarty: Sir, in view of the opinion expressed by the newly constituted Senate at its meeting held for the first time on the 11th December......

Mr. Chairman: The Hon'ble Minister says that he does not know of any such resolution and he is not going to suggest any change in the discussion.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, another statement that the Hon'ble Minister has made is that the Bill was published about three weeks ago in the Gazette and it was open to anybody to send his views to the Minister concerned. Was it not proper on his part to refer the Bill to the Syndicate of the University so that......

Mr. Chairman: That is a matter of opinion.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I would like to know if this is not an act of dereliction on the part of the Hon'ble Minister not to refer the Bill to the Syndicate......

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I shall answer that in course of the debate.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, is it not a fact that the Vice-Chancellor of the Calcutta University rang up the Chief Minister informing him that the views of the Syndicate would be placed before the Government on Monday next?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: He telephoned me day before yesterday long after the matter was taken up for discussion.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, is he not going to postpone the discussion although the Senate has requested to postpone the discussion of this Bill?

Mr. Chairman: You have heard his views.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, the Minister has stated that the Bill was published in the Gazette about three weeks ago and anybody could have submitted his opinion.

Mr. Chairman: So what is your point?

Sj. Satya Priya Roy: My point is that whether in view of the University's request the Minister would consider the postponement of this discussion.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I have nothing more to add to what I have said.

GOVERNMENT BILLS

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52) Bill, 1957, as passed by the Assembly.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly and transmitted to the West Bengal Legislative Council for its recommendations, be taken into consideration.

Sir, I want to make one or two points clear when I place this Bill before the House. In the first place the total demand that is put in the budget is for Rs. 3,20,03,690, of which the voted item is only Rs. 2,88,364 and the charged item is Rs. 3,17,15,326.

The second point that I want to make clear is that this is not a question of asking for any funds. Funds were provided by adjustment between the different items in the year 1951-52 but when the matter came up before the Public Accounts Committee they desired that the matter should be regularised by placing it before the legislature. That is why I have come before the legislature.

The third point that I want to put forward is this that a question naturally arises in the mind of anyone why some of these items were not placed before the budget session in the year 1952 or even in the supplementary estimates for 1952 which were placed before the House in March, 1952. The reason is this that money of these excess funds was asked to be provided for at a time long after April, 1952, for instance, payment of increased salaries to District Judges which is an item under Administration of Justice, and the increase was due first of all to the fixation of pay which was done about the middle of October, 1952, retrospectively for the year 1951-52. Therefore we have got to put it in that year. Special Courts summoned for the purpose of trying cases which were not visualised either when the budget was prepared for 1951-52 or when the supplementary estimates were prepared for the year in March 1952.

With these words, Sir, I move that the Bill be taken into consideration.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, we see very clearly that there is a necessity for voting this grant by the Assembly but there are certain points which need clarification by the Minister of Finance. The Public Accounts Committee in their report stated as follows:—

> "It appears that some of the excess expenditure, namely, Grant No. 11, occurred due to delay in the compilation of departmental accounts. These could have been avoided if proper attention had been paid to the timely completion of accounts by the departments concerned. The Committee has always looked with disfavour upon excess expenditure unless made in unavoidable circumstances."

Therefore we want some clarification from the Finance Minister as to the work of the Department. It appears that there was a delay in the compilation of the departmental accounts and the excess is really due to the failure on the part of the department to complete the accounts in proper time.

Secondly, Sir, it appears that out of the total money demanded, namely, Rs. 3,20,03,690, Rs. 3,10,00,000 is covered by public debt. In the explanatory memorandum to Grant No. 42, namely, Public Debt, he says, "this represents the amount required to enable repayment of advances taken from time to time from the Imperial Bank of India for financing procurement operations of this Government. As no amount was included for the purpose in the original Appropriation Act for the year 1951-52 ....."

[9-40—9-50 a.m.]

We do not understand why no demand was made in connection with the items referred to here, viz., in the explanatory memorandum.

Sir, the third point that I would like to place before you is that excess expenditure over voted grants and charged appropriation is not really a happy index of budgeting. It indicates that there is some amount of inefficiency

in budgeting somewhere. In 1951, commenting on the budget of 1949-50 the Comptroller and Auditor-General commented that there was marked improvement in the year under review in the voted as well as in the charged section, that is to say, compared with the previous year. The budgeting in their opinion appeared to be accurate. In 1952, with regard to the appropriation and expenditure of 1950-51 the Comptroller and Auditor-General was pleased to remark that the voted as well as the charged sections in the preceding year were not maintained in the year under review. But in the last Report that we have received from the Comptroller and Auditor-General, the Comptroller and Auditor-General says that the above table shows on page 7, paragraph 10, marked improvement in the voted section. That is to say, so far as voted section is concerned, there is not much of a discrepancy between the amount voted and the amount needed for expenditure. But with regard to the charged section, his views are not very favourable to the Government. The Comptroller and Auditor-General says that the excess in the charged section is still too high. So I would request the Finance Minister to draw the attention of his department to the remarks of the Comptroller and Auditor-General, with regard to the excess over voted grants and charged appropriation as compared with previous years. We hope, Sir, in future the Comptroller and Auditor-General will not have to enter in his Report a remark of this nature.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, items of expenditure for which the Bill has been introduced were incurred long ago, that is, within the year 1951-52 and it is only necessary to regularise this expenditure, for the expenses have already been incurred. But the principal part of the whole thing is that these items were spent during the year 1951-52 and that there was so much delay in placing it before the House. Now, Sir, these items of expenditure are not small items so as to escape the attention of the Finance Department and the explanation which has been offered by the Hon'ble Minister is not, in my humble submission, quite sufficient. Let us come to certain items. So far as grant No. 42 is concerned, the huge sum, viz., 3 crores and 10 lakhs of rupees is involved therein. This is a very huge amount, it could not have escaped the attention of the Finance Department. Therefore there is no reason to suppose that they should sleep over the matter for such a length of time. So I am saying that the introduction of a Bill like this in 1957 is not proper and therefore I submit that such a delay should not in future be made and that the Bill should be placed before the House within a year or two. With reference to other items of expenditure the same remarks can be made. I would submit that such delay should not in future be made and the Bill should be placed before the House within a year or two, otherwise there will be no meaning in placing the Bill before the House so long after the actual expenses were incurred.

With these words, Sir, I resume my seat.

Janab Abdul Halim:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ১৯৫১-৫২ সালের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর বিল আজকে ১৯৫৭ সালে এনেছেন। অবশ্য তিনি বলেছেন, এতে নূতন কোন খরচ নয়, খরচের এ্যাডজাস্টমেন্টএর জন্য। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল এই সময়ের মধ্যে আমাদের সামনে অনেকবার বাজেট পেশ হয়েছে। শুধু বাজেট নয়, তার সঙ্গে এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল মঞ্জুর করা হয়। ঐ সঙ্গে সাপ্লিমেন্টারী এস্টিমেটও মঞ্জুর করা হয়। তা ছাড়া কন্টিনজেন্সি ফান্ডএ অনেক সময় টাকা খরচ করার বরাদ্দ হয়। সেটার স্যাংশন নেওয়া হয়। আমি বুঝতে পারি না ১৯৫৭ সালে এই কয়েক বছর পরে আজ এই এ্যাডজাস্টমেন্ট ঠিক করার জন্য এখানে বিল আনার কেন প্রয়োজন

হয়েছে। এই ধরণের বিল আনা বা এই ধরণের যখন তখন বাজেট সেশানএর সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ছাড়া অন্যভাবে খরচের স্যাংশন নেওয়াকে আমি খুবই অন্যায় বলে মনে করি। দ্বিতীয়তঃ বলছেন—

"It appears that some of the excess expenditure as, for example, grant No. 11 occurred due to delay in the compilation of departmental accounts. This could have been avoided if proper attention had been paid to the timely completion of the accounts by the Department concerned."

তাহলে এই ডিপার্টমেন্ট কি করছিল, তারা কি ঘুমুচ্ছিলেন? এর থেকে ডিপার্টমেন্টএর অপদার্থতা প্রমাণিত হয়। তারা যদি ঠিকভাবে এ্যাডজাস্টমেন্ট করে হিসেব রাখতেন তাহলে এখানে এই বিলটার আনার প্রয়োজন হত না। যা খরচ হয়েছে, সেই খরচ এ্যাডজাস্টমেন্টএর আগে ঠিক করে নিতে পারতেন। আমি মনে করি এই ধরণের বিল যখন তখন এনে স্যাংশন নেওয়া এবং জনসাধারণের অর্থ এইভাবে নিয়ে একটা হিসাব দাখিল করা ভয়ংকর অপরাধ, ভবিষ্যতে যেন এইরকম না হয়।

Sj. Ananda Prosad Choudhuri:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এই বিলে আমাদের কাছে যেসব খরচের প্রস্তাব করা হয়েছে সেতো মঞ্জুর করতেই হবে। খরচ হয়েছে কিন্তু স্যার, আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে এই অনুরোধ করি যে, স্ট্যাম্পসএর জন্য ১৯৫১-৫২ সালে ১৩ হাজার টাকা খরচ হল, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিসএর জন্য ২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা খরচ হল। কিন্তু কি কারণে এই এই জিনিষ ১৯৫১-৫২ সালের এত বৎসর পরে আমাদের কাছে মঞ্জুরের জন্য আসছে।

তারপর ইন্টারেস্টএ আমরা টাকা ধার করেছি। তাও নাকি ৩ কোটি টাকা ধার করেছি। তা আমাদের এ্যাটেনশন এস্কেপ করে গেছে, আমরা টের পাই নি, অতএব সেটা আমরা দিতে পারি নি। এবং সেই ধারের কথা আমরা ঠিকমত সময়ে বিবেচনা করতে পারি নি বলে তার যে সুদ লেগেছে তাও হিসাব ধরা হয় নি। তাই এই যে হয়েছে, কি কারণের জন্য এইসব অঙ্ক আসে নি, ৫ বছর পরে মঞ্জুরীর জন্য আনা হচ্ছে এবং কি উপায় অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে এরকম আর হবে না এটা মন্ত্রীমহাশয় যদি আমাদের কাছে পরিষ্কার করে বলেন তাহলে আমরা বুঝতে পারি। মঞ্জুরী খরচ হয়েছে, তা দিতেই হবে। কিন্তু কি কারণে যথাসময়ে আসে নি এবং কি পথ অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে এরকম আর আসবে না সেটা যদি আমাদের কাছে বলেন তাহলে বুঝতে পারব।

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I want to say a few words....

Mr. Chairman: I hope you are not going to repeat the old arguments.

Sj. Satya Priya Roy:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, ১৯৫১-৫২ সালের হিসাব আমাদের সামনে এল, অতিরিক্ত ব্যয় যা হয়েছে তা মঞ্জুরীর জন্য। এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগছে, সেজন্য আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে। সে হচ্ছে ১৯৫১-৫২র পর মন্ত্রীমণ্ডলী পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারত এবং হয়ত নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী এখানে বসতে পারত। তাহলে এই যে পুরাণো মন্ত্রীমণ্ডলী অতিরিক্ত ব্যয় করে গেলেন এই মঞ্জুরী কে চাইত? এরকম অবস্থায় যদি পড়ে যাওয়া যায় যে নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী যারা এলেন, তারা অতিরিক্ত ব্যয়-মঞ্জুরীর জন্য চাইলেন না, তাহলে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কাজেই এরকম নিশ্চিন্তে বসে থাকা উচিত হবে না। কারণ যুগ-যুগ ধরে একই মন্ত্রীমণ্ডলী চলে না। কোন দেশে চলে নি, আমাদের দেশেও চলবে না, সেই লেখা দেয়ালে পরিষ্কার আছে। এভাবে মন্ত্রীমণ্ডলী যদি পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তারা যে বেশী খরচ করে গেছেন, তার মঞ্জুরী নেওয়া হল না, এরকম অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, সেই সম্পর্কে মন্ত্রীমহাশয় ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হতে পারে তার জন্য কি ব্যবস্থা করছেন সেটা জানবার জন্য আমরা উদগ্রীব রইলাম।

[9-50—10 a.m.]

Sj. Naren Das:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, ৪২ ধারাতে পাবলিক ডেটএর উপরে যে ৩ কোটি টাকার বাড়তি খরচ দেখান হচ্ছে, তাতে এই কথা বলা হচ্ছে যে, প্রকিওরমেন্টএর জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ হয়েছিল তারপরে যে একটা সাপ্লিমেন্টারী ব্যয়-বরাদ্দ আসে তাতেও কুলোয় না বলে তার উপরে আরও বেশী ৩ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এতে দেখান হচ্ছে যে, নভেম্বর মাস পর্যন্ত খরচ তাতে প্রায় ৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এখানে যাঁরা বাজেট করেন, তাঁদের ধারণাটা থাকা উচিত বা আমি আশা করি যে, প্রকিওরমেন্টএর সময় ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাস পর্যন্ত। অর্থাৎ এই ৪ মাসে প্রকিওরমেন্টএর জন্য টাকা বেশী লাগবে। কারণ এই সময় আমন ধান ওঠে। এই সময় এগুলো প্রকিওর করা হয় বলে সবচেয়ে বেশী খরচ হয়। অথচ প্রকিওরমেন্টএর জন্য কত খরচ হবে সে সম্বন্ধে কোন হিসাব ডিপার্টমেন্টের ছিল না। অতএব আমার বক্তব্য হচ্ছে এইভাবে যদি আমাদের বরাদ্দ এবং খরচ হয় তাহলে গণতন্ত্র যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা জানি না। বরাদ্দ এবং খরচের একটা সমতা থাকা দরকার, কারণ তা না হলে বরাদ্দের কোন মানে হয় না। এক জায়গায় দেখান হচ্ছে যে, ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে, আর খরচ হয়েছে ৮০ হাজার টাকা। এখানে যারা বাজেট করেন বা যারা এই সম্বন্ধে বরাদ্দ করেন, তাদের এইরকম করার কোন অর্থই হয় না।

দ্বিতীয়ত, আরও ২।১টি জায়গায়, যেখানে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি খুব গুরুতর অভিযোগ এনে বলেছেন যে, ১৯৫০-৫১-৫২ সালে রিলিফ ডিপার্টমেন্টের যে খরচ হয়েছে সেই খরচের কোন এ্যাকাউন্ট নেই। তার কারণ তখন কমিউনাল টেনশন ছিল বলে সেই সময় রিলিফ ডিপার্টমেন্টের খরচের কোন এ্যাকাউন্ট নেই। অর্থাৎ এমারজেন্সির সময় এ্যাকাউন্ট দেওয়া যায় না বলে তখন নাকি এ্যাকাউন্ট দেওয়া সম্ভবপর ছিল না এবং তার ভাউচারও তাঁরা রাখতে পারেন নি। অতএব তাঁরা কোন এ্যাকাউন্টও সেই সময়কার দিতে পারেন নি। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ও সেই পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির একজন সভাকে তিনি তাদের কাছে নিবেদন করেছেন যে, এই ধরণের জিনিষ এমারজেন্সির সময় হওয়া উচিত ছিল না। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টেই আছে যে, এই ধরণের জিনিষ হওয়া উচিত নয় এবং তার ভাউচার নেওয়া উচিত ও তখন রসিদ দেওয়া উচিত ছিল। এইভাবে যদি কাজ চলতে থাকে তা হলে যে গণতন্ত্রের কথা আমরা এখানে শুনছি তা কেমন করে সম্ভব হবে।

তারপরে যে ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব তার সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলে আমি আমার আসন গ্রহণ করব। এখানে একটা জায়গায় পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট পড়ে আমার মনে হচ্ছে যে, আমাদের যেন এ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে কতকগুলি স্ট্যাটুটরী পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এটা যেন একটা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল গ্রো করছে এবং তাদেরই হাতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এইরকম শিক্ষা বিভাগের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁরা এ্যাডাল্ট এডুকেশনএর জন্য বছরে প্রায় সোয়া দুই লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু যেখানে সোয়া দুই লক্ষ টাকা খরচ হল, সেখানে তখনও পর্যন্ত কিন্তু এ্যাডাল্ট এডুকেশনএর স্কীম গৃহীত হয় নি। অর্থাৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করবার আগেই ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। ৩০০টা রেডিও, ২০০টা বেটারী কেনা হয়েছে এবং এগুলি বিল পাশ হবার আগেই খরচ হয়ে যায়। অর্থাৎ রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ লেখা হয়ে গেছে। এই ধরণের এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ল গ্রো করে স্ট্যাটুটরী পাওয়ার যদি এ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে এইরকমভাবে দেওয়া হয়, তাহলে সেখানে টোটালিটেরিয়ানএর দিকে আমরা যাচ্ছি। এই বিষয়ে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে যে সাবধান বাণীর কথা বলেছেন সেই কথাটা আবার আমি আপনার সামনে রেখে আমার আসন গ্রহণ করব। তাঁরা বলেছেন—

The Committee further reiterates its own observations made in the previous report that it is of utmost importance that all rules and regulations should be strictly observed before any expenditure is incurred......

[illegible] তা না হ'লে ডেমোক্রেসির কোন সেন্স হয় না। সেজন্য তাঁরা এক্ষেত্রে বলেছেন—

It warns that if this dangerous practice is encouraged that expenditure can be incurred and irregularity can be rectified afterwards even if objected to by the Accountant-General, financial control over expenditure would tend to become very lax......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, there are two main points which have been raised in this debate. First of all, as regards the delay in presenting the accounts before the House and having discussions, actually those who say all this perhaps do not realise how things work. The actual Appropriation Accounts and Advance Accounts of 1951-52 were sent by the Accountant-General to the Government in July, 1954; for the year 1952-53 they were sent to us in August, 1956. The reason is very simple. Those who realise the responsibilities of the Accountant-General—and I thought at least the ex-Finance Minister Shri Annada Prosad Chaudhuri would realise this—that to adjust expenditure made in districts with the vouchers along with the expenditure that are made here takes time. As you know the administration is carried on in this fashion that money is allotted to the different districts and the District Magistraes are instructed to allot this money for different purposes in that area, that from the District Magistrates different grades of officers spend this money and to collect all the vouchers and to adjust them, takes sufficient time.

The second point is, my friend Shri Nirmal Bhattacharyya said that whereas in the voted items the Public Accounts Committee have said that sufficient attention has been paid, with regard to the charged items the same cannot be said. I will place before you some of these items and show how impossible it is to forecast what expenditure is to be made. Take the amount of 3 crores and 10 lakhs under the item 42. Because it is a big sum people open their eyes and say, "Oh 3 crores", but I may tell you that this is the only money that has been taken from the State Bank for the purchase of foodgrains sold to people and the money has been realised some time back, but the account has to be adjusted. Take this particular item 3,20,03,690. If my friends, who have criticised, should have read with a little more intelligence they would have seen exactly what had happened. The budget for 1951-52 was prepared some time in December 1950 and placed before the House some time in February or so in 1951. In the year 1951-52 they had thought that there would be a certain expenditure on this account. They placed certain figures. Having gone through a part of the year, in November, 1951 they found that they had purchased foodgrains worth Rs. 9 crores and since there were four months left they thought half of that may be put in in addition to 9 crores, and 13 crores should be put in into the supplementary budget estimates which came before the House in March, 1952, but actually the debit was raised some time after the 1st April, 1952, by the State Bank and when the debit was made it was found that total amount was not 13 crores as suggested but it was a little more than 13 crores.

[10—10-10 a.m.]

I want to emphasise this point. So far as this particular item is concerned, it is not expenditure in the sense that it is on the account, but it is an expenditure for adjusting the account to the State Bank who out of realization from sale of goods have actually paid back in cash. Take another item, for instance, the contribution from item No. 34. The miscellaneous contribution made by the Local Self-Government Department, the Police Department and the Board of Revenue—the contribution, according to law, is equal to fine realized in the course of the year. The account for the fine

realised did not reach the Government in the year 1951-52 when the supplementary estimates were placed before the House. It came later, therefore it had to be adjusted in 1951-52. Take for instance the administration of justice. I just referred to it in September or October, 1952. It was decided to increase the salary of Judges, to promote a certain number of Additional Judges to the higher grade. This is done by the Government along with the High Court. Though it was referred to in October, 1952, it is quite natural and physically impossible to be placed before the House, i.e., for expenditure for 1951-52.

Sir, the position is simply this that however much we may try, there will be some items, particularly the charged items where the debit could not be raised within the course of the year in time for it to be placed in the supplementary estimates.

Sj. Annada Prosad Choudhuri: Should they be delayed for five years?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have said that it is no question of five years. We have got the Accountant-General's Report for 1954 and it was incorporated in the Bill in 1956 and to-day it is being discussed. Of course, this delay of two or three years might be quickened. As you are aware, there is one system which has been introduced by the Auditor-General last year and unfortunately he had to withdraw it in order to avoid this period of delay. He suggested that certain payments may be made to the districts only after the bills are received, that is to say, the accounting would be done previous to payment. After one year's experience the Auditor-General has informed to say that it is not satisfactory, it could not be done. He himself said that it was not possible at the present moment to give effect to it. But so long as the present system of accounting expenditure goes, it is impossible for either accounts to be adjusted in the course of the year or very near the year or for the Accountant-General to give his opinion within two or three years after the year is over. I have told you just now that I have got here the debits which we received and the Accountant-General's Report from year to year and you will find that the Accountant-General's Report is two or three years delayed before it reaches the Government. Then the Government has got to look into it. Then the Public Accounts Committee has got to submit its report, and that report has got to be placed before the House. Then the discussion takes place. We are trying our best to see that things may be quickened. I must say that there was some delay but that was unavoidable.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly and transmitted to the West Bengal Legislative Council for its recommendations, be taken into consideration

was then put and agreed to.

Mr. Chairman: As there are no recommendations, the Bill may go back to the other House.

We will now resume discussion of the Board of Secondary Education Bill.

Representation to the Public Accounts Committee

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, before we pass on to the next item on the agenda may we request, through you, the Finance Minister, about an important matter. The Finance Minister told us sometime ago

that he would consider the desirability of giving representation to the members of the Council on the Public Accounts Committee. The matter is before him for the last three years. I raised this point three years ago. Will he kindly come to a quick decision, so that on the next Public Accounts Committee this Council may be properly represented?

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: And he gave an assurance to this effect that he would consider the question.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have not yet finished consideration of this matter. There is no new formation of the Accounts Committee yet. When this question will come up, we will consider the matter.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Will the Finance Minister take another four years to come to a decision?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Possibly; then you can come to it.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957

Dr. Sambhu Nath Banerjee: Mr. Chairman, Sir, when I was thinking over this very important matter, viz., as to whether the Secondary Education Bill should be circulated or not for eliciting public opinion, I kept in view the main features of the Bill. They have aptly been called the essential features by my friend, Syed Nausher Ali. They are, according to him, (1) composition and (2) function. But I would put them in this order: (1) function and (2) composition. Because it is function that mainly matters. Even a wrongly composed Board may function well, and it does not matter what the composition is; on the other hand a very well composed Board may function badly; and surely that does matter. Does it not? I have not overlooked the fact that a Board not properly constituted is not likely to do its duties properly.

Therefore, it is with "function" that I shall deal first. What are to be the functions of this Board, Sir? The functions are to be advisory; the Board would have no executive power; it is not to be autonomous. (Sj. NIRMAL CHANDRA BHATTACHARYYA: No.) Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya says "No.". But I have read with care the speeches made by Shri Satya Priya Roy and Shri Nagendra Kumar Bhattacharyya. They have discussed the clauses to make good their point that the functions of the Board are to be such that the Board would not be autonomous and would have no executive function. This is my understanding of what they have said.

Sir, the question is not whether the Board would be autonomous or would have executive powers. The question, in my view, is whether the Bill has followed the recommendations of the Mudaliar Commission and of the Dey Commission. Sir, I have taken note of your remark that the Commissions' Reports should not be extensively read. So, I shall briefly refer to them. My approach is slightly different from that of the previous speakers. I may say here that the Dey Commission has accepted the basic principles underlying the Mudaliar Commission.

[10-10—10-20 a.m.]

To illustrate my point I begin with the history of the matter from 1902, in order to find out what recommendations the Mudaliar Commission has

made. Sir, I was wondering as to why on the same observations of the Commission there has been divergence of opinion in this House, viz., as to whether the Board has been recommended to be merely "advisory or not. Some members have quoted certain remarks of the Commission to show that the Board is not to be merely an Advisory Board, while others relying on the same remarks, say that the Board is to be purely advisory. Sir, there should not be this divergence; therefore, it seems there is some ambiguity somewhere. In order to remove the ambiguity I shall go into the history of the matter and I begin with the year 1902.

During the period 1882 to 1902 there was a considerable expansion in the field of secondary education. It was due partly to the enthusiasm of private enterprise and partly to the system of grants-in-aid. This unwieldy expansion without proper consolidation led to certain obvious defects. In 1902 a Commission was appointed (Sir Gurudas Banerjee was one of the members), and on its recommendations the University Act of 1904 was enacted. Under that Act schools had to be recognised by the Universities, and rules and regulations were to be framed for this purpose. Secondary education came completely under the control of the Universities. Later the feeling grew that the Universities were dominating Secondary education and that an attempt should be made to see that Secondary education was conducted independently of the Universities and it led to the creation in certain States of Boards of Secondary Education, which were responsible for laying down syllabuses and for conducting examinations at the school final stage. Some of these Boards were only advisory, while others had executive functions allotted to them, as has been said in the Dey Commission report.

The next important stage in the history was the appointment of the Calcutta University Commission in 1917. It was presided over by Sir Michael Sadler an eminent educationist. That Commission made several recommendations. One of them was that "A Board of Secondary and Intermediate Education, consisting of the representatives of Government, University, High Schools and Intermediate Colleges, should be established and entrusted with the administration and control of Secondary Education." The words "administration and control" are important. The words suggest "executive functions" and probably also "autonomy". I say, "probably" because I do not find anywhere in the Sadler Commission Report the word "autonomy" or "autonomous". It did not say anywhere that the Boards were to be autonomous bodies.

Then came the Hartog Committee Report, the Sapru Committee Report, the Abbot-Wood Report and the Sargent Report. None of these reports appears to have taken different view as to the functions of a Board.

The Central Advisory Board of Education, at their 14th meeting held in January 1948, considered the question of Secondary Education in this country, and in view of its importance resolved that a Commission be appointed by the Government of India to (1) review the present position of Secondary education in India, and (2) make recommendations in regard to the various problems related thereto. The Union Government, accordingly, appointed a Committee known as Tarachand Committee. This Committee made some important recommendations on different aspects of Secondary education. The report of this Committee was further considered by the Central Advisory Board of Education at its 15th meeting held at Allahabad in 1949, and it was resolved that "the Government of India be requested to appoint a Commission for Secondary education to which the questions raised by some of the conclusions drawn in the report be referred, and that it should also go into the wider question of the aim, objective and purpose of Secondary education and its relation to basic and University education". In the meantime, the University Education Commission, which was presided

over by Dr. S. Radhakrishnan, was appointed, known as the Radhakrishnan Commission. Although it had to deal with the University education it had necessarily to review the position of Secondary education as well and it made some notable suggestions on this branch of education.

[10-20—10-30 a.m.]

Though several Commissions dealt with the question of Secondary education, there was none which dealt with that branch of education comprehensively. Therefore, the Mudaliar Commission was appointed in 1952. Its terms of reference were very wide. The Commission was asked to enquire into and report on the present position of Secondary education in India in all its aspects and suggest measures for its reorganisation and improvement, with particular reference to the aims, organisation and content, so that a sound and reasonably uniform system of secondary education suited to the needs of independent India and resources may be provided for the whole country. This Commission was inaugurated on 6th October 1952 and it immediately proceeded to consider its programme of work. Its Chairman and the member Secretary, with the assistance of some experienced Headmasters and others insterested in education, framed a set of suitable questionnaire, keeping in view the main functions which the Commission had to discharge under its terms of reference. The questionnaire are set out in an Appendix to the report of the Mudaliar Commission. Sir, its Chairman, Dr. Mudaliar, is a very eminent educationist. He was for several years Vice-Chancellor of the Madras University. There were other eminent educationists as well, including the Vice-Chancellor, Baroda University, the Principal, Jesus College, Oxford, the Associate Director, Southern Regional Education Board and Principal A. N. Basu. Principal Basu was the Secretary of the Commission.

The questionnaire were grouped, *inter alia*, under the following heads; Aims, Objectives, Administration and Supervision, Organisation, Curriculum, Finance. Under the head "Administration and Supervision" questions asked were: Should Secondary Education be the responsibility of the State Governments and or local bodies and/or private bodies? Questions were also asked relating to the responsibility of determination of standards, etc.

This Commission toured practically all over India. It visited Calcutta, Bombay, Allahabad, etc. In the report it is said that wherever the Commission went, people evinced great interest, came before the Commission and expressed their views on Secondary education. In most of the States which the Commission visited other educationists were co-opted.

The names of persons who were examined or whose evidence was taken cover nearly thirty pages of the report (256-283). In the State of West Bengal views of the representatives of All-Bengal Teachers' Association, Bengal Chamber of Commerce, Bengal National Chamber of Commerce, Board of Secondary Education, Calcutta University, Headmasters' Association, National Council of Education, Viswa Bharati and Womens' Organisation were collected. I, as the then Vice-Chancellor of the Calcutta University, gave evidence before this Commission along with at least twelve eminent educationists of this State. We gave evidence, I believe, for six or seven hours on different aspects of Secondary education. The same procedure, I think, was adopted in other States. After collection of this great mass of evidence and perusal of the entire history of Secondary education, the Mudaliar Commission made its report. Sir, it is not for me to say whether the recommendations made by the Mudaliar Commission are right or wrong. It was a very important Commission which stood on the same footing as a Royal Commission appointed in England. Therefore, I

make my remarks on the basis that the report is correct. This report has been accepted by the Central Government and the State of West Bengal. Whether the Government of any of the States is bound to accept the report is a different matter. But surely the report is entitled to great respect.

Sir, there is an observation in this report which is as follows: "We consider that, if Secondary education is to progress on right lines, the Board must be a compact body mainly composed of experts, whose functions will be limited to the formulation of broad policies. The Board is not expected to function as an executive body which is the province of the Director of Education.". Sir, the Mudaliar Commission was not likely to differ from the earlier reports, particularly the report of the Sadler Commission as to the nature and function of a Board, unless Mudaliar Commission had good reasons for doing so. The Commission must have noted the words "administration and control" in the Sadler Commission Report, yet Mudaliar Commission made the recommendation which I have just quoted.

It is quite clear, therefore, that for some very good reason the Mudaliar Commission thought that it would be in the best interest of Secondary Education that a Board should not have any executive function. If the Bill before us has been framed on the basis of this recommendation, I may say, Sir, the right thing has been done. Why should the Bill be once more circulated for public opinion? The opinion of the public is already there—opinion of those who can say with confidence and authority. Do you want the opinion of all the people in Bengal, e.g., of carpenters, of agriculturists?

[10-30—10-40 a.m.]

Sj. Satya Priya Roy: What about policy making? Who will do it—Government or the Board? We do not want executive power, but the policy making power has been taken away.

Dr. Sambhunath Banerjee: The policy making power has not altogether been taken away. See clause 27(1). The powers and functions of the Board are in clause 27. It runs thus: "Subject to the provisions of this Act and any rules made thereunder, the Board shall have power in accordance with such regulations as may be made in this behalf and subject to the provisions of sub-section (4) of section 19, to grant or refuse recognition to institutions for such purposes as may....."

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: Kindly read clause 27(1).

Dr. Sambhunath Banerjee: Yes. It says "It shall be the duty of the Board to advise the State Government on all matters relating to Secondary Education referred to by the State Government."

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: When the matter is referred to it by the State Government?

Dr. Sambhunath Banerjee: That must be so, as the responsibility has been placed on the Government. The Dey Commission says: "Secondary education cannot be left to the public as in the past, for then its growth would be hampered and its quality becomes poor. Education cannot be left to the chance decisions of a majority, because quality matters here more than anything else." If the report is accepted, as it has been and must be accepted, the Board cannot have independent policy-making power.

Mr. Chairman: Dr. Banerjee, just to draw your attention to the fact that you have spoken for half an hour and so would you kindly phase your speech?

Dr. Sambhunath Banerjee: Sir, it is not possible for me to finish my speech within such a short time. If you think you cannot allow further time I would rather take my seat.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, Dr. Banerjee is one of the foremost educationists of India and we would like to hear him.

Mr. Chairman: All right, Dr. Banerjee, take your time and go on.

Dr. Sambhu Nath Banerjee: The whole history of Secondary Education was before the Mudaliar Commission: the evidence of educationists was there. On these materials the Commission made its report. It was completed by the end of 1953. Has there been any change in public opinion since then? What is the necessity of again obtaining public opinion? The reports were published about two or three years ago. No exception has been taken to any portion of them. Therefore they should be deemed to have been accepted by the public. If the public had not accepted them, they would have protested against them just as they have protested against the Language Commission Report.

There is another point of view. Suppose you circulate the Bill for public opinion—how will you obtain it? You will have to frame questionnaire, take evidence and the evidence has to be placed before the House.

Sj. Satya Priya Roy: Whatever that may be, should not the opinion of the University, Board of Secondary Education, Jadavpur University and other academic bodies like these be taken?

Dr. Sambhu Nath Banerjee: The opinion of the Calcutta University is very valuable; nobody denies that. But the University has expressed its opinion already.

Sj. Satya Priya Roy: But it is not.....

Mr. Chairman: Mr. Roy, there should be no interruption.

Dr. Sambhu Nath Banerjee: What I do say, Sir, is that the Calcutta University has already expressed its views when it gave evidence before the Mudaliar Commission. The Commission must be presumed to have taken the opinion of the Calcutta University into consideration.

Sj. Satya Priya Roy: The opinion of the University is not printed. We do not know whether that was the basis of the Commission's report.

Dr. Sambhu Nath Banerjee: There is no force in this contention of Sj. Satya Priya Roy. Evidence was given before the Commission. Assume that the report is not in accordance with this evidence. Could it be said that the evidence has not been taken into consideration? Take this illustration: Evidence is given before a Judge. The Judge decides contrary to the evidence. Can it be said that the Judge has not taken the evidence into consideration? All that I say is that the Calcutta University expressed its views before the Mudaliar Commission. Why should one think that it was not taken into consideration? It is not necessary to take the opinion of the Calcutta University over again. The opinion was taken only the other day. I have no doubt that when the Bill is considered clause by clause whatever suggestions the University may further make will be considered.

[10-40—10-50 a.m.]

I make a difference between the two sets of amendments: (1) amendment for circulation of the Bill or sending it to the Select Committee, and (2) other amendments which have been tabled and which relate to particular clauses. If the amendments for circulation or sending the Bill to a

Select Committee are rejected by the House, then the clauses will be considered one by one and at that time the House will undoubtedly take into consideration whatever views the Calcutta University or other academic bodies may express on the matter. But as I take the view that the Bill has been framed on the recommendations of the Mudaliar Commission, there is no case for circulating it for obtaining public opinion again. If, however, there is difference between the Bill and the Mudaliar Commission recommendations on basic principles that becomes a relevant consideration in the matter of these amendments. The difference between the two sets of amendments should be kept in view to avoid confusion.

Take clause 4. It relates to the composition of the Board. I say, Sir, the fundamental principle underlying the clause is practically the same as has been recommended by the two Commissions: I should have been happy, Sir, if the number had been twenty-five. But whether the number should be 25 or 27 is a matter which relates to amendments to clause 4 and may be discussed when that clause is considered. The only amendment we are now considering is whether the Bill should be circulated for eliciting public opinion. The mover of the amendment naturally very pertinently took only three clauses of the Bill pointing out the defects in them to support his motion. So did Professor Bhattacharyya. Shri Nagendra Nath Bhattacharyya has, however, rather exhaustively dealt with the clauses. I believe he did it with a view to support his contention that the Bill should be circulated for public opinion. I do not think at this stage any of these gentlemen wanted to discuss the particular clauses.

Now, what are the basic principles which underlie clause 4? What are the recommendations of the two Commissions on which that clause is based? The basic principle is this: There should be a majority of non-official members on the Board. Clause 4 provides for that. But one of my friends said "Don't you know that of the non-official members many of them are to be nominated". Is it suggested, Sir, that all nominated members would be subservient to the wishes of the Government? If that is so, I would be sorry for the State. The ordinary meaning of "nomination" is "appointment". The Supreme Court Judges are appointed, the High Court Judges are appointed. Are they subservient to the wishes of the Government? Take again the case of the Calcutta University itself. Under the Incorporation Act of 1857 members of the Senate were nominated. There were no elected members. In 1904 the principle of election was first introduced. Out of the hundred members twenty were to be elected; the rest to be nominated. Was the Senate as then constituted worse than the present Senate? From 1857 up till 1951, the University functioned with a Senate constituted as above. I do not say or suggest anything against the present Senate. But was the old Senate worse than the present Senate—I ask with all humility? If not, why this apprehension about nominated members? University functioned quite well up to 1951. Sir, I had not the honour of presiding over the new Senate—the elected Senate. Professor Bhattacharyya is a member of the new Senate. He will be able to speak with greater authority than myself as to how the present Senate functions. I do not say anything against anybody. I am only putting this question to you: "Was the 'nominated Senate', if I may use that expression, worse than the 'elected Senate' "?

[10-50—11 a.m.]

Is it suggested that if all the members are elected it will be a very good Board? But if the members are nominated, it will not be a reliable Board. I can mention names of many nominated members whose integrity is well known. Sir, I am told that it is not a custom to mention names on the floor of the House. So I do not mention names. Neither do I say or

suggest that election should not take place. If all the members are elected, would it be a better Board? Has election no vice at all? I shall read a passage from Dey Commission report (page 44, paragraph 2): "Every recognised High School in West Bengal has a Managing Committee, the constitution of which is laid down by the authority granting recognition. This authority was formerly the University of Calcutta, but later on it devolved on the Board of Secondary Education. Detailed rules were laid down for the constitution of the Managing Committee. Except for a member to be nominated by the Department of Public Instruction, and that too only in the case of aided schools, all other members were to be elected from various constituencies defined under the rules. The rules were quite elaborate, and as a result the election of the Managing Committee of the local school had become quite a big affair, almost like a municipal election with a number of parties contesting one another and carrying on all kinds of propaganda for obtaining votes. These elections thus became veritable battle grounds for local party politics. The teachers and sometimes even the pupils were drawn into this vortex. It may also be noted that as a result of this system, the recognising authority was faced with election disputes which were quite frequent and over which it had to sit in judgment. Sometimes these disputes were even dragged into law courts. All this could not but have a deleterious effect on the school. Everyone with whom we discussed this point asserted that it had indeed been so." This is an observation made by veteran educationist. Sir, my view is that you do not get always the best men by election, nor should it be apprehended that if members are nominated they would not be independent persons. One of the previous speakers referred to the Kerala Education Bill. Professor Bhattacharyya said "Kerala is Kerala, West Bengal is West Bengal". That may be true in the modes of living, but emotions and passions of Kerala people are, I think, fundamentally the same as of the people of West Bengal. Are they not? Is their love for education less than our love for education?

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: What about the history and traditions of these two States?

Dr. Sambhu Nath Banerjee: The history and traditions may be different. But I do maintain they love education to the same extent as we do. They are very progressive people. Yet in Kerala Education Bill all members of the Board are to be nominated. There is no provision for election at all. This is the point, I believe, the previous speaker sought to emphasize. I do say, Sir, that the Board will not be a bad Board because some of the members would be nominated. As to the number of members on the Board, I think it has been increased with a view to taking one representative from the Jadavpur University and another from Viswa Bharati. Be that as it may, Sir, this matter may be discussed when clause 4 is considered. Suitable amendments may be suggested then. Any member may move that the number should not be 27 but 25 or the representation of the Calcutta University should be larger or the representatives of the teachers' association should be larger than what has been provided for or that somebody who has been included should be removed. I do submit these do not come within the purview of discussion on this motion which deals with principles only.

So also with other clauses. One of the speakers said that a dispute between a teacher and a Managing Committee should be decided by a tribunal composed of three judges and not by a Committee as suggested in the Bill. This again relates to amendment to a clause. The only amendment we are now considering is whether the Bill should be circulated for public opinion.

[11—11-10 a.m.]

Other points mentioned in the speeches of various speakers are: (1) supersession of the previous Board, (2) Education Minister's statements made in 1935 and in 1940 being contrary to what he is saying now, and (3) grammatical mistakes and ambiguities in the clauses of the Bill, etc., etc. These points are not in my view relevant at this stage.

Another point has been made against the Bill. I better deal with it. It is said that no step should be taken before the organisation has been set up in terms of the recommendation of the Dey Commission. If this suggestion is accetped by the House, it would take a long time before anything could be done in the matter of Secondary Education. The Mudaliar Commission says at page 8 of its report: "We are anxious to see that our recommendations are of such a nature that they can be implemented. For this reason, we have divided them into short-term and long-term recommendations. It is, however, essential that the general orientation of policy should be clear from the outset so that the refashioning of the educational pattern may proceed on right lines and, even where we are not able to put certain suggestions and recommendations into practice immediately, we should know in what direction we are moving." Sir, this is a very important statement. The Commission made this statement, keeping in view the existing defects of the present system, educational needs of a democratic India and poverty of the people. Taking all these things into consideration, the Commission divided its recommendations into short-term and long-term recommendations. The report says on page 23: "The most outstanding and educationally relevant facts that have to be taken into account may be briefly summed up as follows: India has recently achieved its political freedom and has, after careful consideration, decided to transform itself into a secular democratic republic. This means that the educational system must make its contribution to the development of habits, attitudes and qualities of character, which will enable its citizens to bear worthily the responsibilities of democratic citizenship and to counteract all those fissiparous tendencies which hinder the emergence of a broad, national and secular outlook. Secondly, though rich in potential resources, India is actually a poor country at present; a large majority of its people have to live at an economically sub-human level. As a result of this oppressive and widespread poverty, there is a serious lack of educational facilities and the bulk of the people are so obsessed with the problem of making some sort of living that they have not been able to give sufficient attention to cultural pursuits and activities. Hence there is need for reorienting the educational system in such a way that it will stimulate a cultural renaissance."

Sir, when it made short-term recommendations, it had the poverty of the country in view. Poverty hampers progress. Sir, it was during my Vice-Chancellorship of the University that teachers' salaries were increased. The Syndicate had a mind to give further increments but nothing could be done as funds did not permit it. Again it was in my time that the service of part-time teachers was placed on a sound footing. But nothing further could be done for want of funds.

Sir, during my term of office, I tried to remove the University away from the din and bustle of the city to a suitable place. Professor Bhattacharyya will bear me out. The Registrar, late Dr. Snehomoy Dutt, a very able man, drew up a plan. We approved of it. But when I showed it to the late Dr. Meghnad Saha he said it would cost about four crores of rupees to implement the plan. Sir, the assets of the University would have fetched about Rs. 1 crore. I was promised another crore of rupees by the authorities. There was a deficit of Rs. 2 crores and I had not the courage to

undertake it then. Sir, to make up the deficit I suggested in one of my Convocation speeches that graduates of this university should contribute Rs. 10 each for five years and under-graduates 2 rupees each, so that in course of time the deficit might be made up. The response was magnificent, indeed! I got a contribution of Rs. 10. That amount is still lying in the suspense account.

I believe, Sj. Satya Priya Roy, is at the head of the administration of a school. Is he able to do all that he wishes to do for the teachers? Does not want of fund stand in the way?

I am not going into the question whether or not fund at present is available in our State. This is a matter which will be discussed when the budget will be discussed.

You cannot say, Sir, there is no desire on the part of the Government to spend money on education. The Government fully knows that more it spends on education, the less it would have to spend on police and army. But the question is, has it the requisite fund for carrying out the entire recommendations of the Dey Commission?

None would be happier than myself if all the recommendations of the Mudaliar Commission and the Dey Commission are carried out. But that is not possible at the present state of finance. Why should we not take the first step, and I say, Sir, this Secondary Education Bill is the first step towards reorientation of Secondary Education in the State of West Bengal. Or will you wait till the entire organisational setup is completed.

I repeat that the provisions relating to the composition and functions of the Board substantially accord with the recommendations of the two Commissions. I do not suggest for a moment that the clauses in the Bill are perfect or that they are free from ambiguities or grammatical mistakes. But if ambiguities are there, and mistakes are there, they may be corrected when we discuss the clauses themselves.

Sir, I shall say one word more and take my seat, though the discussion does not strictly arise now. You have clause 4 which provides for composition. Clause 5 onwards are ancillary clauses. For if we have a Board we must have a Secretary, arrangement for voting, etc., etc. The clauses may have blemishes. But let us correct them.

Framing of an Act is a very difficult task. I know it from my own experience. As Vice-Chancellor of the Calcutta University I had to draw up the First Statutes under the Act of 1951. They are not perfect. No human institution is ever perfect. Modifications are being made now and no doubt some move will be made in future. If there is anything wrong or imperfect in the Bill amendment will make it right. But let us accept the principle of the Bill.

I have expressed my views on two fundamental questions. It must not be supposed that I expect everybody to agree with what I have said, but I have given my views according to the lights I follow.

Sir, it is my earnest hope that all of us should work together, and that pondering upon the past may give us guidance in days to come to enable us to repair some of the errors of the former years and thus govern in accordance with the needs and interests of students, the unfolding scene of the future.

[11-10—11-20 a.m.]

Dr. Monindra Mohan Chakraborty: Mr. Chairman, Sir, as the last Speaker on behalf of the Opposition I face a difficult task. Although I am

the last speaker, I shall be the least unwilling, Sir, to convey to the Education Minister his share of praise for bringing this important Bill before the Council. I do think that he has really created a very important Bill. Sir, my friend the Education Minister has framed the Bill in such a fashion that it has raised a great deal of controversy. We have had the honour of listening to the honourable members from both sides of the House for the last one hour or so. We had almost a dissertation from no less a person than Dr. Banerjee. We have also heard with rapt attention the various points that have been made by my friends opposite.

Sir, as I look at the Bill, I find that the Hon'ble Education Minister has advanced three main arguments in support of his Bill. I shall come to the provisions later and I shall try to meet the various points raised by honourable members opposite. But to me, Sir, it seems that there are only three arguments which the Hon'ble Minister has relied upon in support of this Bill. The first of them is that although he is the architect of the first Board in 1950, he allowed a new type of Board to be created. The Board could not function properly and therefore that is the justification for bringing in a different type of Board. His second argument is that this type of Board has been abolished in England after fifty years or so in 1944, and his third argument is that he has adhered to the recommendations of the Mudaliar and the Dey Commissions in framing this Bill. Sir, let us for a moment, even at the fag end of the debate, consider how far these three arguments hold good and whether they will bear any fruit. His main argument is that the original Board did not function and could not function because of the composition of the Board, to say the least it does not bear scrutiny at all. The real fact of the matter is that the Education Directorate was unwilling for more than one reasons to allow that Board to function and they did not—I shall not go into the details, Sir, at this last moment—but the fact is there that they did not invoke section 55 of the West Bengal Secondary Education Act of 1950 for reconstituting the Board. Sir, I shall not try to quote at length once again some of the provisions. I am reading only section 55(1) of the West Bengal Secondary Education Act of 1950. That will prove that the Government of the day or the Minister-in-charge of the Education Department at that time did not want the Board to function. Sir, the section states that "if in the opinion of the State Government the Board has shown its incompetence to perform or persistently made default in the performance of its duties imposed or exceeded or abused the powers conferred upon it by or under this Act, the State Government shall formulate in writing specific charges against the Board in respect of those matters and shall forward a copy of such charges to the Board with the direction to the Board to submit any comments or explanations in respect thereof to the State Government within such period as may be specified by the State Government in this behalf. If after the Board has submitted such comments or explanations the State Government is of opinion that they are not satisfactory the State Government shall refer the charges formulated against the Board, together with the comments and explanations so submitted, for opinion to an Investigation Commission appointed by the State Government and the Investigation Commission shall thereupon inquire into the said charges in accordance with such procedure as may be prescribed by rules and forward its opinion thereon to the State Government."

Sir, I ask whether this provision, as laid down in this section, has been followed and in connection with the debate on West Bengal Secondary Education (Temporary Provisions) Bill of 1954, the things which were brought out then, I will presently quote from the replies of late Pannalal Bose, the then Education Minister, and my speech in the debate to show that these procedures were not adhered to. Now if these procedures were not adhered to.

if the investigation as provided for in the then Act were not adopted, does it lie on the part of the Hon'ble Education Minister to say now that the Board did not function properly, so the Board should not be allowed to function. It is just a case of giving the dog bad name and to hang it. I do not know what would have been the fate of this Board if the present Education Minister was in charge of the Education Department at that moment, but the fact is that the provisions of the original Act were not adhered to, and there were serious irregularities. Nobody doubts that. I shall come to those irregularities later.

[11-20—11-30 a.m.]

But this argument of the honourable member does not hold. His second argument has been effectively replied to by my friend, Mr. Satya Priya Roy, from this side of the House. He has proved to the hilt that so far as the Board of Secondary Education in England is concerned, the Minister apparently relied on information which cannot be called up-to-date and not only that. He chose to constitute a Board of the nature of 1950 six years after the Board of Education was abolished in England. Sir, therefore, his second argument is not decisive or cannot be called for support in the present instance either. And whether the question of autonomy in a democratic country is an anachronism is not and cannot be cited in relevance to this particular fact. Sir, his third argument is that he has adhered to the recommendations of the Mudaliar and the Dey Commissions. Sir, my learned friend Dr. Banerjee has just now tried to show that he has materially adhered to the provisions of the Mudaliar and the Dey Commissions. He has spoken at length about that. He is an ex-Judge of the Calcutta High Court and everybody will agree that he has a judicial mind. But to me, Sir, it appears that sometimes he allows his judicial mind to recede to the background. Sir, I shall quote for support the opinion of another learned judge of the High Court which he has expressed in the meeting of the Senate on the 11th December. Sir, may I with your permission quote from the remarks of Mr. Justice Ramaprosad Mookerjee who said that it was lamentable that the Bill had been framed without consultation with the University which had been cited by the Mudaliar Commission. But that Commission had made certain recommendations with the proviso that this should be considered with reference to the needs of the University. The Dey Commission itself has suggested that the recommendations of the Mudaliar Commission about the functions of the Board differed in very material particulars. The recommendations have not been incorporated into the Bill and he also proceeded on to say that none could think that it was possible for a democratic Government to introduce a Bill of such importance in the manner in which the West Bengal Government has done.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: That may be a digression.

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: That is a different point. But I do not say that he is right. I shall reply to all your charges. I shall not be guided by others.

Sir, the point is that the two learned Judges somehow or other dissented. Like Dr. Banerjee I shall say that I do not know who is exactly right. But to me he appears to be right. Not only Mr. Justice Mookerjee, but other members of the Senate also did take a similar view. Sir, Dr. Banerjee, my friend Shri Krishna Kumar Chatterjee and many other learned and honourable members of this House have quoted extensively from the Report of the Mudaliar Commission and also from the Dey Commission Report. The reason why the Dey Commission had to be

appointed was that the Government of West Bengal found that the recommendations of the Mudaliar Commission were perhaps not totally applicable and special features of education, particularly in secondary education existed in West Bengal. That is connected with the history of the development of education in West Bengal, with the political conditions of Bengal and many other things. But the fact is there, Sir, that the Dey Commission had to be constituted after even the Mudaliar Commission had submitted its report. The Government of West Bengal tried to consider these two reports, but if you look at the provisions for the framing of the Board in the two Commission reports, it will be patent to everyone who cares to scrutinise, that there are material alterations. The Mudaliar Commission described the functions and composition of the Board in one manner and the Dey Commission did it in a different manner. I shall not be able to say, as my friend Dr. Banerjee had said that he does not give the composition of the Board that importance as the functions of the Board. Sir, to me Dr. Banerjee says, function first, composition second. To him it appears that it is the function which matters most but how can the function precede if the composition is defective, how can the thoughts come out from the brain if the brain is defective? That is an argument which I cannot follow.

Sir, the present point which is under issue is as to whether a cause exists for sending the Bill for public opinion, or as some of the members have agreed, for sending back the Bill to a Select Committee. Ample evidences have been cited to show that the drafting of the Bill has not been properly done. There are material irregularities on points of law, etc. Dr. Banerjee himself, an eminent lawyer, has just now pointed out some of these things. But we find that in spite of that, and in spite of the fact that there is a demand for reconsideration of the Bill from all its aspects not only from the members of the Opposition of this House, not only because the newly elected Senate of the Calcutta University feel that they should have also an opportunity to consider the Bill and to submit their opinion, but also opinions have been expressed in newspapers about which my friend Shri Mohitosh Rai Chaudhuri is so enamoured that reconsideration is a necessity, but still my friend Dr. Banerjee, or the Minister-in-charge of the Bill or for that matter Dr. Roy feels that there is no scope for such reference. Sir, Dr. Roy said effectively the other day that he could not refer the Bill or rather he could not give his assent for referring the Bill to a Select Committee, because if he had received the letter before the Bill was introduced, then he could have considered the proposal. He does not think that the Select Committee would have served the purpose better.....

[11-30—11-40 a.m.]

Sir, Dr. Roy is like the Englishman in Bernard Shaw's play "The Man of Destiny". He has never been one of an effective moral attitude and he can never be in the wrong. I shall quote a few lines from the editorial of the "Amrita Bazar Patrika" of today, caption "reconsider", to show that the public outside also share the same feeling. Sir, I am quoting, "At the very first meeting of the newly elected Senate of the Calcutta University the Board of Secondary Education Bill came up for discussion to the exclusion of all other items on the agenda. Evidently the Bill had deeply agitated the minds of the members of the Senate. In the speeches one could detect a feeling of embitterment over the cavalier treatment meted out to the Senate". Sir, mark the expression "cavalier treatment meted out to the Senate".

Mr. Chairman: You please read without commenting.

...nindra Mohan Chakrabarty: "The Vice-Chancellor disclosed that no copy of the Bill had been received by the University as yet. The Bill might have been framed on the basis of the recommendations of the Mudaliar Commission and the Dey Commission but that is no reason why the University, which can lay claim to a great fund of experience having been in charge of the school final examination till very recently, should not have been consulted by the authors of the Bill". Then they go on to say how the Bill is bound to affect materially higher education in Bengal. Then it gives the opinion "the Government should be left in no doubt that the Bill, the declared object of which is the regulation, control and development of Secondary Education, has proved an extremely controversial piece of legislation. A Bill of this nature should command a large measure of popular support. If the Government so will it, they can certainly have it passed. But the setting up of a Board is only the first stage. If the Board is to work successfully, if it is to restore order where chaos at present prevails and to enrich and improve the content and quality of secondary education, it must be broadbased on popular support" and they ask for referring the Bill for eliciting more opinion and advice to be taken by the Government. Sir, the "Statesman" of today has editorially advocated for referring the Bill to the Select Committee. Sir, we are also in possession of the fact that the present Administrator of the Board of Secondary Education was not consulted in the manner in which he should have been consulted about the provisions of the Bill. In the face of all these evidences, if the Minister or those in the other side think that a case has not been made out for referring the Bill to at least a Select Committee for correcting the obvious mistakes, mistakes in drafting and other things, then I can only say that they are taking the attitude of the Englishman in Burnard Shaw's play. They are thinking that they are doing the right thing but they are doing the wrong thing on the face of it.

Sir, I shall refer briefly to some of the points made by members on the other side apart from Dr. Banerjee. My friend Shri Mohitosh Rai Chaudhuri is a veteran educationist and naturally we always listen with great respect to his opinions. There is no doubt about it. I have great personal regard for him. Sir, he went to show and he quoted these lines from page 36, if I remember correctly, of the report of the Dey Commission, "that it cannot be left to the public as in the past."—section 7 of that chapter dealing with administration of Secondary Education.—"For, then its growth will be hmpered and tend to be haphazard and its quality poor, nor can it be handed over to some other agency in which case, the control of the State being indirect, the growth and quality of education are likely to suffer. There are certain things, of which education is one, which cannot be left to chance decisions of a majority, because quality matters here more than anything else." I say exactly the same thing, Sir. We cannot leave these things to the chance decisions of the majority, but this is what they want to do, to leave it to the chance decisions of the majority of this House, just without inviting or without caring for opinion of educationists,—the public opinion. That is what we exactly say.

Sir, my friend Shri Kamini Kumar Ghose, who was a member of the last Board, and found time to speak at length on the proposed salary scales, but when we questioned him as to what steps did they or did he take on behalf of the Board—he was a member of the Inquiry Committee and also of the Board—regarding the action of the Government he was silent. (Sj. Kamini Kumar Ghose: We did take steps, and we did what we thought proper at the time.).

Sir, it has been pointed out by my friend Sj. Satya Priya Roy, and I can quote from my own speech on the occasion of the West Bengal Secondary Education (Temporary Provisions) Bill, 1954—I am quoting from the Council proceedings of 3rd September, 1954, that point by point the Board replied to the charges made and not only that, Sir, there was an Inquiry Committee under the Presidentship of Dr. Shrikumar Banerjee, and certain officials, Shri Abani Mitra, Shri Samar Sarkar and others. were found guilty for leakage of question papers. Not only that leakage took place, according to the evidence before the Inquiry Committee that because most of the papers were moderated in the house of the President because of the lack of suitable room in the Board office, and the leakages took place after that. Because the then Ministry wanted to absolve the President, because the then members of the Board like Shri Kamini Ghose did not produce any evidence against these men although they knew the fact,—my friend Shri Harendra Nath Majumdar was also there,—they did not say anything, the functioning of the Board has been criticised on these grounds, that such a Board cannot function, and the Minister now comes out with that argument.

Mr. Chairman: That is not the subject-matter for discussion, Dr. Chakrabarty.

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: I say this because the Hon'ble Minister has referred to it and referred to the charges in his introductory speech.

Mr. Majumdar thought that he was glad that he could only find hidden friends then to help him in those committees, although Sjkta. Anila Debi has replied to him effectively that he came to meetings organised by Sjkta. Anila Debi in the All-Bengal Teachers' Association.

[11-40—11-50 a.m.]

But Mr. Mazumdar only kept silent. It would have been better if the Board had been warned. He did not go into the question of the omission and commission of the then Board but remained silent. Mr. K. K. Chatterjee is the son of a great educationist. I had the privilege of knowing his late lamented father, Sj. A. Chatterjee. I am saying this because he made a personal reference to him. If Sj. Chatterjee, I mean his father who was an associate of Rashtraguru Sir Surendra Nath Banerjee and a great champion of education, lived today I am quite sure he would have criticised his son more than we could do.

Sj. Krishna Kumar Chatterjee: Why do you forget that the situation has changed?

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: But why did you refer to him? Sir, I have placed enough facts before the House to prove the unreliability of the three arguments on which the Minister relies. They are not correct and cannot be relied upon. He has not adhered to the recommendations of the Dey and the Mudaliar Commissions. His point about the abolition of the Board of Secondary Education is irrelevant in the present context and his reference to the supersession of the Board for its composition does not hold good because public opinion has been sufficiently aroused in West Bengal to call for reconsidering all these aspects of the matter. Sir, in support of this contention I shall also read a few lines from the editorial of another paper. The "Ananda Bazar Patrika" points out that not only the Calcutta University, but the Jadavpur University and the Viswabharati University should also be consulted and that also requires time. Even the present Administrator, I mean the Administrator of the Board of Secondary

Education, has not been consulted. If I now say that the time has come after all that has happened to go into the question again *de novo* and to see how far the Opposition viewpoints and the Government viewpoints can be reconciled, that will not be a very excessive demand. So, Sir, even at this stage I hope that the Education Minister will consider this matter. It is no question of riding roughshod over the opinions of the few. Some members on the other side have taken exception to the fact that some friends here have said that they would start a movement or start creating public opinion against the Bill if the Bill is accepted in its present form. In a democratic country it is open for the members of the Opposition or for that matter the members of the public to create public opinion by means of agitation, by means of meetings and protests, and so on. There is nothing wrong in this matter. No threat has been expressed. They have not said that they will take to unlawful activities. They have never said that, but this has been made much of by the speeches of Sj. Harendra Mozumdar and some others. Sir, it is regrettable that this sort of opinion should be expressed. The question about the supposed independence of the nominated members has been cited. Dr. Banerjee as also my friend Sj. Arabinda Bose went at length to prove that nominated members can also be independent. Dr. Banerjee also cited the case of nominated Senate of the old days. Sir, we also know that at least in one case Dr. Banerjee who is a nominated member remained neutral, he did not vote, but I am sorry, Sir, one or two such instances are not a pointer to the action of the nominated members. (A VOICE: One swallow does not make a summer.) Yes, that has been proved.

Sir, I can reply to Sj. Mohitosh Rai Chaudhuri by another extract from a newspaper. He always quotes newspaper reports. He is very fond of them. I will reply him in his own coin. The editorial goes on to say "the non-official elements will be in a permanent minority. To ensure a permanent majority for the nominated elements is not a dependable guarantee for the efficient functioning of the Board. The Education Minister sought to allay the misgivings by pointing out that nominated members being distinguished persons should have independent thinking, but Sir, there are obvious limitations to independent thinking and independent action on the part of the nominated members.

Mr. Chairman: You can only refer to it but cannot air your own opinion.

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: These opinions are there. All right, Sir, I would not read any more. Sir, that is why I asked the Education Minister to reconsider the matter. Before I resume my seat, I would like the Education Minister to remember one thing. There are States and States in India. References have been made to the Education Bill in Kerala and my friends Sj. Chatterjee and Dr. Banerjee have sought to draw support from that......

[11-50—12 noon.]

Sir, do the conditions afford the same type of comparison? The history of Bengal has been entirely different from the history of Kerala. The Government of Kerala is different in character from the Government of Bengal. Sir, when the Congress members in Kerala were against the Education Bill, I am at a loss to understand......

Sj. Krishna Kumar Chatterjee: On different ground altogether. The context is different.

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: Sir, Mr. Chatterjee supports me by saying that the context is different. The conditions in Kerala and the conditions in West Bengal are entirely different and therefore these comparisons do not hold good. But the point is that the condition, the history, the tradition, the various other activities of the people of Bengal for the last hundred years have been entirely different and therefore however you may seek support from the Mudaliar Commission, however may the Dey Commission have recommended only advisory capacity for the proposed Board—although the functions of the Chairman and the appointment of the Chairman are different in the Dey Commission report and in the Mudaliar Commission's report—the fact remains that none of these Commissions have gone into the question of the special conditions of Bengal. Sir, look at the composition of both the Commissions. I will take the Dey Commission only for the present moment. Of the three members of the Dey Commission, two are my teachers—Dr. B. B. Dey and Dr. J. N. Mukherjee. They are great educationists and eminent scientists but their knowledge about the conditions of secondary education in Bengal had to be limited. Dr. Dey knew more about the conditions in Madras and although Professor Anath Nath Basu was there, they have admitted that they could visit only a limited number of institutions and the number of persons interviewed had to be limited for obvious reasons. So if we rely only on the recommendations of the Dey Commission or the Mudaliar Commission, it would be wrong in the context of the situation of Bengal. That is why it is necessary even at this stage—with all respect to the learned reports of these two Commissions—to reconsider the matter and at least to refer the Bill to a Select Committee composed of the members of both the Houses of Legislature who can also call in support evidences if they find that necessary and also to allow time to those who are affected on secondary education, viz., the universities in West Bengal, to give their opinion, and thereby arrange for the measure a large volume of public support.

With these words, Sir, I will request the Education Minister to refer the Bill to a Select Committee of both the Houses of the Legislature.

Mr. Chairman: It is now about 12 o'clock, and I would request you to be patient for the reply of the Education Minister.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, we suggest that it is better if the Minister gives his reply tomorrow.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I shall finish it today in half an hour.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, there is a meeting of the Assembly members at 2 o'clock and many of the members desire to come there. It is undesirable that things should be forced in this way.

Mr. Chairman: We shall continue up to 12-30. Before I call upon the Hon'ble Minister to reply, I should inform the House that the amendment in the name of Sj. Annada Prosad Chaudhuri and the next in the name of Dr. Monindra Mohan Chakrabarty are both out of order because the consent of the persons has not been obtained by Sj. Chaudhuri and Professor Chakrabarty has not given time limit. So I would request the Hon'ble Minister to give his reply.

Sj. Annada Prosad Choudhuri: Mr. Chairman, Sir, I desire to say something about my amendment which you have ruled out of order.

আমি যখন অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছিলাম তা দেবার আগে শ্রীকামিনীকুমার ঘোষ মহাশয়ের সম্মতি নিয়েছিলাম কিন্তু পরে তিনি বললেন যেহেতু সিলেক্ট কমিটি গঠিত হবে না, তাই শেষে তিনি সম্মতি দিতে চান না।

Sj. Kamini Kumar Ghosh:

কথা ছিল যে সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব যদি অ্যাপ্রুভড হয় তারপর যদি তার নাম করা যায় তবে রাজী আছি।

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

অ্যাপ্রুভড হয়ে যাবার পরে নাম দেবো কি করে, সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব আগেই করতে হবে। সুতরাং সিলেক্ট কমিটিতে তাঁর নাম প্রস্তাব করার আগে তাঁর যদি সম্মতি না থাকতো তাহলে তাঁর নাম ঐ সিলেক্ট কমিটিতে প্রস্তাবই করতাম না। প্রথমে সম্মতি দিয়েছিলেন কিন্তু পরে বললেন যে সিলেক্ট কমিটি হলে তিনি সম্মতি দেবেন। তাহলে স্যার, সিলেক্ট কমিটি হলে পর আমি কি করে প্রস্তাব দিতে পারতাম?

Mr. Chairman: But the fact remains that you have not obtained his consent. So the amendments are out of order.

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

আমি অন্য সকলেরই সম্মতি নিয়েছিলাম কিন্তু [illegible] কথা শুনে আমি একটু অসুবিধায় পড়ে গেলাম। তারপর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যখন বললেন যে এই ব্যাপারে কনসেন্ট তিনি দেবেন না তখন ত আর আমার কোন উপায় নেই।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, I am deeply grateful to the members of this side of the House, particularly to Dr. Banerjee, Mr. Krishna Kumar Chatterjee, Sj. Mohitosh Rai Choudhuri, Sj. Kamini Kumar Ghose and Sjkta. Dutt and others for the very forceful and elaborate speeches they made and thus countered the arguments that were advanced by the Opposition. I feel somewhat relieved by these speeches because I can have very little to say after all these speeches have been made.

In the first instance let me take up the motion of circulation for eliciting public opinion, though the point has been eloborately dealt with. Sir, nowhereelse the problems relating to secondary education were so much discussed and discussed threadbare during the last few years as in this country. Two Commissions were appointed to deal with the various problems relating to secondary education—one was the Mudaliar Commission, appointed by the Central Government, that went round the whole country, collected evidence and consulted the opinion of distinguished educationists all over India. The other Commission, that was appointed by the West Bengal Government, viz., the Dey Commission, which examined as many as 172 witnesses, mostly teachers and prominent educationists. It is too late in the day, Sir, to say now that the problems of secondary education were not scrutinised and investigated. They were carefully investigated and opinions of all persons who could possibly be interested in education were taken into consideration by these Commissions.

Sj. Satya Priya Roy: What is your opinion?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes, I am coming to that.

Sj. Satya Priya Roy: Don't get angry.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri. It is not a question of anger. I am not going to be put up with interferences from a tyro in Council and Assembly practices and an inexperienced member like Sj. Satya Priya Roy.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, is the Hon'ble Minister justified in using the expression tyro?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Why not? That is not an unparliamentary word.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: It is not for the Minister to decide but it is for the Chairman to decide as to whether the word tyro is unparliamentary or not.

Mr. Chairman: It is not unparliamentary.

[12—12-10 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Not only the recommendations of the two Commissions but also the decisions taken by the Governments who appointed these Commissions and their resolutions were before the country for the last two or three years. Nobody can be pardoned if he comes forward to offer comments which show that he is ignorant about all these things. We do not know what is......[interruptions]. We are all supposed to know the constitution of the Board as suggested by the Mudaliar and Dey Commissions. Their recommendations about the Board are all before the public for the last few years and nobody can say that there is anything further to be investigated in these matters at all. So far as the present legislation is concerned, it simply puts in legal shape the recommendations of the two Commissions. It is not a new Bill and does not incorporate any new idea either. The first of the motions for eliciting public opinion is therefore pointless.....[Interruptions].

Mr. Chairman: Mr. Roy, please do not interrupt the Hon'ble Minister.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: You have already expressed your views and I have got to answer them. The second of the motions is to refer the Bill to a Select Committee. Each and every member of the Opposition who is present has not only criticised the Bill, but they have all opposed the Bill. They do not agree with any of the principles and not only they have opposed the principles, but said that there would be a revolution in the country if the Bill was passed (সংগ্রাম). [Interruptions]. In the circumstances there is no parliamentary practice which will support the reference of the Bill to a Select Committee. Rather it will be the height of inconsistency on the part of the Opposition members to put forward motions to refer the Bill to a Select Committee. They cannot move the motion to refer the Bill to a Select Committee, as they do not agree with the fundamental principles of the Bill. They are out of court and they cannot take their seat on the Select Committee at all. Sir, in 1940 when the Hon'ble Mr. Fazlul Huq moved for reference of the Bengal Secondary Education Bill of the year to a Select Committee, I was commissioned by the Congress Opposition to move a motion for the circulation of the Bill. We lost the motion. We had only 71 votes and they 131, and we refused to go to the Select Committee. No doubt the Select Committee motion was carried, yet we refused to sit on the Select Committee. That was the tradition of the Congress Opposition. That was the frank,

courageous and honest performance of the Congress Opposition. And here what do we see? We see the very height of inconsistency—only suppressing one thing and giving expression to another. Sir, is this the correct way, is this the parliamentary procedure and practice we are going to adopt? After serving the Bengal Legislature for quarter of a century I have yet to know that this is the parliamentary practice approved in any Legislature.

Coming to another point, Sir, they have criticised me for saying that an autonomous Board of Education in a democratic country is an anachronism. Sir, in England the Education Act of 1944 abolished the Board and vested all the powers in the Minister of Education for the promotion of education and to set that education is carried on on right lines.

Sj. Satya Priya Roy: Did the Board ever meet in England?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The Board was constituted in 1899. It not only met but it recommended and provided for the distribution of grants from the National Exchequer and by the abolition of the Board quite a silent revolution was effected by the Act of 1944. Mr. Satya Priya Roy quoted certain expressions used by an interpretor of the Act. That might be his own opinion. Let me quote from the Act itself. The Act is more authoritative than any interpretation of the Act. I refer here, Sir, to sections 1 and 2 of the Act. Section 1 runs thus:—

> "It shall be lawful for His Majesty to appoint a Minister (hereinafter referred to as "the Minister"), whose duty it shall be to promote the education of the people of England and Wales and the progressive development of institutions devoted to that purpose, and to secure the effective execution by local authorities, under his control and direction, of the national policy for providing a varied and comprehensive educational service in every area."

Section 2 says:—

> "All property which, immediately before the date declared by His Majesty in Council to be the date on which the first appointment under this Act of a Minister of Education took effect, was held by the Board of Education constituted under the Board of Education Act, 1899 and all functions exercisable by that Board or the President thereof immediately before that date, and all rights and liabilities, whether vested or contingent, to which that Board or the President thereof were entitled or subject immediately before that date, shall, by virtue of this Act, be transferred to the Minister; and except where the context otherwise requires, references in any enactment or other document to the Board of Education, the President of the Board of Education, the Education Department, or the Department of Science and Art shall be construed as references to the Minister, or, where the case so requires, as references to the Ministry of Education."

[12-10—12-20 p.m.]

As to how the Minister is to function with the aid of Advisory Councils it is laid down in section 4 which runs thus:—

> "Central Advisory Councils—(1) There shall be two Central Advisory Councils for Education, one for England and the other for Wales and Monmouthshire, and it shall be the duty of those Councils to advise the Minister upon such matters connected with educational theory and practice

as they think fit, and upon any questions referred to them by him. (2) The members of each Council shall be appointed by the Minister"—they do not fight shy of the nominated members—"and the Minister shall appoint a member of each Council to be Chairman thereof and shall appoint an officer of the Ministry of Education to be Secretary thereto. (3) Each Council shall include persons who have had experience of the statutory system of public education as well as persons who have had experience of educational institutions not forming part of that system. (4) The Minister shall by regulations (a) make provision as to the term of office and conditions of retirement of the members of each Council, and regulations made by the Minister for either Council may provide for periodical or other meetings of the Council and as to the procedure thereof, but, subject to the provisions of any such regulations the meetings and procedure of each Council shall be such as may be determined by them."

Sir, it has been remarked that what I said was absurd. Therefore, Sir, I have had to take the trouble of quoting all these sections to remove any misapprehension that might have been caused by the misrepresentation of the Act and misrepresentation of its intention by Sj. Satya Priya Roy. That disposes of the point about autonomous Board, Sir.

Then, Sir, another question has been raised, not here but outside, that if an autonomous Board is an anachronism, should there be in West Bengal, then, corporation, municipalities or district boards? Surely, Sir, it may be an absurdity to raise such a question but it is the absurdity arising out of ignorance in those quarters from which such criticisms emanate.

Sj. Satya Priya Roy: On a point of order, Sir. Is the Minister in order to quote......

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I am not quoting you, I am quoting criticisms.

Sj. Krishna Kumar Chatterjee: Sir, I want your ruling whether such frequent heckling by my friend opposite is allowed or not.

Mr. Chairman: Mr. Roy, please do not interrupt. The Hon'ble Minister has got his right of reply.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Corporations, municipalities and district boards have been given powers to impose and raise taxes and they have been given powers to defray their legitimate expenses under the respective laws according to their discretions and decisions. That is quite in order because they do not spend money—money provided by the Government from the state exchequer. They impose taxes, they raise the money and therefore they have been given powers to defray the expenses and that again according to the provisions laid down in the respective Acts, viz., the Calcutta Municipal Act, the Bengal Municipal Act and the Local Self-Government Act. And yet, Sir, there is the overall supervision of the Government and because of that these autonomous institutions are sometimes superseded. Who does not know that municipality after municipality has been superseded in West Bengal for mal-administration? Does it show that they are altogether autonomous in character? Even in England the local authorities have got to take orders from the Ministry of Education. Where is the perfect autonomy then? We have to be accustomed to that, for we are now not under the foreign rule but under the democratic national Government—democratic Government elected by

the majority of the people. We have got to be accustomed to that idea. That idea I think has not yet come to prevail and therefore the Dey Commission observed that after independence all the old ideas should not prevail.

Now, I have been asked "you dare compare our Government with the Government in England? They render vast services and spend millions of money on education and you dare compare the Government in this country to that of England?" Sir, I submit in all humility, that comparison may not be quite appropriate. but we are also doing our best in these matters. (Sj. SATYA PRIYA ROY: Question.) You may question but I am going to quote figures and that will dispose of your question. The first Education Act in England was passed in 1870 and school education was made completely free there only in 1918. So it took about half a century for England to make education compulsory and free for children up to the age of 14. Our Constitution has also laid down that this has got to be done and it has got to be acknowledged that we are proceeding apace. Anybody who has got the report of the Education Department will see that so far as Primary Education is concerned we in West Bengal have been able to make 62 to 63 per cent. of the boys reading in primary schools in the rural areas free students. And we hope that by the end of the Second Five-Year Plan it will be possible for us to raise the figure up to 80 per cent. Bengal, it is admitted even in Delhi, is one of the advanced provinces so far as primary education is concerned—in making primary education compulsory and free. The total number of students in primary schools in 1947-48—the year of Independence—was 11,94,000.

Sj. Satya Priya Roy: It is no use quoting figures.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: You may dislike the figures.....

Sj. Satya Priya Roy: What is the expenditure.

Mr. Chairman: Please do not interrupt. The honourable members should help smooth running of the proceedings of the House.

[12-20—12-30 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: As regards the expenditure, the total expenditure on account of primary education now is nearly three three-fourth crores of rupees and of that only fifty lakhs come from taxes,—education cess and education taxes. And the rest of the money we have to find from the national exchequer. As regards secondary education, the total direct expenditure on secondary education in 1940-41.........

Sj. Satya Priya Roy: It is not relevant.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The question of relevancy is not for you to judge. The total direct expenditure on secondary education in 1948-49 was 2 crores 53 lakhs; now it is about 6 crores. In 1948-49 the Government of West Bengal contributed only 54 lakhs 12 thousand and 106 rupees and the Government of West Bengal is now contributing 2 crores 10 lakhs. It is nearly 33 per cent. of the total expenditure on secondary education that Government is contributing. We are quite sure that in much less time than England took to make secondary education free up-to the age of 14, it will be possible for the national Government of India and our State Governments to achieve that end. As regards the Act of 1944, we are quite entitled to quote from the English Act of 1944 and point out the revolution that has taken place in the administration of

school education in England. We are not sitting idle though ours may not be a resourceful country. But with our scanty resources we are going to render good service and there can be no doubt about that.

Now, Sir, the question of supersession of the last Board. One speaker said that it is irrelevant and another said that it is a very relevant question and he waxed eloquent on that. Only to state matters historically I referred to the supersession of the last Board. I frankly said in my opening speech that I was not aware of the circumstances in which the Board was superseded. All that I had said was that such were the charges levelled against the old Board. It was said that the Board should not have been superseded otherwise than under section 55 of the Act of 1950. Sir, it is not relevant to bring in this matter at all. Whether the Government of the day should have followed section 55 of the Act of 1950 is a question which should have been put to and answered by the Government of the day. It is not for me to answer that question. Not only that. I referred to one more thing, viz., supersession which took place was effected not under that Act, but under the Act of 1954 to which Mr. Chakravarty has referred. After the passing of that Act I fail to understand how can he say that the country was not prepared to accept it. Sir, "though vanquished he would argue still". He admitted that the Bill which resulted in the Act of 1954 was before the Legislature. They fought over that and they failed. Still they would say "Well, that should not have been done." Whether that should or should not have been done or done otherwise it was for the Legislature of that time to decide. Not only that, after that they could have raised that question at the time of general election and could have turned out this Government. Why did not they do that, may I question?

Sir, there are some small points which I have got to reply to in order to avoid any misunderstanding. In the first place I should say that when it was said by Mr. Satya Priya Roy in answer to Kamini Babu that so far as West Bengal Teachers' Association was concerned, it was a body of one thousand persons only.

Sj. Satya Priya Roy: Is that relevant, Sir?

Mr. Chairman: In the course of his reply he is entitled to say anything he thinks proper.

Sj. Satya Priya Roy: Even though it has nothing to do with the Council?

Mr. Chairman: In course of his reply he can say whether a statement made is correct or not.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The number of members of the West Bengal Teachers' Association was 5,500 and not 1,000, and West Bengal Teachers' Association is a younger body, there is no doubt about it. The enrolment in the All-Bengal Teachers' Association in United Bengal was, I am informed, about 1,000, when it was three years old.

Then, Sir, as regards the questions about the constitution of the Board all those relate to the provisions of the Bill. When clause by clause consideration of the Bill will take place, I would answer those points that have been raised about the constitution of the Board, etc. Still what I want to say here is this: that we, to the best of our ability, have proposed to constitute the Board as was recommended by the Mudaliar Commission and have tried also to follow the recommendations of the Dey Commission in that respect. If we have made any the slightest departure, that departure, I am quite sure, will be supported on principles advanced by the Opposition themselves.

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: You have made a number of departures.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I shall deal with those points in details while dealing with clause 4. This is not the time for doing it.

Sir, I promised to finish my speech by 12-30. I, therefore, resume my seat although there were some other points to which I wanted to reply.

Sj. Satya Priya Roy: On a point of order, Sir. He has not moved his resolution.

Mr. Chairman: That is no point of order.

[12-30—12-38 p.m.]

The motion of Sj. Annada Prosad Choudhuri that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and a division taken with the following result:—

AYES—10.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chakraborty, Dr. Monindra Mohan
Das, Sj. Naren
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sengupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Arabinda
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Dutt, Sjta. Labanyaprova
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Manoranjan
Misra, Sj. Sachindra Nath
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mozumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Musharruf Hossain, Janab
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Saha, Sj. Jagindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sen, Sj. Jimut Bahan
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 10 and the Noes 27, the motion was lost.

Mr. Chairman: The other amendments, namely, 2, 3, 4 and 5 also fall through.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that the West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957, be taken into consideration was then put and agreed to.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, we would like to make a statement in this connection. As a mark of protest against the undemocratic and uncompromising attitude adopted by the Hon'ble Minister in connection with this Bill we walk out in a body. We hope that this will be recorded.

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 9-30 a.m. on Monday, the 16th December, 1957.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 12-38 p.m. till 9-30 a.m. on Monday, the 16th December, 1957, at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent:

Banerjee, Sj. Tara Sankar,
Chattopadhyay, Sj. K. P.,
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra,
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath,
Maliah, Sj. Pashupati Nath,
Mohammad Sayeed Mia, Janab,
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath,
Prasad, Sj. R. S.,
Roy, Sj. Surendra Kumar,
Saraogi, Sj. Pannalal,
Sarkar, Sj. Pranabeswar, and
Sinha, Sj. Rabindralal.

COUNCIL DEBATES

Monday, the 16th December, 1957.

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Monday, the 16th December, 1957, at 9-30 a.m. being the Ninth day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

[9-30—9-40 a.m.]

Messages

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): The following messages have been received from the West Bengal Legislative Assembly, namely:—

(1)

"*Message*

The Bengal Agricultural Income Tax (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 11th December, 1957, has been duly signed and certified as a Money Bill by me and is transmitted herewith to the West Bengal Legislative Council under Article 198, clause (2) of the Constitution of India.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly".

CALCUTTA:
The 12th December, 1957

(2)

"*Message*

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 11th December, 1957, has been duly signed by me and is annexed herewith. The concurrence of the West Bengal Legislative Council to the Bill is requested.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly"

CALCUTTA:
The 13th December, 1957.

(3)

"*Message*

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 11th December, 1957, has been signed by me and is annexed herewith. The concurrence of the West Bengal Legislative Council to the Bill is requested.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly"

CALCUTTA:
The 13th December, 1957.

(4)

"Message

The City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 12th December, 1957, has been duly signed by me and is annexed herewith. The concurrence of the West Bengal Legislative Council to the Bill is requested.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly"

CALCUTTA:
The 13th December, 1957.

(5)

"Message

The annexed motion was passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 12th December, 1957, and is sent to the West Bengal Legislative Council for their concurrence and for communication to the West Bengal Legislative Assembly of the names of the members appointed by the West Bengal Legislative Council to the Joint Committee.

Annexure.

(i) That the Calcutta Slum Clearance Bill, 1957, be referred to a Joint Committee of both the Houses consisting of 27 Members—19 Members from this House, namely:—

(1) The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy, Chief Minister,
(2) The Hon'ble Siddhartha Sankar Roy, Minister-in-charge, Judicial and Legislative and Tribal Welfare Departments,
(3) The Hon'ble Bimal Chandra Sinha, Minister-in-charge, Land and Land Revenue Department,
(4) Shri Anandilal Poddar,
(5) Shri Bijoy Singh Nahar,
(6) Shri Narendra Nath Sen,
(7) Dr. Maitreyi Bose,
(8) Shri Jagannath Kolay,
(9) Janab Jehangir Kabir,
(10) Shri Nepal Chandra Roy,
(11) Shri Bankim Chandra Kar,
(12) Shri Ganesh Ghosh,
(13) Dr. Suresh Chandra Banerjee,
(14) Shri Hemanta Kumar Basu,
(15) Shri Jatindra Chandra Chakravorty,
(16) Shri Somnath Lahiri,
(17) Shri Amarendra Nath Basu,
(18) Shri Deben Sen,
(19) The Hon'ble Iswar Das Jalan, Minister-in-charge, Department of Local Self-Government and Panchayats (the mover),

and 8 Members from the Council;

(ii) that, in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

(iii) that the Committee shall make a report to the House by the 31st January, 1958;

(iv) that in other respects the rules and procedure of this House relating to Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

(v) that this House recommends to the Council that the Council do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by the Council to the Joint Committee.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly".

CALCUTTA:
The 13th December, 1957.

Sir, I place on the table the copies of the Bills and the annexed motion passed by the West Bengal Bengal Legislative Assembly that the Calcutta Slum Clearance Bill, 1957, be referred to a Joint Committee of both the Houses.

Adjournment Motion

Mr. Chairman: There are two adjournment motions in the name of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya and Sj. Satya Priya Roy. They are in connection with the accidents that took place between Howrah Station and Sheoraphuli Station. These tragic accidents happened in connection with the formal inauguration of the electric train between Howrah Station and Sheoraphuli Station on the 14th December, 1957. The motions are rejected on the ground that the railway is a central subject and therefore cannot be discussed in this House. I happened to be present at the Howrah Station on the occasion and I think it was a case of pure accident. I have spoken with the Minister concerned and he said that he would look into this.

Janab Abdul Halim:

মিষ্টার চেয়ারম্যান, স্যার, এটা একটা পাবলিক কনসার্ন। সেখানে ৩ জন পাবলিক মারা গেছে এবং ২৫ জন উন্ডেড হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও আমি বুঝতে পারি না কেন এটা একটা জরুরী পাবলিক কনসার্ন নয়! হাজার হাজার পাবলিক সেখানে গিয়েছে, তার মধ্যে এত লোক হতাহত হয়েছে। এটা জেনারেল পাবলিক কনসার্ন। আমি আশা করি আপনি এই ব্যাপারে ডিবেট করবার অনুমতি দেবেন।

Sj. Satya Priya Roy: The railway authorities ignored the suggestion of the West Bengal Government regarding the venue of the inauguration ceremony. So it was recognised by the Government that such a thing would happen. Therefore it should be discussed on the floor of the House. The railway authorities are responsible for the opening ceremony. When it is a matter of both public interest and urgent importance, it should be discussed in the House.

Mr. Chairman: Railway is a central subject and the question should therefore be discussed in the Parliament.

I found adequate police arrangements were made to warn against the danger. It was a question of some people rushing into the place where they had no business. As a result, the tragic incidents happened. So this motion could not be taken into consideration.

Janab Abdul Halim:

আমরা জানি গত কয়েক দিন আগে থেকে সেখানে এলাবোরেট এ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে, এবং আউট অফ বাউন্ডস করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত এলাবোরেট এ্যারেঞ্জমেন্ট করে সমস্ত জনতাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অথচ তা সত্ত্বেও কেমন করে এত রাশ হতে পারে ও এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তা আমরা বুঝতে পারি না।

Mr. Chairman: You can read your motions before the House.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I will beseech you to give me one minute's time to have my submission. You have said that it is not for me to criticize your ruling, whatever it may be. But I would beseech you to permit me to make my position clear. I feel that it is not the railway that is in question. It is the action of the Government of West Bengal that is in question. So it is really a matter that falls within the jurisdiction of the Government of West Bengal.

Mr. Chairman: You are now starting discussion on this subject. I won't permit that. I have given my ruling that you can only read your motion.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: The Hon'ble Home (Police) Minister is here. He will possibly be able to advise in the matter. He knows that it is not the action of the railways which has been questioned. We are in a position to criticise the action of the Government of West Bengal. Therefore, it falls within the jurisdiction of this Government. That is my submission.

Mr. Chairman: I consider this to be a case of pure accident.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: That is a matter of opinion and for that reason it is desirable that it should be discussed on the floor of the House.

Mr. Chairman: I have given my ruling before that I won't allow any discussion on this matter. I do not consider it to be a matter of urgent public interest, as the Railway is involved.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Am I to understand that the death of three persons and injuries to 25 persons are not a matter of public interest?

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: As soon as it has been disallowed by the Chairman, I do not think I will be entitled to make any statement on this subject. There is no point in my making any statement at this stage. It is an accident, pure and simple.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We do not want you to make a statement. Do not make any statement if you so please. We are interested in seeking permission of the Chair to move our adjournment motions.

Mr. Chairman: I will allow you to read your motion. That's all.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, the motion that stands in my name runs as follows:—

"That the proceedings of the Council do now stand adjourned to raise a discussion on a definite matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, the death of at least three persons

and serious injury to 25 resulting from the failure of the Government of West Bengal, Ministry in charge of Police, to make adequate police arrangements and maintain order on Saturday the 14th December, 1957, at Howrah Station where the Prime Minister inaugurated the electric train system from Howrah to Sheoraphuli and travelled thereatter in the electric train between Sheoraphuli and back on the 14th December."

Mr. Chairman: Not the statement please.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I have another statement to make. It is regarding your very kind ruling to which I bow down. If you make an expression of opinion as to a particular matter, it becomes very difficult for us to assume any position whatsoever with regard to that matter. For example, you said that it was a matter of accident. It was a matter of opinion whether it was an accident or not. If you make that statement we cannot make our submission. We are placed in a difficult situation. We beseech you to refrain from making any statement which may be your personal opinion.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It will help you in coming to a decision.

Mr. Chairman: I have made it clear after having had a conversation with the Minister concerned who told me that it was a case of accident and adequate measures were taken in meeting that situation. The Hon'ble Minister said that it was an accident. I do not put it as my own view.

[9-40—9-50 a.m.]

Special Motion

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that this Council concurs in the recommendation of the Legislative Assembly that the Council do join in the Joint Committee of the Houses on the Calcutta Slum Clearance Bill, 1957, and resolves that the following members of the Council be nominated to serve on the said Joint Committee, namely:—

(1) Dr. Sambhu Nath Banerjee,

(2) Sj. Rabindralal Sinha,

(3) Janab Mirza Abdur Rashid,

(4) Sj. Jogindralal Saha,

(5) Sj. Krishna Kumar Chatterjee,

(6) Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya,

(7) Sj. K. P. Chattopadhyay, and

(8) Sj. Ram Lagan Singh.

Sir, this Bill has been introduced in the Lower House and the Lower House has appointed a Select Committee to go into this Bill and I am now asking for concurrence of this House to the same and for nomination of its members to join that Committee. Sir, it is needless for me to say that the question of slum has been engaging the attention not only of this Government but of the people for a long time past. Now a definite step is being taken in order to tackle this problem and this Bill is one of the steps which have been taken. The Bill provides for certain areas to be declared slum areas in which acquisition will take place and the removal of slums within that area will take place. At present it is applicable only to Calcutta but it can be

extended to other areas. The reason why we have confined it to Calcutta for the time being is that the problem of Calcutta is a very difficult and important one. There are about 5 to 6 lakhs of people residing in these slums with 4,500 bustees. It will take many years and a colossal sum of money in order to do away with these slums and to provide reasonably good accommodation for living for the bustee-dwellers. Therefore we have confined it to Calcutta alone for the time being but we have got this provision as it is in the Calcutta Improvement Trust that it can be extended to other areas when circumstances permit. The next thing is that we have provided that whenever a slum-dweller will be evicted, then an alternative accommodation will be provided. We have provided in section 5 that eviction will take place only when the State Government is satisfied that the slum-dweller has been provided with alternative accommodation at a rent which is comparable to what was being paid by the occupier and then and only then we shall take up the slums and bustees, and the structures to be built there, etc. We have also provided that instead of demolishing all huts and structures completely Government may take measures to rebuild the slums in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. The main clause is in regard to compensation that is to be paid in order to acquire these slum areas and that is provided for in section 7. We have provided sufficiently for those who are interested in the slum areas—slum owners and others. As a matter of fact, the Central Government has passed a Bill for acquisition of slums which provides for much lesser amount to be paid to those interested in them but taking into consideration the conditions prevailing in Calcutta, we have provided for a more liberal compensation to be given so that we may be able to acquire these lands. So far as putting into effect of the slum clearance is concerned, though we have nothing to do for that in this Bill, I wish to inform the House that during the Second Five-Year Plan the Central Government has allotted to us Rs. 2 crores 80 lakhs which in our opinion is quite insufficient. But at the same time they have accepted this principle that whenever a slum area is to be acquired, the Government will pay 50 per cent. as loan, 25 per cent. as subsidy, provided a matching grant of 25 per cent. is paid by the State Government. The State Government has agreed to these terms and has started to put into practice the proposals. At present we have submitted proposals to the Government of India to the extent of Rs. 86 lakhs and I am glad to say that the Central Government has agreed to it and the work is going to be started very soon. A part of the scheme is to be implemented by the Calcutta Improvement Trust because certain areas are falling into an alignment scheme and the House will remember that about two years before it passed an amendment to the Calcutta Improvement Act that alternative accommodation will have to be provided before a slum is taken up and that scheme is being held up for providing alternative accommodation. Now we have arranged for construction of a suitable building in order to provide alternative accommodation. The next scheme is by the Government of West Bengal for providing alternative accommodation. We have got to erect buildings first before we take up any other slum areas. With regard to other plans we have submitted schemes but as yet Government have not accorded sanction. We should wait till the sanction is given.

With these words, Sir, I commend my motion for acceptance of the House.

[Janab Abdul Harim rose.]

Mr. Chairman: There is no scope for discussion on the motion as it is just an invitation to the members of this House to join the Select Committee.

Janab Abdul Halim: Sir, I want to make certain observations since it relates to Select Committee.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, aren't we entitled to speak on the motion that is before the House?

Mr. Chairman: The only point is that some members of this House have been invited as representatives to join the Select Committee. I do not think that calls for any discussion. You can oppose it when it comes up for voting.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Without opposing it we have a right to speak on the motion. My remarks on the motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan will be very brief.

Mr. Chairman: Are you speaking on the motion? I think you are opposing it.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I am unable to say beforehand whether I oppose it or not. You will know what I am going to do after listening to my speech.

Mr. Chairman: All right.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we have no hesitation in welcoming the motion from this side of the House. Since 1952 we have been advocating the clearance of slums and we feel very happy indeed that the Hon'ble Minister has come forward with a Bill at last. We are also glad to know that the Government of India have promised financial assistance. We are hoping that the Government of India will be good enough to finance us adequately so as to enable us to remove all of our slums in the near future.

Sir, with regard to one matter......

Mr. Chairman: You are going into the merits of the Bill. You can speak only on the personnel.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Not at all, Sir, I am not speaking on the merits of the Bill. The Minister has given us a summary of the Bill. I am speaking on the matter that was referred to by him in course of his speech.

Sir, with regard to the agency of slum clearance I have a submission to make. Some time ago from this side of the House I submitted that the Corporation of Calcutta should not be entrusted with the task of slum clearance.

I noticed an announcement in the papers by the Chief Minister of West Bengal to the effect that the Corporation would not be permitted to undertake it and that the Government of West Bengal or the Improvement Trust or some other agency would be entrusted to take charge of it. We feel very much reassured by the announcement of the Chief Minister.

[9-50—10 a.m.]

Mr. Chairman: The question whether the Corporation will do it or not hardly concerns us.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: The Hon'ble Minister has spoken about it.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Members to whom it suits temperamentally are mentioned here.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Certain remarks made by the Hon'ble Minister during his speech on the motion prompted us to speak. We are not opposed to the Bill. Since the right to speak on this matter was wrongly questioned by the Government we had to protest. We welcome the motion that has been put by the Hon'ble Minister.

Janab Abdul Halim:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমি যে তখন কিছু বলবার জন্য উঠেছিলাম, তখন মাননীয় লোকাল-সেল্ফ গভর্নমেন্টের মন্ত্রীমহাশয় এখানে যে মোশনটা এনেছেন, তাতে তিনি যে নামগুলি সিলেক্ট কমিটিতে দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে কোন আপত্তি করবার জন্য উঠি নাই। সে নামগুলি সম্বন্ধে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমি শুধু কিছু অবজারভেশন করতে চাই। ১৯৫৫ সালে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট বিল পাশ করা হয়েছে। তারপরে আবার এই বিল আনা হয়েছে। তখন সেই বিলে কতকগুলি প্রভিশন ছিল যে, বস্তীগুলিকে সরিয়ে দিয়ে কলকাতা শহর এলেকাকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করা হবে। আজকে সুখের কথা কলকাতায় এই স্লাম্প ক্লিয়ারেন্স বিল এনে তাদের অল্টারনেটিভ বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের সরানো হবে। আমরা চাইছি—কলকাতায় যে ২॥ কোটী টাকা খরচ করে ১৫।১৬ হাজার লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে, তা সত্ত্বেও এই কলকাতায় আরো প্রায় ১০ লক্ষ অধিবাসী আছে যারা বস্তীতেই বাস করে, তাদের জলের ও পায়খানার যে অভাব ও অসুবিধা রয়েছে সে সম্পর্কেও এই বিলে যাতে ব্যবস্থা হয়, এই বিলটা যাঁরা সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনা করবেন, সে সম্পর্কেও যেন তাঁরা আলোচনা করেন, আমি আজ শুধু এই কথা কয়টিই বলতে চাই। তা ছাড়া এই বিলের আমি কোন সমালোচনা করছি না। বিলটা যখন সিলেক্ট কমিটিতে আলোচিত হয়ে আমাদের কাছে আসবে তখন আমরা এই সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ পাব।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I want to clear up this misunderstanding about the total population of bustees. The total population of bustees is only five lakhs and not ten lakhs. Under the Improvement Trust Act, we had not given them power to do slum clearance. What we did in the last amendment of 1951 is that if the Improvement Trust wanted improvement of a bustee area, then they would take it up with the Government. They cannot themselves deal with it. That must be done by some other body.

Sj. Satya Priya Roy: As regards the Select Committee, some other members should be taken from the Opposition. Instead of the members already mentioned, the names of Sj. Annada Prosad Chaudhuri and Sj. Monoranjan Sen Gupta should be included in the Select Committee so that the Opposition may really be represented. I think the Hon'ble Minister will accept the suggestion.

Mr. Chairman: I understand eight Members will be taken from this House.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, it is for this House to decide. The Minister may oppose it.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The resolution before the Lower House was 'eight members from the Council' that has been passed. You can only alter the names.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we are entitled to make our own suggestion. We are not bound by what the Lower House have done.

Sj. Satya Priya Roy: I would request the Minister to drop two names from that side and include two names from this side who are legal experts and who would be of very great help in the deliberation of the Select Committee.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Then you put a motion before the House that instead of 8 let there be 10. And then put another motion suggesting the two names.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I beg to move that the number of members should be ten instead of eight in the Select Committee.

The motion was then put and lost.

Sj. Satya Priya Roy: I also beg to move that the names of Sj. Rabindralal Sinha and Sj. Krishna Kumar Chatterjee should be omitted and these names should be replaced by the names of Sj. Annada Prosad Chaudhuri and Sj. Monoranjan Sen Gupta, respectively.

Sir, my reason is that these members really belong to Howrah whereas this Bill which is going to the Select Committee really concerns immediately Calcutta. So I propose this change.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that the names of Sj. Rabindralal Sinha and Sj Krishna Kumar Chatterjee should be omitted and these names should be replaced by the names of Sj. Annada Prosad Chaudhuri and Sj. Monoranjan Sen Gupta respectively,

was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that this Council concurs in the recommendation of the Legislative Assembly that the Council do join in the Joint Committee of the Houses on the Calcutta Slum Clearance Bill, 1957, and resolves that the following members of the Council be nominated to serve on the said Joint Committee, namely:—

(1) Dr. Sambhu Nath Banerjee,

(2) Sj. Rabindralal Sinha,

(3) Janab Mirza Abdur Rashid,

(4) Sj. Jogindralal Saha,

(5) Sj. Krishna Kumar Chatterjee,

(6) Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya.

(7) Sj. K. P. Chattopadhyay, and

(8) Sj. Ram Lagan Singh,

was then put and agreed to.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we would like to record our appreciation of the help that was rendered in this House in conducting the deliberation on this subject by our Chief Minister.

GOVERNMENT BILLS

The City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957.

The Hon'ble Siddhartha Sankar Roy: Sir, I beg to move that the City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration.

Sir, the reason why this Amending Bill has been introduced is to remove certain doubts that has arisen with regard to the jurisdiction of the City Civil Court in respect of ejectment suits concerning properties worth Rs. 10,000 and less. That is a technical matter and that is the only doubt that we wish to remove. Therefore I do not want to take more time of the House.

The motion of the Hon'ble Siddhartha Sankar Roy that the City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration,

was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I have a submission to make on this clause. My observation will be of a nature of enquiry to the Honourable Minister who has moved the adoption of this clause. In section 2, sub-clause (1)(ii) it is stated "where the value of the suit exceeds ten thousand rupees—to the High Court at Calcutta". When the City Civil Court was being discussed on the floor of the House we made a submission which we would again make that the jurisdiction of the City Civil Court should be further enhanced.

We would like the Hon'ble Minister to consider whether it would not be possible at this stage to extend the jurisdiction of the City Civil Court instead of limiting it to suits the value of which is Rs. 10,000.

[10—10-10 a.m.]

The Hon'ble Siddhartha Sankar Roy: The City Civil Courts are still on trial and such a proposal cannot be accepted at this stage.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Siddhartha Sankar Roy: Sir, I beg to move that the City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957, as settled in the Council, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the Wes Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly be taken into consideration.

Sir, the Bill is a very short one. The House knows that in Chapter II of the Land Reforms Act certain provisions had been enacted for regulatin the right of Bargadars and the owners. Sir, the House may also remembe that in the old Bargadars Act there were two provisions in case somethin was done illegally or in case a fraud was practised. There was a provisio for restoration as also a provision for penal measure. Now, in the Lan Reforms Act there was a provision for restoration but the penal measure wa not there. Therefore it has been decided to re-introduce penal measures s that now that we are passing through a state of flux and that settlemen records are being prepared, there might be no effort for eviction of Bargadar and as such this Bill has been brought forward. There are really tw sections, viz., 19A and 19B. Section 19A relates to all sorts of breaches o order and 19B only covers those cases where there has been no order but th owner forcibly wants to evict the Bargadars. The provisions make sufficientl clear the way in which penalties are to be imposed. I believe it is no necessary to expound them any further.

With these words, Sir, I move my motion for consideration of the Bill.

***Janab Abdul Halim:**

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, বর্গাদারদের জমিদারী উচ্ছেদ থেকে প্রটেকশনএর জন্য যাতে তার জমি ফেরত পেতে পারে, তার জন্য ১৯বি ধারা আনা হয়েছে। জমি চাষ না করা হলে অথবা বর্গাদার ব্যতীত অপর কাউকে দিয়ে জমি চাষ করালে, জমি অবিলম্বে আবেদনকারীকে ফেরত দেওয়া হবে। এবং জমিতে কোন ফসল হলে তার শতকরা ৪০ পার্সেন্ট সরকা বাজেয়াপ্ত করবেন এবং ৬০ পার্সেন্ট আবেদনকারী পাবে। জমির মালিক কোন নূতন বর্গাদার নিয়োগ করলে চাষের মরশুমে আবেদনকারীকে জমি ফেরত দেওয়া হবে এব নূতন বর্গাদার ও আবেদনকারী জমির উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক পাবেন। কিন্তু এ কতটুকু কার্যকরী করা হবে সেটাই প্রশ্ন। প্রকৃতপক্ষে এ-ধরণের বর্গাদার যারা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে, তারা জমি ফেরত পাবে কি না সন্দেহ। এই বিলটি উপস্থিত করা হলে প্রকৃতপক্ষে ইহা দ্বারা বর্গাদারদের জমি ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এই সঙ্গে ১৯এ-তে মালিক ও বর্গাদারদের এক পর্যায়ে ফেলা হয়েছে এবং কার্যতঃ বর্গাদারদের শাস্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই আমরা মনে করি যে, এই বিলটা দ্বারা বর্গাদাররা তাদের থেকে রেহাই পাবে তা পাবে না, এ বিলটাকে যথাশীঘ্র কার্যকরী করার জন্য মাননী মন্ত্রী মহাশয়কে অর্ডার দিবার জন্য অনুরোধ করছি।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I have nothing to say.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the West Benga Land Reforms (Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be take into consideration was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put an agreed to.

Clause 2

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put an agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then pu and agreed to.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957, as settled in the Council, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly and transmitted to the West Benga Legislative Council for its recommendations, be taken into consideration.

Sir, this is an amendment of the Act which was passed in 1944 Sections 10, 17, 23 and 48 of the Act refer to a person connected with an of the agricultural schemes or associations or industry and so on. Sir before this there were three types of persons or three types of organisation which worked for agricultural improvement apart from the co-operatives The agricultural income can be to a Company, it can be to an Associatio or it can be to a Firm. A Company generally gives some dividend to th shareholder and up till now under sections 10, 17, 23 and 48 the Compan paid the income-tax on behalf of the shareholder with the result that th dividend paid to the shareholders used to be added up and included in th total agricultural income of the shareholders. The Supreme Court has hel that the amount paid as dividend to the shareholders of a Company intereste in agricultural improvement or agricultural concerns should not be regarde as part of agricultural income. Therefore, we have replaced sections 10 17, 23 and 48 by sections 2, 3, 4 and 7 of this Bill. We have to give bac the foreign association any tax which it has paid or the portion referrin to a Company in which a person is a shareholder and for which he get dividends. As regards clauses 5 and 6 the reason for amendment is obviou

As for section 8(1)(a)(b), we shall have to accept rates of taxes in futur in decimal coinnage according to the conversion table prescribed by th Government of India.

In section 8(2) we have raised the tax on Companies from four anna i.e., twenty-five naye paise, to forty naye paise per rupee. Ordinarily mo of these Companies are Tea Companies—there are one or two Sugar Con panies, but mainly Tea Companies. Ordinarily under the Income-tax A total tax payable by a Company as agricultural tax is I think 81.5 per cent namely, 31.5 per cent. *plus* 50 per cent. super-tax. There may be a reba on the super-tax on certain conditions. Therefore, we have found out l calculation that the minimum rate applicable to a Company which has sati fied all the conditions is 25.5 per cent. In many cases where there is diffe ence in compliance with the conditions the rate is higher.

[10-10—10-20 a.m.]

This clause puts in 40 naye paise for non-agricultural income-tax. W have done it with a definite purpose. We had a meeting of the membe of different Tea Companies and they have agreed that under the prese financial situation it is impossible for us to avoid charging an extra for t tea companies.

With these words, Sir, I move the motion that stands in my name.

Janab Abdul Halim:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে কৃষি-আয়কর বিল এনেছেন, তার উদ্দে হিসাবে বলেছেন—

To increase rate of agricultural income-tax.

আমি এখানে একটা বিষয়েই আমার বক্তৃতা সীমাবদ্ধ রাখব। কো-অপারেটিভ ফার্মিং বাংলাদেশে খুব কম। বর্ধমান জেলায় কয়েকটা আছে। ল্যান্ড রিফর্ম বিলে বলা হয়েছে যে, এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভএর ভিত্তিতে দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে যাদের ছোট ছোট জমি আছে, ৪।৫ বিঘা জমি আছে, যারা স্মল-হোল্ডার্স তারা এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভএ যোগদান করলেও তাদের ট্যাক্স দিতে হবে। আমি বর্ধমানের ২।৩টা কো-অপারেটিভএর বিষয় জানি, তারা আমাকে বলেছে যে, তারা ফার্টিলাইজার পান না, ঋণ পান না—এইরকম নানান অসুবিধার মধ্যেও তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ-বিলে তাদের কোনরকম প্রটেকশন দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে না। এতে কো-অপারেটিভ-গুলির কাজে নিরুৎসাহের ভাব আসবে। তাদের উপর যাতে এটা না বসে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা থাকা উচিত। যারা ইন্ডিভিজুয়ালি ২।৪ বিঘা জমি নিয়ে চাষবাস করে তাদের যদি কো-অপারেটিভে জয়েন করলে ট্যাক্স দিতে হয় তাহলে তারা কো-অপারেটিভ ফার্মিংএ জয়েন করতে চাইবে না। সেদিক থেকে আমি মনে করি এমন একটা প্রভিশন রাখা উচিত যাতে ট্যাক্স না বসে তাদের উপর।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I would speak just a word or two in support of Mr. Halim. Our Minister of Food, our Chief Minister and the Prime Minister of India have been emphasising during the last two weeks the necessity of increasing food production. In order to increase food production, certain facilities should be afforded to co-operative farms and individuals who are engaged in producing foodgrains. So I feel that those co-operative farms who are producing foodgrains should be specially exempted from this tax.

Sir, there is another matter to which I would like to draw the attention of the Chief Minister. He knows very well that in the Land Reforms Act we provided for certain special facilities to be given to co-operative farms. If these additional facilities are given, it will be a sort of fillip to adequate production of foodstuff. Therefore, I would suggest that foodstuff should be exempted from the payment of this tax. All agricultural co-operative farms producing foodstuff should be exempted from this tax.

Sj Satya Priya Roy:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দেশে খাদ্যের যে কতটা অভাব তা মন্ত্রী মহাশয় মাঝে মাঝে তাঁর বিবৃতির মাধ্যমে বলেন—এখানে বলছেন ১২ লক্ষ টন খাদ্যাভাব হবে। চীনে যে জিনিষটা বিশেষ করে আমাদের চোখে পড়েছে, সেটা হচ্ছে তারা শতকরা ৯০ জনকে এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভএর ভিতর আনতে পেরেছে এবং তার ফলে আমাদের দেশ থেকে সেখানে ১॥/২ গুণ বেশী ফলন হচ্ছে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিমণ্ডলী চীনে গিয়েছিলেন, সেখানকার এগ্রিকালচারাল রিফর্ম কিভাবে হয়েছে, সেখানকার সমবায় সমিতিগুলি কিভাবে কাজ করছে, তা দেখবার জন্য। তাঁরা যে রিপোর্ট দিয়েছেন সে রিপোর্টে তাঁরা চীনে কো-অপারেটিভগুলি যেভাবে গড়ে উঠেছে ঠিক সেইভাবে ভারতবর্ষে এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ গড়ে তোলবার জন্য সুপারিশ করেছেন। গোড়াতেই যদি ইনকাম-ট্যাক্স তাদের উপর বসান হয় তাহলে কো-অপারেটিভ গড়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হবে। চীনে মাথাপিছু সমানভাবে জমি ভাগ করা হয়েছে, আমাদের এখানে অবশ্য তা করা হয় নি। কারু ৭৫ বিঘা জমি থাকতে পারে, কারু ৫ বিঘা জমি থাকতে পারে। যে-সমস্ত অংশীদারদের নিয়ে কো-অপারেটিভগুলি গড়ে উঠবে, তাদের অবস্থা সকলেরই একরকম এ-কথা বলা যায় না। সাধারণভাবে দুটো ভাগ করা উচিত; যাদের ইনকাম-ট্যাক্স দিতে হত তারা কো-অপারেটিভএর মেম্বার হলে তাদের কাছ থেকে ইনকাম-ট্যাক্স নেওয়া হবে আর যারা কো-অপারেটিভএর মেম্বার হলেও যাদের আগে ট্যাক্স দিতে হত না, তাদের অব্যাহতি দিতে হবে। আমার মনে হয়, কো-অপারেটিভ সম্পর্কে সরকার বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করে এই আইন প্রণয়ন করেন নি। এই যে খাদ্যের দুরবস্থা, তা দূর করবার জন্য সমিতিগুলি

কতটা কাজ করতে পারবে, আমাদের রাজস্ব-ব্যয় বাঁচাবার জন্য সাবসিডাইজড ও বিদেশ থেকে যে খাদ্য কিনে আনতে হয় তার কতটা অবসান ঘটান সম্ভবপর সেদিক থেকে সরকারের ধীরভাবে বিবেচনা করা দরকার। এই আইনের এই অংশটুকু বাদ দিয়ে কো-অপারেটিভ সম্পর্কে নূতন এবং সামগ্রিকভাবে একটা আইন প্রণয়ন করা উচিত। সেদিক থেকে আমার পূর্ববর্তী বক্তা এই বিল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সে মন্তব্য আমি সমর্থন করি।

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সাধারণভাবে একটা বিষয় জানতে চাই। এই এ্যামেন্ডমেন্টএ বলা হয়েছে—

any agricultural income which he receives as his share of agricultural income of a firm or association of persons.

কিন্তু, স্যার, আমি এমন কয়েকটা কেস জানি যাতে যদি কোন ব্যক্তি এগ্রিকালচারাল ইনকাম-ট্যাক্স দেন, তাহলে তিনি ইনকাম-ট্যাক্সএর আওতায় পড়েন। কয়েক বৎসর আগে ঝাড়গ্রামের রাজার এরকম একটা কেস হয়েছিল। আমি তাঁদের কেস জানতাম। এ-নিয়ে ক্ষিতীশ নিয়োগীমশাইএর কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন করা হয়েছিল। আমি জানতে চাই সেই অবস্থা এখনো আছে কি না। এগ্রিকালচারাল ইনকাম-ট্যাক্স যে আয়ের উপর দেওয়া হয়, সেই আয়ের উপর ইনকাম-ট্যাক্স এ্যাসেস করা হয় কি না এটাই আমার জিজ্ঞাস্য।

[10-20—10-30 a.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, section 10 of the present Act says: "that agricultural income-tax shall not subject to the provisions of section 17 be payable on the part of total agricultural income of a person which is any dividend which certain person receives as a share-holder out of agricultural income.

The whole tax structure is divided into agricultural income and ordinary income. My friend Sj. Haren Rai Chaudhuri knows very well that the income tax on his income is different from that on his agricultural income. What used to happen up till now is this. The dividend which the company used to give to a shareholder, in view of the fact that payment was made by the Company on behalf of the shareholders, used to be added to his other agricultural income tax. By this judgment of the Supreme Court it was held that dividend is not an agricultural income and therefore section 10 has been altered. The first part of section 10(a), viz., "any dividend which such person receives as a share-holder out of the agricultural income of a Company which has paid or will pay the tax in respect of the said agricultural income", has been omitted, but the remaining portion of that section remains, viz., "any agricultural income which he receives as his share of agricultural income of a Firm or association of persons, which has paid the tax in respect of the said agricultural income". Supposing a member belonging to a Firm or association of persons has his agricultural income taxed but the firm has already paid the tax in respect of its agricultural income, then, of course, he will get the refund. Section 49 of the Agricultural Income Tax Act says "the State Government may, by notification in the Official Gazette, make provision for the granting of relief in respect of agricultural income on which both agricultural income-tax under this Act and other income-tax have been paid". So the provision of relief is there in the Act. With regard to the other question that has been raised by my friend Mr. Halim about co-operatives, I had mentioned the word "co-operative" in my opening speech and I did it deliberately, because we are trying to formulate a principle which will relieve the co-operative societies which are engaged in agriculture. At the same time there should not be any loophole for any person to take advantage of such arrangements

that we are trying to make for such societies. We cannot do this within a short time but I propose to do it during the next session. I know the cases of Burdwan which have been referred to by some friends here and which deserve our consideration. What Mr. Nirmal Bhattacharyya said is perfectly wrong, that is, on the one hand we give them free seed and manures for little land and on the other hand we take away their income through the agricultural income-tax. That will have to be dealt in a different Bill altogether. We may bring up an amendment next session because these questions are not quite clear in the Act. It may happen that a person who used to pay agricultural income-tax for, let us say, 50 bighas of land, now forms a co-operative and gets two, three, four, five or ten persons on half a bigha or so and manages to evade the tax in the name of co-operative. Secondly, to a co-operative which is not prepared to increase the production—because that is the most important part—which is not prepared to show that it can increase production by means of co-operative, we may not give any relief. Therefore there are two things, first, there should not be any person who under the cloak of a co-operative tries to avoid paying the tax which he was paying before and secondly, if a co-operative is to get the full benefit of the amendments that we want to put forward, it must show increased production. These are the two main provisions. With these words, I move my motion.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Bengal Agricultural Income-Tax (Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly and transmitted to the West Bengal Legislative Council for its recommendations, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 8

Dr. Charu Chandra Sanyal: Sir, I beg to move that the Council recommends that clause 8(2) be omitted.

Sir, by this I mean that the tax structure of four annas per rupee should remain as it is. It should not be increased. The Bill is a Money Bill and so no amendment can be proposed, and therefore, a recommendation has been brought forward in this House. Sir, the Government of West Bengal is increasing the agricultural income-tax in case of every Firm, Company or association of individuals on the whole of total income to six annas six pies a rupee, i.e., on Companies, Firms, co-operatives, etc., the tax will be increased. In 1944 the tax was two annas six pies. In 1953 it was raised to four annas and in 1957 it has been proposed to raise it further to six annas six pies a rupee. That is, in course of 13 years the tax is being trebbled. The Tea Companies come under this Act and hence I propose to speak something about the Tea Companies with regard to this amendment. Tea is the biggest money earner agricultural *cum* industrial crop of West Bengal. You should please mind the words "on the whole of agricultural income". Even if there is an income of hundred rupees it is subjected to tax. That is the whole question. I do not want to raise the question of co-operatives as it has been discussed in this House a few minutes before. I come to the subject of taxing the tea estates and tea companies. It is not always that only the dividends are taxed by this. Any income, any agricultural income derived from tea is taxed. According to the present custom 60 per cent. of the income from tea is subject to State Agricultural Income-tax. There are about 250 tea companies in West Bengal. The average income during the last two years comes to 250 lakhs approximately of which 100 lakhs are subject to Indian income-tax—tax at the rate of eight annas to fourteen annas in a rupee and the rest 150 lakhs are subject to agricultural income-tax at the rate of four annas.

That brings 40 lakhs of rupees to the Government of West Bengal. It has now been proposed to raise it to six annas six pies to gain 65 lakhs of rupees. So, Sir, Bengal Government wants to increase the income by 25 lakhs of rupees and what is the effect of this increase? The taxes on tea have been calculated to have come up to annas twelve per pound. West Bengal produces nearly 200 million pounds of tea and this increase of 25 lakhs will increase the cost of production by annas two per pound.

[10-30—10-40 a.m.]

Now, the cost of production of black tea is Rs. 1-8 per pound. If this tax amounting to annas 14 be added to the cost of production then the price at source comes to Rs. 2-6 per pound. In that case the wholesale price in the internal market should be at least Rs. 3 and the retail price should go up to Rs. 4 per pound and that is happening to-day. As a result, unwholesome dusts are being sold in the market as tea and adulteration has become rampant and this price of the internal market has caused a shrinkage of internal consumption of tea. And what is the result? The world production is 14 million pounds of tea and the world consumption nearly balances it. Burmah, Malaya, Viet-nam, China, South-Africa, Brazil and Japan have started producing tea at a cheaper rate and very soon they will glut the world market. China is starting export. U.S.S.R. has made tea plantation and can produce 40 pounds of black tea per acre whereas our average production in India comes only to 16 maunds of black tea per acre. That is a huge difference. So there is the possibility of big competition in the near future. Unless we can produce better teas at cheaper rates we are sure to lose the external market.

Then what is the position of India to-day? India produces 650 million pounds of tea of which 450 million pounds go out to the world for sale and of which England alone buys 300 million pounds. So England buys almost half of our total production of tea. West Bengal produces 200 million pounds of tea of which 150 million pounds go out to the world for sale and of 150 million pounds going outside 100 million pounds are purchased by England alone. Unless we can give them good and cheaper teas, India will lose that market. It is found that the home consumption of India is only 200 million pounds of tea. At that rate 50 million pounds of tea are produced by West Bengal for consumption within the country and if this tea is not within the purchaseable power of the people in general, other commodities such as coffee from other states will take its place.

So, coffee houses are going to be opened everywhere in India and outside, because of high price of good tea. I submit, Sir, while imposing this extra tax we should consider these factors. We should not be miopic in our vision, we should look to the remote effect of this immediate gain which we are going to have. This tax will no doubt be imposed as there is a large majority in its favour, but Sir, it should be remembered that the increase of the tax will increase the price of internal tea and will hit the consumers of our Province. Tea is an essential product of West Bengal and the prosperity of this State depends largely on this crop. At present Centre is taking away the major portion of the profit, but very soon large amount of the profit is sure to return to West Bengal for the development work. So, Sir, this industry of West Bengal should be saved at any cost. The planters, specially the Europeans have been accused of mismanagement leading to deterioration of tea. From my experience in tea for the last thirty years I can say it definitely that such a deterioration is sure to come because of constant labour troubles, strikes and lockouts, bad work, go-slow, etc. All these things are contributing largely to the deterioration of tea. Unless these are looked into carefully tea is sure to go down.

Sir, the days of two leaves and a bud are gone. If you come to the tea establishments you will find that five leaves and a bud are being plucked. That can never produce good tea and this tea cannot compete in the world market. If we are to draw some profit out of it, we must certainly look to all these things. We must produce good tea at cheap rate; otherwise the market will go down and profit will be no more. Sir, Government want money certainly, but it should not be the process of *phooka*, and this is exactly what is being done. Here I hope this must be administered with caution, so that the cow does not die. Sir, before or soon after it becomes an Act I would request the Government to set up a committee of expert planters, scientists, tea businessmen and accountants to go into the causes of the deterioration of tea, and to find out the ways and means to save this industry from impending ruin and to improve this property of West Bengal, so that West Bengal may derive large beneft from this plantation for her development works. Such a Committee should be very independent. They should not be guided by sentiment and they should not be the guests of tea planters. They must be as independent as possible in all respects.

[10-40—10-50 a.m.]

Sir, the Government of West Bengal should insist on the Tea Board to start a research institute in the tea area of West Bengal for the development ~~and~~ improvement of quality and quantity of tea so that this tea can be sold in the out market to bring foreign money into this country and this will ultimately do a great profit, a great advantage to the progress of West Bengal. Sir, unless these are undertaken seriously, it is no good taxing the tea at the present time and this taxation would certainly be a taxation on the consumers and so at the present moment taking this fact into consideration I am opposed to the imposition of this further tax at 6 annas 6 pies on a rupee and I hope the Government of West Bengal would agree to keep it down at 4 annas for the present. With these words, I close my observation.

Sj. Annada Presad Choudhuri:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমি বন্ধুবর ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের সমর্থনে কয়েকটী কথা বলতে চাই। ২৫ নয়া পয়সার জায়গায় ৪০ নয়া পয়সা যে যোগ করবার কথা হচ্ছে মোটামুটিভাবে আমরা তার বিরোধী নই। কিন্তু স্যার, বাংলাদেশে যে চায়ের বাগান আছে, আর আসামে যে চায়ের বাগান আছে, সে সম্বন্ধে বলতে চাই যে, উত্তর ভারতের চায়ের বাজার প্রধানত লন্ডনে এবং লন্ডনে যে চায়ের দর পাওয়া যায় তার আজকাল প্রধান প্রতিযোগী হচ্ছে আফ্রিকা, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান। পাকিস্তান থেকে যে চা যায়, তার এক্সপোর্ট ডিউটী নাই, আসামে যে লো ট্যাক্স আছে তাও নাই, আর বাংলাদেশে যে এন্ট্রি ট্যাক্স তাও নাই। তাই পাকিস্তানী চা লন্ডনের বাজারে গিয়ে বিক্রয়ের অনেক সুবিধা পায়। কিন্তু ভারতবর্ষের চা তা পায় না। যতদিন পর্যন্ত লন্ডন অকশনে চা বিক্রয় হবে, ততদিন পর্যন্ত এই অসুবিধা থাকবেই। এই যে অন্য বেশী ট্যাক্স আমাদের চায়ের উপর আছে, তাও আবার বাগান অনুসারে বেশী-কম হয়, যেমন আসামের চা খুব বেশী দামে বিক্রয় হয়, সেইজন্য সেই চা যতটা কর-ভার সহ্য করতে পারে, তার থেকে কম পারে লোয়ার আসামের চা এবং তার থেকে কম পারে জলপাইগুড়ি ও তরাইয়ের চা এবং তার থেকে আরো কম পারে শিলচর এবং ত্রিপুরা স্টেটের চা, যেগুলি সবচেয়ে কম দামে বিক্রয় হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে, উত্তর ভারতের এবং অন্যত্র চায়ের উপর একই ট্যাক্স।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

চায়ের শ্রমিকদের বেতনের তারতম্য আছে। শিলচরের বেতন সবচেয়ে কম।

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

সেখানে চাও সবচেয়ে কম হয়। যদি বলেন চায়ের দাম কম পায়, আমি তাহলে বলব তারা বেতন কত কম পায়? সেখানে কর-ভার তাদের উপর কত? একটার সংগে আরেকটার ক্ষমতা আছে কি না? আর, আমি আগেই বলেছি পাকিস্তানের এক্সপোর্ট ডিউটী লাগে না, পাকিস্তানের আসামের লো ট্যাক্স লাগে না, তাদের বাংলাদেশের এগ্রি ট্যাক্স লাগে না, সেইজন্য পাকিস্তানের চা কাছাড় ও ত্রিপুরা স্টেটের চায়ের সংগে প্রতিযোগিতায় লন্ডন মার্কেটে সহজে বিক্রয় হয়। তাইতে আমি বলি না যে, ট্যাক্স বাড়াবেন না। তাই যেমন এক্সপোর্ট ডিউটী এবং ময়ের দামের উপর এ্যাড-ভেলোরেম ডিউটী বসাবার জন্য যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টি বোর্ড আলোচনা করছেন এবং তাঁদের মত জানাচ্ছেন, সেইরকম আমরাও বলতে চাই—২৫ থেকে ৪০ নয়া পয়সা যে বসাতে যাচ্ছেন এটা স্টেট সীস্টেমএ হোক। যে বাগানের দাম বেশী তার উপর ৪০এর জায়গায় ৫০ নয়া পয়সা হোক; এবং যে বাগানের দাম কম তার ২৫এর জায়গায় ২০ নয়া পয়সা করে দিন। তবে এই শিল্প বাঁচতে পারবে। আমি তাই মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে বলি, এ-বিল এখানে যখন লোয়ার হাউস থেকে পাশ হয়ে এসেছে, আর আপনাদের যখন মেজরিটী রয়েছে তখন পাশ হয়ে যাবে। কিন্তু পাশ হবার পর যদি এ শিল্পকে বাঁচাতে হয় তাহলে আমি বলি যে, আমরা ২৫ বা ৪০এর বিরোধী নই, কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে, যে বাগানে যেরকম চায়ের দাম পাওয়া যায়, তার যতটা কর-ভার সহ্য করবার ক্ষমতা আছে সেইটে অনুসন্ধান করে দেখুন। যেমন উত্তর আসামের চা ৪ টাকায় বিক্রয় হয়, আর ত্রিপুরার চা বিক্রয় হয় ১ টাকায়। তার উপর আজকাল সাউথ আফ্রিকা ও পাকিস্তান থেকে কম্পিটিশন আসছে। কাজেই যে বাগানে যেরকম এভারেজ এবং তাদের প্রোডাকশন এবং দাম কি তা বুঝে তাদের উপর যদি ৪০এর জায়গায় ৫০ নয়া পয়সা বসান তাহলে তারা তা সহ্য করতে পারবে; গভর্নমেন্টের আয়েরও কোন ক্ষতি হবে না। যারা এতটা কর-ভার সহ্য করতে পারবে না তাদের জন্য যখন এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন তখন যদি ২৫এর জায়গায় ২০ করেন তাতে গভর্নমেন্টেরও গায়ে লাগবে না এবং শিল্পও কর-ভার থেকে একটু অব্যাহতি পেয়ে অগ্রগতির পথে চলতে পারবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I rise to oppose the amendment of my friend Sj. Sanyal. It is all very well for him to say in competition we cannot get foreign market. I had discussed, as I said in the beginning, with both the Tea Planters' Association and Indian Tea Planters' Association representatives, and I pointed out to them, I had some dealings with the major producers of tea and tea that is put in the market. During the war the tea garden people made enormous profits because they used not the leaves of the tea only but the sticks, stems and everything. They used to put them in the market, and I have seen samples myself, and they were getting on merrily. When they found that the people outside India who drank tea liked it to be of a better quality, a Committee was appointed by the Government of India three years ago. They reported last year. One of the recommendations of the Committee was that in order to develop tea industry the tea industry should set apart fifty rupees per acre for a development project. The Government of India was also prepared to give some help in that matter. I understand that very few of the gardens have taken advantage of it.

Merely reducing the tax, or keeping the present rate which is twenty-five naye paise, at its own standard will not improve either the quality or increase the sale of the goods. The tea garden owners should realise that personal attention is given as much to it as it is given to other things. The whole proposition is that on the total agricultural income a certain tax is levied. If the income is less he pays less, if the expenditure per acre is more he pays less.

[1-50—11 a.m.]

But the whole difficulty is: supposing we said merely that those who have got better gardens, those who looked after their gardens properly and produced better tea leaves should pay more, it would be a premium on worse gardens which I have said is quite wrong.

Sir, my friend Dr. Sanyal probably forgot to mention that demands are coming from tea gardens for giving them various sorts of facilities. But wherefrom will they get the money? Will they produce more and have the money? Everyone wants protection, everyone wants some other concession about sales tax and so on. I told them that we were prepared to help them, but they simply said, "Don't ask me to pay more because my garden will be worse". I told Dr. Sanyal that unless the tea gardens paid more, it would not be possible to save them in future. Some of the projects which are necessary to protect the tea gardens can only be taken up by the Government provided the gardens pay more.

With these words, Sir, I oppose the amendment of Dr. Charu Chandra Sanyal.

The motion of Dr. Charu Chandra Sanyal that the Council recommends that clause 8(2) be omitted was then put and lost.

Mr. Chairman: As there is no recommendation, the Bill is to go back.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archæological Sites Bill, 1957.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, I beg to move that the West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archæological Sites Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration.

Sir, before independence, "Ancient and historical monuments" and "archæological sites and remains" were Central subjects under the Government of India Act, 1935. Under the present Constitution of India, vide entry 67 in List I of the Seventh Schedule, the Central Government can have control only over "Ancient and historical monuments and records and archæological sites and remains declared by or under law made by Parliament to be of national importance". The State Government have been granted legislative powers in respect of the rest of the "historical monuments and records under entry 12 of the State List and of the archæological sites and remains" under entry 40 of the concurrent List. The Ancient Monuments Preservation Act, 1904, as at present stands, applies only to those declared by or under law made by Parliament to be of national importance. But there is no provision for the preservation of those in respect of which no such declaration has been made. As the State Legislature has power to legislate on the subject, it has been considered desirable to eliminate this lacuna and remove a long-felt necessity. The Bill has been presented before the Legislature with this end in view. It has been framed on the lines of the old Act—the Ancient Monuments Preservation Act, 1904, which has worked smoothly for over half a century. Indeed many of the provisions in this Bill have been copied verbatim from the older Act. Where it has deviated, as indeed it must as the title of the Bill will show, it has done so to have a more progressive outlook, a wider scope and a greater stress on historical association rather than on meagre

antiquity. The Central Act is designed to protect buildings, caves, rock-sculptures, inscriptions, etc., of historical, archœological and artistic interest and as also images and other movable objects with historical or archæological interests. The buildings and movable objects thus sought to be protected are all centuries old. In framing an Act for the West Bengal State, we have in view, the nature of the buildings and things also that the people of West Bengal will want to be protected. The words "historical association" are wide and comprehensive terms and they will include anything which has passed the test of history. That history need not be ancient history nor need also be merely archœological or mediaeval but may mean also the history of more modern times and should also be taken to include subjects pertaining to literary and cultural history of the nation. The Bill also confers more power on the Government in comparison to the old Act in order to give effect to its object. It is under contemplation to set up a separate Branch to be known as Archœological Branch with a Director of Archœology at its head who may be assisted by an Advisory Board consisting of eminent scholars.

Now, Sir, the proposed enactment has its financial aspects too. The present position is that the Union Government shoulders all the burden and the State Government not having any monument, etc., to look after on its own, does not have to incur any expenditure from its own revenue. With the passing of the Act, however, the position will change, but it is too early to visualise the financial picture of the measure.

Sir, I will resume my seat after saying that not only have there been persistent demands from the public and the press in West Bengal for the preservation of historical monuments, relics and records and delving into archœological sites in West Bengal by scholars and historians, but there was such a demand last year on the floor of the House in reply to which the Chief Minister assured the House that a measure containing comprehensive provisions to meet the demands voiced in different quarters was being seriously considered and would be presented soon enough for enactment. The present Bill is in fulfilment of that promise of the Chief Minister and in respect to the public demand.

With these words, Sir, I move that the Bill, as passed by the Legislative Assembly be taken into consideration.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, I feel very happy indeed to be able to welcome this measure which has been so ably moved by my friend Mr. Das Gupta. In 1954 on the 7th of April I had the honour of moving a resolution on the floor of the House which ran as follows:—"This Council is of opinion that the Government of West Bengal should take adequate steps for the preservation and maintenance of the ancient and historical monuments as well as of archœological sites and the remains other than those declared by Parliament by law to be of national importance." In reply to the debate that took place in connection with my resolution the Chief Minister made certain very pertient observations. In course of his very well informed speech he said "I may inform my friend that I have already taken up this matter with the Central Government, because any law under the Concurrent Jurisdiction requires the sanction of the Central Government." He added "I have already not only written but this time when I was in Delhi I spoke to the Minister of Education. Not only that he has decided to collect Rs. 20 lakhs immediately for this purpose and he has asked the West Bengal Government to contribute towards this. We have agreed to contribute one lakh of rupees for this from this State." Sir, we have not heard anything about the financial aspect of the measure. We would like to know when the

Hon'ble Minister will reply if any money has been available from the Government of India and what contribution they themselves propose to make towards the establishment of the Archæological Department in West Bengal.

[11—11-10 a.m.]

Sir, the resolution that I moved was confined to the archœological sites and historical monuments. The Chief Minister, in course of his reply to the resolution that I moved in 1954 added that it was desirable to provide the Government with powers to acquire historical objects also which are in private possession. In this connection he spoke as follows: "I am informed on good authority that there are large quantities of archœological remains as well as records, etc., in the hands of private persons who are utilising them as private properties. It would be necessary to get the Legislature to give us power to recover them from private ownership of such individuals; otherwise they will be lost to the country". "Therefore", he added, "I would suggest to my friend that as Government is perfectly in seisin of this particular aspect and as we are moving in this matter, he need not press this resolution to vote because we have accepted the principle behind this Bill". Sir, we feel very happy that the Chief Minister has pushed it through. From this side of the House, in the Budget Session in subsequent years we drew the attention of the Chief Minister to the necessity of organising an Archœological Department. There are some who seem to think that there is not much by way of archœological treasures and archœological monuments that we can think of preserving. That is a misconception. There was a time when it was thought that Bengal is a deltaic province and that the history of Bengal does not go very far back in history. That is a mistaken notion. Sir, due to the researches of the scholars of Calcutta University, some of whom are personally known to Dr. S. N. Banerjee who was one of the distinguished Vice-Chacellors of the University—under the auspices of the Ashutosh Museum our scholars of the Calcutta University have carried on archœological excavations—and as a result of their activities, neolithic implements have been acquired at Durgapur. These neolithic implements came to be discovered in the Durgapur area during the excavations that were needed in connection with the Durgapur Barrage scheme. Then, again, in the Dinajpur district archœological remains including terracotta vases belonging to the Sunga Period have been discovered; some epoch-making discoveries have also been made at Tamluk which go to establish the close commercial relationship between the people of Bengal of very ancient times and the Romans. Then, again, Sir, in very recent times, within the last six or seven months, the archœological party of Calcutta University carried on investigations at Chandraketugarh near Basirhat and the discoveries that have been made are really startling and the history of Bengal has really been taken back to second century before the Christian era. Sir, besides these, we have maney mediaeval monuments to preserve particularly in the districts of Malda and Murshidabad. The Regional Records Survey Committee that our Chief Minister created some time ago, in their report in 1952-53 emphasised the necessity of establishing an archœological department. I referred to their resolution in course of my humble submissions in connection with my speech on my motion in 1954. Sir, it is necessary that we should establish here in Bengal an Archœological Department. It is well known that at least three Provinces have already established Archœological Departments of their own, namely, Orissa, Uttar Pradesh and Bombay. We feel very happy indeed that the Minister in charge has acted up to the inspiration that he must have received from our Chief Minister.

Sir, with regard to the processes through which the measure was taken before it came to be placed before the Legislative Council I have certain observations to make. When a Bill like this is considered it is desirable that it should be referred to learned bodies—the Asiatic Society, for example, is devoted to archœological studies and historical research—it is desirable that a Bill like this, before it is placed on the legislative anvil should be referred to such bodies. There is Bangiya Sahithya Parisad, and there are experienced archœologists and historians in the University of Calcutta. I do not know if references were made to them. I believe that the Bill might have been improved materially if these learned bodies were consulted in the matter.

The Hon'ble Minister in course of his speech has referred to the necessity of establishing an Archœological Department. I am not sure if under the powers provided to the Government in the Bill he will be able to do so. Since he has assured us that it will be possible for him to do so under the rules that may be framed I feel much reassured.

With regard to one or two sections I may have to make certain observations at a later stage but at this stage I heartily welcome this measure, and I on behalf of the members of the Opposition, some of whom I am sure will be speaking, thank the Chief Minister in particular for the interest that he has taken in the promotion of this measure.

Sj. Arabinda Bose: Mr. Chairman, Sir, I rise to support the West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archœological Sites Bill, 1957, as moved by the Minister in charge.

Sir, it is a happy day for us, specially those of us who belong to this side of the House, that members of the Opposition, at least Professor Bhattacharyya, has welcomed this Bill, and I am sure there is not going to be much controversy with regard to the passage of this Bill in this House.

Sir, a country, a people, has to know its past, its glorious past, even the defects in its past, in order to march forward. There is no doubt about the fact, that Bengal's history does go into the hoary past. Prof. Bhattacharyya has referred to the recent results of research conducted by the University scholars and professors, who have discovered that Bengal's past could very well go to the neolithic age. Well, however, much we may go back to the past we feel that from the immediate past to the remotest past, our land is hallowed by the footsteps of our forebears who wrote history, who achieved very great thing in society, in culture, in economics, in trade, even in warfare. The new generation of Bengalis today, I am afraid, are not at all aware of all these things. They have not been introduced to this past, mainly because of the fact that, as Dr. Sanyal had said in this House a few days back, we know much more of British history, English heritage, etc., than of our own country.

[11-10—11-20 a.m.]

So we all feel that this Bill is not only timely, but it is going to fill up a long-felt gap. That is why I rise to support the Bill as moved by the Hon'ble Minister. I have a few observations to make. It is really surprising and strange that uptill now Government did not have any power to prevent the decadence or deterioration in the condition of historical monuments or documents or pieces of art and beauty, etc., in the State. Uptill now it was mainly left to the big zemindars of our country, who were patrons and under whose partronage fine arts and culture and certain other things developed and flourished in our country. Even a few years back going to a big zemindar's house would naturally rake up the old beautiful past of the

country. Old paintings, curios, monuments and several other pieces of art used to be generally found in their palaces. Our Government has liquidated the zemindars. The zemindars are seeking rehabilitation to-day, economically and financially. Therefore the greatest factor, the greatest contribution which came from these zemindars will not be available now. It is in the rightness of things that the historical monuments and documents and things of beauty and culture should be preserved. That responsibility has to be taken over by the Government.

Sir, I have a few more observations to make. Having been a student of history, I feel that our Minister does not only intend the setting up of an Archœological Department—Archœological Department will be a necessity—but simultaneously he will also set up a research bureau that will be absolutely essential to size up the whole past. To divide scientifically, take for instance, I will suggest that from the hoary past till the British came and took over this State—this period should be in one category and then from the Battle of Plassey or after the victory of Lord Clive to Ram Mohan Roy should be the second period and from Ram Mohan Roy to 1947 should be the third period. I am making these suggestions to the Hon'ble Minister-in-charge of this department and I shall be grateful if he will kindly consider these points. Dividing history on scientific lines is the *sine qua non* of any systematic achievement and that is why I suggest that the pre-British period should be separated from the British period and the British period should be divided thus:—from the beginning up to the advent of Ram Mohan Roy and from Ram Mohan Roy to Netaji Subhas Chandra Bose. I would like to lay special stress on the latter period because Bengal's contribution since the advent of Ram Mohan Roy in the political and socio-religious spheres has been remarkable. Similarly, I would like that the subjects of investigation should be placed in separate categories. Of course, you cannot make water-tight compartments in this. Politics is all-embracing, sociology is all-embracing and economics is all-embracing. Even then, let us divide the subjects on the following lines, it can be done better by the people who would be in charge of the department—take for instance, if we lump together political, social and religious, then in the second category will come economic, commercial, trade and industry. Professor Bhattacharyya has just mentioned of our contacts—contacts which Bengal had with the western world. Even one of our poets has told us—I do not know how much historical truth there is in that poem—that one of our kings went and conquered Ceylon. He not only gave expression to his thought in that manner, but he made us conscious that Bengal was so powerful a long time before and that Bengal was a great naval power. The Gujeratis say that people from Bengal went to Ceylon and therefrom they went into the Arabian sea and reached Gujerat. If we have to fish out of our past another glorious aspect, then in the third category, I would place art and culture. We are proud of the Bengal school of art, and the temples still bear testimony to that with beautiful designs and symbols which are represented there. So in this way the subjects should be divided and separately dealt with.

Sir, I am happy to learn that the Minister is thinking of setting up of an Advisory Body to advise the officers or the people who would be in charge of this work. They must have the assistance and help of specialists and of scholars who have dedicated their lives to research work.

Then probably Professor Bhattacharyya and Dr. Banerjee will agree with me that there is no house where we can place these memorable things which will be received by the Government or excavated in future as a result of this work. We must have a national museum. Unless we have a national museum—suppose the working parties send on to the Government certain valuable documents, manuscripts or instruments or statues of historical

importance—where would you keep them? It is really very strange that at the Ashutosh Museum things which have been excavated by the scholars are left in a haphazard manner somewhere, even outside the main building. So we must have a national museum. Of course, the financial aspect will be very great. For that I have a concrete suggestion to make. We have the Victoria Memorial here. There is no point in keeping certain glamorous and glittering swords and medals and medallians of Governor-Generals and certain other things which belonged to persons prominent during the days of British rule. So, this may be converted into a national museum, and if our Government think it proper, they should move the Government of India to give us the entire Victoria Memorial as a place where to house all these paintings and statutes and the materials of historical importance, so that the people of this State and those who would come from outside, even from foreign lands, can go and see them. Sir, I would like to include even those instruments used by Sir J. C. Bose—whatever has stood the test of time and which has created some sort of history.

In this connection, I would also request our Government to request the Government of India to change the name of the Victoria Memorial. There is no reason why we should continue to call that structure "Victoria Memorial" in a free India. I suggest that the Victoria Memorial be named as Rabindra Nath Tagore Memorial, and as a sub-title "People's House of Culture". So it should be styled as "Rabindra Nath Tagore Memorial—People's House of Culture". Of course, it is for the Government to do it or not. But, you must have a place where you would be required to keep the things which would reach your hands.

[11-20—11-30 a.m.]

If you think that the financial implication would be too great at the present moment, then instead of spending, say, fifty lakhs or a crore on a building or a museum, you could very well start with the Victoria Memorial. But there is no doubt that we require a national museum. Sir, there are certain buildings and places of historical importance and the vagaries of Nature, neglect of the descendants and so on have been responsible for wiping them out today. It has been the custom in various States or even in this State to rebuild these structures if we can get the plans of these buildings. I would suggest that these historic buildings should be re-constructed on the same sites of the old buildings. Take for instance, there was a great sentiment and attachment to the residential building of Deshbandhu Chittaranjan Das. In its place there has risen a very fitting memorial to Deshbandhu about which there is no doubt. But think of the momentous incidents which took place in that building—the venue of the Congress Working Committee meetings, the all-India leaders being housed therein and the momentous decisions arrived at in that building. I may have some faint memories of that building but the future generations will have no idea of what that building was like. I would suggest that in such cases some sort of a memorial should be kept. Take for instance, a model of Deshbandhu's residential building should be made and placed in the courtyard with some sort of a tablet giving the historic importance of that building, the part that it played in India's struggle for independence. My friend here is asking me to mention another building but I am leaving it to my friend to mention it. Many monuments will in the course of a few years be spoilt or obliterated if the Government does not take any action for preserving them. Sir, there may be a few historic buildings only the plinth of which can be seen today. I suggest to Government that if the historians advise us and if we can lay our hands on some sort of blue-prints, some sort of an idea of how those structures in the olden days used to be, they should be rebuilt. It has been possible, thanks to the

Ramakrishna Mission, to rebuild the very house in which Thakur Shri Shri Ramakrishna Paramahamsa Deva breathed his last. This house was taken over by the military during the war and turned into a piggery but now it has been rebuilt and the whole thing has been kept in tact just as it used to be when Thakur used to live there. So unless rebuilding of the old historic buildings is done, they will soon be effaced and obliterated and people will forget about them. I have another suggestion. As Professor Bhattacharyya has said there are certain institutions in this State which have been looking after certain precious, valuable documents and other things. Take for instance, the Asiatic Society or the Bangiya Sahitya Parishad. Government should extent its hand of co-operation to these institutions and help them in every possible manner. They have been doing some sort of a job which should have been the responsibility of our Government. Therefore, we should render them all assistance, financial assistance. If the Government enters into the field, I think they would surrender their proprietory rights over such documents, etc., because in that case preserving them would be on a much sounder and permanent basis. In the meantime, whatever documents or whatever valuable things are in the possession of the Asiatic Society or of the Bangiya Sahitya Parishad or of so many hundreds of neglected *tolls*, *pathshalas* and libraries in the villages where our leaders had their schooling, should be kept safely till such time as the Government are in a position to take over from them those valuable documents and records. Sir, I would like to mention certain matters in which the Government should take immediate steps. Take for instance the place where the head of Sahid Prafulla Chaki was buried. We find that the Dunlop Company is having its office there. What are we going to do about that sanctified, hallowed ground of Bengal? It would really be a disgrace for us legislators and the Government who are responsible for the affairs of this State, if somebody wants to know which is the place the British imperialists burried the head of Prafulla Chaki, i.e., 57, Free School Street, where the Dunlop Company have their headquarters, and we fail to give any answer. So, some steps will have to be taken to erect a memorial on this hallowed ground, sanctified ground. Then there is another point—Professors and many members of the University are here—the name of Kanailal Dutta was struck off the roll of Graduates because of the vindictive measure taken by the British imperialists. Kanailal Dutta's name should be restored. The birth place of Swami Vivekananda, if some steps are not taken immediately, will be completely effaced from the heart of the city.

Then there is another thing to which I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister. Where is Radhanath Sikder's theodolite with the help of which he discovered Mount Everest? I am told that it was kept in the Victoria Memorial some years back. That should really be a proud thing—an instrument of which the future generations of Indian should feel proud. It was Radhanath Sikder who discovered Mount Everst with the help of that theodolite, there is no doubt about it, and if Government feel convinced they should move in a direction and consider if they could change the name of Mount Everest to Sikder Peak, or that sort of thing, thereby associating the name of the man who actually discovered the Mount Everest and removing a very great injustice. Then again it was Sir J. C. Bose who, before Marconi, discovered wireless. About that there is no doubt, of course a little research is necessary. A few years before Merconi made his instrument for transmission of wireless messages, Sir J. C. Bose discovered that messages could be sent without direct connection from one room to another. These are few things I have to mention and draw the immediate attention of the Minister in charge. There is a negative aspect to the provisions of this Bill, because certain things will have to be removed, effaced.

Netaji Subhas Chandra Bose did take a move in the right direction in forcing the then Government of Bengal to remove the Holwell Monument, and in launching that movement he courted imprisonment. But in the tablet, which is kept to the south of the Calcutta Collector's office on Netaji Subhas Road it is still written that such and such cruel acts were done, where Nawab Serajuddaula, imprisoned and killed so many British men, women and children, where people died of suffocation, etc. That tablet is definitely derogatory to our national hero, Nawab Serajuddaula, the last sovereign king of Bengal. These were the ways by which the British imperialists tried to give out to the world that such cruelties were perpetrated by Nawab Serajuddaula. We cannot allow such a blot on our national history to continue. There are statues, etc., which should be removed or destroyed. There are still certain books in circulation full of calumny. Take for instance, the Guide Book circulated by the A.A.B. In that book it has been mentioned "Kanpur, where the *ill-famed* Nana Saheb killed British women and children." These are distortions of history and derogatory to the fair name of our forebears, to the fair name of our country, to our leaders and national heroes, and these should be removed or corrected as early as possible. Sir, I would like the Hon'ble Minister in charge to take a comprehensive view of things. I would not be satisfied with just an Archæological Department. We have to restore our glorious past and to place it before the future generation of Bengalees. If we do not do it, film stars will engage their attention! They will learn in greater detail about the film stars, who have today captured the imagination of this generation of Bengal. You ~~must~~ have a comprehensive plan and let us restore the past glorious history of Bengal. There is plenty of material. In Tallah, Behala, and the outskirts of Calcutta we shall discover much about Pratapaditya and that age. Let there be a comprehensive plan about the restoration of our glorious past. I would like to request the Hon'ble Minister to take real interest in the matter and shape the whole thing under his guidance and thus enable the Bengalees to come to know about the glorious past of Bengal.

With these words, Sir, I lend my support to the Bill moved by the Hon'ble Minister.

[11-30—11-40 a.m.]

Sj. Naren Das:

মিঃ চেয়ারম্যান, আমি গোড়াতেই এই বিল আমাদের সামনে পেশ করবার জন্য বাংলা সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি একাধিক কারণে। বাংলাদেশের ইতিহাস অনেক দিনের, ২,২০০ কি ২,৩০০ বৎসর আগের পুরাণো ইতিহাস যদি খোঁজ করি, তাহলে পাব—হরিবংশ ঐতিরেয় ব্রাহ্মণ বা ঐ ধরণের যেসব পুঁথি আমরা পড়তে পাই তাতে দেখি বাংলার ইতিহাসের উল্লেখ আছে। আমরা অশোক লিপিতে সমতট সম্বন্ধে উল্লেখ আছে দেখতে পাই, সমতট বাংলাদেশ: মানে রাঢ় দেশকে তখনকার দিনে বলা হত। অতএব আমাদের বাংলার যে ইতিহাস, সে ইতিহাস যে বহু যুগের একটা বরাবর ইতিহাস, তা আমাদের নাই, এ অত্যন্ত দুঃখের কথা। দুঃখের কথা এইজন্য যে, এত বড় একটা জাতি, ভারতবর্ষের এত বড় একটা সমাজ, তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস, আমাদের সামনে নাই। এই ইতিহাস যদি আবিষ্কার করবার চেষ্টা আমরা না করি, যদি এতদিনেও এই কাজ আমরা ফেলে রাখি—যেভাবে আছে, সেইভাবে যদি রাখি, তাহলে আমার মনে হয় একটা বিরাট সঙ্কটের সামনে এসে আমরা দাঁড়াব—যেটা হচ্ছে সংস্কৃতির সঙ্কট। সংস্কৃতির সঙ্কট আমাদের বাংলাদেশে এসে গেছে, আমার আগেকার বন্ধুরা কিছু কিছু তার উল্লেখ করেছেন—বাংলাদেশের যুব-চিত্তে। বাংলার যুবক, যারা দুদিন পরে বাংলার নাগরিক হবে, তারা বাংলাদেশের ঐতিহ্য, বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাসের কথা জানে না। তারা রাজা রামমোহন রায়ের কথা ভাল করে জানে না, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা ভাল করে জানে না যা বাংলার প্রথম কবি, ও প্রধান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তিনি যে কেবল

[illegible]র বাঁধ ভেঙ্গেছিলেন তা নয়, তিনি সারা বাংলার যুব-চিত্তে যে জিনিস, যে নতুন জিনিষ এনে দিয়েছিলেন, সে জিনিষ কি ছিল হয়ত তা তারা ভাল করে জানে না, অথচ বাংলার যুব-চিত্ত দিকে দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে—

Mr. Chairman: I will request the honourable member to confine himself to the provisions of the Bill.

Sj. Naren Das:

এই সংস্কৃতির সংকট থেকে বাঁচাবার জন্য যে ইতিহাসের ধারণা, সেই ইতিহাসের যারা উত্তরসাধক, তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত। সেইজন্য বাংলা-সরকারের তরফ থেকে যে বিল আনা হয়েছে, তাতে কতকগুলি দিক থেকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তাঁরা যেমন পুরাণো ইতিহাসের স্মরণীয় বা বরণীয় ঐতিহাসিক বস্তু যেমন আবিষ্কার করবেন এবং যেমন তা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, তেমনি আরো অনুসন্ধানের কথা ও আবিষ্কার করার কথা বিশেষ করে বলা হয়েছে। তা ছাড়াও আমি কয়েকটি বিষয়ের দিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তাহচ্ছে, এই যে আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়া, শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুর, নজরুলের জন্মস্থান, বা ফুলিয়া, কৃত্তিবাসের জন্মস্থান, দীনবন্ধু মিত্রের জন্মস্থান প্রভৃতি—এই জিনিষগুলি বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে অতি মূল্যবান জিনিস। এদের কথা যদি বাঙ্গালী না জানে—বিভিন্ন স্মরণীয় স্তম্ভের মারফৎ যদি বাঙ্গালী এসব জানতে না পারে, তাদের পূর্বপুরুষ যা ছিলেন তা জানতে না পারলে দেশে পূর্ণ প্রগতি হবে না। সেইজন্য যাঁরা আমাদের বড় বড় সাহিত্যিক ছিলেন, মনীষী ছিলেন, সত্যদ্রষ্টা ছিলেন যাঁরা, তাঁদের যে জন্মস্থান সেই জন্মস্থানগুলিকে আমাদের রক্ষা করা দরকার। এ সম্পর্কে আমি আরো কয়েকটি কথা বলব—যেমন কামারপুকুরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে পরমহংস দেবের জন্মস্থান সেইভাবেই আছে। কিন্তু কামারপুকুরে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন সহজে যাওয়া যায় না, বাসস্ট্যান্ড থেকে পাঁচ মাইল হেঁটে যেতে হয়, বর্ষাকাল হলে একটা ছোট নদী আছে, সেটা পার হওয়া যায় না। (শ্রীযুত জগন্নাথ কোলেঃ এখন তা নাই, ব্রীজ, হয়েছে।) আমি দু'বছর আগের কথা বলছি—তখন ছিল না। সেখানে মন্দির পর্যন্ত গড়া যায় নাই, তার জন্য প্রশস্ত রাস্তা যা হওয়া দরকার সে রাস্তা বোধ হয় এখনো হয় নাই।

আমি আরো কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করব। আমাদের যাঁরা রাজনৈতিক নেতা ছিলেন বা রাজনীতিতে পুরোধা ছিলেন, যাঁরা বাংলার যুব-চিত্তকে আলোড়িত করেছিলেন, যাঁদের কথা শুনে রাজনৈতিক আন্দোলন দেশে এসেছিল, তাঁরা যা-কিছু কাজ করেছেন তার মধ্য দিয়ে তাঁদের যদি কিছু স্মৃতিচিহ্ন থেকে থাকে, তা রক্ষা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। সেদিক থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, আমি তাঁর সঙ্গে ১৯৪০ সালে একসঙ্গে ছিলাম, তিনি যে-দিন মুক্ত হন, সেদিন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে সেলে ছিলেন, বাংলাদেশের পক্ষে সেই সেল অত্যন্ত মূল্যবান কক্ষ, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, সেই সেল আজও সাধারণ কয়েদীরা ব্যবহার করছে।

[11-40—11-50 a.m.]

তা থেকে এই সেলকে মুক্ত রাখতে পারেন—সেখানে এইরকম একটা ফলকে থাকতে পারে, যাতে করে সুভাষচন্দ্র এখানে ছিলেন, তার বন্ধন শৃঙ্খল সেখানে ছেড়ে এসেছেন, এটার উল্লেখ থাকা দরকার। তার ফলে আপনারা যে কারাগার সংস্কার করতে যাচ্ছেন, সেই কারাগারে এই [illegible] যদি থাকে যে, এখানে বাংলার বড় বড় জননায়ক ছিলেন ; মনীষী ছিলেন, কর্মবীর ছিলেন, সেখানে যদি এটার উল্লেখ থাকে তাহলে সাধারণ কয়েদীদের ভিতর একটা এলিভেটিং স্পিরিট, চিন্তাধারা আসবে। যেখানে গোপীনাথ সাহা, কানাই দত্ত বা সত্যেন বোস যে ৪৪ ডিগ্রি সেলএ ছিলেন, সেই সেলগুলি আমাদের রক্ষা করা প্রয়োজন। হিজলী ক্যাম্পএ দুজন বাঙ্গালী শহীদ প্রাণ দিয়েছিলেন, আজ সেই হিজলী ক্যাম্প অন্যভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে সেদিন গভীর রাত্রে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। সেখানে একটা

[illegible] থাকা দরকার, সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেনগুপ্তের স্মরণার্থে। তারপর ১৯৪২ সালের আন্দোলনে, আমাদের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে, যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁদের যেখানে স্মৃতি আছে, সেই স্মরণীয় জায়গাগুলিকে খুব ভালভাবে রাখা দরকার। আমি তমলুকে গিয়েছি, সেখানে মাতঙ্গিনী হাজরাকে ২২ জন লোকের সঙ্গে একত্রিত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু মাতঙ্গিনী হাজরা যেখানে প্রাণ দিয়েছেন সেইখানটাকে রক্ষা করা প্রয়োজন—

Mr. Chairman: I would request honourable members to speak with reference to the West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archeological Sites Bill and not on any other topic.

Sj. Naren Das:

মন্ত্রী মহাশয়, তাঁর যে প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিয়েছেন, সেইটা তিনি আরও ব্যাপকভাবে দিয়েছেন, আপনি তা শুনেছেন কি না জানি না। সেজন্য এটা ব্যাপকভাবে যুক্ত করার জন্য বলছি। রবীন্দ্রনাথ শ্যামলী বলে একটা ঘর তৈরী করেছিলেন গান্ধীজীর জন্য। আজও তার স্মৃতিচিহ্ন আছে কি না জানি না, ২।৩ বছর আগে দেখেছি, সেটা প্রায় ভগ্নপ্রায়, গান্ধীজী সেখানে ছিলেন। একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষি আর একজন সত্যাশ্রয়ী ঋষিকে ডেডিকেট করেছিলেন, সেগুলি রক্ষা করা দরকার। এইভাবে বিডন স্কোয়ারে মহারাজা নন্দকুমারের যে বাড়ী ছিল সেখানে একটা ফলক থাকা দরকার এবং মিউজিয়ামএর পেছনে আর্কিওলজিক্যাল বিভাগ, যেখানে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেই বাড়ীটা রক্ষা করা দরকার—

Mr. Chairman: For this purpose it would have been better if you put the names of these persons in a list and handed it over to the suitable person.

Sj. Naren Das:

আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, আমাদের যাঁরা পূর্বপুরুষ ছিলেন, যাঁরা এদেশে বিচরণ করে আছেন, তাঁদের যাতে আজকে যুব-চিত্ত মনে করতে পারেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষ যাঁরা ছিলেন, আমরা তাঁদের বংশধর এবং তাঁরা কত বড় ছিলেন এবং তাঁরা ঐতিহ্য বহন করে এসেছেন, ইতিহাসের কপোলতলে তাঁরা যে স্মৃতি রেখে গিয়েছেন আমরা যেন তার যোগ্য হতে পারি।

Sj. Manoranjan Sen Gupta:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলকে আমি [illegible] সমর্থন করছি। আমার বক্তব্য, বিলে যে মনোভাব রয়েছে, যে সাইকোলজিক্যাল মূল্য রয়েছে, আমি সেটাকে বেশী করে আপনার সামনে ধরতে চাই। কোন জাতি বড় হতে পারে না, যদি সেই জাতি, তার মধ্যে যেসব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন যা আছে তা যদি রক্ষিত করা না যায়, যে-সমস্ত লেখক, গ্রন্থাগারিক আছেন, যাঁরা দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁদের যদি সমাদর করা না হয়। আমাদের দেশ সম্প্রতি স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এই বিলকে আনা হয়েছে, সেজন্য আমি একে আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছি। আমি ইংলন্ডের দুই-একটি কথা বলতে চাই, যদিও আমি কখনও ইংলন্ডে যাই নি। তথাপি যে-সমস্ত বিবরণ পড়েছি, তা হতে জানি যে, সেখানে যে-সমস্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই মহাপুরুষদের স্মৃতিচিহ্ন এমনভাবে রক্ষা করা হয়েছে যে, তরুণ সম্প্রদায়, তরুণী সম্প্রদায় সেই সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন দেখে উদ্বুদ্ধ হন, দেশকে ভালবাসবার জন্য, দেশকে বড় করবার জন্য—। কার্লাইল বলে গেছেন, মহাপুরুষকে যদি বুঝতে হয়—যারা বুঝতে চাইবে তাদের মধ্যে মাহাত্ম্যকে বুঝবার ক্ষমতা না থাকলে মহাপুরুষের সমাদর করা যায় না। সুতরাং সেদিক দিয়ে গুরুত্ব অনেক বেশী। বাঙ্গালীর সভ্যতা, বাঙ্গালীর ইতিহাস বর্তমানকালে শহরে নগরে হলেও পূর্বে বাঙ্গালীর ইতিহাস ছিল পল্লীগ্রামে। কাজেই বাঙ্গালীর ইতিহাস খুঁজতে হলে পল্লীগ্রামে যেতে হবে। তাদের যে-সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন যেগুলি অযত্নে [illegible]

... বা উৎসবের মধ্য দিয়ে রক্ষিত হয়েছে, সেই স্মৃতিচিহ্নগুলিকে অনুসন্ধান করে ...দের ভাল করে জানতে হবে। এবং সেগুলো যাতে রক্ষিত হয় এবং আমাদের যুব সম্প্রদায় বা তরুণ ছাত্র সম্প্রদায় সেগুলি দেখে-শুনে যাতে শিক্ষার একটা অংগ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে, সে-বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া আমাদের প্রয়োজন আছে। সুতরাং এই যে বিভাগ গঠিত হয়েছে, এই বিভাগের উপর গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে এবং মিঃ বোসের সংগে একযোগে আমি বলি যে, এটা আরও কম্প্রিহেন্সিভ হওয়া উচিত ছিল, আরও বেশী জিনিষ এর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া উচিত ছিল বলে আমার মনে হয়। শুধু আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট খুলে যদি সকলের সহযোগিতা না নেওয়া যায় তাহলে এই বিলের উদ্দেশ সার্থক হবে না। এ্যাডভাইসরী কাউন্সিল করতে গেলে শুধু একটা এ্যাডভাইসরী কাউন্সিল করলে চলবে না। আমার মনে হয় প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মহকুমায়, প্রত্যেক থানায় যেখানে যেখানে সকলের সহযোগিতা পাওয়া যায় সেই সহযোগিতার জন্য এ্যাডভাইসরী কাউন্সিল করা আবশ্যক। যাতে সমগ্র জাতির চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করা যায়, এই আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টএর দ্বারা এইরকম ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি তাহলে বিলের সার্থকতা হবে। নতুবা শুধু যদি মামুলিভাবে আমরা কাজ করে যাই, তাহলেপর যে উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সার্থক হবে না। সুতরাং যাঁরা শিক্ষাবিদ রয়েছেন বিদ্যোৎসাহী রয়েছেন, তাঁদের সকলের সমর্থন নিয়ে এই বিলকে কার্যকরী করতে হবে আমি যেখানে বাস করি সেখানে এমন কয়েকটা স্থান আছে, যেখানে আদিশূরের ইতিহাস পাওয়া যায় বলে অনেক মনীষী বলে এসেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বৈষ্ণব-স্মৃতি, সেই স্মৃতিকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে থাকা উচিত বলে মনে করি। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের বাসস্থান এবং স্মৃতিপূত যে অনেক স্থান আছে, সেগুলি সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। আমি একটা ক্যাটালগ এনেছিলাম, সেটা দিতে চাই না। আমি এটুকু বলতে চাই যে, এই বিলটাকে সর্বাংগসুন্দর করে আমাদের জাতিকে, তরুণ সম্প্রদায়কে, যাতে উদ্বুদ্ধ করতে পারা যায় তারা যাতে এটাকে শিক্ষার একটা অংগ বলে মনে করতে পারে, সে-বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করছি এবং সংগে সংগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়েরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[11-50—12 noon.]

Sj. Tara Sankar Banerjee:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিমবংগের মন্ত্রিমণ্ডলীকে এই বিল আনবার জন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বিল আরো পূর্বে আনা উচিত ছিল। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ১৯৪৭ সালে। সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হওয়ার পর তখনকার ইতিহাসে পাওয়া যায় দিল্লীর প্রাসাদের আসবাবপত্র এবং দিল্লীর প্রাসাদের মর্মর ইংলন্ডের বাজারে বিক্রী হয়েছিল অত্যন্ত সস্তা দরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে য়ুরোপ, আমেরিকা, এবং যুদ্ধলিপ্ত অন্যান্য দেশ থেকে যে-সমস্ত জাতি আমাদের দেশে এসেছিল, যাদের আর্থিক সম্পদ প্রচুর ছিল, তারা আমাদের দেশ থেকে বহু অমূল্য সম্পদ সঞ্চয় করেছিল এবং নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশ থেকেই এইসব জিনিষ বেশী গিয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, বাংলার ইতিহাস কই, বাংলার কীর্তিস্তম্ভ কই! একটা জাতিকে তৈরী করতে গেলে তার কীর্তি চাই, তার ইতিহাস চাই, কীর্তিস্তম্ভ চাই এবং সেগুলি সযত্নে রক্ষা করারও প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা যদি এই মর্যাদা না দিতে পারি তাহলে জাতি বড় হবে না। এসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক আক্ষেপ করেছিলেন। আজকে এই কথা মনে করে আমাদের দুঃখ হচ্ছে যে, আমরা যদি অন্ততঃ ১৯৪৭ সালেও এই বিল আনতাম তাহলেও আমাদের অনেক কীর্তি রক্ষা পেত। এখন এই যে বিল এসেছে তার জন্য অভিনন্দন দেওয়ার সংগে সংগে একথা মন্ত্রী মহাশয়কে জানাই যে, এখনো বাংলার বহু প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ অনেকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে রক্ষা করছেন এবং কিছু কিছু ব্যবসাসূত্রে বিক্রী হচ্ছে। আপনারা জানেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় বংগীয় সাহিত্য পরিষদে বহু কীর্তি সঞ্চিত আছে। এই সাহিত্য পরিষদের স্থাপনা কাল

থেকে যদি এইসব কীর্তি সঞ্চিত করে না রাখত তাহলে বাংলার যে-সমস্ত অমূল্য সম্পদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে সেগুলি থাকত না। আমি এখানে একটা সংবাদ দিচ্ছি। একটা মূল্যবান মূর্তি পরিষদ থেকে চুরি যায়। এই মূর্তি চুরি যাবার পর থেকে পুলিশের সাহায্য নিয়ে এটা উদ্ধারের জন্য কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেছিলেন। তারপর, আজিমগঞ্জের রায়বাহাদুর সুরেন সিংহ মহাশয় মালদহের বিপুল সম্পদ সঞ্চয় করে রেখেছেন। এভাবে আমাদের দেশের বহু মূল্যবান কীর্তি এখান থেকে বিদেশে চলে যাচ্ছে অথবা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর সম্পদে পরিণত হচ্ছে। আমি এইদিক থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করব, এই বিলে যেন এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে যে-সমস্ত সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়ে আছে, সেগুলি এই বিল পাশ হওয়ার পর জাতীয়-সম্পদে পরিণত হয়। আমাদের বীরভূম জেলায় একজন খ্যাতনামা শাসক ছিলেন, যিনি ইংরেজ আমলে বীরভূমের যাবতীয় পুরাকীর্তি সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে রেখেছেন। অবিলম্বে যদি এগুলি জাতীয়করণের ব্যবস্থা না হয় তাহলে এই বিল পাশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা তা থেকে বঞ্চিত হব। আরও একটা কথা আছে। আমরা জানি বাংলাদেশের মাটির নিচে বহু সম্পদ এখানে-ওখানে ছড়ান রয়েছে। এইসব জিনিষ যদি উদ্ধার করা যায় তাহলে আমাদের দেশের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচিত হতে পারে। হয়তো এমন দিন আসবে যে, বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই, বাঙ্গালীর ইতিহাস ক্ষীণ ও দুর্বল এই বলে যে অপবাদ বাঙ্গালীর আছে, সেই অপবাদ দূরীভূত হবে এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস পরিব্যাপ্ত হবে খৃষ্টপূর্ব যুগ পর্যন্ত। আমি আশা করি আমাদের স্বাধীন ভারত সরকার তথা বাংলা সরকার মাটির নিচেকার এইসব সম্পদ উদ্ধার করবেন—এজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতি উদগ্রীব হয়ে আছে। এ কথা আমার পূর্বেও অনেকে বলে গিয়েছেন, কিন্তু তাহলেও আজকে আমার এ-কথা পুনরুক্তি না করে উপায় নাই। এ-সম্পর্কে একটী চিঠিও আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে লিখেছিলাম। বাঙ্গালীর ইতিহাস রাজরাজড়ার ইতিহাস নয়, যারা অস্ত্রের আঘাতে জয় করেছে এবং অস্ত্রের আঘাতে গড়েছে, তাদের কথা নয়; বাঙ্গলার ইতিহাস তাদেরই ইতিহাস, যারা জীবনের সাধনাকে সম্বল করে সমস্ত শক্তি দিয়ে জাতিকে সমৃদ্ধ করেছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলাদেশে যে অভ্যুদয় হয়েছিল, কোন রাজার আমলে এত বড় অভ্যুদয় হয় নি। সাধুসন্তদের আবির্ভাবে বাংলাদেশে যে অভ্যুদয় হয়েছিল, তা কোন রাজার আমলে হয় নি।

তারপর, সমাজে বিপর্যয় ঘটে গেল, ভূমি জাতীয়করণ হল, জমিদারী চলে গেল। আজ তাই সমস্ত দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে, সরকারের উপর দায়িত্ব এসেছে, এগুলির ভার গ্রহণ করবার। জনসাধারণ তাঁরা যে ভার এত দিন বহন করে এসেছেন, পরাধীনতার কালে, আজ সরকারের উপর দায়িত্ব এসেছে সেগুলি গ্রহণ করবার।

আজ জয়দেব-চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে এ-পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—যে-সমস্ত কীর্তিমান সাহিত্যকার ও যে-সমস্ত ধর্মসংস্কারক আছেন, তাঁদের ভিটাগুলি চিহ্নিত করে নূতন পুরাকীর্তি স্থাপিত করতে হবে। শুধু ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে কীর্তি গড়ে গেলেও তা রক্ষিত হবে। মাটির নীচে পাতার কুটীরে বাস করে যাঁরা জাতির সেবা করে গেলেন, আজ তাঁদের মাটির ভিটাগুলি রক্ষা করবার জন্য বা চিহ্নিত করবার কোন দায়িত্ব কি এই বিভাগের আসবে না? তা যদি না আসে, তাহলে এই বিভাগকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করবো। আশা করি সরকার এদিকে দৃষ্টিপাত করবেন।

বাংলাদেশ মাটির দেশ, খড়ের চাল ও মাটির দেওয়ালের দেশ। কাজেই এগুলি ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে রক্ষা করবার জন্য খুব বেশী বেগ পেতে হবে না, খুব বেশী বাড়ীও পাওয়া যাবে না ইংরেজ আমলের পর থেকে। কিন্তু যে মাটির ভিটাগুলির উপর বসে বাংলাদেশের জীবনসাধনা চলেছে, সেই মাটির ভিটাগুলি নূতন করে চিহ্নিত করতে হবে ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে; সরকারের যদি ক্ষমতা থাকে মর্মর দিয়েও এই স্মৃতিচিহ্নগুলি সংরক্ষিত করতে হবে। তার জন্য একটা সংবিধান যেন এই নূতন আইনের মধ্যে থাকে—এই আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[12—12-10 p.m.]

Janab Abdul Halim:

মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, পূর্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী খগেন দাসগুপ্ত মহাশয় আমাদের সামনে যে পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহাসিক নিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন বিল এনেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। পশ্চিমবাংলার প্রাচীন এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরাকীর্তি যথোচিত সংরক্ষণ ও খনন এবং বঙ্গভূমির প্রাচীনতম সভ্যতার ঐতিহাসিক জীবন ও ধ্বংসস্তূপ সংরক্ষণের যে প্রচেষ্টা হচ্ছে সেটা সরকারের পক্ষে খুব প্রশংসনীয় উদ্যম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, আমি পুনরাবৃত্তি করবো না, আমার পূর্ববর্তী বক্তা বাংলাদেশের ঐতিহ্যের কথা, ইতিহাসের কথা বলেছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক এবং যাঁরা বিভিন্ন গ্রামের কুটীরে বাস করে বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত করে তুলেছেন, সেই পুরাকীর্তি রক্ষ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু তা করতে হলে আমাদের শুধু কয়েকটা প্রস্তাব পাশ করার দ্বারা এর কার্যসিদ্ধি হবে না। আমাদের যে-সকল বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, সরকারের এই প্রচেষ্টার বহু আগে থেকে, তারা সেই সংস্কৃতিগুলিকে রক্ষা করে চলেছে। যেমন আমার পূর্ববর্তী বন্ধু বলেছেন, সাহিত্য পরিষদ, তারা যদি সত্যি এ'দের কীর্তি রক্ষা করে না দিতেন, তাহলে তাঁদের অনেক ইতিহাস লোপ পেয়ে যেত। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়, এসিয়াটিক সোসাইটি ও এই ব্যাপারে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ কমিটি, তাদের সহযোগিতা নেওয়া দরকার। তাদের সহযোগিতা ছাড়া এইরকম একটা বিরাট জিনিষকে আমরা কখনও সাফল্যমণ্ডিত করতে পারবো না। সেদিকে ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে, আমি কয়েকটা কথা বলবো। বাংলাদেশের ঐতিহাসিকগণ, তাঁদের সাধনার দ্বারা ইতিহাস রচনা করেছেন, বাংলার পুরাকীর্তি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, সেই ঐতিহাসিকগণ ও তাঁদের ইতিহাসকে আমাদের সংরক্ষণ করা উচিত। আমার পূর্ববর্তী বক্তা তারাশঙ্কর বাবু জয়দেব 'চণ্ডীদাসের' কথা বলেছেন—নানুরে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে, বে-সরকারী কমিটি মারফৎ, সেখানে তাঁদের স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা করেছেন। সেখানে একটা মাটির ঢিবি রয়েছে, যেটা খনন করলে হয়ত পুরাকীর্তির, পুরাতত্ত্বের অনেক কিছু আবিষ্কার হতে পারে। আমার মনে হয় মন্ত্রী মহাশয় সে বিষয়ে চেষ্টা করবেন। চণ্ডীদাস যেখানে বাস করতেন, সেখানে যে একটা ঢিবি রয়েছে, পূর্বে তার কিছু খনন কার্য হয়েছিল। কিন্তু আরও কিছু খনন করতে পারলে, আমার বিশ্বাস সেখান থেকে আরও অনেক ঐতিহাসিক কীর্তি পাওয়া যেতে পারে। আশা করি সেটা মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন।

তারপর মুর্শিদাবাদে............

Mr. Chairman: Mr. Halim, there is hardly any scope for mentioning about particular sites.

Janab Abdul Halim:

এখানে যে এক্সক্যাভেশনএর কথা আছে, সেই সম্পর্কে আমি কয়েকটা সাজেসশন দিচ্ছি। সম্প্রতি আমি মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলাম, সেখানে অনেক ঐতিহাসিক জিনিস রয়েছে; হাজারদুয়ারীর কিছুই সংরক্ষিত হচ্ছে না। সেগুলি ভালভাবে সংরক্ষিত হওয়া দরকার। তা ছাড়া নজরুল, কীর্তিবাস ও আরও অন্যান্য যে-সমস্ত কবি বাংলাদেশের গ্রামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য আজ নূতন করে চেষ্টা করা উচিত। এবং তা যদি করতে হয়, তাহলে আমার মনে হয়, এর জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা ও তাঁদের চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন জায়গায় জনসাধারণের হাতে যে-সমস্ত ঐতিহাসিক জিনিষপত্র রয়েছে, সেগুলি সংগ্রহ করতে গেলে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা দরকার; এবং সরকারকে সেটা গ্রহণ করতে হবে। এইটাই আমি সাজেসশন দিচ্ছি।

Sj. Satya Priya Roy:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমত যে প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে, সেটা হচ্ছে, এইরকম একটা বিল, তাকে পূর্ত বিভাগের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন কেন? এই যে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের কথা, সাহিত্যিক-শ্রেষ্ঠ আমি বলবো তারাশঙ্কর

বাব্ বললেন এবং ইতিহাসের ছাত্র শ্রীঅরবিন্দ বস্ মহাশয় বললেন, সেই ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রাখবার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত কি বাংলাদেশের প্র্ত-বিভাগের উপর পড়লো? আমি আশা করেছিলাম এইরকম একটা বিল শিক্ষা-বিভাগ থেকে আসবে, কারণ তার সঙ্গে ঐতিহাসিক শিক্ষা, সংস্কৃতির একটা যোগাযোগ আছে। এই যে প্র্ত বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় আমাদের কাছে এই বিল উপস্থিত করেছেন, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিলের যে প্রধান উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিলের রচয়িতা যাঁরা, তাঁরা অবহিত নন। শুধ্ ঐতিহাসিক কয়েকটা ঘরবাড়ী এখানে-ওখানে যা আছে এবং যেগ্লি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগ্লিকে মেরামত করে বাঁচিয়ে রাখা এই যেন হচ্ছে এই বিলের উদ্দেশ্য। সেইজন্য—

Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archæological Sites Bill.

এই যে নামকরণ করেছেন, তাতে মনে হচ্ছে যে, সংরক্ষণের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হবে। কিন্তু ন্তন করে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক উপাদানকে রক্ষা করার কথা ঐ পক্ষের বন্ধ্রা যা জোর দিয়ে বলেছেন, সেই উদ্দেশ্য এই বিলের দ্বারা সাধিত হবে না। আরও দেখতে পাচ্ছি, এই—

Preservation of Historical Monuments and Objects.

'হিস্টরিক্যাল মন্মেন্টস' বলতে, বিলের ১২ আনা অংশ সেদিকে নিয়োজিত হয়েছে। 'হিস্টরিক্যাল অবজেক্টস' বলতে ছোট্ট দ্-তিনটা ক্লজএর একটা চ্যাপ্টার দেওয়া হয়েছে, অথচ তারাশঙ্কর বাব্ যে কথা বলেছেন, তা বাংলার ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত সত্য। নদী-নালা প্রাণ জায়গাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে ও ন্তন ব-দ্বীপ স্ষ্টি হয়েছে। কাজেই ঐতিহাসিক মন্মেন্টএর দিক থেকে, আমাদের বাংলাদেশে তার প্রয়োজনীয়তা খ্ব বেশী নয়; তবে যেগ্লো আছে, সেগ্লো রক্ষা করবার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলার যে প্রাণ-সম্পদ বেঁচে আছে তাদের সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে, তার নিজের নিজস্ব শিল্পের ভিতর দিয়ে, সেই সমস্তগ্লি বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্য বোধ হয় এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সম্প্র্ণভাবে ব্যাহত হয়েছে এই হিস্টরিক্যাল মন্মেন্ট ইত্যাদি সম্পর্কে। শ্ধ্ হিস্টরিক্যাল অবজেক্ট সম্পর্কে আমরা দেখছি বিলের ১৭।১৮ ধারায় তার উল্লেখ আছে। হিস্টরিক্যাল অবজেক্ট সম্পর্কে শ্ধ্ যা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে, স্টেট গভর্নমেন্ট যখন এটা প্রয়োজন মনে করবেন যে-কোন হিস্টরিক্যাল অবজেক্টকে তার জায়গা থেকে অপসারণ করলে তার ক্ষতি হবে, তখন স্টেট গভর্নমেন্ট বাই নোটিফিকেশন আদেশ দিতে পারবেন, যাতে সেই জিনিষটা সেখান থেকে অপসারণ করা না হয়।

[12-10—12-20 p.m.]

কেনা কোন্ জিনিস—যে সমস্ত উল্লেখ করে আমার প্র্ববর্তী বক্তা বক্তৃতা করেছেন, সেগ্লি কি করে জাতীয়করণ করে নেওয়া যাবে, তার কোন ধারা এই হিস্টরিক্যাল অবজেক্টস প্রিজার্ভেশন বিলে নেই। যতট্কু আছে সেটা বড়ই অস্পষ্ট। তার ভিতর দিয়ে বাংলার যে-সমস্ত সম্পত্তি ল্প্ত হয়ে যাচ্ছে, বাংলার যে-সমস্ত সম্পত্তি বাংলার ধনী ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়ে যাচ্ছে, তা রক্ষা করবার কোনরকম ক্ষমতা সরকার হাতে আনবে না যেমন সেকশন ১৮—হিস্টরিক্যাল অবজেক্টস; সেখানে গভর্নমেন্ট বলছেন কি—এই যে সরকারের আশঙ্কা ছিল—

"If the State Government apprehends that any historical object is in danger of being destroyed, injured, altered, mutilated, dispersed or fallen into decay, the State Government may pass orders under section 58............"

যে হিস্টরিক্যাল অবজেক্টস নষ্ট হবে বা পরিবর্তন করা হবে, সেখানে সরকার মার্কেট ভ্যাল্ দিয়ে—

purchase all such objects on its market value—

এ জিনিসগ্লি কিনতে পারবে। এখানে এটাই বলেছেন পরিষ্কারভাবে—

from owner of the objects to be purchased

মার্কেট ভ্যাল্তে হিস্টরিক্যাল অবজেক্টসগ্লি কিনতে পারবেন।

Mr. Chairman: You are referring to a particular clause.

Sj. Satya Priya Roy: I am referring to the basic principle. The basic principle is that Government have gone only half-way and have not gone full-way really to preserve historical monuments.

Mr. Chairman: This is not relevant to the Bill.

Sj. Satya Priya Roy:

সরকারের উচিত ছিল বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পদ—যেথায় যাই থাকুক না কেন—তার জাতীয়করণ করবার ক্ষমতা নেওয়া। আমরা আশা করেছিলাম এই সমস্তগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত করে যাতে এই নিয়ে বাংলার ইতিহাস রচনা করা যায়—সে ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকা উচিত ছিল। অথচ যে-সমস্ত জায়গায় সরকারের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করা উচিত নয়—যে জিনিষের স্বাধীনতা বাঁচান বিশেষ প্রয়োজন—এবং যার স্বাধীনতার প্রয়োজন সমস্ত দেশে স্বীকৃত হয়েছে—সেই শিক্ষা জগতেই দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করবার জন্য সরকার নূতন একটা আইন নিয়ে আসছেন।

Mr. Chairman: This is not relevant to the Bill.

Sj. Satya Priya Roy:

যেখানে তাদের সুবুদ্ধি হওয়া উচিত সেখানে তাদের সুবুদ্ধি হয় না। সেখানে তারা ফুল্‌স রাশ ইন'—তেমনি তারা ছুটে যায়। কিন্তু যেখানে তাদের বাস্তবিকই যাওয়া উচিত সেখানে তারা পিছিয়ে আসে। এই হচ্ছে সরকারের নীতির নমুনা। আমরা জানি, এই কলিকাতা সহরে শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক জিনিস সংগৃহীত আছে সেই সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে অবিলম্বে সরকারের এই আইনের বলে নিয়ে আসতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় সরকার এখানে দুর্ব্বল রুচিরই পরিচয় দিচ্ছেন। এখানে বিশেষ ক্ষমতা সরকারের নেওয়া উচিত। তার পর 'এক্সকাভেশন অব আর্কিওলজিক্যাল সাইট্‌স' সম্পর্কে যে চ্যাপটার আছে—সে সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন—সে ব্যবস্থা বাস্তবিকই হাফ-হার্টেড। এই ব্যবস্থায় দেখতে পাচ্ছি যে, লাইসেন্স দেবেন যাঁরা এক্সক্যাভেশন করবেন, লাইসেন্স ছাড়া করতে পারবে না। কলকাতা ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে আশুতোষ মিউজিয়াম এক্সক্যাভেশনএর কাজ করছেন। লাইসেন্স ছাড়া অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান আছে—তাদের পক্ষ থেকে এক্সক্যাভেশন করা হচ্ছে। কিন্তু এই আইন চালু হবার পর তার ফলে তাদের অবস্থা কি হবে তা ভাবতে পারি না। কাজেই বলছিলাম—যে কাজ হচ্ছিল তাও বন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইসেন্স সংগ্রহ করতে কত অসুবিধা হবে আমরা জানি। অথচ এই যে ক্ষমতা সরকার নিজের হাতে নিচ্ছেন, তার বলে যখনই কোনও প্রতিষ্ঠান নূতন এক্সক্যাভেশন করতে চাইবে তাদের উপরই লাইসেন্স নেবার বোঝা চাপিয়ে দিতে পারবেন। তাই আমার মনে হয় এই সমস্ত বিষয় চিন্তা-ভাবনা করে, কি করে পুরাণ ইতিহাস বাঁচিয়ে তোলা যায়, কি করে বাংলার পুরাণ ইতিহাসের সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে নূতন করে ইতিহাস রচনা করা যায়—ঐতিহাসিক সৌধ গঠন করা যায়—তার উপায় উদ্ভাবন করা আমাদের সরকার এই বিলের উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন কিন্তু আমার মনে হয় তারা যেভাবে এই বিল রচনা করেছেন তাতে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। শুধু এখানে-ওখানে কিছু ঐতিহাসিক মনুমেন্ট তা স্বীকার করা হবে এবং সেগুলির কাজ কিছু সারান, দরকার হলে মেরামত করা হবে। সেইজন্যই এই বিল এসেছে শিক্ষা বিভাগ থেকে নয়—পূর্ত-বিভাগ থেকে। সেইদিক থেকে আমি সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল। এইভাবে কিছুটা সংরক্ষণ হতে পারবে বলে আমি আপেক্ষিকভাবে এই বিলকে সমর্থন জানাচ্ছি।

Sj. Devaprasad Chatterjee: Sir, I want to say a few words.

Mr. Chairman: Are you going to bring up any fresh point?

Sj. Devaprasad Chatterjee: I shall refer to the last speech of Sj. Satya Priya Roy wherein he has raised some points which I think to be irrelevant. While he congratulated the Minister for bringing this Bill, he said that this

Bill should have been brought forward by the Education Minister. It is proper that we should judge a Bill by its objects and reasons and it is immaterial as to who has initiated the same. Secondly, Sir, he has stated that by imposing the conditions of licence, the Government is going to stop the excavation of historical places of interest which would have been otherwise done. I say, Sir, it is simply preposterous. By only regulating the conditions of excavation, by the grant of license, it is meant that any and every person will not be allowed to indiscriminately excavate things of historical interest. If the Government wants to stop such indiscriminate action, he says, by that the Government should be stopping all excavation work. I submit, Sir, it actually carries no meaning and is therefore irrelevant.

Now, Sir, coming to the main Bill I join with my friends in welcoming this move by the Ministry. Bengal has really a hoary past and a glorious record of history. It would be rather impertinent on my part if to point out the past conquest of Bengal in the field of culture and politics, I mention the names of Bijoy Singha, Atish Dipankar and coming to a later age, of "*Smarta*" Raghunandan and Lord Sri Chaitanya, the founder of the new Sect "*Vaishnaba*", who was not only the great propounder of a new school of Philosophy in life but also a pre-eminent Pandit of "*Nyaya*" because these names are too well-known in every cultured family of Bengal to be mentioned afresh. Bengal has been the ground of the rise and fall of so many kings and kingdoms beginning from the days of recorded history—from the time of Adi Sur to our last independent rulers of the Mughul days that the whole country was necessarily the field of many architectural work. Because, the prosperity of the kings and the ruling families found expression in many buildings, monuments, temples, mosques and mausoleums built by them and cultural aspect of the people found expressions in the books, manuscripts, etc., of the past.

Sir, ancient monuments are there in many parts of West Bengal. My learned friend Professor Bhattacharyya has stated only about those in the district of Murshidabad and Malda. I would like to say, Sir, that such monuments are there in many parts of Burdwan, Birbhum, Hooghly, Bankura. While the Ancient Monuments Preservation Act of 1904 has been preserving many monuments in certain parts of historical importance, namely, Malda, Murshidabad, etc., it pains me to point out that those in nearby districts are being neglected.

[12-20—12-33 p.m.]

Sir, recently I had been to "Baranagar" in connection with the West Bengal Municipal Conference, where I found some ancient temples left by Rani Bhabani. Of these, two temples are being preserved—one temple dedicated to God Siva and a group of temples also dedicated to Siva These are being prescribed under the Ancient Monuments Preservation Act, 1904, while the original temple which was said to have been constructed by Rani Bhabani and dedicated to Goddess Kali is not being preserved under the provisions of that Act.

Mr. Chairman: You are going into details about the ancient sites.

Sj. Dwaprasad Chatterjea: I am going into the details because I would like to clarify a point. Now, I am suggesting this that in this particular place you will find that while two monuments are being preserved, one is not being preserved. In such a case, Sir, suppose our State Government will be taking action to preserve the other monument, there would necessarily arise the question of co-ordination between the departments of the Central Government and of the State Government.

Mr. Chairman: Professor Chatterjee, these are matters of detail which are hardly suitable here.

Sj. Devaprasad Chatterjea: Sir, I was going to state only two points, namely, that in the actual operation of the Act there should be scope and provision for a close co-operation and co-ordination between the Central Government and the State Government and also that there should be a department of the proposed Advisory Board which the Minister has suggested, which would particularly relate to co-ordinating the research activities carried on by different organisations and persons for finding out the ancient monuments, which have not yet been brought under the Ancient Monuments Preservation Act and also to find out and prepare lists of monuments which have not yet been properly prepared for preservation. These are the two particular points which I would like to impress upon the Hon'ble Minister while he makes out the details of the Advisory Board.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, I am happy to note that the honourable members from both sides of the House have welcomed this legislation. It is not true, as complained of by Professor Bhattacharyya, that we did not consult any experts in the line before proceeding with the drafting of the Bill. We proceeded with the drafting of this Bill with the advice of the Central Advisory Bureau of Archaeologists. The drafting was done under the advice of the Government of India also. We sought the advice of the Calcutta University and they gave us valuable suggestions. We had to consult highest available legal opinion also on Constitutional points. Shri Satya Priya Roy has raised certain misgivings. If he carefully goes through the clauses of the Bill he will find that those charges are baseless. Some valuable suggestions have been made by the honourable members in course of this debate. Government would certainly give those suggestions careful consideration at the time of giving effect to this Act. I have nothing further to add.

The motion of the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta that the West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I would request the Hon'ble Minister in charge to consider if it would not be desirable to define the functions of the Commissioners specifically somewhere. I think that would have been much better. In the Bill in different sections the Commissioner has been asked to do certain things and it would perhaps be better to define the functions of the Commissioners in one place. I do not know what the Minister feels about it.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: It is defined in the Bill.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 3 to 25

The question that clauses 3 to 25 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, I beg to move that the West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archæological Sites Bill, 1957, as settled in the Council, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957

Mr. Chairman: The Hon'ble Kalipada Mookerjee will kindly move.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, it is only two minutes to 12-30 and unless this could be finished today will it be desirable to take it up now because there are many speakers on this side of the House?

Mr. Chairman: All right, we shall take up the discussions tomorrow. Let the consideration motion be moved.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, I beg to move that the West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration.

Sir, I would like to say a few words in this connection and it will not be a very long speech.

As you are aware, the Law Revision Committee appointed by the State Government, in the course of their examination of West Bengal laws pointed out that the existing law relating to the subject of gambling and lotteries was scattered in different Acts, namely:—

(1) The Bengal Public Gambling Act, 1867;

(2) The Calcutta Police Act, 1866—sections 44 to 51;

(3) The Public Gambling Act, 1867, which is a Central Act and does not apply to West Bengal;

(4) The Howrah Offences Act, 1857—sections 10 to 15;

(5) The Indian Penal Code—section 294A;

(6) The Bengal Amusements Tax Act, 1922—sections 15 to 21.

The Law Revision Committee, therefore, suggested that one consolidated single Act to deal with these subjects should be framed.

Honourable members will notice that of these Acts, the Public Gambling Act, 1867,—which is a Central Act, does not apply to West Bengal. In framing the consolidated Bill this Act has accordingly not been taken into account. Again, sections 15 to 21 of the Bengal Amusements Tax Act, 1922, relate to tax on totalisators and book-makers in relation to betting on horses. It is not proposed to disturb those provisions now. As regards lotteries, section 294A of the Indian Penal Code already covers lotteries completely and prohibits any lotteries other than those which are organised by Government or authorised by Government.

Hence that provision has been left undisturbed. The Bill accordingly deals with the provisions regarding gambling contained in the other laws referred to by the Law Revision Committee.

The present legislation also includes provisions to deal with the subject of Prize Competitions which is within the legislative competence of the State Legislature. For the sake of uniformity of regulation and control all over India the Central Government decided to introduce in Parliament a Bill called the Prize Puzzle Competitions (Control) Bill, 1955, and requested the

State Governments to get resolutions passed in their respective State Legislatures under Article 252 of the Constitution empowering the Lok Sabha to undertake such legislation. By the time the Resolution was actually passed by the State Legislature, the Prize Competitions Act, 1955, had already been enacted by Parliament. This Act does not apply to West Bengal. It is of course possible for this State to adopt the Central Act by resolution passed by both Houses under Article 252 but instead of having a separate Act on the subject it is considered more desirable to include in the present Bill a chapter containing provisions for the regulation and control of prize competitions.

Accordingly, the present Bill deals with Gambling and Prize Competitions (which include such things as Cross-word Competitions, Missing Word Competitions, etc.) for which prizes are offered. "Gaming or Gambling" has been defined. Punishment has been provided for those owning or keeping a Gaming House as well as those found in a Gaming House unless they can prove that they were not there for such purposes. The Bill also prohibits gaming and setting birds and animals. There is a specific provision exempting games of skill. There is also a provision indemnifying witnesses who were themselves participating in gaming provided the Magistrate certifies.

A separate Chapter of the Bill deals with Prize Competitions. In this Chapter are incorporated almost verbatim the provisions of the Central Government's Prize Competition Act, 1955. The Act does not apply to West Bengal but the Central Government's desire to have uniformity of regulation and control over Prize Competitions has been acceded to by including the provisions of the Central Act in Chapter III of the proposed Bill.

With these words, Sir, I commend my motion for the consideration of the House.

Mr. Chairman: We have to discusse the Secondary Education Board Bill. There are over 200 amendments and at least 20 hours would be required if we allot 6 minutes to each amendment. We have to ration our time rather drastically. Otherwise it would go on for ten days We would sit for a week from to-morrow for four hours a day. If you place some suitable suggestions I shall be very happy to consider.

Adjournment.

The House was then adjourned at 12-33 p.m. till 2-30 p.m. on Tuesday, the 17th December, 1957 at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent

Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar,
Chakrabarty, Dr. Monindra Mohan,
Chattopadhyay, Sj. K. P.,
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra,
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath,
Maliah, Sj. Pashupati Nath,
Mohammad Sayed Mia, Janab,
Roy, Sj. Surendra Kumar,
Saha, Sj. Jogindralal,
Sarkar, Sj. Pranabeswar,
Sen, Sj. Jimut Bahan, and
Sinha, Sj. Rabindralal.

COUNCIL DEBATES

Tuesday, the 17th December, 1957.

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Tuesday, the 17th December, 1957, at 2-30 p.m. being the Tenth day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

[2-30—2-40 p.m.]

GOVERNMENT BILLS

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr Chairman, Sir, at the outset I congratulate the Hon'ble Minister for having introduced this Bill. It is practically speaking, in substitution of Act II of 1867. Much water has flown down the river Ganges since then and really that Act requires amendment. In my humble submission amendments have been made here and there, but practically speaking the provisions of the old Act have been incorporated in this Bill. I would, however, draw the attention of the Hon'ble Minister to certain provisions in the Bill.

Now, with regard to Chapter II in the Bill I would invite the attention of the Hon'ble Minister to section 2, sub-section (1)(b) which defines "gaming or gambling". Now in this exception has been made regarding wagering or betting upon a horse race. In my submission this exception ought not to have been made. And then again with regard to the definition of "gaming or gambling" race gambling has not been included specifically under this definition as was done in the old Act. I would, therefore, submit that it ought to have been done very specifically.

Then, I would invite the attention of the Hon'ble Minister to clause 5(2) which runs to this effect: "All persons taken into custody under sub-section (1) shall be produced before the nearest Magistrate within a period of twenty-four hours of taking into custody excluding the time necessary for the journey from the place of taking into custody to the court of the Magistrate." Sir, it is a well-known principle of law that redundant words should not be used in any legislation. Now if a reference be made to section 61 of the Criminal Procedure Code, an identical provision has been made therein. So in my submission clause 5, sub-clause (2) is redundant and unnecessary. Even the Legislature would be taken to be not acting properly if that is done. Verbosity should be guarded against. So in my humble submission that ought to be deleted in order to show that the Legislature is aware of the provision of section 61 of the Criminal Procedure Code. Otherwise, people who look into this Bill, who go through this Bill, who discuss this Bill, when those people go in a court, they will think that the Legislature......

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: What was implicit before has been made explicit.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: It was not implicit. It is always explicit, for the provisions of the Criminal Procedure Code apply to all Acts in which the application is not barred. So section 61 of the Criminal Procedure Code applies, and in face of section 61 of the Criminal

Procedure Code, it is, as I have submitted, redundant and unnecessary to make a duplication of the provisions. Same remarks can be made with regard to similar provision in another clause and this, I would also submit, is redundant and unnecessary. Then, I come to the most important clause, viz., clause 13. Clause 13 makes provision for examining witnesses who are in legal phraseology called approver witnesses. Now, with regard to this provision, I have a submission to make. Under the Criminal Procedure Code, in certain specified cognizable offences the Magistrate and other officers have been given the power to tender pardon and the procedure which is followed in such cases is that the accused is brought before the Magistrate, the Magistrate asks him whether he is ready and willing to make a full and true disclosure of the facts involved in the offence and if he signifies his consent, then he is tendered pardon and thereafter his evidence is taken and if he does not stick to his promise, then the Public Prosecutor is empowered to file a certificate in accordance with the provisions of section 339 of the Criminal Procedure Code and then he can be prosecuted. But the provision which has been made here is in reverse order. Sir, clause 13 runs to this effect: "Any person who shall have been concerned in gaming leading to, and who shall be examined as a witness before a Magistrate in respect of, the trial of any person for a breach of any of the provisions of this chapter and who upon such examination shall make true and faithful discovery to the best of his knowledge of all things as to which he shall be so examined, and who shall thereupon receive from the said Magistrate a certificate in writing to that effect, shall be freed from all prosecutions under the provisions of this chapter for anything done before that time in respect of such gambling". Sir, the procedure is reverse. Here the accused would come, he would be examined as a prosecution witness and make a true and full disclosure of the facts involved in the matter and then he would be given a certificate by the Magistrate that proceedings against him would be barred. Sir, if this provision is retained, the baneful effect would be that very few persons without getting an assurance of acquittal would come forward to give evidence in a case and secondly, he would be hovering over an uncertainty and when he has been examined as a prosecution witness, the result would be that he would either give exaggerated facts in order to satisfy the police and the Magistrate or he would give false evidence in order to purchase his acquittal. So in my humble submission the procedure which is established in the eye of law, the procedure which is being followed everywhere and in other countries, should be adopted. A reverse order would be baneful to the cause of justice and very few persons would come to depose in favour of the prosecution. So, Sir, I would bring this clause 13 to the notice of the Hon'ble Minister in charge of the Bill and would ask him to go through the provisions of sections 337 to 339 of the Criminal Procedure Code and compare those provisions with the provisions embodied in clause 13 and to find out which is better and which ought to be followed. In my humble submission, Sir, the provision regarding the testimony of an approver and the procedure to be followed with regard to that as laid down in the Criminal Procedure Code should be adopted in this Bill. So, Sir, I would submit that this clause 13 requires revision.

[2-40—2-50 p.m.]

As I have said before, Chapter II is almost a verbatim reproduction of Act II of 1867 with necessary changes here and there. I admit that these changes were necessary and therefore incorporated in this Bill.

Then with regard to Chapter III, the provisions are new and I think the prize competitions should be brought under control and some sort of restriction should be placed thereupon. The provisions laid down in clause

19, in my humble submission, are salutory and I give my wholehearted support to the provisions made in Chapter III, and with the remarks I have just now made I support this Bill.

With these words, Sir, I resume my seat.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, like my friend Sj. Bhattacharyya I congratulate the Hon'ble Minister for having introduced this measure. I have some observations to make with regard to some of the sections.

In section 2 I notice that horse racing has been left out of consideration altogether and it figures in the list of exceptions.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Horse racing is covered by Bengal Amusements Tax Act.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I know that very well, and my honourable friend also perhaps knows that more money is wasted by the poor people in the race course than the money that comes into the exchequer of Government by way of tax. Sir, the amount that we get by way of tax is not very large and I believe in view of the ruin that is being caused to many families it is desirable that we should seek other avenues of taxation and secure the money that we are getting from horse racing. That is the view which from this side of the House we have put forward before also, but up till now the Government have not considered it. I believe that if they seriously try and seek the advice of experts they would be able to find some other avenues of income of the State. Sir, horse racing has to be stopped. As a sport horse racing is welcome. But as it is bound to be connected with betting, I feel that this kind of sport should be stopped as soon as possible.

With regard to section 6, I have some observations to make. According to section 6, finding of cards or any other instrument of gambling in suspected houses is regarded as an evidence that the house is used as a common gambling den. The onus to disprove it is placed on the person or persons concerned. This appears to me contrary to the principles of British Criminology which we have been following. In the U.K. it is for the prosecution to prove that a particular person has really committed a breach of law. Here the burden is placed on the person or persons in whose house cards and other instruments of gambling are found. I challenge the soundness of this principle and I feel that this will lead to the concoction of many false cases. In order to avoid such false cases and in order to protect innocent people who may be conspired against, it is necessary that this section should be changed materially. Sir, these are all that I have to say on this Act.

It is desirable that the previous Acts should be consolidated and here is a consolidated Act. Chapter III of the Act, I understand, is a verbatim reproduction of the Act that has been adopted by the Centre some time ago. So I welcome this measure, but I hope that the Minister-in-charge will take into consideration the observations that I have made on sections 2 and 6.

Janab Abdul Halim:

মাননীয় পুলিশমন্ত্রী মহাশয় যে জুয়া-খেলা ও প্রাইজ কম্পিটিশন নিয়ন্ত্রণ বিল এখানে এনেছেন, যদিও এই বিল স্বাধীনতার ১০ বৎসর পরে এসেছে তবুও এটা প্রশংসনীয় বলতে হবে। কিন্তু আমরা জানি শুধু এই জুয়া খেলার আইন পাশ করলেই কাজ হবে না, কারণ

ধরা পড়ে, আর বড় বড় অপরাধকারীরা বেরিয়ে আসে। কাজেই এই আইনও হয়ত ঠিকভাবে অনুসৃত হবে না। এই যে ফাটকা বাজার চলছে, এই যে শেয়ার মার্কেটে লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা চলছে, সে-সব ক্ষেত্রে সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করে রয়েছেন।

কাজেই এই হর্স-রেসিংকে বাদ দেওয়ার ফলে জুয়া খেলা দেশ থেকে উঠিয়ে দেবার জন্য যে ব্যবস্থা এখানে করছেন, তা দেখে মনে হয় এটা মাত্র লোক দেখান তামাসা করবার জন্য, এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা এই বিল এনেছেন।

Sj. Manoranjan Sen Gupta:

মিঃ চেয়ারম্যান! এই ব্যাপারে সমস্ত নাগরিকেরই সমর্থন থাকবে, কিন্তু পুলিশের উপর যেরকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় এই বিলের অপব্যবহারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। পুলিশ লোকের বাড়ী গিয়ে দুপুর রাতে বা যখন তখন গ্রেপ্তার করতে পারবে কিংবা মালপত্র নিয়ে যেতে পারবে, তার বিশেষ কোন দমনের ব্যবস্থা নাই। হয়ত প্রচেষ্টাটা সাধু, কিন্তু এ আইন পূর্বেও ছিল, সেটাকে এখন কনসলিডেট করা হয়েছে এ-কথা মুখবন্ধে বলা হয়েছে। কিন্তু আইন যারা কাজে পরিণত করবে তাদের মোরেলএর কথা আমাদের ভাবতে হবে। আগে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আমলে যা ছিল বর্তমানে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বরং দেখতে পাচ্ছি তাদের মনের অধোগতি যে আরও বেশী হয়েছে এ-কথা সকলেই স্বীকার করবেন। আর এ-কথা সংবাদপত্রেও প্রতিনিয়ত বিঘোষিত হচ্ছে। আজকে শুধু আইন করে শেষ করলেই হবে না। আমরা জানি আজ দুর্নীতি এত বেশী ব্যাপক যে, উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরের সকল লোকের মধ্যেই এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা চোখের সামনে দেখছি রাস্তার উপর জুয়া খেলা হচ্ছে, পুলিশ হয়ত গেল এবং দেখে দুটো কিল-চড় মেরে তাড়িয়ে দিল; কিন্তু আমরা জানি অর্গানাইজড গ্যাম্বলিং যেখানে আছে, সেখানে পুলিশের সঙ্গে মাসিক ব্যবস্থা আছে, এবং পুলিশ জেনে-শুনে এটা চলতে দিয়ে থাকে। আমি মাননীয় পুলিশমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করব যে, এই স্বাধীনতার যুগে পুলিশের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা কি ফলবতী হয়েছে? আমরা আমাদের গভর্নমেন্ট ন্যাশনাল বলে অহংকার করি, এবং ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট এই নামটা নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। আজ চারিদিকে যেরকম নৈতিক অবনতি দেখা যাচ্ছে, তাতে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের কাছে যে উন্নতি আশা করা যেত, তার একান্তই অভাব হয়ে পড়েছে, বিশেষ কোরে পুলিশ রক্ষক হয়ে যদি ভক্ষক হয়ে দাঁড়ায়, যারা অপরাধ নিবারণের ভার নিয়েছে তারা যদি কথায় কথায় নানাভাবের হীন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে বলতে পারি যে রীতিমতভাবে পুলিশের নৈতিক অবনতি দূর করার চেষ্টা না হলে কোন সুফলই পাওয়া যাবে না। আমি সেইদিকেই বিশেষ কোরে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, আজ মানুষের চরিত্র যাতে উন্নততর হয় তা একান্তই প্রয়োজন, এবং বিশেষ কোরে পুলিশ যারা দেশের জনসাধারণের রক্ষক তারা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাহলে দুর্নীতি দূর করবার জন্য আইন কাজে পরিণত করা যে কঠিন, সেই বিষয়ের প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[3—3-10 p.m.]

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জুয়া নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধকল্পে যে বিল আমি এই পরিষদ ভবনে উপস্থিত করেছি, আনন্দের বিষয় যে বিরোধী দলের বন্ধুরা অনেক এই বিলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, খোলাখুলিভাবে কোন কোন মাননীয় সদস্য অভিনন্দন জানিয়েছেন, কেউ বা অভিনন্দনের মধ্যে তামাসা বলে ব্যঙ্গ করবার চেষ্টা করেছেন। যারা জীবনকে তামাসা বলে ধরে রেখেছেন, জীবনের গুরুত্ব, সমাজের দুর্নীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে না তাদের কাছে তামাসা এবং ব্যঙ্গই সবচেয়ে বড় জিনিষ। কিন্তু আজ এই বিলের যে অন্তর্নিহিত প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু, সেটা হচ্ছে দেশের মধ্যে যেভাবে জুয়া খেলা বেড়ে চলেছে, তার প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ সমাজের কল্যাণের দিক থেকে একান্ত প্রয়োজন। এবং এই বিলে যে-সমস্ত ধারা আছে, বিলে যে-সমস্ত সর্ত আছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে

বিরোধী দলের বন্ধুরা এই বিলকে সমাজকল্যাণমূলক বিল বলে অভিনন্দন করেছেন, আনন্দের কথা; আমিও তাঁদের অভিনন্দন জানাই তাঁদের এই মনোভাব নিবেদনের জন্য। বিরোধী দলের কোন কোন বন্ধুরা বলেছেন যে, জুয়া খেলা যে বন্ধ করবে, প্রতিরোধ করবে, আগেকার সাবেকী আমলের। পুলিশ তো পরিবর্তন হয় নি? আমি বলবো পুলিশ তো দেশের সন্তান, তারা যে-সমস্ত শিক্ষানিকেতনে শিক্ষালাভ করেছেন, তাদের নৈতিক চরিত্রকে, তাদের মনকে উন্নত করবার জন্য যাঁরা দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সেই যে শিক্ষাসমাজ, তাদের দোষ-ত্রুটি, তাদের কর্তব্য-বিচ্যুতি কি তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে না? যে দুর্নীতি আমরা সমাজের এক স্তরে দেখি, সেই দুর্নীতি এক স্তরে নিবদ্ধ থাকে না, তার ব্যাপকতা যদি দেখি তাহলে সত্যই চিন্তা হয় যে তার সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন। তাই যারা সমাজের এই মানুষ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, সেই শিক্ষক-সমাজকে জাতীয় কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, is the Hon'ble Minister relevant?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: It is relevant in this sense that my friends characterised this Bill as *tamasa* and mentioned *durniti* of the Police. This is in reply to that.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we want a ruling from you.

Mr. Chairman: Yes, he is relevant.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কেন কোন বিরোধী দলের বন্ধু বলেছেন যে, ঘোড়-দৌড় এর মধ্যে আসে নি কেন? ঘোড়-দৌড়ের জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে। বেঙ্গল এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স আইনের কতকগুলি ধারা আছে ঘোড়-দৌড় নিয়ন্ত্রণ করছে।

আমরা সেই ধারা বা উপধারার কোন পরিবর্তন সাধন করি নি। কাজেই সেটাকে এই বিলের আওতায় আনা হয় নি। কিন্তু আমি এ্যাসেমব্লীতে যে-কথা বলেছি, তার পুনরাবৃত্তি এখানে করছি যে, গভর্নমেন্ট ঘোড়-দৌড়কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্বন্ধে চিন্তা করছেন এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এ সম্বন্ধে তাঁরা একটা বিস্তৃত বা কম্প্রিহেন্সিভ বিল আনবেন। কিন্তু আজ এই বিলের আওতায় ঘোড়-দৌড় পড়ে না, এখনও পর্যন্ত বেঙ্গল এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্সের দ্বারা এই ঘোড়-দৌড় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক নির্মলবাবু ৬ নম্বর ধারা দেখে একটু চিন্তিত হয়েছেন এই কারণে যে, এই আইনের যে ধারা তার যে গার্ড তার কিছু পরিবর্তন আমরা এখানে দেখি না। নূতন নীতি আমরা এখানে আরোপ করেছি, তার কারণ হচ্ছে এই যে, অনেক সময় আমরা দেখি যে এই জুয়া খেলা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে, তাকে বন্ধ করতে গিয়ে সবসময় ভাল সাক্ষীসাবুদ পাওয়া যায় না। সেজন্য নীতির পরিবর্তন করা হয়েছে, অর্থাৎ তাদের এখানে প্রমাণ করতে হবে, যাদের সেখানে ধরা হয়েছে তারা জুয়ার আড্ডায় কি করতে গিয়েছিল। জুয়ার আড্ডাতে কেউ মালা বা মন্ত্র জপ করতে নিশ্চয়ই যায় না। কাজেই যাঁরা অভিযুক্ত হবেন তাঁরা যে নির্দোষ সেটা প্রমাণ করবার দায়িত্ব যদি তাদের উপর দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় যে, এই আইন সুচারুভাবে নিষ্পন্ন করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার ফলে যদি দেখা যায় যে এটা কার্যকরী তেমন হচ্ছে না, তাহলে তখন সেই সর্তের পরিবর্তন সাধনের কথা আমরা চিন্তা করবো। এই বিলের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিরোধী দলের বন্ধুদের মধ্যেও বিশেষ কোন মত-বিরোধ নেই, তাঁরা একে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমিও তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The motion of the Hon'ble Kali Pada Mookerjee that the West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clauses 1 to 37

The question that clauses 1 to 37 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, I beg to move that the West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957, as settled in the Council, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Jagannath Kolay:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনি কন্সিডারেশন স্টেজে আলোচনার জন্য ক' ঘণ্টা সময় দেবেন। আমরা ফার্স্ট রিডিংএ ১১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময় নিয়েছি। কাজেই ক্লজ বাই ক্লজ আলোচনায় কন্সিডারেশন স্টেজে—আপনি ক' ঘণ্টা সময় দেবেন সে সম্বন্ধে আপনার নির্দেশ আমি চাচ্ছি।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Before you give your ruling on the question I have another submission to make. Sir, in order to ensure proper discussion of this very important measure, I would request you not to drastically limit the time allotted to the Opposition You are aware, Sir, that this Bill has raised a storm of opposition in the country and that this Bill has, in fact, taken more than eleven hours at the introduction stage. We are now taking up the Bill clause by clause, and there are many clauses that are of a controversial nature, and on those clauses discussion is likely to be long and I hope, Sir, that you will so arrange the time schedule, so that the discussion may be full and to your own satisfaction.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I would like to make just one submission regarding the question that has been raised by my friends on the opposite.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন এটা সিলেক্ট কমিটিতে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম তখন তিনি আমাদের কথা দরদ দিয়ে শুনেছিলেন এবং আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী একটা যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন যে, সিলেক্ট কমিটিতে দেবার কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ বোধ হয় এইটাই প্রথম বিল যেটা বিধান পরিষদে প্রথম এসেছে—বিধান পরিষদে যাতে আমরা এর সমস্ত রকম খুঁটিনাটি সকলে বিবেচনা করতে পারি তার জন্য যথেষ্ট সময় দেবারও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এই বিল বিধান পরিষদে উপস্থাপিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন জানাই। প্রকৃতই এটা একটা বিতর্কমূলক বিল। য়ুনিভার্সিটি থেকে পর্যন্ত এটার আলোচনা স্থগিত রাখবার জন্য বলেছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা স্থগিত রাখেন নি। এই বিলটি যাতে আমরা যথাযথভাবে বিবেচনা করে আমাদের মতামত প্রকাশ করতে পারি এবং বিশেষ করে এই হাউসকে এনলাইটেন্ড করবার জন্য আমার মনে হয় এর দীর্ঘ আলোচনা হওয়া দরকার। এই বিলের আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করবার কালে এটুকু আবেদন করব যে, সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বিরোধী পক্ষ এই বিল সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করবার সুযোগ থেকে যাতে বঞ্চিত না হই এবং আমরা যাতে আমাদের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারি সেই দিকে যেন লক্ষ্য রাখেন।

Sj. Jagannath Kolay:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্যরা এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করছেন এবং আমার মনে হয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা প্রত্যেকেই এই বিষয়ে একমত। আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে, একটা সময় নির্দিষ্ট করা হোক, আমি বলছি না ড্রাসটিক্যালি কার্টেল করা হোক। আমি বলছি ৮।১০।১২।১৪।১৬ ঘণ্টা যাই হোক একটা সময় ঠিক করা হোক যাতে আমরা বুঝতে পারি কতদিনে এই বিলটা শেষ হবে। পার্লামেন্ট বা অন্যান্য লেজিসলেচারএ এই হচ্ছে নিয়ম। আমরা এখনো কন্সিডারেশন স্টেজএ আছি, তারপর ক্লজ বাই ক্লজ ডিসকাসান হবে। সেজন্য আমি বলছি একটা সময় নির্ধারণ করুন।

Mr. Chairman: I ask the members of the House on the other side to consider this. Sj. Satya Priya Roy has said that there will be a long discussion on this question. There are 210 amendments and 45 clauses. If you devote five minutes to each amendment, it would take not less than 17 hours, if you take 6 minutes it would take 20 hours and if you take 8 minutes it would take 24 hours. I want to know how long you will be spending over this Bill. I understand that those who are interested in education, both members of the House and possibly outside the House, would want to do it in a thorough and businesslike manner. So I want to know how many hours you would require to finish the Bill? I do not think there is any need for elaborate dicussion on the clauses. I suggest that those who have amendments should speak on their amendments and for that purpose should not take more than six minutes on each amendment, and if any member wants to speak in support of any amendment which has been moved by another member, he should state only new points and should take not more than three minutes. In this way we can go on. Possibly in some cases the time will be longer and in other cases shorter time will be required.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, on behalf of the members of this side of the House I can give this assurance that we would not unnecessarily delay the proceedings of the House. On the other hand, I would also submit that some latitude should be given to them. I have seen in the list that there are some amendments which cannot be finished within five minutes even by the mover of the amendments. So, Sir, no hard and fast rule should be laid down with regard to that matter but we should be allowed to proceed. I give you this assurance on behalf of the members of this side of the House that we would not unnecessarily delay the proceedings.

Mr. Chairman: That is an assurance which, I am sure, members of the other side would also give me that they would not unnecessarily delay the proceedings. There are certain amendments which would require a longer time for disposal. I leave it to the good sense of the movers of such amendments to take as little time as possible and other members, unless they have any new points in support of any amendment, should refrain from speaking. So we can now start the discussion on this basis that for ordinary amendments the speaker will take five minutes for each and for special amendments some more time.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, you said six minutes.

Mr. Chairman: I have not laid down any hard and fast rule. You may take six minutes in some cases and even eight minutes in other cases but try to be as brief as possible. Now, let us see how we proceed, and after a day or two we might think of changing the procedure.

Clause 1

Sj. Manoranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that in clause 1(1), lines 1 and 2, the words "Board of" be omitted.

Sir, I would like to change the name of the Bill from the West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957, to the West Bengal Secondary Education Bill. The obvious reason is that the proposed name is very narrow and limited. If the work of the Board proves satisfactory, then time may come, when its functions may be enlarged. With that object in view I propose that the name should be West Bengal Secondary Education Bill as it was in the Act of 1950.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, in the Statement of Objects and Reasons it has been said that a new Board of Secondary Education for West Bengal is proposed to be constituted and hence the Bill has been named as the West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957 and it cannot be changed. I oppose the amendment.

[3-20—3-30 p.m.]

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that in clause 1(1), lines 1 and 2, the words "Board of" be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—10.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushan
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—25.

Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Arabinda
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Dutt, Sjta. Labanyaprova
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mozumdar, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Musharruf Hossain, Janab
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 10 and the Noes 25 the motion was lost.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that sub-clauses (c) and (d) of clause 2 be renumbered respectively as sub-clauses (d) and (c).

Sj. Satya Priya Roy: Mr. Chairman, Sir, what is the purpose of the Bill, if sub-sections (c) and (d) of section 2 be not amended and renumbered? Sub-section (c) gives definition of "institution" and sub-section (d) gives definition of "Head of institution". We do not understand what is the difficulty regarding the renumbering.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, in order to make the position of sub-clauses alphabetically clear, the amendment is moved. So there is nothing wrong.

Sjkta. Anila Debi: Sir, I beg to move that in clause 2(c), in line 1, after the word "means" the words "Junior High or" be inserted.

Sir, I also move that in clause 2(c), in line 1, after the words "High School" the words "or Higher Secondary" be inserted.

Sir, I also move that in clause 2(c), lines 2 to 5, the words beginning with "or an Educational Institution" and ending with "or girls or both" be omitted.

Sir, I also move that in clause 2(e), in line 3, after the word "Institutions" the words "as approved by the Board of Secondary Education, West Bengal" be inserted.

Sir, I also move that in clause 2(i), in line 3, the words "by the Board or" be omitted.

Sir, I also move that in clause 2(1), in lines 5 and 6, the words "or by a Government" be omitted.

Sir, I also move that in clause 2(1), item (ii) be omitted.

Sir, I also move that in clause 2(1), item (iii) be omitted.

Sir, I also move that in clause 2(1), item (iv) be omitted.

Sir, I also move that in clause 2(1), item (v) be omitted.

Sir, I also move that in clause 2(1), in item (viii) in line 1, after the word "of" the word "General" be inserted.

Sir, I also move that the proviso to clause 2(1) be omitted.

এটা আমি আনতে চাচ্ছি এই জন্য যে বর্তমানে সেকেন্ডারী এডুকেশনএ জুনিয়ার হাই স্কুল গুলিকে সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশন বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে—

"Institutions" means a High School or a Multi-purpose School or an Educational Institution

এখানে আমি এই হাই স্কুলএর আগে জুনিয়র হাই স্কুল বসাতে বলছি। কারণ পূর্ব আইনের আওতায় এসে জুনিয়ার হাই স্কুল যেগুলি ক্লাস এইট পর্যন্ত, মাধ্যমিক বিদ্যালয় বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে, সুতরাং সেই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে আইনের বলে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায় থেকে বাদ দেবার যেন কোনো সুযোগ থাকতে না পারে। এই স্কুলগুলি উচ্চতর ধারায় পরিণতি লাভ করবার যে স্বীকৃতি লাভ করেছে, সেই স্বীকৃতি যাতে থাকে, সেই জন্য আমার এই এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করা হোক।

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, I support this amendment. Sir, when we were discussing in this House today the West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957, we heard a proposition that everything should be made as clear as possible. Let us follow this principle also in this case and add the words "as proposed by Sjkta. Anila Debi". In doing that the sense would be made clearer and that will be for the benefit of the House as also of the persons who will have the occasion to interpret the word "Institution" as it is defined now.

With these words, Sir, I support the amendments moved by Sjkta. Anila Debi.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Satya Priya Roy:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, যে সংশোধনী অনিলা দেবী এনেছেন সেটা দরকারী সংশোধনী। এই বিল সম্পর্কে আমরা আগেই বলতে চেয়েছিলাম এই বিল রচয়িতা যিনি তার সঙ্গে প্রাথমিক

শিক্ষার নতুন যে সংস্কার হয়েছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার যে কাঠামো তার সংগে তার পরিচয় নেই। ১৯৫০ সালে বিলে যে ব্যবস্থা ছিল, যে সংজ্ঞা ছিল, এই ১৯৫৭ সালের বিলে সেই সংজ্ঞাই দেওয়া হয়েছে। এখানে জুনিয়ার হাই এটা যোগ করা নেই। এখানে যেসব সংশোধনী হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে ঠিক একই কথা বলা চলতে পারে। এই যে বিল আনা হয়েছে তাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে আধুনিক যে কাঠামো সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা করা হয় নি। সেইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে জুনিয়ার হাই স্কুল আছে, হাই স্কুল আছে,

Higher Secondary School, Multi-purpose School

এই চার রকম বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে মাত্র দুই ধরণের বিদ্যালয়ের কথা আছে। মালটি-পারপাস স্কুল বলতে কি বুঝায় সেটা এখানে বলা উচিত ছিল। মালটি-পারপাস স্কুলএর যে আইন আছে, শিক্ষাক্ষেত্রে সে সম্পর্কে একমত আছে বলা যায় না। দে কমিশন মালটি-পারপাস স্কুল সম্বন্ধে তিনটা ধারার কথা বলেছেন তারমধ্যে হিউম্যানিটিজ একটা ধারা, এবং আরো দুইটি ধারা আছে। কিন্তু আমাদের সরকার যে সিদ্ধান্ত করেছেন তাতে শুধু হিউম্যানিটির কথাই নিয়েছেন। বর্তমানে কলা বিভাগ যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন পরিচয় পাই নি। সুতরাং মালটি-পারপাস স্কুল যে কি হবে তার প্রামাণ্য সংজ্ঞা কোন জায়গাতে পাই না। কারণ এই সংজ্ঞা নিয়ে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্য অনিলা দেবী জুনিয়ার হাই নেবার জন্য যে সংশোধনী এনেছেন সেটা একটা মৌলিক সংশোধন। এর ভিতর আমরা দেখতে পাই বিল যিনি রচনা করেছেন তিনি এই মৌলিক সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। এই মৌলিক সংশোধনী যদি গ্রহণ করেন—যে মৌলিক সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত ছিল—তাহলে আমরা বুঝিয়ে দিতে পারবো, যে মৌলিক ধারণা শিক্ষা বিষয়ে থাকা উচিত ছিল সেই মৌলিক ধারণা সরকারের মোটেই নেই।

Sj. Manoranjan Sen Gupta: Sir, I want to say a few words.

Mr. Chairman: Mr. Sen Gupta, the mover of the amendment has said what he had to say in this connection. If you can bring in any fresh points then you can speak; otherwise please do not waste the time of the House.

Sj. Manoranjan Sen Gupta: In support of this amendment I should like to say, Sir, that junior schools comprise several stages, two-class, three-class junior schools and four-class junior schools. Now it seems the framers of this Bill have doubt whether these schools come under the Secondary Education Act or not. In that case these schools will be in the position of *Trisanku*. That should be unambiguously stated in this clause.

Sir, I support the amendment.

Sj. Kamini Kumar Ghose: Sir, Institution means a High School or a Multi-purpose School or an educational institution or part or department of such school or institution imparting instruction in Secondary Education to boys or girls or both. Certainly it does not exclude Junior High Schools as well as Secondary Schools.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, this amendment is of a fundamental nature.

Mr. Chairman: If you have anything to say which has not been covered by the mover of the amendment, then you can speak.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: What I feel, Sir, is that the Hon'ble Minister-in-charge judging from the way in which he has been behaving both in this House and outside wants to exclude Junior High Schools from the scope of Secondary Education. It is for this reason we feel that it is absolutely necessary that this point should be made clear in the definition itself. That is my point, Sir.

Janab Abdul Halim: I will speak on a new point.

প্রাইমারী কি সেকেন্ডারী সে সম্পর্কে এখানে কোন নির্দেশ নেই। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি নির্দেশ চাচ্ছি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, they have not taken care to read the definition of secondary education in clause 2(1) and that is why there has been a mistaken idea. "Secondary education" has been fully defined. It means "education suitable to the requirements of all pupils who have completed Primary Education and have not qualified for admission to a certificate, diploma or degree course instituted by a University or by a Government". Sir, the whole range of secondary education is covered by that definition. And an institution means "a high school or a multi-purpose school or an educational institution or part or department of such school or institution imparting instruction in secondary education to boys or girls or both". Sir, this definition of "institution" has to be read along with the definition of "secondary education" and as they have not cared to read in that way, they do not understand the import of the definition of "institution" and that is why they have brought up these amendments.

Sjkta. Anila Debi: Sir, I have other amendments.

Mr. Chairman: All your amendments have been taken as moved. You can speak on them one by one.

Sjkta. Anila Debi:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আপনি আমাকে সবগুলি এ্যামেন্ডমেন্ট এক সংগে বলতে বলেছেন সেজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনি বোধ হয় দেখেছেন যে আমি এই ধারার একই লাইনএ দু-তিনটি এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি। একটার বিষয় প্রফেসার ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন। আমার আর একটা এ্যামেন্ডমেন্ট রয়েছে তাতে লাস্ট পোরশনটা ওমিট করতে বলেছি। আমার উদ্দেশ্য আপনাকে বলছি, মন্ত্রীমহাশয় সেকেন্ডারী এডুকেশনএর ডেফিনিশন হিসাবে যে কথা বলছেন তার মধ্যে একটা কন্ট্রাডিকশন রয়েছে বলে আমি মনে করি। সেইজন্য আলাদা আলাদা করে আমার এ্যামেন্ডমেন্ট রয়েছে এবং প্রত্যেকটার আলাদাভাবেই আমি ভোট চাইবো কারণ যদি কোন একটা গ্রহণ করেন, তাহলে ডেফিনিশন যেটা তিনি উল্লেখ করেছেন সেটা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 2, after item (iii), the following item be inserted, namely :—

"(iiia) veterinary education,".

Sir, I would like to see veterinary education also included within the scope of secondary education. Sir, the purpose of the Government under this particular sub-clause 2(1) is to include a certain bias to be imparted along the lines defined in (i) to (viii). So I suppose, Sir, it is necessary to include veterinary education also. In rural areas in particular it is necessary to give a veterinary bias to the system of education that is to be imparted. If technical education, agricultural education, commercial education are included, I do not see why veterinary education should not be included. Sir, I am specially in favour of it because agricultural education and veterinary education go together. I do not want that full-fledged course of veterinary education should be taught. What I propose is that a bias along veterinary lines be given to the system of education and I believe, Sir, that agricultural education would be more or less fruitless unless this particular amendment which I have the honour to place before you be accepted.

[3-40—3-50 p.m.]

Sjkta. Anila Debi:

মাননীয় চেয়ারম্যান, ১১নং থেকে আমার যে কয়টি এ্যামেন্ডমেন্ট আছে তা আপনার অনুমতি-ক্রমে এক সংগেই আলাদা আলাদাভাবে মুভ করছি। আমার ১১নং যে এ্যামেন্ডমেন্ট তাতে আমি ক্লজ ২এর সির প্রথম লাইনে যেখানে হাই স্কুল রয়েছে সেই হাই স্কুলের পর "অর হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল" বসাতে বলছি—ঠিক মালটি-পারপাস স্কুল কথাটির আগে। আমরা দেখেছি মালটি-পারপাস ইনস্টিটিউশন আর ইলেভেনথ ক্লাস স্কুল করতে গিয়ে দুটো টাইপস্ অব স্কুলস চালু হচ্ছে। একটা এ্যাকাডেমিক টাইপএর সাধারণ অর্থাৎ
11th class school humanities.
পড়ানোর জন্য আর একটা
Multi-purpose Higher Secondary School.
মালটি-পারপাস স্কুল উক্ত এ্যাকাডেমিক হাইয়ার সেকেন্ডারীকে বাদ দিয়ে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সর্বকিছু যদি মালটি-পারপাস স্কুলে চলে যায় তবে হাইয়ার সেকেন্ডারী যেগুলি উইথ ওনলি আর্টস কোর্স সেগুলির অবস্থা কি দাঁড়াবে আমরা বুঝতে পারছিনে। সেইজন্য আমি জুনিয়ার হাই স্কুলএর স্বার্থ পরিষ্কার রাখার জন্য হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল কথাটা এখানে ইনসার্ট করবার জন্য এই ১১নং এ্যামেন্ডমেন্টটা এনেছি।

আমার একটা এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে ১২নং। এতে আমি এই ক্লজএর সির দ্বিতীয় লাইনের—
or an educational Institution
থেকে শেষ পর্যন্ত পোর্সান বাদ দিতে বলছি, এইজন্য বলছি যে সেকেন্ডারী ইনস্টিটিউশন বলতে গেলে মন্ত্রী মহাশয় যদি মনে করেন জুনিয়ার হাই স্কুল, হাই স্কুল, হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল এবং মালটি-পারপাসেস স্কুল এখানে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। বিশেষ করে হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল নিয়ে যে ব্যবস্থা হচ্ছে—তার সংগে ইউনিভারসিটির সম্বন্ধ রয়েছে। হাই স্কুলের পর অর্থাৎ স্কুল ফাইনাল একজামিনেশন পাশ করে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট না করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। এক্জিসটিং টেন্থ ক্লাস স্কুলের শেষ পরীক্ষার পর কলেজে প্রিপারেটরী কোর্স ছেলেরা শিখবে। এখানে যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন বলতে তিনি বলছেন—যেখানে পার্টলি সেকেন্ডারী এডুকেশন দেওয়া হবে সেগুলিকেই তিনি সেকেন্ডারী পর্যায়ের মধ্যে নেবেন। যেখানে প্রিপারেটরি কোর্স দেওয়া হবে সেখানেও তো পার্টলি সেকেন্ডারী এডুকেশন দেওয়া হবে? তাহলে এই সেকেন্ডারী এডুকেশন দেবার জন্য ইনস্টিটিউশন হিসাবে কলেজ পার্ট এসে যাচ্ছে। বর্তমানে যে ইউনিভারসিটি এ্যাক্ট রয়েছে সেটাকে পরিবর্তন না করে এই আইনের বলে কলেজের এই পার্টকে সেকেন্ডারী এডুকেশন ইনস্টিটিউশনসএর পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারেন কি? যেখানে আপনারা বলছেন
educational Institution partly secondary
শিক্ষা দেবে, এখানে একটা পার্ট ইউনিভার্সিটির মধ্যে চলে আসছে। এখন আমার জিজ্ঞাস্য ইউনিভার্সিটির অধীনে যে কলেজগুলি টেন্থ ক্লাশ স্কুল পাসিং এগজামিনেশনএর পর প্রিপারেটরি কোর্স শিক্ষা দেবে সে ইনস্টিটিউশন সম্বন্ধে এখানে কি ব্যবস্থা হয়েছে? আমার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন বলতে আমি মনে করি যারা পরস্পরের উপর নির্ভর করবে তাদের কোনটা সেকেন্ডারী পর্যায় পড়ছে, কোনটা পড়ছে না তার মধ্যে বিন্দুমাত্র গোলমালের অবকাশ থাকা উচিত নয়, বিশেষ করে যখন নতুন করে বিল এনেছেন, সমস্ত জায়গা স্পষ্ট থাকা দরকার। কোন রকম অস্পষ্টতার স্থান এতে যেন না থাকে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি—তিনি চিন্তা করুন বিলটাকে স্পষ্টতর করবার জন্য। এবং যদি একটু চিন্তা করে দেখেন তাহলে আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টটা গ্রহণ করবেন। তারপর নং থার্টিন এ্যামেন্ডমেন্ট যেটা সেটাতে আমার বক্তব্য হচ্ছে—এই ক্লজ ২র (ই)তে লাইন থ্রির শেষে যে ইনস্টিটিউশন কথাটা রয়েছে তার পরে
as approved by the Board of Secondary Education
কথাগুলি যোগ করতে হবে। ম্যানেজিং কমিটির ডেফিনিশন যে রকম এই বিলের খসড়ায় রয়েছে তার পরে
as approved by the Board of Secondary of West Bengal
যোগ দিতে বলছি।

Sj. Satya Priya Roy: Clause 2 has so many sub-clauses and so many friends want to take part in discussion that some of us may be deprived. The definitions of "Institution" and "Managing Committee" are cases in point.

Mr. Chairman: Since the inception of the House many have been so deprived. You may of course make special reference to one or two points with regard to this amendment

Sjkta. Anila Debi:

আমাদের মতে ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা উচিত, এবং
as approved by the Board of Secondary Education
এটা আমি বলছি এইজন্যই যে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে—এ সম্পর্কে অনেক জায়গায় একাধিক ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয় এবং নানা রকমের অশান্তি ও গোলমালের সৃষ্টিও করে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে মুস্কিলে পড়তে হয় কোন্ ম্যানেজিং কমিটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এই নিয়ে। সেইজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে বোর্ড যে ম্যানেজিং কমিটিকে এ্যাপ্রুভ করবেন শুধু সেই ম্যানেজিং কমিটিই প্রকৃত ম্যানেজিং কমিটি বলে গণ্য হবে। বর্তমানে এই রকম কেস রয়েছে যাতে নাকি ইনস্টিটিউশনএর ইন্টারেস্ট হ্যাম্পার করেছে। সেইজন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব ভবিষ্যতে যাতে আর এই রকম গোলমাল না ঘটতে পারে তারই জন্য তিনি যেন আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টটা অর্থাৎ
Managing Committee, as approved by the Board of Secondary Education
যেন গ্রহণ করেন।

আর একটা এ্যামেন্ডমেন্ট আমার এই ক্লজএর (আই)র উপর রয়েছে -এ্যামেন্ডমেন্ট নং ১৪ এখানে এই যে ইনস্টিটিউশন রেকগনিশনএর প্রশ্ন এখানে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে সবিনয়ে বলছি তিনি যে বিলে দিয়েছেন—
recognised by the Board or the Executive Council, etc.
আমি যতদূর জানি ১৯৫০এর এ্যাক্টএ যেসমস্ত বিদ্যালয়কে রিকগনিশন দেওয়া হয়েছে সেসব রিকগনিশন বোর্ডের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলই দিয়েছে। কিন্তু এই বিলে এখানে এগজিকিউটিভ কাউন্সিলএর সংগে আর একটা অতিরিক্ত বোর্ড এলো কেন? অর্থাৎ
Board of Executive Council
এই কথা কেন বসালেন?

[3-50—4 p.m.]

তারপরে আমার যে
amendment in clause 2(1) in lines 5 and 6
সেখানে আমি "অর বাই এ গভর্নমেন্ট" এটা ওমিট করবার কথা বলেছি। যে কথা আমি এখানে বলছিলাম--সেকেন্ডারি এডুকেশনএর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যেটা বলা হয়েছে তার অর্থ প্রাইমারি শিক্ষার পর এবং ইউনিভারসিটি শিক্ষাতে যাবার আগে পর্যন্ত যে শিক্ষা সেটা মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে বলে ধরা হয়েছে। এখানে আমরা জানি বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোয় ১০ম শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষা এবং ১১শ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা চলছে। ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার পর বিভিন্ন সার্টিফিকেট এক্সজামিনেশনসগুলিতে যদি কেউ যেতে চায় এবং যদি বলা হয় সার্টিফিকেট এক্সজামিনেশনএ যাবার যোগ্যতার দিক থেকে যে শিক্ষা সে শিক্ষাই মাধ্যমিক শিক্ষা তাহলে সেটা ১০ম শ্রেণীর স্কুলেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ১০ম শ্রেণীর শিক্ষা ছাড়া ১১শ শ্রেণীর শিক্ষাও যে মাধ্যমিক শিক্ষা সেটা এখানে পরিষ্কারভাবে আসছে না। সেজন্য ডিফাইন করুন এবং সরকার এটা পরিষ্কারভাবে বলুন। যেখানে দুরকম ব্যাপার চলছে সেখানে একটাকে রাখতে গিয়ে আর একটা বাদ পড়তে পারে, এমন কোন অবস্থা থাকা উচিত নয়, আমি মন্ত্রী মহাশয়কে এটা গ্রহণ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

তারপর এখানে (i) (ii) (iii) (iv) করে কতকগুলি কমিটির নাম করেছেন। জেনারেল এডুকেশন এটা নিশ্চয়ই মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে, কিন্তু আমরা জানি যে টেকনিক্যাল এডুকেশনএর জন্য আলাদা বোর্ড রয়েছে। টেকনিক্যাল বায়াস এক জিনিস আর, টেকনিক্যাল এডুকেশন আর এক জিনিস। সেজন্য টেকনিক্যাল এডুকেশন এখানে রেখে আমার মনে হয় নতুন করে কন্ট্রোভার্সিস সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বায়াসকে এডুকেশন বলে রাখা হয় তাহলে নিশ্চয়ই এখানে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে বলে মনে হয়। আমার মনে হয় এগ্রিকালচারাল এডুকেশন, কমার্শিয়াল এডুকেশন এসবগুলি মালটি-পারপাস হাইয়ার সেকেন্ডারী বায়াসএর দিকে তাকিয়ে মন্ত্রী মহাশয় লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু বায়াসকে এডুকেশন—এই ব্রড টার্ম দিয়ে এডুকেশনএর সমস্ত উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে নিয়ে আসছেন। সেজন্য আমি এগুলির ওমিশন চাচ্ছি—আমার মনে হয় তাতে মন্ত্রী মহাশয় যে উদ্দেশ্যে এই ক্লজএ লিপিবদ্ধ করেছেন সেই উদ্দেশ্যই সাধিত হবে।

তারপর আমার আর একটা এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে ২১ নম্বরে যেখানে সাচ আদার টাইপস অফ ভোকেশন্যাল এ্যান্ড স্পেশ্যাল এডুকেশন লিখেছেন সেখানে সাচ আদার টাইপস অফ-এর পরে জেনারেল কথাটা বসিয়ে দিন তাহলে আমার মনে হয় যে সেকেন্ডারী এডুকেশনের যে উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে। ঐগুলি উঠিয়ে দেবার পর মাধ্যমিক শিক্ষার কোন উদ্দেশ্য ক্ষুন্ন হবে বলে আমি মনে করি না। মন্ত্রী মহাশয়কে সেজন্য এটা বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। এখানে বলছি সাচ আদার টাইপস অফ জেনারেল, ভোকেশন্যাল এ্যান্ড স্পেশ্যাল এডুকেশন—এটা তিনি যেন গ্রহণ করেন।

তারপর হচ্ছে, প্রোভাইসো যেটা রেখেছেন আমি সেটার ওমিশন চাচ্ছি। এইজন্য চাচ্ছি যে যদি আমরা পরিষ্কারভাবে সমস্তগুলি ডিফাইন করে যাই তাহলে দেখবো যে স্টেট গভর্নমেন্ট, টাইপ অফ এডুকেশন কোনটাকে কখন রেকগনাইজ করবেন, কোনটাকে করবেন না তার কোন স্পষ্টতা থাকছে না। এইরকম অবস্থায় সবই শিক্ষা দপ্তরের একক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, এটা আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা। সুতরাং সেই অভিজ্ঞতার দিক থেকে বলছি এইরকম আশংকামূলক কোন প্রভিসন রাখা উচিত নয়। সেজন্য বিনীতভাবে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করবো যে এই অংশটাকে তুলে দিন।

Sj. K. P. Chattopadhyay: Mr. Chairman, Sir, in supporting the mover of this amendment I should like to draw your attention to one point which she has raised but which has a somewhat different bearing on the matter. It is about the definition of institution. As you are aware, there will be in existence for some time 10-year schools as well as 11-year schools. Now, those who will pass from the 10-year schools will have to be given tuition in a preparatory course for one year in an affiliated college because the schools,—the 10-year schools, will not be in a position to give the necessary tuition to bridge over the gap between the two. But we find no provision in the Act of any kind of representation on behalf of the affiliated colleges who shall be concerned with arranging for this kind of tuition. It is rather extraordinary that by this definition the pre-university colleges will come under the control of the Secondary Education Board. As Sjkta. Anila Debi has already pointed out and as you are aware, these colleges are under the University and they have their own governing bodies. They have definite arrangements for their management, for tuition, etc. You will therefore have a system of dual control if you pass the particular clause in the form in which it has been briefed. That is why I support Sjkta. Anila Debi's suggestions under this clause and for clarification so that this ambiguity may not lead to further trouble.

Sj. Satya Priya Roy:

মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এটা একটা ধারা-সম্পর্কে হলেও এর মধ্যে অনেকগুলি সংশোধনী আছে এবং এর প্রত্যেকটা মৌলিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত। কাজেই আলোচনার জন্য আমার কিছু সময় লাগবে। প্রথমতঃ ১২ নম্বর যে সংশোধনী দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আমি আমার

বক্তব্য পেশ করবো। ১২ নম্বর সংশোধনীতে বলা হয়েছে ইনস্টিটিউসনের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেই ইনস্টিটিউশনের সংজ্ঞা থেকে কিছু অংশ বাদ দিয়ে দেবার জন্য যে অংশে বলা হয়েছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা কোন বিদ্যালয়ের যদি কোন ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হয় তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষা সেই ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হচ্ছে বলে সেগুলি মাধ্যমিক শিক্ষা ইনস্টিটিউশন বলে পরিচিত বা পরিগণিত হবে। আমি সেই ইংরাজী অংশটুকু পড়ে শোনাচ্ছি—

institution means a high school or a multi-purpose school or an educational institution or part or department of such school or institution imparting instruction in secondary education to boys or girls or both.........

এখানে আমাদের যে নতুন কাঠামো হচ্ছে তাতে পাশাপাশি দুইরকম বিদ্যালয় থাকবে—একটা হচ্ছে উচ্চ বিদ্যালয়, আর একটা হচ্ছে উচ্চতর বিদ্যালয়। উচ্চতর বিদ্যালয় ১১শ শ্রেণীর এবং সেখান থেকে সোজাসুজি একাদশ শ্রেণী শেষ করে হাইয়ার স্কুল লিভিং পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রেরা তিন বছরের যে স্নাতক পাঠাধারা আছে তাতে যোগদান করবে। কাজেই ১১শ শ্রেণীর যে পাঠাধারা বা পাঠ্যক্রম সেটা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যারা ১০ম শ্রেণীতে পড়বে উচ্চ বিদ্যালয়ে তারা যাবে ইউনিভার্সিটিতে এবং ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে একাদশ শ্রেণীতে যা পড়াবে সেই এক বছর পড়ে তারা কলেজগুলিতে পড়বে প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সে। কাজেই প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স এই ডেফিনিশন অনুযায়ী
becomes a part of secondary education
এবং একটা পার্ট বা ডিপার্টমেন্টে সেকেন্ডারী এডুকেশন দেওয়া হচ্ছে বলে সেই ডিপার্টমেন্ট বা পার্টকে ইনস্টিটিউশনের সংজ্ঞার মধ্যে আনা হচ্ছে।

[4—4-10 p.m.]

এখন রিকগনিশন সম্পর্কে এই যে ইনস্টিটিউশন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, রিকগনিশন কমিটির ফাংশনএ—এখানে আমি দেখাতে চাই যে তাদের প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সকে যেখানে সেকেন্ডারী এডুকেশন করা হচ্ছে তাকে রিকগনিশন দিতে হবে, কারণ এই বিলের ১৯নং ধারায় ৩নং উপধারায় বলা হয়েছে—

it shall be the duty of the Committee to advise the Board on all matters concerning the recognition of Institutions.

কাজেই এই ইনস্টিটিউশনগুলিকে রিকগনিশন দেবার সম্পর্কে সুপারিশ করার ক্ষমতা চলে যাচ্ছে রিকগনিশন কমিটির কাছে এবং রিকগনিশন কমিটির সুপারিশে বোর্ড দিতে পারবে; ইনস্টিটিউশনএর এই সংজ্ঞা যদি নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে বোর্ড ডিপার্টমেন্টাল কলেজ-এর রিকগনিশন দেবে। তারপর, সিলেবাস সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে, সিলেবাস কমিটির ফাংশন সম্বন্ধে ২০নং ধারার ৩নং উপধারায় আছে—আমি পড়ে শোনাচ্ছি—

make recommendations to the Board about the syllabus of studies to be followed in recognised institutions.

সেজন্য দেখা যাচ্ছে সিলেবাস কমিটি সমস্ত ইনস্টিটিউশনএর পাঠক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে—পাঠক্রম সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ করবে না, সুপারিশ করবে, বোর্ড সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করবে। কাজেই কলেজের প্রিপারেটরী কোর্স অর্থাৎ প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স ঠিক করবে সিলেবাস কমিটি। কিন্তু তারচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে, এপীল কমিটি। এপীল কমিটি সম্পর্কে বলা হয়েছে জিনিসটা একবার চিন্তা করে দেখবেন—এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে—

a member of a Managing Committee of a recognised institution

এই থাকবে, তাহলে এই রিকগনাইজড ইনস্টিটিউশন বলতে কলেজের গভার্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি বলতে যা বোঝায় সেটা তার মধ্যে যাচ্ছে না। এটা আমাদের ভাবতে হবে। আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ৩নং ধারার ২২নং উপধারায়—এখানে বলা হচ্ছে—

it shall be the duty of the Committee to hear and determine appeals from decisions in disputes between teachers and Managing Committee or Institutions referred to the Committee in accordance with regulations made in this behalf.

কাজেই সেই ইনস্টিটিউশনএর ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে যদি টিচারদের কোন সংঘর্ষ বাধে সেই বিরোধের বিচার করবে এপিল কমিটি। ইনস্টিটিউশনএর এই সংজ্ঞা যদি এখানে বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স কলেজএ আছে বলে কলেজের ম্যানেজিং কমিটি এবং টিচারদের মধ্যে যদি বিরোধ বাধে তার মীমাংসার ভার এপিল কমিটির উপর পড়বে। কাজেই ইনস্টিটিউশনএর এই ডেফিনিশন সমস্ত বিলটাকে ভিসিয়েটেড করে দিচ্ছে। এই ইনস্টিটিউশনএর সংজ্ঞা যদি ঠিকমত না করা যায় তবে সমস্ত বিলটা অচল হয়ে পড়বে, তার কারণ হচ্ছে—আমি এখানে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তিনি বলেছেন যে-কোন ইনস্টিটিউশনএ সেকেন্ডারী এডুকেশনএর পার্ট পড়ান হবে ; মধ্যশিক্ষার কোন অংশ যদি কোন প্রতিষ্ঠানে পড়ান হয় তাহলে সেই পড়ানটাই ইনস্টিটিউশন বলে পরিচিত হবে এবং যদি কোন ডিসপিউট উপস্থিত হয় তাহলে সেই ডিসপিউটএর বিচার করবে এই এপিল কমিটি অফ দিস বোর্ড। এটা এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা এ'রা নিয়েছেন ১৯৫০ সালের আইন থেকে। কিন্তু এখানে শুধু হাই স্কুলএর সঙ্গে মাল্টি-পারপাস স্কুল বসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন রকম পরিবর্তন করা হয় নি। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। দশম শ্রেণীর মধ্যশিক্ষা থাকবে এক দিকে, আরেক দিকে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় থাকবে। দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় থেকে তারা গিয়ে ভর্তি হবে একাদশ শ্রেণীর স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করবার যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল সেই প্রচেষ্টার নিতান্ত অভাব দেখা যাচ্ছে। সেই অভাবের জন্যই আমি বলছি সিলেবাস কমিটি, এক্সজামিনেশন কমিটি বা এপিল কমিটির যে কয়েকটা ধারা উপধারা আছে তা সবই অকেজো হয়ে পড়ছে। সেইজন্য ইনস্টি-টিউশনএর সংজ্ঞা এখানে এত গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এটা ভেবে দেখবেন—এবং যুক্তি দিয়ে আমাদের যুক্তি খণ্ডন করবেন। অবশ্য হাতে প্রভুত্ব থাকলে যুক্তির প্রয়োজন হয় না জানি। কিন্তু আশা করি সেদিক থেকে না করে যুক্তি দিয়ে আমাদের বক্তব্য খণ্ডন করবেন। এখানে সেকেন্ডারী এডুকেশনএর ডেফিনিশনটাই ভুল হয়েছে। এটা শুধু অস্পষ্ট নয়, নিতান্ত অসংগত। এর প্রতি আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে বলা হয়েছে,

secondary education means education suitable to the requirements of all people who have completed primary education and have not qualified for admission to a certificate, diploma or degree course instituted by the University or by Government.

তাহলে দেখা যাচ্ছে গভর্নমেন্টএর কোন সার্টিফিকেট কোর্সএ যাবার যোগ্যতা যে পরীক্ষা দিয়ে অর্জন করা যায় সেই পর্যন্তই মধ্যশিক্ষা ; তার পরবর্তী শিক্ষা মধ্যশিক্ষা নয়—এই অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু বর্তমানে যে ব্যবস্থা চালু থাকবে তাতে দেখা যাচ্ছে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপন করে গভর্নমেন্ট প্রবর্তিত কলেজে ভর্তি হতে পারছে। কিন্তু যে মুহূর্তে ছেলেরা গভর্নমেন্ট কোর্সএ যাবার যোগ্যতা অর্জন করবে সেই পর্যন্তই মধ্যশিক্ষার কাল করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের আইনে দশম শ্রেণীর যে বিদ্যালয় ছিল, যে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবার পর গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট কোর্সএ ছেলেরা যোগদান করতে পারবে তার কোন রকম পরিবর্তন করা হয় নি। স্কুল ফাইনালএর ক্লাস টেনএর পর ছেলেরা যেখানে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনএ যোগদান করতে পারছে সেখানেই মধ্যশিক্ষার অবসান হচ্ছে—একাদশ শ্রেণীর মধ্যশিক্ষা হাইয়ার সেকেন্ডারী এডুকেশন, মাল্টি-পারপাস স্কুল যা আছে সেগুলি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। তা যদি না হয় এবং সেকেন্ডারী এডুকেশনএর এই যদি সংজ্ঞা করে থাকেন তাহলে এই আইনের সাহায্যে কোনরকম রিকগনিশন দেওয়া বা কোনরকম নিয়ন্ত্রণ করা এই আইনের বলে গভর্নমেন্টএর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এই দুটি মারাত্মক সমস্যা যদি শুধরান না যায় তাহলে সমস্ত বিলটাই অকেজো হয়ে পড়বে। তারপর দুটো ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে ডিসপিউট হবে, একপক্ষ বলবেন, আমরা প্রপার্লি কনস্টিটিউটেড হয়েছি, অপর পক্ষ বলবেন, আমরা ঠিকমত কনস্টিটিউটেড হয়েছি। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটিকে এ্যাপ্রুভাল দেবার ক্ষমতা কার?

[4-10—4-20 p.m.]

সরকার সেগুলি নেবেন কিনা তারও কোনরকম ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয় নাই। সেটা যখন কোন বিলে আনা হয় নাই তাতে বোঝা যাচ্ছে ম্যানেজিং কমিটিগুলির কোনরকম এ্যাপ্রুভাল

কোনরকম অথরিটির কাছ থেকে নিতে হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই আইন পরিবর্তিত না হচ্ছে। এর দ্বারা তাই বোঝা যাচ্ছে। কতকগুলি বিশেষ করে ইনস্টিটিউশনএর সেকেন্ডারী এডুকেশনএ যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলছি এই সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ এবং অসঙ্গত এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে সংস্কুচিত করে দশম শ্রেণীতে এটাকে সীমাবদ্ধ করে রাখবার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এর সাহায্যে হাইয়ার সেকেন্ডারী মাল্টি-পারপাস স্কুলএর সংজ্ঞা দেওয়া চলে না।

দ্বিতীয় আপত্তি করতে চাই শুধু এই মাল্টি-পারপাস স্কুলএর সম্পূর্ণ এ্যামেন্ডমেন্ট উপর নয়, আমি সম্পূর্ণ ধারাটার বিরোধিতা করবো যখন এই ধারাটা ভোটে দেওয়া হবে। এখানে যে মাল্টি-পারপাস শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, তার সংজ্ঞা শিক্ষা বিজ্ঞানের কোন বইয়ে বা কোন আইনে আজ পর্যন্ত কোথাও তার সেইরকম সংজ্ঞা নাই। এই আইনের মধ্যে কোথাও তার সংজ্ঞার ব্যবস্থা করা হয় নাই। কাজেই মাল্টি-পারপাস বলতে কি বুঝবো? সেইজন্য আইন প্রণয়ন হয়ে গেলে এ সম্পর্কে নানারকম বিতর্ক দেখা দেবে। এই মাল্টি-পারপাসএর ডেফিনিশন নেই—এই ধারাটা সম্পূর্ণ বে-আইনী হয়েছে এবং বে-আইনী হয়েছে বলে ধারাটা যখন ভোটে আসবে তখন শুধু সংশোধনের উপর নয় সমগ্র ধারাটার বিরোধিতা করতে বাধ্য হব।

Sj. Manoranjan Sen Gupta:

অনিলা দেবী যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার সম্বন্ধে কনফিউশন সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষতঃ লেম্যান যারা—তাদের পক্ষে। সুতরাং আইনের এমন-ভাবে ক্লারিফিকেশন করা দরকার যাতে এই সমস্ত কনফিউশন দূরীভূত হতে পারে। সেইজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। এখানে প্রেস্টিজএর কোন প্রশ্ন নয়—জনসাধারণ যাতে ভুল না বোঝে, কনফিউশন সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য এটার ক্লারিফিকেশনের ব্যবস্থা করা দরকার। তা না হলে ভবিষ্যতে অনেক গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, all the discussion that up to now has taken place proceeds from misconception of the definition of "Secondary Education". I have already said that the definition of "Secondary Education" has been framed in most comprehensive terms "Secondary Education" is defined as education that is post-primary and proceeds up to the stage which qualifies for admission to a University certificate, diploma or degree course instituted by a University or by a Government. The whole range of education including post-primary and pre-University courses comes within the definition of Secondary Education. Sir, if you do not read the definition of "Institution" along with the definition of "Secondary Education", then surely there will be a confusion. But if you first read the definition of "Secondary Education" and then read the definition of "Institution", you will find that every part of secondary education, every type of secondary education is included in the definition of "institution". Secondary education, as I have explained, includes all grades and forms of post-primary and pre-University or pre-certificate courses. Now "Institution" means a high school or a multi-purpose school or an educational institution or part or department of such school or Institution imparting instruction in secondary education to boys or girls or both". Any type or stage of secondary education comes within the definition of institution, that is, any institution providing for "secondary education" comes within the definition of "institution". The definition of "institution", taken as it is, may confuse those who have not been able as yet to adapt themselves to the way of thinking of diversified secondary education. If you can adapt yourselves to an idea of diversified secondary education, not the usual academic type of secondary education only, then you will understand the definition of "institution", otherwise not.

Now, Sir, a question has been raised about pre-University course. Pre-University course will not come under the definition of secondary education because so long as all secondary schools are not upgraded into 11-year schools it remains a part of the University course, it is a part of existing intermediate stage. Certainly students there are qualifying themselves for the degree course and therefore so far as the pre-University stage is concerned, so long as it is retained in the colleges, so long as all the 10-year schools are not upgraded to 11-year schools, certainly that will remain within the jurisdiction of the University and there can be no doubt about that.

Sir, another question has been raised, viz., the question of recognition or approval. Sir, there is a definition of "recognition", viz., "Recognised"—which with its grammatical variations, used with reference to institutions, means recognised by the Board—whether the past Board or the future Board—or by the Executive Council constituted under the West Bengal Secondary Education Act, 1950, or recognised under the West Bengal Secondary Education (Temporary Provisions) Ordinance, 1954, or the West Bengal Secondary Education (Temporary Provisions) Act, 1954. Now this definition of "recognised" that has been given is quite comprehensive and one has got to read all this a little more carefully. If you do that, then you will understand there is no inadequacy at all. So I oppose all the amendments.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, the Minister has been pleased to clarify some points. But I would request him through you to clarify another point.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I oppose all the amendments and accept only the amendment moved by Mr. Kolay.

Mr. Satya Priya Roy: Just one clarification.

Mr. Chairman: After the Minister you cannot have any say.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, we request the Minister through you to get some clarification on two points. We said something about the managing committee. This definition of "recognised" does not concern managing committees. There it concerns institutions of secondary institutions. But what about the 11th year of secondary education—whether that is secondary education or not? I want to be clarified on this point, viz., whether the 11th year incorporated in higher secondary schools is secondary education or not.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Surely, there can be no doubt about that. About managing committees, there is no provision for recognition of the managing committees of schools by the Board.

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Satya Priya Roy: The school cannot be recognised by the Board or the Executive Council unless there is a duly constituted Managing Committee.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Recognised Institution *ipso facto* means it must have a recognised Managing Committee. That goes without saying.

Mr. Chairman: I now put amendment No. 9 of Shri Jagannath Kolay which has been accepted by the Hon'ble Minister.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, we wanted the mover of the amendment to explain the purpose of this amendment but as he refused to give any explanation we claim a division on this amendment.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, we have no other alternative but to offer all possible parliamentary opposition. We shall resist the Bill at every step and press for division on every item. That will bring to light the arbitrary action taken by the Government.

Mr. Chairman: I think you can do it by show of hands. That will also serve the same purpose.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, that is not the usual parliamentary way. That is against the precedent that we have established.

Mr. Chairman: All right.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that sub-clauses (c) and (d) of clause 2 be renumbered respectively as sub-clauses (d) and (c), was then put and a division taken with the following result:—

AYES—25.

Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Arabinda
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Dutt, Sjta. Labanyaprova
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Musharruf Hossain, Janab
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

NOES—10.

Abdu Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushan
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

The Ayes being 25 and the Noes 10 the motion was carried.

Mr. Chairman: I now put rest of the amendments to vote together.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We do not agree to that, Sir, because every amendment is different in implication and scope altogether. They should, therefore, be taken up separately.

Mr. Chairman: Mr. Bhattacharyya, if you want to take the time of the House you will insist upon this. But do you think, as senior member of this House, it will be proper for you to take the time of the House in this way?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We have no other alternative, Sir, We are following the usual parliamentary procedure.

Mr. Chairman: In that case—I see that there are so many amendments —I would request you to make a selection of those amendments on which you want a division. That will probably help us, and I think you will agree to that.

Sj. Satya Priya Roy: All right, Sir. We want division on amendments Nos. 12, 13 and 15.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, if several amendments are moved together and they are voted upon and the amendments moved by the same person are different, there may be difficulty.

Mr. Chairman: Make a selection.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: If amendments are moved in a lump, difficulties will arise.

Mr. Chairman: I understand your position, Mr. Bhattacharyya. If you select some of the more important amendments that stand by themselves, the procedure may be easily adopted.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, altogether a different procedure is followed in the Assembly. The amendments must be put separately. It is very undersirable that different amendments should be put together, as we will want division on each amendment.

Mr. Chairman: If you insist upon division in each case—I will appeal to you as it is not quite proper—it will be only taking time. If you take division on one particular item, that would be quite enough.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: The amendments that have been tabled on section 2(c) are very important and some of them are very different in scope. For this reason I would particularly request you to put the amendments separately.

Sj. Satya Priya Roy: The amendments regarding the definition of Institution and the definition of Secondary Education should be taken separately. Amendment Nos. 12, 13 and 15 should be taken separately.

Mr. Chairman: I take amendments, Nos. 12, 13 and 15 separately and the rest of them may be taken together. So I put to vote amendment No. 12.

The motion of Sjkta. Anila Debi that in clause 2(c), lines 2 to 5 the word beginning with "or an Educational Institution" and ending with "or girls or both" be omitted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—7.

Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—19.

Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Arabinda
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Das, Sjta. Santi
Dutt, Sjta. Labanyaprova
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Musharruf Hossain, Janab
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 7 and the Noes 19 the motion was lost.

[4-30—4-40 p.m.]

The motion of Sjkta. Anila Debi that in clause 2(e), in line 3, after the word "Institutions" the words "as approved by the Board of Secondary Education, West Bengal" be inserted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—11.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushan
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—28.

Abdur Rashid, Janab Mirza
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Arabinda
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Dutt, Sjta. Labanyaprova
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Musharruf Hossain, Janab
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 11 and the Noes 28 the motion was lost.

The motion of Sjkta. Anila Debi that in clause 2(f), in lines 5 and 6, the words "or by a Government" be omitted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—11.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Ghose, Sj. Bibhuti Bhushan
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—29.

Abdur Rashid, Janab Mirza
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Arabinda
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Dutt, Sjta. Labanyaprova
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Musharruf Hossain, Janab
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 11 and the Noes 29 the motion was lost.

The motions of Sjkta. Anila Debi—

that in clause 2(c), in line 1, after the word "means" the words "Junior High or" be inserted,

that in clause 2(c), in line 1, after the words "High School" the words "or Higher Secondary" be inserted,

that in clause 2(i), in line 3, the words "by the Board or" be omitted,

that in clause 2(1), item (ii) be omitted.

that in clause 2(1), item (iii) be omitted,

that in clause 2(1), item (iv) be omitted,

that in clause 2(1), item (v) be omitted,

that in clause 2(1), in item (viii), in line 1, after the word "of" the word "General" be inserted,

that the proviso to clause 2(1) be omitted,

were then put and lost.

The motion of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya that in clause 2, after item (iii), the following item be inserted, namely:—

"(iiia) veterinary education,"

was then put and lost.

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Sjkta. Anila Debi: Sir, I beg to move that in clause 3(2), in line 8, after the words "sue and be sued" the words "and shall be treated as successor to all the assets and liabilities of the Board of Secondary Education established under the Secondary Education Act, 1950, or under the West Bengal Secondary Education (Temporary Provisions) Ordinance, 1954, or the West Bengal Secondary Education (Temporary Provisions) Act, 1954", be inserted.

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি ক্লজ (৩)তে যে এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি—সেই এ্যামেন্ডমেন্টের মূল কথা হচ্ছে যে বোর্ড সুপারসীডেড হয়ে গেছে, তার সাকসেসর হিসাবে যে বোর্ড গঠিত হচ্ছে, তার আইনগত অধিকার কি করে প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্টতর বিধি। আগের বোর্ড উঠে গেছে, নতুন বোর্ড গঠিত হল—ভাল কথা। বোর্ড উঠে গেলেও তার যে এ্যাসেটস এ্যান্ড লায়াবিলিটিজ সেগুলো কে পাচ্ছে? আমি যতদূর জানি এই বোর্ডের লায়াবিলিটিজ আছে, আবার এ্যাসেটসও রয়েছে। বর্তমান বোর্ডের ৫০ হাজার টাকা প্রাপ্য রয়েছে, আবার বিভিন্ন বিল সংক্রান্ত ব্যাপারে বোর্ডের লায়াবিলিটিজও আছে। আমরা একথা জানি যে যেসমস্ত ব্যক্তিরা—একজামিনার পেপার দেখেছিলেন তাঁদের পারিশ্রমিক দেবার যে অর্থ তা বর্তমান বোর্ডের হাতে নাই। যেসমস্ত এক্‌জামিনার পরিশ্রম কোরে খাতাপত্র দেখেছিলেন তাঁদের সেই পারিশ্রমিকের যেসমস্ত বিল ঐ সুপারসিডেড বোর্ডের কাছে এখনও পর্যন্ত অর্থ মঞ্জুরী সম্পূর্ণ পাবার জন্য আটকা রয়েছে সেই সমস্ত বিলের প্রাপ্য যেটা লায়াবিলিটিজ হিসাবে দাঁড়াবে সেটা কার উপর বর্তাবে? যদি মন্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে যে বোর্ড গঠিত হচ্ছে এবং ক্ষমতা পাচ্ছে তাদের উপর আপনা থেকেই উত্তরাধিকারিত্ব আসবে তাহলে আমি মনে করি সেটা আইনের চোখে অত সহজ হবে না যদি আইনগত কোন ধারা এই বিলের মধ্যে সন্নিবেশিত না হয়। আর যদি মনে করেন বোর্ড লায়াবিলিটিজএর দায়িত্ব যখন নিতে পারবে না তখন এ্যাসেটসও দাবী করতে পারবে না, অর্থাৎ এ্যাসেটস এ্যান্ড লায়াবিলিটিজ কাটাকাটি হয়ে যাবে তাহলে চলতি কথায় "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" এই প্রবচনও আমাদের কিছুমাত্র সান্ত্বনা দেবে না।

যে বোর্ড আসছে সেই বোর্ড যদি এ্যাসেটস এ্যান্ড লায়বিলিটিজ কাটাকাটি করে তাহলে যেসব বিদ্যালয় বা ব্যক্তিরা প্রতিশ্রুতি মতো প্রাপ্য না পেয়ে অর্থ সংকটে পড়বে তাতে তাদের কাছে সেই এই বোর্ড 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা' না হয়ে 'পচা মামা' হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই আমরা 'নেই মামার চেয়ে পচা মামা' চাইতে পারি না। কারণ, তাতে দারুণ দুর্গন্ধ এবং নানা রকম ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে।

মন্ত্রী মহাশয়ের সংগে কথা বলে মনে হয়েছে তিনি কিছুটা কিছুটা বুঝেছেন আর কিছুটা কিছুটা বুঝতে চাইছেন না। সেই মনোভাব ত্যাগ কোরে হাইকোর্টে তাঁর এই বোর্ডের আইনসংগত উত্তরাধিকারিত্ব বর্তায় কিনা তা বিচার করতে বলব। আর তিনি যখন বলেছিলেন তিনি ল' এক্সপার্টএর সংগে পরামর্শ কোরে এ সম্বন্ধে কথা বলছেন তখন আবছা না রেখে পরিষ্কারভাবে বলুন যে একটা বোর্ড বাতিল হয়ে গেলে পর যে নবগঠিত সংস্থা আসছে তাকে পূর্ববর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব গ্রহণ করতে গেলে আইনসংগত সম্মতির প্রয়োজন আছে কিনা, এবং সেই আইন-সঙ্গত যে সম্মতি সেটা লিপিবদ্ধ ধারার মধ্যে সঙ্গতভাবে সন্নিবেশিত রয়েছে কিনা। যদি না থেকে থাকে তাহলে তাঁকে অনুরোধ করব এটা আইনগত করার জন্য চেষ্টা করুন। নইলে আজ একটা আইন করে দিলেন আবার কয়েকদিন পরে আর একটা এ্যামেন্ডমেন্ট আনতেই হবে। যেটা অনেক বিলের সম্বন্ধে দেখা গেছে। অর্থাৎ সমালোচনার সময় আমরা বলা সত্ত্বেও গ্রহণ করা হয় নি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আবার কিছুদিন পরে দেখা গেছে যে একটা এ্যামেন্ডেড বিল এসে উপস্থিত হয়েছে। এই রকম হাস্যকর জিনিসের সৃষ্টি যাতে না হয় সেইজন্য আবার অনুরোধ করব যে আইনের তরফে যেটা আমার সংশোধন সেটা তাঁদের কাজের সাহায্যের জন্যই। কাজেই সে কথা চিন্তা কোরে এ্যামেন্ডমেন্টটা গ্রহণ করতে পারেন।

[4-40—4-50 p.m.]

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, I rise to support the amendment just now moved by Sjkta. Anila Debi.

Sir, there are two questions involved in this amendment. The first question is whether the intention of the Bill is to see that the Board which is going to be established would take upon itself the assets as well as the liabilities belonging to the Board which is going to be practically superseded for good. Now, if it be the intention of the Hon'ble Minister that the Board which is proposed to be established should not take upon itself the assets as well as the liabilities then the Bill is all right, for nothing is provided for it. I have read the Bill more than once from cover to cover and I have not found any provision in the Bill which vests the assets and the liabilities of the present Board in the Board which is going to be established. But then if it is the intention of the Hon'ble Minister to make the Board proposed to be established a successor in office of the Board which is inexistent due to supersession, then there ought to be some provision in the present Bill to that effect. I know, Sir, the reply will be that section 8 of the Bengal General Clauses Act is quite sufficient for the purpose. That may be said. So, I would, with your permission, Sir, place before the House the Bengal General Clauses Act, which in my humble submission, does not cover a case like this. Section 8 of the Bengal General Clauses Act——

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Central Act?

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: The Central Act cannot have any application to the present case. There is Bengal General Clauses Act, and if you kindly turn to the Central Act you will be pleased to find that it relates to laws enacted by the Central Government, and it is the Bengal General Clauses Act which can have any application to the present Bill. There is a fundamental difference and I hope my honourable friend Dr. Banerjee would shed light on this point. We would like to hear him

on this point and we would accept his decisions on the point. I do not say I am never incorrect but if I have understood the matter clearly the Central General Clauses Act deals with the Acts passed by the Central Legislature. Otherwise there would have been no necessity of having another Act, viz., the Bengal General Clauses Act which deals with the Acts passed by the Bengal Legislature. Of course when I say Bengal it includes West Bengal after 1947.

Then let us come to section 8 of the Bengal General Clauses Act. It runs to this effect—

"Where this Act or any Bengal Act or regulation made after the commencement of this section repeals any enactment hitherto made or hereafter to be made, then, unless a different intention appears the repeal shall not revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes effect; this cannot have any relevancy with regard to the question which is at issue before us. Clause (b) affects the previous operation of any enactment so repealed or anything duly done or suffered thereunder; it has also no application to the present case, clause (c) affects any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed; it does not vest the successor-in-interest with the assets or it does not cast the liabilities on the successor-in-interest. With regard to the question that is at issue before us, clause (d) says: the repeal shall not affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed; or (e) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid; and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty forfeiture or punishment may be imposed as if the repealing Act or Regulation had not been passed."

I have placed the section in its entirety before the House. I hope that the House would be pleased to consider the legal aspect of the matter. In this connection, Sir, I would also bring to the notice of the House two other sections of the Bengal General Clauses Act. These sections are 19 and 18. I would, first of all, place before you section 18 of the Bengal General Clauses Act. Section 18 runs to the effect: "In any Bengal Act made after the commencement of this Act, it shall be sufficient, for the purpose of indicating the relation of a law to the successors of any functionaries or of corporations having perpetual succession, to express its relation to the functionaries or corporations" Here in the present Bill it has nowhere been stated that the present Board will be successor or the Board is established under the Act of 1950. So this section also can have no application. Then I place before the House section 19 of the same Act, viz., the Bengal General Clauses Act. It runs to the effect: "In any Bengal Act made after the commencement of this Act, it shall be sufficient, for the purpose of indicating the application of a law to every person or number of persons for the time being executing the functions of an office, to mention the official title of the officer at present executing the functions or that of the officer by whom the functions are commonly executed". So this section also can have no application. First of all, the Hon'ble Minister would be pleased to make up his mind whether it is his intention to vest the present Board to be established with the right title or interest of the Board under the Act of 1950. If that is his intention, I would most humbly submit that he should accept the amendments. However, the law should be made as clear as possible. There is scope for grave doubts with regard to the question. I do not understand why the doubts should be there. I do not know if there is loss of prestige on the part of Government and if it reflects some discredit

on the person who actually drafted it. Otherwise there cannot be any objection to the acceptance of this amendment. This amendment will really clarify the intention of the Legislature and the purpose would be plain to all those who belonged to the Board under the Act of 1950 and the liabilities of the Board proposed to be established under this Bill would automatically also go. Unless this is done, the result would be a lacuna in the Bill for which the persons interested would have to suffer and for which if I am permitted to say—the blame will come upon the Legislature.

[4-50—5 p.m.]

For the legislature should not keep anything unsettled without legislating on an important matter. Then, again, it it be the intention of the Government not to vest the properties of the Board under 1950 Act in the Board which is going to be established or ask the present Board which is going to be established to shoulder the responsibilities, the liabilities of the Board under 1950, when this Board would be established, everybody would be hesitating to transact any business with the present Board. Well, if one fine morning an extraordinary issue of the *Calcutta Gazette* says "the Board is superseded". What would happen to the monetary transaction in respect of which we are going to have nothing to do with this Board? So, in order to have the confidence of the people at large, we must see that the present Board which is going to be established should have a credit. And it that credit is lost, people will hesitate to enter into business transactions with the Board. That will not be for the benefit of the Board, that will not be proper and equitable. So this amendment may be looked at from both legal as well as equitable angles, and if that is so, in all fairness this legislature should pass the assets as well as the liabilities on to the Board which is going to be established, and that will make the people outside feel no hesitation in transacting any business with the Board which is going to be substituted in place of the Board of 1950. For they will think that there would be nothing wrong and that their money cannot be lost even if the Board is superseded. So I would humbly and respectfully request the Hon'ble Minister in charge of the Bill to consider both the legal as well as the factual matters involved in it and accept this amendment. Otherwise a lacuna will be left for which large money may be wasted and much criticism may be made. I would specially again request my honourable friend Mr. Banerjee to say a few words, so that we may know the legal position, we may know where we stand. The matters are legal and the House may bow down to the opinion of such an eminent man who worthily filled the position of a High Court Judge. So, I would most humbly submit and request him, through you, Mr. Chairman, to give us light with regard to the legal as well as factual matters involved in this amendment. With these words, Sir, I support the amendment which was so ably moved by Sjta. Anila Debi.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I thought that Dr. Banerjee would speak after my friend Mr. Bhattacharyya but it seems that he is not willing to participate in this discussion. Sir, the clause regarding which a suitable amendment of Sjta. Anila Debi is being moved at the present moment is a verbatim copy of the clause in the West Bengal Secondary Education Act of 1950. Possibly the person responsible for drafting has kept it without understanding the differences in the circumstances, and the Minister, of course, had possibly no time to look into the whole case. The position is this: when this Act, namely, the West Bengal Secondary Education Act of 1950 was enacted, the University was controlling secondary education and the University was not in possession of any fund, that is to say, they did not have any assets or liabilities so far as secondary

education was concerned. When the Board was created it became a corporate body and it came to possess certain assets and liabilities. Now, these assets and liabilities are in question at the present moment. A new Board is stepping into the shoes of the former and it is desirable that these assets and liabilities should be taken charge of legally by the new Board. Hence a mere copy of the old section will not do. It is desirable that provision should be made for vesting and acceptance of liability in the proper legal manner. The amendment that has been moved has been drafted in the legal form and it has had the support of so distinguished a lawyer as my friend Mr. Bhattacharyya. We have also been assured by Mr. Mohitosh Rai Choudhuri that he endorses every word of what Mr. Bhattacharyya has said. In view of these considerations, Sir, I am sure that the Hon'ble Minister in charge of the Bill will consult his Legal Remembrancer about it. Somebody whisphered to me that he had agreed to do so but possibly he has not done so. Anyway, in view of the strength of the case that we represent we hope the Hon'ble Minister will accept this amendment.

Sj. Satya Priya Roy:

মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, বিশেষ করে এতক্ষণ পর্যন্ত আইনজীবীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই ধারা বিচার বিশ্লেষণ করা হচ্ছিল, এখন আমি শিক্ষাজীবী হিসাবে আমার বক্তব্য বলতে চাই। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে পুরাণো বোর্ডের যে দায়িত্ব ছিল, আর্থিক যেসমস্ত পাওনা ছিল তা কে পাবে সে সম্পর্কে এই বিল একেবারে নীরব। এটা সম্পর্কে আমার মনে হয় সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হচ্ছে বেঙ্গল জেনারেল ক্লজেসএর উপর। ১৯৫৭-৫৮ সালে যে টাকা সাহায্য দেবে তার পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা। সেই ৫০ লক্ষ টাকার অর্ধেক মাত্র এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, বাকী অর্ধেক মার্চ-এপ্রিল বছর শেষ হবার পর তিন-চার মাসের পর দেওয়া হবে। এই সম্পর্কে এই বিল নীরব বলে এই দায়িত্ব এসে পড়বে সরকারের উপর। এবং সরকারী দপ্তর যদি অনুগ্রহ না করেন তাহলে বাস্তবিক বোর্ডের কাছ থেকে পাওয়াটা দুর্ঘট হবে। শিক্ষামন্ত্রী যদি তদন্ত করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে, যে ৩০ লক্ষ টাকা মধ্যশিক্ষা আইন অনুসারে সরকারের দেওয়া উচিত ছিল এবং তার সঙ্গে ১৯৫৬-৫৭ সালে যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত তার অর্ধেক টাকাও বোর্ডের হাতে দেন নি। বোর্ডের আজকে এই দুরবস্থা হয়েছে; আজকে বোর্ডের চেক ডিস-অনার্ড হয়েছে ব্যাঙ্কে টাকা জমা নাই বলে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এখন পর্যন্ত সরকার থেকে যা পাওনা তার অর্ধেকও বোর্ডকে দেওয়া হয় নি। এ সম্পর্কে সরকার এই অভিসন্ধি পোষণ করেন যে, এই আইন লিপিবদ্ধ হয়ে গেলে এই পরিষদের কোন অধিকার থাকবে না সাহায্য দেবার। এবং সমস্ত অধিকার চলে যাবে সরকারের উপর। তাই যেসমস্ত পাওনা আছে তা থেকে বঞ্চিত করবার জন্য সরকারী দপ্তর নানাপ্রকার অভিসন্ধি ব্যবহার করবেন। শিক্ষামন্ত্রী যদি জানতে চান বোর্ড অফ সেকেন্ডারী এডুকেশনএর কত নম্বর চেক ডিস-অনার্ড হয়েছে সেই নম্বর দিতে পারি। যদি শিক্ষামন্ত্রী জানতে চান কেন আজকে বোর্ডের এই দুরবস্থা হল, কেন ব্যাঙ্কে টাকা নাই বলে চেক ডিস-অনার্ড হয়েছে, তার উত্তর শিক্ষামন্ত্রীকে ভাবতে বলি বোর্ডের যা প্রাপ্য ছিল তার অর্ধেকও দেওয়া হয় নি।

Mr. Chairman: That is irrelevant and you have been repeating what Professor Bhattacharyya has already said.

Sj. Satya Priya Roy: I do not know what is irrelevant. I had to say these because that is a very important matter and relates to the grant of schools which I wanted to bring to the notice of the Minister.

[5—5-10 p.m.]

কাজেই এদিক থেকে শুধু আইনগত প্রশ্ন নয়। তারপর হচ্ছে বেঙ্গল জেনারেল ক্লজ এ্যাক্ট অনুযায়ী বোর্ডের কাছে যে সামান্য পাওনা আছে, খুব বেশী নয়। বোর্ডের কাছে পাওনা আছে বিশ্বভারতীর বইয়ের জন্য, অক্সফোর্ড প্রেসের বইয়ের জন্য। সেই সমস্ত কাকে বর্তাবে? সেটাও কি ঐ বেঙ্গল জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট অনুযায়ী সেই টাকাগুলি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে

আদায় করবার অধিকার আসবে? সেই সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেই দিক থেকে বিদ্যালয়গুলির পাওনাগুলি নিয়ে আমরা চিন্তিত আছি। সেখানে অন্ততঃ এই বোর্ডকে ১৯৫৭-৫৮ সালের গ্রান্টের টাকা দেওয়ার অধিকার না দেওয়া হয়, তাহলে সাধারণভাবে বুঝবো সেই গ্রান্টের টাকা দেওয়ার অধিকার সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিচ্ছেন বোর্ডের হাত থেকে। বোর্ডের হাতে রিকমেন্ডেশন দেওয়ার ক্ষমতা থাকছে, কিন্তু টাকা দেওয়ার ক্ষমতা থাকছে না। কাজেই সেদিক থেকে শিক্ষাবিদ্ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মী হিসেবে আইনগত প্রশ্ন ছাড়াও আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিদ্যালয়ের সাহায্যের অর্থ সম্বন্ধে কি হবে? মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই এর জবাব দেবেন।

Mr. Chairman: Mr. Roy, again same arguments are being repeated.

Sj. Satya Priya Roy: My point is this, Sir. From now on the power of giving grant to schools is being taken over, by whom we do not know. Then what about the grant for the year 1957-58? Has it to be sanctioned or are they going to get it from the Board as successors in interest of liabilities and assets?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, I may tell my honourable friend Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that I have also got a copy of the Bengal General Clauses Act here but I am not going to read out the whole clause 8 now. What I want to tell him is that all those things referred to by him are covered by the Bengal General Clauses Act, and they will continue. That is the present advice of our Legislative Department. Still we have been thinking about all that but this is hardly the place to introduce such an amendment. Relevant section is the last clause but this is not the occasion to discuss that and I object to the amendment coming here and now.

Mr. Bhattacharyya in his speech said whether it is intended to make the present Board successor of the old Board or not. The new Board will not be the successor of the old Board. If there be any assets or liabilities of the old Board surely Government will consider those matters. But this is not the section where that provision should be made.

I have said and I repeat that the points raised by Mr. Bhattacharyya will be covered by the Bengal General Clauses Act. I oppose the amendment.

The motion of Sikta. Anila Debi that in clause 3(2), in line 8, after the words "sue and be sued" the words "and shall be treated as successor to all the assets and liabilities of the Board of Secondary Education established under the Secondary Education Act, 1950, or under the West Bengal Secondary Education (Temporary Provision) Ordinance, 1954, or the West Bengal Secondary Education (Temporary Provisions) Act, 1954", be inserted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chaudhuri, Sj. Annada Prasad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Abdur Rashid, Janab Mirza
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Arabinda
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath

Das, Sjta. Santi
Dutt, Sjta. Labanyaprova
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Musharruf Hossain, Janab
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27 the motion was lost.

The question that clause 3 do stand part of this Bill was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment]

[5-25—5-35 p.m.]

Clause 4

Mr. Chairman: You can speak on all the amendments together, Mr. Bhattacharyya.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: That would be extremely difficult, because these amendments are not correlated to each other. Had these amendments been correlated, that could be done. These are distinct and separate amendments.

Mr. Chairman: What I say is that after you have spoken on one amendment, you can speak on the next amendment.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: That I may do, but how the amendments would be put to vote?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, is it your intention to put all the different sub-clauses of the section together in a lump or separately?

Mr. Chairman: When the honourable member stands to speak I would request him to speak on all his amendments seriatim to the same clause, so that instead of sitting down he will take up the next amendment—he will speak on amendments one by one.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, as soon as you are putting all the sub-clauses together and you are saying that discussion should take place separately that confuses the matter. Sir, this is the most important clause—clause 4, and also the function. Let these be discussed one by one.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, clause 4 deals with the constitution of the Board. There may be a deviation. Each sub-clause may be allowed to be moved and allowed to be voted upon separately.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: So far as the amendments are concerned, let them be moved separately. But there must be one general discussion on these. Unless, Sir, you allow this, it would be extremely difficult for me either to defend my position or to reply to the amendments. As regards voting you can put separately every amendment or rather a group of amendments as you may think fit. I intend to answer generally; you cannot expect me to answer each and every amendment separately, Sir.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: The Hon'ble Minister may deliver just one speech to the debate that is raised but the different amendments may be discussed separately.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Is it expected that I shall answer to each and every amendment?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We expect that from the Hon'ble Minister but it is for him to choose whether he will speak on each and every amendment or not.

Mr. Chairman: Movers of the amendments, when they speak, will speak on all their amendments to a particular clause but they can refer to each amendment separately and when one member has done so, another member can take up his amendments and then finally the Minister will reply.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: With regard to the question as to whether amendments would be placed before the House in a lump, I want to make it clear that the amendments are not identical.

Mr. Chairman: They will be put separately.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I have one submission to make. I have some ten or twelve amendments on clause 4. If you direct me to take up all the 10 or 12 amendments at a time—

Mr. Chairman: You can take up your amendments one after another.

Sj. Satya Priya Roy: That means to say that I shall have to speak 5×10 or 50 minutes at a stretch. But is it really possible to connect all the disconnected things because my amendments relate to different matters on clause 4?

Mr. Chairman: After you have taken up one, you can take up another.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, it confuses the issue.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Each and every sub-clause relates to almost identical thing. Anyway I am going to defend the Bill as a whole.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that after clause 4(1), the following be inserted, namely,—

"(1A) the Vice-Chancellor of the University of Calcutta, ex-officio;".

Sir, I also beg to move that clause 4(10) be omitted.

Sir, I also beg to move that for clause 4(10), the following be substituted, namely,—

"(10) two members of the Managing Committees of recognised Institutions elected in the manner prescribed by regulations by the members of such Committees;".

Sir, I also beg to move that in clause 4(11), line 1, for the words "three Professors nominated by the Syndicate", the words "five persons elected by the Senate" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 4(14), lines 2 and 3, the words "Two of whom shall be nominated by the State Government and two" be omitted.

Sir, I also beg to move that clause 4(18) be omitted.

Sir, in moving amendment No. 24, my object is to include the Vice-Chancellor of the University of Calcutta in the Board of Secondary Education. This object is to enhance the prestige and dignity of the Board and also to make available to the Board the benefit of wide experience of the Vice-Chancellor of the Calcutta University. Sir, when I move this amendment, I do not ask for anything new. If we look to section 4 of Act of 1950, we find that the Board shall consist of the following members: first, the President, *ex-officio*, and secondly, the Vice-Chancellor of the Calcutta University, *ex-officio*. So the Vice-Chancellor of the Calcutta University was a member of the Board of Secondary Education under the Act of 1950. (Sj. Mohitosh Rai Coudhuri: Which he never cared to attend.) Sir, I heard this expression from my honourable friend Sj. Kamini Kumar Ghosh and I hear it today from my friend opposite Sj. Mohitosh Rai Choudhuri. But there is no reason to assume or to suppose that the present Vice-Chancellor of the Calcutta University would follow the footsteps of his predecessor. There could have been various reasons which did not allow the then Vice-Chancellor of the Calcutta University to attend the meetings of the Board—I do not remember who he was—but then there is no reason to presume that the present Vice-Chancellor of the Calcutta University would follow the footsteps of his predecessor. Many *ex-officio* members also did not attend the meetings of the Board but that cannot be the reason for excluding him. As I have said, I repeat with all emphasis at my command, that the inclusion of the name of the Vice-Chancellor of the Calcutta University will enhance the dignity and prestige of the Board and as I have said, his valuable advice would be available to the Board. So it would be to the interest of the Board to have him in the Board and when I say this, I do not ask for anything new because he was included in the last Board.

[5-35—5-45 p.m.]

He was included in the last Board and if we look to the other province, viz., the adjacent province of Bihar what do we find? We find there that both the Vice-Chancellors of the Bihar University and the Patna University are members of the Board of Secondary Education which exists in Patna. Not only that, that Act further provides that both of them alternataly will be the President of the Board of Secondary Education. When Bihar is taking the fullest advantage of the wide experience of their Vice-Chancellors why Bengal should be lagging behind? What reason is there to exclude the Vice-Chancellor of the Calcutta University? I remember Sj. Arabinda Bose said that well, the Vice-Chancellor may seek election to the Board under clause 4(11) where it is provided that three professors will be nominated by the Syndicate of the Calcutta University, one of whom shall be a professor of Applied Science. According to him Vice-Chancellor should seek election under that clause.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: You have misunderstood him.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: I do not think I did so, for, if a reference is made to the shorthand notes taken by the officers here it will prove that I have not misunderstood. On the other hand he tried to justify exclusion of the Vice-Chancellor of the Calcutta University saying that it is merely for a glamour. I would ask, what sort of glamour please?

Sj. Arabinda Bose: On a point of personal explanation, Sir, of course after he has finished.

Sj. Harendra Nath Mozumder: What about Viswa Bharati and Jadavpur University?

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: I know, I am a citizen of West Bengal, that there are two other Universities, viz., Visva Bharati and

Jadavpur University. I also know that there is no reason to exclude the Vice-Chancellor of the Calcutta University which is the premier University in the State of West Bengal. And I say with all emphasis at my command that it will be really playing the play of Hamlet without the Prince of Denmark. What I say is this. There can be absolutely no justification for excluding the Vice-Chancellor of the Calcutta University from this Board, and it will be for this House to consider what objection can there be. There cannot be possibly any objection and in all fairness I should submit, the Hon'ble Minister in charge of this Bill should accept my amendment, should be pleased to include his name in clause 4 of this Bill. This is with regard to amendment No. 24

Then I pass on to amendment 34 which stands in my name. On amendments 34 and 36 I beg to submit my say together. Before I make my submission with regard to these two amendments what I beg to submit before the House is this that the Board should be a smaller body. I never suggest that the number of members should be as it was before. I agree that the number of members of the Board should be 27 and the amendments I have moved point to that direction. When I moved the amendment for the inclusion of the name of the Vice-Chancellor of the Calcutta University I had that idea before me. When I move the remaining amendments standing in my name, I have also that idea before me.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sub-clauses are inter-related.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sub-clauses are inter-related in the sense that the constitution of the Board of Secondary Education should be looked at from one point of view and I said that when I proposed the amendment. But the inclusion of the name of the Vice-Chancellor of the Calcutta University in the Board is quite a distinct and different thing. The substitution of this sub-clause in place of sub-clause (10) will prove it. So by no stretch of imagination you may say that these amendments are inter-related or correlated. But practically speaking or from the factual point of view they are not inter-related or correlated. So it would have been better to take them separately. We pointed them out at the time of the ruling of the Hon'ble Chairman. So it is no use taking up that matter again. So I have said that sub-clause (10) be deleted or omitted, viz., two representatives nominated by the State Government from the teaching staff of technical or professional Institutions. Now the expression "Professional institutions" has not been defined in the Bill in question which is under discussion before the House. There has been ample representation of the teaching staff of technical or professional institutions. Let us refer to sub-clause (7) of clause 4 where Chief Inspector, Technical Education and Director of Technical Training, *ex-officio*, is included in the composition. Certainly Technical Education does not go unrepresented on the Board. On the other hand, I have proposed that two Members of the Managing Committee should be included therein. I am happy to find that one of my friends on the other side has partially accepted my amendment, viz., Sj. Devaprasad Chatterjee has moved an amendment—it is amendment No. 66—and he says: I beg to move that in clause 4(18), line 3, after the word "woman" the following words be added, namely:—"and one at least shall be a member of the Managing Committee of an Institution, recognised by the West Bengal Board of Secondary Education." So I may say that this is not my personal view or this is not the view of the Opposition merely, but this is the view of one Member of the Treasury Bench. We have heard at the time of general discussion that non-official persons came forward to promote secondary education in West Bengal.

[5-45—5-55 p.m.]

They supplied money, they organised secondary schools and they did their humble best in promoting secondary education in West Bengal. So it would be the unkindest cut of all if they are not represented in the Board, and this also is not a new thing for which I am asking for the first time. They were represented in the Board constituted under the Act of 1950. If we refer to section 4, sub-section 16, we find it stated "three members of the Managing Committees of recognised high schools elected in the manner prescribed by regulations and by the members of such Managing Committees" (Sj. MOHITOSH RAI CHAUDHURI: That was unwise.) The wise thing would be such things alone which would be sponsored and which would be supported by the members of the Treasury Bench. Wisdom cannot be the monopoly of any section of the people. What did these three members who had been represented in the old Board do? And what the rest did not do? Why should you condemn them in this way? This is a condemnation which should not come from a teacher Congress-member, I should say, because it is condemning the entire body of the Committee of Management. We all know that there are more than 1,000 schools of secondary education and there are at least 15,000 members of the Managing Committee. Should you think that a body, a Committee of Management, which are connected with secondary education should be excluded from the Constitution of the Board and persons nominated and appointed and ex-officio men should come and do the work? Follow one way. Do not say well, we are following the recommendations of the Mudaliar Commission. We are following the recommendations of the Dev Commission. As I said before I would repeat with all the emphasis at my command "do not establish any Board. Do all the work through the Director of Public Instruction". Why do you establish a separate Directorate of the Education Department? It is no use having that. Only one line will do. "The old Board or rather the Act of 1950 is hereby repealed". Follow the recommendations of the Mudaliar Commission. If you want to constitute a Board is it any reason that you are excluding altogether the members of the Managing Committee? There are three members of the Committee of Management of the Board of Secondary Education under Act 1950. Now as the number has been decreased so I have proposed in my amendment that instead of three there should be two representatives in the Board. A body consisting of about 15,000, if not more, if they are represented by only two members, I do not think the representation would be very much. The representation would be leaning towards the side of inadequacy. So, in my humble submission if the amendment proposed by Sj. Debaprasad Chatterjee, my honourable friend on the other side, is taken side by side with the amendment which I have proposed the only difference is that whereas he says that of the three one of them should be included in the Board of Secondary Education, I say that two members should be accepted.

One representative for 15,000 would be too small. So I have suggested in my amendment two representatives nominated by the State Government from the teaching staff of technical or professional institutions. I have already said that professional institutions have not been defined and we do not know how many there are. Probably there may be one or two or three and you would give them representation but not the members of the managing committees who number more than 15,000. I know where the shoe pinches, I know if my amendment be accepted, the result would be that the majority which is wanted by the Government on the Board would dwindle if not altogether vanish and that is the reason why this amendment is not accepted. I have said when the general discussion took place

that every section and every clause—if read between the lines—shows that the Government wanted to centralise powers in themselves and this is an illustration to the point and there are good many of such illustrations.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, on a point of order. Is it open to the Minister in charge to talk all the while when my friend is speaking and making his submissions?

Mr. Chairman: The Minister's notice has been drawn to that.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Nirmal Chandra Bhattacharyya knows, as also I do, that here a matter is decided not on reasoning but by show of hands of which the Hon'ble Minister is assured. Therefore it is no use listening to reasons.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, the Chief Whip is taking down notes of all the statements.

Mr. Chairman: You see, Mr. Bhattacharyya, theirs is a divided responsibility. After all, they are taking notes.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, we from this side of the House take it to be....

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: These are all repetitions.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: I would say my friend is also not immune from it. You know as well as I do that when matters are decided by show of hands, there is no room for good reasoning.

Mr. Chairman: Please go on Mr Bhattacharyya.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: What I beg to submit is that this sub-clause (10) should be omitted and there would be practically speaking two vacancies, if this is omitted, and in place of one, the Vice-Chancellor of the Calcutta University may be included.

Then, Sir, my next amendment is amendment of clause 4(11),—three professors nominated by the Syndicate of the Calcutta University one of whom shall be a professor of Applied Science. In the Act of 1950, the corresponding provision was in section 4(11). The provision runs to this effect: "Eight members elected by the Senate of the Calcutta University". In a Board consisting of 44 members, the Senate of the Calcutta University had 8 representatives. When the size of the Board is being reduced under the Bill to 27, well, according to the principle of ratio and proportion, the number 8 should be reduced to 5 and not less than that and the persons who would be elected would be the best persons on matters of education. Well, they may not always fulfil the functions of the nominated members or the *ex-officio* members, but they will be men of independence and they will be men of experience and they will not agree for the pleasure or displeasure of Government and therefore I would submit that instead of three representatives, the University should be given five representatives. Then, again in the Bill the provision is that these representatives, whatever their number may be, are to be nominated by the Syndicate of the Calcutta University.

[5-55—6-5 p.m.]

In the Act of 1950 we find "8 persons elected by the Senate of the Calcutta University". We know that the size of Syndicate of the Calcutta University is small compared with the size of the Senate of the Calcutta University. What harm there is if these persons be elected instead of being nominated

by the Syndicate of the Calcutta University? I would submit most humbly and respectfully that whatever be the number of persons representing the Calcutta University on the Board of Secondary Education they should be elected by the members of the Senate of the Calcutta University, and not by the members of the Syndicate of the Calcutta University, which as I have said before, is a very smaller body.

Then again, Sir, I have got amendments Nos. 51, 52 and 53. In moving these amendments my object is that 4 heads of High Schools and Multi-purpose Schools should all be elected and two of them should not be nominated by the State Government. What useful purpose will be served by nominating two Headmasters? I can visualise, I know that there are rival educational institutions in this province. So, the Government is probably apprehensive of the fact that if there be a free election of all the 4 heads of High Schools or Multi-purpose Schools, the result would be that one Institution may send all the representatives irrespective of any representation by the other Institutions. Therefore, it is proposed that two should be elected and two should be nominated. I think the Government should not have any such apprehension. The Government should take a most liberal view of the matter, viz., 4 heads of Institutions should be representatives of the Headmasters in the Board and elected. Otherwise there is also another chance of the majority of the Government in the Board being dwindled. If my amendments be accepted I am aware that the Government would not be in a majority in the Board. On the other hand if my amendments are decided on reasons and not on apprehensions then I think these amendments should be accepted, for there would be no harm if 4 heads of High Schools or Multi-purpose Schools be elected. So, Sir, I would submit that these amendments should be accepted.

Then, Sir, my amendment No. 62A. This amendment is the same which is proposed also by Sj. K. P. Chattopadhyay and Sj. Monoranjan Sen Gupta. My last amendment is not to be found in the printed agenda. It was to the effect that the last sub-clause in clause 4 should be deleted, viz., three persons interested in education to be nominated by the State Government, one of whom shall be a woman. I fail to understand that it has not satisfied the desire of the State Government after having nominated four men earlier. Still Government wants power to nominate four others who are persons interested in education. The Director of Public Instruction, the Director of Agriculture, the Director of Industries, the Director of Health Services, Principal, Bengal Engineering College, Chief Inspector, Technical Education, Chief Inspector, Women's Education, and Chief Inspector, Secondary Education—are not these persons interested in the matter of education? If you have got them and they are ex-officio men, why do you ask for nomination of three more persons who are interested in education? So, my object in moving this amendment is to delete sub-clause (18) and to delete sub-clause (10) of clause 4 so that five persons cannot come in the way as suggested in the Bill and in its place I have suggested by my amendment that Vice-Chancellor of the Calcutta University should be taken and two more additional representatives from the members of the Senate of the Calcutta University be taken and two representatives from the Members of the Committee of Management be taken. I have not suggested my amendment on unreasonable basis. There cannot be any gainsaying that the Members of the Committee of Management should be represented on the Board. If they are not given any seat, the result will be that they will feel aggrieved and they will not be taking as much interest in the matter of secondary education as they are doing now. So in all fairness they should be given representation on the Board. Then the question arises whether the amendment of Sj. Devaprasad Chatterjee or my amendment should be accepted. Whether my amendment is accepted or not, it is

an insult to the whole House that the Minister should not ....I we are speaking on our amendments. The House should not be changed into a parlour among Ministers. I from the Opposition say that they should maintain the dignity of the House.

Mr. Chairman: It is brought to the notice of the Minister that they should take notes of your speech.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: The difference between Sj. Devaprasad Chatterjea's amendment and my amendment is, so far as the question of representation of the Members of the Committee of Management is concerned, he has proposed that one of them should be taken and my proposal is that two of them should be taken. That they would have representation is inevitable. If we ask for division on so many amendments, I hope you will pardon me. To sum up, I would say that if the constitution of the Board is to be based on reason, then my amendments cannot be thrown out. But I am sure that my amendments will be thrown out, because here reason has less force than the majority of Members. But I am sure that this amendment will be taken.

With these words, Sir I move all the amendments standing in my name.

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Arabinda Bose: Sir, the honourable member Nagendra Kumar Bhattacharyya has referred to certain statements made by me regarding the inclusion of the Vice-Chancellor of the Calcutta University. Even today he repeated the points, firstly... .....

Mr. Chairman: Mr. Bose, you can speak on a personal explanation. There cannot be any argument.

Sj. Arabinda Bose: On a point of personal explanation, Sir. He has not quoted me correctly. My first point is that I was interested in seeing whether the Calcutta University had a representation, whether it had a voice in the affairs of or in the conduct of secondary education in our country. In section 4 of the Bill there is a provision to this effect that the Syndicate of the Calcutta University would be sending three representatives. It was my intention that the Vice-Chancellor could come as one of the three members. I never used the word—should, I meant—could. So, Sir, I again submit that the University would certainly have its representatives in the Board. If the Syndicate thinks fit and proper, it can send the Vice-Chancellor as one of the three.

The honourable member has said that for the sake of prestige we should get the Vice-Chancellor on the Board. Sir, I have no animus against the present incumbent. He is a close friend of our family and we know each other intimately. He is a brilliant man. What I say is that to get the Vice-Chancellor on the Board only for the sake of prestige—that is a thing which I do not agree to.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: I rise on a point of information,—whether the Vice-Chancellor of the Calcutta University could be included within the expression "three professors"?

Mr. Chairman: I think the Hon'ble Minister will take a note of it.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Mr. Chairman, Sir, I have listened to every word uttered by my friend Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya, or if it gives him some pleasure, I have devoured almost every word uttered by him, because I entertain profound respect for the opinion which he holds, but I am sorry I have got to oppose all the amendments, and that is not because I do not appreciate the reasons which have prompted him to bring forward these amendments. In the first place, he wants the Vice-Chancellor to be on the Board. I oppose it for two reasons. Firstly, the Vice-Chancellor is a very great man. He has got to deal with multifarious appointments concerning higher education and it would be improper for us to expect him or to ask him to devote some time and attention to the cause which he would be expected to represent by coming to the Board and taking part in the discussion of the affairs of the Board. The University's point of view will be represented on the Board by the three professors or three teachers of the University. There is also another reason why the Vice-Chancellor of the Calcutta University should not be there on the Board. There are two other Universities—whether we like them or not—the Jadavpur University and the Visva-Bharati University. If you bring one Vice-Chancellor on the Board, it would not be fair on our part to exclude the other two. That is one reason. Besides, the Vice-Chancellor of the Calcutta University has got to deal with much more important matters of education and he would not be in a position to devote his time and energy to the discussions of the Secondary Education Board. This is as regards Sj. Bhattacharyya's first amendment. Then he wants the deletion of clause 4(10) where there is provision for two representatives nominated by the State Government .....

Mr. Chairman: Mr. Rai Choudhuri, please finish your speech in brief. I would suggest to members that in order to facilitate our work, members would kindly take notes of what the other side states and after the mover has made his speech, others can take up his points and speak on them briefly.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: That we are doing. I will be very brief, I will not speak at length if you so desire. But if I have to oppose an amendment, I have to give reasons.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we would like to hear what Mr. Rai Choudhuri has to say. He has much to say.

Sj. Jogannath Kolay: He has no special point.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Yes, I have. I have said my say on one amendment of Sj. Bhattacharyya. But he has another amendment. He wants the exclusion of two representatives of technical education. That is very unreasonable.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: These will be replied by the Education Minister and Sj. Rai Choudhuri need not say all these points.

(At this Sj. Mohitosh Rai Choudhuri resumed his seat)

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we very much appreciate the views of Mr. Rai Choudhuri. We would like to hear what he says. He was making some very nice points.

Mr. Chairman: Mr. Rai Choudhuri, please finish your speech.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, it was one of our Ministers who really insisted on his sitting down. That is really very unparliamentary and I think this sort of gagging is unpardonably wrong on the floor of the House.

Mr. Chairman: Mr. Rai Choudhuri, continue please.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Secondary education to a very large extent deals with technical education. Technical education will be included, as was not so far done, in secondary education. Therefore it is proper that representatives of the institutions dealing with technical education should be there. Then one of my friends wants two members of the managing committees to be taken on the Board. This I must emphatically oppose because this Board has been constituted on the recommendations of the Secondary Education Commission—the Mudaliar Commission—and according to the Mudaliar Commission the Board must be an expert body, a body of expert educationists and members representing the managing committees have got no place there.

[6-15—6-20 p.m.]

But Managing Committees will be interested in disputes with their staff, particularly in which they would think that some injustice has been done to them by the department in siding with the teachers of the Institutions run by them. Therefore, provision has been made expressly for their representation in the Appeal Committee. If any Institution does not get any square deal from the Inspecting authorities in general with its teachers then that school will be able to make an appeal to the Appeal Committee and in the Appeal Committee representatives of the Managing Committee will be there. My friend Shri Devaprasad Chatterjea has given an amendment on this question. If my friend Shri Devaprasad Chatterjea on this side insists on the inclusion of a member of the Managing Committee in the Board I will oppose that. So for the reasons given by me provision for including the members of the Managing Committee should not be made in the Board.

Then there is a proposal from the Opposition that instead of three professors being nominated by the Syndicate, they should be elected by the Senate. I am sorry I have got to oppose that also. Instead of Senate, without meaning any disrespect to that august body, I would submit that Syndicate would be the more fit and proper body to which we should give this right of choice. Because Syndicate would be the representative of the Senate and it would be a small body. It would be therefore more proper for them, it would be easier for them, to choose their representatives. I have often times said I do not believe in democracy in the matter of education. Therefore best men for the Board should be selected not by election but by nomination and that, by those who have the capacity and therefore the right to choose these representatives. As I have once said, in matter of education there should be no place for *Hore, Gore, Rama, Shyama*. It is the experts who should count. Therefore the right of nomination should be given to the Syndicate and not to Senate.

In another amendment of Sj. Bhattacharyya he wants that the representatives of teachers should be elected by the general body of teachers. To that also I take exception. There are three Teachers' Associations. They have got recognition, and it is only fit and proper that they should elect their representatives. So the right of election has been very properly given to them. If the general body of teachers are allowed to elect the teachers on the Board, they would hardly select really able representatives. I have

got experience of election by the general body of people. The general body of people generally support the demagogues who come to play to the gallery. Therefore, I would oppose that amendment also. There were two other amendments of my friends. I have forgotten what they were, but when I listened to my friend advocating them I thought that they should also be opposed.

[Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya rose.]

Mr. Chairman: Mr. Bhattacharyya, it is about 6-20 and I think we should adjourn now. Tomorrow you can start your discussion on Sj. Nagen Bhattacharyya's amendment.

The House stands adjourned till 2-30 p.m. on Wednesday, the 18th December, 1957.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-20 p.m. till 2-30 p.m. on Wednesday, the 18th December, 1957, at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent

Bagchi, Dr. Narendranath.
Banerjee, Sj. Tara Sankar.
Basu, Sj. Gurugobinda.
Chakrabarty, Dr. Monindra Mohan.
Ghosh, Sj. Asutosh.
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra.
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath.
Maliah, Sj. Pashupati Nath.
Mohammad Jan, Janab Shaikh.
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath.
Roy, Sj. Surendra Kumar.
Saraogi, Sj. Pannalal.
Sarkar, Sj. Pranabeswar.
Sen, Sj. Jimut Bahan.
Singha, Sj. Biman Behari Lall.
Sinha, Sj. Rabindralal.

COUNCIL DEBATES

Wednesday, the 18th December, 1957.

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Wednesday, the 18th December, 1957, at 2-30 p.m. being the Eleventh day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI was in the Chair.

Message

[2-30—2-40 p.m.]

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): Sir, the following Message has been received from the West Bengal Legislative Assembly, namely:—

"*Message*

The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957, as passed by the West Bengal Legislative Assembly at its meeting held on the 16th December, 1957, has been duly signed by me and is annexed herewith. The concurrence of the West Bengal Legislative Council to the Bill is requested.

S. BANERJI,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly."

CALCUTTA:
The 17th December, 1957.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957.

Clause 4

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I have some observations to make on the amendment of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya. Would you allow me to speak on that and then I can speak on my own amendment or shall I speak on his amendment only?

Mr. Chairman: Please speak on your own amendments because they refer to the same clause. You can speak on your own amendments first and then on the amendments of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Before I begin my observations, I would request the Minister-in-charge to lay on the table the note of the Senate of Calcutta University on the present Bill. It has been forwarded to the Government of West Bengal and I understand that this has already reached the Education Department. On behalf of the Opposition I would request the Hon'ble Minister-in-charge to place it on the table of the House so that the discussion may be facilitated.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I understand that the Department has received the note from the Senate last evening. They will examine the note first and then will place before me.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Do we then understand that the note from the Senate has reached the Secretary? Will he kindly inform us when it reached the Secretary and when he will be able to place it before us?

Mr. Chairman: The delay is unavoidable. Now, your amendment is taken as moved.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I beg to move that for clause 4(11), the following be substituted, namely:—

"(11) Deans of the Faculties of Arts, Science, Medicine, Education and Commerce of the University of Calcutta."

I also move that in clause 4(15), line 1, for the words "one representative" the words "two representatives" be substituted.

I also move that after clause 4(18) the following be added, namely:—

"(19) one person belonging to the educationally backward classes to be nominated by the State Government;

(20) one representative of the West Bengal College and University Teachers' Association elected by and from amongst the members of the Executive Council or Committee of the Association in the manner prescribed by rules."

In the first instance, I will seek your permission to make some observations on the amendments that have been moved by Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya on the desirability of giving representation to the Managing Committees of the recognised schools in West Bengal on the proposed Board.

Sir, he has argued ably that the system of secondary education in West Bengal may really be regarded as a monument of private enterprise. As a matter of fact, only a handful of schools are Government schools. The majority of the schools were established by private individuals and parties. Dey Commission in their report made certain very pertinent observations on this very question. And in support of their observations they quoted certain statistics which I would like to place before you for your consideration. Out of a total of 1,411 high schools, they wrote in 1954, only 29 are Government institutions, and as many as 503 did not receive any aid from the State contribution. That is to say that secondary education in West Bengal is largely the contribution of non-official efforts. The report mentions the figures for 1952-53 of contribution made by the Government and contribution made by other parties. In 1952-53, the total expenditure to secondary education—High and Junior High Schools taken together in West Pengal was a little over 372 lakhs. Of this amount nearly 259 lakhs of rupees, i.e., 70 per cent. came from fees and a little over 61 lakhs, i.e., about 16 per cent. came from the State. I might mention, Sir, in this connection that the percentage of contribution of some of the other States is much larger than that of the Government of West Bengal. In Bombay the percentage of contribution is in the neighbourhood of 32 per cent., in Madras it is 23 per cent. and in Uttar Pradesh it is 24 per cent. whereas in Bengal it is 16 per cent. only. All these facts go to establish thoroughly the proposition that the system of secondary education in West Bengal is a result of private enterprise. This was the view that the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri used to hold sometime ago. Possibly he has, being placed in power, changed his view. In 1935—I am reading from a book which is possibly disowned now by the author, Rai Harendra Nath Chaudhuri,

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Is he relevant to the subject-matter?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I am arguing in favour of giving representation to the Managing Committees on the Board, and my point is that most of the schools have been established by private enterprise and the governing bodies of these schools, therefore, should be represented on the Board. Am I in order, Sir?

Mr. Chairman: You are quite in order.

[2-40—2-50 p.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I am grateful to you.

Sir, Rai Harendra Nath wrote as follows in 1935. Referring to the institution of secondary education in West Bengal, he said, "it is an institution built up in a very large measure by the enterprise and sacrifice of the people of Bengal". Then he writes, "it is a monument of great voluntary effort on the part of a poor people". In spite of this, he will not give any representation to the managing committees. In 1940, while moving a resolution in the protest conference in connection with the Bill that was introduced by the League Government, Rai Harendra Nath referred specifically to the managing committees and he said, "it (that is to say the Bill) does not provide for any representation on the Board of the managing committees or of guardians or of the public interested in education". Sir, he specifically mentioned the managing committees because at that time he thought that the managing committees of the schools in Bengal had built up the system of secondary education in this State. I do not know what has happened in the meantime leading to a change of front by the Hon'ble Minister.

Sir, I will next come to the nature of the composition of the Board as proposed in the present Bill. In this connection I have to refer to the note of the Syndicate that has been forwarded to the Government of West Bengal. I happen to be a member of the Senate and since the note of the Syndicate Committee has been accepted by the Syndicate, I was entitled to receive a copy of the note that was forwarded to Government by the Registrar of the University on behalf of the University. Regarding the composition upon which we are at present engaged, the distinguished members of the sub-committees, whose views were later on endorsed by the Syndicate, wrote as follows. I would specially request you, Sir, to follow what I am saying at present—it is a quotation from the note of the Syndicate that has been forwarded to the Hon'ble Minister. "We feel that with the expansion of secondary education in West Bengal the new Board should be broad-based and represent the interests of education in a wider manner than has been proposed in the Bill. Secondly, the number of *ex-officio* members appears to be unduly large and the representatives of Universities and the affiliated colleges and secondary institutions comparatively few. No representation has been given to the management of secondary institutions". Sir, these are some specific remarks regarding the composition. I refrain from reading the rest of the note however damaging it may be to the position assumed by the Hon'ble Minister. Sir, this is the view of a very distinguished body of educationists, viz., the Syndicate of the Calcutta University. I would also place before you the names of the members of the sub-committee that drew up this report for the consideration of the Syndicate. The Syndicate Sub-Committee was composed of the Vice-Chancellor, Professor S. K. Mitra, who happens to be the Administrator of the so-called Board of Secondary Education and who, by the way, was not consulted by the Hon'ble Minister in connection with the drafting of the Bill. Mr. Ramaprosad Mukherjee, retired Judge of the High Court and a member of the Syndicate for the last 35 years, Dr. Subodh Mitra, Professor J. P. Neogi, Vice-President of the University College of Arts, and Professor S. P. Chatterjee. Sir, the

views that were formulated by such distinguished people came to be accepted by the Syndicate and I have placed before you for your consideration the considered views of the Syndicate on the composition of the Board.

Sir, coming to the composition I notice that the President is to be an *ex-officio* member, and the President is to be appointed by the Government of West Bengal. Here is a flagrant departure from the recommendations of the Dey Commission. The Dey Commission definitely provided that the President of the Board should be a non-official educationist of distinction. Instead of that in their anxiety to officialise the Board the Government have provided that the President may be either an official or a non-official man. This is, I submit, a departure from the recommendations of the Dey Commission and because of this departure and other departures we argued, Sir, that the whole matter should be referred to a Select Committee.

Sir, my friend Shri Mohitosh Rai Choudhuri has argued that the Vice-Chancellor should not be given any place in this Board because the Vice-Chancellor happens to be a busy person. Sir, I would ask, is not the Director of Public Instruction a person more busy than the Vice-Chancellor? Is he not required to look after the entire development of Secondary Education? Is he not required to look after the primary schools in West Bengal? Therefore, this argument of my friend does not hold water at all. It is the busiest persons who can attend to many jobs. Our present Vice-Chancellor is a member of so many Committees including the University Grants Committee, but we know that he has been doing his work with care and distinction. So was Dr. S. N. Banerjee. He was connected with the High Court and he was the Vice-Chancellor, and in various other capacities he used to render valuable service to the Government and the people of West Bengal. It is the busiest persons who can really devote their attention to many things and do everything with care and industry. Therefore, the argument of Mr. Mohitosh Rai Choudhuri does not hold good at all.

Sir, if we look at the composition of the Bill we will notice that there is an anxiety on the part of the Hon'ble Minister to officialise the Board altogether. Sir, what was the principle behind the recommendations of the Mudaliar Commission and the Dey Commission? It was that it should be a body of experts, but they never recommended that it should be a body composed very largely of officials. If you have an official-ridden body it will be absolutely under the thumb of the Secretariat because these officials have always got to look to the Secretary of the Department of Education for their promotion and for other little favours. Or, in other words, they will not be able to function as experts because of the fear of displeasing the Secretary. It is for this reason, Sir, that I am very much opposed to the officialisation of the Board.

Sir, in 1940 while moving a resolution at the Secondary Education Protest Conference Rai Harendra Nath Chaudhuri raised a voice of protest against officialisation. He said that the Bill of 1940 was designed to officialise Secondary Education and to place it under complete Government control. Sir, I do not object to the inclusion of a body of experts on Board of Secondary Education. That was the principle behind the recommendations of the Mudaliar Commission and the Dey Commission; but they had deliberately balanced the official and non-official representations. Sir, this question of non-official experts was raised by my honourable friend the Minister of Education in course of a resolution in 1940 at the Secondary Education Protest Conference.

[2-50—3 p.m.]

He argued that the Bill was defective inasmuch as it entirely everlocked the necessity of securing the services of independent educational experts. It

is the independent educational experts who can deliver the goods, who can without fear or favour render real service to the Board. He holds different views now.

Sir, Rai Harendra Nath Choudhury is one of those who do not hesitate to eat up their own words when it is convenient for them to do so. We do not object to the introduction of independent experts. But why officialise it when you know that these officials will not be able to exercise their judgment freely because of the fear of the Director of Public Instrucitou and the Education Secretariat. That is the point that I have been emphasising.

In the next place, with regard to sub-clause (11), clause 4 I have some submissions to make. It has been provided in the Bill that three professors nominated by the Syndicate of the Calcutta University, one of whom shall be a professor of Applied Science, are to be included. Instead of that, the amendment that stands in my name is as follows: Deans of the Faculties of Arts, Science, Medicine, Education and Commerce of the University of Calcutta should be Members of the Board. I say so because the Deans are in fact in touch with the developments at the University. If we have the Deans as *ex-officio* members, we secure the services of some experts without taking the University through the travail of a fresh election. Instead of three as proposed by the Government I have proposed that five Deans of the different Faculties mentioned in my amendment should be *ex-officio* Members of the Board.

Sir, with regard to sub-clause (14) my submission is that out of four Heads of High Schools or Multipurpose Schools, two should not be nominated by the State Government. All should be elected by the Executive Committee of the Headmasters' Association in accordance with the rules framed by the Government. Therefore I am in favour of getting all these persons elected instead of getting half of them elected by the Headmasters' Association and half nominated, by the State Government.

Sir, with regard to sub-clause (15) of clause 4, my amendment is that instead of "one representative" the words "two representatives" be substituted

Sir, this institution, All-Bengal Teachers' Association was established right back in 1926. They have played a very important part in the development of the system of secondary education in this Province. Besides, they have been instrumental in organising the teachers who were being very unjustly treated by the Government for years and years. The membership of this organisation runs up to 15,000. So it may be said that, it has the support of the general body of teachers all over West Bengal. In view of this the representation that has been given to it is very meagre. Sir, it is this class of poor teachers who were praised by Rai Harendra Nath Chaudhuri years ago, right back in 1935, and I hope that he has not changed his views. With regard to their services he said "that the system of secondary education and its efficiency is very largely due to the silent and ungrudging services of unambitious men, the school teachers". It is these school teachers who, in fact, are represented on this organisation, namely, All-Bengal Teachers' Association. It is for this reason that I say that instead of one there should be two. The burden of educating our young boys and girls is really on these teachers, and let these teachers upon whom the education of the future generation of citizens depends have adequate representation. I do not suppose, Sir, that two out of 27 is an adequate number. Even then we shall be doing some justice to the teaching community and their great organisation which is a representative organisation if we were to give them two seats instead of one.

Sir, coming to No. 16 I am absolutely opposed to giving any representation to the organisation mentioned. Sir, the organisation was established soon after the Berhampore Conference of the A.B.T.A. I had the honour of presiding at the Conference. Certain objections were raised by a small section of the delegates to the annual report and accounts. They were given full opportunity to give expression to their views. I made it absolutely sure that they got the chance of placing their case before the Conference. But only a handful of men lent support to them. There was, in fact, an attempt at that conference to form the organisation known now as West Bengal Teachers' Association. A teacher of the University of Calcutta who happened formerly to be a member of this Council went about in the dead of night from room to room asking them to form a rival organisation and he added that his move had the support of Mr. Atulya Ghose.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, are you not going to adhere to the time-limit fixed by you last night?

Mr. Chairman: Mr. Bhattacharyya, this is not quite appropriate in this connection. You are giving one version of this conference. A different version may be given by another person. You simply want that there should be no representation given to this body. You just state your reasons for that. You need not go into all these things. I would request you to be brief in your statement.

[3—3-10 p.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I am arguing in favour of the position that I have taken up that this organisation has an unsavoury history and it has an unsavoury present, and an organisation which has an unsavoury past and an unsavoury present should not be given any place in the Board of Secondary Education Sir, the Hon'ble Minister is anxious to gag us. He has raised the question of time-limit.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I protest against that remark. I am not going to gag anybody. Sir, you said about the time-limit yesterday and it is for you to see that the time-limit is adhered to.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I can easily understand that my honourable friend the Education Minister is feeling uneasy on account of the force of my arguments, but I cannot help it. I must do justice to the beliefs which I have been holding for so many years.

Sir, I will now pass on to sub-clause (17). With regard to this sub-clause I hold very strong views. I am of the opinion that members of the Legislature have no place on a Board of experts; they have no place whatsoever. This body should really be a body of experts as recommended by the Mudaliar Commission or as recommended by the Dev Commission. I ask the Hon'ble Minister in charge of the Bill in all seriousness—are members of the Legislature as such experts in secondary education? There may be one or two who may be connected with secondary education but that is another matter. Members of the Legislature as such are not experts and therefore they have no place, truly speaking, in a regularly and properly constituted Board of Secondary Education. Sir, by making provision for two representatives of the West Bengal State Legislature on the Board the Hon'ble Minister in charge of the Bill has in fact yielded to his anxiety to secure a larger official bloc. He has a majority here as well as in the Lower House and the members who will be elected will follow him under all circumstances. That is the political reason which has led the Hon'ble Minister to incorporate this sub-clause in the Bill.

Mr. Chairman: You are not entitled to go into the motives, you give your own point of view.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, what I am saying is that the two members of the Legislature who are always bound to be members of the Government benches will always support the Government. That is all that I have said. Therefore I feel very strongly that the members of the Legislature should not have any representation on the Board. Sir, since the members of the Legislature had to be given some representation, certain other parties could not be adequately represented or have been left out altogether. On that ground as well as on grounds of principle members of the legislature should not be on the Board, and therefore, I am in favour of omitting sub-clause (17).

Coming to sub-clause (18) my submission is that room should be found for the nomination of one representative of the educationally backward classes. My amendment in this behalf is this: "one person belonging to the educationally backward classes to be nominated by the State Government". Sir, according to article 46 of the Constitution we have been enjoined to take special care of the development of education amongst backward classes, and you are aware, Sir, that the Government of India as well as the Government of West Bengal have provided special scholarships for the educationally backward classes. It is desirable that a member of the educationally backward class should be associated with the Board in order that they may see that justice is being done. Sir, they might feel very distantly that justice is being done but let them be on the Board and see that justice is really being done to them. I have no doubt that the presence of an educationally backward class representative on the Board will help the development of education amongst the backward classes. Sir, this representation will really go a long way to help the backward classes, and it is a duty which we have taken upon ourselves according to the Constitution.

On that very sub-clause I have another amendment. That amendment emphasises the necessity of giving representation to the West Bengal College and University Teachers' Association. Sir, the Syndicate in their very able report on the present obnoxious Bill has clearly stated that the number of *ex-officio* members appears to be unduly large and the representatives of Universities and the affiliated colleges and Secondary Institutions comparatively few. Sir, it is desirable that the affiliated colleges, as the Syndicate feels, should be represented. And I believe, the best way of giving representation to the teachers of affiliated colleges, without going through the elaborate formality of elections, is to ask the Executive Committee of the Association to elect one representative.

Sir, you are aware that Secondary and University education are to be closely integrated. We cannot think of one without the other. It is, therefore, desirable that the teachers of colleges should be connected with the Board. Sir, these are the amendments that I have to place before you for your consideration. I have no other remarks to make.

Now I will draw your attention to the proportion of official members and others under the present Bill as also under recommendations of the Mudaliar Commission and the Dey Commission. The number of officials according to the Mudaliar Commission was 6 out of 25; according to the Dey Commission 6, including the President, out of 25; and it is 9 out of 27, under the present Bill, including the President.

Sir, with these words, I move the amendments that stand in my name.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I beg to move that in clause 4(2), the words, "or if the State Government so directs the Joint Director of Public Instruction" be omitted.

I also move that clause 4(3) be omitted.

I also move that clause 4(4) be omitted.

I also move that in clause 4(5) for the words, "the Director of Health Services, *ex-officio*", the words, "A teacher of one of the Medical Colleges in the State of West Bengal to be elected by the teachers of such colleges" be substituted.

I also move that clause 4(8) be omitted.

I also move that clause 4(9) be omitted.

I also move that in clause 4(11), line 1, for the word "three" the word "five" be substituted.

I also move that in clause 4(11), line 1, for the word "professors", the words, "teachers of the Calcutta University" be substituted.

I also move that in clause 4(11), line 1, for the word "Syndicate", the word "Senate" be substituted.

I also move that in clause 4(11), in line 3, for the word "Professor", the word "teacher" be substituted.

I also move that for clause 4(13), the following be substituted, namely:—

"(13) one person elected in the manner prescribed by regulations by the members of the Samsad of Visva-Bharati University."

I also move that for clause 4(14), the following be substituted, namely:—

"(14) Four Heads of Junior High Schools, High Schools, Higher Secondary Schools or Multipurpose Schools, one of whom must be a Headmistress of a recognised Girls' Secondary School in the State of West Bengal, to be elected in the manner prescribed by rules, by the Heads of such schools".

I also move that for clause 4(15), the following be substituted, namely:—

"(15) five representatives of all teachers of Secondary Schools excepting the Heads of such schools to be elected from among them by such teachers one from each of the five Zones into which the entire State of West Bengal is to be divided for the purpose, by rules under this Act by such teachers serving in such schools within the Zone".

Sir, I also beg to move that clause 4(16) be omitted.

I also move that in clause 4(17), lines 2 to 7, for the words beginning with "one of whom" and ending with the word "Assembly" the following words be substituted, namely:—

"to be elected by the members of both the Houses jointly in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote".

I also move that in clause 4(18), lines 1 to 3, for the words beginning with "to be nominated" and ending with 'woman' the following words "to be elected by all other members of the Board in the manner prescribed by rules" be substituted.

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, আমরা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের ৪নং ধারা আলোচনা করছি। এই ৪নং ধারায় পর্ষৎ কিভাবে সংগঠিত হবে, তার উল্লেখ আছে। আমরা প্রথমেই বলতে চাই যে, পর্ষৎ যেভাবে সংগঠিত হ'তে যাচ্ছে, এই আইনের খসড়া অনুযায়ী, এইরকমভাবে সংগঠিত পর্ষদের কোন প্রয়োজন আছে কিনা? আমি এইদিকে মন্ত্রীমহাশয়ের লক্ষ্য আকর্ষণ করছি। এবং এই পর্ষৎ প্রথমেই সরকারের এই দ্বৈত শাসনের অধীনে মাধ্যমিক শিক্ষা কিভাবে ব্যাহত হচ্ছে, তা নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে দেখেছি—এই পর্ষৎকে কাজ করতে হয় ১৯৫০ সালের আইনে এই সরকারের শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে। এখানে কোন একটা দরখাস্ত, যে-কোন আবেদন, যদি কোন শিক্ষকদের জন্য পর্ষদের কাছে আবেদন করতে হয়, তা সমস্তই পাঠাতে হয় ইন্সপেক্টর অব স্কুলস তার মাধ্যমে। ইন্সপেক্টর অব স্কুলস সেটা পাঠান টু দি ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এবং ডিরেক্টর সেটায় তাঁর মন্তব্য লিখে আবার পাঠান বোর্ডএর কাছে। এবং বোর্ড আবার সরাসরি সিদ্ধান্ত স্কুলে না পাঠিয়ে ডিরেক্টরএর মধ্য দিয়ে ইন্সপেক্টর অব স্কুলসএর মাধ্যমে সেই স্কুলে গিয়ে পৌঁছায়। তার ফলে দেখা গেল যে, ইন্সপেক্টর অব স্কুলসএর মাধ্যমে যে দরখাস্ত করা হ'ল, সেই দরখাস্ত সেখানে ৩-৪ মাস পড়ে রইল। ইন্সপেক্টর অব স্কুলস ৩-৪ মাস পরে যখন তার সময় হ'ল, তখন সেটা পাঠালেন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনএর কাছে —সেখানে আবার ৩-৪ মাস পড়ে রইল। তারপর গেল সেটা বোর্ডএর কাছে। বোর্ড আবার সেটা ফেরত পাঠালেন—প্রতি স্তরে ৩-৪ মাস দেরী হয়ে গেল। এই অবস্থায় বিদ্যালয়গুলি কিরকম অসুবিধা ভোগ করছে তা এখানে বিধান পরিষদে যারা বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তারা সকলেই জানেন। ২ বৎসর পূর্বে কোন শিক্ষক হয়ত শিক্ষকতার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিল—চাকরিতে ২ বৎসর বহাল হ'ল কিন্তু ২ বৎসরের মধ্যেও এই দ্বৈত কর্তৃত্বের ভিতর দিয়ে পর্ষদের সিদ্ধান্ত এসে শিক্ষকের কাছে পৌঁছায় না। তারা জানে না বৎসরের শেষ পর্যন্ত—

(Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: কোন্ অ্যামেন্ডমেন্টের উপর বলছেন?)

Generally I am speaking on all the amendments, so I am giving a general picture.

Mr. Chairman: You are to speak specifically on your amendment.

Sj. Satya Priya Roy: I am speaking on the reduction of the number of officials on the Board My amendment is to have representation of teachers on the Board. It is just to say that the Board be not officialized. Once the Board is officialized, it will serve no purpose. That is what I mean to say here.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We are entitled to speak on clause 4 generally.

Mr. Chairman: It is proper that members should speak particularly on the amendments that stand in their name, and not on the principle arising therefrom. I think the honourable members when they have some amendments in their names should speak particularly on those amendments.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I am just giving a short background and context of the amendments that I have suggested.

Mr. Chairman: Do not make that background too long, please.

Sj. Satya Priya Roy: I won't Sir. At the same time I would seek some sort of sympathy from you, so that I may really place our views without interruption.

Mr. Chairman: All right.

Sj. Satya Priya Roy:

কাজেই আমার কথা হচ্ছে পরিষ্কার মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন বিল উপস্থিত করবার সময় যে তিনি চান সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার উপরে আসুক। দায়িত্ব বাদ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ নেবার ইচ্ছা যদি থেকে থাকে তাহলে আমি বলব এইভাবে পর্ষৎ সংগঠন করে কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরাও পর্ষৎ চাই। অবশ্য যদি স্বাধীনচেতা শিক্ষাবিদ্, যাদের এডুকেশন এক্সপার্ট বলা চলে তারা যদি পর্ষতে থাকে, তাহলে দেশের শিক্ষার সুনিয়ন্ত্রণ হবে, শিক্ষানীতি রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে শাসনক্ষমতার পরিবর্তনের সংগে সংগে দেশের শিক্ষানীতিতে বিপর্যয় দেখা দেবে না। সেইজন্য আমরা যাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারি, শিক্ষা শুধু শিক্ষানীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারবে এইরকম একটা পর্ষতই দাবী করেছিলাম কিন্তু সরকার সেই জায়গায় এমন পর্ষৎ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন যে পর্ষৎ কখনই সরকারের মতকে উপেক্ষা করে চলতে পারবে না। এই পর্ষৎ সর্বদাই সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকবে নির্দেশের জন্য এবং সরকারী নির্দেশেই এবং সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবেন। অথচ সরকার যখন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিচ্ছেন তার সংগে সংগে এই বিদ্যালয়গুলি চালাবার আর্থিক যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব গ্রহণ করছেন না। অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য মহাশয় দেখিয়েছেন আমাদের পশ্চিম বাংলায় বেশির ভাগ বিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনসাধারণের বদান্যতায়। এবং আজ ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বেশির ভাগ বিদ্যালয়ই সরকারের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য না নিয়ে চালিয়ে এসেছে। আমরা দে কমিশন রিপোর্টএ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে পশ্চিমবংগই একমাত্র রাজ্য যেখানে এত অধিক সংখ্যক সাহায্যহীন বিদ্যালয় রয়েছে। পশ্চিমবংগ ছাড়া ভারতবর্ষে এমন আর কোন দুর্ভাগা রাজ্য নেই যেখানে অভিভাবকদের শিক্ষার খরচের শতকরা ৭০ ভাগ যোগাতে হয় এই বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। বোম্বে ও মাদ্রাজে সরকারকে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার জন্য শতকরা ৭০ ভাগ দিতে হয় এবং অভিভাবকদের দিতে হয় শতকরা ৩০ ভাগ। সেখানে এই পশ্চিমবংগের দুর্ভাগ্য যে সেখানে অভিভাবকদের জোটাতে হয় শতকরা মোট খরচের ৭০ ভাগ।

Mr. Chairman: As far as I remember these things were already discussed in the course of consideration of the Bill.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, this is the main point that I want to stress.

আমরা এই ৪ ধারার মধ্যে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সে জিনিসটা হচ্ছে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন--এমন পর্ষৎ গঠন করতে যাচ্ছেন যে পর্ষতে তাদেরই প্যাক্ট মেজরিটি বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। অথচ তার আর্থিক দায়িত্ব বিদ্যালয়গুলির যে আর্থিক দায়িত্ব তার বিন্দুমাত্রও গ্রহণ করবেন তার কোন ইংগিত এই বিলের মধ্যে নাই। এই ৪নং ধারায় যেভাবে পর্ষৎ গঠন করছেন আমি তার বিরোধিতা করছি।

সরকার দে কমিশন ও মুদালিয়ার কমিশনএর কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। এই বিলের মধ্যেও অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্সএ দে ও মুদালিয়র কমিশনএর কথা বলেছেন কিন্তু দে কমিশনএ যেসমস্ত সুপারিশ আছে সেগুলি পর্যন্ত এই ৪ ধারা, উপধারা পালন করা হয় নি।

[3-20—3-30 p.m.]

যেমন দে কমিশন বলেছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষতের সুপারিশের সম্বন্ধে তাঁরা পরিষ্কার বলেছেন—২৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে যে মধ্যশিক্ষার পর্ষৎ তার ১০ জন হবে ইলেকটেড অর্থাৎ শতকরা ৪০ জন হবে ইলেকটেড। সে জায়গায় মন্ত্রীমহাশয় যে বিল এনে উপস্থিত করেছেন তাতে দেখছি নাইন আউট অব টুয়েন্টি-সেভেন—অর্থাৎ শতকরা ৩৩ জন। যেখানে দে কমিশন শতকরা ৪০ জনের সুপারিশ করেছেন, সেখানে মন্ত্রীমহাশয় যে ব্যবস্থা করছেন তাতে শতকরা ৩৩ জন

মাত্র সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসবেন। (**শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী:** [illegible] কমিশন?) হ্যাঁ, সেটাও দেখাচ্ছি। তার আগে গবর্নমেন্ট অফিসিয়াল সম্পর্কে যে অভিযোগ সেইটে বড় করে দেখাচ্ছি, যে মন্ত্রীমহাশয় কিছুদিন আগে তাঁর নিজের পুস্তকে গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল সম্বন্ধে—

Sj. Harendra Nath Mozumdar: That is repetition again.

Sj. Satya Priya Roy: It requires repetition.

সেই মন্ত্রীমহাশয় হঠাৎ আসনে বসেই কি করে সেটা বদলে ফেললেন বুঝতে পারি না। দে কমিশন এবং মুদালিয়ার কমিশনএর কথা মহীতোষ বাবু বলেছেন, আরও ৫ জন গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল থাকবেন প্রেসিডেন্টকে বাদ দিয়ে সে জায়গায় আমাদের মন্ত্রীমহাশয় বর্তমানে যে বিল এনে উপস্থিত করেছেন তার মধ্যে দেখছি ৮ জন অফিসিয়াল আর একজন প্রেসিডেন্ট কিন্তু তিনিও নমিনেটেড বাই দি গভর্নমেন্ট- যে জায়গায় মুদালিয়ার কমিশনের ৫ জন+১ জন= ৬ জন। কাজেই দেখা যাচ্ছে তিনি এই বোর্ডকে সম্পূর্ণভাবে সরকারী অফিসিয়ালসদের কুক্ষিগত করতে চান। তার পরিষ্কার প্রমাণ হচ্ছে যে দে কমিশনএর যে সুপারিশ আছে সে সুপারিশকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, ৫+১=৬ দে কমিশন এ্যান্ড মুদালিয়ার কমিশনএর এই যে রেকমেন্ডেশন—

Mr. Chairman: Please avoid repetitions. This matter has been discussed before and you are also repeating the same thing over and over again Please confine yourself to the statement that you want to make before the House.

Sj. Satya Priya Roy: It is a point of my amendment.

Mr. Chairman: At this stage when you are discussing the various clauses, you need not go into the details of the recommendations of the Commissions.

Sj. Satya Priya Roy: But I can do that in relation to the points in my amendments.

তারপর হচ্ছে গভর্নমেন্টের নমিনেটেড মেম্বার সম্পর্কে এই বিলে যে সংবিধান দেওয়া হয়েছে তার সংগে দে কমিশনএর সুপারিশের কতখানি পার্থক্য তা দেখাতে চাই। গভর্নমেন্টের নমিনেটেড মেম্বার ৬ জন হবেন, ২৫ জনের মধ্যে এবং সেই ৬ জনের প্রত্যেকেই হবেন নন-অফিসিয়াল। এই নন-অফিসিয়াল কথাটা মন্ত্রীমহাশয় তুলে দিয়েছেন যাতে ৬ জন অফিসিয়াল নমিনেট করলে আইনে কোন বাধা না হয়। মন্ত্রীমহাশয়ের যেরকম আমলাপ্রীতি দেখতে পাচ্ছি যেরকম আমলাতান্ত্রিক নীতি বিলের মধ্যে এনে উপস্থিত করেছেন তাতে তাঁর উপর আমরা ভরসা রাখতে পারছি নে, দে কমিশন বার বার পরিষ্কার বলেছেন—নন-অফিসিয়াল মেম্বার্স মাস্ট বি নমিনেটেড। সেই নন-অফিসিয়াল কথাটা উনি তুলে দিয়েছেন। তুলে দিয়ে দে কমিশনএর সিক্স আউট অব টুয়েন্টি-ফাইভএর স্থলে করেছে সেভেন আউট অব টুয়েন্টি-সেভেন এই বিলের বিধানে নমিনেটেড মেম্বার হবে। তার ফলে দাঁড়াচ্ছে, গভর্নমেন্ট অফিসার্স, নমিনেটেড মেম্বার্স টু বি নমিনেটেড বাই দি গভর্নমেন্ট এবং এক্স-অফিসিও মেম্বার্স সমস্ত মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে গিয়ে ১৮ জন, ২৭ জনের মধ্যে। যে পর্ষৎ হবে তাতে বেশির ভাগ সরকারী কর্মচারী না হয় সরকারের মনোনীত ব্যক্তি. যাতে জনসাধারণের মধ্য থেকে নেওয়া হয় দে কমিশনএর এই যে সুপারিশ তার ফলে সরকারের সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করবার পক্ষে যে বাধাটুকু ছিল সেই বাধাটুকুও তুলে দেওয়া হয়েছে।

Mr. Chairman: You have spoken for 10 minutes and you have not as yet come to the subject-matter of your amendment and this matter has been discussed by you.

Sj. Satya Priya Roy: These are subject-matters of my amendments.

নীতিগতভাবে বলছি বলে কোন নির্দিষ্ট নাম করছি না—যেমন—

omit Chief Inspector of Secondary Education
omit Director of Public Instruction.

All that I want, Sir, is to reduce the number of official and nominated members. I put it in a general way.

Mr. Chairman: Please confine yourself to the amendments.

Sj. Satya Priya Roy:

তাহলে ত বলতে হয় অমুককে কেন করলেন। অফিসার্স কেন কমাতে বলছি তার যুক্তির জন্য এসব কথা বলেছি। আমি যে-কথা গোড়াতে বলেছিলাম, সেই কথা এখনও বলছি, যদি পর্ষতকে আমলাতান্ত্রিক করতে হয় তাহলে এইরকম একটা পর্ষতের প্রহসন করবেন না, কেননা এই প্রহসনের পিছনে অন্তত ৬ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ টাকা এই বোর্ড চালাবার জন্য অপব্যয় হবে। ৬-৭ লক্ষ টাকা অপচয় করে এই রকম আমলাতান্ত্রিক পর্ষৎ গঠন করবার কোন প্রয়োজন নাই।

বোর্ডের গঠন সম্পর্কে বলতে গেলে দেখা যায় দে কমিশন যে সদস্য সম্বন্ধে সুপারিশ করেছেন টু বি নমিনেটেড বাই দি প্রেসিডেন্ট অব দি বোর্ড আর মুদালিয়ার কমিশন বলেছেন ৩ জন শিক্ষাবিদের কথা বলেছেন, মুদালিয়ার কমিশনএর সুপারিশ হচ্ছে—

These educationists are to be co-opted by other members of the Board

সেখানে মন্ত্রীমহাশয় অন্য রকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন—তিনি বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে বিশ্বাস করেন নি, বোর্ডের আদার মেম্বার্সদের বিশ্বাস করেন না, তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে সম্পূর্ণ নিজের উপর সেইজন্য ঐ ব্যবস্থা করে রেখেছেন—৩ জন এডুকেশনিস্ট যে হবেন তারাও হবেন নমিনেটেড বাই দি গভর্নমেন্ট।

এই ৪নং ধারার যে ১৮নং উপধারা—

three persons interested in education to be nominated by the State Government,

এ সম্পর্কে মুদালিয়ার কমিশন এবং দে কমিশন কি বলেছেন সে সম্বন্ধে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মুদালিয়ার কমিশন বলেছেন—

two distinguished educationists co-opted by the other members of the Board.

এখানে অবশ্য মুদালিয়ার কমিশন ৩-এর বদলে ২ বলেছেন। আর দে কমিশন সে জায়গায় বলেছেন—

three educationists of whom one should be a woman—to be nominated by the Chairman of the Board.

কাজেই, এই সমস্ত কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে মন্ত্রীমহাশয় ব্যবস্থা করেছেন যে থ্রি এডুকেশনিস্টস্ টু বি নমিনেটেড্ বাই দি গভর্ণমেন্ট। দে কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন সব জায়গা থেকে চিফ ইন্সপেক্টর অব স্কুল্স পুরুষই হোক বা মেয়েই হোক সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। বাদ দেবার যুক্তি ছিল, কারণ ছিল, ডি পি আই যখন বোর্ডের মেম্বার তখন তাঁর অধীন কর্মচারী সমমর্যাদা নিয়ে স্বাধীনচিত্ততা নিয়ে সেই পর্ষতের সদস্যপদে বসতে পারে না। একজন উচ্চ কর্মচারীর নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে সহকর্মী করা যে অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক এবং অসঙ্গত তা পরিষ্কার বোঝা যায় বলেই মুদালিয়ার কমিশন বা দে কমিশন বোর্ডের কোথাও চিফ ইন্সপেক্টর অব স্কুলস বা চিফ ইন্সপেক্টর ফর উয়ামেনস এডুকেশনকে আসন দেবার ব্যবস্থার কোন সুপারিশ করেন নাই।

[3-30—3-40 p.m.]

এবং সেখানে হয়ত চিফ ইন্সপেক্টর অব স্কুলসকে তাদের ডি পি আইর সঙ্গে এক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চাচ্ছেন—শুধু সেদিক থেকে নয়, আমাদের নৈতিক দিক থেকেও আপত্তি

আছে। এখন চিফ ইন্সপেক্টর অব স্কুলসএর দায়িত্ব কি? তারা প্রতিটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন, করে তার অভিমত বোর্ডের সামনে পেশ করবেন। নিজে তিনি যে অভিমত পেশ করবেন চিফ ইন্সপেক্টর হিসাবে, আবার বোর্ডের মেম্বার হিসাবে নিজেই বিচারক হয়ে আসবেন; যিনি অভিযোগ করবেন তিনিই আবার বিচারকের আসনে বসবেন, এরকম একটা অবস্থা যে কখনও আইনের ভিতর থাকতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারি না। সেদিক দিয়ে আমি দেখছি, এ সমস্ত বিবেচনা করে দে কমিশন, মুদালিয়ার কমিশন চিফ ইন্সপেক্টর অব স্কুলসকে বাদ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হচ্ছে অনেক ডিরেক্টর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডি পি আই তিনি না হয় শিক্ষা-বিভাগের লোক। কিন্তু ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার, ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ, ডিরেক্টর অব হেল্থ সার্ভিসেস, এদের রাখা হয়েছে। এই ডিরেক্টরদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এরা গত পর্ষদেও ছিলেন, যে পর্ষৎ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে তাতে তারা সদস্য ছিলেন। ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজও একজন সদস্য ছিলেন। এবং একথা পরিষ্কার জানি যে, তিনি কখনও কোন সভায় উপস্থিত হ'তেন না বা হ'তে পারেন নি। ভাইস-চ্যান্সেলরও নাকি কোন সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি এটাই যুক্তি হিসাবে অধ্যাপক মহীতোষ বাবু দাঁড় করিয়েছেন। সেজন্য তাঁকে সদস্য হিসাবে নিতে রাজী হন নি—কারণ কোন সভায় তিনি যোগ দেন নি। এবং একথা আমি পরিষ্কার এখানে ঘোষণা করতে চাই যে, তিনি—ডিরেক্টর মশায় গত পর্ষদেও ছিলেন কিন্তু কোন সভায় উপস্থিত হন নি।

Sj. Harendra Nath Mozumder: I have found the Director to attend a meeting of the Board.

Sj. Satya Priya Roy: I have taken it from the Secretary of the Board itself. I have been told by the Secretary himself that the Director of Industries never attended any meeting of the Board of Secondary Education. As for other Directors, I have already placed those figures.

অন্যান্য ডিরেক্টরদের সম্পর্কে বলতে চাই যে শতকরা ৮০টি সভা তারা বাদ দিয়েছেন এবং শতকরা ৮০টি সভায় তারা যোগ দেন নি। এই ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার এবং ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজএর নিজেদের দপ্তরে কি কোন কাজ নাই? তাদের নিজেদের দপ্তরের জন্যই তো তাদের মাইনে দেওয়া হয়। তাই যদি দেওয়া হয় তাহলে বোর্ড থেকে যেসমস্ত কাজকর্মে প্রচুর সময় লাগবে সেই সময় দেবার মত প্রচুর সময় কি তাদের আছে? যদি থাকে তাহলে আমি বলব এতদিন পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না বোর্ডএর সদস্য পদ তাদের দেওয়া হয়েছিল ততক্ষণ তাদের এত উচ্চ বেতন দেওয়া হয়েছিল কেন? বাস্তবিক পক্ষে এদের পক্ষে সম্ভবপর নয় বোর্ডের কাজকর্ম চালান বিশেষ করে নীতিগতভাবে এই সমস্ত ডিরেক্টরদের নেওয়ায় আমার আপত্তি আছে। এ্যাক্ট অব ১৯৪৪এর কথা মন্ত্রীমহাশয় বললেন, তিনি বুঝিয়ে বলতে পারেন নি। তা ছাড়া অন্য কোন আলোচনা এই সম্পর্কে দেখেন নি, দেখলে নিশ্চয়ই চোখে পড়তো। সে অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

A prolonged debate took place in the House of Commons concerning the composition of the Council.

সেখানে কন্সালটেটিভ কাউন্সিলএর কথা উল্লেখ করলে তার বক্তব্য পরিষ্কার হ'ত, এই কন্সালটেটিভ কাউন্সিলএ কাদের সভ্য নিয়ে গঠিত হবে। এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে

various members desired to see direct representation of specific interests, industries, agriculture, technical, education, for example.

Mr. Butler resisted all such proposals saying that he wanted the council to be particularly as representative of the national life as possible. Despite strong pressure he started to replace the vagueness of section 14 and substituted that each Council should include persons with experience of the statutory system of education and persons connected with other educational institutions.

কাজেই যে স্ট্যাটুটরি সিস্টেম অব এডুকেশন আছে তাতে পার্সনস এডুকেশনএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তাদের নিয়ে কন্সালটেটিভ কমিটি হবে কিন্তু ট্রেড এ্যান্ড কমার্স ইত্যাদি জীবনের যে বিভিন্ন বিভাগ আছে সেই বিভাগগুলি থেকে কখনও কাউন্সিলএর সদস্য পদে প্রতিনিধি নিতে তারা রাজী হন নি। এটা পরিষ্কার বলা হয়েছে

It has been very well representative of the national life of England.

তেমনি করে লক্ষ্য করে

broadly representative of the national life of West Bengal.

সেদিকে যদি লক্ষ্য রেখে সদস্যদের নির্বাচন করতেন তাহলে কখনও

Director of Industries, Director of Agriculture, Director of Health Services

এই সমস্ত নাম যোগ দিতেন না। এই নামগুলির মধ্যে বেশির ভাগ নামই মুদালিয়ার কমিশনে নেই।

মুদালিয়ার এবং দে কমিশনের কথা বার বার আমাকে বলতে হচ্ছে এইজন্য যে, মন্ত্রীমহাশয় এখানে অবজেক্টস এ্যান্ড রিজন্সএ সেই দুটো কমিশনের কথা বলেছেন এবং তাঁর বক্তব্যেও ঠিক এই এক কথাই বার বার বলে গেছেন যে, আমি দে কমিশন এবং মুদালিয়ার কমিশনের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী কাজ করেছি। এটা দেখে আমার এক আখ্যানের কথা মনে পড়ছে—পাওনাদারকে ফাঁকি দেবার জন্য এক মক্কেলকে তার উকিল শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, সব সময় বলবে হতেও বা পারে। এবং সেই অনুযায়ী জে যা-কিছু বলে সব সময় বলে হতেও বা পারে। তখন আদালত থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হ'ল এই বলে যে, এর সঙ্গে কারও পাওনা আর কিছু নেই, এ পাগল হয়ে গেছে। এখানেও দেখতে পাচ্ছি মন্ত্রীমহাশয় সেই এক কথাই বলেছেন আমরা যা প্রশ্ন করেছি তা তিনি আমাদের বুঝাবার চেষ্টা করেন নি। যাহোক এখানে শুধু দু'জন ডিরেক্টরের কথা আছে। মুদালিয়ার কমিশন হেল্থ সার্ভিসেস বাদ দিয়েছেন।

Mr. Chairman: Please give your reasons.

Sj. Satya Priya Roy: I have pressed for the deletion of the Director of Health Services. That is not in the Mudaliar Commission neither in the Dey Commission. In this Bill there are other Directors and the Director of Health Services, and so on. It is not mentioned in the Mudaliar Commission.

কাজেই আমরা দেখলাম যে, ১৮ জন হচ্ছেন সরকারী কর্মচারী বা সরকার মনোনীত ব্যক্তি আর ৯ জন হচ্ছেন নির্বাচিত। এখানে এই নির্বাচিতদের সম্পর্কে এবং এই নির্বাচনের কি ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন? দে কমিশন এবং মুদালিয়ার কমিশন থেকে কতটা তাঁরা সরে গেছেন সেটা এখানে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত মুদালিয়ার কমিশন ইউনিভার্সিটির রিপ্রেজেন্টেশন সম্পর্কে পরিষ্কার বলেছেন—

five nominees of the universities of the region of whom two shall be professors dealing with technical education.

এই ফাইভ নমিনিজ। উনি বলেছেন—

three professors nominated by the Syndicate.

প্রথমত আমার কথা হচ্ছে যে, ফাইভ রিপ্রেজেন্টেটিভস আর এখানে বলা হচ্ছে থ্রি প্রফেসর্স—এই প্রফেসর্স শব্দের অর্থ মন্ত্রীমহাশয় বা যিনি এই বিল রচনা করেছেন তিনি বিচার করে দেখেছেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রফেসার একটা টেকনিক্যাল কথা, যদিও সাধারণভাবে যে-কেউ কলেজে পড়ান আমরা তাঁদের বলি প্রফেসার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অর্থ নয় এবং মন্ত্রীমহাশয় যদি এখানে প্রফেসার্স বলতে মনে করে থাকেন সে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন আছেন তাঁরা নমিনেটেড হয়ে এখানে আসবেন তাহলে আমি একথা বলতে পারি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নির্বাচনের পরিধি যার মধ্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করতে পারতেন ৩ জন প্রতিনিধি সেই নির্বাচনের পরিধিকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করে দেওয়া হয়েছে। যে ১০ জন বা ১২ জন প্রফেসার আছেন তার মধ্য থেকে যদি ৩ জনকে নির্বাচিত করতে হয় তাহলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এমন অবস্থা হয়ত দাঁড়িয়ে যাবে যে তার মধ্য থেকে মধ্যশিক্ষা পর্যতে এত সময় দিয়ে

কাজ করবার মত ৩ জন লোককে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে প্রফেসার যাঁরা আছেন তাঁরা নিজেদের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন নিজেদের পড়াশুনা নিয়ে, সমস্ত গবেষণার কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। কাজেই তাঁদের মধ্যে এটাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার অভিপ্রায় যদি মন্ত্রীমহাশয়ের হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব যে এখানে নির্বাচনের পরিধি এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে যে এই পরিধির মধ্য থেকে ৩ জনকে নির্বাচন করা সিন্ডিকেটের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আমার মনে হয় সাধারণত প্রফেসার্স বলতে যা বুঝায় মন্ত্রীমহাশয় প্রফেসার্স বলতে নিশ্চয়ই তাই বুঝেছেন।

[3-40—3-50 p.m.]

গত সেকেন্ডারী এ্যাক্টএ প্রফেসার শব্দের ভুল ব্যবহার ছিল। ১৯৫০ সালের এ্যাক্টএ দেখা যাচ্ছে প্রফেসার্স অব দি ইউনিভার্সিটি লিপিবদ্ধ ছিল, কিন্তু দেখা গেল যারা নির্বাচিত হয়ে এলেন তাঁরা মোটেই প্রফেসার পদবাচ্য নয়, তাঁরা ইউনিভার্সিটি টিচার্স, সেজন্যই এখানে আমার এই ডেফিনাইট এ্যামেন্ডমেন্ট, এখানে টিচার শব্দটা নিতে হবে। মন্ত্রীমহাশয়ের অভিপ্রায় বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ৩ জন প্রফেসার নির্বাচন করবেন এতে নির্বাচনের পরিধি সংকীর্ণ করে ফেলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটএর পক্ষে কাজটা অসম্ভব করে তুলছেন। এখানে আমার কথা হচ্ছে এই যে, আগের আইনে যে ভুল ছিল সেই ভুল যেন না থাকে। তারপর সিন্ডিকেট, ৩ জন প্রফেসার কে নির্বাচন করবে? মন্ত্রীমহাশয়ের বিলে নির্দেশ রয়েছে সিন্ডিকেট করবে। কিন্তু মুদালিয়ার কমিশন—

Mr. Chairman: I request you to avoid repetitions.

Sj. Satya Priya Roy:

কিন্তু মুদালিয়ার কমিশনে ফাইভ নমিনিজ অব দি ইউনিভার্সিটি আছে এবং তার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় যা ঠিক করে দেবেন, যাঁদের প্রতিনিধি করে পাঠাবেন তাই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ও বৃহত্তম সংস্থা সিন্ডিকেট নয়, সেই সংস্থা হচ্ছে সিনেট। সিনেট বৃহত্তর সংস্থা বলে সেখানে বহু মত প্রতিফলিত হওয়ার অবকাশ আছে। এটাকে সংকীর্ণ করবার চেষ্টাই এখানে এর দ্বারা করা হচ্ছে। পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে মুদালিয়ার কমিশন—

Mr. Chairman: For your own sake I would request you once again to avoid repetitions because they are not helping in your arguments. For the fifth or sixth time you have repeated the expression like "Sankirna Paridhi".

Sj. Satya Priya Roy: I am speaking on my amendment.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: He is speaking on one of his amendments.

Mr. Chairman: He may be speaking on the amendments but I am just asking him to avoid these repetitions.

Sj. Satya Priya Roy:

মুদালিয়ার কমিশন, যে কমিশন হচ্ছে ও'দের বাইবেল যদিও ওটা ভূতের মুখে রামনামের মত শোনায়। মন্ত্রীমহাশয় এই দুটো কমিশনের নাম বলেন, এখানে পরিষ্কারভাবে ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে মন্তব্য রয়েছে যে, ইউনিভার্সিটি নাম পাঠাবেন, কিন্তু কিভাবে পাঠাবেন সেটা এখানে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে—এতবড় আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার এখানে স্থান পেয়েছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর এতবড় অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষকে কেন বাদ দেওয়া হয়েছে? মহীতোষ বাবু বলেছেন উপাধ্যক্ষ কখনও যান নি। বর্তমান উপাচার্য বোর্ডের এ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্য এবং এ্যাডভাইসরি কমিটির প্রতি সভায় যোগদান করেছেন এবং প্রতি সভায় মূল্যবান উপদেশ দিয়ে বোর্ডের এ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে সহায়তা করেছেন। এই খবরটা তাঁর জানা উচিত ছিল। কাজেই

কি তিনি শিক্ষকতা করেন? তার জবাব তিনি দেবেন। কবে কোন্ কালে একটা স্কুলের শিক্ষকতা করে অবসর নিয়েছেন! অথচ এখনো কি করে এই প্রধান শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি হয়ে আছেন, তার উত্তর তিনি দেবেন। কাজেই এই প্রধান শিক্ষক সমিতি কিছুতেই শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, কিছুতেই তারা প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না; সে অধিকার তাদের নাই—যে সমিতিতে প্রধান শিক্ষক ছাড়া ও সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট অব স্কুলসকে তাদের মেম্বার করেছেন, শুধু তাই নয়, যাঁদের স্কুলের সংগে কোন যোগ নাই, এমন লোকদেরও সদস্য শ্রেণীভুক্ত করে রাখা হয়েছে, এমন কোন সংস্থার প্রধান শিক্ষকদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলার কোন সদস্য মনোনয়নের কোন অধিকার নাই।

এখন আমার নিজের সমিতির সম্পর্কে বলতে হবে। আমাদের মোট সাবস্ক্রিপশন হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশত ষাষট্টি টাকা চৌদ্দ আনা।

[4—4-10 p.m.]

এখানে পরিস্কার হচ্ছে হাই স্কুল ৩,৫৬৭ টাকা, জুনিয়ার হাই স্কুল ১৫৭ টাকা, এবং এটা যোগ দিলে হচ্ছে ৩,৭০০ টাকার মত। এটাকে চার দিয়ে গুণ করুন, কারণ চার আনা হচ্ছে মেম্বারশিপ ফী তাহলেই ১৫ হাজারে এসে যাচ্ছে এবং এটা হচ্ছে অডিটেড এ্যাকাউন্ট। এবং শুধু তাই নয় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যে এক হাজার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আছেন —প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষিকা- কাজেই এই যে এ্যাসোসিয়েশন ওয়াইজ যে সিট এ্যালটমেন্ট করেছেন এই রকম সিট এ্যালটমেন্ট কখনই সমিতিগতভাবে করা চলে না। অবশ্য মুদালিয়ার কমিশন সমিতিগতভাবে কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেখানে হেডমাস্টারদের সম্পর্কে মুদালিয়ার কমিশনএ যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম হচ্ছে—

four Headmasters of high schools including Multipurpose schools nominated হয়ে যাবে কিন্তু কোথাও, ঐ যে একটা ভূয়া প্রতিষ্ঠান যা সরকারের অনুগ্রহে পুষ্ট হবার আকাঙ্ক্ষা রাখে এবং সরকারের মুখপত্র হিসাবে কথা বলে সেরকম কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলছি না কিন্তু তার পরে যে টিচারস রিপ্রেজেন্টেশনএর কথা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে—

two representatives of Provincial Secondary Teachers' Association elected by the executive of the Association—

এখানে পরিষ্কার মুদালিয়ার কমিশনএর এই অভিমত যে সমস্ত প্রদেশ জুড়ে একটা স্টেট টিচারস অরগেনাইজেশন আছে এবং সেই স্টেট টিচারস অরগেনিজেশন সেখানে সমস্ত শিক্ষকরা তার প্রতিনিধি থাকবেন এবং সেই শিক্ষক সমিতির যে সদস্য থাকবেন কিন্তু তার দুইজনকে সরকার নির্বাচন করবেন কিন্তু আমাদের সেই সমিতি সরকারের অনুগ্রহে নেই, পশ্চিমবঙ্গে যখন বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠান আছে তখন কিছুতেই মুদালিয়ার কমিশনএর যে ইচ্ছা বা অভিপ্রায় সেটাকে কার্যকরী করা চলতে পারে না। বিশেষ করে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই কথা বলি যে আইনের মাধ্যমে তিনি ঘোষণা করে দিন যে সমস্ত পশ্চিম বাংলায় মাত্র একটি শিক্ষক প্রতিষ্ঠান থাকবে, একটা মাত্র শিক্ষক সমিতি থাকবে, অল বেংগল টিচারস এ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেংগল টিচারস এ্যাসোসিয়েশনএর মধ্যে ঝগড়া করবার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, সমস্ত শিক্ষকদের একটা সমিতি হবে এবং সেই সমিতিতে আমি এই প্রতিনিধিত্ব দেব এই কথা যদি তিনি ঘোষণা করতে পারেন তাহলে আমি অন্ততঃ বুঝতে পারবো যে তার একটা সৎ অভিপ্রায় আছে। আমরাও চাই যে সমস্ত শিক্ষকদের সম্পর্কে একটা প্রতিনিধিত্ব হোক কিন্তু স্যার, এটা সম্পর্কে আমরা গোপন করি না যে সরকারী অভিসন্ধির দ্বারা ঐ শিক্ষা সমিতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে এ সম্পর্কে যত বড় আপত্তি আসুক না কেন এই কথা আমি স্পষ্ট করে, তারস্বরে ঘোষণা করে যাবো যে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেখানে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ১৫ হাজার শিক্ষক সভ্য থাকা সত্ত্বেও সেখানে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির একটিও সভ্য আছে কিনা সন্দেহ, যদি থাকে, তাহলে দুই হাজারের বেশী কিছুতেই থাকতে পারে না সেখানে তিনি একই ব্যবস্থা করেছেন। এখানে মুদালিয়ারএর ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি যদি ব্যবস্থা করতে চান তাহলে আমি তাঁকে আহ্বান জানাবো যে তিনি ঘোষণা করে দিন যে

সারা পশ্চিমবাংলায় একটি মাত্র শিক্ষক সমিতি থাকবে এবং সেই শিক্ষক সমিতি পক্ষ থেকে এই যে এক্জিকিউটিভ কাউন্সিল যা গঠিত হবে সেই এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলএ টিচারস রিপ্রেজেন্টেশন পাঠাবে অন দি বোর্ড এবং এটা যদি না করতে পারেন তাহলে দে কমিশন যা রিকমেন্ড করেছেন সেটা মন্ত্রী মহাশয়কে গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য মুদালিয়ার কমিশনএর যিনি সম্পাদক ছিলেন অনাথনাথ বসু মহাশয় তিনি আবার এই দে কমিশনএর একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং তিনি মুদালিয়ার কমিশনএর সুপারিশগুলিকে সামনে রেখে সেখানে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন দরকার সেখানে তিনি নিশ্চয়ই পরিবর্তনের সুপারিশ করেছেন। সেদিক থেকে দে কমিশন যে সমস্ত সুপারিশ করেছেন মুদালিয়ার কমিশনএর সেই সমস্ত পরিবর্তনের বিশেষ একটা প্রয়োজন আছে বলে মুদালিয়ার কমিশনএর যিনি সেক্রেটারী, অনাথনাথ বসু মহাশয়, তিনিও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন এবং যেসমস্ত সুপারিশ করা আছে দে কমিশনএ তার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে এবং তা যেন মন্ত্রী মহাশয় ভাল করে অনুধাবন করে দেখেন। এখানে নির্বাচন সম্পর্কে শিক্ষকদের পরিষ্কার বলা হয়েছে—

Three Headmasters of whom one should be a Headmistress all preferably from non-Government institutions—elected in the manner described in the footnote and two teachers of High or Higher Secondary Schools of whom one should be a woman—elected as above described in the footnote .

এই ফুটনোটে কি আছে সেটা আমি পড়ে শুনাচ্ছি

Footnote.—For the election of the Headmasters, Headmistresses and Assistant Masters and the Principal of the multi-purpose Higher Secondary Schools when the system is fully established the following procedure is suggested: The entire State will be divided into a number of regional units consisting of approximately equal numbers of Secondary Schools. (For this purpose two or more districts may have to be grouped together.) Each region will elect all the five representatives three Headmasters and two teachers. These representatives of regional units will form the electoral college which will finally elect the five representatives on the Board......

কাজেই একটা পরোক্ষ নির্বাচন যদিও বলেছেন, কিন্তু সমস্ত শিক্ষক সমাজ যাতে ভোট দিতে পারে সেই জন্যে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে তৈরী হবে ইলেকটোরাল কলেজ এবং সেই ইলেকটোরাল কলেজ পরে নির্বাচন করবেন এই পাঁচ জন থ্রি হেডমাস্টারস এ্যান্ড টু টিচারস। কাজেই এইরকম একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা যেখানে দে কমিশন দিয়েছেন সেখানে কোন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে অল বেঙ্গল টিচারস এ্যাসোসিয়েশনকে একটা, ওয়েস্ট বেঙ্গল টিচারস এ্যাসোসিয়েশনকে একটা, দুইটি হেডমাস্টারস এ্যাসোসিয়েশনকে, এর যুক্তি কি আশা করি তিনি সেটা বলবেন। এখানে আমাদের শিক্ষকদের সম্পর্কে পরিষ্কার কথা হচ্ছে যে এখানে যে এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলকে ইলেকশন করবার কথা বলা হয়েছে, বাস্তবিক কোন কনস্টিটিউশনএ যা নেই যার প্রতিষ্ঠান সেই ওয়েস্ট বেঙ্গল টিচারস এ্যাসোসিয়েশনএরও এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলএ কনস্টিটিউশনএ সে পাওয়ার দেওয়া হয় নি এবং কনস্টিটিউশন তাঁরা ইচ্ছামত এখনই পরিবর্তন করতে পারবেন না। সে সমস্ত খোঁজ খবর না করে একটা চ্যারিটেবল সোসাইটি থেকে হঠাৎ একটা ইনকরপোরেট বডির মত রিকগনিশন দেবার পিছনে কি অভিপ্রায়, সেটা আমি আপনার অবগতির জন্য বলতে চাই, সে অভিপ্রায় হচ্ছে শিক্ষকদের মধ্যে যাতে বিভেদ চিরন্তন হয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেই ইচ্ছা যদি তিনি কামনা করেন তাহলে বলবো যে তিনি জাতির কল্যাণ কামনা করেন না, তিনি শিক্ষার কল্যাণ কামনা করেন না, তাহলে বাস্তবিক এই কথা বলতে আমি বাধ্য হবো যে শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলে শিক্ষার কল্যাণ হবে না......

Mr. Chairman: I think you are not justified in imputing motives.

Sj. Satya Priya Roy: I am not saying it straight.

আমি শুধু বলছি এ যদি করে থাকেন, তাহলে শিক্ষার কল্যাণ হবে না। এতে ওর গদীতে বসবার হয়তঃ সুবিধা হতে পারে। এসব বৈদেশিক সরকারের কাছে আমরা আশা করেছিলাম কিন্তু জাতীয় সরকার বলে যারা দাবী করে, সেই জাতীয় সরকারের কাছে ঐ রকম বিভেদমূলক নীতি, মানুষে মানুষে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবার নীতি, সেই নীতিকে আমরা কখনও স্বীকার করে

নিতে পারি না। এখানে আমার এই শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন সম্বন্ধে যে এ্যামেন্ডমেন্ট আছে--সেটাকে আরও সহজভাবে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করে নিতে পারেন। তা না হলে তারা দে কমিশন নেবেন স্বীকার করবেন, তাহলে আমি আমার এ্যামেন্ডমেন্ট প্রত্যাহার করে নিতে রাজী আছি। যে কয়জন হেডমাস্টার নির্বাচিত হবে তারা প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত হেডমাস্টার এ্যান্ড হেডমিস্ট্রেস দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং যারা টিচারস আদার দেন হেড অফ দি ইনস্টিটিউশন তাদের যে কয়জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন সেই কজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন জোনাল বেসিসএ। আমাদের যে পাঁচজন প্রতিনিধির দাবী আছে, তার জন্য পশ্চিমবাংলাকে পাঁচটা অঞ্চলে ভাগ করা হবে এবং প্রতি অঞ্চলের শিক্ষকরা একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাবেন। এটা সহজ হবে। এর মধ্যে সিন্ডিকেট যে মন্তব্য সেটা দেওয়া হয়েছে—সিন্ডিকেট মন্তব্য অনুযায়ী পরিষ্কার বলা হয়েছে যে সেকেন্ডারী স্কুল টিচারস রিপ্রেজেন্টেশন এ বিলে অত্যন্ত কম হয়েছে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলএ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা বাস্তবিক বিজ্ঞানসম্মত যে অন্ততঃ one-third of the total members of the Board should be the Secondary School teachers. সেইজন্য আমার সংশোধনী হচ্ছে--যে পাঁচজন প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হবেন প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের দ্বারা--ইতিমধ্যে সিন্ডিকেটের মন্তব্য দেওয়া হয়েছে। সিন্ডিকেটের মন্তব্য অনুযায়ী বলা হয়েছে।

[4-10—4-20 p.m.]

সেকেন্ডারি স্কুল টিচারস রিপ্রেজেন্টেশন অত্যন্ত কম। আমাদের নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যে ব্যবস্থা শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত, সেটা হল এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলে অন্ততঃপক্ষে one-third of the total members of the Board should be secondary school teachers.

সেইজন্য আমার সংশোধন হচ্ছে যে চারজন প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা নির্বাচিত হবেন।

Mr. Chairman: You have spoken for an hour.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I have 13 amendments and it you allot five minutes to each I require more than an hour.

হেডমাস্টার এ্যাসোসিয়েশন থেকে ফোর হেডস হবেন, আর পাঁচজন যাঁরা ঐসব বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক নন অর্থাৎ ঐ জুনিয়ার হাই স্কুলস এ্যান্ড হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলস--তাঁরাও সেকেন্ডারী শিক্ষক। অথচ প্রধান শিক্ষকের বেলা বলা হচ্ছে ফোর হেডস অফ হাই স্কুলস অর মালটিপারপাস স্কুলস- তা হলে তা হয় হাই স্কুল হবে, নয় মালটিপারপাস স্কুল হবে, অথচ হাই স্কুলও মালটিপারপাস স্কুল ছাড়া আরও দুই রকমের সেকেন্ডারী স্কুল--জুনিয়র হাই স্কুল, এবং হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল আছে। কাজেই আমার এ্যামেন্ডমেন্ট ফোর হেডস অফ হায়ার স্কুলস এবং যেসব মালটিপারপাস স্কুলস—তার সঙ্গে যোগ করতে বলেছি—জুনিয়ার হাই স্কুল, আর হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল—অর্থাৎ—

four Heads of Junior High Schools, High Schools, Higher Secondary Schools Multipurpose schools, one of whom must be a Headmistress of a recognised Girls' Secondary School in the State of West Bengal, to be elected on the manner prescribed by rules, by the heads of such schools. That is my amendment regarding the election of Headmasters on the Board. As for teachers, five representatives of all teachers of Secondary Schools excepting the Heads of such schools, to be elected from among them by such teachers one from each of the Zones into which the entire State of West Bengal is to be divided for the purpose, by rules under this Act by such teachers serving in such schools within the Zone.

বিলের ১৮ ধারায় যেটা আছে—

"three persons interested in education to be nominated by the State Government"

সেখানে আমার ৬৪নং এ্যামেন্ডমেন্টে দিয়েছি—

"to be elected by all other members of the Board in the manner prescribed by rules".

মোটামুটি এই সম্পর্কে শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে বলতে চাই যে এই রকম আমাদের মত না নিয়ে সরকার আমলাতান্ত্রিক পর্ষৎ গঠন করছেন, তাতে দেশের কোন উপকার হবে না, এবং এই পর্ষৎকে বজায় রাখার জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবে সেটা সম্পূর্ণ অপচয় হবে এবং যে এডুকেশনাল এক্সপার্টসএর কথা মুদালিয়ার কমিশন এবং দে কমিশন সুপারিশ করেছেন সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হবে।

কাজেই আমার যে কয়টা এ্যামেন্ডমেন্ট আছে সেগুলি মন্ত্রী মহাশয়ের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করলাম, এবং শিক্ষার কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে নিরপেক্ষভাবে বিচার কোরে আমার এ্যামেন্ডমেন্টগুলি গ্রহণ করবেন—এই আশা করছি।

Sj. Monoranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that in clause 4(8), for the words "Chief Inspector, Women's Education" the words "Principal, Government Girls' Training College at Hastings House or the Principal, Bethune College, Calcutta" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 4(9), for the words "Chief Inspector of Secondary Education" the words, "Principal, David Hare Training College, Calcutta" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 4(10), for the word "two" the word "one" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 4(18), line 1, for the word "three" the word "two" be substituted.

Mr. Chairman: Your amendments are in common with other members' amendments. They have already spoken. You put your own arguments; do not repeat the old arguments, please.

Sj. Monoranjan Sen Gupta: No, sir, I shall try to be as brief as possible.

প্রথমে আমি ৪নং ক্লজের উপর মোটামুটি বলতে চাই যে পূর্ববর্তী বক্তারা যা বলেছেন এবং সংবাদপত্রেও যা বলা হচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে এই বোর্ড যে অফিসিয়েলাইজড হবে সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না—যারা এই প্রভিশনগুলো পড়েছেন তাঁদের কাছে।

প্রথমে বোর্ড যে অফিসিয়েলাইজড হবে তার প্রমাণ দুজন অতিরিক্ত সরকারী সভ্য দেওয়া হয়েছে ২৫ জনের উপরে। সেই দুজনের একজন চীফ ইন্সপেক্টর অব মেনস এডুকেশন আর একজন চীফ ইন্সপেক্টর অব উইমেনস এডুকেশন 'চীফ ইন্সপেক্ট্রেস' বললেই ভাল হবে। এই দুইজন নেওয়ার আবশ্যকতা কোন রকম উপলব্ধি করতে পারছি না। এই দুজন সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশন বা দে কমিশন কোন কথা উল্লেখ করেন নি। আর মন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন তার স্টেটমেন্ট অব অবজেক্ট এ্যান্ড রিজনসএ পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে—

"In pursuance of their recommendation, Mudalaria Commission.............. Dey Commission...... ....a new Board of Secondary Education for West Bengal is proposed to be constituted with powers and functions as provided in this Bill."

তাহলে কি করে মন্ত্রী মহাশয় সে দায়িত্ব লঙ্ঘন করে নতুন ব্যবস্থা করতে পারেন, সেই কথা জিজ্ঞাসা করছি। আমরা যখন বিলটা সার্কুলেশনএর জন্য প্রস্তাব করেছিলাম তখন তিনি

বলেছিলেন এ বিলটা সার্কুলেশনে দেবার আবশ্যকতা নাই, কেন না মুদালিয়ার কমিশন ও দে কমিশনের রিপোর্ট জনসাধারণের সামনে দু-তিন বৎসর ধরে রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে যখন নতুন ব্যবস্থা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন সে কথা মোটেই খাটতে পারে না। সুতরাং এই যে দুজন দেওয়া হয়েছে—চীফ ইন্সপেক্টর এবং চীফ ইন্সপেকট্রেস সেজন্য তিনি যে কথা বলেছেন—"In pursuance of the Mudaliar and Dey Commissions' Reports"—সেই অনুযায়ী হয় নি, এবং সেজন্য তাঁর ঐ কথা বলার কোন 'মরাল রাইট' নাই।

তারপরে আমরা দেখেছি যে মুদালিয়ার কমিশন ইন্সপেক্টরদের বাদ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে ডেপুটি ডিরেক্টর হবেন সেক্রেটারী, মেম্বার, আর দে কমিশনও বলেছেন বোর্ডের সেক্রেটারী হবেন একজন ডেপুটি ডিরেক্টর, আর একজন চার্জে থাকবেন 'ডেপুটি ডিরেক্টর অব একজামিনেশনস' দেখা যাবে এঁরা ইন্সপেক্টরদের একেবারে বাদ দিয়ে গেছেন। আর ডি. পি. আই যখন বোর্ডের সভ্য থাকবেন তখন ইন্সপেক্টর দুজন আমদানী করবার কি যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে তা বুঝতে পারি না। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এক্সপার্ট নলেজ দরকার, সেইজন্য তাঁদের বোর্ডে আনা হচ্ছে। আমার মনে হয় ডি. পি. আই এবং দুই-তিনজন ডেপুটি ডিরেক্টর থাকবেন, তাঁদের এক্সপার্ট নলেজ কি কম? বরং যাঁরা আসবেন—ইন্সপেক্টর বা ইন্সপেকট্রেস—তাঁরা কি একটা সেটেল্ড মনোভাব নিয়ে আসবেন? তাদের প্রধান কাজ স্কুল ইন্সপেকশন করা এবং স্কুলকে, রেকগনিশন দেওয়া না দেওয়ার ব্যবস্থা করা। বোর্ডের প্রধান কাজ রেকগনিশনএর উপর একজামিনেশন। সুতরাং যাঁদের কাজটা বোর্ড বিচার করবেন তাঁদের সেখানে রাখবার কি প্রয়োজন আছে? এ কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় তিনি যখন বলেছেন—

In pursuance of Mudaliar Commission Report

এবং তার দোহাই যখন দিয়েছেন তখন ইন্সপেক্টর দুজনকে বাদ দেওয়া উচিত।

[4-20—4-30 p.m.]

তা ছাড়া গার্লস স্কুলের সংখ্যা বাংলাদেশের যে রিপোর্ট পেয়েছি দে কমিশনের সময় তাতে ১৯৫৩-৫৪ সালে মাত্র ২৩৯টি ছিল। বর্তমানে কিছু সংখ্যা বাড়তে পারে। হয়ত ৩৫০টি হতে পারে, ৩৫০টি স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য চীফ ইন্সপেক্টর অফ উইমেনস এডুকেশন এটা দেবার কি সার্থকতা আছে, মন্ত্রী মহাশয় আমাদের বুঝিয়ে বল্লে ভাল হয়। এখন যে বোর্ড আছে আমরা দেখতে পাই ইন্সপেক্টর যা বলে দিয়ে থাকেন সেটাই বোর্ড কেবল ডিটো দিয়ে থাকে তার আর অন্য কোন কাজ নাই। এখন যেভাবে ইন্সপেক্টর ক্ষমতা অপব্যবহার করে থাকে তার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাচ্ছি। ইন্সপেক্টর থাকলে কি কুফল হবে দেখুন। আমরা জানি কোন গার্লস হাই স্কুলএর রিকগনিশন চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু চীফ ইন্সপেক্টর অফ উইমেনস এডুকেশন, ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টএর রেকমেন্ডেশন সত্ত্বেও তিন-চার বছর ধরে ঘুরাচ্ছেন, যদিও সমস্ত কন্ডিশন যেমন এক হাজার টাকা জমা দেওয়া হয়েছে, পাঁচজন গ্রেজুয়েট আছে, দুজন থাকলেই যথেষ্ট হয়। ছাত্রীসংখ্যাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাকে রিকগনিশন না দিয়ে নানা রকম অজুহাতে ঝুলিয়ে রাখলেন। অথচ ডি. পি. আই. সেটা অনুমোদন করেছেন। এবং এই সম্বন্ধে প্রশ্ন দিয়েছি গার্লস জুনিয়র হাই স্কুল রিকগনিশন দেবার কর্তা কে? প্রশ্ন দিয়েছি চার মাস হয়ে গেল কিন্তু এখন পর্যন্ত উত্তর পাওয়া যায় নি। এখানে বাস্তবিক এনোমেলাজ পজিসন। এখন এই জুনিয়ার হাই স্কুলএর রিকগনিশন দেবার ভার কার উপর রয়েছে, সে সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি। কেননা চীফ ইন্সপেক্টর অফ উইমেনস এডুকেশন আমাদের ঘুড়াচ্ছেন এভাবে চার বছর ধরে।

আর একটা জুনিয়র স্কুলের কথা জানি সেখানে দুজন গ্রেজুয়েট টিচার আছেন, ৮০০ টাকা জমা দেওয়া হয়েছে, তার সম্প্রতি রিকগনিশন দেওয়া হয়েছে, এই যে অবিচার, এই অবিচারের বিচার কে করবে? ইন্সপেক্টর উপস্থিত যদি থাকে ডি. পি. আই, তাদের মতামতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য—রিকগনিশন কমিটি যা গঠন করছেন তার প্রেসিডেন্ট হবে ডি. পি. আই, অথচ মন্ত্রী মহাশয় নিজেই বলেছেন যে এই বোর্ড

autonomous Board within certain limits.

যদি তার কথা ঠিক রাখতে চান তাহলে পর রিকগনিশন কমিটিতে কেন ডি, পি, আই,কে প্রেসিডেন্ট করেছেন? দুজন ইন্সপেক্টরকে কেন ঢুকিয়েছেন, সে কথা যদি আমাদের খুলে বলেন তাহলে আমরা খুব বাধিত হব। ইন্সপেক্টর সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় অবশ্য বলেছেন এটা আমাদের নেশন্যাল গভর্নমেন্ট—সমস্ত ক্ষমতা গভর্নমেন্টএর করায়ত্ত হবে। কিন্তু আমি বলতে চাই নেশন্যাল গভর্নমেন্ট সত্য কথা, আনন্দের কথা, সেই সংগে নেশন্যাল গভর্নমেন্টএর যারা কর্মচারী আছে, সেই যে পারসোনেল তাদের যদি চরিত্র ভাল হয় তারা যদি দেশের সেবা করবো এই মনোবৃত্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করেন, দেশকে গড়ে তুলবো এই মনোভাব নিয়ে যদি কাজ করেন তাহলে বলবার আমাদের বিশেষ কিছু থাকে না। চিরকালই আমরা রাম রাজত্বের আদর্শে থাকতে অভ্যস্ত।

Mr. Chairman: You can avoid these principles. Please confine yourself to the amendments.

Sj. Monoranjan Sen Gupta:

ইন্সপেক্টর সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে দেখা যাচ্ছে তাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে রিকগনিশন দেবার এবং গ্রেন্ট দেবার। গ্রেন্ট দেবার ক্ষমতা থেকে বোর্ডকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সুতরাং যাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে তারাই হবে সর্বেসর্বা অল ইন অল ইন এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সেখানে রিকগনিশন নিতে গেলে হেডমাস্টার শিক্ষক এবং স্কুলএর যারা ম্যানেজমেন্ট করে থাকেন তাদের ইন্সপেক্টরকে তোয়াজ করে চলতে হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে বলতে পারি যেসব ইন্সপেক্টর আছেন তাদের অনেকের খুব সুনাম নেই। কোন স্কুলএর রিকগনিশন নিতে গেলে কোন কোন ইন্সপেক্টারকে মিষ্টি না দিলে, খাসি পাঠা না দিলে রিকগনিশন পাওয়া যায় না। একথা আমাদের জানা আছে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, that is a charge levelled against a person who is not present here and has not got a right of reply.

Mr. Chairman: Mr Sengupta, that is improper Please avoid things to which objection may be taken.

Sj. Monoranjan Sen Gupta:

এসব অনেকের জানা আছে।

Sj. Kamini Kumar Ghosh:

আপনি কি সেগুলি নিতেন?

Sj. Monoranjan Sen Gupta:

কি বলছেন?

Sj. Harendra Nath Mozumdar:

উনি বলছেন আপনি ত রিকগনিশন কমিটির মেম্বার ছিলেন, আপনি কি ঐগুলি রিসিভ করতেন?

Sj. Monoranjan Sen Gupta:

আমি কেন করতে যাব?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya

ইন্সপেক্টরদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

Sj. Monoranjan Sen Gupta:

এইরকমভাবে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট কোরাপশন প্রিভেল করছে। তাঁরাই অল ইন অল ইন এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। আপনারা জাতীয় গভর্নমেন্টের কথা বলেন—আজ সত্যই যদি দেশের

সেবা করতে হয়, শিক্ষার উন্নতিসাধন করতে হয় তাহলে এমন সমস্ত সরকারী কর্মচারী রাখতে হবে যাঁরা এ্যাবাভ অল কোয়াপসন থাকবেন। ইন্সপেক্টরদের উপর অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, রিকগনিশনের ও গ্রান্টের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে তার ফলে আমাদের আশঙ্কা হয় যে ইন্সপেক্টরদের মধ্যে কোরাপসন প্রিভেল করবে। যেখানে শুধু একটা খাসী বা পাঁঠা দিলেই হতো হয়ত পরে হাজার টাকা না দিলে রিকগনিশন হবে না। এই আশঙ্কা করছি বলে সতর্কবাণী বা ওয়ার্নিং উচ্চারণ করে যাচ্ছি। তারপর দে কমিশন বলে গেছেন যে বোর্ড যেটা হবে তার কাজ হবে টু চেক অল দি অফিসিয়ালস মানে হচ্ছে, চীফ ইন্সপেক্টর অফ উইমেনস এডুকেশন। ইন্সপেক্টরস প্রভৃতি তাঁদের কাজ চেক করবে কে? চীফ ইন্সপেক্টররা যদি নিজেই বিচারক হয়ে বসেন তাহলে তাঁদের কাজ বোর্ড চেক করতে পারবেন না, বরং ডি, পি, আই, প্রভৃতি অন্যান্য মেম্বাররা তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন বলে আমাদের আশঙ্কা হয়। তা ছাড়া আমার জানা আছে বোর্ডের সদস্যরূপে—একথা আমি পূর্বে বলেছি যে, বোর্ড যে বাতিল হয়ে গেছে তার মস্ত বড় একটা কারণ হচ্ছে ইন্সপেক্টর, চীফ ইন্সপেক্টর অফ উইমেনস এডুকেশনএর কার্যকলাপ। আবার যদি তাঁদের এখানে আনা যায় তাহলে আমার আশঙ্কা হয় যে এই বোর্ডকে হয়ত আবার বাতিল করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য শিক্ষাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করা কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় যেভাবে অগ্রসর হতে যাচ্ছেন তার ফলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটা সরকারের কুক্ষিগত হয়ে যাবে এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি এই বোর্ডের কম্পোজিশন দেখে। আমার নেকস্ট পয়েন্ট হচ্ছে শিক্ষকদের নির্বাচন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা বাস্তবিকই অত্যন্ত আপত্তিজনক। আমার মনে হয় যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা প্রধান শিক্ষক সমিতির যে ব্যবস্থা সে বিষয়ে যথাযথভাবে অবগত নন। সেজন্য আমি বলবো তিনি যা ব্যবস্থা করেছেন তাতে সমগ্র শিক্ষক সমাজের প্রতি অবিচার করা হবে। দে কমিশন রিকমেন্ডেশন করে গেছে রিজিয়ানওয়াইজ, রিজিয়ানাল বেসিসে নির্বাচন আমার মনে হয় নৈতিকভাবে মন্ত্রী মহাশয় এই নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য। তিনি বলছেন মুদালিয়ার কমিশন এবং দে কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এই বোর্ড গঠন করছেন, তা যদি হয় তাহলে এটা নিতে উনি বাধ্য। সুতরাং শিক্ষকদের মধ্যে বাস্তবিক যাতে কোন অভিযোগ না থাকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় সমিতিগুলির দিকে নিরপেক্ষভাবে দেখছেন না এইভাবে যদি শিক্ষকদের মনে আসে তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে। তিনি সমস্ত পার্টির উপর থাকবেন এ বিশ্বাস আমাদের চিরদিন ছিল এবং এখনও আছে। তারপরে নেকস্ট পয়েন্ট, ম্যানেজিং কমিটির মেম্বারদের সম্বন্ধে বলেছেন, আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এ সম্বন্ধে ভাল করে বলে গেছেন।

[4-30—4-40 p.m.]

অবশ্য যদি মন্ত্রী মহাশয় মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্ট বা দে কমিশনের রিপোর্টে আবদ্ধ থাকতে চান তাহলে আমার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু যদি মুদালিয়ার কমিশনএর রিপোর্ট বা দে কমিশনের রিপোর্ট সম্পূর্ণভাবে না মেনে নিজের মত চালাতে চান তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই দুইজন সভাকে নেওয়া দরকার। তা না হলে বাংলাদেশে যাঁরা বিদ্যালয় গঠন করেছেন, বাংলাদেশে যারা শিক্ষাকে এই অবস্থায় উন্নত করেছেন তাদের উপরে ঘোরতর অবিচার করা হবে। এবং তার ফলে নতুন নতুন বিদ্যালয় হবে তারও সুযোগ বা সুবিধা হবে না। আমি সেইজন্য বলেছি ইন্সপেক্টরএর জায়গায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজএর প্রিন্সিপালকে নেওয়া হউক। দে কমিশনও এই কথা বলেছেন। অথচ মন্ত্রী মহাশয় তা গ্রহণ করেন নি। সুতরাং তিনি যে বলে যাচ্ছেন দে কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বোর্ড গঠন করছি এ কথা একেবারে খাটে না। তারপরে আমার আরেকটা বক্তব্য রয়েছে সেটা বোধ হয় রিডান্ডেন্ট হয়ে আছে। আমি চেয়েছিলাম নং ৬৭ এবং ৬৯। এখানে এই দুটি একইভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমি সেটাই গ্রহণ করতে চাই। আমি এখানে ৬৯ মুভ করছি।

"Two representatives of the Managing Committees of High Schools or Multipurpose schools co-opted by other members of the Board or elected by a representative body of members of the Managing Committees of the said schools recognised by the State Government."

তারপরে যে সমস্ত এক্স-অফিসিও মেম্বার নেওয়া হচ্ছে, তাদের এ্যাটেন্ডেন্স সম্বন্ধে কথা উঠেছে। যে সময় আমি বোর্ডের সভ্য ছিলাম বাতিল বোর্ডে। তাতে আমি জানি Director of Health Services, Principal of Bengal Engineering College খুব কমসংখ্যক বোর্ডএর মিটিংএ উপস্থিত থাকতেন। এ কথা আমি জোর কোরে বলতে পারি। সুতরাং আজ যদি ২৭ জন নিয়ে বোর্ড গঠিত হয় তাহলে বার-তেরজনের বেশী সভ্য উপস্থিত হবে না এবং এর মধ্যে বেশী থাকবে সরকারী এবং সরকারী মনোনীত যারা। সুতরাং যে কয়জন বেসরকারী সভ্য উপস্থিত থাকবেন তাদের কোন প্রভাবই থাকবে না। সুতরাং আমি বলতে পারি বোর্ড একেবারে সরকারী কুক্ষিগত হয়ে থাকবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস আমি সেদিন বলেছি আজও আবার বলতে চাই মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে......

Mr. Chairman: Mr. Sen Gupta, your amendment Nos. 67 and 69 are out of order, because you have suggested in the same amendment—one co-opted or elected and the other nominated or elected. You cannot have these two in the same amendment. These two amendments are out of order technically. Mention of either nomination or election in the same amendment is contradictory. You can, however, speak on it.

Sj. Monoranjan Sen Gupta:

আমার ৬৭ এবং ৬৯ দুটোই আউট অফ অর্ডার: আচ্ছা আমি আমার যা বক্তব্য তা বলেছি। ম্যানেজিং কমিটি সম্বন্ধে আরও আমার এ্যামেন্ডমেন্ট আছে সেগুলি বলেছি। আর বিশেষ কিছু বলবার নাই। কেবল একটা কথা বলছি এই বোর্ড কতখানি কার্যকরী হবে সে বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়কে চিন্তা করতে অনুরোধ করছি—কেননা শিক্ষা বিভাগে তিনি পাঁচ বছর অনুপস্থিত ছিলেন, সুতরাং এখনকার অভিজ্ঞতা কিছু সঞ্চয় করার প্রয়োজন তাঁর আছে। পুরাণো বোর্ড কিভাবে কাজ করে এবং নতুন বোর্ড কিভাবে কাজ করতে পারবে এবং এর ফল কিরকম দাঁড়াবে এই সমস্ত বিবেচনা করে এখনও সময় আছে যাতে তিনি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। যাতে বোর্ড স্বার্থক হতে পারে, শিক্ষা দেশের কল্যাণ করতে পারে, দেশে যাতে সুনাগরিক গঠন হতে পারে, এবং শিক্ষকরা যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন, সেসব বিষয় মনে রেখে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি—যদিও আমি জানি তিনি দেশের প্রকৃত কল্যাণ চান, এটা ঠিক কিন্তু আমার মনে হয় তিনি অফিসিয়াল ক্লিকএর মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। তিনি তার হাত থেকে মুক্ত হয়ে, স্বাধীনভাবে এই বোর্ড যাতে পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থা করুন যেন তাঁর নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়।

Janab Abdul Halim: Sir, I beg to move that after clause 4(18), the following be added, namely:—

> (19) two representatives of the Managing Committees of Secondary Schools to be elected by the members of such Committees in accordance with rules in this behalf."

Mr. Chairman: Some of your amendments have been moved and discussed.* I would request you only to refer to new points briefly.

Janab Abdul Halim: I am always brief.

মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আমাদের সামনে এখন সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডএর ৪র্থ ধারা আলোচনা হচ্ছে। এই ধারা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা এবং এর উপর নির্ভর করবে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা কিভাবে পরিচালিত হবে এবং যারা এই বোর্ডএ যাবেন তারা কিভাবে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবেন। যখন আমরা প্রথম আলোচনার সময় বলেছিলাম এই বোর্ড

গভর্নমেন্টের সদস্যসংখ্যা হবে নয়জন, সিন্ডিকেট থেকে তিনজন নির্বাচিত করবেন, বিশ্বভারতী থেকে একজন, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে একজন আর নমিনেটেড সাতজন আর ছয়জন বাকী আছে তার মধ্যে থেকে চারজন প্রকৃতপক্ষে সরকারের লোক আসবেন। কাজেই যেভাবে এই বোর্ড গঠন করা হচ্ছে তাতে সরকার যদি এই বোর্ড গঠন না কোরে শিক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে নিতেন তাহলে আমরা আপত্তি করতাম না। আমি জিজ্ঞাসা করি কেন এই বোর্ড?—কি প্রয়োজন এই বোর্ডের?—

Government can take complete control of education in their own hands. They are practically making it an officially controlled body.

কিন্তু তারা তা করবেন না। তারা একটা ব্যুরোক্রাটিক মেসিনারী গঠন করতে চাচ্ছেন, তারা এটা অফিসিয়েল কন্ট্রোল বডি করতে যাচ্ছেন। যার মাধ্যমে তারা যা খুসী তাই করতে পারবেন। যাতে তাদের অন্যের কাছে কোন কৈফিয়ত দেবার থাকবে না। তারা ২৭ জন মেম্বারএর একটা লিস্ট দিয়ে এখানে মেজরিটির জোরে তাহা এখানে পাশ করিয়ে নিতে চাচ্ছেন। এটা কি গণতান্ত্রিকতা। তারা নমিনেশন দিয়ে যাকে খুসী তারা বোর্ডে নিতে পারবেন। এই বোর্ডের দ্বারা শিক্ষা সম্পর্কে যে আমাদের সন্দেহ রয়েছে তা প্রকট হয়ে উঠছে। মুদালিয়র কমিশনের, সে কমিশনের রেফারেন্স তারাই বারে বারে দিয়েছেন, আমরা দিই নাই। তারা বলেন তাদের রিকমেন্ডেশন তারা মানেন অথচ সুবিধা অনুযায়ী বাদ দিয়ে দেন। সেই জন্য আমি বেশী কমিশনের কথা বলি না। কিন্তু বোর্ডের যা গঠন তা দেখেই আমরা বুঝতে পারি যে ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার, ডাইরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রি, ইত্যাদি আসবেন, তারপরে আসবেন চীফ ইন্সপেক্টর অফ উইমেনস এডুকেশন, এক্স-অফিসিও।

[4-40—4-50 p.m.]

কিন্তু বোর্ড যেভাবে গঠিত হয়েছে তা থেকে আমরা বিচার করতে পারি, এখানে নয়জন যাঁরা আসবেন তার মধ্যে আছেন-

Director of Public Instruction, Director of Agriculture, Director of Industry

ইত্যাদি, তারপর আসবেন চীফ ইন্সপেক্টর অফ উইমেনস এডুকেশন, এক্স-অফিসিও, এবং চীফ ইন্সপেক্টর অফ সেকেন্ডারী এডুকেশন, এ'রা সকলেই সরকারী কর্মচারী বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন, এবং সেগুলি পরিদর্শন করেন, এর ত্রুটিবিচ্যুতি দেখেন, দুর্নীতি দেখেন ও সেই সম্পর্কে আলোচনা করেন, এখন তারা শিক্ষার ম্যানেজমেন্ট ব্যাপারে কমিটিতে এসে নিজেদের রিপোর্ট কি আলোচনা করবেন তা বুঝতে পারি না। তারপর যেখানে ডি পি আই সর্বেসর্বা, সেখানে তাঁর অধিনস্থ কর্মচারীরা কিভাবে তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবেন, তা বুঝতে পারি না। সেইজন্য আমার এ্যামেন্ডমেন্ট রেখেছি ক্লজ ৪(৯)এর উপর যে চীফ ইন্সপেক্টর অফ সেকেন্ডারী এডুকেশন, এক্স-অফিসিওর নাম ওমিট করতে বলছি, তাঁর থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ডি, পি, আইএর অধিনস্থ এই সমস্ত কর্মচারীদের সেখানে সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। আমি দীর্ঘ বক্তৃতা দেবো না। আমার আর একটা এ্যামেন্ডমেন্ট আছে ক্লজ ৪(১৭)এর উপর। যেখানে বলা হয়েছে লেজিসলেচার থেকে দুজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। সেখানে সত্যিকারভাবে লেজিসলেচার থেকে লওয়ার হাউস ও আপার হাউজ থেকে দুজন রিপ্রেজেনটেটিভ যেতে পারবেন, নেচারেলি তাঁরা গভর্নমেন্টের কাছে ভোট বেশী পাবেন। সেইজন্য আমি সাজেশন দিচ্ছি—

to be elected by the members of both the Houses jointly in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

এটা যদি করা যায় তাহলে কিছুটা সত্যিকারের প্রতিনিধি যেতে পারবে, তা না হলে কোন মতেই সেখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ ঠিকভাবে হবে না। সত্যিকার গণতান্ত্রিক মত পোষণ করে সেইরকম লোক যাবে না, সরকার পক্ষির লোক সেখানে যাবে।

তা ছাড়া বাংলাদেশে শিক্ষা সম্বন্ধে ১৭শো হাই স্কুল আছে, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সারাজীবন কাটিয়ে, যারা শিক্ষাকে গড়ে তুলেছে, যাঁরা নিজেদের অর্থ ব্যয় করে স্কুল গড়ে তুলেছেন, তাঁদের কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ এই বোর্ডএ নেই। সেইজন্য আমি সাজেশন দিয়েছি—

two representatives of the Managing Committees of Secondary Schools to be elected by the members of such committees in accordance with rules made in this behalf.—

কেননা, এখানে সত্যিকারের কোন প্রতিনিধি নেই। এখানে অল বেঙ্গল টিচারস এ্যাসোসিয়েশনএর দুইজন প্রতিনিধি আছে, আর একজন মাত্র প্রতিনিধি ওয়েস্ট বেঙ্গল টিচারস এ্যাসোসিয়েশন থেকে আছে এবং চারজন হেডমাস্টার অফ হাই স্কুলস থেকে আছেন। কিন্তু বলা হয়েছে এই চারজন হেডমাস্টারস অফ হাই স্কুলসএর মধ্যে দুজন নমিনেটেড হবেন, আর দুজন রিপ্রেজেন-টেটিভ হবেন, হেডমাস্টারস এ্যাসোসিয়েশন, রিকগনাইজড বডি থেকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকদের কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকছে না। যে দুজন শিক্ষক থাকছেন, তাঁরাও হবেন সরকার ঘেঁসা লোক। ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে কোন স্বাধীনচেতা লোক নির্বাচিত হচ্ছেন না। সেইজন্য আমি বলছি সেদিকে লক্ষ্য রেখে এমন লোক নিযুক্ত করুন, যাঁরা নিজেদের ত্যাগে, আত্মোৎসর্গে নিজ অর্থব্যয়ে স্কুলসমূহ গড়ে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ নেওয়া উচিত, তা না হলে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে তাদের কোন অধিকার থাকবে না বলে আমি মনে করি। তাঁদের মধ্য থেকে অন্ততঃ দুইজন রিপ্রেজেন্টেটিভ এই বোর্ডে রাখবার ব্যবস্থা করুন, নচেৎ এই বোর্ড, সরকারী বোর্ডে পরিণত হবে এবং সেখানে তাঁরা যদৃচ্ছাভাবে, যা খুসীভাবে কাজ চালিয়ে যাবে।

Sj. Devaprasad Chatterjea: Mr. Chairman, Sir, I do not like to move my amendment No. 49 and I hope I have permission of the House to withdraw it.

(The motion No. 49 of Sj. Devaprasad Chatterjea was then by leave of the House withdrawn.)

Regarding my amendment No. 66, I seek your permission to move it with a slight modification.

Sir, I beg to move that in clause 4(18), line 3, after the word "woman", the following words be added, namely:—

"and one at least shall be a member of the Managing Committee of a recognised Institution".

I move it in this way because the latter part of the amendment will be redundant in view of the definition clause where the word "recognised" has been clearly defined.

Sir, in moving this amendment I must be brief as per your directions. Regarding the role of the Managing Committees for the development of Secondary Education which has been said herebefore, Sir, I may be permitted to refer briefly to its history only to properly explain the role of the Managing Committee. The present system of Secondary Education had its beginning in the 18th century. The affairs of the country were then managed by an alien Government whose limited object was the promotion mainly of European literature and science and also to provide some sort of training for the personnel who would fill the posts of officers in the Government offices and mercantile offices. With this limited object it was never the intention of that alien Government to educate the masses of the people or to educate them properly. So, the main burden of Secondary education naturally devolved upon the people of the soil who had been managing the general education so far. Apart from this factor, in 1882, the Hunter Commission which was appointed by the then

Government recommended that the Government should adopt a policy of gradual withdrawal from direct management of the schools and should adopt instead a grant-in-aid scheme. Government of that time quickly followed that recommendation and the little initiative they had taken before for managing and founding secondary schools was stopped. From that time up till now the task of Secondary Education has been ably, as I told just now, carried out by the private enterprise who have been mainly responsible for founding of the secondary schools and also for creditably running them. In this connection I would like to quote certain figures from the Dey Commission because this would be relevant. In table 6, where they give figures on an all-India basis of the High Schools, it will be found that whereas the major States like Bombay had 1,030 schools, Madras 1,411 schools, and Uttar Pradesh 1,215 schools, the State of West Bengal had 1,323 schools in 1952-53. From this it would appear—as has been stated by the Commission—that barring Madras, West Bengal has the largest number of High Schools, in the whole of India alhtough West Bengal is much shrunken in area and scope.

[4-50—5 p.m.]

I am also quoting the figures relating to institutions which were either centrally-aided or state-aided or private or unaided. From the figures of 1952-53 we find that out of the total schools of 1,223 in West Bengal the number of centrally-managed schools were only six, State-managed schools only 29, the municipal-managed schools only one and the rest—aided and unaided—were all privately managed. The figures for 1954 also give us the same story. The number of centrally-managed schools were six, State-managed schools 29, municipal-managed school one and the rest are all privately managed, their number being 1,288. Another observation made by the Dey Commission is about the existence of a large number of high schools. These two relevant observations point out the role which the Managing Committees of private institutions have played in building up secondary education in West Bengal. Regarding the recurring expenditure borne by the different schools, the Dey Commission in another place observed that out of the total recurring expenditure about 11.5 per cent are borne by endowments, contributions and other sources, 14.75 per cent. by States and the balance of 73.75 per cent. by fee income. All these figures will prove the role of the private institutions and I read the conclusion of the Dey Commission : "On the whole the Managing Committees have played an important role in the development of secondary education in the State."

Sir, the figures which are available from the report of the Dey Commission can have only one conclusion. It is really unfortunate that while appreciating the role of the private schools, the Dey Commission, or as a matter of fact, the Mudaliar Commission did not propose any representation for the members of the Managing Committees. It appears to me a bit unfortunate that the very institutions and their Managing Committees whose members had been responsible for shouldering the burden of secondary education for more than a century were creditably ousted from sharing the burden in the future set up of secondary education. It is really unfortunate. I think this side of the picture did not occur to them. But it might be due to other factors. One of my friends have suggested that the Mudaliar Commission recommended that the Board should be composed of a body of experts (which the Managing Committees were not). Apart from the question that they are the persons who had been responsible for establishing so many institutions and who so far established a sort of a tradition in West Bengal, it was likely that they developed some expert knowledge which had been handed down to the members from generation to generation. So, Sir, I think in all fairness they should have some representation.

I would refer to the Calcutta University (Amendment) Act in which some representations had been given to the members of Governing Bodies of Colleges. That has some relevance to the future Board that is going to be set up under this Act. I think we should take a leaf out of that example. Apart from the rightful claim, I think it is also necessary on other grounds because various developments have been taking place in the secondary schools which have been established long, long ago. I will quote one or two instances.

Sir, I want to speak a few words. I will require only two minutes, Sir.

Mr. Chairman: All right, you just finish your speech, please.

Sj. Deveprasad Chatterjea: Sir, what I want to say is that many of the secondary schools will have to face many new problems when they will be fitted in with the new set-up of the proposed multipurpose and higher secondary schools. I think there must be somebody in the Board who may represent their views and who may appreciate their difficulties. From that aspect also the Board should have a member of the Managing Committee. Sir, I shall quote the Dey Commission report where it is stated that in the administration of secondary schools there are three interested parties—teachers, guardians and persons interested in education. Whereas teachers and also persons interested in education have some representation in the proposed Board, the guardians have no representation. I feel that this claim of mine on behalf of about 1,680 Managing Committees of West Bengal is very reasonable, and I am given to understand that the Hon'ble Minister-in-charge has kindly agreed to accept my amendment. I hope he will consider this matter seriously and my amendment would be accepted in the interest of secondary education.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I have already submitted an amendment with regard to representation of the Committee of Management. These two amendments are contradictory. So I pray for your permission to speak again on this amendment.

Mr. Chairman: You are entitled to vote against it.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: That is the reason why we should speak on the amendment, so that we may support it or oppose it.

Mr. Chairman: You could have referred to that amendment which was circulated long ago.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We could not anticipate the amendment. Unless the amendment is moved, how could we discuss it?

Mr. Chairman: This amendment is in the agenda and it was before you and when you spoke, you could have also pointed out the difference between them and given your opinion on that.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: If I remember aright when we were asked to move our amendments, we were asked not to say anything about any other amendment. Therefore, we did not make any submission with regard to the amendment which was tabled by Sj. Devaprasad Chatterjea. Therefore, Sir, I submit in all seriousness that we should be given an opportunity to oppose that amendment, because it seems to be a State-managed thing.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Before you give your ruling, Sir, will you permit us to make our submission on this particular point?

Mr. Chairman: When I said that members were to speak primarily on their own amendments. I did not make any hard and fast rule. I said that they were to include all other amendments relating to this particular clause. I allowed a certain amount of general discussion also. Members were also allowed to speak about the background of the whole thing and other matters connected with the amendments. So, in view of that I cannot allow that.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: How could we anticipate this amendment. You frankly asked us to confine ourselves to our amendments and to general remarks. Therefore, we were placed in a very difficult position. If you had said that we were at liberty to refer to other amendments, then of course we might have done so. The amendments can be discussed on the floor of the House only when they are moved here, not otherwise.

Mr. Chairman: You know that you were allowed to speak on other amendments as well before you began to speak on your own.

Janab Abdul Halim: Mr. Chairman, Sir, According to the arrangement and order

আমরা বলছি এবং পর পর আমাদের এ্যামেন্ডমেন্ট আমরা মুভ করছি। অনিলা দেবী বসে গেলেন, মিঃ ভট্টাচার্য তাঁর এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন, সত্যপ্রিয় বাবুকেও ইন অর্ডার বলতে দেওয়া উচিত।

[5—5-10 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, if you permit cross discussion, there will be endless discussion because each and every member of this side of the House might reply to the arguments advanced by the Opposition in support of their views.

Mr. Chairman: I have given my ruling in this conection and I think it is quite in order. Let us come to the next amendment.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I have some submissions to make. We could not anticipate the arguments put forward in support of his amendments. You really asked us to confine our speeches on the amendments but there are other amendments of other members on which we can speak after they have spoken.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: There was some sort of misunderstanding because we thought that we were entitled according to your ruling to move our amendments and not to reply to the amendments which have been tabled by others and on that impression, Sir, I did not make any observations on others' amendments.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I would seek your permission to draw your attention to the unfairness of the situation. An amendment is moved and we are not allowed to say anything on it, that is to say, the amendment is not really discussed and the arguments for and against are not in effect placed before you. So we cannot really come to a decision without discussion. The procedure is undemocratic, and therefore we seek your permission to speak on other amendments also.

Mr. Chairman: The procedure is not undemocratic in the sense that it is followed in the Parliament. The practice is this that the mover of an amendment is the fittest person generally to speak on his own amendment, and it is only when he does not want to move it, another member can be

permitted to move it and speak on it. But normally it is the mover of the amendment who is to to stick to his amendment and in that sense he is the person who only has the objective of that amendment and he speaks on it. We agree to this principle and generally we do not speak on other amendments, but in this particular case I allowed you to speak, as you wanted, on other amendments.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I do not understand what other amendments I spoke on. I did not speak on any other amendment. I spoke on the amendments that had already been put before the House and on my amendment I did not speak on any other amendment.

Sja. Anila Debi:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়। আমি আপনার কাছে একটা কথা নিবেদন করতে চাই। আপনি যে রুলিং দিয়েছেন তার মধ্যে আমরা সবাই পড়ি কিনা। বিভিন্ন যে সমস্ত বক্তাদের উপর রুলিং দিচ্ছেন তাঁরা এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করবার সময় এগুলো মেনশন করতে পারেন। কিন্তু ৪নং ধারার উপর আমি কোন এ্যামেন্ডমেন্টএর পক্ষে বা বিপক্ষে এখনও কোন কথা বলি নি। সুতরাং মাননীয় দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জি যে এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন তার বিরোধিতা করে কিছু বলতে চাই। আমাকে সেজন্য পারমিশন দেবেন কিনা?

Mr. Chairman: You can participate in the debate but as I said it was only the mover of an amendment who can speak on it. Any member has the right to speak on it, I do not deny that. But in this particular case, what I say is that it is the mover who has moved an amendment is the person who knows what is in his mind and he is the fittest person to speak on it.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Will there be no discussion on it?

Mr. Chairman: A member who has not spoken can speak if he likes.

Janab Abdul Halim:

তাহলে আমিও এ্যামেন্ডমেন্ট সম্বন্ধে ডিসকাশন করার যে প্রসিডিওর তার কথা বলি। আমি দেবপ্রসাদবাবুর এ্যামেন্ডমেন্টের জন্য কিছু বলি নি, কেননা সেই এ্যামেন্ডমেন্ট এখনও মুভ করা হয় নি।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I think the procedure which I have followed is correct. If at the last moment, the Government brings a surprise and you give a ruling that we are not entitled to speak on any amendments, we are helpless.

Mr. Chairman: It is not bringing a surprise. The procedure is already there. If, Sja. Anila Debi wants to speak, she can.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I do not understand the position. Is she the only person to speak on it? Will there be no discussion on it? We want a ruling from you on this. Could we not oppose the amendment?

Mr. Chairman: Usually a member who has not spoken can speak.

Sj. Jagannath Kolay will please move his amendment now.

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that for sub-clauses (14), (15) and (16) of clause 4, the following sub-clauses be substituted, namely:—

"(14) (a) two Heads of recognised High Schools or recognised Multi-purpose Schools nominated by the State Government;

(b)' two Heads of recognised High Schools or recognised Multipurpose Schools elected in the manner prescribed by rules by and from the Executive Committee of the West Bengal Headmasters' Association, one of the two elected being the Head of such a High School or such a Multipurpose School for girls;

(15) one representative of the All-Bengal Teachers' Association, elected in the manner prescribed by rules by and from the Executive Committee of such Association;

(16) one representative of the West Bengal Teachers' Association, elected in the manner prescribed by rules by and from the Executive Committee of such Association;".

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[*After adjournment*]

[5-25—5-35 p.m.]

Mr. Chairman: I think we can proceed with the work of the House. As I have indicated, the members who have not spoken are now in a position to speak if they so choose. This amendment was there in the agenda, and it was quite up to the speakers to refer to it. I did not intend that no other speaker should speak. Otherwise I would not have allowed Sj. Satya Priya Roy to speak so much on the general principles. Now if you do not agree with any of the amendments you can oppose it, you can express your views, when it comes for voting, by voting against it.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: On a point of order, Sir. The amendment concerned was not moved and so long as it is not moved we are not entitled to refer to it. The amendment in question, viz., amendment No. 66, was not on the floor of the House and as such it was not before the House, and therefore, we cannot anticipate it and discuss it. This is my first point.

My second point is that unless the amendments are moved formally a member is not entitled to refer to them. In this connection I will draw your attention to the procedure that is followed in the House of Commons. The procedure there is this: All the amendments in the printed book, in the order papers, are moved first by the members formally, the members are asked if they want to move their amendments. When they say that they do then of course discussion begins and the consent given by the members is regarded as being tantamount to moving the amendments. So, in the House of Commons the special procedure is adopted in order that the amendments may be before the House.

Here the amendment was not before the House and therefore we could not anticipate it and discuss it. Actually, Sir, you asked us to confine ourselves to the amendments that were put in our names and to general principles. We did so, and we did not, therefore, refer to any of the other amendments. In view of this I would request you to give a ruling whether the amendment was at all before the House and whether you will depart from the procedure that is followed in the House of Commons.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharrya: Mr. Chairman, Sir, I would like to say a few words in this connection. Sir, in order to oppose the amendment it was necessary to give replies to the arguments which are advanced in support of the amendment. So, unless we hear the arguments which are put forward in support of the amendment how can we give replies? Thus there is a practical difficulty in the matter regarding the procedure which has

been suggested. There was a misunderstanding on my part. I understood your ruling in that way and therefore I did not oppose that amendment and say things against it. So at least for this time you should give us an opportunity to say our say with regard to the amendment which has been moved just now Sj. Devaprasad Chatterjea. On all future occasions we shall abide by the ruling you will be pleased to give.

Sj. Satya Priya Roy: It is a very vital question of privilege of the members of the House. It is not possible to speak on all amendments.

Mr. Chairman: It is a question of procedure.

Sj. Satya Priya Roy: It is a question of privilege. Anyway, it may be a question of procedure. When an amendment is moved by the mover and when he supports his argument on the amendment which is before the House, every Member must be given the right to speak on the amendment. It is the procedure which is followed everywhere and in all Parliaments and we on behalf of the Opposition—at least we on this side of the House—insist on it.

Mr. Chairman: It was decided, more or less as I understand, that all the amendments have been taken as moved without being necessary for members formally to move them. In the case of individuals who moved their amendments in support of the clause or in opposition to it, their amendments have been taken as moved. It is only in the case of one Member who wanted to withdraw his amendment that the permission of the House was necessary for it. This procedure is not universally followed and we do not follow it here.

Now in the case of your amendments, you say that the practice in the House of Commons is different because they can move all their amendments. Mr. Bhattacharyya, I want to tell you this that you should try to confine your discussion as far as practicable to particular amendments and not to speak of other matters, because the Members moving the amendments are most competent persons to give expression to their views. You should not make reference to other matters while speaking on the amendments as that does not come exactly within the limit of the amendments. We have listened to Sj. Satya Priya Roy speaking in general for about 20 minutes on the general principles and referring to other amendments. Now if you wish to speak on the amendment you may do so. This, I think, is the proper procedure to be followed in this case. Two members have not spoken, —there are many members who have not spoken either. I would like the Members on the Opposition side to follow this procedure

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: As a protest against the ruling that you have just given, we withdraw for some time.

[The honourable Members of the Opposition except Sjta. Anila Debi withdrew from the House.]

(**এ ভয়েস:** আপনিও যান না:)

Sjkta. Anila Debi:

আমি যথেষ্ট সাবালিকা, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার ক্ষমতা আমার আছে বলেই আমি দাঁড়িয়েছি এবং শ‍ূন্যঘরে কিছ‍ু পাস করতে দেবো না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শ্রীয‍ুত দেবপ্রসাদ চাটার্জি মহাশয় ৪ নম্বর ধারা ১৮নং সাব-ক্লজএ যে এ্যামেন্ডমেন্ট উপস্থিত করেছেন তার বিরোধিতা করতে চাচ্ছি। বিরোধিতা এজন্য করতে চাচ্ছি না যে ম্যানেজিং কমিটির যাঁরা সভ্য তারা বোর্ডের মধ্যে আসবেন না। আমি লক্ষ্য করলাম যে শ্রীয‍ুত চ্যাটার্জি ম্যানেজিং কমিটির মেম্বারদের এই বোর্ডে স্থান দেবার সপক্ষে যে

সমস্ত যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন সেই সমস্ত যুক্তি সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু সেই যুক্তির সময় ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধির স্থান নির্দেশ করবার জন্য তিনি যে যুক্তি উপস্থিত করেছেন তার সঙ্গে আমি একমত হতে পাচ্ছি না। এ যদি তিনি বুঝে থাকেন যে পশ্চিম বাংলার বহু বেসরকারী বিদ্যালয়ে বেসরকারী ম্যানেজিং কমিটির কল্যাণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এতদূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। এবং সেই ম্যানেজমেন্টএর কোন সদস্যকে বোর্ডের মধ্যে নিলে বোর্ডের কার্য পরিচালনার সুবিধা হবে বলে তিনি যদি মনে করে থাকেন তাহলে প্রথম উক্তি হচ্ছে আমার—তিনি কেন পরিষ্কারভাবে বলতে পারলেন না সেই ম্যানেজমেন্ট, যে ম্যানেজমেন্টএর বহু চেষ্টায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী শিক্ষালয়গুলি টি'কে রয়েছে সেই সমস্ত বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট কমিটির মেম্বাররা তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাবেন। এত যুক্তি উত্থাপন করেও এটা কেন বলছেন না আমি বুঝতে পারলাম না। যদিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি কোন রকম আমার বিতৃষ্ণা বা বিদ্রূপ প্রকাশের ইচ্ছা নাই, তাহলেও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই বোর্ডের কম্পোজিশন নিয়ে বিভিন্ন সদস্যবর্গ যেসব কথা উল্লেখ করেছেন কেউ বোধ হয় নিজের দিকে তাকান নি। নীতিগতভাবে যাঁদের ত্যাগ, যাঁদের বদান্যতা, যাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার কথা তিনি বল্লেন তাঁদের নির্বাচন করে প্রতিনিধি পাঠাবার কথা না বলে তিনি যে তিনজন এডুকেশনিস্টকে সরকার নমিনেট করবেন তার মধ্যে একজন মেয়ে থাকবেন আর একজন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য থাকবেন প্রস্তাব করছেন।

তিনি সরকারের হাতে নমিনেশনের ভারটা তুলে দিচ্ছেন। নিজের দিকে তাকাবার কথা কেন মনে হয়েছে সে সম্বন্ধে আজকে অবাক হচ্ছেন, আমি জানি কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি সম্পর্কে ....

Mr. Chairman: This is a kind of insinuation. This should not be done.

Sjkta. Anita Debi:

আমি বিদ্রূপ করতে চাই না, সত্য কথাই আমি বলতে চাচ্ছি।

Sj. Satya Priya Roy: What is harm if we speak the truth?

Mr. Chairman: This would amount to a pensonal reflection.

Sjkta. Anita Debi:

সভাপতি মহাশয়ের কাছে আমি নিবেদন করছি, আমার কানে এসেছে যে, কেন একথা আমি বলছি। সুতরাং আমার উত্তর—এই যে, একজন সেক্রেটারী একথা বলেছেন, আমি আগের কানেকশনে তাঁকে সেক্রেটারী বলে যতক্ষণ বলি নি ততক্ষণ আপনি ধরে নেবেন না যে আমি পার্সোনালি সেক্রেটারী বলে বিদ্রূপ করছি কিন্তু যেটা আশা করেছিলাম সেটা তাঁর কাছ থেকে পাই নি সেটা আমি এখানে বলতে চাই।

Mr. Chairman: This sort of insinuation is not allowed.

Sjkta. Anila Debi:

সেত আর ঠেকানো যাবে না।

আমি সত্য কথা বলতে চাচ্ছি, তার মধ্য থেকে যদি কেউ অন্য কিছু চিন্তা করে কিছু বের করেন তারজন্য আমি অপরাধী হব না, সমস্ত সত্য তথ্য থেকে যাঁরা অন্য জিনিস আবিষ্কৃত করতে চাইবেন তার জন্য অপরাধী হবেন তাঁরাই। সুতরাং আমি মনে করি যে দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জী মহাশয় যে এ্যামেন্ডমেন্ট এখানে উপস্থিত করেছেন সেই এ্যামেন্ডমেন্টের বিরোধীতা করা সবারই উচিত এবং পশ্চিমবাংলার বেসরকারী বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বদান্যতা বা দানের দিক থেকে যদি তাঁদের স্বাধীনভাবে বোর্ডের মধ্যে সদস্য পদের অধিকার দেওয়া হয় তাহলে আমি পরিষ্কার ভাষায় এখানে বলতে পারি যে, আব্দুল হালিম সাহেব যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব চাটার্জি মহাশয়েরও সমর্থন করাই উচিত ছিল। নৈলে পর শুধু সরকারের নমিনেশনের উপর নির্ভর করে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যকে বোর্ডের সদস্য পদ দেওয়া মানে আমার মনে হয় যেন সমস্ত ম্যানেজিং কমিটির সদস্যকে এখানে সম্মান দিতে গিয়ে তাদের প্রতি ব্যঙ্গ করাই হবে।

[5-35—5-45 p.m.]

অবশ্য আরেকটা এ্যামেন্ডমেন্ট শ্রীজগন্নাথ কোলে মহাশয় দিয়েছেন, তার যুক্তি আমি বুঝতে পারছি না। তিনি হঠাৎ একটা 'কিন্তু' কেটে 'কিন্তু' বসিয়ে কি সংস্কার করলেন। অবশ্য তার উদ্দেশ্য আছে তা আমি জানি এবং 'কিন্তু' কেটে 'কিন্তু' বসানোর প্রয়োজন আছে—সেদিক থেকে আমি তাঁর কিন্তু কাটা প্রস্তাবের সমর্থন বা বিরোধীতা করছি না আমি কেবল আমার মতামত ব্যক্ত করছি। তিনি যে উদ্দেশ্যে এটা এনেছেন এই আনাটা সমীচীন হতো যদি তিনি অন্যান্য স্থানে যে সকল স্থানে তিনিও জানেন যে পরে বহু 'কিন্তু' কেটে 'কিন্তু' করতেই হবে, সেই সমস্ত স্থানে যদি তিনি আমাদের সমর্থন করতেন। তা যদি করতেন এখানে হয়ত আমার বিরোধীতা করবার প্রশ্ন আসত না। কিন্তু যেহেতু তিনি এক জায়গায় একটা সত্যকে স্বীকার করতে পারলেন না অথচ আর একটা জায়গায় সত্য বজায় রাখার তার এই যে চেষ্টা এই চেষ্টা একটা উদ্দেশ্যমূলক তাই তার এই চেষ্টাকে আমি বিরোধীতা করছি। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী মহাশয়কে আমি নিবেদন করছি যে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক তাদের নির্বাচনের জন্য যে নীতি নির্ধারণ করেছেন তার নিন্দা কোরে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে সমস্ত নীতির কথা বলেছেন সেসব বিষয়ে তাঁর চিন্তা করা উচিত। নইলে তিনি একটা জায়গায় এসে 'কিন্তু' কেটে 'কিন্তু' গ্রহণ করলেন আরেকটা জায়গায় যেখানে আইনজ্ঞ বা মনে করছেন 'কিন্তু' করতেই হবে সেখানে সেই কিন্তু সংশোধন তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। তাকে আমি আবার অনুরোধ করব যেখানে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা হেডমাস্টারসদের ইলেকশনএর কথা বলেছেন এবং সহকারী শিক্ষকদের জন্য যেখানে নির্বাচনের কথা বলেছেন সেগুলিকে গ্রহণ করবেন।

আরেকটা কথা এখানে বলতে চাই যে ম্যানেজিং কমিটি সদস্যদের কথা তাঁর জানা উচিত। কারণ তিনিও ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করছি তাঁদের প্রতিনিধিত্ব শুধু নমিনেটে করবার প্রথার মধ্যে না রেখে এই প্রতিনিধিত্ব স্বাধীনভাবে নির্বাচিত করে আনলে মনে হয় স্বাধীনচেতা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা আসবেন। সেইজন্য আব্দুল হালিম সাহেবের এ্যামেন্ডমেন্টটা যেন গ্রহণ করেন। ঐ জগন্নাথ কোলে মহাশয়ের প্রস্তাবের 'কিন্তু' কেটে 'কিন্তু' অর্থাৎ ৫৭ এবং ৬০ এই দুইটি প্রস্তাবের আমি বিরোধীতা করছি। এবং সকল সদস্যরা আমার এই যুক্তিতে সাড়া দেবেন আশা করি এবং মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি আবার আবেদন জানাচ্ছি শুধু বিরোধীভাব নিয়ে নয়, শুধু নিজের বলে নয়, বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেগুলি গ্রহণ করুন।

Sj. Satish Chandra Pakrashi: Sir, I beg to move that in clause 4(10), lines 1 and 2, for the words "nominated by the State Government from" the words "elected by" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 4(14), lines 2 and 3, for the words "two of whom shall be nominated by the State Government and two" the words "shall be" substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 4(18), lines 1 and 2, for the words "nominated by the State Government" the words "elected by the Managing Committees of the Institutions" be substituted.

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি—তার আগে বলে বিরোধী পক্ষ যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এনেছে তা আমি সমর্থন করি। আমি আমার সংশোধনীর প্রস্তাবের একটা বিশেষ দিকে আমার যা বক্তব্য তা আমি বলব। আমি বিশেষ কোরে নমিনেটেড মেম্বারদের অপসারণ করার কথাই আমি বলব। এক দিকে সরকারী মেম্বার তাদের আমরা বুঝি আর এক দিকে বেসরকারী। এক দিকে অফিসিয়েল আর এক দিকে নন-অফিসিয়েলএর মাঝখানে মনোনীত সদস্য বোর্ডের মধ্যে রেখে বোর্ড সরকারীভাবে ভারাক্রান্ত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই যে বোর্ডের যে কম্পোজিশন যেটাতে নন-অফিসিয়েলদের কমাবার জন্য অফিসিয়েলএর সংখ্যা প্রত্যক্ষভাবে বেশী না দেখিয়ে কৌশলে নমিনেটেড মেম্বারকে তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে

অফিসিয়েলদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। এর ফলে বোর্ডের যে ফাংশন হবে সেটাও ভারাক্রান্ত হবে এবং তার ফলে যে শিক্ষা তাকে অশিক্ষা কিংবা কুশিক্ষা যা হয় বলতে পারেন। বোর্ডের মধ্যে যে কয়জন নমিনেটেড মেম্বার আছে তাদের সকলকে বাদ দেওয়াই হচ্ছে আমার সংশোধনী প্রস্তাবের সার কথা। অবশ্য মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন নমিনেটেড মেম্বার থাকার কোন আপত্তির কারণ তিনি দেখেন না। কিন্তু আমরা তা যথেষ্ট আপত্তি বলে মনে করি। অবশ্য মুদালিয়ার কমিশন, যে কমিশন, নমিনেটেড মেম্বার সম্বন্ধে যদি বলে থ.কুন—দেশের জনসাধারণ নমিনেটেড মেম্বারদের খুব সুনজরে দেখেন না। এ'দের সম্পর্কে কোন আস্থা নাই। ইংরেজ রাজত্বে এটা খুব বেশী পরিমাণে ছিল, কিন্তু ইংরেজ রাজত্ব যাওয়ার পরে ১০ বছর স্বাধীন ভারতেও আমাদের জাতীয় সরকারের আমলেও নমিনেটেড মেম্বারদের প্রতি লোকের আস্থা ফিরে আসে নাই। কাজেই আমার প্রস্তাবের মূল কথা হল নমিনেটেড মেম্বারদের সব বাদ দিতে হবে। এখানে আমি দুইজনই থাকবেন—কিন্তু এখানে আমি নমিনেটেড পরিবর্তন করে ইলেকটেড করতে চাচ্ছি। এগার নম্বর সাবক্লজে আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি নমিনেটেড তিনজন প্রফেসারের বিরুদ্ধে বলি নি ; সিন্ডিকেট অফ দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি নমিনেট করবেন, তিনজন প্রফেসার। এখানে অবশ্য এই নমিনেশনএর বিরুদ্ধে আমি বলি নি। এটা গভর্নমেন্ট-এর নমিনেশন নয়। এখানে তিনজনের জায়গায় চারজন প্রফেসার করতে বলেছি। অবশ্য আমার বন্ধু সত্যপ্রিয়বাবু যেসব সংশোধন এর সঙ্গে যোগ করেছেন প্রফেসার এবং সিন্ডিকেট সম্পর্কে যা বলেছেন তা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

তা ছাড়া

four heads of high schools or multipurpose schools two of whom shall be nominated by the State Government.

প্রত্যেক পদে পদে প্রত্যেক ক্লজএ রয়েছে যেখানে ইলেকশন কথা আছে সেখানে নমিনেটেড লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন হাই স্কুলএর হেডমাস্টাররা বা মাল্টিপারপাস স্কুলের মাস্টাররা তাদের যেন নিজেদের বিবেচনা শক্তি নাই। তারা ইলেকশন কোরে উপযুক্ত লোককে বোর্ডএ পাঠাতে পারবে না। সব সময় কশন করা হয়েছে, দুই যদি ইলেকশন আসে আর দুই গভর্নমেন্ট নমিনেশন করবে। এই রকম সন্ত্রস্থভাব। নিজেদের তোষামদকারী লোক না এসে আন্দোলনকারী লোক এসে পড়ে তার জন্য ইলেকশনএর বদলে নমিনেশন রাখা হয়েছে। সর্বশেষে যেখানে শিক্ষাবিদদের অর্গেনিজেশন আছে, সবকিছুর ভিতর একটা অনাস্থার ভাব গভর্নমেন্টের রয়েছে, তাদের মনে অবিশ্বাস রয়ে গিয়েছে পাছে গভর্নমেন্টের সমর্থকারী না আসে, এবং এই ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্থ থাকার ফলে, সব জায়গায় নমিনেশনএর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

[5-45—5-55 p.m.]

তারপর সাব-ক্লজ (১৮), যেখানে ম্যানেজিং কমিটির কথা বলা হয়েছে। আমরা এখানে দেখছি পিপল ইন্টারেস্টেড ইন এডুকেশন, তাঁদের মধ্যে থেকে, যাঁরা ইলেক্টেড বাই দি ম্যানেজিং কমিটি, তাদের কোন স্থান এই বোর্ডে নাই। অর্থাৎ এই বোর্ডে ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধিদের কোন স্থান নেই। আমি এখানে বলছি তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে কিছু কিছু প্রতিনিধি এই বোর্ডে আসুক, নমিনেটেড হিসাবে নয়। সর্বসাকুল্যে আমার কথা হল, এখানে সাতজন নমিনেটেড মেম্বার যাঁরা আছেন, তাদের সরকারী অফিসিয়েল ও নন-অফিসিয়েলএর মাঝখানে শিখণ্ডীর মত দাঁড় করিয়ে রেখে কোন লাভ নেই, কারণ তাঁদের উপর জনসাধারণের কোন আস্থা নেই। জনসাধারণের আস্থা তাদের উপর নেই, অথচ বোর্ডকে ভারাক্রান্ত করা হয়েছে—এই সকল নমিনেটেড মেম্বার দ্বারা।

আমার প্রস্তাবের মূল কথা হচ্ছে নমিনেটেড মেম্বারএর পরিবর্তে সেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধি বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান থেকে আনা হোক, এবং তার সঙ্গে নিছকভাবে অন্যান্য যে সমস্ত কথা আমার বন্ধুরা এখানে বলেছেন সেগুলিও সংযোজন করে দিতে বলছি। এটা [illegible] পরে, নমিনেটেড মেম্বারের পরিবর্তে নির্বাচিত হয়ে যে সকল মেম্বার আসবেন, তাঁদের [illegible] সার্থক হবে এবং বোর্ডের ফাংশনও ভাল হবে। ডাঃ সম্ভু ব্যানার্জি মহাশয় [illegible]

ও ফাংশন অফ দি বোর্ডএর কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে কম্পোজিশন অফ দি বোর্ড যাই হোক, তার ফাংশনটা ভাল হলেই হল। কিন্তু এখানে আমি বলতে চাই বোর্ডের কম্পোজিশনটা যদি এইভাবে পরিবর্তন করা যায়, তাহলে তার ফাংশনটায় হাজার দোষ থাকা সত্ত্বেও কিছুটা ভাল হবে। তা ছাড়া সাতজন নমিনেটেড মেম্বার এলেই যে বোর্ডের সমস্ত কাজ ভালভাবে চলবে, তা মোটেই নয়। এই যে অফিসিয়েলএর একটা প্রাধান্য রয়ে গিয়েছে, এর ফলে অফিসিয়েলরা যা খুসী তাই করতে পারবে। কিন্তু নন-অফিসিয়েল মেম্বার, যারা নমিনেটেড না হয়ে, ইলেক্টেড হয়ে আসবেন, তাদের দ্বারা কাজ কিছুটা ভালর দিকে যাবে এবং বোর্ডের ফাংশনিংটা কিছুটা ভাল হবে, এই হল আমার প্রস্তাব।

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: On a point of information. I spoke yesterday opposing some amendment of Janab Abdul Halim and Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya. Am I entitled to speak again?

Mr. Chairman: A Member can speak only on one occasion if he has not moved his own amendment.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: I have not moved my own amendment. I have opposed amendments yesterday.

Mr. Chairman: It is the practice in the other House that a Member can speak on an amendment regarding a particular clause only once.

Sj. Mohitosh Rai Choudhury: Sir, I bow down to your ruling. It comes to this that because I spoke yesterday by opposing the amendment of my friend, Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya, I am refrained from speaking on any other amendment moved by anybody.

Mr. Chairman: You have spoken once and you are not to speak on any amendment.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, you have said that a man can speak only once in connection with one amendment. But in relation to other amendments he can speak once again.

Dr. Charu Chandra Sanyal: Sir, I want to speak about the amendment of clause 4(18) which says "three persons interested in education to be nominated by the State Government, one of whom shall be a woman." I support the amendment moved by Janab Abdul Halim with some modification. He wants to move that after clause 4(18), the following be added, namely:—two representatives of the Managing Committees of Secondary Schools to be elected by the members of such Committees in accordance with rules made in this behalf. As I said in my opening speech the Board should consist of more elected members. To be consistent with that I will support that two members from the Managing Committees of Schools should be elected to the Board. There are three members of whom one must be a woman. Let the woman member be nominated, but two others must be elected from the members of the Managing Committees. I do not want to repeat the arguments already made, but I must say with all the emphasis that the members of the Managing Committees of Schools have done a lot for the development of secondary education, and they must have some voice in the Board of Secondary Education and that is why I support the amendment moved by Janab Abdul Halim. In a sense clause 4(18) be split up into two sections. The first part should be two representatives of the Managing Committees of secondary schools to be elected by the members of such Committees in accordance with the rules, and the second part should be that one woman member shall be nominated. I think that will solve the problem and I hope the Hon'ble Minister himself will agree to this.

[6-5—6-15 p.m.]

Lastly, I say that Sj. Satya Priya Roy who pretends to feel for Assistant Teachers is practically silent over their representation. Section 15 states that one representative of the A.B.T.A. will be on the Board and will be elected by and from among the members of the Executive Committee of which he is a member. If the seat is not ear-marked for Assistant teachers, influential Headmasters like Sj. S. P. Roy will again come on the Committee by the backdoor. So I say that the seat should be limited to Assistant teachers only and not to Headmasters. Therefore I oppose the amendments of Prof. Bhattacharyya and Sj. S. P. Roy.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, the new West Bengal Board of Secondary Education is to be a Board constituted in pursuance of the recommendations of the two Commissions (Cries of question). It has been questioned that it is not so. Now, let me read out the constitution or the composition of the Board as appears in the Bill. The Board proposed by the Mudaliar Commission was a Board of 25 Members and the Board proposed by the Dey Commission was also a Board of 25 Members. The vital difference between the two is that the Mudaliar Commission recommended that only educational experts should be on the Board, whereas the Dey Commission recommended that there should be two representatives of the Legislature on the Board. Another divergence between the recommendations of the two Commissions regarding the composition of the Board is that the Mudaliar Commission recommended that there should be two members of the teaching staff of technical or vocational schools, whereas the Dey Commission has entirely omitted the representation of that category of teachers. These are the two vital differences in the recommendations of the Mudaliar Commission and the Dey Commission regarding the composition of the Board. As regards the composition of the new Board, we have provided that the President of the Board should be President, ex-officio, nominated by the State Government as the Dey Commission said that the D.P.I. may not be the President of the Board. But the Mudaliar Commission had gone a step further and said that the D.P.I. should be its chairman. Then comes (3) the Director of Agriculture. It has been the recommendation of the Mudaliar Commission as well as of the Dey Commission. Then comes (4) the Director of Industries. He has been recommended by the Mudaliar Commission as well as the Dey Commission. Then comes (5) the Director of Health Services. Sj. Satya Priya Roy said that no Commission recommended that the Director of Health Services should be on the Board. But I find that the Dey Commission recommended that the Director of Health Services or his nominee should be on the Board.

Sj. Satya Priya Roy: I observe that the Mudaliar Commission had not recommended the Director of Health Services to be on the Board.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: He observed, Sir, that none of the Commissions recommended that the Director of Health Services should be on the Board. Here is the Dey Commission Report which says that the Director of Health Services or his nominee should be in the Board. Then No. (6) the Principal of Bengal Engineering College, ex-officio. We have taken him in accordance with the Mudaliar Commission recommendation that there should be a head of a polytechnic on the Board. Now the Principal of the Engineering College at Shibpur is not only the Principal of the Engineering College but also the head of the polytechnic there at Sibpur. Then there is (7) the Chief Inspector, Technical Education and Director of Technical Training, ex-officio. We have taken him in place of the Deputy Director. Then comes (8) the Chief Inspector, Women's Education, ex-officio. The Mudaliar Commission recommended that the

Deputy Director of Women's Education should be on the Board. Our designation is the Chief Inspector, Women's Education. We have no Deputy Director. So we have included her in the Board. Criticism has been made about the inclusion of (9) the Chief Inspector of Secondary Education. Now, Sir, the Mudaliar Commission has recommended that besides the Director of Public Instruction there should be a joint Director of Vocational Education—another Government official, but we have preferred to include Chief Inspector of Secondary Education. If the Chief Inspector of Women's Education should be on the Board, then the Chief Inspector who will be inspecting a much larger number of boys' schools should also be on the Board. After all he is an important limb of the Directorate. It has been observed that when there is the Director of Public Instruction there, why should be the Chief Inspector there? May I ask if the Director, according to the recommendation of the Mudaliar Commission, was to be the Head of the Board why was it provided that the Director of Vocational Education should be there? There is another reason for the inclusion of the Chief Inspector of Secondary Education in the Board. He knows the position of the schools intimately, and as the Director of Public Instruction cannot be expected to know that, and he has got to depend on the report of the Chief Inspector of Schools, therefore, in all fairness, the Chief Inspector of Schools should be there, because, I repeat, of his intimate acquaintance with the schools. The next item (10) is "two representatives nominated by the State Government from the teaching staff of technical or professional Institutions." This is in accordance with the recommendation of the Mudaliar Commission. It has been omitted, as I have already observed, by the Dey Commission and why?—Apparently to find two seats for the Members of the Legislative Council and the Legislative Assembly. I must say that here the Dey Commission has not followed the very principle laid down by them or by the Mudaliar Commission, because the Mudaliar Commission did not recommend the representation of any one but an expert in education. Dey Commission recommended that there should be two representatives of the Legislature on the Board. Now, it was suggested to me and it has also been suggested on the floor of the House to omit the representation of the two Houses of the Legislature, because, after all they are going to be the members of the majority party. Sir, I shall not be very much sorry if that is done, because I stand on the principle that the Board should be a compact Board of experts and educationists. After all, what can I do? Here, have I not to follow the recommendation of the Dey Commission?

[6-15—6-25 p.m.]

Then, Sir, as regards the representation of the University, it has been said at the very first opportunity by my friend Shri Nagendra Kumar Bhattacharyya, "why have you omitted the Vice-Chancellor of the Calcutta University? He ought to have been included in the Board to add to the dignity of the Board." Now, there can be no doubt that the Vice-Chancellor is one of the highest dignitaries in the temple of education in West Bengal and his inclusion would have raised the dignity of the Board. But 1957 is not 1950. Sir, the Vice-Chancellor of the Calcutta University has to perform larger duties under the new Act and I am perfectly sure that if the Vice-Chancellor is consulted, he will say that he has got no spare time. The Vice-Chancellor was on the last Board but he was present, as I have heard, either only on a few occasions or not at a single meeting. That is quite possible because after all he has got much more important duties to perform and under the Act of 1951 his duties have been much enlarged. It is not possible for him to find any time to attend the meetings of the Board.

Again, Sir, it has been said regarding item (11) "well, who are the university professore, whom do you mean by professors—professors, readers, lecturers or whom do you mean?" Sir, this only shows the ignorance of the critic. "Professor" is categorically defined in the University Act. In the University everybody knows what is the difference between a professor and a reader or a lecturer. Still it has been asked what is meant by "professor". Are we to take it in ordinary dictionary meaning? No, Sir, you need not. The University knows who are the professors and the Syndicate of the University is to elect them; they know who are the professors. We need not define professors.

Then, again, it has been said "make an electorate of them". Of how many—10 or 12 or 13 or at most 15? Why should there be an electorate? While Shri Satya Priya Roy said "make an electorate of them", Professor Nirmal Bhattacharyya said "well, Deans should be brought in", as if the Deans can spare more time than the professors.

Sir, the Mudaliar Commission recommended that there should be five representatives of the Universities of the region, while the Dey Commission recommended that there should be three representatives of the Calcutta University only. I have provided for five representatives of the Universities (items 11-13) and that is in perfect accordance with the recommendations of the Mudaliar Commission, but I could not provide for more than three representatives of the Calcutta University, because I have had to provide for some seats for the Viswa Bharati and the Jadavpur Universities.

Then, Sir, about (14) the four heads of high schools and Multipurpose schools. The Mudaliar Commission recommended again, that there should be four Headmasters, and Sir, I would request you to notice in particular, -"four Headmasters of high schools including Multipurpose schools nominated by the Government." (Sj. SATYA PRIYA ROY: Will the Hon'ble Minister kindly refer to Dey Commission?) Yes, I will come to that Have patience. Sir, the Mudaliar Commission recommended that there should be four Headmasters of high schools including Multipurpose schools, all nominated by the Government. Sir, I would stress the words "nominated" and "nominated by the Government". So far as the number is concerned, I have followed the Mudaliar Commission. The Dey Commission, however, recommended that there should be three Headmasters, and not four, of whom one should be Headmistress, all preferably from non-Government institutions, elected in the manner described in the footnote—electoral college and all that involved system of election. But, Sir, can it be implemented in connection with the constitution of a Board? Larger number of representatives elected by different electorates have been provided for in the new University Act and the other day I heard from the Vice-Chancellor that it has taken seven months for the Senate to be constituted. It is something very welcome that the Senate of a University is to be really a representative body of various educational interests, but, Sir, comment has appeared even outside that so many provisions for election should not have been made because so many electoral rolls have had to be prepared, so many elections held, and therefore, there was inevitable delay in constituting the new Senate. Sir, one day I hear, there should not be so many provisions for election and the other day I hear more electorates should be formed and enlarged. I have chosen a midway. I have taken four Headmasters of high schools and Multipurpose schools in accordance with the recommendation of the Mudaliar Commission but I have provided for the election of two among four and there I claim that I have made an advance from the recommendations of the Mudaliar Commission. How have I erred I do not know.

As regards the representatives of the Teachers' Association, it has been provided (15-16) that there should be one representative of the All-Bengal Teachers' Association (recognised as it is by the State Government) elected by and from the Executive Council or Committee of the Association in the manner prescribed by the rules, and one representative of the West Bengal Teachers' Association (recognised as it also is by the State Government) elected by and from the Executive Council or Committee of the Association in the manner prescribed. Now, Sir, am I responsible for the division in the ranks of the teachers? The Mudaliar Commission recommended that there should be two representatives of the Teachers' Association, in singular, "Teachers' Association". Sir, I again put this question, am I responsible for the division in the ranks of the teachers? My friend Sj. Satya Priya Roy suggested that there should be one Association of Teachers. I tell him here and now that I am quite prepared to omit these two separate representatations and find two seats for a united Teachers' Association if that can be formed within six months. If not, they have no right to say that.

Sj. Satya Priya Roy: If it is a question of fact, have you anything to say? [Interruptions]. .

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I understand that the Hon'ble Minister has challenged me.

[6-25—6-35 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No, Sir, I am not challenging him. The Mudaliar Commission said that there should be two representatives of secondary school teachers' association elected by the executive committee. I ask the honourable members present here to note it. And I have given seats to two teachers of secondary school teachers' associations to be elected by executive committee of the associations. I have followed the Commission's recommendation. In fact, that has been copied in the Bill. I am not going to follow the Dey Commission. Let me explain why. Some people accuse me that I have followed the Mudaliar Commission in certain cases and not the Dey Commission. But the reason has been fully explained by Dr. Banarji. Where the Mudaliar Commission and the Dey Commission differ, the Mudaliar Commission should be given preference, because after all the Dey Commission accepted the principles laid down by the Mudaliar Commission. Not only that. The Mudaliar Commission had opportunity to consult educationists throughout India, which opportunity was not present to the Dey Commission. Now as regards representation of the West Bengal State Legislature (18), it is suggested in the Dey Commission's Report that both of them should be elected. About the argument that members of the majority party would be elected, certainly two Members of Legislature who would get the majority of votes would be elected. That is how democracy works. As to the next and the last item, viz., three persons interested in education, the Dey Commission says that three educationists should be nominated by the Chairman of the Board. You say, "Why should there be nomination"? You should not grumble when the Chairman of the Board himself is nominated by Government. As regards the total number of members, both the Dey Commission and the Mudaliar Commission say that there should be a Board of 25 members. Now, to accommodate fully the classes or categories of persons recommended by the Dey Commission and the Mudaliar Commission, I have to find two more seats. Therefore the total number of members of the proposed Board has come

up to 27 instead of 25. In reply to the contention that the Board is going to be an official Board, I would point out that the Mudaliar Commission has recommended that there shall be seven officials on the Board. You look up the Report and the Bill and you will find that I have provided for eight.

So, in a Board of 27 I have provided for eight officials including the Chief Inspector, Secondary Education, whose inclusion I have fully explained, whereas the Mudaliar Commission has recommended seven in a Board of 25. Now as regards the nominated members the Mudaliar Commission has recommended nine, Dey Commission has also recommended nine, and there are only 7 nominated persons on the proposed Board. Take these two together and then you will understand me. It will be seen that the number of officials and nominated members taken together is 16 so far as Mudaliar Commission is concerned and 14 according to the Dey Commission, and I have provided for 15 in a larger Board. Therefore, it will be seen that we have followed the recommendations of the Mudaliar Commission and the Dey Commission in their entirety (Cries of "question, question"). You may question till the doom's day. After all, these are the provisions in the Bill and—whether I am correct or not or whether you misrepresent them or not it will be for the House to judge—I think I have fully explained the composition of the Board and how it is in perfect accordance with the recommendations of the Commissions.

As regards the much talked of representation of the Managing Committee and why we have not provided for it the reason is that neither the Mudaliar Commission nor the Dey Commission has suggested that there should be representatives of the Managing Committee on the Board, and why? To me it seems that they did not propose to constitute a Board representative of different interests and all sections of the people. Their recommendation essentially is that the Board should be a Board of experts and not of the Managing Committees or all the interests concerned. Their recommendation is that this should be a Board entirely of educational experts. Therefore, I did not try to provide for the representatives of the Managing Committees. Still I do realise that the Board may well have a member of the Managing Committee and that is why I am going to accept the amendment that has been proposed by Sj. Devaprasad Chatteree.

In this connection the observation of Dey Commission has been quoted by some members on more than one occasion. I challenge them to show that in the constitution of the Board as proposed by the Dey Commission there is a single representation of the Managing Committees. The Mudaliar Commission also did not propose as I have said already any representation of the Managing Committees. Anyway, I am prepared to accept the amendment suggested by Sj. Devaprasad Chatterjea.

Now I come to the two observations of Sj. Satya Priya Roy. It was stated last night that the Board was unable to pay the bills because of the attitude of the Directorate.

[6-35—6-45 p.m.]

The Directorate is not careful enough to place sufficient funds at the disposal of the Board. Now, the Budget provision for 1957-58 of the Board is of the order of Rs. 50 lakhs 18 thousand and already Rs. 48 lakhs 18 thousand has been given to the Board. Mr. Satya Priya Roy further observed that because the Board is not being given sufficient funds, therefore one of the cheques of the Board was dishonoured. Sir, we enquired about it from the Secretary of the Board who I understand reports that

he has no information about any cheque being dishonoured. This is the sample of truth that my friend over there presents to the House. Mr. Satya Priya Roy raised another point that the Director was present only on a few occasions and he said that on the strength of the information received from the Secretary of the Board he made that statement. We enquired about it and the Secretary said that he did not supply any such information to Shri Satya Priya Roy or to anybody else. Sir, I do not wish to speak any longer because I think I have answered all the points raised by the members.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, it is already past 6-30 and let us stop today.

Mr. Chairman: Let us carry on till 7.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I would suggest for your kind consideration that each of the amendments should be put separately because the amendments are not identical and therefore they cannot be put in a lump.

Mr. Chairman: Are you going to claim division on each amendment?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Yes, Sir.

Mr. Chairman: That would be wasting time. We can have division by show of hands and you will have your names recorded all right.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: The Hon'ble Minister is responsible for this waste of time. We do not agree to division by show of hands.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that after clause 4(1), the following be inserted, namely:—

"(1A) the Vice-Chancellor of the University of Calcutta, ex-officio;", was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 4(2), the words "or if the State Government so directs the Joint Director of Public Instruction" be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that clause 4(3) be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

[6-45—6-55 p.m.]

The motion of Sj. Satya Priya Roy that clause 4(4) be omitted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—25.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 25, the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 4(5), for the words, "the Director of Health Services, ex-officio" the words, "A teacher of one of the Medical Colleges in the State of West Bengal to be elected by the teachers of such colleges" be substituted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—26.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 26, the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that clause 4(8) be omitted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—8.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan

Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 8 and the Noes 27, the motion was lost.

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that in clause 4(8), for the words, "Chief Inspector, Women's Education" the words "Principal, Government Girls' Training College at Hastings House, or the Principal, Bethune College, Calcutta" be substituted,

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27 the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that clause 4(9) be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—26.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo Sj. Sarat Chandra

The Ayes being 9 and the Noes 26 the motion was lost.

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that in clause 4(9), for the words, "Chief Inspector of Secondary Education" the words, "Principal, David Hare Training College, Calcutta", be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27 the motion was lost.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that clause 4(10) be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Cose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27 the motion was lost.

The motion of Sj. Nagendra Kummar Bhattacharyya that for clause 4(10), the following be substituted, namely,—

"(10) two members of Managing Committees of recognised Institutions elected in the manner prescribed by regulations by the members of such Committees;"

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: No, Sir, we can never agree to it and let that be final.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 4(11), line 1, for the words "three Professors nominated by the Syndicate", the words "five persons elected by the Senate" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy Sj Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 4(11), line 1, for the word "three" the word "five" be substituted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27 the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 4(11), line 1, for the word "professor", the words, "teachers of the Calcutta University" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Fakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 4(11), line 1, for the word "Syndicate", the word "Senate" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—25.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 25, the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 4(11), in line 3, for the word "Professor", the word "teacher" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—26.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 26, the motion was lost.

[7-5—7-15 p.m.]

The motion of Sj. Satya Priya Roy that for clause 4(13), the following be substituted, namely:—

"(13) One person elected in the manner prescribed by regulations by the members of the Samsad of Viswa Bharati University.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that for sub-clause (14), (15) and (16) of clause 4, the following sub-clauses be substituted, namely:—

"(14) (a) two Heads of recognised High Schools or recognised Multi-purpose Schools nominated by the State Government;

(b) two Heads of recognised High Schools or recognised Multi-purpose Schools elected in the manner prescribed by rules by and from the Executive Committee, of the West Bengal Head-masters' Association, one of the two elected being the Head of such a High School or such a Multipurpose School for girls;

(15) one representative of the All-Bengal Teachers' Association, elected in the manner prescribed by rules by and from the Executive Committee of such Association;

(16) one representative of the West Bengal Teachers' Association, elected in the manner prescribed by rules by and from the Executive Committee of such Association;".

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

NOES—7.

Abdul Halim, Janab
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

The Ayes being 27 and the Noes 7, the motion was carried.

Mr. Chairman: Amendment No. 47 is carried, so amendments Nos. 48 to 59 fall through.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Those are all different amendments. So we do not understand why all of them fall through.

Mr. Chairman: The clause is being substituted. Therefore there is no room for subsequent amendments.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 4(17), lines 2 to 7, for the words beginning with "one of whom" and ending with the word "Assembly" the following words be substituted, namely:—

"to be elected by the Members of both the Houses jointly in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote"

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyjya that clause 4(18) be omitted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha Sj. Jogindra Lal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that in clause 4(18), line 1, for the word "three" the word "two" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27 the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 4(18), lines 1 to 3, for the words beginning with "to be nominated" and ending with "woman" the following words "to be elected by all other members of the Board in the manner prescribed by rules" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27 the motion was lost.

The motion of Sj. Satish Chandra Pakrashi that in clause 4(18), lines 1 and 2, for the words "nominated by the State Government" the words "elected by the Managing Committees of the Institutions" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27 the motion was lost.

The motion of Sj. Devaprasad Chatterjea that in clause 4(18), line 3, after the word "woman", the following words be added, namely:—

"and one at least shall be a member of the Managing Committee of an Institution recognised by the West Bengal Board of Secondary Education.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

NOES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

The Ayes being 27 and the Noes 9 the motion was carried.

[7-15—7-20 p.m.]

The motion of Janab Abdul Halim that after clause 4(18), the following be added, namely:—

"(19) two representatives of the Managing Committees of Secondary Schools to be elected by the members of such Committees in accordance with rules made in this behalf"

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

The motion of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya, that after clause 4 (18), the following be added, namely:—

"(19) one person belonging to the educationally backward classes to be nominated by the State Government;

(20) one representative of the West Bengal College and University Teachers' Association elected by and from amongst the members of the Executive Council or Committee of the Association in the manner prescribed by rules.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES 8.

Abdul Halim, Janab	Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar	Roy, Sj. Satya Priya
Choudhuri, Sj. Annada Prosad	Sanyal, Dr. Charu Chandra
Debi, Sjta. Anila	Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath	Mal'ah, Sj. Pashupati Nath
Biswas, Sj. Raghunandan	Mohammad Sayeed Mia, Janab
Bose, Sj. Aurobindo	Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar	Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Chatterjea, Sj. Devaprasad	Mazumder, Sj. Harendra Nath
Chatterjee, Sjta. Abha	Mukherjee, Sj. Biswanath
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar	Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath	Poddar, Sj. Badri Prasad
Das, Sjta. Santi	Prasad, Sj. R. S.
Ghose, Sj. Kamini Kumar	Prodhan, Sj. Lakshman
Ghosh, Sj. Asutosh	Saha, Sj. Jogindralal
Gupta, Sj. Manoranjan	Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath	Sawoo, Sj. Sarat Chandra
	Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 8 and the Noes 27, the motion was lost.

The question that clause 4, as amended, do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath	Mal'ah, Sj. Pashupati Nath
Biswas, Sj. Raghunandan	Mohammad Sayeed Mia, Janab
Bose, Sj. Aurobindo	Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar	Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Chatterjea, Sj. Devaprasad	Mazumder, Sj. Harendra Nath
Chatterjee, Sjta. Abha	Mukherjee, Sj. Biswanath
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar	Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath	Poddar, Sj. Badri Prasad
Das, Sjta. Santi	Prasad, Sj. R. S.
Ghose, Sj. Kamini Kumar	Prodhan, Sj. Lakshman
Ghosh, Sj. Asutosh	Saha, Sj. Jogindralal
Gupta, Sj. Manoranjan	Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath	Sawoo, Sj. Sarat Chandra
	Singh, Sj. Ram Lagan

NOES—9.

Abdul Halim, Janab	Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar	Roy, Sj. Satya Priya
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra	Sanyal, Dr. Charu Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad	Sen Gupta, Sj. Manoranjan
Debi, Sjta. Anila	

The Ayes being 27 and the Noes 9, the motion was carried.

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 2 o'clock tomorrow, the 19th December, when the business remaining from today will be taken up and there will be another Bill, viz., the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957, for consideration and passing.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we suggest that we should meet at 2-30 because that is the convenient time for many people.

Mr. Chairman: No, I suggest 2 o'clock.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: In that case, Sir, we will have to close at 6, we should not continue for more than four hours.

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 2 p.m. on Thursday, the 19th December, 1957.

Adjournment.

The Council was accordingly adjourned at 7-20 p.m. till 2 p.m. on Thursday, the 19th December, 1957, at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent

Bagchi, Dr. Narendranath.
Banerjee, Sj. Tara Sankar.
Chakrabarty, Dr. Monindra Mohan.
Chattopadhyay, Sj. K. P.
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra.
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath.
Maliah, Sj. Pashupati Nath.
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath.
Musharruf Hossain, Janab.
Saraogi, Sj. Pannalal.
Sarkar, Sj. Pranabeswar.
Sen, Sj. Jimut Bahan.
Singha, Sj. Biman Behari Lall
Sinha, Sj. Rabindralal.

COUNCIL DEBATES

Thursday, the 19th December, 1957.

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Thursday, the 19th December, 1957, at 2 p.m. being the Twelfth-day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

Adjournment Motion.

[2—2-10 p.m.]

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I gave a notice for an adjournment motion.

Mr. Chairman: Yes, I have looked into the matter and I do not allow it because this is a matter of day to day occurence, and it is already *sub judice*. From a note which I have got from the Minister concerned, it has been mentioned there that it has been taken up by the administration and it is before the Court. So there is no ground for this adjournment motion, but you can read out the motion.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, my motion is as follows:—

> This Council do adjourn its business to discuss a definite matter of urgent public importance, viz., a situation of terror and helplessness created in Samserganj, Dhulian, in the district of Murshidabad, and unnecessary and indiscriminate lathi charges, use of tear-smoke shells, made by Samserganj Police on Bidi workers on strike on 17th December, 1957, resulting in injuries on 42 persons including 6 persons whose injuries are reported to be serious.

May I say a few words on this motion, Sir?

Mr. Chairman: I cannot allow it.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, since it concerns the civil liberty of the citizens we would request you to consider if you would kindly request the Minister in charge to make a statement in this connection.

Mr. Chairman: If the Hon'ble Minister likes he can do so.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we did not know what the motion was about. We have just now come to learn what it is. I would request you to reconsider your decision because it involves lives and liberty of the citizens which it should not be appropriate to regard as play things in the hands of oppressive rulers.

Mr. Chairman: Mr. Bhattacharyya, you have said 'oppressive rulers'. Well, that is your point of view. I have looked into the thing, and I think it is a matter of day to day administration and further you should remember that it is *sub judice*, and the Minister is also not there.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, is it not unfortunate that the Minister in charge is not here? But one of the Ministers is present and I think he will kindly make a statement since the responsibility of the Cabinet is joint.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I cannot make a statement in this connection, Sir. It does not concern my Department.

Mr. Chairman: Mr. Roy, I have given my ruling on this point. I do not allow any discussion on this matter.

GOVERNMENT BILLS

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957.

Mr. Chairman: Before we take up the discussion of the Board of Secondary Education Bill I wish to make my position clear with regard to the speeches on the various amendments. It seems there has been some misunderstanding about the procedure that was followed in regard to the right of a member to speak on the amendments before the House.

The procedure that has been followed since I have been here and also in former times is this: When there are a number of amendments to a clause, all the amendments are taken to have been moved by the Members who have given notice of such amendments, "unless an amendment is disallowed as out of order or unless a Member gets up and says that he does not want to move the amendment standing in his name". I am sorry this was not made quite clear when amendments to clause 4 were under discussion in this House. As a result of the misunderstanding of some Members, they were deprived of the right to speak. I am now making the position clear. When a clause is under consideration before the House, all the amendments tabled on that clause will be deemed to have been moved by the Members giving notice of them. I will at the outset make it clear if an amendment is out of order, or if any Member does not wish to move his amendment, he should at that time get up and say that he does not want to move his amendment in the House for consideration. I will call Members who have given notice of their amendments one by one to speak on their amendments. Such Members who will not move their amendments will take their seat. The Member in whose name the amendment stands should speak either in support or in opposition to the amendment. After the members who have given notice of the amendments have spoken, other members will have the opportunity to speak on the said amendment. Yesterday many members were deprived of their right to speak in the House on particular clauses. That is the procedure which has been followed in our Legislature for a long time and I shall follow this procedure here also. This procedure will give sufficient number of members the opportunity to speak on amendments before the House and so I set up this procedure here. I do not think members in any way will be inconvenienced. Now, we have to resume our discussion on clause 5.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I have a submission to make. In doing so I shall adhere to the amendments which have been printed. There are other amendments which are being examined and have not yet been admitted by the Chairman. So far as I remember, the last date for submission of amendments for clause 4 was the 3rd of December. Now, more than sixteen days have elapsed since then and yet nothing has been done as to admissibility of amendments. This is due to the fact that we do not possess a separate Secretariat for the Council and the Chairman is not properly advised in the matter. I draw your special attention to this fact. During the last sixteen days, nothing has been done as to the admissibility or otherwise of the amendments. This is due to the absence of the Council Secretariat.

Mr. Chairman: The amendments are circulated. Then the amendments come up before the House. Very few amendments are disallowed. Whether an amendment is admitted or not will come in due course.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: If you at the outset tell us which amendments have been disallowed.

Mr. Chairman: No, it has never been the custom here. The list of admitted amendments are to be printed.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We are not told which of the amendments are inadmissible until the time of discussion.

Mr. Chairman: The list is printed and supplied among the members so that they can know what amendments are out of order.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: My humble suggestion is that the members should know whether their amendments are out of order before the discussion of the amendments takes place.

Clause 5

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[2-10—2-20 p.m.]

Clause 6

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 7

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 7(1), in line 1, before the word "The", the following words be inserted, namely:—

"During five years from the establishment of the Board."

Sir, I also beg to move that in clause 7(1), in line 2, after the word "President", the following be inserted, namely:—

"; and thereafter the President shall be appointed by the State Government from a panel of four persons elected by the Board in the manner prescribed by the regulation."

Sir, I also beg to move that in clause 7(4), in line 3, after the words "(a) to (d)" the words "and (f)" be inserted.

Mr. Chairman: I would request the honourable member to be brief.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: All right, Sir, I shall not bring in unnecessary things. By my first amendment No. 71, I want to insert the words "During five years from the establishment of the Board". Then I shall place before you amendment No. 74 by which I would like to insert the words "and thereafter the President shall be appointed by the State Government from a panel of four persons elected by the Board in the manner prescribed by the regulation.". This is correlated to amendment No. 71. There is another amendment standing in my name which is No. 77. But as it relates to sub-clause (4) of clause 7, I would speak about it at a later stage, of course in continuation of my submission with regard to the two earlier amendments. By these two amendments, namely, Nos. 71 and 74 I want to bring clause 7 in line with section 7 of the Act of 1950. In order to explain the matter I would with your kind permission place before

the House section 7 of the Act of 1950 which runs this:—"7(1) During five years from the establishment of the Board the State Government shall appoint any person it thinks fit as the President; and thereafter the President shall be appointed by the State Government from a panel of four persons elected by the Board in the manner prescribed by the regulation." This wording is found in the Act of 1950. In the present Bill the procedure of recruiting or rather appointing President from a panel of four persons elected by the Board in the manner prescibed by the regulation—that provision has been deleted, so that in all years to come the State Government alone will appoint the President of the Board of Secondary Education. The members of the Board of Secondary Education will have absolutely no say in the matter. That is the intention of clause 7 of the Bill. Now, as I have said during my preliminary discussion every clause, if scrutinised, would show the amount of desire on the part of the State Government to centralise the power in itself. This is one of the instances. Sir, during the opening address the Hon'ble Minister-in-charge of Education levelled a good many charges against the Board of Secondary Education regarding its inefficiency. In doing that he also indirectly laid a charge of inefficiency against the President of the Board for his inability to direct and guide the Board of Secondary Education in proper lines. So we find, Sir, an instance before us in which Government appointment proved failure; for, the President, who was actually appointed under the Act of 1950, was for the first time appointed President and according to the provisions of section 7 of the said Act he could only be appointed by Government. So what guarantee is there that even if Government centralises power in itself and takes upon itself the sole responsibility of appointing the President of the Board, the President would prove himself to be a successful one? Therefore I venture to suggest in all humility that the Education Minister will be pleased to consider whether it would not be better to appoint a President on the basis of collective wisdom of the members of the Secondary Board of Education and the Government. Government need not be apprehensive for the constitution of the Board was settled yesterday and all the ex-officio members, all the nominated members and all the appointed members, as proposed by the State Government, will be there in the Board. Not only that; there has been an addition of one member from the members of the committee of management but the Government will have the power to nominate him. So there would be an absolute majority of the Government servants—Government nominees—and there should not be any apprehension in the mind of the State Government for there also they would be in preponderance and they would choose a person who would be liked and who would be actually appointed by the State Government. So I would submit simply to have the benefit of the advice of the Board of Secondary Education and thereupon select any person you choose. That will not go against the recommendations of the Mudaliar Commission or the Dey Commission and that would be a salutory principle on which the appointment would be based. Sir, I consider that in whatever sphere of life it may be, two heads are always better than one and three heads are better than two and so if you get the opinion of the Board and if they are allowed to form a panel of persons to be appointed as President, then if you choose one out of four, what is the harm? So I would submit that the Hon'ble Minister will be pleased to consider the matter on the basis of reasons, not on the basis of majority of votes which he commands in this House and accept this amendment. With these words, Sir, I move these two amendments.

Then there is another amendment No. 77. In order to explain this amendment I should, with your kind permission, Sir, refer to the amendment to clause 9 because unless I do so, the earlier amendment, viz., amendment No. 77, cannot be explained to this House. I have proposed that clause 9 be amended by addition of one clause (f), viz., "directly or

indirectly by himself or his partner, has or had any share or interest in any text-book published, or has any share or interest in any work done by order of, or in any contract entered into on behalf of the Board: provided that a person who had any share or interest in any text-book referred to in sub-clause (i) shall not be deemed to have incurred the disqualification under the said sub-clause if five years have elapsed from the date of the publication of such text-book". Now, I have proposed this amendment in clause 9 which enumerates the different disqualifications of members of the Board of Secondary Education.

[2-20—2-30 p.m.]

I have asked for the addition of clause (f) there, Sir, I may say at once that this salutary provision has been taken from the Bombay Act. In the Bombay Act it has been provided that a person should be considered as ineligible for election, nomination or appointment as a member of the Board of Secondary Education if he has got the interests mentioned in amendment No. 80, so that for the purity of the administration of the Board of Secondary Education this salutary provision ought to be incorporated in clause 9, so that there may not be any trouble in future, there may not be any allegation of corruption or nepotism anywhere in the matter of selection of text-books. As a matter of fact, I won't disclose, I will keep it vague, I would say, there was a litigation over this matter, in respect of nepotism or corruption or whatever it may be called, and the matter was taken ultimately to the Hon'ble High Court. So, for the purity of administration of the Board this salutary provision ought to be incorporated in clause 9 and if that is done necessarily clause (f) should be incorporated in sub-clause (4) of section 7 where it is said "the President shall cease to hold office if at any time he becomes subject to any of the disqualifications referred to in clauses (a) to (d)". My amendment is "(a) to (f) of sub-section (1) of section 9."

Now, by this amendment I want to say that a person should be disqualified to be appointed a President of the Board of Secondary Education if he is interested in text-books which may be chosen for study in the Secondary schools. Sir, on principle it does not conflict with anything. It is not against the recommendation of the Mudaliar Commission. It is not against the recommendation of the Dey Commission, and as I have said more than once, these provisions are absolutely necessary to be incorporated in clause 9, and secondly, in clause 7(4), with a view to obtain purity in the matter of administration of the Board of Secondary Education. So, Sir, in all humility I would submit that the Hon'ble Education Minister would be pleased to consider this matter. This is not for any other object, not for obtaining majority or for anything, nor with the ultimate object of making one party having any advantage over the other party. It is for the sake of principles and principles alone, I beg to submit, these should be incorporated in clause 9 and also in clause 7(4).

The other amendments which do not stand in my name, standing in the name of other honourable members, Ihave read them with interest and in substance they suppor the amendments, at least the principles underlying my amendments, and therefore, I do not think that I should speak about them in detail. So, Sir, with these remarks I submit that amendments Nos. 71, 74 and 77 which stand in my name may kindly be accepted.

Sj. Manoranjan Sen Gupta: I beg to move that in clause 7(1), in line 2, after the word "President" the words "during four years from the establishment of the Board, and thereafter the President shall be appointed by the State Government from a panel of four persons elected by the Board in the manner prescribed by regulations" be inserted.

I also move that in clause 7(2), line 1, for the word "five" the word "four" be substituted.

My amendments to clause 7 are almost identical with the one moved by Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya with this difference that where he has said "five years" I have said "four years". I would like to say that I have taken almost verbatim from the Act of 1950. Our present Minister of Education, Rai Harendra Nath Chaudhuri was also the Education Minister at that time. So I do not know what has happened to change his attitude in saying that there should be no panel. The Act of 1950 provided that there should be a panel of four persons. I am at a loss to understand what has happened since then to change his attitude. It is a fact that the President for whose appointment he was responsible at that time has mismanaged things. As the Chief Executive Officer of the Board he cannot be freed from the charges which have been brought against the Board for its failure to work satisfactorily. That being the case, I have to say that appointments made by the Government are not always satisfactory. I do not understand why that provision has not been incorporated in the present Bill. I am to request the Hon'ble Minister—it is a very innocent proposal—to accept our amendment that the President should be appointed from a panel of four names and I also propose the term of the Board to be four years. At the time when the Board was first formed, the term was four years. The term of five years is too long a period. I know that there are many institutions whose term is four years or less. Let us take the case of the Calcutta University whose term is three years. The term of Managing Committees of schools is three years. The suggested term may be four years. These are all innocent proposals and they can be accepted. Let the appointment of the President be made by the Government, but it should be made from a panel of four names suggested by the Board. The Education Minister in that case should get opportunities for selecting better persons for the post. With these words, Sir, I move my amendments.

Sjkta. Anila Debi: Sir, I beg to move that in clause 7(1), in line 2, after the word "any" the word "non-official" be inserted.

I also move that in clause 7(1), in line 2, after the word "President" the words "during five years from the establishment of the Board under this Act and thereafter the President shall be appointed by the State Government from a panel of four persons elected by the Board in the manner prescribed by regulations under this Act" be inserted.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ৭২ নং এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করছি। তাতে এনি শব্দের পরে নন-অফিসিয়াল কথাটা বসাবার জন্য সংশোধন দিয়েছি।

এখানে 'নন-অফিসিয়াল' এই কথাটা বসাবার যুক্তি হিসাবে বলতে চাই যে, এখানেও বোধ হয় মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এক হাতে মুদালিয়ার কমিশন এবং এক হাতে দে কমিশন রিপোর্ট নিয়ে একবার মুদালিয়র এই বলেছেন, পুনরায় দে এই বলেছেন—এই রকম বলবেন। এই মুদালিয়র আর দে কমিশন নিয়ে তিনি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যাতে মনে হয় যে মুদালিয়র এবং দে উভয়ে মিলে যেন একটা মুদ্গর কমিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে বলা আছে প্রেসিডেন্ট হবেন ডিরেক্টর অব ইনস্ট্রাকশন কিন্তু সেই মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশমত পশ্চিমবাংলায় যে দে কমিশন বসেছিল সেই দে কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রীঅনাথনাথ বসু মুদালিয়র কমিশনের সম্পাদক ছিলেন।

[2-30—2-40 p.m.]

সুতরাং মনে করা যেতে পারে যে, মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশকে বাংলাদেশের উপযোগী করবার জন্য খানিকটা সংশোধন ক'রে, খানিকটা সংযোজন ক'রে দে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ

করা হয়েছিল এবং অফিসিয়াল প্রেসিডেন্ট মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে থাকবার অসুবিধাগুলি দে কমিশনের সদস্যবর্গ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন—তাই দে কমিশনের রিপোর্টে প্রেসিডেন্ট নন-অফিসিয়াল হবেন বলেই তাঁরা সুপারিশ করেছেন। অবশ্য মন্ত্রিমহাশয় অন্যান্য সংশোধনী আনবার সময় সুবিধামত কোথাও মুদালিয়র কমিশন, কোথাও দে কমিশনের কথা বলেছেন এবং যেখানে মুদালিয়র কমিশন বা দে কমিশন পাচ্ছেন না সেখানে তাঁরা নিজে কতটা ইম্প্রুভ করেছেন সেকথা বলবার চেষ্টা করেছেন। কমিশন সদস্যেরা চিন্তা ক'রে যা বলেছেন তার মূলগত আদর্শের দিকে, অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের নীতি নির্ধারণ করা উচিত ছিল। মুদালিয়র কমিশন বসেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে, তারপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে দে কমিশন বসেছিল। সুতরাং আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে মুদালিয়র কমিশনের পরে, দে কমিশন যেগুলি অসুবিধাজনক, সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি করবে ব'লে অনুমান করেছিলেন সেগুলির সংশোধন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা করার মন্ত্রিমহাশয়ের প্রয়োজন।

আমরা জীবন্ত মানুষ চলি, সামনে এগিয়ে চলাটাই আমাদের অগ্রগতির লক্ষণ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের শিক্ষামন্ত্রীমহাশয়, যিনি দায়িত্ব পেয়েছেন দেশের সমস্ত মানুষের চিত্তবৃত্তিকে অগ্রগমনের দিকে এগিয়ে দেবার তিনি হঠাৎ থেকে থেকে আগের দিকে না গিয়ে পিছনে চলতে চাইছেন। অর্থাৎ মুদালিয়রের পরবর্তী এগিয়ে আসা দে কে পিছনে টেনে ফেলে একটা অন্ধকারের ধূম্রজাল সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমি সেজন্য নিবেদন করব যে শুধু জিদের বশে অনর্থক একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি না ক'রে এই বোর্ডের কাজকে সুষ্ঠু, সরলভাবে চালিয়ে নেবার জন্য—সমস্ত মানুষকে অন্তত বোঝাবার জন্য যে, তারা বোর্ডটাকে একেবারে সরকারের কুক্ষিগত ক'রে ফেলছেন না—গ্রহণ করুন আমি এই যে সংশোধনী উপস্থিত করেছি যে "এনি" কথাটার পর "নন-অফিসিয়াল" কথাটা বসিয়ে দেওয়া হোক।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: In the first place I shall speak on amendment No. 72 of which notice was given by Sjkta. Anila Debi. She advocates the institution of a non-official Chairman for the Board of Secondary Education. The arguments that she has advanced are very clear and forceful. Little need to be added. I will simply refer to the recommendation of the Dey Commission. Dr. S. N. Banerjee a few days ago argued that we should follow the Mudaliar Commission. Possibly he said so because the recommendations of the Mudaliar Commission happened to be more reactionery in nature. Sir, Dey Commission definitely stated that Bengal has some special problems and in view of the special problems of Bengal it is necessary to reassess the problems of secondary education in Bengal separately. It was for this separate re-assessment that the West Bengal Government appointed Dey Commission.

Now, Sir, the very distinguished educationists who were on the Dey Commission made certain recommendations. Many of them are not acceptable to the Secretariat. Therefore, they are relying, so far as some of their proposals are concerned, on the Mudaliar Commission and so far as certain other proposals are concerned, they are relying on the Dey Commission. They are following the policy of "heads I win tails you lose". Sir, this game is hardly fair to the country, hardly fair to the teachers, the students and the guardians of West Bengal. Sir, the Hon'ble Minister will lose nothing at all if he accepts this very simple recommendation of Shrimati Anila Debi because the Minister has provided for a very safe official and nominated majority on the Board. The Board really will be a sort of a pocket Board because there are 7 nominated members and 8 officials, making the total number 15—I am not taking into consideration the President who, we think, should be a non-official member. Counting the two members of the Legislature who are bound to be supporters of the Government the number comes up to 17. So they have 17 persons in their

pocket to vote for them. Nothing would be lost if a distinguished non-official Chairman is appointed. Sir, it is necessary that a non-official Chairman should be appointed for the simple reason that a non-official Chairman would be able to bring an unbiased mind to bear upon the problems of secondary education.

Sir, I will next speak on amendment No. 74 moved by my friend Mr. Bhattacharyya, viz., that the President is to be chosen out of a panel of four to be selected by the Board in the second term of course. In the first term, the President has to be appointed no doubt but in the second term and later on the President is to be chosen out of a panel of four to be prepared by the Board of Secondary Education. Sir, this is really not the spirit of the Calcutta University Act. According to the University Act a panel of names is sent to the Chancellor by the Syndicate and the Chancellor selects the Vice-Chancellor from amongst the panel sent by the Syndicate. This is a very salutary method. I believe this method of selection would make the President less amenable to Governmental influences. It will also ensure the appointment of a really suitable person to occupy the responsible position of the President of the Board.

Sir, the last amendment on which I would like to speak is amendment No. 80. Sir, the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill is very obstinate but in view.....

Mr. Chairman: You cannot speak on amendment No. 80 because the mover of this amendment has not yet moved it, but in order to explain his earlier amendment, he occasionally referred to it.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I also want to refer to it incidentally. The moment a member mentions something, the speaker following him has the right of referring to it.

Mr. Chairman: All right, you can make your comments briefly.

[2-40—2-50 p.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, with regard to amendment No. 80, the position is not at all difficult. The only difficulty possibly exists in the mind of the Hon'ble Minister and this difficulty appears to be put into his mind by the Secretariat.

Sir, if he had thought for himself I have no doubt that he would have no hesitation in accepting it but dominated as he is by the Secretariat, he is not in a position to accept it. The proposition is very simple. We know that during the period between 1950 and 1953 the Board of Secondary Education constituted under the Act of 1950 experienced certain difficulties. These difficulties. however, were not insuperable. One of the charges levelled against the Board was that there was some kind of foul play with regard to text-books. It is to guard against this that this amendment has been moved and I believe, Sir, if the Hon'ble Minister goes into it very carefully he will have no hesitation in accepting it. Sir, these are all the observations that I have to make on this clasue.

Sj. Satya Priya Roy:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে পর্ষৎএর সভ্য নির্বাচন সম্পর্কে ৭নং ধারায় যেসমস্ত সংশোধনী এসেছে তাতে সরকারের আমলাতান্ত্রিক শাসনের হাত থেকে পর্ষৎকে কতটা বাঁচান যায় তারই চেষ্টা করা হয়েছে। আমি সংশোধনীগুলির উপর আলাদা আলাদা ক'রে বলতে

চাই। শ্রীমতী অনিলা দেবী যে প্রস্তাব করেছেন তাতে আছে প্রেসিডেন্ট গভর্ণমেন্টই নিযুক্ত করবেন, কিন্তু এমন লোকের মধ্যে থেকে নিযুক্ত করতে হবে যারা নন-অফিসিয়াল। এ সম্পর্কে মন্ত্রিমহাশয়ের গোচরে আনতে চাই।

Director of Education will be the Chairman of the Board.

কিন্তু তিনিও সরকারী কর্মচারী। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে যেকথাটা ভাবতে বলি সেটা হচ্ছে, ডিরেক্টর অব এডুকেশন পশ্চিমবাংলায় আছে কিনা। ডিরেক্টর অব এডুকেশন কিন্তু ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন নয়—এটা শুধু কথার পার্থক্য নয়, এখানে একটা বদলিয়ে আরেকটা দেওয়া হচ্ছে। ডিরেক্টর অব এডুকেশনএর কি অধিকার থাকবে সে সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনে আছে, এখানে ডিরেক্টর অব এডুকেশন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনএর নাম বদলিয়ে হয়েছে তা নয়। মুদালিয়ার কমিশন এই সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছেন তা আমি মন্ত্রিমহাশয়ের গোচরে আনতে চাই।

"If education is not to be treated as a mere administrative problem we feel that the Director of Education should be mainly responsible to advise the Minister and for this purpose we recommend that the Director should have at least the status of a Joint Secretary and should have direct access to the Minister."

কাজেই এখন পর্যন্ত আমাদের পশ্চিমবাংলায় ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন হচ্ছেন এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে প্রেসিডেন্ট করার কথা মুদালিয়ার কমিশন বলেন নি। ডিরেক্টর অব এডুকেশন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের মত এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হবেন না। তিনি শিক্ষা সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন এবং তাঁর স্ট্যাটাস হবে জয়েন্ট সেক্রেটারির মত। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলায় কি হচ্ছে? মন্ত্রিমহাশয় এ সম্পর্কে যখন তাঁর রাইট অব রিপ্লাইএ উত্তর দেবেন তখন যেন এটা মনে করেন। এখন আমরা দেখছি, মুদালিয়র কমিশন বলেছেন,

Director of Education will be the Joint Secretary.

কিন্তু এখানে আমরা শুনছি যিনি সেক্রেটারী হবেন তিনি অফিসিয়েট করছেন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন পদে, কিরকমভাবে তিনি অফিসিয়েট করতে পারেন জানি না। প্রধান শিক্ষক সহঃ প্রধান শিক্ষক হিসাবে অফিসিয়েট করতে পারেন না, এরকম কোন দেশে কোন কালে হতে পারে এটা কল্পনা করতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে তাতে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন অনেক দিন অবসর নিয়েছেন এবং তাঁর জায়গায় সেক্রেটারীই ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের কাজ করছেন। মুদালিয়র কমিশনের কথা তুলে যদি মন্ত্রিমহাশয় বলেন যে, ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে সভাপতির পদে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা হ'লে সেটা ভুল হবে। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট দে কমিশনের সাম্নে ছিল। মুদালিয়র কমিশনের সম্পাদক দে কমিশনের সদস্য ছিলেন--শ্রীযুক্ত অনাথনাথ দে মহাশয়। তাঁরা এটা অনুভব করেছিলেন যে, বাংলাদেশে এই ব্যবস্থা চলবে না, এবং সেজন্যই তাঁরা বলেছিলেন যে, যদি প্রেসিডেন্ট সরকার নিযুক্ত করবেন সরকারপক্ষ থেকে নিযুক্ত করতে হবে -কিন্তু তিনি বেসরকারী লোক হবেন, নন-অফিসিয়াল হবেন। মন্ত্রিমহাশয় তাঁর যুক্তিতে কি বলবেন আমি জানি: তিনি বলবেন, কেন, সরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে কি যোগ্য ব্যক্তি নাই, কেন তাঁদের বাদ দেব? আমি যোগ্য ব্যক্তিকে নেব। এখানে একটা নীতির কথা আছে। শিক্ষায় স্বাধীনতা কতটা রক্ষা করতে পারা যায় এটাই আমাদের বলবার উদ্দেশ্য। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি হতে পারে, কিন্তু বেসরকারী লোকের মধ্যে যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই এখানে সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এখানে শুধু যোগ্যতার প্রশ্নই নয়, নীতির প্রশ্নও জড়িত আছে। সরকারের হাতে এই ক্ষমতা থাকলে তাঁরা ইচ্ছা করেই বেসরকারী যোগ্যতম ব্যক্তিকেও নিযুক্ত করবেন না। সেদিক থেকে আমার মনে হয় মুদালিয়র কমিশন থেকে কিছু নিলাম দে কমিশন থেকে কিছু নিলাম এই ক'রে এমন একটা যন্ত্র তৈরি হবে যার দ্বারা কোন কাজ হবে না। বিভিন্ন জায়গা থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আহরণ ক'রে জোড়াতালি দিয়ে কখনো

স্বীকৃত সংস্থা হতে পারে না। মুদালিয়র কমিশনের একটা সামগ্রিক সুপারিশ আছে। এখান থেকে ওখান থেকে সুপারিশ নিয়ে এসে যদি বসিয়ে দেবার কথা হয় তা হ'লে এই প্রচেষ্টা ভুল হবে। এখানে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলি টুকরো টুকরো ক'রে নিয়ে এসে সে কমিশনের কাঠামোর মধ্যে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

[2-50—3 p.m.]

কাজেই নন-অফিসিয়াল এটা আমার মনে হয় যেটা আমাদের সবচেয়ে শিক্ষার স্বাধীনতার দিক থেকে ন্যূনতম দাবী ছিল, সেই ন্যূনতম দাবী অন্ততঃ মন্ত্রীমহাশয় গ্রহণ করবেন। এইটুকু স্বাধীনতা অন্ততঃ গণতান্ত্রিক যুগে একটা শিক্ষা সংস্থার থাকতে পারে। এটুকু অন্ততঃ তিনি মেনে নিতে পারবেন—এটাই আমি আশা করতে পারি।

তৃতীয় যে সংশোধনী এসেছে সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সব সময় সরকারী কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। প্রথম যখন সংস্থা আসবে, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ গড়ে উঠবে, তখন আমি সরকারী অসুবিধার কথা বুঝি। সরকারকে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু সেই নিয়োগ বে-সরকারী শিক্ষাবিদদের মধ্য থেকে করতে হবে। এই সরকারী ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ প্রথমবার নিয়োগের পরে দ্বিতীয়বার ও তৎপরবর্ত্তীকালে চিরকালই, ১৯৫০ সালের আইনে যে ব্যবস্থা ছিল, পর্ষতের সভাপতি নির্বাচিত হবেন ৪ জনের একটা তালিকা থেকে—যে তালিকা তাঁরা তৈরী করে দেবেন পর্ষতের সভ্যরা। বাস্তবিক সেই সেতু তৈরী করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, সরকারের হাতে কর্তৃত্ব রাখা হচ্ছে নিয়োগের। তার উপর মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এ বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করবে। সরকার ও পর্ষতের মধ্যে কর্তৃত্বের একটা সেতু নির্মিত হতে পারে। সেজন্য এই ব্যবস্থা দরকার। এই ব্যবস্থা '৫০ সালের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ আইনে ছিল। শুধু তাই নয় যে ইউনিভার্সিটি য়্যাক্ট এখনো চালু আছে তাতেও ভাইস-চ্যান্সিলরএর নিয়োগ সম্পর্কে ঠিক একই ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই অন্ততঃ এই প্রেসিডেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল ক'রে রয়েছেন। এই প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি হবেন এক্সিকিউটিভ হেড অব দি বোর্ড। সেইজন্য এই প্রেসিডেন্ট নিয়োগ সম্পর্কে সতর্কভাবে বিবেচনা করা উচিত। বোর্ডএর কর্মতৎপরতা সম্পূর্ণ না হ'লেও অনেকাংশে নির্ভর করবে এই সভাপতি নিয়োগের উপর। সেইজন্য আমি বলছি, প্রথমবার যে কোন শিক্ষাবিদকে সরকার নিয়োগ করতে পারবেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার ও তৎপরবর্তীকালে ঐ তালিকা থেকে বেসরকারী শিক্ষাবিদকে নিয়োগ করতে পারবেন—এটাই আশা করব।

বোর্ডএর টেক্সট-বুক, ক্লজ ৯ অনুযায়ী যেসমস্ত ডিসকোয়ালিফিকেশনএর কথা বলা হয়েছে, যে কথা নগেনবাবু বলেছেন, আমি তা সমর্থন করি ও তাঁকে সমর্থন করতে গিয়ে বলি, পূর্ববর্তী পর্ষত সম্পর্কে এই অভিযোগ ছিল—যদিও এই অভিযোগের সত্যতা নির্ধারিত হয় নাই। আমি জানি এই অভিযোগ আদালত পর্যন্ত গিয়ে গড়িয়েছিল। কাজেই কারও যদি কোন আর্থিক স্বার্থ টেক্সট-বুক সম্পর্কে থেকে থাকে, তা হ'লে ৯ ধারায় যেসমস্ত ডিসকোয়ালি-ফিকেশনএর কথা বলা হয়েছে সেগুলি এক্সটেন্ড করে টেক্সট-বুক যাঁদের আছে তাঁদের যেন ইনক্লুড ক'রে নেওয়া হয়—এটা মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করব।

Mr. Chairman: There is no point in repeating it.

Sj. Satya Priya Roy:

আমি জানি হয়তো আমার বন্ধুবর কামিনীকুমার ঘোষমহাশয়ের নিজস্ব কিছু আছে, তিনি আপত্তি করবেন। আমিও জানি মধ্যশিক্ষা পর্ষতের পুস্তকের সমস্ত কলঙ্ককাহিনী যখন চারিদিকে প্রচারিত হচ্ছিল, তখন তার মধ্যে গ্রন্থ স্বত্বাধিকারী হিসেবে তিনি ছিলেন। তিনি যদি তখন পর্ষতের মধ্যে না থাকতেন এবং ভোট ব্যবহার না করতেন তা হ'লে পর্ষতের উপর যে কলঙ্ক ও গ্লানি এসে পড়ছিল, তা আসতে পারত না। কাজেই আমি এইসমস্ত সংশোধনীর প্রতি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বলছি, যদিও গঠন সম্পর্কে আমাদের যে কয়টি দাবি ছিল সেসমস্তই তাঁরা ভোটের জোরে নাকচ ক'রে দিয়েছেন। যেটুকু পর্ষতের গঠন হচ্ছে

সেটুকু আমলাতান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও স্বাধীনতার দরজা খুলে রাখতে হয়, তা হ'লে আমাদের পক্ষ থেকে যে সংশোধনী দেওয়া হয়েছে তা মন্ত্রিমহাশয়ের গ্রহণ করা কর্তব্য।

Sj. Kamini Kumar Ghose: On a point of personal explanation, Sir, Mr. Satya Priya Roy has just now said that I have written some books. Certainly I am an author of some books—textbooks on grammar and composition—but these books do not require the approval of the Board. So the question does not arise whether I am an author of books or not.

Sj. Naren Das:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ৭২নং অ্যামেন্ডমেন্টএর সমর্থনে সামান্য দু'-চারটা কথা পেশ করছি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় এবং তারপরেও বারংবার আমাদের সামনে এই কথা বলতে চেয়েছেন যে, সরকার তাঁর এই বিলের ব্যাপারে হয় মুদালিয়র কমিশন না হয় দে কমিশনএর সুপারিশ অনুযায়ী চলেছেন। আমরাও সেই কথা সত্যি ব'লে ধ'রে নি এবং সত্যি ব'লে ধ'রে নিয়েছি। কিন্তু এখানে আমরা কি দেখছি? যিনি বোর্ডএর প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি হচ্ছেন বোর্ডএর সবচেয়ে বড় কর্মচারী, তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে দায়িত্বশীল কর্মচারী। কিন্তু এই দায়িত্বশীল কর্মচারীটি কিভাবে নিযুক্ত হবেন, সে সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশন বা দে কমিশনএর মত শোনা যায় নি। মুদালিয়র কমিশন বিশেষ ক'রে বলেছেন যে ডাইরেক্টর অব এডুকেশন—তিনি সভাপতি হবেন। কিন্তু বাংলার বিশেষ ভূমিকা ও পরিস্থিতিকে খেয়াল ক'রে যে মুদালিয়ার কমিশন বসানো হয়েছিল সেই কমিশনএর রায় এবং দে কমিশনএরও সুপারিশ হচ্ছে—নন-অফিশিয়াল ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হবেন। এবং এই সুপারিশটা করেছিলেন এমন কয়েকটি মানুষ যাঁরা সবাই সরকারী কর্মচারী। যেমন বিমানবিহারী দে, ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন; মিঃ জে আর মুখার্জি, সরকারী কর্মচারী; এবং সেক্রেটারি যিনি, তিনি উভয় কমিশনএর সম্পাদক ছিলেন। অর্থাৎ তিনজনই ঝানু, পাকা ধুরন্ধর। সরকারী কর্মচারী তাঁরা বাংলার বিশেষ পরিস্থিতিকে লক্ষ্য ক'রে যে সুপারিশ করেছেন, সেখানে তাঁরা বিশেষভাবে বলেছেন যে নন-অফিশিয়াল হবে। তাঁরা সব কিছু জেনে-শুনেই বলেছেন নন-অফিশিয়াল। নন-অফিশিয়াল এই কারণে বলেছেন যে মুদালিয়র কমিশনএর যে সুপারিশ তাতে মোটামুটিভাবে একটা সরকারী আমলাতান্ত্রিক বোর্ড হচ্ছে। সেই আমলাতান্ত্রিক বোর্ডকে যদি অ্যাডভাইসরি ক্ষমতা দিতে হয় তা হ'লে অন্ততঃ একজন মানুষ আসুক, যে মানুষ অন্তত কোন আমলাতান্ত্রিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে না বা আমলাতন্ত্রের যেসমস্ত দোষ তার মধ্যে তা বর্তাচ্ছে না। এই ধরনের একটা মানুষকে রাখা দরকার। সেখানে শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, যিনি সভাপতি হবেন তিনি অফিশিয়াল হ'তে পারেন, নন-অফিশিয়ালও হ'তে পারেন। এখানে দুটো রাস্তা খুলে রাখা হয়েছে। আমার কথা হচ্ছে, সেই রাস্তা বন্ধ ক'রে দিতে চাচ্ছি। কারণ দে কমিশন বিচার ক'রে বলেছেন এটা বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। যে বোর্ড অ্যাডভাইসরি বোর্ড, সেই বোর্ড সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। সেই বোর্ড একটা আমলাতান্ত্রিক বোর্ড। তার বেশিসংখ্যক সদস্যই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সরকারী কর্মচারী। তাদের যদি অ্যাডভাইসরি ক্ষমতা দিতে হয় তার পলিসি ফ্রেম করবার জন্য, তা হ'লে তাদের সুদূরপ্রসারী চিন্তার গভীরতা থাকা দরকার। সাধারণত সরকারী অফিসে বেশি দিন কাজ করলে সেই জিনিসটা হারায়। কাজেই দে কমিশনএর সুপারিশ হচ্ছে নন-অফিশিয়াল; সেইজন্য তারা কোন রকমভাবে সরকারী দুর্নীতির বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকবেন না। সেইজন্য শিক্ষামন্ত্রিমহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করছি, তিনি যেন এটা ভেবে দেখেন। অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে অফিসিয়ালস যারা সরকারী কর্মচারী তাদের মধ্যে যোগ্য মানুষ নাই। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সরকারী কর্মচারী হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি যোগ্য মানুষ থাকেন। তারপর সরকারী কর্মচারী হ'লেই তাঁর যোগ্যতা বাড়ে না। আমাদের সমাজে যোগ্য মানুষ যথেষ্ট আছে। সেইসকল যোগ্য মানুষকে গ্রহণ করা হোক।

কিন্তু সরকারী নিয়োগ ব্যাপারে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। আমাদের যে অভিজ্ঞতা তাতে আমরা দেখেছি, সরকার কি ধরনের লোককে নেন। যেমন এই বোর্ডএর প্রেসিডেন্ট—এমন একজন লোক নিয়েছিলেন—যিনি শুধু রিটায়ার্ড, অবসরপ্রাপ্ত লোক

মন—যুদ্ধ এবং যুদ্ধ—যার দ্বারা কোন কাজ হ'তে পারে না। সুতরাং এখানেও অ্যাপয়েন্টমেন্টএর ব্যাপার যে তাই হবে না—তার স্থিরতা কি? তাই মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমি শেষ আবেদন করব—এই বিলে বলা এটাই বোধ হয় আমাদের শেষ প্রচেষ্টা—সুতরাং আমাদের সনির্বন্ধ আশা করি তিনি রক্ষা করবেন।

[3—3-10 p.m.]

Sj. K. P. Chattopadhyay:

মাননীয় সভাপতিমহাশয়, আমি ৭২নং সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করছি। এই বিল যখন আইনসভায় আনা হয় সেই সময় আমরা আপত্তি করেছিলাম, যে ধরনে এই বিল আনা হচ্ছে তাতে বড় বেশি ক্ষমতা সরকারের হ'তে চলেছে, এবং সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাবিভাগটা সরকারের খপ্পরে চ'লে যাচ্ছে। এই বোর্ড যেভাবে গঠিত হচ্ছে তাতে তার প্রেসিডেন্টএর ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তাতে এই দাঁড়িয়েছে যে তিনি একজন সরকারী কর্মচারী হবেন। প্রথমে শোনা গিয়েছিল যে সরাসরি ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনকে বসিয়ে দেওয়া হবে—অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেটা করা হয় নি। কিন্তু এই আইনে যেসব ধারা আছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্রেসিডেন্টএর ক্ষমতা যথেষ্ট খর্ব করা হয়েছে এবং বাড়তি প্রেসিডেন্ট ক'রে দিচ্ছেন এই ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনকে। যেমন দেখা যাচ্ছে, কোন ইস্কুলকে বোর্ড থেকে উচ্চশিক্ষা ইস্কুল ব'লে গৃহীত করা হবে তার যে রেকগনিশন কমিটি, সেই কমিটির সভাপতি হবেন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন। তারপর পরীক্ষা কিভাবে হবে না হবে তার যে কমিটি, তারও সভাপতি হবেন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন। শুধু ভার দেওয়া হচ্ছে প্রেসিডেন্টএর উপর সিলেবাস কমিটিতে সিলেবাস রচনায় সাহায্য করবেন সরকারী মনোনীত লোকের সহায়তায়। একটু মাত্র ক্ষমতা আছে, সেটা হচ্ছে বাজেট তৈরি করার ব্যাপারে এবং সেখানেও যে পরিমাণ সরকারী বিশেষজ্ঞ ও ডি পি আইএর বাহুল্য তাতে দেখা যাচ্ছে এবং মনে হয় যে তাঁরাই একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। অতএব প্রেসিডেন্ট অফিস চালাবেন, বাজেট করবেন, সিলেবাস করবেন এবং যদি কোন ইস্কুলের উপর অবিচার হয় সেটা পুনর্বিবেচনা করবার যে কমিটি, সেই কমিটির সভাপতি থাকবেন। এই যে সামান্য ক্ষমতা থাকছে এখানেও যদি সরকারী কর্মচারী বসিয়ে দেওয়া হয় তা হ'লে এটাই দাঁড়ায় যে, এটা একটা পুরোপুরি সরকারী বোর্ড হবে। এই রকম বোর্ড রাখার সার্থকতা আছে ব'লে মনে করি না। মন্ত্রিমহাশয় ইংলন্ডের বোর্ড অব এডুকেশনএর উল্লেখ করেছেন। সেখানে বোর্ড ছিল না, একজন প্রেসিডেন্ট ছিল; সেটা করলেই পারতেন। সব ল্যাঠা চ'লে যেত। এখানে নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাবার কি দরকার ছিল? তিনি বলেছেন, মুদালিয়র কমিশন এই বলেছে, দে কমিশন এই বলেছে ইত্যাদি। কিন্তু এটার খানিক ওটার খানিক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয় সম্পর্কে আমার মনে হচ্ছে সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল'এর একটা কবিতা। তাঁরই ভাষায় বলি,—

"হাঁস ছিল সজারু,
হয়ে গেল হাঁসজারু,
ব্যাকরণ মানি না।"

তিনিও শিক্ষাব্যবস্থার কোন নিয়মই মানেন না এবং সেইজন্য একটা ভুয়া বোর্ড গ'ড়ে তুলেছেন। আমাদের দেশের রাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁরা, তাঁরা ব'লে থাকেন যে সমাজতান্ত্রিক পথে আমাদের দেশকে এগুতে হবে, সমাজতান্ত্রিক—সোসালিস্টিক প্যাটার্ণ অব সোসাইটি—আমাদের গড়তে হবে। শুধু দেশের মানুষ যারা তারা সমাজতান্ত্রিক দায়িত্ব কিছুই পাবে না, তারা হাতে ক'রে কোন কিছু কাজ করতে পারবে না; সবই সরকার আমলাতান্ত্রিক কর্মচারী দিয়ে চালাবেন! এই শিক্ষা ব্যাপারেও এই রকমই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁরা করতে চাচ্ছেন বোঝা যায়। আমার এতেই মনে হয় যে শিক্ষামন্ত্রী সমাজতন্ত্রটা ঠিক বোঝেন না। এই যে দেশকে সমাজতান্ত্রিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা উঠেছে সেটা হয়তো তিনি মনে করেন ভুয়া কথা—অবশ্য তিনি বিশ্বাস করেন কিনা জানি না, করতেও পারেন। সেইজনাই আমার মনে হচ্ছে যে তিনি ভুল ক'রে থাকবেন, ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তিনি আমলাতন্ত্রের বদলে একটা গণতান্ত্রিক বোর্ড গঠন করুন—এই আমরা চাই। সেইজন্য আমি এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করছি।

very hard to have a grip of the facts. During these two years he has hardly any time to think about the advancement of learning. One has got to study the facts. One has got to master the details. Secondary education, having regard to the shape it is going to take, will be a very big affair. So the term shoold not be reduced. I would appeal to you not to insist upon the principle of election in the matter of appointment of a President or on curtailing his term of office. Let the term be five years and let the principle of election go.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, so far as Mr. Nagendra Kumar Bhattacharyya's amendment No. 71 is concerned, it need not be accepted because if you look at sub-clause (2), you will see that the term of office of the President shall be five years from the date of his appointment.

As regards amendment No. 72, I have great doubt whether the word "non-official" or "official" can be introduced in the body of the Act itself. What does "non-official" mean, what is the exact significance of the word "non-official", I for myself do not know and whether that can be safely introduced in a Legislation, I cannot say.

As regards the election of a President by the Board, I need not repeat the arguments that I advanced last night. The Dey Commission has clearly recommended that the President should be nominated. Therefore, Sir, I oppose these amendments.

But, regarding amendment No. 77 of Mr Nagendra Kumar Bhattacharyya, I see the force of his arguments.

[3-20—3-30 p.m.]

But we have provided in some way against the possibility of such corruption as he envisages by clause 15. Clause 15(1) says that "No member of the Board shall vote on any matter considered by the Board in respect of which (otherwise than in the general application thereof to all Institutions) he has any personal or pecuniary interest or any Institution of which he is either a teacher or a member of the Managing Committee, has any pecuniary interest." In clause 15, we have provided for sufficient safeguard by restriction on voting by a member who has any pecuniary or personal interest, etc. But my friend Sj. Bhattacharyya's view is that he should not even be a member of the Board, he should be disqualified for being a member of the Board. That is a matter for serious consideration. I shall take time to consider this aspect of the matter. So far as that amendment is concerned, decision on it may be kept in abeyance at present till I come to a decision on the subject. I would, therefore, request you, Sir, that clause 7 may be passed over.

Mr. Chairman: Clause 7 is held over.

Clause 8

Sj. Manoranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that in clause 8(1), line 3, for the word "five" the word "four" be substituted.

In the previous Act of 1950 this was "four years" and therefore I suggest that in this Bill also this may remain the same. I have nothing more to say.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I beg to move that in clause 8(2), the following proviso be added, namely:—

"Provided, however, that this period of extension will never exceed six calendar months from the date of such expiration."

মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে, এই যে পাঁচ বছর কার্যকাল হবে, এই কার্যকাল ফুরিয়ে গেলে যে পর্যন্ত না নির্বাচিত হচ্ছে, সে পর্যন্ত যে যার অফিসে বহাল তবিয়তে থাকবে। এটা কখনও কখনও প্রয়োজন হবে। ঠিক পাঁচ বছরের পর হয়তো নির্বাচনে নিয়োগ বা মনোনয়ন সম্ভবপর হয় না, কিন্তু তাঁরা যেভাবে পর্ষত সংগঠন বা মনোনয়নের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে পাঁচ বছরের মধ্যে এই সংগঠনের নির্বাচন বা মনোনয়নের ব্যবস্থা না হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ তাঁরা নির্বাচনকে নির্বাসন দিচ্ছেন। যে কয়টি ছোট ছোট নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখছেন তার নির্বাচকদের সংখ্যা অতি কম। সেই নির্বাচন দেরি হয়ে যাবে ব'লে আশংকা করার জন্য কোন বিশেষ কারণ নাই। তা সত্ত্বেও হঠাৎ আইনে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি না হয়ে যায় এ রকম একটা ব্যবস্থা—পাঁচ বছর কাল চ'লে যাবার পরেও যতক্ষণ না নূতন নির্বাচন বা মনোনয়ন হবে ততক্ষণ তাঁরা সদস্যপদে থাকবেন—এ রকম একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বটে। কিন্তু সেই প্রয়োজন অতি সীমাবদ্ধ, এটাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এ রকমভাবে বাড়িয়ে দেবার প্রশ্ন উঠতে পারে না। সেজন্য আমি সংশোধনী এনেছি—
"Provided, however, that this period of extension will never exceed six calendar months from the date of such expiration."

আমি দেখছি ১৯৫৪ সালে যে পর্ষত বাতিল করা হয়েছিল ১৯৫৭ সালে সবেমাত্র একটা বিল এল বিকৃত অবস্থায় যে, সেই পর্ষতকে বদল ক'রে নূতন পর্ষত সৃষ্টি হবে।

আমরা দেখেছি ম্যানেজিং কমিটিগুলির—আমাদের বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিগুলির—তিন বছর কার্যকাল শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেগুলি দশ বছর ধ'রে কাজ ক'রে যাচ্ছে অথচ সরকারের পক্ষ থেকে বা পর্ষতের পক্ষ থেকে সেগুলি বদলাবার কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না। কাজেই এই রকম যদি একটা অনির্দিষ্টকাল কাজ চালিয়ে যাবার ব্যবস্থা ৮(২) ধারায় থাকে তা হ'লে আমাদের আশংকা হয় যে সরকারপক্ষ থেকে বোর্ডকে পুনর্গঠন করার যে প্রয়োজন হবে সে সম্পর্কে তাদের কোন রকম তৎপরতা থাকবে না। ব্রহ্মার যেমন আঠার মাসে বছর হয় সরকারেরও তেমন আঠার মাস কি চব্বিশ মাসেও হয়তো বছর শেষ হবে না এবং হয়তো দেখা যাবে পাঁচ বছর পরে দু'-তিন বছর অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও পর্ষতের নির্বাচন, মনোনয়ন বা নিয়োগ হচ্ছে না। কাজেই যদি প্রয়োজন থাকে তা হ'লে ছ' ক্যালেন্ডার মাসের বেশি সময় কিছুতেই প্রয়োজন হ'তে পারে না। কারণ যেভাবে পর্ষতের সংগঠন হবে তাতে সমস্ত নির্বাচন-ব্যবস্থা ছ' মাসের মধ্যে শেষ করা চলতে পারবে। আমি আশা করব যে ভবিষ্যতে যাতে পাঁচ বছর পরে পুনর্গঠনে দেরী না হয় সেজন্য একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা মন্ত্রিমহাশয় টেনে দেবেন এবং আমার এই সংশোধনীতে ছ' মাসের নির্দিষ্ট সীমারেখার কথা বলা হয়েছে, সেটা উনি যেন একটু বিবেচনা ক'রে দেখেন।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I am not prepared to accept the amendments.

Mr. Chairman: In case of division, are you prepared to record your voting by show of hands?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: My humble submission is that things ought to be done in the proper manner and I think propriety ought to be observed in this matter.

Mr. Chairman: This is equally a proper manner to record your votes by show of hands and standing in your seats.

Sj. Satya Priya Roy: The question is that in every House the Opposition has the right to demonstrate its emphatic protest. The Members of the Opposition enjoy this right in the House of Commons. Regarding the Secondary Education Bill, so many divisions were called only to record their protest.

Mr. Chairman: If the division is there, what is the harm to record votes by show of hand? [Interruptions.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We are in favour of sticking to the precedent that has been set up.

Mr. Chairman: There is the other precedent also. Division has been communicated by show of hands. We can continue this.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: This mechanical system of voting has been set up here and we must adhere to it.

Sir, that is the system of voting and we must adhere to that system of voting.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Satya Priya Roy: Sir, we will appeal to you to maintain the dignity of the House. They have a big majority and they can ride roughshod upon our proposal.

Mr. Chairman: I think it is quite according to the dignity of the House it these divisions are taken by show of hands or by standing on your seats. It has been the practice in this House.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, it has not been the practice here. Sir, if Mr. Chairman imposes his will upon us in violation of all precedents, we shall then come to the conclusion that he is not acting impartially.

Mr. Chairman: Let us now put the amendments to vote.

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that in clause 8(1), line 3, for the word "five" the word "four" be substituted, was then put and a division taken with the following results:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—25.

Abdur Rashid, Janab Mirza
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Saha, Sj. Jagindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 9 and the Noes 25 the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 8(2), the following proviso be added, namely:—

"Provided, however, that this period of extension will never exceed six calendar months from the date of such expiration."

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—11.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chakraborty, Dr. Monindra Mohan
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Das, Sj. Naren
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta Sj. Manoranjan

NOES—28.

Abdur Rashid, Janab Mirza
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Saha, Sj. Jagindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 11 and the Notes 28 the motion was lost.

The question that clause 8 do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—21.

Abdur Rashid, Janab Mirza
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Saha, Sj. Jagindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra

NOES—13.

Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chakraborty, Dr. Monindra Mohan
Chatterjee, Sjta. Abha
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Das, Sj. Naren
Debi, Sjta. Anila
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

The Ayes being 21 and the Noes 13 the motion was carried.

Clause 9

Mr. Chairman: This clause is held over.

Clause 10

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Now, I have considered this amendment of mine in the light of observations made by other members of the House and I would therefore seek your permission, Sir, not to move the amendment as it is now but with some variation.

Sir, I beg to move that for clause 10, the following clause be substituted, namely:—

"10. *Disputes relating to the eligibility or election of elected members.*—(1) If any question arises relating to the eligibility of any person for election as a member of the Board, a Committee or a Regional Examination Council, or to the manner in which such election is held or to the eligibility of an elected member of the Board to retain his seat, such question shall be referred for decision to a Tribunal consisting of a Judicial Officer not inferior in rank to a District Judge appointed by the State Government.

(2) The procedure followed by the Tribunal shall be such as may be prescribed by rules.

(3) The decision of the Tribunal under sub-section (1) shall be final and save as provided in the Constitution of India, no suit, proceeding or writ shall lie in any court in respect of any question which may be referred to or decided by the Tribunal under that sub-section".

I hope this amendment will be acceptable to the members of this House and in that view of the matter, Sir, I beg to place this for your consideration and acceptance of the House.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I am prepared to accept this revised amendment of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that for clause 10, the following clause be substituted, namely:—

"10. *Disputes relating to the eligibility or election of elected members.*—(1) If any question arises relating to the eligibility of any person for election as a member of the Board, a Committee or a Regional Examination Council, or to the manner in which such election is held or to the eligibility of an elected member of the Board to retain his seat, such question shall be referred for decision to a Tribunal consisting of a Judicial Officer not inferior in rank to a District Judge appointed by the State Government.

(2) The procedure followed by the Tribunal shall be such as may be prescribed by rules.

(3) The decision of the Tribunal under sub-section (1) shall be final and save as provided in the Constitution of India, no suit, proceeding or writ shall lie in any court in respect of any question which may be referred to or decided by the Tribunal under that sub-section."

was then put and agreed to.

The question that clause 10, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[3-40—3-50 p.m.]

Clause 11

Janab Abdul Halim: Sir, I beg to move that in clause 11(2), line 1, for the word "may", the word "shall" be substituted.

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমার এই অ্যামেন্ডমেন্ট, ক্লজ ১১(২) লাইনে প্রিন্টিংএর ভুল হয়েছে।

"The State Government may, by notification, remove any elected, nominated or appointed member of the Board who, without the consent of the Board, fails to attend three consecutive meetings of the Board."

আমি এখানে 'মে'র জায়গায় 'শ্যাল' করতে চাচ্ছি। যদি কোন বোর্ডএর মেম্বার বোর্ডএর তিনটা কন্সিকিউটিভ মিটিং অ্যাটেন্ড না করেন তা হ'লে তিনি সদস্যপদ থেকে বাতিল ব'লে গণ্য হবেন।

He may be by notification removed.

এখানে আমার মনে হচ্ছে, তাঁকে সেখানে স্টেট গভর্নমেন্টএর 'মে' না ব'লে 'শ্যাল' বলা উচিত। পর পর তিনটা মিটিংএ যিনি উপস্থিত হবেন না তাঁর সেখানে থাকা উচিত নয়।

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 11(2), in line 4, after the words "Meetings of the Board" the following words be inserted, namely:—

"without any reasonable cause, after giving him an opportunity of being heard."

I also beg to move that after clause 11(2) the following be added, namely:—

"(3) Every vacancy occurring under sub-sections (2) and (3) of section 9 and sub-sections (1) and (2) of section 11 of this Act shall be published in the Official Gazette."

Sir, my amendment No. 91 is in conflict with amendment No. 90 moved by Mr. Abdul Halim. In that amendment Mr. Abdul Halim has said that a member who absents himself from three consecutive meetings should be removed. No discretion should be left in the State Government. On the other hand I said that some discretion should be left in the State Government and no member should be removed without being given an opportunity of being heard. Supposing for certain reasons a member is unable to attend the meeting and he can show reasonable grounds for his absence in that case discretion should be given to the State Government either to remove him or not to remove him. If the member concerned can satisfy the State Government by sufficient grounds that he had reasonable grounds not to attend the meetings in that case he should not be removed. I, therefore, appeal to the Hon'ble Minister that he would be pleased to consider this amendment also. My amendment is that "without any reasonable cause, after giving him an opportunity of being heard". He ought to be given an opportunity of being heard. As I said the other day, even a murderer is not condemned without being heard. I think a member of the Board should be given an opportunity of being heard, and then the entire discretion should be left in the State Government to remove him or not. I would, therefore, request the Hon'ble Minister to consider amendment No. 91.

Then, Sir, with regard to amendment No. 92, this is a mere technical amendment. The amendment runs to this effect, "Every vacancy occurring under sub-sections (2) and (3) of section 9 and sub-sections (1) and (2) of section 11 of this Act shall be published in the Official Gazette". It is a formal matter and I think that this amendment should be accepted because if there be notification in the *Calcutta Gazette* everybody will come to know whether there has been a vacancy in the situation of the Board of Secondary Education.

So, I would submit that the Hon'ble Minister be pleased to consider the matter and accept it.

Sj. Satya Priya Roy:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমি আবদুল হালিম সাহেবের সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করছি। অবশ্য তিনি যে কথা বলেছেন—কাকেও কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে দণ্ড বিধান করা উচিত নয়, এমনি ক'রে কোন পর্ষত-সদস্যকে বাতিল ক'রে দেওয়া উচিত নয় তাঁর কি বলবার আছে তা না শুনে। কিন্তু ১১ ধারার ২ উপধারায় তাঁর বক্তব্য রাখবার সুযোগ রয়েছে। কারণ এখানে বলা হচ্ছে—

"The State Government may by notification remove any elected, nominated or appointed member of the Board who without the consent of the Board fails to attend three consecutive meetings of the Board."

কাজেই বোর্ড'এর সম্মতি না নিয়ে বা বোর্ড'এর সামনে তাঁর বক্তব্য না রেখে যদি তিনটি সভায় ক্রমান্বয়ে অনুপস্থিত থাকেন কোন সদস্য তা হ'লে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হবে। তিনটি সভা হ'তে অন্তত তিন সপ্তাহ লাগবে। এই তিন সপ্তাহেও যদি কোন সদস্য বোর্ড'এর কাছ থেকে কোন সম্মতি চাওয়ার জন্য তাঁর কি বক্তব্য তা উপস্থিত করতে না পারেন তা হ'লে আমি বলব, তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করবার জন্য যে সুযোগ তিনি চান সেই সুযোগ তিনি নিজে গ্রহণ করেন নি। তাঁকে যে বলবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তার কথা যেখানে আছে, হালিম সাহেব যে কথা বলেছেন—গভর্নমেণ্ট শ্যাল রিমুভ—তার একটু যুক্তি আছে। তার কারণ, এ না হ'লে এখানে অনুগ্রহ করবার একটা মস্ত বড় সুবিধা সরকারের হাতে থেকে যাবে। যদি বাস্তবিক তিনটি সভায় ক্রমান্বয়ে কোন সদস্য অনুপস্থিত হন এবং তারপর তাঁর সদস্যপদ বাতিল ব'লে গণ্য হয়, তা হ'লে তাঁর সামনে আর কোন কারণ থাকতে পারে না, যার জন্য সরকার ইচ্ছা করলে বাতিল ক'রে দিতে পারেন। এই রকম যদি থাকে—সরকার যা খুশি তাই করতে পারবেন, তা হ'লে এর অপপ্রয়োগ হবে। তিনি যদি সরকারের অনুগ্রহভাজন হন তা হ'লে যতদিন খুশি তিনি অনুপস্থিত থাকতে পারবেন। আর যদি সরকারের নিগ্রহভাজন হন তা হ'লে পর পর তিনটি সভাতে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। যেমন ডাইরেকটর অব ইন্ডাস্ট্রিজ, ডাইরেকটর অব এগ্রিকালচার—যাঁদের দিয়ে সরকার পর্ষৎ গঠন করেছেন, সরকার হয় তো মনে করেছেন এইভাবে পর্ষৎ গঠন ক'রে সেখানে একটা আমলাতান্ত্রিক পরিবেশে শাসন চালিয়ে যাবেন। এইসব বিশেষজ্ঞরা পর পর তিনটি সভায় উপস্থিত হ'তে পারবেন না, আমরা জানি আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে। শতকরা ৮০টি মিটিংএ এইসব ডাইরেকটর অব ইন্ডাস্ট্রিজ, এগ্রিকালচার আসেন না বা আসতে পারবেন না। তাঁরা আসবেন না জেনেই তাঁদের জন্য এই বিকল্প অধিকার সরকারের হাতে রাখা হয়েছে—এই 'মে' শব্দটা ব্যবহার ক'রে।

আমি বলব, আইন যখন করলেন তখন সেই আইন যাতে সমানভাবে সকলের উপর প্রযোজ্য হয় তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। বোর্ড'এর কাছ থেকে কনসেন্ট নিয়ে তিনি তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকতে পারবেন। আর যদি এই তিনটি মিটিংএর মধ্যে কোন সদস্য বোর্ড'এর কনসেন্ট নেবার সময় না পান তা হ'লে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাওয়াই উচিত—তিনি সরকারের অনুগ্রহভাজনই হন বা নিগ্রহভাজনই হন। তাই হালিম সাহেব যে সংশোধনী এনেছেন—'মে'র জায়গায় 'শ্যাল' ব্যবহার করতে চাচ্ছেন—এটা আমি সমর্থন করি এবং আশা করি সরকার এটা গ্রহণ করবেন।

[3-50—4 p.m.]

Dr. Sambhu Nath Banerjee: I will support this amendment on a short ground. I do not appeal to any principle of ethics or justice. I would only appeal to the principle of expediency. The amendment, if it is adopted, will save the Government from a lot of trouble; otherwise Government will be troubled with applications under Article 226 of the Constitution, namely, writs.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: In section 11(2) relating to the removal of members in case of failing to attend three consecutive meetings, —the member is given an opportunity to get the leave of the Board. If he fails to get the leave of the Board then and then alone section 11(2) comes into operation. In view of this fact it is not necessary to include the safeguard which has been proposed by Mr. Bhattacharyya. If we accept the view of Mr. Bhattacharyya, we would be landed in difficulties as Dr. S. N. Banerjee has pointed out, because the Board will be flooded with all kinds of applications and there would be neglect on the part of the members of the Board to secure the previous consent of the Board for absence. It is for this reason I support the amendment of Janab Abdul Halim.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: So far as amendment No. 91 is concerned I am prepared to accept the amendment if Sj. Bhattacharyya revises his amendment by deleting the first four words "without any reasonable cause", because what is a reasonable cause or not will be a matter of suit. Therefore, I would accept the amendment if he only retains the words "after giving him an opportunity of being heard." and deletes the first four words.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: I accept the proposal made by the Hon'ble Minister and I am willing to delete the words "without any reasonable cause" from my amendment No. 91, so that the wording will be "after giving him an opportunity of being heard" which shall be added at the end of that clause.

Mr. Chairman: I think there would be no objection.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I have much pleasure to accept it.

The motion of Janab Abdul Halim that clause in 11(1), line 2, for the word "may", the word "shall" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 11(2), in line 4, after the words "Meetings of the Board" the following words be inserted, namely:—

"after giving him an opportunity of being heard."

was then put and agreed to.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: As regards amendment No. 92 I think it is superfluous. If my friend Sj. Bhattacharyya carefully looks to the definition of "notification" he will find that "notification" means a notification published in the Official Gazette.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: I have looked into it. My amendment runs thus: "Every vacancy occurring under sub-sections (2) and (3) of section 9 and sub-sections (1) and (2) of section 11 of this Act shall be published in the Official Gazette". Sir, I do fully appreciate the observation made by the Hon'ble Minister-in-charge of Education that notification means notification in the Official Gazette, but my point is whether the vacancies under those sections mentioned in my amendment should be notified in that Gazette.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: That will be covered by the general definition.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: If it covers them, then I do not press that amendment. I want to withdraw it.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that after clause 11(2) the following be added, namely:—

"(3) Every vacancy occurring under sub-sections (2) and (3) of section 9 and sub-sections (1) and (2) of section 11 of this Act shall be published in the Official Gazette."

was then by leave of the House withdrawn.

The question that clause 11, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 12

The question that clause 12 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New clause 12A

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the following new clause be inserted after clause 12, namely:—

Power of the Board to co-opt members for special purposes.

"12A. (1) The Board may co-opt persons not exceeding three to be extraordinary members for any special purpose.

(2) A person so co-opted shall not be deemed to be a member of the Board and shall have no right to vote at any meeting thereof, but he may take part in the discussions of the Board relating to the purpose for which he was co-opted."

Sir, I may say at the outset that this provision has been quoted verbatim from the Bombay Board of Secondary Education Act and I feel that this amendment embodies a salutary principle, namely, that there may be matters which may come up before the Board in which special knowledge or expert advice may be necessary. In these circumstances, the amendment which is sought to be moved wants that three persons having expert knowledge on subjects should be co-opted. They will not be deemed to be members of the Board but they may be co-opted for a special purpose. This is a salutary principle which in my humble submission ought to be accepted by the Hon'ble Minister because it definitely says that the persons so co-opted—not exceeding three in number—shall not be deemed to be members of the Board but they will be co-opted merely for a particular purpose, for giving advice in relation to particular matters. Sir, from the constitution of the Board, I know that there may be many experts on the Board but even then the expert advice from some men of prominence may be helpful to the Board in coming to a certain decision. Why don't you vest the Board with that power? It will not be in any way detrimental to the interests of anybody. The Government will have their say because there will be preponderance of the members on the Board who, I think, will be *ex-officio* members or Government servants nominated by the Government and so far as they are concerned, they will only be there in an advisory capacity. So I think no harm will be done either to the Government or to anybody else if this is accepted. I am aware of the fact that there is provision for co-option in the committees to be constituted according to this Bill and if that principle can be accepted, what is the harm of accepting the same principle here? That is a matter which is to be considered. My amendment does not conflict in any way with the principles which underlie the provisions of this Bill. What I do submit in all humility is that this Board ought to be given the power to co-opt members. With these words, Sir, I move my amendment.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I stand to support the amendment that has been moved by my friend Mr. Bhattacharyya. He has argued that the person who will be co-opted will be a specialist in a particular line and his specialised knowledge will be utilised by the Board. I think, Sir, this is a very salutary principle that has been enunciated in this amendment and I would appeal to the Hon'ble Minister to accept this. I will try to make my position further clear by citing an example. Suppose, the Board is discussing the question of special educational facilities to be extended to backward classes.

[4—4-10 p.m.]

The Board may co-opt a representative of the backward classes to advise them in the matter and to furnish certain details which may be necessary in order that a correct decision may be arrived at. With regard to women's education similarly there may arise a necessity to call upon a woman educationist to advise the Board. Sir, this is a very salutary principle. Since the co-opted member will have no vote at all he will in no way disturb the balance which the Hon'ble Minister is so anxious to maintain in the composition of the Board.

With these words, Sir, I support the amendment.

Sj. Manoranjan Sen Gupta: Sir, I rise to support the amendment of Mr. Bhattacharyya. In supporting this I am of opinion that the amendment will be an improvement upon the provisions that has been made in this Bill and there may be occasion when such experts will be necessary. There is no harm if this amendment is accepted.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, I am sorry I cannot accept the amendment of my friend. Power of co-option has not been given to the Board, quite true. Is it there in the Bombay Act? It is stated in the preamble to the Bombay Act itself that it is an Act framed for holding an examination. It says, "Whereas it is expedient to establish a Board for the purpose of holding and conducting an examination at the end of the high school education stage and for prescribing courses of studies for such examination with a view to equipping pupils for employment, for education in the University and for other cultural purposes; it is hereby enacted as follows:—"

The Bombay Act has a very limited scope. So, we are not prepared to follow the Bombay Act. So far as co-option is concerned we have not provided for co-option in the Board. But we have provided for it in the constitution of some committees. My friend Shri Nirmal Bhattacharyya observed that sub-committees may have to be formed for special purposes—quite true, but my friend opposite has not studied the Bill carefully, as he is determined to oppose everything in the Bill. Had he looked to clause 24 he would have seen that it is provided therein, that "The Board may, with the approval of the State Government, constitute such other committees as it thinks fit and proper and such committees may be composed wholly or in part of members of the Board". It provides for co-option in a way. Therefore, I am not prepared to accept the amendment proposed by Shri Nagendra Kumar Bhattacharyya.

Mr. Chairman: Objection has been taken to voting by show of hands saying that there has never been such an occasion. From the official records I find that there have been some occasions of voting by show of hands.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, we did not say that it has never happened. Whenever that was done it was definitely said that it

would not be taken as a precedent, and on that occasion the Chief Minister who was unwell made a special appeal and on that we agreed, but it was definitely said that it will not be taken as a precedent.

Mr. Chairman: I appeal to your good sense. You do not stand to lose anything by this. Your names will be there. The only thing is that some time of the House will be saved by this. What I say is this—that you insist upon it by way of retaliation.

Sj. Satya Priya Roy: There is no question of retaliation.

Mr. Chairman: You should not waste time.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: In the Parliamentary History it is a recognised parliamentary method and the Hon'ble Minister told us that he did the same thing in connection with the Secondary Education Bill that was introduced by the League Government.

Mr. Chairman: Let us not waste time.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, on that side there is no spirit of co-operation. That is why we want to protest.

Mr. Chairman: What I want to bring to the notice of the honourable members is that in this House there is a system of voting by show of hands.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: There has been no such practice. Whenever there was a voting by show of hands, it was specifically understood that it would not create a precedent.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that the following new clause be inserted after clause 12, namely:—

Power of the Board to co-opt Members for special purposes.

"12A. (1) The Board may co-opt persons not exceeding three to be extraordinary members for any special purpose.

(2) A person so co-opted shall not be deemed to be a member of the Board and shall have no right to vote at any meeting thereof, but he may take part in the discussions of the Board relating to the purpose for which he was co-opted."

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—11.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chakraborty, Dr. Monindra Mohan
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Sj. Charu Chandra
Sengupta, Sj. Manoranjan

NOES—28.

Abdur Rashid, Janab Mirza
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan

Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mahitosh
Saha, Sj. Jagindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 11 and the Noes 28, the motion was lost.

Clause 13

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 13(1), in line 3, after the words "duties of his office" the following be inserted, namely:—

"'the Board shall forthwith report such fact to the State Government and the Vice-President, or if the Vice-President is likewise unable or there is a vacancy in the office of the Vice-President".

I also move that for sub-clause (2) of clause 13 the following be substituted, namely:—

"(2) If any vacancy occurs in the office of the President by reason of his resignation, disqualification, death or the expiration of his term of office, the Vice-President or if there is a vacancy in the office of the Vice-President, a person appointed by the State Government in this behalf, shall act as President, until a new President is appointed."

In order to explain amendment No. 94 I may be permitted to refer also to amendment No. 98 which reads:

"*Election of Vice-President.*

13A. (1) The Board shall, as soon as may be after its establishment, elect one of its members to be Vice-President.

(2) The term of office of the Vice-President shall be the same as the term of his membership of the Board.

(3) If a vacancy occurs in the office of the Vice-President during the term of his office, another member of the Board shall be elected as such.

(4) The Vice-President may resign his office by giving notice in writing to the President, and when such resignation is accepted by the Board, the Vice-President shall be deemed to have vacated his office."

[4-10—4-20 p.m.]

In the Act of 1950 there is a provision for election of Vice-President and when I have tabled these two amendments, namely, amendments Nos. 94 and 98 the object with which that was done is to have a Vice-President who would be assisting the President in all matters. As a matter of fact I have also suggested for addition of a new clause, namely, 14A, which empowers the President to delegate certain powers to Vice-President. Sir, the election of a Vice-President would be to the interst of the Board itself, and there would be no harm in having a Vice-President, because his duties would be to assist the President in all matters, to do his duties when he is unable to perform the same and other matters which may be delegated to him by the President. This procedure is to be found in the Act of 1950. In the Act of 1950 there is a provision for the election of Vice-President. If that principle be accepted, if the House agree to the provision for the election of a Vice-President to be made in the Bill, then that provision

should also be made in the earlier clause, namely, clause 13, for if there be a Vice-President, when the President falls ill, he will automatically perform his duties. So these words need be inserted in clause 13(1), namely, that the inability of the President to discharge his functions should be reported to the State Government at once and the Vice-President, or if the Vice-President is likewise unable or there is a vacancy in the office of the Vice-President, then I think a person would be appointed to perform his function. So, Sir, what is the harm in having a Vice-President who would automatically step into the shoes of the President and there would be no dislocation of work in the Board of Secondary Education. So I think the provision for the election of a Vice-president should be incorporated in the Bill. If that is done, as a consequential amendment this amendment should also be accepted.

With these words, Sir, I move my amendment No. 94.

Sj. Devaprasad Chatterjea: Unless the amendment proposed by Mr. Nagen Bhattacharyya—No. 98—is accepted by the House how can amendment No. 94 come in? This amendment should have been proposed earlier.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: How can I? I have tabled both the amendments and in moving my amendment I have made reference to that amendment, and I have said what you have said, namely, that if that amendment is not accepted or in other words if the provision for election of the Vice-President be not accepted by not incorporating in the Bill, then my amendment No. 94 falls to the ground. There is nothing wrong in my moving amendment No. 94.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, I cannot accept these two amendments. It is not that there is no harm in appointing a Vice-President but that it is absolutely unnecessary. In the Act of 1950 there was provision for a Vice-President because the Board at that time was a larger Board of 44 members. But now the Board is a compact Board of 25 members only for which it is not necessary to have a Vice-President.

As regards the question of dislocation of work, if the President cannot act, there is safeguard in clause 13. I would invite the attention of my friends opposite to the language of the clause—"(1) If the President is, by reason of leave, illness or other cause, temporarily unable to exercise the powers or perform the duties of his office, a member appointed by the State Government in this behalf shall exercise the powers and perform the duties of the office of the President. (2) If any vacancy occurs in the office of the President by reason of his resignation, disqualification, death or the expiration of his term of office, a person appointed by the State Government in this behalf, shall act as President, until a new President is appointed or until the expiration of six months from the date of the vacancy in the office of the President, whichever is earlier". So, Sir, there is sufficient provision in clause 13 and there is no chance or possibility of any dislocation.

Mr. Chairman: Honourable members, there has been an oversight for which I am sorry. I asked the Hon'ble Minister to speak before asking Sj. Manoranjan Sen Gupta to speak on his amendment. Sj. Sen Gupta, you please speak on your amendment now.

Sj. Monoranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that in clause 13(2), lines 3 and 4, for the words "State Government" the word "Board" be substituted.

স্যার, আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে যে, এটা সামান্য ব্যাপার। যেখানে ভেকান্সি হবে সেখানে [illegible] স্টেট গভর্নমেন্ট নিয়োগ করবে। এই থেকে বেশ বুঝা যাচ্ছে, এই বোর্ডএর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্য মন্ত্রিমহাশয়ের কোন রকম ইচ্ছা নাই। এটা সামান্য ব্যাপার, যেখানে সাময়িক-ভাবে হবে সেখানে বোর্ডএর উপর ক্ষমতা না দিয়ে স্টেট গভর্নমেন্ট দ্বারা প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হবে। সুতরাং মন্ত্রিমহাশয় যে আগে বলেছেন, বোর্ডকে যতখানি পারা যায় অটোনমাস করবেন, টু এ সার্টেন প্রেসক্রাইব্ড লিমিট—এটার কোন রকম পরিচয় কার্যে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং আমার অ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করেছি—

The President should be appointed not by the State Government but by the Board.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I oppose the amendment because it is absolutely unnecessary.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 13(1), in line 3, after the word "member", the words "of the Board" be inserted.

Sir, the clause here is not really clear or the intention of the Government is not clear from what has been put in the clause. It is stated in line 3 "a member appointed by the State Government in this behalf shall exercise the powers and perform the duties of the office of the President". Sir, does it mean "a member of the Board?" If so, then it should be clearly stated. Therefore, my amendment is that after the word "member", the words "of the Board" should be added. That makes the position quite clear. Otherwise if it remains as it is, then any person outside the membership of the Board may be appointed by the State Government. I do not know if that is the intention of the Government. I feel, Sir, that in the absence of the President a member of the Board appointed by the State Government in this behalf ought to exercise his powers for the time being. Sir, it is necessary to make it clear because the words "member of the Board" is used in another section—section 15, for example,—"no member of the Board, etc., etc." Sir, the difficulty arises on account of the absence of any definition of the term "member" in clause 2 which deals with definition. Therefore, I feel, it is necessary to clarify the position. If it is the intention of the Government to appoint a person other than a member of the Board, then it is all right, so far as the drafting is concerned, but I am opposed to that position.

I feel that a member of the Board alone should be appointed by the Government in connection with the emergency referred to in section 13. That is all that I have to say in support of my amendment. I would particularly draw the attention of the Minister to the fact that there is no definition of the term "member" in the clause dealing with the definitions.

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Satya Priya Roy:

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, ডি(১) এবং ১৪-র মধ্যে অসংগতি হ'তে পারে। প্রেসিডেন্ট পর্ষতের সমস্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট যদি অসুস্থ হন বা যে কোন কারণেই হোক, সাময়িকভাবে অনুপস্থিত থাকেন, তা হ'লে ১৩(এ) ধারায় বলা হচ্ছে—

> "that a member appointed by the State Government in this behalf shall exercise the powers and perform the duties of the President."

প্রেসিডেন্টএর সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সদস্য। কিন্তু ১৪নং ধারায় বলা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট যদি অনুপস্থিত থাকেন সাময়িক কারণে তা হ'লে তাঁর অ্যাবসেন্সএ সভায় সভাপতিত্ব করবেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর কথা ১৪নং ধারায় বলা হচ্ছে সভার দ্বারা তিনি নির্বাচিত হবেন,

"President, or in his absence one member elected from among those present shall preside at meetings of the Board."

এখানে আমার মনে হয় অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতি রয়েছে। প্রেসিডেন্ট শব্দ থেকে বুঝা যায়, যিনি এই আইন প্রণয়ন করেছেন তাঁর ধারণা এই যে, তাঁর দায়িত্ব বা কর্তব্য যা আছে অর্থাৎ পর্ষত-সভায় সভাপতিত্ব করা বা তার কার্য-পরিচালনা করার জন্য সরকার কর্তৃক অন্য সদস্য নিযুক্ত হবেন। এটা যদি হয় তা হ'লে ১৪নং ধারায় কি ক'রে বলা যেতে পারে যে, এমন একজন সভাপতিত্ব করবেন যিনি বোর্ডএর দ্বারা নির্বাচিত হবেন। শুধু সভাপতিত্বই করবেন না, যখন ইকোয়ালিটি অব ভোটস হবে তখন কাস্টিং ভোট দিয়ে সমস্ত কিছু বিচার করবেন। এখানে আমার মনে হয় অসঙ্গতি আছে। আশা করি মন্ত্রিমহাশয় এদিকে একটু নজর দেবেন।

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: My friends in the Opposition have failed to understand that there is a great distinction between sections 14 and 13(2) and 13(1). In 13(2) the Bill provides for a case in which there is a permanent vacancy, when the office of the President becomes vacant by reason of resignation, disqualification or death. There is difference between 13(1) and 14. Clause 14 refers to meetings, but clause 13(1) refers to temporary and acting arrangements for the office of the President. So far as section 13(2) is concerned, it refers to the case of permanent vacancy and if there is a permanent vacancy, then Government should have the power to appoint a person as President. My friend, Prof. Bhattacharyya has agreed that if there is a permanent vacancy, Government will appoint a person to fill up the vacancy. So long as that is not done, there is no harm if anybody else is temporarily appointed to this post as is provided for in the Bill

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I rise to oppose the amendments excepting the one from my friend Prof. Nirmal Chandra Bhattacharyya. He has moved that in clause 13(1) after the word "member" the words "of the Board" be inserted. As the amendment makes the clause more clear, I accept that amendment. As regards the other amendments, I oppose all of them. My friend, Sj. Satya Priya Roy has misread the two clauses, 13 and 14. Had he looked to the marginal notes, he would have seen the difference between the two. Clause 13 refers to temporary and acting arrangements for the office of the President and the language of clause 13 runs thus: "If the President, is by reason of leave, illness or other cause, temporarily unable to exercise the powers or perform the duties of his office, a member appointed by the State Government in this behalf shall exercise the powers and perform the duties of the office of the President". But clause 14, as the marginal note shows, refers to conduct of meetings. Clause 14 runs thus: "The President, or in his absence one member elected from among those present shall preside at meetings of the Board, and shall be entitled to vote on any matter and shall have and exercise a second or casting vote in every case of equality of votes". The difference between the two sections is quite obvious and it should be apparent to Sj. Satya Priya Roy.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 13(1), in lline 3, after the words "duties of his office" the following be inserted, namely:—

> "the Board shall forthwith report such fact to the State Government and the Vice-President, or if the Vice-President is likewise unable or there is a vacancy in the office of the Vice-President".

was then put and lost.

The motion of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya that in clause 13(1), in line 3, after the word "member", the words "of the Board" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that for sub-clause (2) of clause 13, the following be substituted, namely:—

> "(2) If any vacancy occurs in the office of the President by reason of his resignation, disqualification, death or the expiration of his term of office, the Vice-President or if there is a vacancy in the office of the Vice-President, a person appointed by the State Government in this behalf, shall act as President, until a new President is appointed."

was then put and lost.

[4-30—4-40p.m.]

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that in clause 13(2), lines 3 and 4, for the words "State Government" the word "Board" be submitted; was then put and a division taken with the following result:—

AYES—10.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chakraborty, Dr. Monindra Mohan
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sengupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Saha, Sj. Jagindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 10 and the Noes 27 the motion was lost.

The question that clause 13, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New clause 13A

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that after clause 13, the following new clause be inserted, namely:—

Election of Vice-President.

> "13A. (1) The Board shall, as soon as may be after its establishment elect one of its members to be Vice-President.
>
> (2) The term of office of the Vice-President shall be the same as the term of his membership of the Board.
>
> (3) If a vacancy occurs in the office of the Vice-President during the term of his office, another member of the Board shall be elected as such.
>
> (4) The Vice-President may resign his office by giving notice in writing to the President, and when such resignation is accepted by the Board, the Vice-President shall be deemed to have vacated his office."

Sir, this amendment relates to the question of election of the Vice-President. It has been stated that there is no necessity of having a Vice-President. I do not follow the logic of that argument. According to the Bill the duties which will have to be performed by the President would be onerous and would be numerous. What is the harm if a Vice-President be elected?

Mr. Chairman: You have spoken of that before. Please be brief.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: What I beg to submit is this. The Vice-President's duty mainly would be to assist the President in the discharge of his duties. What is the harm if a Vice-President is there?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: There is no harm at all.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Why Government should not accept the amendment? There is no harm, and if it be for facilitating the smooth working of the Board, it should be accepted. With these words, Sir, I move my amendment.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I have nothing to add to what I have said in reply to amendment No. 94.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that after clause 13, the following new clause be inserted, namely:—

Election of Vice-President.

"13. (1) The Board shall, as soon as may be after its establishment, elect one of its members to be Vice-President.

(2) The term of office of the Vice-President shall be the same as the term of his membership of the Board.

(3) If a vacancy occurs in the office of the Vice-President during the term of his office, another member of the Board shall be elected as such.

(4) The Vice-President may resign his office by giving notice in writing to the President, and when such resignation is accepted by the Board, the Vice-President shall be deemed to have vacated his office."

was then put and lost.

Clause 14

Mr. Chairman: Amendment No. 99 of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya is not to be moved.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 14, line 1, after the word "member" the words "of the Board" be inserted.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I accept the amendment.

Mr. Chairman: Amendment No. 101 of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya is not to be moved. But members may speak on that amendment.

Sj. Satya Priya Roy:

মাননীয় সভাপতিমহোদয়, আমি এর আগে ১৩ ধারায় যা বলেছিলাম, তার উত্তর মন্ত্রিমহাশয় তখন দিলে আর এই ১৪ ধারাতে বলতে হ'ত না। তিনি আমাকে তখন সহজে বুঝিয়ে

দিলের যে মিটিং প্রিসাইড করার কথা ১৪ ধারায় বলা হয়েছে, আর ১৩ ধারাতে প্রেসিডেন্টএর ডিউটিজ ও ফাংশন সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ডিউটিজ অ্যান্ড ফাংশনএর তালিকা আমি দেখেছি, তাতে প্রিসাইড করার কথা নেই। কিন্তু তা না থাকলেও এটা এখান থেকে আসছে কিনা যেখানে বলা হচ্ছে—

The President shall preside at meetings—so to preside—

এটা প্রেসিডেন্টএর ডিউটি কিনা? তা যদি হয় তা হ'লে প্রেসিডেন্টএর টেম্পোরারি অ্যাবসেন্সএর সময় কোন সদস্য তাঁর কাজ করবেন। তখন যে সদস্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হবেন, প্রেসিডেন্টএর সমস্ত ক্ষমতা বিবেচনা করবার জন্য, পর্ষতের সভাতে সভাপতিত্ব করবার জন্য তাঁর কি ক্ষমতা থাকবে? এই প্রশ্নটা আমি করেছিলাম। যদি তাঁর সভাপতিত্ব করবার ক্ষমতা না থেকে থাকে তা হ'লে ১৩ ধারা ও ১৪ ধারার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু সভাপতির যদি এই রকম একটা কর্তব্য হয় যে তিনি সভায় সভাপতিত্ব করবেন তা হ'লে ১৩(১) ধারাতে বলা হচ্ছে, প্রেসিডেন্টএর সাময়িক অনুপস্থিতিতে সরকার থেকে নিয়োগ ক'রে দেওয়া হবে একজনকে যিনি সভাপতির সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। তিনি যদি এই সভায় উপস্থিত থাকেন সভাপতির সাময়িক অনুপস্থিতিতে তা হ'লেও তিনি সভাপতির কাজ করতে পারবেন না ১৪ ধারা অনুসারে। চোদ্দ ধারায় বলা হচ্ছে, যখন তিনি নির্বাচিত হবেন তখন তিনি সেই কাজ করতে পারবেন। এখানে সরকারের অভিপ্রায়টা কি বোঝবার জন্য আমি প্রশ্ন করছি।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I would request the Hon'ble Minister in charge of the Bill to listen to our arguments a little carefully. Sir, temporary vacancy is referred to in section 13. Supposing that there is a temporary vacancy and a meeting is held during the temporary vacancy. Now, a person is appointed by Government to exercise the powers of the President. He does not preside and another person is elected in his place in his presence. Would not the temporary President feel humiliated? Did the Government really intend this? I repeat, Sir. There has been a temporary vacancy and under section 13(1) a person is appointed by the Government to exercise the powers of the President during the temporary absence of the President during the incumbency of the person appointed by the Government to act as President a meeting is held and at that meeting, according to section 15, an election is to take place and it may just happen that the person who has been appointed by the Government to exercise the powers of the President is not elected. That, Sir, is something very unusual and is very unfair and it does not lead to administrative efficiency either.

It is against the principle of all theories of administrative efficiency. Sir, I will request the Hon'ble Minister to explain the position. I do not know what additional ideas might be in his mind but I believe that the person who is asked to act as President for a temporary period is placed in a very unenviable position.

[4-40—4-50 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I have sufficiently explained that point and I have nothing further to add.

Mr. Chairman: Amendment No. 99 falls through.

The motion of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya that in clause 14, line 1, after the word "member" the words "of the Board" be inserted, was then put and agreed to.

The question that clause 14, as amended, do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 15.

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in sub-clause (1) of clause 15, in line 4, after the words "pecuniary interest or" the words "in respect of" be inserted.

I also move that in sub-clause (1), after the word "Committee" in line 5 and before the word "has" in line 6, the following words be inserted, namely:—

"or in which he".

Sj. Satya Priya Roy: Mr. Chairman, Sir, Shri Jagannath Kolay has moved his amendments. I want to speak on the clause as well as on the amendments.

The question is, the clause as it appears is meaningless and I drew the attention of the Hon'ble Minister to this when he quoted this clause in support of some of his arguments, while supporting his view points in relation to some other clause. Will the Hon'ble Minister kindly explain the clause just as it is? Many of the words are missing and naturally the services of a respectable man like Mr. Jagannath Kolay has been requisitioned to fill in the gaps, only to add the words that are missing from clause 15. That is really putting some insult on the intelligence of the honourable member who has been requisitioned to move this amendment. Really this clause as it stands has no meaning. These words as proposed in the amendment must be added in order to give some meaning to this clause. That shows how hurriedly the Bill was drafted, that shows there was no brain working behind the drafting of the Bill, that shows the Minister was eager to push through this Bill, whether it carried any meaning or not. And now Mr. Jagannath Kolay has been asked to move this amendment.

Sj. Harendra Nath Mozumder: Sir, he says "he has been asked to do that". Is it parliamentary?

Mr. Chairman: Mr. Roy, you should not say "he has been asked to do that".

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, is it unparliamentary to say that he has been asked to do that?

Mr. Chairman: It is not unparliamentary, but it is a reflection on a particular member. That is hardly proper.

Sj. Satya Priya Roy: But, Sir, is it not a fact that the Chief Whip of the Government Party has moved this amendment just to correct these mistakes in clause 15? Really it is very unfortunate.

Mr. Chairman: Mr. Roy, that is quite all right. Even the Minister can move his amendment.

Sj. Satya Priya Roy: Any personal or "pecuniary interest or" the words "in respect of" and then "or in which he"—"He has any personal or pecuniary interest or in respect of or in which he"—even after this addition the words do not appear to be carrying any meaning. That is what I want to say. That is what I wanted to point out. Really it is very difficult to go through the clause and find out the meaning out of it.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in sub-clause (1) of clause 15, in line 4, after the words "pecuniary interest or" the words "in respect of" be inserted was then put and agreed to.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in sub-clause (1), after the word "Committee" in line 5 and before the word "has" in line 6, the following words be inserted, namely:—

"or in which he".

was then put and agreed to.

The question that clause 15, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 16

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that for sub-clauses (1) and (2) of clause 16, the following be substituted, namely:—

"16. (1) The Board shall appoint a Secretary and such other persons as it considers necessary for the purpose of exercising its powers and performing its duties under this Act."

Now, if reference be made to section 18 of the Act of 1950, we find that the Board will appoint a Secretary. So under the Act of 1950 the power of appointment of Secretary was with the Board and under the present Bill the power of appointment is taken away from the Board and is intended to be concentrated in the Government. If we compare the two sections, the only irresistible conclusion is that Government is out to concentrate all powers in itself. That is the only conclusion to which one can come. Otherwise why do you deprive the Board of appointing its own Secretary and why should the Government think that it is always infallible? That is not the attitude expected of a Minister of National Government. We hear the words "National Government" *ad nauseum*. This is an attitude which is not expected of a Minister of National Government. So I submit it is no use saying anything more, for I know the fate of my amendment. With these words, Sir, I move my amendment.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I beg to move that in clause 16(1), line 1, for the word "have" the word "appoint" be substituted.

Sir, it is almost the same amendment as the one moved Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya. I also say that the Board shall appoint its Secretary.

এখানে কথা হচ্ছে, এই সেক্রেটারিকে কে নিয়োগ করবে? অবশ্য মন্ত্রিমহাশয় ঐ দুইখানি পুস্তিকা দে কমিশন ও মুদালিয়র কমিশনএর পাতা খুঁজছেন তাতে কি রেকমেন্ডেশন আছে, এবং উপমন্ত্রিমহাশয়ের সংগে আলোচনা করছেন। সেদিক থেকে আমি তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলি। এখানে দে কমিশন এবং মুদালিয়র কমিশন অবশ্য সেই বোর্ডএর আলাদা সম্পাদক হবে বলেছেন, কিন্তু গভর্নমেন্টএর একজন কর্মচারী—ডেপুটি ডিরেক্টর এই বোর্ডএর সেক্রেটারি হবেন। এটাই দে কমিশন ও মুদালিয়র কমিশন বলছেন। আমাদের কথা হচ্ছে, দে কমিশন ও মুদালিয়র কমিশনএর যে সামগ্রিক চিত্র দেখিয়েছেন এবং যে সামগ্রিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন, তা থেকে এক-একটা অংশকে আলাদা ক'রে নিয়ে নিজেদের তৈরি কাঠামোর মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করলে সেটা কিছুতেই খাপ খাবে না।

[4-50—5 p.m.]

তা থেকে এক-একটা জিনিস আলাদা ক'রে নিয়ে নিজের জিনিস ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেটা কখনও খাপ খাবে না। এবং এই যে বোর্ড—যার একজন অফিশিয়াল প্রেসিডেন্ট হবে—যদি সেই বোর্ডএর সেক্রেটারি গভর্নমেন্টএর দ্বারা নিযুক্ত হন তা হ'লে বলব, এই যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব তার চরম পরাকাষ্ঠা হবে। তারপরে দেখছি—

"Secretary shall be the Chief Administrative Officer."

সমস্ত প্রশাসনিক ব্যাপারের দায়িত্ব থাকবে সেক্রেটারির উপর এবং প্রেসিডেন্ট হবেন এক্সিকিউটিভ অফিসার অব দি বোর্ড। এই দুজনের মধ্যে পরস্পর কি সম্পর্ক থাকবে তার কোন কিছু এই বিলের কোন ধারায় উল্লেখ নাই। এই বোর্ডএর সেক্রেটারি যদি গভর্নমেন্টএর নিযুক্ত কর্মচারী হন তা হ'লে প্রেসিডেন্ট যদি সেক্রেটারির কাজে অসন্তুষ্ট হন বা সেক্রেটারিকে কোন কাজের নির্দেশ দিলে সেক্রেটারি যদি ঠিকমত সেই কাজ না করেন এবং সরকারের নির্দেশ নিয়ে তিনি বোর্ডএর নির্দেশ পালন না করেন এবং যে নির্দেশ সরকার থেকে পেয়েছেন সেই অনুসারে কাজ ক'রে যান, তা হ'লে তাঁকে বাধা দেবার কোন উপায় থাকবে না। সেইজন্য নিম্নতম গণতান্ত্রিকতা রাখবার জন্য সেক্রেটারিকে বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ করা উচিত।

According to regulations and not according to rules.

সেজন্য জগন্নাথ কোলে মহাশয়কে বারবার নিয়োগ করা হচ্ছে সেটা তাঁর পক্ষে অসম্মানজনক ব'লেই মনে হচ্ছে। ছাপার ভুলের জন্য হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, সেগুলো কাজের সুবিধার জন্য কেন তাঁর ঘাড়ে মন্ত্রিমহাশয় চাপিয়ে দিয়েছেন তা জানি না। গভর্নমেন্টএর যদি রুলস হয় সেক্রেটারি অ্যাপয়েন্ট করবেন, তার বিরোধিতা করছি। অ্যাকর্ডিং টু রুলস যদি হয় তা হ'লে উচিত হবে

The Board shall appoint the Secretary.

Sj. Monoranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that in clause 16(2), lines 1 and 2, for the words "State Government" the word "Board" be substituted.

এ সম্বন্ধে আগের বক্তারা কিছু কিছু বলেছেন। বোর্ডএর যিনি সেক্রেটারি হবেন তাঁকে নিযুক্ত করবেন সরকার। এর চেয়ে অপমানজনক সর্ত কিছু হ'তে পারে ব'লে মনে করি না। কেন না বোর্ড ফাংশন করবেন, কাজ করবেন। কে বা কারা কাজের উপযুক্ত হবেন তা বিবেচনা করবেন বোর্ড। তা না ক'রে সরকার থেকে বা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে সেক্রেটারিকে বোর্ডএর উপরে। অথচ মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, এই বোর্ড অ্যাডভাইসরি হ'লেও তার মধ্যে যতখানি সম্ভব তিনি স্বত্ব দিয়েছেন তা অটোনমি দিয়েছেন। কিন্তু যে প্রভিশন তিনি করতে যাচ্ছেন তাতে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোর্ডএর সেক্রেটারি

Should be appointed by the Government.

এই ক্লজ দেখে তা মনে হয় না। আমার মনে হয় যে ভাল কাজ করবে না করবে, এ বিষয়ে বিচার করবার যোগ্যতা বোর্ডএর উপরেই থাকা উচিত; কিন্তু উপর থেকে অর্থাৎ সরকার থেকে কর্মচারী চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। এই রকম বোর্ডএ কোন আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন লোকের থাকা উচিত নয় ব'লেই মনে করি। আমি জানি, এক সময় মন্ত্রিমহাশয় গণতান্ত্রিক মনোভাব-সম্পন্ন ছিলেন। সেই মনোভাব নিয়ে যাতে বোর্ডএর সেক্রেটারি অন্তত বোর্ডই নিযুক্ত করতে পারে সেই প্রভিশন করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in sub-clause (2) of clause 16, in lines 1 and 2, after the words "State Governmentt" the words "in accordance with rules made in this behalf" be inserted.

Janab Abdul Halim:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অ্যামেন্ডমেন্ট সমর্থন করি। গভর্নমেন্ট যদিও বোর্ডএর এই রকম কন্সটিটিউশন করেছেন যে ২৭ জন লোক নিয়ে বোর্ড গঠিত হবে এবং এই ২৭ জন মেম্বার শিক্ষা-পরিচালনার কাজ নির্বাহ করবেন, এই ওয়েল-পোস্টেড বডি শিক্ষার ব্যাপারে সমস্ত কাজ পরিচালনা করবেন, তা যদি হয় তা হ'লে কেন উপর থেকে গভর্নমেন্টএর দ্বারা সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়ার প্রভিশন রাখছেন, এটা বুঝতে পারি না। যাঁরা সেখানে কাজ করছেন—২৭ জন অভিজ্ঞ লোক, শিক্ষাবিদ—তাঁরা শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের সব কাজ করবেন সেই যুক্তি হ'লে পর গভর্নমেন্ট আর একজন লোককে সেক্রেটারি হিসাবে কেন নিযুক্ত করবেন? আমি মনে করি, বোর্ড থেকেই সেক্রেটারি নিযুক্ত হওয়া উচিত এবং তা হ'লে এটা সত্যকার গণতান্ত্রিক নির্বাচন হবে। তা না হ'লে বলতে হবে এটা যেন

বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপানোর মত বা গোদের উপর বিষফোড়ার মত আর একটা তাঁদের লোক চাপানো হচ্ছে। এটা আমার কাছে সেইভাবেই মনে হয় এবং সেজন্য আমি নগেনবাবুর সংশোধন সমর্থন করি।

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: Mr. Chairman, Sir, I do not quite understand why the State Government should have such a peculiar complex about the appointment of the Secretary of the Board. Under section 4, they have provided that the Board should have a majority of members to be appointed by the Government and they will move according to the dictates of the Government. But under section 16(2) they have provided that the Secretary shall be appointed by the State Gooverment but other staff shall be appointed by the Board. If they can rely on the Board for the appointment of other staff, why should they have such a peculiar attitude for the appointment of the Secretary? Don't they believe the Board, don't they have enough confidence in the Board which is their creation? I think it is a reflection on the Board itself and I think Sj. Roy's amendment is a good one and should be accepted by the Hon'ble Minister.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I stand to support the amendment of Sj. Sayta Priya Roy. As a matter of fact, the principle behind the amendment of Sj. Bhattacharyya is the same. I believe, Sir, the provisions made in the Bill are contrary to all principles of sound administration. The Secretary is appointed by the Government and naturally he will be responsible to the Government. But then the Board has been entrusted with some very important tasks and the Secretary at the same time is the principal administrative officer of the Board. The result would be that the Board would have no control over the Secretary. There may be a kind of administrative deadlock. The Secretary will defy the Board because he knows that he owes his appointment to the Government and not to the Board.

Sir, the provisions therefore is contrary to all principles of sound administration. If you have a principal administrative officer whom you have no means of controlling, you will be placed in a very difficult position, particularly so if that officer happens to be the principal administrative officer. Sir, is it the intention of the Government to have a sort of spy to look after each and every one of the members of the Board? If that is the intention of the Government, then this clause may stand as it is. If not, the Secretary—it should be provided—should be appointed by the Board so that he may be responsible to the Board and he may be controlled by the Board in order that the functions of the Board may be discharged to the satisfaction of everybody. With these words, Sir, I support the amendment of Sj. Satya Priya Roy.

[5—5-10 p.m.]

Sjkta. Anila Debi:

মাননীয় সভাপতিমহাশয়, আমি সত্যপ্রিয় রায় যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন সেটার সমর্থনে দুই-একটা কথা বলব। এখানে যে সংস্থা তৈরি হচ্ছে তার কাজে সাহায্য করবার জন্য একজন সম্পাদক থাকবেন। এটুকু মনে ক'রে নিলাম যে, পর্ষতের সম্পাদকের কথা না থাকলে সম্পাদকের বিষয় এখানে আসত না। যেখানে প্রেসিডেন্টই সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ব'লে বিবেচিত হবেন সেখানে তাঁরই অধীনে সম্পাদকমহাশয় কাজ করবেন—এই সহজ কথা আমরা বুঝতে পারি। এই প্রেসিডেন্টএর অধীন হয়ে সম্পাদক যাতে কাজ করতে পারেন তার জন্য এখানে থাকা উচিত ছিল সম্পাদক নির্বাচিত হবেন বোর্ডএর দ্বারা। নইলে পর স্টেট গভর্নমেন্ট যেমন অ্যা...

[illegible] প্রেসিডেন্টকে, প্রেসিডেন্টএর আন্ডারএ কাজ করতে হবে যে সম্পাদককে তাঁকেও অ্যাপয়েন্ট করবেন স্টেট গভর্নমেন্ট। এমনতর ব্যবস্থায় কি লাঠালাঠি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন না? একজনকে কাগজেকলমে কর্তা ব'লে স্বীকার ক'রে আবার একজন তাঁর চাইতে নিম্ন কর্মচারীকে সমান অধিকার দিচ্ছেন। এখানে বড় কে হবে? সভাপতি বড়, না সম্পাদক বড়? কার কথা কর্তার কথা ব'লে গণ্য হবে। বোর্ডএর যেসমস্ত সদস্য কাজ করবেন তাঁরা কার নির্দেশে কাজ করবেন? আমার মনে হয়, অধিকারের দিক থেকে সম্পাদক এবং সভাপতির অধিকারকে যদি সমপর্যায়ে রেখে দেওয়া যায়, তা হ'লে দলাদলির সৃষ্টি হবেই। একটা দল প্রেসিডেন্টএর, আর একটা সেক্রেটারির; ফলে পাওয়ার পলিটিক্স ওয়ার্ক করবে এবং সাধারণভাবে বোর্ডএর কার্য-পদ্ধতি ব্যাহত হ'তে থাকবে। তারপর দেখা যাবে এইসব ত্রুটি কাটাবার জন্য, নিজেদের ভুলকে সংশোধন করবার জন্য বোর্ডকে বাতিল ক'রে আবার একটা আইন প্রণয়ন করতে হবে, নূতন ধারা সংযোজন করে, মনের মত ক'রে সংস্থা গঠন করবার দিকে পন্থা নিতে হবে। আশঙ্কা যেখানে প্রবল সেই আশঙ্কা নিরসনের জন্য সামান্য পাঠান্তর বা শব্দকে গ্রহণ করতে মন্ত্রি-মহাশয়ের বিবেচনায় কেন এত বাধছে বুঝতে পাচ্ছি না।

সেকেন্ডারি এডুকেশন নিয়ে রাজ্যে বিরাট গণ্ডগোল চলেছে, একটা আইনগত সংস্থাকে বাতিল ক'রে দীর্ঘদিন রাখবার পর নূতন ক'রে যে সংস্থা গঠন করছেন তার মূল উদ্দেশ্য কি গণ্ডগোলকে জিইয়ে রাখা? এবং সমস্ত শিক্ষাকে একটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন ক'রে দেওয়া? একের পর এক এখানে দেখানো হয়েছে যে বোর্ডএর মধ্যে যথাসাধ্য ভালভাবে কাজ করবার যেটুকু সুযোগ থাকতে পারে সেটুকু সুযোগ দেওয়া উচিত। আমরা তারই জন্য সংশোধনী উপস্থিত করছি। বিরোধিপক্ষের সংশোধনী, সুতরাং তা বিচার করব না, পরাস্ত করব—এ মনোভাব নেওয়া ঠিক নয়। ভোটাধিক্য তো আপনাদের যথেষ্টই রয়েছে। তাই বলি, সম্পাদক নির্বাচন করবেন বোর্ড। এই অ্যামেন্ডমেন্ট মন্ত্রিমহাশয় আশা করি গ্রহণ করবেন।

Dr. Charu Chandra Sanyal:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, ১৬ নম্বর ক্লজএ নগেন ভট্টাচার্য মহাশয়ের ১০৪ নম্বর যে সংশোধনী আছে আমি তারই সমর্থনে বলছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডএর যে ২৭ জন সভ্য তার মধ্যে ১৬ জন মনোনীত সরকার কর্তৃক, আবার সভাপতি মনোনীত, সম্পাদকও মনোনীত। এই যদি অবস্থা হয় তা হ'লে গণতন্ত্রের একটা মুখোশ রাখবার কোন আবশ্যকতা আছে ব'লে মনে হয় না। আমার মনে হয় যে, বোর্ডকে যদি কাজ করতে দিতে হয় তা হলে সম্পাদককে নিযুক্ত করার ক্ষমতা বোর্ডএর হাতে দেওয়া উচিত—সেটা নগেনবাবু বলেছেন। আর যদি সেটা না দেওয়া হয় তা হ'লে এটা সম্পূর্ণ সরকারের হয়ে গেল। এর ভেতর যাঁরা বেসরকারী সদস্য থাকবেন, তাঁরা হয়তো পরামর্শ দেবেন এবং সরকারী সদস্যদের কাজ হবে সেই পরামর্শটাকে ফেলে দেওয়া, যা সচরাচর আমরা দেখতে পাই। যেমন এই সভা-গৃহে হয়ে থাকে অধিকাংশের মত সর্বদাই গ্রাহ্য হয়ে থাকে। কাজেই আমি এটুকু অনুরোধ করব যে, গণতন্ত্রের অন্তত একটু আভাস রেখে দিন, সম্পাদককে নিযুক্ত করার ভার বোর্ডএর হাতে দিয়ে দিন।

Dr. Sambhu Nath Banerjee: Mr. Chairman, Sir, I would respectfully ask the Hon'ble Minister to consider favourably this amendment of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya. In the Calcutta University, a Registrar or a Controller of Examinations is appointed on the recommendation of the Syndicate. So here the Board should have the power to recommend a Secretary. Under the Bill the President has been made responsible for the control, efficiency and discipline of the Secretary. So you should give the Board power to recommend its Secretary. Sir, I do not say or suggest that the Government has reserved the right to appoint a Secretary with any ulterior motive. I am of the view that it has done so in the best interest of Secondary Education. Even so, I would request the Hon'ble Minister to consider favourably the amendment.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I am very sorry I cannot accept the amendment placed before us. If there is one point on which both the Mudaliar and the Dey Commissions perfectly agree, it is about the appointment of the Secretary of the Board. The Mudaliar Commission says that one of the Deputy Directors should be the Secretary-Member. The recommendation of the Dey Commission is to this effect: "One senior officer of the Department of the rank of the Deputy Director would be the Secretary of the Board." We have simply stated that the State Government will appoint the Secretary without mentioning whether he should be a Government officer or not. Even the Bombay Act which is quoted by my friend, Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya, as authority on some of the amendments moved by him says that the Board shall have a Secretary appointed by the Provincial Government. All these authorities agree that the Secretary of the Board should be appointed by the State Government. I am very sorry therefore that in this case I cannot accept the opinion of my respected friend, Dr. S. N. Banerjee, who himself has enunciated the principle that if the Dey and the Mudaliar Commission recommendations differ, the recommendations of the Mudaliar Commission should be preferred. Not only that, the authority of the Bombay Act has been quoted by the Opposition. The Bombay Act also provides for the Secretary to be appointed by the State Government. So I am sorry I cannot accept any of the amendments moved by the Opposition.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, if all these amendments are to be placed on division, that will take much more time.

Mr. Chairman: All right. The House stands adjourned for 20 minutes. After recess we shall take up the Members' Emoluments Bill.

[The House was then adjourned for 20 minutes.]

[*After adjournment.*]

[5-30—5-40 p.m.]

The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957

The Hon'be Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration.

Sir, the provision of this Bill is self-explanatory. The reason for the introduction of this Bill has been given in the Bill itself. The objects and reasons are that in parliamentary matters in the House of Commons the practice prevailed was that there was to be designated a person who is the Leader of the Opposition, a person who leads the largest number of people belonging to the Opposition group. It is proposed to follow the same practice here. Now a Leader of the Opposition has been appointed by the West Bengal Legislative Assembly. Up till now this question did not arise, but as figures show there are at least 51 or 52 persons belonging to the Communist Party out of the total strength of the Opposition Group in the Lower Houses of 95 or 96. So they form a permanent majority. The Speaker thought that it was an occasion when the Leader of that Party should be given a designation as Leader of the Opposition. Now the question therefore arose that whether Government in its administration should also recognise the postion of the Leader of the Opposition. It is obvious that in order to do so the Leader of the Opposition by receiving any salary or allowance in the Government should

by no stretch of imagination be considered to have been a petty officer of the Government. It will be an evil day if this thing happens so far as the Oppostion Groups are concerned. The Opposition Groups, as has been said very rightly by very big thinkers in the West should be loyal—of course in those countries loyal to the Crown; here loyal to the Constitution. Therefore they should help the administration in order that wrong decisions are not taken. I am free to confess that in many cases whenever the Opposition Groups have practically put a very constructive point of view, we have not only benefited by their observation, but we actually adopted in some cases their point of view.

As I said before, the provisions of this Act have a chequered life. In the first instance, on Thursday, the 12th of December, I introduced this Bill under the Salaries Act and when a question arose as to whether that would mean that the person in receipt of the salary would be debarred from being a member of the Assembly, I suggested that this ban may be removed and an exemption might be sought for under Article 191 of the Constitution. But on going home and reading the thing properly, I found that Article 191 could only be applied in a case where the person is in receipt of salary out of the exchequer of the State and it is not free from doubt as to whether by doing so, the genleman receiving the salary becomes an officer of the Government. Therefore, we consulted our law officers and decided to change over from the application of these provisions under the Salaries Act to the Emoluments Act which, as you know, provides for the emoluments to be paid to the members of the Assembly and of the House. Now, this cured that defect and it seemed that everything would be all right. That was on Friday. Sir, as far back as the 21st of November, 1957, I took the Opposition Groups into my office and I said that I was going to introduce this Bill during the next session of the House. I heard nothing from them—from the Opposition Groups—except one or two criticisms that they were inimical to it. As a matter of fact, if one carefully read the first speech of Sj. Jyoti Basu delivered on Friday, one would see that he, I think, more or less got himself adjusted to this point of view although he had always maintained that the salary that we had provided may be too high but he would take only Rs. 500 instead of Rs. 1,200. Anybody is entitled to take as little as possible—he can take Rs. 20 if he likes—but cannot take more than Rs. 200, of course. Now, some curious thing happeneed on Monday. Mr. Jyoti Basu came before the House and said that he would withdraw everything that he had said previously because he had orders from the Centre—Polit Bureau or what they call it—that they should not go in for this particular scheme and therefore he not only withdrew what he had said but asked his friends also to withdraw their support. So far, so good. We still depended upon the votes of the members of the Legislature and we were perfectly sure that we would be getting the required votes to push it through. Then a curious thing happened. Earlier in the day, immediately after the question hour an adjournment motion was moved for the purpose of raising a discussion on the accident that took place at the Howrah Station. I pointed out to the Speaker that the arrangements at the Howrah Station were not made by the Government of West Bengal or the Police Department, but the Railway had made all the arrangements and therefore this discussion could not take place. The Speaker rightly objected and did not allow that particular motion to be moved.

[5-40—5-50 p.m.]

As my friends have seen that in the Central Parliament the same question arose and the Speaker there really supported our Speaker here saying that

this was not a case for adjournment of the House. Whatever that be, that was sufficient occasion for them to stage a walk-out and therefore a thing that started with a fair amount of co-operation ended at a certain stage in non-co-operation in their walking out. But we have got to proceed. I am not bothered about whether Communist Party is the largest Opposition Party of the House, today or tomorrow there may be some other party which may be called the Opposition Party and there may be a Leader of that Opposition Party. We are on a particular question of principle. If there is an Opposition Party, declared by the Speaker as an Opposition Party, and if there is a Leader of that Party, then we want to take advantage of that Leader and his Party and the discipline which he can assure to the Legislature from the Party members, because that is desirable. But we should have this particular item on the Statute Book. It is for this reason I move the motion that stands in my name.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, I support the principle underlying this Bill but I would like to submit something more in the latter part of my submission. In my submission the Bill will add prestige and dignity to the office of the Leader of the Opposition and will enable him to devote greater time and energy for parliamentary work. It is said that the acceptance of emoluments by the Leader of the Opposition should not be made at a time when the country is passing through crisis. If the Government of West Bengal can bear the burden of the emoluments of the Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries, there is no reason to suppose that the burden of making payment of emoluments to the Leader of the Opposition would be too heavy. Then, it is also said that the Leader of the Opposition will be demoralised, will be leaning towards the Government side as soon as he begins to accept the emoluments. Such suspicion, in my humble submission, can have no foundation in facts. Others also say that the form of democracy which is suitable in England is not suitable for India. But I would say that the sooner India attains the high standard of democracy in England the better for her. But in view of the facts and circumstances which have been detailed by the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy towards the end of his speech, viz., that the members of the Opposition in the Assembly, for reasons whatever, had no opportunity to say their say in connection with this matter, and in view of conflict of views which appeared in the newspaper, I would submit most humbly that this is a matter which should not be passed through this House before we have the benefit of the discussion of this Bill in the Assembly. For these reasons I think that the Bill should not be hurried through this Council. With these words, Sir, I think that the Bill should be withdrawn.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, I rise to support wholeheartedly the Bill that has been moved by the Minister of Finance. I have no doubt that what he is doing today will be done not only by the Ministries of every one of the States of India, but also by the Centre. By placing this measure before the Legislature he has really taken a step towards the fuller democracy to which we are looking forward.

Sir, this Bill contains certain principles of far-reaching importance. In this Bill the Chief Minister for the first time recognises the Opposition statutorily. This statutory recognition of Opposition is really consistent with the democratic theory that constructive criticism by the Opposition is an essential part of democracy. I understand by democracy is a form of Government in accordance with a policy arrived at after full and free dis-

cussion not only by people who happen to support Government, but also by people who do not see eye to eye with Government on all questions. The recognition of this principle is inherent in this Bill. In the second place, it also recognises that parties perform a very important function in modern Parliamentary Government and he proposes to recognise the Leader of the largest single group in the Opposition as the Leader of the Opposition. Sir, right back in 1937 in England there was passed the well-known Act which is known as the Ministers of the Crown Act. It provided for the Leader of the Opposition His Britannic Majesty's Government a salary of 2,000 pounds a year out of the national exchequer. The Bill that the Hon'ble Bidhan Chandra Roy has moved now is in pursuance of the principle underlying that well-known British measure, Ministers of the Crown Act of 1937. One might ask "what is the necessity of making this concession"? Sir, this is not a concession, this is something that is absolutely necessary in the interest of the development of parliamentary democracy in our country. Democracy is a system in which the Members of Government take into confidence the Leader of the Opposition on important occasions. I am happy to note that the Chief Minister has initiated a new policy as embodied in the present measure. With regard to certain very controversial questions which are facing the people of West Bengal the Chief Minister has taken the Leader of the Opposition into confidence. This new policy has gone a long way towards the improvement of the democratic system in our State.

[5-50—6 p.m.]

I think, Sir, the recognition of the policy underlying the Bill is important from another point of view This recognition will, I feel, encourage development of strong organised parties and at the same time it will discourage the existence of splinter groups. Multiplicity of parties is a danger to our democratic system. We have noted that because of the existence of many parties stable opposition within the Legislature is not always possible. Even with regard to the important function of offering constructive criticisms of the policy of the Government, Opposition is not in a position to move in the proper manner so as to be able to make their presence felt in the legislature, so as to be able to influence the policy of the Government. Sir, I feel that this Bill will discourage the existence of splinter groups, or in other words we shall be taking a long stride towards emergence of big organised parties. I am thinking of democracy as we ought to work in our country. Therefore, from this point of view also I support the principle of the Bill.

Sir, in this connection certain doubts have been raised as to the amount that has been mentioned in the Bill. With regard to that I have tabled an amendment to which I will not refer at the present moment, but I will endorse the words of the Chief Minister. He has said that the Leader of the Opposition who does not want to take the amount that is mentioned in the Bill is perfectly at liberty to accept a lower sum.

Mr. Chairman: You need not go into that now at this stage.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I am confining myself to the general principle. I have said that I will not discuss the actual amendment that I have tabled. In Kerala, for example, the Chief Minister and seven of the Ministers take only Rs. 350 per month though according to the Kerala Act the Ministers are entitled to Rs. 500. Other Ministers, that is to say, possibly three other Ministers take Rs. 500 as their salary. So the amount mentioned in the Bill is not anything that binds the Leader of the Opposition.

There is another matter to which I would seek your permission to refer in this connection. This Bill is an amending measure which seeks to amend the Bengal Legislative Assembly Members' Emoluments Act of 1937. This is an old Act and it is a pity that the members of the legislature in West Bengal are still being paid, because of the power that is given to the Government, under that Act. In this connection it is necessary to refer to the Adaptation Rules which were made by the Governor-General in accordance with the provisions of the Independence of India Act. Sir, the original Act of 1937 was called the Bengal Legislative Chambers Members' Emoluments Act, 1937, and according to that Act Rs. 150 per month was fixed as the salary of the members and daily allowance was fixed at Rs. 10. This Act was amended in 1945 and the rates were changed from Rs. 150 to Rs. 200 in one case and with regard to daily allowance from Rs. 10 to Rs. 15. After Independence, in 1948, under the Adaptation Order of 1948 the Governor-General ordered that the words "Legislative Council" should be left out altogether because after Independence or some time before the adoption of the new Constitution, there was no Legislative Council at all. But at present the members of the Legislature—I mean members of the Council in particular—are being paid salary under Article 195 of the Constitution. I expected, Sir, when the Chief Minister came forward with an Amending Bill, he would bring forward a comprehensive measure in order to consolidate the entire position. It it not at all satisfactory to rely upon Adaptation Orders and upon an article of the Constitution. I hope, Sir, that during the budget session he will do so, in order that we may not have to rely upon an Article of the Constitution for payment of our salary. I am thinking particularly of the members of the Council. Sir, I whole-heartedly welcome the measure and associate myself with it and I believe that the Hon'ble Minister in charge has in fact taken a very great step forward towards fuller democracy of the type that is in existence in England.

Janab Abdul Halim:

মাননীয় সভাপতিমহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রিমহাশয়
Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill

এনেছেন এবং তিনি তাঁর বক্তৃতায় যেসব কথা বলেছেন তা আমি মনোযোগসহকারে শুনেছি। লোয়ার হাউসএ যেভাবে অপোজিশন লীডার জ্যোতি বসু এই বিল আনার পরের দিন যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছিলেন এবং পরবর্তী দিনে বিলটাকে উইথড্র করতে বলেছিলেন, সেটাও তিনি বলেছেন। আমি এই বিলের বিরোধিতা করছি, কেন না যেভাবে এই বিল এসেছে তাতে এই বিল আমরা সমর্থন করতে পারি না। তা ছাড়া দেশের পার্লামেন্ট এবং অন্যান্য প্রদেশের অপোজিশনএর সংগে এই সমস্যা জড়িত। সেইজন্য আমার পার্টি কোন মতামত দিতে পারে নি এবং এই বিল এত তাড়াহুড়া ক'রে পাস না করার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু সেদিন লোয়ার হাউসএ অপোজিশনএর ওয়াক আউটএর সুযোগ নেওয়ায় লোয়ার হাউসএ এটা আলোচনা করা সম্ভব হয় নি। সেইজন্য যেভাবে এই বিল পাস করা হয়েছে সেটা অন্যায় ব'লে আমি মনে করি। তা সত্ত্বেও যখন এই বিল এসেছে তখন আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে এই কথাই বলব যে, তিনি যখন লোয়ার হাউসকে তাদের মন্তব্য ব্যক্ত করার সুযোগ দেন নি তখন বর্তমান অবস্থায় তিনি এই বিলটা প্রত্যাহার করুন। আর তিনি যদি তা না করেন তা হ'লে আমরা স্ট্রংলি অপোজ দি বিল।

Sj. Monoranjan Sen Gupta: Sir, I would say a few words on this Bill. On principle the Bill is all right and it is also right in a democratic country but it must have the support of our countrymen. The manner in which the Bill was passed in the Lower House does not reflect credit on the Government. It did not get the opportunity of full discussion and I see

adverse remarks also in newspapers. The country is passing through great pecuniary crisis. Famine stares in the face of our country. We also passed through a great crisis last year. A daily paper has criticised the Bill saying that in the present circumstances it is not opportune to pass it. I would therefore like the Hon'ble Miniser will be pleased to withdraw the Bill.

[6—6-10 p.m.]

Sj. Satish Chandra Pakrashi:

আমি সামান্য দ্'টো কথা বলব। আমি এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি, তিনি এই বিল প্রত্যাহার করুন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, the position that I wanted to clear up in the first place in my speech which I missed is, first of all—Professor Bhattacharyya is perfectly right—that an Opposition can only be called Opposition and be of help to the Government provided the Oppossition is disciplined, provided that the Opposition has control, the Leader has control over his men. As Professor Bhattacharyya has said, attempts to splinter groups will be avoided if this is followed.

The second point is that my friend Shri Nagendra Bhattacharyya is always up in arms—because that is his job, because he is a lawyer he will always try to discredit you—to oppose it, saying that send it back to the Lower House and then bring it back to this House. Sir, I cannot go on paying bagatelle in this way. Administration cannot be run in this way. Nor can he run his own house in this way. What is the position? In the beginning, after the question hour, at 4 o'clock, my motion was put, for about one hour and fifteen minutes we discussed the motion. Then Mr. Jyoti Basu said, "Sir, it is better if you adjourn the House for some time so that we might discuss with the Finance Minister about the details of the Bill, so that we might come to some settlement". Up to then there was no question of their raising any issue on non-admissibility of the motion by the Speaker. When, after the interval my friends came to see me I told them that it is impossible for me to withdraw the Bill, they asked me whether I could withdraw the Bill just to satisfy their Polit Bureau, I told them frankly "I have nothing to do with the Polit Bureau. I have got some prestige, I cannot go on like this". I refused to agree to their request. They tried some excuses but they were too childish, and they then began to shout at that stage saying, because Mr. Speaker did not agree, Polit Bureau did not agree, this and that. But we cannot wait for that. If my friends in the Opposition behave like children we cannot succumb to it. Therefore, Sir, I move that the motion that stands in my name be taken into consideration.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957, as passed by the Assembly, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 2, in line 4 of the proposed proviso, for the figure "Rs 750", the figure "Rs. 500" be substituted.

Sir, my amendment is a very simple one. In the proviso in the second paragraph I would like to put the figure Rs. 500 instead of Rs. 750. Sir, I have put in that figure because I believe that it is the will of the people that with regard to salary conditions of Ministers and all others who draw their salaries from the State as members of the Legislature the figure 500 should not be exceeded. That was the resolution of the Congress passed many years ago at Karachi when the Congress used to be a really popular organisation. So, it is out of my respect for the old Congress resolution that I have put in the figure 500. But as you will see, I have not touched house allowance and conveyance allowance, at all, because I feel that the Leader of the Opposition will need these allowances in order to be able to funnction as the Leader of Opposition.

With these words, Sir, I move the amendment that stands in my name.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: In view of what I have submitted before I do not move my amendment.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, at last wisdom has dawned on Mr. Bhattacharyya. I was wondering why he has put in that proviso. Anybody has a right to take as little or nothing at all. There is no imposition. If he does not want to have, he does not take it.

Similarly with Professor Bhattacharyya, although it is only a difference of Rs. 250 with the proposal that we have made. If we want to give the proper status to our Leader of the Opposition—either we do it or we do not do it—but if we do it, we want to put it on the same level as the Deputy Minister. As a matter of fact, I find that the Leader of the Opposition in the House of Commons gets a little more than the Deputy Minister. Whoever might be the Leader of the Opposition, it is not a question of taking 500 or 750 rupees, it is his job. Secondly, my friend thinks that they are like the Three Tailors of the Tooley Street. They may not like to have 750 rupees. We may sometimes be acting as Opposition and then we would like to have 1,200 rupees. Therefore, Sir, I oppose both the amendments.

The motion of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya that in clause 2, in line 4 of the proposed proviso, for the figure "Rs. 750", the figure "Rs 500" be substituted was then put and lost.

The question that clauuse 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957, as settled in the Council, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Enquiry about discussion regarding Food and Flood

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: Before we take up other business, I just want to ask one thing. I want to know if there is a date going to be fixed for debate on Food and Floods.

Sj. Satya Priya Roy: If it is to be fixed at all it should be within a week before Christmas begins.

Mr. Chairman: I shall consider that.

Sj. Satya Priya Roy: The Leader of the House may perhaps enlighten us.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: If we can dispose of the Bill that is before us by Saturday, then Monday can be allowed for the discussion of the Food and Floods.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Our suggestion is that we might take up Food and Floods on Friday which is the non-official day and postpone our discussion on the Secondary Education Bill. We might take up the Bill afterwards.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: On behalf of the Government I have made my position absolutely clear.

Sj. Satya Priya Roy: The food position is such that we may have to go without rice for six months and if we survive the crisis, we may discuss this Bill.

[6-10—6-20 p.m.]

Mr. Chairman: The Ministers are there.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: That should not be contingent on this.

Dr. Monindra Mohan Chakrabarty: We want the Minister also to consider the refugee problem.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Food and Refugee will be taken together.

Sj. Jagannath Kolay: Two hours food and two hours refugee.

Voting by show of hands

Mr. Chairman: I would bring it to the notice of the members that on as many as four occasions in 1955 division was taken by show of hands—on the 1st of March, 1955, 9th of April, 1955, 22nd of September, 1955, and 4th October, 1955.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: On all those occasions we did so out of respect to the Chief Minister, whom the entire House would respect, and it was made definitely clear that it would not be creating any precedent.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that for sub-clauses (1) and (2) of clause 16, the following be substituted, namely:—

> "16. (1) The Board shall appoint a Secretary and such other persons as it considers necessary for the purpose of exercising its powers and performing its duties under this Act."

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—10.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chakraborty, Dr. Monindra Mohan
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Monoranjan

NOES—30.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 10 and the Noes 30 the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 16(1), line 1, for the word "have" the word "appoint" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—10.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chakraborty, Dr. Monindra Mohan
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Sj. Charu Chandra
Sengupta, Sj. Manoranjan

NOES—29.

Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pâda
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 10 and the Noes 29 the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 16(1), last line, after the word "Act" the following words be added, namely:—

> "and in the case of the appointment of the Secretary and of such other staff under this Act, the Board shall act according to rules as may be made in this behalf"

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—10.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chakraborty, Dr. Monindra Mohan
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—29.

Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 10 and the Noes 29, the motion was lost.

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that in clause 16(2), lines 1 and 2, for the words "State Government" the word "Board" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—10.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chakraborty, Dr. Monindra Mohan
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—31.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 10 and the Noes 31, the motion was lost.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in sub-clause (2) of clause 16, in lines 1 and 2, after the words "State Government" the words "in accordance with rules made in this behalf" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 16(4), line 2, after the word "Board" the words "responsible to the Board and working under the general directions of the President of the Board" be inserted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—10.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chakraborty, Dr. Monindra Mohan
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—31.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 10 and the Noes 31, the motion was lost.

The question that clause 16, as amended, do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—31.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

NOES—10.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chakraborty, Dr. Monindra Mohan
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Dobi Sjta. Anila
Chakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

The Ayes being 31 and the Noes 10, the motion was carried.

Clause 17

The question that clause 17 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[6-20—6-31 p.m.]

Clause 18

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, I beg to move that in clause 18, in line 2, after the word "constitute" the words "an Executive Council and" be inserted.

The object of the amendment is to bring this clause in line with section 20 of the Act XXXVII of 1950. If a reference be made to section 20 of the Act it appears that there is a Council called Executive

Council in that section and it is said therein that the Board shall constitute an Executive Council and the Committees as specified below. Therefore my amendment relates to constitution of an Executive Council. The Board of Secondary Education shall have to perform some duties and it would facilitate the execution of those duties if there be an Executive Council in order to help the President. Therefore I would submit that there would be no harm if there is an Executive Council with the functions given to it as in the Act of 1950. Then Sir, my amendment is No. 112 wherein I have said that after the word "Recognition" the words "and Grants" be inserted. Sir, if we refer to the same section, namely, section 20 of the Act of 1950, Committee is described here: I mean section, clause (d) dealing with Recognition and Grants Committee. I have therefore suggested that the Committee should be named not only Recognition Committee, but Recognition and Grants Committee. Sir, the Report of the Dey Commission was used, and if I am permitted to say, the Education Minister has used it *ad nauseum*. Whenever the Hon'ble Minister wanted to support the Bill, he used to make a reference to it. I hope he will not forget that and in this particular case he has not accepted the recommendation contained in the Dey Commission. If reference be made to page 39 of the Report of the Dey Commission, we find in paragraph 58: The Board will have the following Standing Committees:—

(a) Planning and Development Committee;

(b) Recognition and Grants Committee;

Well, it is not proper to make reference to the recommendations of the Dey Commission whenever it suits one's findings and to reject them whenever it does not suit him. There ought to be some consistency in the matter of legislation also. Let us follow the recommendation of the Dey Commission in this connection and the functions of the Recognition and Grants Committee have been clearly stated on page 39 of the Report of the Dey Commission. There it has been distinctly stated that the Recognition and Grants Committee will consider application and make recommendation to the Government on such application. What is the harm in following the recommendation of the Dey Commission? Well, there is the harm—if it is the sole intention of Government as I have been saying from the beginning and I shall continue to the end—for whenever you look at any clause, you will find it expresses one thing very clearly and we have said that it is the intention of Government to centralise all powers in itself. Therefore the Committee has been named the Recognition Committee in the Bill. The Committee will have nothing to do with Grants. So I would invite the attention of the Hon'ble Minister to page 39 of the Report of the Dey Commission and ask him to follow the recommendations in this particular case, to agree to name the Committee as Recognition and Grants Committee and to give the Committee the same powers and the same duties as have been recommended by the Dey Commission.

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 2 p.m. on Friday, the 20th December, 1957.

Adjournment

The Council was then adjourned at 6-31 p.m. till 2 p.m. on Friday, the 20th December, 1957, at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent

Banerjee, Sj. Tara Sankar,
Basu, Sj. Gurugobinda,
Dutt, Sjta. Labanyaprova,
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra,
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath,
Maliah, Sj. Pashupati Nath,
Mohammad Jan, Janab Shaikh,
Musharruf Hossain, Janab,
Roy, Sj Surendra Kumar,
Saraogi, Sj. Pannalal,
Sarkar, Sj. Pranabeswar,
Sen, Sj. Jimut Bahan,
Sinha, Sj. Rabindralal.

COUNCIL DEBATES

Friday, the 20th December, 1957.

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Friday, the 20th December, 1957, at 2 p.m. being the Thirteenth-day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

GOVERNMENT BILL

[2—2-10 p.m.]

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957

Clause 18.

Sjkta. Anila Debi: Sir, I beg to move that in clause 18(a) after the word "Recognition" the words "and Grants" be inserted.

I also beg to move that in clause 18(e) the following items and the proviso, be added, namely:—

"(f) Planning and Development Committee;

(g) Girls' Education Committee;

(h) Technical Education Committee;

(i) University Correlation Committee;

(j) Primary Correlation Committee:

Provided that all these Committees shall be set up by the Board in accordance with regulations under this Act and with duties to be prescribed by such regulations."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়—আমার এখানে প্রথম সংশোধনী যেটা সেটা হচ্ছে ১১১-১১২। বিলের মধ্যে বিভিন্ন কমিটিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। যে রেকগনিশন কমিটির কথা এখানে রয়েছে সেখানে আমার সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে যে রেকগনিশনএর সংগে গ্র্যান্ট কথাটা বসিয়ে দিন অর্থাৎ রেকগনিশন এ্যান্ড গ্র্যান্টস কমিটি করুন। এখানে গ্র্যান্ট কথাটা কেন বসাতে চাই সে সম্বন্ধে কয়েকটা যুক্তি উপস্থিত করছি। এ সম্বন্ধে মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় দীর্ঘ ইতিহাসের বিবৃতি দিয়েছেন কিন্তু কোন্ ইতিহাস থেকে সেটা সংগৃহীত জানি না, মুদালিয়ার কমিশন এবং দে কমিশনএর বিশেষ কোন সূত্র মন্ত্রীমহাশয় গ্রহণ করেন নি সাধারণভাবে কি কি হবে ও কাকে রেকমেন্ডেশন দেওয়া হবে। মুদালিয়ার কমিশনএর পরে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার যে দে কমিশন করেছিলেন—এই দুটো কমিশনএর কথা ভুলে গিয়ে যদি শুধু দে কমিশনএর কথাই চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন যে দে কমিশন বিভিন্ন কমিটির কথা বলতে গিয়ে রেকগনিশন এ্যান্ড গ্র্যান্টস কমিটির কথা বলেছেন। সেই দে কমিশনএর সদস্য শ্রীঅনাথনাথ বসু মুদালিয়ার কমিশনএর সম্পাদক ছিলেন। সুতরাং অনাথনাথ বসু মহাশয় যেখানে বিভিন্ন কমিটি করতে গিয়ে রেকগনিশন এ্যান্ড গ্র্যান্ট দুটো কথাই বসিয়েছিলেন, ন্যায়, যৌক্তিকতা ও কাজের সুবিধার দিক থেকে—সেখানে কেন যে এখানে মন্ত্রীমহাশয় গ্র্যান্ট কথাটা উঠিয়ে দিয়েছেন আমি তা বুঝতে পারছি না। অবশ্য এটা যদি তিনি বলেন যে এই বোর্ডএর মাধ্যমে সেকেন্ডারী এডুকেশন সম্বন্ধে তিনি একখানি সুন্দর গৃহস্থালীর চিত্র অঙ্কিত করতে চান চাবিকাঠি অপর হাতে রেখে লোককে বুঝাতে পারবেন হয়তো—

Mr. Chairman: Will the honourable member refer to the subject matter on the agenda.

Sjkta. Anila Debi:

সব কথাগুলি সম্পূর্ণ না বললে যেমন বুঝান যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ না শুনলে কিছু বোঝাও যায় না। রেকগনিশন এ্যান্ড গ্র্যান্ট কমিটি এ দুটোর একসঙ্গে দরকার কেন—বক্তব্য সম্পূর্ণ না বললে চলবে কেন? এই মাধ্যমিক শিক্ষার গৃহস্থালীর ভার দেওয়া হচ্ছে বোর্ডের উপর অনুমোদনের কাজ তিনিই করবেন। কিন্তু গৃহস্থালী চালাতে গেলে পরে—অর্থাৎ অনুমোদনের পরে অনুমোদিত বিদ্যালয়কে উন্নততর পর্যায়ে নিতে গেলে যে অর্থমঞ্জুরীর প্রয়োজন হবে, সেটা যদি তাকে না দেওয়া হয় তাহলে অনুমোদন ক্ষমতার ভবিষ্যৎ কি হবে? বোর্ডের হাতে ফাঁকা গৃহস্থালীর ভার দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা কার্যকরী হবে না। অর্থাৎ জীয়নকাঠি যদি অন্যত্র রেখে দেন তবে বোর্ড ঠুটো জগন্নাথের মত হবে। সম্পূর্ণভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা তার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। দে কমিশনএ যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা এই অতি সত্য কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই এই রেকগনিশন এবং গ্র্যান্ট এ দুটোই দেবার ব্যবস্থার ভার একটা কমিটির উপর অর্পণ করেছিলেন। এটা না হলে অসুবিধা হবে বহুবিধ। বোর্ড বিদ্যালয়গুলিকে রেকগনিশন দিলেন মন্ত্রীমহাশয়ের বিবৃতি মতো সেখানে নমিনেটেড সদস্য থাকবেন—শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীও সেখানে থাকবেন। তাঁরা দেশের শিক্ষাবিস্তার ও উন্নতির দিকে বিশেষ জোর দেবেন তা আমরা নিশ্চয় মনে করতে পারি। সকলের শুভেচ্ছার এবং তার ফলে দিনের পর দিন বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে যাবে—নূতন নূতন বিদ্যালয় অনুমোদন পাবে। কিন্তু বিদ্যালয়গুলিকে বেঁচে থাকতে গেলে যে সাহায্যের প্রয়োজন, সেটা পেতে হবে অপর কর্তা অর্থাৎ যাঁদের উপর মঞ্জুরী দেবার ভার থাকবে তাঁদের মধ্যে যদি তেমন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক না থাকেন তাহলে রেকগনিশন পাওয়ার পরেও হা-হুতাশ নিয়ে তাকিয়ে থাকতে হবে—ঐ গ্র্যান্ট দেবার ভার যে কর্তৃপক্ষের হাতে তাদের কৃপা-অঙ্গুলি নির্দেশের প্রত্যাশায়।

Mr. Chairman: You need not refer to the subject-matter as mentioned in the clause itself.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, she is speaking on her amendments.

Sjkta. Anila Debi:

অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলি প্রাণ রক্ষা করার জন্য রেকগনিশন কমিটি, না নূতন গ্র্যান্ট দেবার ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ—কার কাছে যাবে? রেকগনিশন কমিটি বিদ্যালয়গুলিকে রেকগনিশন দিলেন কিন্তু গ্র্যান্ট সম্পর্কে থাকবেন নির্বাক। বিদ্যালয়গুলি যখন গ্র্যান্টএর প্রয়োজনে গ্র্যান্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যাবে তখন গ্র্যান্ট কর্তারা অঙ্গুলি নির্দেশ করবেন রেকগনিশন কমিটির দিকে এবং হয়তো বলবেন, "মুই নই, ঐ"। আবার রেকগনিশন কমিটির কাছে গেলে তারা বলবেন, "মুই নই, ঐ"। ফলে বিদ্যালয়গুলি একবার এখান থেকে ধাক্কা খেয়ে ওখানে যাবে, ওখান থেকে ধাক্কা খেয়ে এখানে আসবে। এই দুয়ের ধাক্কাধাক্কির মাঝখানে পড়ে এই বিদ্যালয়গুলির মৃত্যু না ঘটলেও তাদের জীবনীশক্তি স্তিমিত থেকে স্তিমিততর হ'তে থাকবে। সেইজন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করব যখন উনি বলেছেন যে, এখানে দে কমিশন ও মুদালিয়ার কমিশনএর ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করছেন তখন যে কমিটির কথা স্পষ্টভাবে মুদালিয়ারের পরবর্তী দে কমিশন বলে গিয়েছেন তাকে পূর্ণাঙ্গই রাখুন। কেন তার একটা হাত কেটে অক্ষম করছেন, পা কেটে খোঁড়া করে দিচ্ছেন? দে কমিশন যে কমিটির কথা বলেছেন সেটা রেখে দিলে অন্তত আমাদের মুখ এক জায়গায় বন্ধ করতে পারবেন। অর্থাৎ দে কমিশনএর সুপারিশ শিক্ষাকল্যাণের জন্য এ ক্ষেত্রেও রক্ষা করছেন না একথা তো বলতে পারব না।

[2-10—2-20 p.m.]

তার জন্য তাঁকে অনুরোধ করব তিনি যেন আমার এই সংশোধনী রেকগনিশনএর সঙ্গে এ্যান্ড গ্র্যান্টস এই কথাটা বসিয়ে ১নংএ যে কমিটি সেই কমিটিটাকে তিনি করবেন রেকগনিশন এ্যান্ড গ্র্যান্টস কমিটি গ্রহণ করেন।

তারপরে ১১৩নং আমার আর একটা সংশোধনী। সেটা হচ্ছে এই কমিটিগুলি তিনি বসিয়েছেন—(এ) (বি) (সি) (ডি) (ই) করে, তারপরে আরও কতকগুলি কমিটির কথা আমি

আমার এই সংশোধনী প্রস্তাবে উত্থাপন করছি। একটা হচ্ছে প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি, আর একটা গার্লস এডুকেশন কমিটি, আর একটা টেকনিক্যাল এডুকেশন কমিটি, আর একটা ইউনিভার্সিটি কোরিলেশন কমিটি এবং আর একটা হচ্ছে প্রাইমারী কোরিলেশন কমিটি। তারপরে আর একটু যোগ করতে বলছি—

"Provided that all these Committees shall be set up by the Board in accordance with the regulation under this Act and with the duties to be prescribed by such regulations".

অবশ্য মন্ত্রীমহাশয় বিলে (এ) (বি) (সি) (ডি) (ই) করে যে বিভিন্ন কমিটির কথা বলে গিয়েছেন সেই বিভিন্ন কমিটির পরে যে (এফ) কমিটির কথা আমি বলেছি প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি, সুখী হতাম যদি মন্ত্রীমহাশয়ের আনীত বিলে ঐ কমিটির কথা থাকত ; তাহলে বুঝতে পারতাম ১৯৫৪ সালে বোর্ড যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে নি বলে সরকার তাকে বাতিল করে দিয়ে অন্য বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন শিক্ষার মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান বলে; লক্ষ্য রক্ষিত হবে বলে। যদি দেখতে পেতাম যে, প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটির কথা রয়েছে, বুঝতাম মুদালিয়ার ও দে কমিশনকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের দাবী বা পুনর্গঠনের দাবী যেটা সর্বভারতীয় হয়ে উঠেছিল, সেই সর্বভারতীয় দাবীর জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার সে সম্পর্কে সব কিছু পরীক্ষা করে দেখবার জন্য মুদালিয়ার কমিশন বসিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্টএর সমাধি রচনা করবার লক্ষ্যে নয় সুষ্ঠুভাবে প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হতে পারে তারই লক্ষ্য ছিল। মুদালিয়ার কমিশনের পরে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এখানে যে দে কমিশন বসিয়েছিলেন সেই দে কমিশন একটা মূল সুপারিশ হিসেবে প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভেলপ-মেন্টএর কথা বলেছেন। যেখানে বিভিন্ন কমিটির কথা বলেছেন দে কমিশন সেখান থেকে সামান্য একটু অংশ আমি পড়ে শোনাতে চাই—যাঁদের যাঁদের হাতে দে কমিশনএর কপি নাই তাঁদের যাতে একটু সুবিধা হতে পারে। সেটা হচ্ছে দে কমিশনএর রিপোর্ট

Page 39, No. 15—The Board will have the following Standing Committees
(a) Planning and Development Committee

আর যেটা তাঁরা ২য়তে বসিয়েছেন এবং সে সম্বন্ধে আমার সংশোধনীতে আছে সেটা কমিশনের রিপোর্টে (বি)তে আছে। সুতরাং দে কমিশনএর (এ)তেই সুপারিশ রয়েছে—প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটির। আমি বুঝতে পারি না মন্ত্রীমহাশয় কেন দে কমিশনএর এই যে রেকমেন্ডেশন এবং মুদালিয়ার ও দে কমিশন যে উদ্দেশ্যে রচিত এবং তাদের যে মূল বক্তব্য রয়েছে সেটা এখানে সন্নিবেশিত করলেন না। তিনি হয়ত উত্তর দেবার সময় সেকথা বলবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমি দে কমিশন থেকে উদ্ধৃত করে তাঁর কাছে নিবেদন করছি এবং অন্যদেরও বিবেচনা করতে বলছি যে দে কমিশনএ এই কথা সন্নিবেশিত থাকবার পর অন্য কিছু বলবার অকেশন থাকে কিনা :

"all this would need careful planning; when the new Board of Secondary Education comes into existence it will be one of its main functions to conduet a careful survey of the educational requirements and to prepare a detailed plan for reconstruction of the entire State for the consideration of the Government." (page 33.)

কমিশনের যে উক্তি আছে সেই উক্তির মধ্যে এই কথাগুলি রয়েছে। সুতরাং মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমি আরও নিবেদন করব যে দে কমিশন থার্টি-সেভেন পেজএ এই ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড প্ল্যানিং সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছেন। এখানে ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড প্ল্যানিংএর প্রয়োজনের কথা আছে এবং বোর্ডের ফাংকশনএর কথা দে কমিশন যেখানে নির্দেশ করেছেন সেখানেও পরিষ্কার হয়ে রয়েছে বোর্ড এই ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং করবে। দে কমিশনএর ৩৭ পাতার ১২ প্যারায় রয়েছে—

The Board will have the following functions :—

(a) to prepare the plans for the development of secondary education, and

(b) a better and more equitable distribution of the facilities for secondary education in the State.

তাহলে এডুকেশনকে উন্নতির পর্যায়ে আনতে হলে, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনকে ভালভাবে গঠিত করতে হলে এবং সমস্ত বিদ্যালয়গুলির ভালভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করতে গেলে পর দে কমিশন মনে করেছিলেন এবং আমরাও নিশ্চয়ই মনে করি যে তারজন্য একটা ভাল প্ল্যানিংএর প্রয়োজন। এই প্ল্যানিংএর অভাবে অনেক কিছু বিপর্যয় ঘটতে পারে। এবং সেটা কি করে ঘটছেও সেকথা আমি আপনাদের কাছে সংক্ষেপে নিবেদন করে যাব। কিন্তু তার আগে আমি এই দে কমিশনএর ৮০ পৃষ্ঠার দিকে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Chairman: You have taken more than fifteen minutes.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, she is referring to Government documents.

Sjkta. Anila Debi:

মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আমি আপনার বিবেচনার জন্য একটা কথা বলে নিতে চাই, আমি যদি (এফ) (জি) (এইচ) (আই) (জে)এর প্রত্যেকটার জন্য আলাদা এক-একটা সংশোধনী উপস্থিত করতাম তাহলে আপনার নির্দেশিত যে সময় ৮ মিনিট, সেই ৮ মিনিট এক-একটা সংশোধনীর জন্য পেতাম সেরকম কিছু করবার ইচ্ছা নাই বলেই আমি এখানে সবগুলি সংশোধনী একসঙ্গে উপস্থিত করেছি।

Mr. Chairman: Sometimes you know it is possible the speaker may think that it might be necessary for her to go to generalities by referring to the Dey Commission and the Mudaliar Commission. But that would be hardly in the interest of the business before this House. I want to draw the attention of the members of the House to this.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: She is speaking on Planning and Development Committee and reading from those passages in the Dey Commission which deal with Planning and Development and emphasising its importance.

Sjkta. Anila Debi:

আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা দেখাতে গিয়ে দে কমিশন উল্লেখ করেছেন—ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং না থাকার ফলে কি করে ৯টি জেলা অবজ্ঞাত হয়েছে সেই বিদ্যালয় ডিস্ট্রিবিউশনএর ব্যাপারে পেজ কুড়ির প্যারাগ্রাফ ছাব্বিশএ এই কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন:

"We have said above from the point of view of numbers only of high schools in West Bengal, there is perhaps little room for expansion."

"This will show the high schools are not evenly distributed over the State. It will be seen that the majority of the high schools are clustered in Calcutta and the five districts of Burdwan, Midnapore, 24-Parganas, Hooghly and Howrah. The remaining nine districts are comparatively speaking supplied poorly with high schools."

এখানে টোটাল নাম্বার দিয়ে দেখানো হয়েছে, আমি সেদিকে যাচ্ছি না সময় বেশি নেব না বলে।

[2-20—2-30 p.m.]

এখানে ডেভেলপমেন্ট স্কীমএর অভাব এতদিন পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা কি করে অবজ্ঞাত হয়েছে এটা অত্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে দে কমিশন বলতে চেয়েছেন। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং না থাকার ফলে অর্থাৎ মুদালিয়ার কমিশনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার অন্তত রিঅর্গানিজেশনএর যে পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তার পেছনে কোন পরিকল্পনা না থাকার ফলে দে কমিশন অতীতের চিত্রে যে শোচনীয় অবস্থা দেখেছিলেন বর্তমান মধ্যশিক্ষা ক্ষেত্রে সেই শোচনীয় চিত্রই আমরা দেখতে পাচ্ছি। মন্ত্রীমহাশয় অবশ্য বলতে পারেন তাঁর আইনে ২৪ রুলে তিনি বলেছেন যে এ সম্বন্ধে সরকার বোর্ডকে নির্দেশ দিতে পারেন বা

... সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। আমি সে ধরনের কথা বলছি না, কারণ সময় বেশি লেগে যাবে। কিন্তু আমার এখানে একটি মাত্র বক্তব্য হচ্ছে যে, বোর্ডের ক্ষমতাকে এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে, যে বোর্ডের হয়ত কিছু করবার ক্ষমতাই থাকবে না। বিশেষ করে দি কমিশন স্ট্যান্ডিং কমিটি বলতে গিয়ে, স্ট্যাটুটরি কমিটি বলতে গিয়ে যে প্ল্যানিং ডেভেলপমেন্টএর কথা বলেছেন সেই প্ল্যানিং ডেভেলপমেন্টএর কথা এখানে না থাকার ফলে কিছু করা সম্ভব হবে বলে মনে করি না। এখানে আমাদের ডেভেলপমেন্টএর কোন প্ল্যানিং না থাকার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মাল্টিপার্পাস, হায়ার সেকেন্ডারী ইত্যাদি খুলবার যে পলিসি সরকার নিয়েছেন সেটা কত অবাস্তব। এবং এই পলিসি সম্বন্ধে যদি স্থিরভাবে বিবেচনা করেন, অস্থির হয়ে যদি না উঠেন তাহলে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন আমার এই কথাটা সঠিক। এইসব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে ওয়েল ডিস্ট্রিবিউশন একেবারেই হয় নি। আঞ্চলিকভাবে কোন বিচার করা হয় নি, কত সংখ্যক ছাত্রসংখ্যা হবে কোন অঞ্চলে সে সম্বন্ধেও চিন্তা করা হয় নি, পরীক্ষার ফল কি হবে, রেজাল্ট কিরকম হবে সে সম্বন্ধেও চিন্তা করা হয় নি, স্টাফ কিরকম হবে সে সম্বন্ধেও চিন্তা করা হয় নি। সেখানে হয়েছে কেবল অনুগ্রহ বিতরণ। এর মাধ্যমে কারও কিছু সুবিধা আছে কিনা জানি না। কিন্তু সেখানে ফেভারিটিজম চলেছে, অভয়দান চলেছে, আশীর্বাদ চলেছে। আসল ইঙ্গিত হচ্ছে সেখানে যদি আমাদের পেছনে থাক, তোমরা টিকে থাকবে নইলে টিকে থাকতে পারবে না। কাজে কাজেই আমার মনে হয় যে এমনতর ঘটনা যেখানে ঘটছে নিশ্চয়ই রাজ্যে নতুন বোর্ডের ক্ষমতায় প্ল্যানিং এবং ডেভেলপমেন্টএর কথা থাকা উচিত ছিল। সুতরাং এই সংশোধন মন্ত্রীমহাশয়ের গ্রহণ করা শুধু উচিত বলি না, অবশ্য কর্তব্যও বলব। অনুরোধ উপরোধে তিনি টলেন না, জোর করে বললেও তিনি শুনেন না, দেখি যদি কর্তব্যের দোহাই দিলে শুনেন। তাই বলি ডেভেলপমেন্টএর দিক থেকে, মধ্যশিক্ষার মঙ্গলের দিক থেকে তাঁর অবশ্য কর্তব্য ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিংএর ভার বোর্ডকে দেওয়া এবং তার জন্য প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করা। আমি আর একটা কমিটির কথা এখানে বলব। গার্লস এডুকেশন সম্বন্ধে আমাদের রাজ্যপালিকা তাঁর ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, পরে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ঘোষণা করেছেন যে, এই রাজ্যের অন্তত পল্লী অঞ্চলে ক্লাস এইটএ মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করবেন। এই প্রচেষ্টা আমি মেয়ে হিসাবে দ্বিগুণভাবে এবং নাগরিক হিসাবে তো বটেই অভিনন্দন জানাচ্ছি। উদ্দেশ্য যেখানে শুভ সে উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জানাতে কোথাও কোন কারণে আমাদের কুণ্ঠা নাই। এবং সেই উদ্দেশ্য যাতে যথার্থ মঙ্গলজনক হয়ে উঠে, যথার্থ কার্যকরী হয়ে উঠে তার জন্য আমরা কতকগুলি সাজেসশন দিতে চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেই সাজেসশনকে একেবারে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় যেহেতু সেগুলি বিরোধীপক্ষ থেকে এসে থাকে--

Mr. Chairman: These observations do not have any immediate bearing on the subject you are discussing and these may be avoided for quick transaction of business.

Sjkta. Anila Debi:

গার্লস এডুকেশন কমিটি থাকা উচিত কেন সেটাই বলছি। আমাদের মত অনগ্রসর দেশে সাধারণভাবে শিক্ষার দিক থেকে মেয়েরা যথেষ্ট পিছনে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পরাধীনতার গ্লানি ছাড়াও এদেশে সামাজিক উৎপীড়নে মেয়েরা উৎপীড়িত হয়ে এসেছে। সুতরাং মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ তারা পায়ই নি বলা চলে।

আমাদের বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭শ যদি আমরা ধরি, সেখানে দেখবো বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪শর বেশি বোধহয় উঠবে না। হয়ত সেখানে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যদি পপুলেশন হিসাব করে দেখা যায়—

[At this stage blue light was lit.]

Mr. Chairman: You are taking a long time over each of your points.

Sjkta. Anila Debi:

এখানে যদি সমস্ত কথা শেষ করতে না দেন তাহলে অসমাপ্ত রেখেই আমি বলব কিন্তু গার্লস এডুকেশন কমিটি সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য বলছি, তারপর আর যে তিনটা কমিটি

সম্বন্ধে সংশোধন রয়েছে সেগুলো না হয় আমি শুধু রেফার করে যাব। আমাদের দেশে ছেলে এবং মেয়েদের একই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নি। সেটা করা ঠিক কি ঠিক নয় সেই সমস্ত বিতর্কের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। গার্লস স্কুলগুলি আলাদা আছে, তার প্রয়োজন হয়ত আছে, সেগুলির ম্যানেজমেন্ট আমাদের দেখতে হবে। তার কি সমস্যা, কোথায় করলে পর আমাদের রাজ্যপালিকার শুভ ইচ্ছাকে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সহজেই কার্যকরী করতে পারেন এই সমস্ত দেখবার ভার নেবেন কে? বোর্ড অব সেকেন্ডারী এডুকেশন স্থাপিত হচ্ছে কিন্তু সেই বোর্ডের এ সম্পর্কে কোন রকম ক্ষমতা থাকবে না এর চেয়ে হাস্যকর ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? যদি এই বোর্ড রাজ্যপালিকার ঘোষণার আগে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষণার আগে, সংগঠিত হোত তাহলে হয়ত আমি একথা বলবার অবকাশ পেতাম না। কিন্তু বার বার যখন শিক্ষাজগতের উন্নতিকল্পে এই সমস্ত জিনিস করতে যাচ্ছেন বলে আমাদের অন্তত বুঝাতে চান তখন আমি বলতে চাই যে কেন এই বোর্ডের মধ্যে গার্লস এডুকেশন কমিটি আলাদা থাকবে না? এটা আলাদা থাকবার প্রয়োজন আছে। মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থাপনার মধ্যে তাদের জন্য কোন স্পেশাল ব্যবস্থার দরকার হবে কিনা, তার সিলেবাস কিরকমভাব হবে, কোন্ কোন্ বিদ্যালয়গুলির পক্ষে কো-এডুকেশন দেওয়া সম্ভব, কোথায় কোথায় নূতন বিদ্যালয় খুললে পর উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে উঠতে পারে সেই যেসমস্ত পরিকল্পনা, সেগুলি নিয়ে ভাববেন কে? বলতে পারেন যাঁরা বোর্ডের মধ্যে থাকবেন কিম্বা যাঁরা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে বসে আছেন তাঁরা ভাববেন, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত যখন ডিপার্টমেন্ট এটা ভাবতে পারেন নি তখন তাঁদের নূতন করে করবার আর কিছু নেই। বোর্ড গঠিত হবার পর যদি তাঁরা ভাবতে পারেন, তবে এই নবগঠিত বোর্ডের হাতে কেন সেই ভারটা দেওয়া হবে না আমি তা বুঝতে পারছি না। যদি গার্লস এডুকেশন কমিটি এসে মেয়েদের শিক্ষার নবতর ব্যবস্থার কোন পন্থা গ্রহণ করতে পারেন তাহলে সেটা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের কথা সে বিষয়ে আমি একটুও সন্দিহান নয়।

[At this stage the red light was lit.]

কাজে কাজেই মন্ত্রীমহাশয়কে বলছি যে আমার বক্তৃতার সামনে লাল আলো জ্বলে উঠলেও পশ্চিম বাংলার শিক্ষাজগতে লাল বাতি জ্বালিয়ে দেবার ইচ্ছা যদি তাঁর না থাকে, তাহলে আমি যে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি এনেছি সেগুলি তিনি যেন গ্রহণ করেন। আমি সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশ মেনে বসে পড়ছি কিন্তু তার আগে আমি একথা বলব যে, টেকনিকাল এডুকেশন কমিটি, ইউনিভার্সিটি কোরিলেশন কমিটি, প্রাইমারী কোরিলেশন কমিটি সম্বন্ধেও আমার সংশোধনী আছে। আমি ঐগুলি তুলে নিচ্ছি না, ঐগুলি বিবেচনার জন্য আমি হাউসের সামনে উপস্থিত করছি।

[2-30—2-40 p.m.]

আমি এখানে আরেকটা কথা বিবেচনার জন্য আপনার মাধ্যমে এই হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। কথাটা হচ্ছে—হ্যাঁ, আমাদের রিপিটিশন হয়ে যায়, আমরা হয়ত কোন প্রসঙ্গে এমন কথা বলে ফেলি যে যার জন্য সভাপতি মহাশয় আমাদের সংযত করে দেন—এটা ও'র পক্ষে ঠিক আমরা বুঝতে পারি কিন্তু কথা হচ্ছে যে, এমন অবস্থা হয়ে পড়ে যে আগে বলা হয়ে থাকলেও আমাদের পুনরুক্তি না করে উপায় থাকে না, আগের কথাই পুনরায় বলতে হয়। এই পুনরুক্তিকে বিচার করবার আবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Chairman: There has been a good deal of rhetoric and recital of past history as was witnessed in the peroration of the last speaker, but I would like to tell honourable members that it does not help progress of the debate. Motives should not be ascribed in the way it has been done. Honourable members should avoid these things. Of course they are perfectly at liberty to hold those views, but there is hardly any place for them in the course of the debate. Let us take things in a businesslike manner. I would request honourable members to finish their speeches as quickly as possible.

Sj. Satya Priya Roy: But, Sir, there is scope for rhetoric in parliamentary speeches.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, you have said that there should be no rhetoric. Will you kindly give us models of speeches to show that this is rhetoric and that is not rhetoric?

Mr. Chairman: Professor Bhattacharyya, that is beside the point. I cannot give you a model of a speech. You know what is what. I really depend upon your good sense.

Janab Abdul Halim: Sir, I beg to move that after clause 18(e), the following item be added, namely:—

"(f) the Committee for the Secondary Education of the Educationally Backward Classes."

মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, এই ১৮নং ক্লজ (ই) যেখানে বোর্ড কথা আছে তার জায়গায় "(এফ) অর্থাৎ—

"the Committee for the Secondary Education of the Educationally Backward Class". The Board shall constitute following Committees, viz., Recognition Committee, Syllabus Committee, Examination Committee, Appeal Committee, Finance Committee.

এটা যোগ করবার জন্য বলেছি। এখানে শিক্ষা প্রসারের কথা হচ্ছে। বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কম। আমাদের বাংলাদেশে এডুকেশনালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসও যথেষ্ট আছে। আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে তারা রয়েছে এবং তারা শিক্ষাদীক্ষায় অনুন্নত। তাদের শিক্ষাব্যবস্থা করতে হ'লে এই শিক্ষা বোর্ড তার জন্য কি সিদ্ধান্ত করেছেন এবং তা কিভাবে পরিচালনা করবেন তা আমাদের সামনে যে বিল এসেছে তার মধ্যে কিছুই পাচ্ছি না। সেজন্যই আমি বলেছি সেসব করতে হ'লে secondary education for educationally backward classes বিশেষভাবে যত্ন নিতে হবে। আমি জানি সম্প্রতি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে রয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর কথা বাদ দিয়ে দেখা যায় অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থা মোটেই ভাল হয় নি। এখানে আমার কথা হচ্ছে, যদি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসদের আমরা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত না করতে পারি তাহলে আমরা কখনও অগ্রসর হতে পারব না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিকে কোন প্রচেষ্টা দেখি না। আমরা দেখেছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ১৯৫৬-৫৭ সালের জন্য ৯ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। আমাদের বাংলাদেশেও একটা বোর্ড গঠন করে শিক্ষার দায়িত্ব সরকার নিচ্ছেন, কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসএর শিক্ষা বিস্তারের জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে তার কোন নির্দেশ এখানে নাই। সেদিক থেকে আমার বক্তব্য হচ্ছে, অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য আজকে এখানে একটা কমিটির প্রয়োজন। সেই কমিটি হবে, the Committee for secondary education of backward classes. এই কমিটি না করলে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা পরিচালনা করা সম্ভব হবে না, শুধুমাত্র একটা কাগজ কলমের ব্যবস্থার মধ্যেই তা পর্যবসিত হবে। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে এই বিষয়ে একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার এই বিলে। আমি মনে করি আমি যে প্রস্তাব করেছি সেটা রাখা দরকার। আমি শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব—তিনি বলেছেন শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গভর্নমেন্ট নেবেন এটা সরকারের কর্তব্যও বটে। আমি এখানে তাঁকে অনুরোধ করব যে, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ডেমক্রেটিক গণতান্ত্রিক বোর্ডের প্রয়োজন আছে যদি প্রকৃতই অনুন্নত এবং ব্যাকওয়ার্ড শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাপ্রসার করতে চান—যদি এটাই আপনাদের অভিপ্রায় হয় তাহলে আমার নির্দেশিত একটি কমিটির দরকার।

Sj. Satya Priya Roy:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১১২নং সংশোধনী শ্রীমতী অনিলা দেবী এবং শ্রীযুক্ত নগেন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নামে এসেছে। রেকগনিশন কমিটির নাম গ্র্যান্টস কমিটি করা হবে। এখানে একটি নীতিগত প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। [illegible] মঞ্জুরী দেওয়ার জন্য একটা থাকবে, তাদের সাহায্য

দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার কর্তব্য একজনের হাতে থাকবে, আর সব রকম দায়িত্ব অন্যের হাতে থাকবে এই ব্যবস্থায় কখনও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও কল্যাণ হ'তে পারে না। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি বিদ্যালয়গুলিকে মঞ্জুরী দেয় বিশ্ববিদ্যালয়, আর তাদের সাহায্য দেওয়ার কর্তব্য হচ্ছে সরকারের। আজকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার কথা দে কমিশন উল্লেখ করেছেন। অন্য প্রদেশে এই ব্যবস্থা ছিল না। বাংলাদেশে মঞ্জুরী দেবার অধিকার একজনকে দিয়ে সাহায্য দেবার অধিকার আরেক জনের হাতে আছে বলে দে কমিশন এ সম্পর্কে পরিষ্কার বলেছেন, আমি এখানে টেবল সিক্সএ যা দেখছি তা সংক্ষেপে বলছি।

[2-40—2-50 p.m.]

বোম্বেতে ১.০৩০টি স্কুল আছে, তার মধ্যে সাহায্যহীন বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৪৪টি; মাদ্রাজে ১,৪১১টি স্কুল আছে, তার মধ্যে সাহায্যহীন স্কুলের সংখ্যা মাত্র ১৪টি; আর আমাদের পশ্চিম বাংলায়, ১৯৫২-৫৩ সালের যা পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে এবং দে-কমিশনের রিপোর্টেও দেওয়া হয়েছে. ১,৩২৩টি বিদ্যালয় ছিল, তার মধ্যে সাহায্যহীন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৬৮টি, বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় সতের শ' উপর বিদ্যালয় আছে। তার মধ্যে নয় শ' বিদ্যালয় সাহায্যপ্রাপ্ত এবং আট শ' সাহায্যহীন। অবশ্য সরকারী পরিসংখ্যানে অনেক জোড়াতালির ব্যবস্থা আছে। তাঁরা এগারো শ' দেখাতে চান সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, আর সাহায্যহীন ছয় শ' বিদ্যালয়। ঐ এগারো শ' বিদ্যালয়ের মধ্যে দু'শো স্কুল আছে, যার হিসেব আমরা নিয়েছি—যে দু'শো স্কুল সাহায্য বাবত এক কাণাকড়িও সরকারের কাছ থেকে পায় না। যদি সরকারী পরিসংখ্যান ধরি তাহলে দেখব ১,৭০০ বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬০০ বিদ্যালয় সাহায্যহীন। অর্থাৎ সাহায্যহীন বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট বিদ্যালয়ের ⅓ অংশ। এই সাহায্যহীন বিদ্যালয় সম্পর্কে দে-কমিশন বার বার করে পরিষ্কার বলেছেন যে, দু' ধরনের বেসরকারী বিদ্যালয় থাকা উচিত নয়—এক সাহায্যপ্রাপ্ত, আর এক সাহায্যহীন। এই বিভেদ ও পার্থক্য তুলে দিতে হবে। সাহায্যহীন ও সাহায্যপ্রাপ্ত এই দু'রকম বিদ্যালয় রাখলে শিক্ষার কোন কল্যাণ হতে পারবে না। পেজ ফিফটি-ফোর-এতে দে-কমিশন বারে বারে যা সুপারিশ করেছেন তার উল্লেখ আছে, সেটা মন্ত্রীমহাশয়ের গোচরে আনতে চাই।

We have already stated that there should no longer be any un-aided schools.

Mr. Chairman: You have explained that in Bengali.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, it is not my own opinion. It is as authoritative as the report of the Dey Commission. Whenever our Minister speaks he swears by this Commission. That is why I have taken the trouble of finding out the lines that go against him, against the Bill.

Mr. Chairman: You have given in Bengali first and you are repeating it.

Sj. Satya Priya Roy:

দে-কমিশন কি বলেছেন সেটা আগে বলা দরকার। কারণ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বারে বারে দে-কমিশনের কথা বলেছেন। সেই দে-কমিশন বলেছেন—

We have already stated that there should no longer be any un-aided schools. All schools which are approved, that is recognised, must be offered and given proper aid from the State.

এই যদি করতে হয়, দে-কমিশন যে সুপারিশ করেছেন, তা যদি মানতে হয় এবং সাহায্যহীন ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের যে পার্থক্য আছে তা যদি তুলে দিতে হয়, তাহলে শুধু রেকগনিশন কমিটি বোর্ডে গঠন করলে চলবে না এবং সেইজন্য বোর্ডের রেকগনিশন ও গ্র্যান্ট কমিটি হবার প্রয়োজনীয়তা আছে। দে-কমিশন সেইজন্য শুধু এই রেকগনিশন কমিটির কথা বলেন নাই। তাদের সুপারিশে পরিষ্কার দেওয়া আছে রেকগনিশন কমিটি ও গ্র্যান্টস কমিটি হবে। তাই

আমি আশা করব মন্ত্রীমহাশয় যে দে-কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে এত কথা বলেছেন, সেই দে-কমিশনের এই সুপারিশ তিনি মেনে নেবেন। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় হয়ত খসড়া আইনের ২৪ ধারা উল্লেখ করবেন। সেখানে আছে বটে—

the Board may with the approval of the State Government constitute such other committees as it thinks fit and such committees may be composed wholly or in part of the members of the Board.

মন্ত্রীমহাশয় হয়ত বলবেন যে আপনারা অনেকগুলি কমিটি গঠন করবার কথা বলেছেন বা দে-কমিশনও অনেকগুলি কমিটি করবার সুপারিশ করেছেন। তার ব্যবস্থা আছে বিলের খসড়ায় ২৪ ধারায়। ২৪ ধারায় এখানে বোর্ড ইচ্ছা করলেই কোন কমিটি করতে পারবে না। কিন্তু বোর্ড সেখানে করতে পারবে—

with the approval of the State Government

তাই যদি হয়—স্টেট গভর্নমেন্টএর পক্ষ থেকেও সম্মতি থাকবে, তাহলে তাঁরা এই খসড়া বিলের মধ্যে এর একটা স্ট্যাটুটরি মর্যাদা দিতে পারতেন। কাজেই আমাদের আশঙ্কা আছে টাকা দিয়ে সাহায্য করবার অধিকার ও ক্ষমতা দুটোই সরকার নিজের হাতে রেখে দিতে চান। এটা দেখেছি ইংরেজ আমলে, আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সাহায্যহীন ও সাহায্যপ্রাপ্ত এই দুরকম বিদ্যালয় সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি বেশি রাজভক্ত। এখন মন্ত্রীমহাশয়ও মনে করতে পারেন তাদের সাহায্য দেব, আর তার মূল্য হিসেবে ভক্তি ও আনুগত্য আদায় করে নেব।

Mr. Chairman: Now, that is analysis of motives which is hardly called for.

Sj. Satya Priya Roy: But the fact remains that......

Mr. Chairman: It is hardly fair to say that it has been done with an intention.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I wonder if we are in a church or in a parliament.

Mr. Chairman: I have got to consider that there are two points of view on this matter. What I suggest is that you may state facts but do not suggest that it has been done with this intention.

Sj. Satya Priya Roy:

তা কি ক'রে হয়?

Mr. Chairman: That would be in order.

Sj. Satya Priya Roy:

আমি তো আর অন্তর্যামী নই! তাঁদের ইন্টেনশন আমি বলতে পারবো না। এর ফল কি হতে পারে? দেশের অকল্যাণ হতে পারে। দেশের সেই অকল্যাণের কথা এখানে আমি প্রকাশ করছি মাত্র। এখানে ঐ ২৪ ধারার পিছনে দাঁড়িয়ে যদি মন্ত্রীমহাশয় যুক্তি হিসেবে সেটা দাঁড় করান, যে যখন যেরকম খুশি কমিটি বোর্ড গঠন করতে পারবে, তাহলে, আমি বলব সে যুক্তি অচল হবে। দ্বিতীয় যুক্তি তিনি রেকগনিশন ও গ্র্যান্টস কমিটির বিরুদ্ধে দিতে পারেন, আমরা টাকা দেব, আর গ্র্যান্ট যদি অন্যে মঞ্জুরী করেন, তাহলে কত টাকার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে তা আমরা জানতে পারব না। এই রকম অবস্থায় গ্র্যান্ট দেবার ক্ষমতা রেকগনিশন ও গ্র্যান্টস কমিটিকে দিতে পারব না। মন্ত্রীমহাশয়ের টাকা দেবার কি ক্ষমতা আছে জানি না। সাধারণে যে রাজস্ব দিয়েছেন, তা থেকেই এ টাকা তিনি দেশের কল্যাণের জন্য খরচ করবেন। শিক্ষা খাতে কত টাকা তিনি খরচ করতে পারবেন, তা বাজেটে ঠিক করবেন। কোন্ বিদ্যালয়কে কত টাকা সাহায্য দেওয়া হবে, সেই অনুযায়ী বাজেটে টাকার ব্যবস্থা করবেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি

বোর্ডকে বলে দিতে পারবেন এই বছর এত করে সাহায্য করতে পারব। কাজেই গ্র্যান্ট ও রেকগনিশন কমিটি সেই অনুযায়ী তার বাজেট তৈরি করতে পারবেন। সুতরাং তাঁরা যে যত খুশি গ্র্যান্ট দিতে পারবেন তা নয়। মন্ত্রীমহাশয় যে মঞ্জুরী করে দেবেন, তার মধ্যেই তাঁদেরকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কাজেই মন্ত্রীমহাশয় যে যুক্তি দেবেন, তার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বললাম।

তার পরের সংশোধনী সম্বন্ধে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল এডুকেশন কমিটি, ইউনিভার্সিটি কোরিলেশন কমিটি, প্রাইমারী কোরিলেশন কমিটি—এই তিনটি কমিটির সম্বন্ধে অনিলা দেবী ১১৩ নম্বরে যে সংশোধনী উপস্থাপিত করেছেন, তার প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়তা কতটা, সে সম্বন্ধে আমি খুব সংক্ষেপে বলব। অবশ্য আমি সভাপতি মহাশয়ের ব্যস্ততার কারণ বুঝতে পারি। আমরা বলেছিলাম—এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিল যখন এসেছে, এ সম্বন্ধে সকলে মিলে ভাল করে এর আলোচনা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিরোধীপক্ষকে সে সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাঁরা বলেছেন সভাপতি মহাশয় যখন আপনাদের উদারভাবে আলোচনার সময় দিচ্ছেন, তখন আর সিলেক্ট কমিটির কি প্রয়োজন আছে? সেই ঔদার্য্যের খানিকটা তো আমরা ব্যবহার করবই।

[2-50—3 p.m.]

প্রথম হচ্ছে ইউনিভার্সিটি কোরিলেশন কমিটির একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশেষ করে যে পর্ষৎ গঠিত হতে যাচ্ছে—আমরা দাবী করেছিলাম যে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৫ জন প্রতিনিধি থাকুক। যেখানে গত বোর্ড-এতে ৪০ জন সদস্যের মধ্যে উপাচার্যকে নিয়ে ৯ জন সদস্য ছিলেন সেখানে এবার ২৭ জনের বোর্ডে শুধুমাত্র ৩ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই এই প্রতিনিধিদের ভিতর দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারবে না। এই যোগসূত্র স্থাপন করবার জন্য ইউনিভার্সিটি কোরিলেশন কমিটির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রয়োজনীয়তার কথা দে-কমিশনও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেইজন্য দে-কমিশন, স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলির মধ্যে ইউনিভার্সিটি কোরিলেশন কমিটির কথা উল্লেখ করেছেন। এটার কেন প্রয়োজন সেটাই আমি আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষার মাঝখানে যে হাইফেন ছিল, সেই হাইফেনটিকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যে ইন্টারমিডিয়েট স্টেজটা ছিল সেই স্টেজটাকে তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরস্পরের সঙ্গে দূরে হয়ে যাচ্ছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে যে মাধ্যমিক শিক্ষার এক বৎসর বিভিন্ন কলেজগুলিতে দিতে হবে প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স হিসেবে, সেখানে ছেলেরা এক বছর প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সএ যেটুকু পড়বে, সেটা একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই পড়বে। এই প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সএর কি সিলেবাস হবে—এর কোর্সএর পর পরীক্ষা হবে কিনা সে সম্বন্ধে তারা কোন সার্টিফিকেট পাবে কিনা সেসমস্ত খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন হবে এবং এটা অন্তর্বর্তীকালীন হিসাবে ২০-২৫ বৎসর চলতে থাকবে।

(শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরীঃ সিলেবাস কমিটিকে ত ভার দেওয়া হয়েছে)—

ওটাতে এ সিলেবাস কমিটির ব্যাপার নয়। সমস্ত জিনিসটার ব্যবস্থা করতে হবে যে এই প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সএ সিলেবাস কমিটি থাকবে না। অধ্যাপক মহীতোষ বাবু যা বললেন সেটা ঠিক নয়। সিলেবাস কমিটির পাওয়ার আছে—সেকেন্ডারী এডুকেশন সম্পর্কে যেসমস্ত সিলেবাস করতে হবে, সেটা সে করতে পারবে কিন্তু ইতিমধ্যে মন্ত্রীমহাশয় বলে দিয়েছেন যে, প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স, মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ নয়—সেটা কলেজিয়েট শিক্ষা। কাজেই কলেজীয় শিক্ষার সিলেবাস করার অধিকার সিলেবাস কমিটিকে দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য ইউনিভার্সিটি কোরিলেশন কমিটির উল্লেখ যা দে-কমিশনএ ছিল সেটার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি সেই সংশোধনী সমর্থন করছি।

দ্বিতীয় হচ্ছে প্রাইমারী কোরিলেশন কমিটি। এখানে শিক্ষা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা উচিত শিক্ষক হয়ত দিলেন—শিক্ষা আইনের খসড়া আনবার আগে। সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর বিভাগটা তাঁরা তুলে দেবেন। এবং

৫ বছরে প্রাথমিক ও ৩ বছরে মাধ্যমিক—এ মিলিয়ে ৮ বছরে একটা ইন্টিগ্রেটেড কোর্স তারা তৈরি করবেন। কাজেই প্রাথমিকের সঙ্গে মাধ্যমিকের একটা যুক্তশিক্ষা পরে পরিণত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট নীতিই হচ্ছে তাই। তাই যদি হয়, তাহলে প্রাইমারী শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার যাতে একটা যোগাযোগ থাকে, তারজন্য প্রাইমারী কোরিলেশন কমিটির একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশেষ করে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আমি এই সুযোগে আকৃষ্ট করতে চাই যে, আজকাল প্রাইমারীতে যা পড়াশুনা করান হচ্ছে তার সঙ্গে মাধ্যমিক স্তরেতে যা পড়াশুনা করান হয় তার কোন যোগাযোগ নেই। এবং প্রাথমিক স্তর থেকে বেরিয়ে এসে যেসমস্ত ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করে তারা মাধ্যমিক পড়াশুনার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাইয়ে উঠতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে যে শিক্ষার বিভিন্ন যে স্তর সেই স্তরের মধ্যে যোগসূত্র আনবার কোন চেষ্টা করা হয় নি। সেই যোগসূত্র রাখবার জন্যই আমি প্রাইমারী কোরিলেশন কমিটির সমর্থন করছি।

তৃতীয়ত, টেকনিকাল এডুকেশন কমিটি। এই সম্বন্ধে বললেই কমিটিগুলি সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তা শেষ হয়ে যাবে। টেকনিকাল এডুকেশন কমিটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতার পুনরুল্লেখ করেই বলব যে, তিনি বলেছেন যে, আমাদের এখন আর সেই গতানুগতিক শিক্ষার ধারা নয়, আক্ষরিক শিক্ষা নয়, কেরাণী-প্রস্তুতি নয়। শিক্ষা বহুমুখী হতে যাচ্ছে। শিক্ষা এক ধারায় প্রবাহিত না হয়ে নানা রকম কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই যদি করতে হয়, তাহলে কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে উপদেশ দেবার জন্য একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি এই বোর্ডের থাকা উচিত। মন্ত্রীমহাশয় অবশ্য বলবেন যে আমাদের এই বোর্ডএ
Director of Agriculture or Director of Industries
আছেন। কিন্তু একজন
Director of Agriculture or Director of Industries
বোর্ডে থেকে কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে কোন রকম সুফল ফলাতে পারবেন বলে মনে হয় না।

Mr. Chairman: You need not anticipate what answer he will give.

Sj. Satya Priya Roy: We have to discuss amendments from all points of view. I know for certain that this may be the argument levelled from the other side and if I am dilating, it is only to refute his argument.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: We anticipate this argument.

Sj. Satya Priya Roy:

টেকনিক্যাল এডুকেশনএর সূত্র সম্পর্কে আমি এখন আর কিছু বলছি না। এর প্রয়োজনীয়তা আছে। এই ২৭ জনের বোর্ডের ঘন ঘন সভার অধিবেশন হতে পারবে না, প্রত্যেকটি বিষয় পরামর্শ দেবার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি থাকা দরকার। টেকনিকাল এডুকেশন মাধ্যমিক শিক্ষার যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, সেটা মন্ত্রীমহাশয় নিজেই বলেছেন। সেইজন্য টেকনিকাল এডুকেশন কমিটি থাকা উচিত। এটা শুধু আমার বা অনিলা দেবীর বা নগেন বাবুর মত নয়, এটা যে কমিশনএর সমর্থন তিনি খোঁজেন সেই সে-কমিশনএও এইরকম কমিটির কথা আছে। কাজেই আমি আশা করব বিভিন্ন কমিটি গড়ে পর্ষৎকে সাহায্য করবার জন্য যে সংশোধনী প্রস্তাব তাঁর সামনে রয়েছে সেই প্রস্তাবগুলি তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে বিচার করবেন এবং শিক্ষার কল্যাণে সেই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করবেন। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Mr. Chairman, Sir, I shall be as brief and as business-like as possible. I beg to oppose the amendments of my sister, Sjkta. Anila Debi as well as of my friend, Janab Abdul Halim and also of my friend Nagendra Kumar Bhatacharyya. I oppose amendment No. 110 on the ground that this Board will be a small Board and there is no necessity for an Executive Council. A Board of 27 members does not make it necessary that there should be an Executive Committee. Then as

regards the amendment No. 113, Sjkta. Anila Debi wants several Special Committees, viz., Planning and Development Committee, Girls' Education Committee, Technical Education Committee, University Correlation Committee and Primary Correlation Committee. She has supported her amendment by arguments which have been reinforced by my friend, Sj. Satya Priya Roy. They have been quoting from the report of the Dey Commission whenever it suited their purpose against the specific recommendation of the Mudaliar Commission.

[3—3-10 p.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, is Mr. Rai Chaudhuri entitled to impute motives? Mr. Rai Chaudhuri is imputing motives to us. He said "whenever it suits us."

Sj. Mohitosh Rai Chaudhuri: I am not ascribing any motive to anybody.

Mr. Chairman: I would request you to avoid personal reference.

Sj. Mohitosh Rai Chaudhuri: They are quoting the Dey Commission's report when it suits their purpose. What I mean to say is this: in order to support their points they sometimes quote Dey Commission's report and at other times they quote extracts from the Mudaliar Commission's report. They are trying to support their amendment for Planning and Development Committee by quoting from the Dey Commission's report, but if they be good enough to turn to page 13, paragraph 10, they will find in the last line specifically stated that "our welfare State must take upon itself the task of planning and development of secondary education along sound lines." That is to say that the task of planning and development of secondary education must be the task of the Government. This recommendation has been made for very good reasons, namely, that, as I have been repeating again and again, the primary education must be the sole charge of the National Government, and therefore planning and development of secondary education must be the charge of the National Government. At the same time the Dey Commission has been a little bit inconsistent. Contrary to what they have specifically stated on page 13, paragraph 10, last three lines, they have stated that the task of planning and development must be delegated to the Board. Either they have forgotten what they recommended in the earlier part of their report or what they meant to say is that—'the principal responsibility of planning and development is that of the Government, but in this task of the national Government they should be assisted by the Board of Secondary Education.' If they meant this, I do not want to contradict them, but I think that for that assistance a separate committee for planning and development would not be at all necessary. It is the duty of the Government to plan a comprehensive development of secondary education, and in that task they would certainly seek the advice of the Board when they think it necessary.

Then there is another thing. If you go through the report of the Mudaliar Commission you will find that it is stated there that because the funds will be in the hands of the Government, therefore it would be very much better if planning also is in the hands of the Government. The Dey Commission has also endorsed this argument in more than one page of its report. Therefore I say that it is absolutely unnecessary to have a Planning and Development Committee. The work which may be done by the Planning and Development Committee will be done by the Board itself.

Then as regards Girls' Education Committee, my sister Shrimati Anila Debi thinks that planning of girls' education cannot be done by a committee which has a predominance of male members and that only a woman member is competent to plan for the education of girls.

(A voice from the Opposition benches: Never said so.)

Now, is it reasonable to suppose that we are incompetent to advise what should be the education of our daughters, grand-daughters, sisters and others? Are we so incompetent? Besides, you see in the composition of the Board there is the Chief Inspector of Women's Education. If my sister thinks that male members of the committee would not be quite competent to plan education for girls, there will be the Chief Inspector of Women's Education to advise them. Then as regards the Syllabus Committee, you will find that in one of my amendments I have proposed that on the Syllabus Committee there should be the Principal of the Institute of Education of Women and......

Sj. Satya Priya Roy: Sir, can he refer to his amendment before it is moved?

Mr. Chairman: Yes, he can by way of explaining the present subject.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: And I understand that the Syllabus Committee's most important duty will be to plan the syllabus for women. There will be a woman in that Committee. So you need not fear that unless there is a Girls' Education Committee, the education of girls will suffer: there is no cause for such apprehension.

Now, I will turn to my friend Janab Halim's plea for having a Committee of Secondary Education for the educationally backward classes. My friend has forgotten that the education of the educationally backward classes and education of the handicapped is the charge of everyone of us. Therefore, there is no necessity for a separate Committee of Secondary Education. Besides as my friend Sj. Satya Priya Roy was saying, the Bill provides for as many committees as the Board would think proper for the proper discharge of its duties.

Sir, as my time is up I shall take my seat only by once more recording my views against the amendments of Shrimati Anila Debi and Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya and making a small observation as regards the question of grant. I will appeal to the Minister to see if he could accept an amendment like this. I would ask him to see if he could include among the functions of the Board a provision namely that the Board will make recommendations about the conditions of grant-in-aid, the condition which should be fulfilled by a school in order to have a grant. I would appeal to him to see how far he can accept an amendment like this.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Monoranjan Sen Gupta: I have an amendment, amendment No. 133, but I shall not speak on that at this time.

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, গার্লস সেকেন্ডারী এডুকেশন সম্বন্ধে অনিলা দেবী ও অন্যান্য বক্তারা বলেছেন, কিন্তু অার একটা ইম্পরট্যান্ট কমিটি, ফিজিক্যাল এডুকেশন কমিটি সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেন নি, অথচ এটা বিশেষভাবে আবশ্যক রয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৫০ সালে—

Mr. Chairman: But there is no amendment to that effec

Sj. Monoranjan Sen Gupta: I am speaking on the clause.

১৯৫০ সালে ওয়েস্ট বেংগল সেকেন্ডারী এডুকেশন এ্যাক্ট যা ছিল, তার মধ্যে ফিজিক্যাল এডুকেশন কমিটি, গার্লস এডুকেশন কমিটি প্রভৃতি কমিটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন কেবল এ্যাপিল কমিটি, সিলেবাস কমিটি ছাড়া আর কিছুই নাই। আমি জানি যে নতুন যে বিল হবে, সেই বিল—পূর্ববর্তী যে-সমস্ত বিল হয়ে গেছে তাদের চেয়ে উন্নতিসূচক হবে। কিন্তু আমি দেখছি যে বিল আনা হয়েছে তাতে তেমন কিছু উন্নতিসূচক প্রস্তাব নাই, যা পাচ্ছি সেগুলি অধোগতিসূচক, যাকে 'বলে রিট্রোগ্রেড।

Mr. Chairman: No general remarks please.

Sj. Monoranjan Sen Gupta: But the Bill is retrograde, I am quite justified in saying that.

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ইংল্যান্ড এ্যাক্ট অফ ১৯৪৪-এর উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু ইংল্যান্ড-এর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যত আইন হয়েছে ১৮১৭-এর পর, সেটা আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটিই উন্নতিমূলক আইন হয়েছে, সেখানে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিম্নদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয় নি। কিন্তু বর্তমান বিলে দেখছি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় পূর্ববর্তী যে কমিটি বাতিল হয়ে গেছে, কি কারণে তা হয়েছে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করে তার উপর প্রস্তাব নিয়ে এসে এই বিল গঠন করেছেন, যার ফলে এরকম অবস্থা হয়েছে—সেখানে শিক্ষার কল্যাণের যে-সমস্ত মান থাকা উচিত, সে-সমস্ত কিছু নাই, সে সমস্ত ব্যবস্থা একেবারে নাই। তিনি বলেছেন, অাদার কমিটিজ-এর উল্লেখ আছে। কি ক্ষতি ছিল সেগুলি ভাল করে লিপিবদ্ধ করে জনগণের সামনে ধরতে ; শিক্ষা উন্নতির পথে যাচ্ছে, না অবনতির দিকে যাচ্ছে বুঝা যেত।

সেজন্য বলবো যে, এটা একটা ইনোসেন্ট প্রস্তাব, এর মধ্যে দলগত প্রশ্ন কিছু নেই, এর মধ্যে প্রেস্টিজের প্রশ্ন কিছু নেই। আশা করি এই সামান্য এ্যামেন্ডটা মন্ত্রীমহাশয় গ্রহণ করবেন।

গ্রান্টটা সম্বন্ধে আমার এ্যামেন্ডমেন্ট আছে। গ্রান্টসের ব্যাপারটা রেকগনিশন কমিটির হাত থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে এবং কাকে গ্রান্ট দেওয়া হবে সেটা একেবারে ইন্সপেক্টরদের হাতে বা ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ইন্সপেক্টরদের দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, আমি বোর্ড অফ সেকেন্ডারী এডুকেশন কমিটির সভ্য ছিলাম, ইউনিভার্সিটিতেও ১৫।২০ বছর সভ্য ছিলাম স্কুল কমিটির। সেখানে দেখেছি যে, ইন্সপেক্টরদের দৃষ্টিভংগী অত্যন্ত সংকীর্ণ, তাঁরা লাল-ফিতার বাইরে যেতে পারেন না; তাঁদের উদার দৃষ্টিভংগী নেই। এই সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে এবং আইন-কানুনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে তাঁরা যে-সমস্ত ব্যবস্থা করেন, সেগুলি স্কুলের পক্ষে উন্নতিমূলক হয় না এবং এমন সমস্ত বিধান তাঁরা নিয়ে আসেন, যেগুলি স্কুলের পক্ষে মেনে চলা সম্ভবপর হয় না। সেজন্য আমি বলবো, রেকগনিশন কমিটিতে যাঁরা শিক্ষাবিদ বা শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহী, তাঁদের থাকা উচিত, কারণ শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের আবশ্যকতা তাঁরা ভাল বুঝেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁরা উৎসাহী, তাঁরা যদি থাকেন তাহলে তাঁরা সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিভংগী নিয়ে এই সমস্ত জিনিষ আলোচনা করবেন। সেজন্য রেকগনিশন কমিটির উপর গ্রান্টস দেবার ভারটাও দেওয়া উচিত। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এসম্বন্ধে সুবিবেচনা করবেন।

Sj. K. P. Chattopadhyay: Sir, I beg to support the amendments of Sjkta. Anila Debi and Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 18(a) after the word "Recognition" the words "and Grants" be inserted. I am not going to quote the Mudaliar Commission or the Dey Commission. These names have been freely quoted in support or against various arguments. I believe Commissions are appointed to examine facts and to make recommendations on the basis of facts in a logical manner. Whether they

do so or not is not for us to decide. Therefore the mere quoting of names do not carry us any distance at all. It is only when we find that reasonable recommendation has been made by a Commission that it is worth mentioning as additional support of one's own argument. We are not discussing the accuracy of dates of empires or ancient social rites that we could quote them like Manu and Yagnabalka. I am afraid this is what is happening and it has never appealed to me and I do not propose to resort to that procedure. We are here going to have a Board. A particular clause regarding the constitution of the Board has been passed in the teeth of opposition from this side and also a good deal of public feeling against it. In the preliminary discussion we pointed out the effect of passing this Act, viz., the Board practically would be an official body. The Hon'ble Minister of Education stated very clearly that he thought that only an official Board should be there to look after secondary education. He did not believe that there could be an autonomous Secondary Education Board. He said that it was an anachronism. He made his point clear, otherwise his logic would not be tenable. The Minister made his position perfectly clear and that is obvious. But the point is having instituted a Board, having decided to set up a Board which will be run practically by officials, it must do something; otherwise it would be a sheer waste of money. Here we are having a Committee to grant recognition to secondary schools. We are having on the Committee the Director of Public Instruction, ex-officio, the Chief Inspector of Women's Education, ex-officio, the Chief Inspector of Secondary Education, ex-officio, and three persons to be elected by the Board. I do not know what is the meaning of the words "they are to be elected". Only one of them will be the Headmaster of a school. Well, this Board therefore cannot be particularly an autonomous sort of a Board. I do not refer to the constitution of other committees, because they are not relevant to this particular amendment. Inspection work will be carried on by the officials of the Education Directorate and not of the Board. I am aware that there is one gentleman who has been appointed for special investigation. I suppose on an average he investigates two or three cases per annum. Normal work of inspection is done by the Directorate and the report has been that the Director of Public Instruction and his Assistants do the work of inspection. Now, the committee of the proposed Board will see whether the school is worthy of recognition.

[3-20—3-30 p.m.]

The Government have accepted a policy of granting aids to various institutions on a deficit basis. We are aware of that. After all this is done, what will the Board do? What will the committee say? They will say "well, my dear friends, we are pleased to recognise you" and they will just sit twiddling their thumbs. The schools will ask "what about money?". They will say "Oh, we have nothing to do with money, the Directorate will see about it." They might say "Why all this pother then? Why not the Directorate recognise and make a grant"? That may be easier and less costly. What I would say is this that if you set up a Board like this without giving it the power to grant money to the schools, you are merely setting up a facade beind which there is nothing. That is why I support this particular amendment.

There is one other point I wish to stress. You have already appointed a fairly large staff to deal with the question of grant under the Secondary Education Board. I want to know what the Government are going to do with them. Will they say "Well, we may just tell you that the Board is defunct, and therefore from our point of view you are also dead, you go away". Is that the thing what they are going to do? I do not know.

You often talk of absorption of surplus hands. Will you absorb those men and women employed under the Secondary Education Board into this new Board? I would like to have an assurance on this point as well since is appears that the Hon'ble Minister is not likely to accept any amendment from this side of the House.

Sj. Naren Das:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমি ১১১।১১২।১১৩ এই তিনটি সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য দাঁড়িয়েছি। আমি এখানে মুদালিয়র কমিশন বা দে-কমিশনের কথা তুলব না, তার কারণ কখনো মন্ত্রীমহাশয় তা মানছেন, কখনো আবার ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না যেখানে মন্ত্রীমহাশয় একটা বোর্ড করছেন, সেই বোর্ডে যখন মনোনীত এক্স-অফিসিও সদস্য থাকবেন, সেই বোর্ডকে তাঁরা কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। কেন তাকে ক্ষমতা দিতে পারছেন না বুঝি না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের মধ্যশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত এবং খুব অল্প সময়ের ভিতর মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাড়িয়ে দিতে চান। তাই যদি হয়, তাহলে যে বোর্ড তাঁর নিজস্ব সেই বোর্ডকে কেন ক্ষমতা দিতে পারছেন না? এখানে আমার কথা হচ্ছে, যাকে কাজ করার ক্ষমতা দিচ্ছেন, তাঁকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিন। রেলওয়ে বোর্ডকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রেলওয়ে মিনিস্টারও আছেন, কিন্তু তাঁর থাকা সত্ত্বেও রেলওয়ে বোর্ডকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখানে আপনারা একটি কমিটি করছেন, রেকগনিশন কমিটি এবং এর মধ্যে আপনারা দ্বৈত-শাসন নিয়ে আসছেন। আপনি আগেই বলেছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা সরকারী সাহায্যের ভিতর আনতে চাচ্ছেন; এই আপনাদের পলিসি। যদি মাধ্যমিক শিক্ষা সত্যিই সরকারী আওতায় আনতে চান, তাহলে খুব ভাল কথা, কিন্তু তাতে যে দ্বৈত-শাসন চালু করছেন তার অনিবার্য ফল দে-কমিশনের রিপোর্টে পড়েছি, এই দ্বৈত-শাসনের জন্যই পুরানো বোর্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এখানেও আপনারা এই দ্বৈত-শাসন ইন্ট্রোডিউস করছেন। তারপর, আমাদের কনস্টিটিউশন-এ আছে যে, ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। সেই নীতি যদি মেনে চলতে চান, যদি মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাড়িয়ে নিতে চান, তাহলে সেখানে যদি প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর জন্য কোন কমিটি না থকে, তাহলে কেমন করে কাজ করবেন? ভারত-সরকারের সর্বত্রই হচ্ছে

planning, without a Planning and Development Committee

কাজ হতে পারে না। তাই যদি মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রসার করতে হয়, তাহলে প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ছাড়া হতে পারে না। বাংলাদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যতদূর খবর রাখি তাতে জানি ⅓ স্কুল হচ্ছে কলকাতায় এবং তার আশপাশে এবং ৩০০-৪০০ স্কুল সমস্ত প্রদেশময় আজকে এই আনইভন অবস্থার মধ্যে যদি শিক্ষার প্রসার করতে হয় তাহলেই প্ল্যানিং-এর প্রশ্ন আসে। বিশেষ ক'রে ভারত সরকার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস এ্যান্ড সিডিউল কাস্ট-এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করছেন, সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রে এবং চাকরীর ক্ষেত্রে, কিন্তু তার এক্তিয়ার কেন ডি. পি. আই-এর উপর রাখেন, সরকারী আমলাতন্ত্রের উপর রাখেন, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস-এর জন্য কেন বোর্ড করেন না? ১৯৫০ সালের বোর্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সেখানে যে বোর্ড ছিল, তার থেকে ৪টি জিনিস বাদ দিয়েছেন, কমিটি অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন। এই চারটি কমিটি আগের আইন থেকে বাদ দিয়েছেন। বাংলাদেশে ফিজিক্যাল এডুকেশন-এর ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাঙ্গালীকে ভীতু বাঙ্গালী বলা হয়, বাংলাদেশে শরীর-চর্চা ভাল হয় না। ১৯৫০ সালের আইনে ফিজিক্যাল এডুকেশন কমিটি যা ছিল, এবার তাও তুলে দিলেন। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, যাই করুন, সম্পূর্ণভাবে করুন যাতে তার একটা সম্পূর্ণ রূপ আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়। তারপর, শ্রীমতী অনিলা দেবীর ১১৩নং প্রস্তাব, যেখানে ইউনিভার্সিটি কোরিলেশন কমিটির কথা আছে, এসম্বন্ধে আমি দুয়েকটা কথা বলব। আজকে আমাদের দেশে শিক্ষা এমন একটা জায়গায় এসেছে, যাতে করে মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং উচ্চ-শিক্ষা মাঝামাঝি একটা জায়গায় বসে আছে। প্রাইমারী শিক্ষা এবং উচ্চ-শিক্ষার মাঝখানে একটা হাইফেনের মত আছে। নিম্নস্তরে যাইহোক, উচ্চস্তরে যেমন আই, এ, এস প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙ্গালীর কোন নাম হয় না, এর কারণ হচ্ছে আমাদের

কোন প্ল্যানিং নাই, আমরা গোড়াতে ভাবি না। তাই আমাদের কথা হচ্ছে, একটু সুষ্ঠু প্ল্যান করে প্রাইমারী শিক্ষা এবং উচ্চ-শিক্ষা এর মধ্যে উপযুক্ত সংযোগ-সাধন করে, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে। শিক্ষাকে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিতে হবে, মাতৃগর্ভের শিশুর পর্যায় থেকে শিক্ষাকে একটা পরিকল্পনার ভিতর আনতে হবে। ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে, আমাদের কনস্টিটিউশন-এ এই নির্দেশ আছে, এই নির্দেশকে যদি কার্যে রূপায়িত করতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই প্ল্যানিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি করতে হবে এবং বাঙ্গালীর সুনাম তথা ভারতবর্ষের সভ্যতার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হয়, তাহলে শিক্ষাকে প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ-শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার মধ্যে আনতে হবে, যা নাকি ইট উইল বি ওয়ান ইনডিভিজিবল হোল।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, after your ruling I feel very much subdued like a school boy in the presence of the master.
I do not know if I shall be able to explain my point of view so far as clause 18 is concerned. Sir, the first submission that I would like to place before you relates to the general organisation of the Committees of the Board. Under the West Bengal Secondary Education Act, 1950, a number of Committees were created. Practically the same Committees were recommended by the Dey Commission. Mudaliar Commission was silent on the question. Our Education Minister in his wisdom has thought fit to omit some of the Committees mentioned either by the Act of 1950 or the Dey Commission. The Education Minister has not yet given us any reasons for not retaining the Committees which found favour with him in 1950 and which, practically all of which, came to be recommended by the Dey Commission. Why was the Dey Commission appointed? Certain recommendations were made by the Mudaliar Commission and those recommendations were in fact judged by the Dey Commission in the light of the special requirements of Bengal. But the recommendation of the Dey Commission was disregarded by the Minister. That is my observation with regard to the Organisation of Committees of the Board.

Sir, I will next come to certain other points which are of equal importance. My friend Shri Kamini Kumar Ghose as well as the Education Minister waxed eloquent on the greatness of the West Bengal Teachers' Association. I will not quarrel with them at the present moment.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Is it relevant?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I am relevant as you will see immediately.

Let us hear what the West Bengal Teachers' Association has said regarding the Organisation of Committees. Here is a note forwarded to the Government of West Bengal by the President of the West Bengal Teachers' Association. With reference to clause 18 they say as follows:— "We find that the following Committees have been abolished:—(1) Girls' Secondary Education Committee, (2) Committee for Secondary Education for Backward Classes, (3) Technical, Commercial and Agricultural Education Committee". And then the President of the West Bengal Teachers' Association, of which my friend Shri Kamini Ghose is a great admirer, adds sarcastically, "Is it intended that these types of education will not fall within the purview of the Board?" Then the President of the Association adds, "In our opinion these Committees should be reintroduced else the Board would be useless for educational reconstruction and development". Sir, this is what the West Bengal Teachers' Association has said.

I entirely agree with him. If the Girls' Secondary Education Committee, the Committee for Secondary Education for the Backward Classes and the Committee for Technical, Commercial and Agricultural Education are not given a place in the organisation of Committees the Board would be useless for educational reconstruction and development in the true sense of the term. I hope that my friends Mr. Ghose and Mr. Mozumder will adhere to this and be very speeific in their demands here in this Council.

I will next come to amendment No. 113 tabled by Shrimati Anila Debi regarding "Planning and Development". Sir, Mr. Rai Choudhuri has quoted scripture, but he has quoted only a part, even that partially. I will most respectfully draw his attention to certain other parts of the report of the Dey Commission. The Dey Commission no doubt says that it is the duty of the State Government to plan secondary education. There is no doubt about it. After having said so they make certain other recommendations and go on to say that the Board that will be instituted, viz., the Board of Secondary Education, will be entrusted with the task of planning education. On page 33, section 34 the Dey Commission says: "All these would need careful planning. When the new Board of Secondary Education comes into existence it will be one of its main functions to conduct a careful survey of the educational requirements and to prepare a detailed plan for reconstruction for the entire State for the consideration of Government." That is to say, the Board is to function in this respect in an advisory capacity. This was the scheme as contemplated by the Dey Commission. They therefore specifically stated on page 37 that to prepare plans for the development of Secondary Education and a better and more equitable distribution of the facilities for Secondary Education in the State should be one of functions of the State. As a matter of fact, this is put first in view of the great importance that the Dey Commission attached to it. The Hon'be Minister would have lost nothing at all if this function were assigned to the Board. The Minister can rely on two safeguards. First, the Board is to be an Advisory Board. Secondly, he has a bloc of 18 out of 27 to support his policy. So there was no difficulty at all in assigning to the Board an advisory function as to Planning and Development of Secondary Education.

Sir, I will next go over to amendment No. 113 (i), University Correlation Committee. In this respect permit me to refer to the report of the Syndicate. That has already been forwarded to the Hon'ble Education Minister and he is still withholding it from us.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: He is imputing motive.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I am not imputing any motive to him.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Am I bound to place it? Then why does he say "withholding"?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Can I explain my, position? The day before yesterday he said that the report has been received by the Secretariat. The Secretariat will prepare a note on it and place it before him and then he will communicate to the House.

Mr. Chairman: That is his discretion. He has said what he has said.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: The report has been withheld from us. As a member of the Senate, I am in possession of the report Let me quote the relevant passages from it. It runs as follows. In

his connection, the University would emphasise that under present condi-tions which are likely to continue for a number of years every one who is successful in the School Final Examination desires to continue his study n the University". Then they quote figures for 1955: the number of passes n School Final Examination was 27,830......"

3-40—3-50 p.m.]

Mr. Chairman: I think you need not read this.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, these figures are very important. These figures go to establish the very close relationship between secondary education on the one hand and University education on the other. You will easily see the point, Sir, as I finish reading the statistics which are not very long. In 1955, 27,830 passed the School Final Examination and the number of fresh admissions including some who did not get admission before was 28,770. In 1956, 34,280 passed the School Final Examination and out of 34,770. In 1956, 34,280 passed the School University. In 1957, 35,592 passed the School Final Examination of whom 34,890 sought admission in the University. The University, the report runs, is thus almost entirely dependent on the Board of Secondary Education for the methods and standards of teaching which must correspond to those of the majority of students who are going to prosecute their studies in the University, that is to say, the relationship—the report of the Syndicate holds—between secondary education andthigher education is very close. It is for this reason necessary that there should be a University Correlation Committee in the Board in order to establish a link between secondary education on the one hand and higher education on the other, in order to function as a sort of Liaison Committee between the two. It is absolutely necessary that the two systems of education should be properly integrated, because without integration neither secondary education nor higher education can flourish. It is for this reason that I hold very strongly that it has been very wrong on the part of the Hon'ble Minister not to think of the very relevant recommendation of the Dey Commission with regard to the University Correlation Committee and incorporate it in the Bill.

Sir, I will next refer to the Committee on educationally Backward Classes which does not find any place in the Bill. In this connection I will draw your attention to the task that has been imposed by the Constitution upon us, particularly upon responsible persons like our friend Rai Harendra Nath Chaudhuri. Article 46 of the Constitution of India runs as follows: "The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation". In this Article special emphasis has been laid upon educational facilities to backward classes. It is, therefore, necessary that there should be a special committee to look after the educational interests of the backward classes. Our Minister in failing to create such a committee has, in fact, gone against the sacred principles of the Constitution as laid down in Article 46. Possibly he is aware of this Article. If not, I will request him to read it up during his leisure.

Sir, this is my observation on the amendments that have been tabled by Mr. Abdul Halim. I hope the Hon'ble Minister may feel persuaded to reconsider the position and make suitable provisions for a committee to look after the educational interests of the backward classes.

Then, finally, Sir, I will speak on the motion tabled by my friend Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya. Sir, according to this what is demanded is an executive council. You are aware, under the Act of 1950 the total number of members of the Board was 44 and that Board had an Executive Committee of 17 and it was through this Executive Committee that the major part of the work of the Board was done. This is a Board of 27—a fairly large body. This large body will not be able to function properly unless it is assisted by an Executive Council. An Executive Council will be a sort of right hand of the Board and under all principles of sound administration wherever there is a large body, a small Executive Council is attached to it. It is for this reason that I very strongly feel that it has been a great mistake on the part of the......

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: What is the numerical strength of the Syndicate?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I will ask my friend Sj. Mohitosh Rai Choudhuri to read up the University Act; read and know and grow wiser.

It is for this reason that I feel, Sir, there ought to be an executive body to help the Board, to assist it and to impart to it a kind of executive efficiency without which it cannot really stand up to the functions that have been assigned to it. With these words, Sir, I support all the amendments moved by my friends Sj. Bhattacharyya, Sjkta. Anila Debi and Janab Abdul Halim.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose all the amendments simply because of the fact that the members opposite have not taken care to read either the report of the Dey Commission or the clause in the Bill which makes the provision that was recommended by the Dey Commission. Sir, the Dey Commission recommended...........

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: On a point of order, Sir. Is the Hon'ble Minister entitled to say that we have not read? It is a reflection on us.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: It is not a reflection. We heard *ad nauseum* that we have not read the report, that we have not understood the report and such criticisms for days together. Sir, my friend Sj. Mohitosh Rai Choudhuri has pointed out as regards the Planning and Development Committee, quoting from page 13 of the Dey Commission's report, that the opinion of the Dey Commission was that the task of planning and development of secondary education should be entrusted to the State Government as the State Government only can do it.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Read page 33.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes, I am coming to that. I do not require your advice in this respect. Sir, so far as page 33 is concerned, there it is said in paragraph 34—"all this would mean careful planning. When the new Board of Secondary Education comes into existence, one of its main functions is to conduct a careful survey of the educational requirements and to prepare a detailed plan for reconstruction for the entire State for the consideration of Government". Sir, it is quite impossible for any Board to conduct a careful survey and to prepare a detailed plan. It is only the State Government which can do it. It will require an army of officers to do it; it will require a Statistical Department

to do it and so it is only the State Government which can do it. The Dey Commission only made this observation but could not envisage the mass of facts that have to be collected and the army of officers that would be required to make the survey before making plans and recommendations.

[3-50—4 p.m.]

For the last two or three months, Sir, we have been trying to make a survey about the Primary Education through our Statistical Department and other departments. I have not been able as yet to secure a careful and complete survey of the needs of Primary Education even, not to speak of Secondary Education, and it will be quite impossible for any Board to act up to the recommendation of the Dey Commission.

To turn to the report of the Dey Commission. They have said that there will be five committees, and they observed that there will also be Standing Committees for girls' education, technical education, correlation with the University on matters of common interest, and for other matters as required. Such committees may be wholly or in part composed of members of the Board. I would only point out clause 24 of the Bill. It runs thus:—"24(1)—The Board may, with the approval of the State Government, constitute such other committees as it thinks fit and such committees may be composed wholly or in part of members of the Board". We have taken exactly the words of the Dey Commission. The Board is empowered to constitute any committee it thinks fit. (Sj. NIRMAL CHANDRA BHATTACHARYYA: With the approval of the State Government). Yes, certainly with the approval of the State Government. After all, the words "as required", are there. It will be for the Board to determine which committee or committees they will have to set up. And if the Board asks for Government's consent to set up any of those committees the Government will have no objection. We have proposed five committees in the Bill. They will be functioning to discharge day to day duties. Other committees may be required and it will surely be for the Board to determine that. And then if they come for the consent of the Government, Government will be only too glad to give their consent.

Sir, I believe I have disposed of all the arguments that have been put forward.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 18, in line 2, after the word "constitute" the words "an Executive Council and" be inserted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—11.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chattopadhyay, Sj. K. P.
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—28.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada

NOES—11.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chattopadhyay, Sj. K. P.
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

The Ayes being 28 and the Noes 11, the motion was carried.

Mr. Chairman: Amendment No. 115 technically falls through.

[4—4-10 p.m.]

Clause 19

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in clause 19—

(a) before paragraph (a) of sub-clause (1), the following paragraph be inserted, namely:—

"(1a) the President, ex-officio;";

(b) in sub-clause (2), in line 1, for the words "The Director of Public Instruction", the words "The President" be substituted.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I accept that amendment.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 19(1), line 2 after the words "the following member:—" the following new paragraph be inserted, namely:—

"(a1) President ex-officio".

Here probably for the first time both sides of the House meet on a particular point. The amendment which stands in the name of Sj. Jagannath Kolay is also to the same effect, namely for the addition of the words "the President ex-officio" as my amendment. So I am confident that my amendment together with the amendment of Mr. Kolay would be accepted.

Mr. Chairman: The amendment of Sj. Jagannath Kolay has been accepted. So your amendment falls through.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: My amendment No. 128 should also be accepted in view of the amendment No. 116 which is accepted. Otherwise there could be no meaning.

Sir, I beg to move that in clause 19(2), line 1, for the words "The Director of Public Instruction" the words "The President" be substituted.

Sir, I would refer first of all to clause 19(1) which runs thus: "The Recognition Committee shall consist of the following members:—the Director of Public Instruction, *ex-officio;* three persons to be elected by the Board in the manner prescribed by regulations from among its members, one of whom shall be from the four heads of high schools or multipurpose schools referred to in clause (14) of section 4; the Chief Inspector of Women's Education, *ex-officio*; the Chief Inspector of Secondary Education. *ex-officio*. This committee, according to the clause, excludes the President of the Board. In my humble submission, this committee is a very important committee for it will deal with the question of recognition of secondary schools. In all fairness, Sir,......

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The amendment of Mr. Kolay has been accepted.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: No, Sir, this amendment is not identical...............

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: It has already been accepted.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Has amendment No. 128 been accepted? I am now making a submission with regard to amendment No. 128. In this amendment I have proposed that for the words "Director of Public Instruction" the words "the President" be substituted.

Mr. Chairman: There is no scope for speech because the amendment of Mr. Kolay has been accepted.

Sj. Monoranjan Sen Gupta: I am glad that the Hon'ble Education Minister has been pleased to accept at least one amendment, viz., amendment No. 118.

Sir, I beg to move that in clause 19(1)(b), line 3, for the word "one" the word "two" be substituted.

Sir, I also move that in clause 19(1), sub-clauses (c) and (d) be omitted.

Sir, I also move that in clause 19(1), after sub-clause (d), the following new sub-clause be added, namely:—

"(e) one member of the Managing Committee who is a member of the Board or to be nominated by the Board".

Sir, I also move that in clause 19(1), after sub-clause (d), the following new sub-clause be added, namely:—

"(e) two Professors who are members of the Board".

Sir, I also move that in clause 19(2), line 1, for the words "The Director of Public Instruction", the words "President of the Board" be substituted.

Sir, I also move that clause 19(4) be omitted.

Sir, I also move that after sub-clause (4) of clause 19, the following new sub-clause be added, namely:—

"(5) The Recognition Committee shall be vested with the power of distribution of grant-in-aid to schools".

এখানে আমি বলতে চাই চীফ ইন্সপেক্টর অফ উইমেন্স এডুকেশন এবং চিফ ইন্সপেক্টর অফ সেকেন্ডারী এডুকেশন, এই দুটি (সি) এ্যান্ড (ডি) বাদ দেওয়া হোক। তার কারণ হচ্ছে এই আমি রয়েছি অন প্রিন্সিপল বলেছি যে, এগুলো এই দু'জন থাকবার একেবারে আবশ্যক নেই। কারণ এদের সুপারিশে এটা বিবেচিত হবে রেকগনিশন কমিটিতে। সুতরাং যাদের কাজ বিবেচিত হবে সেখানে, তারাই সভ্য থাকবেন এবং মতামত দেবেন, এটা অসমীচীন বলে মনে হয়। কেন তারা সেখানে খোলা মন নিয়ে যেতে পারেন না, তাঁরা নিজেদের যে পয়েন্ট অফ ভিউ আছে তার উপরই জোর দেবেন এবং সেটা যদি গৃহীত না হয়, তাহলে তাঁদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, বাতিল পর্ষতে যে-সমস্ত গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে ইন্সপেক্টর, ইন্সপেকট্রেস, এদের উপস্থিতি। তাদের সুপারিশ যেখানে বোর্ড-এর রেকগনিশন কমিটি গ্রহণ করেন নি, সেখানে তারা উষ্মা প্রকাশ করেছেন এবং সেখানে তারা যোগসাজসে ষড়যন্ত্র করে যাতে বোর্ডের ক্ষমতা হরণ করা যায়, সে সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়েছেন।

[4-10—4-20 p.m.]

আমি, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাতিল পর্ষৎ-এ যেসমস্ত গোলযোগ সৃষ্টি হয় তার কারণ হচ্ছে ইন্সপেক্টরদের উপস্থিতি। যেখানে তাঁদের সুপারিশ বোর্ডের রেকগনিশন কমিটি গ্রহণ করেন নি, তাঁরা সেখানে ষড়যন্ত্র করে যাতে বোর্ডের ক্ষমতা হরণ করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হন। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বোর্ড বাতিল হবার কারণ হচ্ছে প্রেসিডেন্ট এবং ইন্সপেক্টর এই দুইজনের উপস্থিতি। সুতরাং তাঁদের কেন দিচ্ছেন, আমি বুঝতে পারি না। তারপর এক্সপার্ট নলেজ-এর কথা, এখানে এক্সপার্ট নলেজ-এর কোন আবশ্যকতা নাই। এখানে রেকগনিশন কমিটির কাজ এবং তাদের রিপোর্ট তাঁদের সামনে থাকবে, এটা আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। আমি বাতিল বোর্ডে চার বৎসরের জন্য সভ্য ছিলাম। ইন্সপেক্টর যা রিপোর্ট করেন তার ৯৯ পারসেন্ট গ্রহণ করা হয়। আমার বিশ্বাস ৯৯·৯ পারসেন্ট সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। সেখানে তাঁদের উপস্থিত থাকবার কি প্রয়োজন আছে তা আমার বুদ্ধির অগম্য। যদি এমন ঘটনা হয় যে, তাঁদের সুপারিশ গৃহীত হয় নি, তখন তাঁদের যদি কিছু বলার থাকে তাহলে তাঁহাদিগকে ডেকে সেটা জানা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজকাল ইন্সপেক্টররা সমস্ত স্কুলে যা করে থাকেন তা বাস্তবিকই অত্যন্ত অসন্তোষজনক। আমি অভিজ্ঞতা থেকে জানি তাঁরা পরিদর্শনের কাজে গিয়ে বাজে ব্যাপারে সময় অতিবাহিত করেন, হিসাব দেখেন, খাতাপত্র দেখেন, স্কুলের এ্যাকাডেমিক সাইড-এর প্রতি তাঁদের কোন দৃষ্টি থাকে না এবং তার জন্য পরিদর্শনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। দে-কমিশন পরিদর্শন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। তাঁরা যা বলেছেন, তার দিকে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁরা বলেছেন যে, সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড-এর কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইন্সপেক্টরেট ডিপার্টমেন্ট রি-অর্গানাইজ করা হয়। এ-সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশনও বিশেষভাবে অনেক কথা বলেছেন, যাতে ইন্সপেক্সন-এর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

The Inspectorate too is in need of a thorough reorganisation which we shall discuss presently. The present system of inspection was subjected to criticism by many of our witnesses.

Mr. Chairman: Mr. Sen Gupta, please avoid repetition.

Sj. Monoranjan Sen Gupta: I need not mention then.

তারপর, শিক্ষামন্ত্রী যদি ১৯৫০ এ্যাক্ট দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, গ্রান্টস কমিটিতে ইন্সপেক্টর থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁকে কোন স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি বা কোন স্ট্যাটুটরী প্রভিশন করা হয় নি, তার জন্য—

One of the important recommendations of the Dey Commission was that Recognition and Grants Committee shall consist of the following members—the President, *ex-officio;* the Director of Public Instruction, *ex-officio;* the Vice-Chancellor of the University of Calcutta, *ex-officio;* three persons appointed by the State Government; two persons elected by the Senate of the University of Calcutta, of whom one shall be a Principal or a Professor of a College affiliated to the University or a Professor or a Teacher of the said University; two persons elected by the Board in the manner prescribed by regulations from among the members of the Board specified in clauses (12) to (15) of section 4; two members of Managing Committees of recognised High Schools elected by the Board in the manner prescribed by regulations from among the members of the Board specified in clause (16) of section 4; three persons elected by the Board in the manner prescribed by regulations from among the members specified in clauses (8) and (9) and clauses (19) to (23) of section 4.

সুতরাং গ্রান্টস কমিটিতে ইন্সপেক্টর-এর কোন স্থান ছিল না, আবার কেন তাঁকে আনা হচ্ছে, এ-বিষয়ে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি এ-কথা আগেরবার বলেছি, আমি বাতিল বোর্ডের সবসময়ই প্রশংসা করি। মন্ত্রীমহাশয় যদি সাধুতার সঙ্গে অনুসন্ধান

করেন, তাহলে দেখবেন যে, প্রেসিডেন্ট এবং ইন্সপেক্টর থ.কার দরুনই সেখানে গণ্ডগোল হয়। তাঁরা বোর্ডের ডেমোক্র্যাটিক ফর্ম গণতান্ত্রিকভাবে মানতে পারেন নি, সবসময়ই তাঁরা বসিং করবার চেষ্টা করেছেন। সেজন্যই বোর্ডের কার্যের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ দেখা দেয়। তারপর তাঁদের হাতে এমন ক্ষমতা আছে, যা রেকগনিশন এ্যান্ড গ্রান্টস কমিটির নাই। তাঁদের হিসাবের কাজে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়। আমাদের ইন্সপেক্টর-এর সংখ্যা অল্প। দে-কমিশন এসম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁরা এজন্য ভালভাবে পরিদর্শন করতে পারেন না। যদি স্কুলের হিসাব তাঁদের দেখতে হয় তাহলে তাঁদের দ্বারা পরিদর্শনের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। তারপর, তাঁদের হাতে এত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার ফলে, আমি জানি শিক্ষকেরা তাঁদের হাতে সুবিচার পান না। সুতরাং আমি সেদিক থেকে বলব, গ্রান্ট এবং রেকগনিশন এক ব্যক্তির হাতে দেওয়া উচিত নয়। তারপর, চিফ ইন্সপেক্টর, তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের কাজকর্ম যেভাবে সমর্থন করেন তাতে আমি বিশেষভাবে আপত্তি করব এবং বলব যে, ইন্সপেক্টর-এর সভ্য থাকা উচিত নয়। পূর্বে ম্যানেজিং কমিটিতে দুইজন সভ্য ছিলেন, বর্তমান বিলে একজন মেম্বারও নাই। ম্যানেজিং কমিটির সভ্য বোর্ডে থাকা উচিত। তারপর, ইউনিভার্সিটির প্রফেসার যাঁরা আসবেন, তাঁরা খোলা মন নিয়ে আসবেন; রেড ট্যাপিজম-এ তাঁদের মন আবদ্ধ থাকবে না, শিক্ষায় যাতে শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করবে সেদিকেই তাঁদের দৃষ্টি থাকবে। শিক্ষা-বিস্তারের দিকে যাতে বোর্ড মনোযোগ দিতে পারেন তার জন্য আমি দুইজন প্রফেসারের কথা বলেছি। যিনি প্রেসিডেন্ট অফ দি বোর্ড, তিনিই ডি, পি, আই ; সুতরাং এই এ্যামেন্ডমেন্ট-এর দরকার নাই। তারপর আমি ১১৩ ডিলিট করতে চাই। আপনারা এক-হাতে ক্ষমতা দিচ্ছেন, অপর-হাতে কেড়ে নিচ্ছেন। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, ইন ইটস ওন স্ফিয়ার অটোনোমাস, এই বোর্ডকে অটোনোমাস করবার চেষ্টা করেছেন। রেকগনিশন-এর ক্ষমতা এই বোর্ড-এর হাতে দেওয়া হচ্ছে বটে, এখানে বেটার সেন্স হ্যাজ প্রিভেল্ড।

[4-20—4-30 p.m.]

কিন্তু ক্লজ ১৯(৪)-এ বলা হচ্ছে—

'Recognition of the Board shall not be accorded to any Institution except on the recommendation of the Recognition Committee'.

এটা আমার মনে হয় অত্যন্ত অসংগত। রেকগনিশন কমিটিতে ২ জন ইন্সপেক্টর থাকবেন ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর—

three persons elected by the Board

এবং

'Director of Public Instruction, *ex-officio*

হিসাবে থাকবেন। যদি কোন প্রস্তাব রেকগনিশন কমিটিতে পাশ না হয়, তা হ'লে বোর্ড সে সম্বন্ধে বিচার করতে পারবেন না। সেই হিসাবে এখানে বোর্ডের ক্ষমতাকে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ করে নেওয়া হচ্ছে। যদি কোথাও রেকগনিশন কমিটি অবিচার করেন, তাহলে সেই অবিচারের বিরুদ্ধে এ্যাপিল করবার ক্ষমতা কাহারও থাকবে না। সুতরাং আমার মনে হয়, মন্ত্রীমহাশয় যদি বোর্ডকে অটোনোমাস করতে চান, অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের সন্দেহ নাই, তাহলে তাঁর কাছে বিনীত নিবেদন, এই ক্লজটা উঠিয়ে দিবেন। তা না হলে বোর্ডের হাতে রেকগনিশনএর ক্ষমতা দেওয়ার কোন অর্থ থাকে না।

এ বিষয়ের প্রতি আমি মন্ত্রীমহাশয়ের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি। তারপর বলা হচ্ছে—

The Recognition Committee shall be vested with power of distribution of grants-in-aid to schools.

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটা আরগুমেন্ট হতে পারে, দু-বার করে গ্রান্টের হিসাব হচ্ছে—একবার ইন্সপেক্টরেট থেকে, আবার বোর্ড থেকে। বোর্ডে একদল অতিরিক্ত স্টাফ রাখা হয়েছে এইজন্যে, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা গ্রান্টস কমিটিতে থেকে দেখেছি ইন্সপেক্টরদের

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে একজন প্রধান শিক্ষক হবেন, এবং এখানে ক্লজ (১৪) অফ সেকশন (৪) সেটার অবশ্য দ,টা ভাগ—প্রধান শিক্ষক মনোনয়ন হবেন এবং নির্বাচিতও হবেন। কিন্তু এই বিলের যে খসড়া আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তার একটা ধারাতে অন্য রকম ব্যবস্থা ছিল, সেখানে বলা হয়েছিল—

four heads of high schools or multi-purpose schools two of whom shall be nominated by the State Government and two elected by the Executive Council or Committee of the West Bengal Headmasters' Association

কাজেই এখানে আমরা ব,ঝতে পারছি না যে, এখানে একটা পরিবর্তন না এলে এই ক্লজ (১৪) অফ সেকশন ৪, সেটা কি আগে যেরকম ব্যবস্থা ছিল, সেইরকম হবে? অর্থাৎ চারজনের মধ্যে থেকে একজন আসবে, সেইরকম ব্যবস্থা ছিল। এখনও কি সেইরকম ব্যবস্থা প্রচলিত রইলো? এখানে মস্তবড় একটা সন্দেহ দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় আইনের দিক থেকে মস্তবড় একটা ত্র,টী থেকে যাবে।

আমার মনে হয় যে, দ,ইজন হেড-মাস্টার মনোনীত হবেন, তার মধ্যে থেকে একজন রেকগনিশন কমিটির সদস্য হয়ে আসবেন, আর যে দ,ইজন মেম্বার হবেন, বোর্ড রেকগনিশন করে কাকে দেবেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সেটা তাঁরা বোর্ডের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন। এই বোর্ডের গঠন হচ্ছে ২৭ জন সদস্য নিয়ে, তার মধ্যে ১৮ জন হচ্ছেন সরকারী কর্মচারী, আর না হয় সরকারী মনোনীত ব্যক্তি, কাজেই স্বাভাবিকভাবে, ঐ যে দ,ইজন ব্যক্তি, তিনজনের মধ্যে তাঁরা যে সরকারের মনোনীত ব্যক্তি হতে পারেন এরকম আশংকা যদি কেউ করেন, তা হ'লে তাঁর আশংকাকে সম্প,র্ণ অম,লক বলা চলে না। এই তিনজনকে যদি বাদও দিই, তাহলে দেখা যাবে ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, এই বিলের খসড়ার ব্যবস্থা অন,যায়ী, তাঁর দ,ইজন কর্মচারীকে নিয়ে রেকগনিশন কমিটি গঠন করে, তাঁদের ভোটের জোরে যা খ,সী তাই করে যেতে পারবেন। এই রেকগনিশন কমিটির গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্কে আমি বিশেষ গ,র,ত্ব দিতে বলছি। আমরা জানি ইংরাজ আমলের শেষের দিকে, অনেকের মনে ধারণা ছিল যে, পশ্চিম-বাংলায় অনেক বিদ্যালয় হয়ে গিয়েছে, এবং এই নিয়ে একটা রব উঠেছিল। আমরা জানতাম এতদিন ধরে যে ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, ডাঃ জেনকিন্স, তিনি চেয়েছিলেন পশ্চিমবাংলায় বিদ্যালয়ের সংখ্যাগ,লি কমিয়ে আনতে হবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি দে-কমিশন-এর রিপোর্ট সম্পর্কে যে এত করে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন; সেখানেও দেখতে পাচ্ছি শিক্ষা-সম্প্রসারণের জন্য একটা পরিস্কার স,পারিশ রয়েছে। দে-কমিশন পরিস্কার বলেছেন চারশো উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাংলাদেশে গড়ে উঠলে, তা বাংলাদেশের পক্ষে যথেষ্ট। এই যে ১৭শোটি বিদ্যালয় যা আছে, সেগ,লি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলবার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। মন্ত্রীমহাশয় অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, উনি নন, ওঁর আগে যিনি শিক্ষামন্ত্রীর ভার নিয়েছিলেন, ম,খ্যমন্ত্রী মহাশয়, উনি বলেছিলেন এবং সমর্থন করেছিলেন যে, ১৭শোটি বিদ্যালয় আছে, সেগ,লিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করবেন না। কিন্তু দে-কমিশন-এর রিপোর্টে যা বলা হয়েছে, তা যদি সাধারণভাবে গ,হীত হয়ে থাকে, তাহলে এটা আমার শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে পরিষ্কার প্রশ্ন, তিনি বল,ন দে-কমিশন-এর এই যে প্রশ্ন, যে অংশে, যেখানে বলা হয়েছে ১৭শোটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই; স,তরাং পশ্চিমবাংলায় তার জায়গায় চারশোটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় যদি হয়, তাহলে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজন মিটতে পারবে, এটা তিনি জানেন কি না?

[4-30—4-40 p.m.]

Mr. Chairman: It is irrelevant.

Sj. Satya Priya Roy: I am coming to my amendment, Sir,—
আমি যে এই সংগঠনের এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি, এই এ্যামেন্ডমেন্টই শিক্ষাকে সংকুচিত করে আনবার যে একটা অভিপ্রায় আছে, সেটাকে নিলে আমার মনে

হয় সেটা খুব অমূলক বা অযৌক্তিক হবে বলে কেউ মনে করবেন না। এবং এখানে ৬ জনের মধ্যে ৩ জনের ব্যবস্থা ছিল সরকারী কর্মচারী হবেন। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, আর ২ জন হল তার নিম্নতম কর্মচারী, যাদের তাঁর নির্দেশেই চলতে হবে, নিজেদের চাকরী রাখবার জন্য। এইরকম অদ্ভূতভাবে এই রেকগনিশন কমিটি গঠনের সুপারিশ এই বিলের খসড়াতে কেন আসে, সেই সম্বন্ধেই আমাদের আশঙ্কা এবং সেই আশঙ্কার কথাই আমরা প্রকাশ করেছি। আমার যে সংশোধনীগুলি আছে, সেগুলিতে আমি বলেছি যে, এইরকমভাবে গঠন করা চলবে না বা চলা উচিত নয়। আমি বলেছি এই রেকগনিশন কমিটিতে আমার ১১৯নং সংশোধনীতে যে ৩ জন সদস্য নিতে হবে এবং সেই ৩ জন সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষতে আসবেন।

Three members to be elected from among the members nominated on the Board by the Calcutta University,

এই হচ্ছে আমার ১১৯নং সংশোধনী। আমি আরও বলেছি, এই যে চিফ ইন্সপেক্টর—আমার ১২১নং সংশোধনীতে, ১৯(১)(সি)তে—

the Chief Inspectress of Women's Education.

তাকে এই রেকগনিশন কমিটিতে স্থান দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই। এই হচ্ছে আমার দ্বিতীয় সংশোধনী। আমার তৃতীয় সংশোধনী হচ্ছে, এখানে শুধুমাত্র একজন শিক্ষক প্রতিনিধি, তিনি হবেন একজন প্রধান শিক্ষক এবং মনোনীত প্রধান শিক্ষক। সেই জায়গায় আমি বলেছি ২ জন অন্ততঃ শিক্ষক এই রেকগনিশন কমিটিতে থাকবে। একজন হবেন প্রধান শিক্ষক, তিনি নির্বাচিত হবেন। আর একজন হবেন প্রধান শিক্ষক ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতিনিধি, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতে থাকবেন। তিনি হবেন আর একজন। তা ছাড়া আমার আর একটা সংশোধনী প্রস্তাব আছে, সেটা হচ্ছে ১৩১নং, ভাষাগত। এখানে ইংরাজীতে আছে—

recognition by the Board shall not be accorded to any Institution except on the recommendation of the Recognition Committee.

এটার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে হয়ত মতভেদ দেখা দিতে পারে, কিন্তু এখানে ভাষাটা যে খুব অস্পষ্ট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে রেকগনিশন কমিটি সুপারিশ যদি না করে, তাহলে বোর্ড কোন বিদ্যালয়কে রেকগনিশন দিতে পারবে না। তাই যদি হয়, তাহলে বোর্ডকে রাবার স্ট্যাম্প করবার জন্য এই রেকগনিশন দেবার ক্ষমতা বোর্ডে আবার দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। একটা রাবার স্ট্যাম্প, একটা সংস্থা হিসাবে বোর্ড কেন বসে থাকবে, তা আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের সেই জায়গায় সংশধোনী হচ্ছে—হ্যাঁ, রেকগনিশন কমিটি সুপারিশ করবে, সেগুলি বিবেচনা করে—

except on consideration of the recommendation of the Recognition Committee—

এই রেকগনিশন কমিটির সুপারিশ বিবেচনা না করে বোর্ড বা পর্ষৎ কোন বিদ্যালয়কে রেকগনিশন দিতে পারবে না। অবশ্য মন্ত্রীমহাশয় বলবেন, যাদের রেকগনিশন দেবে রেকগনিশন কমিটি, তাদের ইচ্ছা করলে বোর্ড বাদ দিতে পারে। কাজেই বোর্ড যাদের রেকগনিশন করা হল না, যাদের সুপারিশ করা হল না, বোর্ড কখনও পুনর্বিবেচনা করে সেই স্কুলগুলির আর রেকগনিশন দিতে পারবে না। অবশ্য যেগুলিকে রেকগনিশন দেওয়া হয়েছে, তার থেকে কিছুটা বাদ দিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যত পারা যায় বিদ্যালয়গুলিকে একের পর একে বাদ দেওয় যায়, তারই যেন একটা ইচ্ছা এখানে একেবারে ফুটে উঠেছে।

আমার সংশোধনী সম্পর্কে বক্তব্য আছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ৩ জনকে কেন রাখতে বলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট-এর মিটিং হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ১১ শ্রেণীর

পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল কতকগুলি শর্তাধীনে। তার মধ্যে একটা পরিষ্কার শর্ত বলেছে যে, এই ১১ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন এবং তার মঞ্জুরী সম্পর্কে একটা—
Joint Committee of the University—the Board—
অবশ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দাবী এখানে স্বীকার করছেন না। এবং ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধবার আশঙ্কা এই বিলের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। হয়ত এমন একটা অবস্থা এসে যাবে, যখন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে মাধ্যমিক শিক্ষার স্বীকৃতি তাঁরা দিচ্ছেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এই মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তিতে পরীক্ষা দেবে যে ছেলে-মেয়েরা সেই পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের কোন অধিকার তারা পাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে—
entrance examination or qualifying examination
হিসাবে এটাকে হয়ত স্বীকার করবে না, যদি যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের না থাকে এই রেকগনিশন কমিটিতে। সিনেট-এ যে কথা তাঁরা দাবি করেছিলেন......

Mr. Chairman: You are anticipating too much of the future, it is not suitable for your argument here.

Sj. Satya Priya Roy:

বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এই একাদশ বর্ষের বিদ্যালয়গুলিকে একটা যুক্ত পরিদর্শন ও যুক্ত মঞ্জুরী দেবার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটা যদি থাকে, তবেই তারা একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকার করে নিতে রাজী আছেন। এবং একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়ে পরে যেসব ছেলে-মেয়েরা আসবে, তাদের ৩ বৎসর পরে স্নাতক উপাধি দেবার জন্য সম্মত হয়েছেন। কিন্তু এখানে যে ব্যবস্থা, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখমাত্র নেই। কোথায়ও নেই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি এই রেকগনিশন কমিটিতে থাকবে। এইরকম একটা আজগুবি সুপারিশ কোন শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে আসতে পারে, কোন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে—একথা আমরা যারা শিক্ষাবিদ, তারা কল্পনাও করতে পারি না। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের পরে যে প্রতিষ্ঠানে আমাদের প্রবেশ করতে হবে, সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হবে সর্বক্ষেত্রে। সেখানেও দেখতে পাচ্ছি, বিদ্যালয়গুলিকে রেকগনিশন দেবার জন্য যে কমিটি গঠন করেছেন, আমাদের মন্ত্রীমহাশয় সেখানে ৩ জন সরকারী কর্মচারীকে তিনি ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। অথচ একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিকেও সেখানে রাখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না। সেইজন্য সিনেট যে-কথা বলেছিল—যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরবর্তীকালে সংঘর্ষ না বাধে। সেইজন্য আমার সংশোধনী হচ্ছে, ৩ জন যদি সরকারী কর্মচারী থাকেন, তাহলে ৩ জন অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সেখানে থাকবেন। তাঁরা দেখে নেবেন, যে-সমস্ত বিদ্যালয়ে মঞ্জুরী দেওয়া হচ্ছে, সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ঠিক এইরকম কি না—যে শিক্ষা সমাপনান্তে তারা ঐ পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দিতে পারবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজেদের কোয়ালিফাইং একজামিনেশন থাকবে—যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার কোন যোগাযোগ না থাকে, তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এইরকম নীতি গ্রহণ করতে নিশ্চয়ই বাধ্য হবে। এবং তখন ছাত্র-ছাত্রীর কি অবস্থা হবে, সে-কথা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। সেইজন্যই আমি বলছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম-সংখ্যক প্রতিনিধি থাকা উচিত সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে। এবং তার সঙ্গে আমার ১২৩ নং সংশোধনী, আমি বলেছি—

(Sj. Mohitosh Roi Choudhuri—on what basis?)
Calculate, 3 on the Government side—3 on the University side and 2 on the teachers.

এই হচ্ছে আমার সংশোধনী প্রস্তাবে যা আছে।

তারপরে হচ্ছে আমার ১২৩—

"(d) two members from among those members on the Board who are either Heads of Teachers other than Heads of Secondary Institutions to be elected jointly by them, one of these members being a Head of an Institution and the other a teacher other than the Head of an Institution"

আমার বক্তব্যের প্রধান কথা হচ্ছে যে, শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব এখানে থাকা উচিত। বিদ্যালয়ের অস্তিত্বে যারা সবচেয়ে বেশী দরদী, যারা বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে এতদিন ধরে, আজকে যে রেকগনিশন কমিটির হাতে বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব তুলে দিতে যাচ্ছে—সেই রেকগনিশন কমিটিতে মাত্র একজন হেড-মাস্টার থাকবে, এই ব্যবস্থা কল্পনাও করতে পারি না।

[4-40—4-50 p.m.]

এখানে আমাদের অন্ততঃ ন্যূনতম দাবী হচ্ছে যে, দুজন শিক্ষক অন্ততঃ থাকবেন। একজন থাকবেন প্রধান শিক্ষকদের নির্বাচিত—একজন প্রধান শিক্ষকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত, আর একজন হবেন—

teacher other than heads of Secondary Schools.

সেখানে নির্বাচক কে হবেন, সেটা আমার সংশোধনীতে বলা আছে। সেটা সরকার মনোনয়ন করে দেবেন না। সরকার মনোনয়ন করলে হয়ত শিক্ষকদের আস্থাভাজন যিনি, তিনি তাঁদের মনোনীত না হতে পারেন। সেইজন্য যাঁরা বোর্ডের মেম্বার হবেন—'টীচার্স এ্যান্ড হেড-মাস্টারস'—তাঁরাই জয়েন্টলি ইলেক্ট করে দেবেন। রেকগনিশন কমিটিতে এদের কে থাকবেন। কাজেই আমার মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আবেদন, অবশ্য রেকগনিশন কমিটির হোল ক্রজ সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে, দে-কমিশন এবং মুদালিয়র কমিশন বোর্ড সম্পর্কে যে ধারণা করেছিলেন, সেই ধারণা অনুযায়ী বোর্ড হচ্ছে তা মনে হয় না। তাঁরা বোর্ডকে এ্যাডভাইসরি বলেছিলেন এবং রেকগনিশন-এর উপরে একটা এক্জিকিউটিভ ফাংশন দিয়ে দিয়েছেন। মুদালিয়র কমিশন বলেছিলেন, বোর্ডের এক্জিকিউটিভ ফাংশন থাকবে না, সমস্ত পলিসি-মেকিং এবং ল-মেকিং ফাংশন থাকবে। সেইজন্য এক্জিকিউটিভ কাউন্সিল রাখার যে ন্যায্য প্রস্তাব নগেনবাবু করেছিলেন, আমি আশা করেছিলাম মন্ত্রীমহাশয় তা গ্রহণ করবেন, কিন্তু তা করেন নি। কিন্তু দেশের লোক তাঁদের স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে যে বিদ্যালয়গুলো গড়ে তুলেছেন, ১০০ বছর ধরে, সেই বিদ্যালয়গুলোর অস্তিত্ব আজ শিক্ষামন্ত্রীর হাতে বিপন্ন হবে না। সেই ব্যাপারে এরা যাতে আশ্বস্ত হতে পারেন সেজন্য রেকগনিশন কমিটি গঠন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার এবং সেজন্য শিক্ষকদের দুজন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন থাকা দরকার, যাতে শিক্ষা বেশ প্রসার লাভ করতে পারে। আমাদের দেশে বলা হয় অনেক বিদ্যালয় হয়ে গেছে, মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে শুনেছি, কিন্তু ২১ বর্গমাইল জায়গায় আমাদের পশ্চিমবাংলায় একটি কোরে বিদ্যালয় আছে। এই নদী-নালার দেশে ২১ স্কোয়ার মাইলে যদি একটি কোরে বিদ্যালয় থাকে, তাহলে কি মনে করা যায় প্রচুর বিদ্যালয় হয়েছে? এখন সমস্যা হয়েছে বিদ্যালয় কি কোরে তুলে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে বলব মন্ত্রীমহাশয় জাতীয় কল্যাণের দিক থেকে এই বিল রচনা করেন নি। কাজেই শেষকালে মন্ত্রীমহাশয়কে বলি যে, এই রেকগনিশন কমিটিটা গণতান্ত্রিকভাবে করুন, শিক্ষাবিদদের নিয়ে করুন, এবং যে বিদ্যালয়গুলো গড়ে উঠেছে, সেগুলোর অকালমৃত্যু যেন তাঁর আমলে না ঘটে।

Sj. Devaprasad Chatterjea: Mr. Chairman, Sir, I gave notice of this amendment No. 124, because in the original Bill there was no provision for any member of the Managing Committee to be represented in the Board. Since the Hon'ble Minister has accepted my amendment and a member of the Managing Committee has a chance to be represented in the Board and since he also might have a chance to be represented in the Recognition Committee I do not want to move this amendment. I want to withdraw it.

Amendment No. 124 of Sj. Devaprasad Chatterjea was then by leave of the House withdrawn.

Janab Abdul Halim: Sir, I beg to move that after the proviso to clause 19(4), the following proviso be added, namely:—

> "Provided further that every Secondary School which on the date of commencement of this Act is recognised by the Board of Secondary Education established in pursuance of Act XXXVII of 1950 or any subsequent Ordinance or Secondary Education Act shall continue to be recognised in the following manner:—Schools enjoying temporary recognition shall continue to be so recognised for a period of two years after the commencement of this Act or until the expiration of the period of temporary recognition whichever is greater."

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার! এই ক্লজ (১৯) প্রভাইসোতে আমার এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে যে, সেকেন্ডারী বোর্ড যখন আইনে রূপায়িত হবে তখন দেশে যে ১,৭০০ বিদ্যালয় আছে, তার অনেকগুলির টেম্পোরারী রেকগনিশন আছে, এবং ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে ঐসমস্ত স্কুলের রেকগনিশন বন্ধ হতে পারে। সেইজন্য আমার এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে যে, যে-সমস্ত স্কুল টেম্পোরারী রেকগনিশন পেয়ে আসছে বা যে-সমস্ত স্কুল ১৯৫০ সালের আইনে এবং অর্ডিন্যান্সের পরে সেকেন্ডারী বোর্ড কর্তৃক রেকগনাইজড হয়েছে, সেই স্কুলগুলির রেকগনিশন যাতে বন্ধ না হয়, এবং সেগুলি যাতে চলতে পারে সেজন্য আরও ২ বছর পর্যন্ত সেগুলি যাতে চলতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা দরকার। তা না হলে পর গভর্নমেন্ট যে সিদ্ধান্ত করেছেন, শিক্ষাকে সংকুচিত ক'রে ৩০০ বা ৪০০ স্কুল করার, সেজন্য ১,৭০০ বিদ্যালয়ের অনেকগুলি বাদ পড়ে যাবে। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের পরে অনেক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যাবে। অনেকগুলি রেকগনিশন পাবে না, গ্রান্ট পাবে না, এবং টাকা-কড়িও পাবে না। তাই এই প্রভিশন থাকা দরকার। তা না হলে ঐ ১,৭০০ স্কুলের অধিকাংশের কি অবস্থা দাঁড়াবে তা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি। তাই আমি আশা করি, আমার এই সহজ এ্যামেন্ডমেন্ট মন্ত্রীমহাশয় গ্রহণ করবেন।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I rise to support the amendment that has been moved by Sj. Satya Priya Roy with regard to the desirability of giving representation to members of the University on this committee. Sir, he has argued at great length as to the necessity of establishing a link between secondary education on the one hand and University education on the other. I will not dilate upon it but I will communicate to this House the views of the Committee of the Senate and the Academic Council that was appointed to discuss the question of the three-year degree course. In that connection, secondary education in general and higher secondary education in particular came up for discussion. The members of the Committee were anxious to ensure that the higher secondary schools that are recognised are of the proper type so that the products of such schools might go up to the University and do credit to the University. The point of view of the University Committee was that it was essential to secure proper standards in such higher secondary schools. It was desirable in the first place, to ensure that there were teachers who were competent to take charge of the system of higher secondary education. Secondly, it was also held by the committee that the equipments of the schools should be adequate. In other words, the University must be satisfied that these schools were of the proper type so that they might not be in difficulty by admitting the products of such schools. Sir, that was the opinion of the University Committee. The Committee recommended to the Senate that in the personnel of inspection of schools seeking upgrading as higher secondary schools representatives of the University should be included. Here is a Recognition Committee which does not give any representation to the members of the University. This, I believe, Sir, is contrary to the views epressed by the Committee that was appointed to

consider the three-year degree course and with it higher secondary education. Sir, the Committee of the Syndicate drew up a report on the present Bill and that report was accepted by the Syndicate. The report of the Syndicate, amongst other things, says this: "In the proposed Bill"—this may be new information to the Hon'ble Minister—"the main functions of the Board are to be exercised by five committees". The first of the committees is the Recognition Committee. "Of these, the first three are academic committees on whose work the University is greatly dependent" and then they say "it is desirable that the University should therefore be adequately represented on these three committees" and amongst these three committees is the Recognition Committee. Sir, there is absolutely no representation given to members of the University on the Recognition Committee. This is not only unfair but outrageous and contrary to all principles of sound education and all principles of integration of secondary and higher education.

I hope, Sir, that the Hon'ble Minister in charge, who obviously was not aware of the real position, will kindly take this into consideration.

Sir, I will next come to the desirability of retaining Inspectors on the Recognition Committee. The Director of Public Instruction is there. If the Director is there, there is no necessity of giving additional representation to the Inspector of Women's Education and the Chief Inspector of Secondary Education.

[4-50—5 p.m.]

Mr. Chairman: This argument has been put forward by others also. I would like you to bring in new points.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I am developing my argument, Sir.

The Hon'ble Minister argued these are the people who inspect. They should be on the Recognition Committee. It is not necessary that they should be on the Committee. If any information is necessary their advice may be sought. I would try to press this point of view on the Education Minister. Why not ask them to come in as advisers whenever necessity occurs? Why keep the Inspectors as well as the Director of Public Instruction on the Committee when it is known that the Director in a way covers all the functions of the Inspectors?

I will next come to the amendment moved by Mr. Abdul Halim. Sir, the Minister of Education, I believe, forgot that whenever a law of this nature is passed things that are in existence before the passing of the law are given a temporary lease of life, but the Hon'ble Minister has failed to take this view of the matter. He has not, in fact, incorporated in the Bill very relevant provisions which were incorporated in the Bill of 1950. Possibly he did not read the draft before he finally approved of it. Anyway, I would seek your permission, Sir, to read out two very short paragraphs from the West Bengal Secondary Education Act of 1950. It runs as follows:—Section 37, last two paragraphs marked (a) and (b) in the Act- "schools enjoying temporary recognition shall continue to be so recognised for a period of one year after the commencement of this Act or until the expiration of the period of temporary recognition, whichever is greater; and (b) schools enjoying permanent recognition shall continue to be so recognised under this Act for a period of three years after the commencement of this Act, and thereafter such recognition shall not be withdrawn except in

accordance with the provisions of this Act and the rules, regulations and by-laws made thereunder". It is just, it is fair, it is equitable, that these provisions should be incorporated in the present Bill. I hope the Hon'ble Minister will consider this. But he appears to be absolutely determined to oppose anything that comes from this side. If that is so, I have nothing more to say.

Sj. Harendra Nath Mozumder:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যর, আমি মনোরঞ্জনবাবু এবং সত্যপ্রিয়বাবু যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে যে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তারপরে যে এই বোর্ডের নন-অফিসিয়াল ক্যারাকটার যা নিয়ে ওরা আপত্তি করেছিলেন, যে অফিসিয়াল ক্যারাকটার হয়ে আছে, সেটা বদলে নন-অফিসিয়াল ক্যারাকটার হয়েছে। এখন ৪ জন বে-সরকারী, ৩ জন সরকারী সদস্য হলেন।

(এ ভয়েসঃ প্রেসিডেন্ট ইজ নট বে-সরকারী।)

আমরা দেখছি সরকারী সদস্যদের মধ্যে মাত্র ৩ জন—ডি. পি. আই. এবং টু চিফ ইন্সপেক্টরস এর সদস্য হচ্ছে। চিফ ইন্সপেক্টরদের সদস্য হওয়া নিয়ে অনেক আপত্তি হয়েছে, আমি মনে করি তাদের গ্র্যান্টস কমিটি এবং রেকগনিশন কমিটির মধ্যে থাকা উচিত, কারণ তাদের প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করার পর যে রিপোর্ট দেবেন, সেগুলি সদস্যদের সামনে পেশ করা হবে এবং তাতে তাদের যে অভিজ্ঞতা থাকবে, তাতে বোর্ড লাভবান হবে। আমি আগেকার বোর্ডে দেখেছি যে, সম্পূর্ণভাবে নন-অফিসিয়াল বোর্ড যা ছিল, ১৫ জনের মধ্যে ৪ জন সরকারী সদস্য এবং ১১ জন বে-সরকারী সদস্য—সেই বোর্ডে দেখেছি তার রিপোর্ট মেজরিটি ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, মনোরঞ্জনবাবুও বলেছেন, গৃহীত হয়েছে। তা যদি হয় তাহলে মনোরঞ্জনবাবু যে-কথা বলেছেন যে, তাদের রিপোর্ট অসন্তোষজনক এবং তারা ষড়যন্ত্র করে বোর্ড-এর দ্বারা গ্র্যান্ট নিয়েছিলেন এবং রেকগনিশন কমিটির দ্বারা গ্রহণ করিয়ে নিয়েছিলেন এ-কথা সম্পূর্ণ ভুল।

কারণ সেখানে ১১ জন বে-সরকারী সদস্য এবং ৪ জন মাত্র সরকারী সদস্য, ডি. পি. আই. ২ জন চিফ ইন্সপেক্টর এবং আর একজন, এই ৪ জন কি করে ষড়যন্ত্র করে তার ভোট দিয়ে পাশ করিয়ে নেবেন, একথা আমরা কল্পনা করতে পারি না। আমি একথা জানি যে, এরকম অনেক অকেশন হয়েছে, যেখানে বে-সরকারী সদস্যদের মধ্যে বিরোধীতা হয়েছে, সেখানে সরকারী সদস্যরা নিউট্রাল থেকেছেন। আমি একটা স্পেসিফিক কেস বলে দিচ্ছি, ইটিন্ডা এবং পানিতর হাইস্কুল, এই দুটো বিদ্যালয় সম্পর্কে বে-সরকারী সদস্যদের মধ্যে গন্ডগোল চলছিল, সেখানে ডি. পি. আই. এবং চিফ ইন্সপেক্টর প্রভৃতি সরকারী সদস্যরা নিউট্রাল ছিলেন। মনোরঞ্জনবাবু জানেন, কোন এক বিদ্যালয়ের কোন এক প্রধান শিক্ষকের ক্ষেত্রে সুপারয়্যানুয়েশন হবার পর তিনি বোর্ডের গ্রান্টস রেকগনিশন কমিটির সদস্য ছিলেন বলে তাঁর এক্সটেনশন বে-সরকারী সদস্যদের দ্বারা হয়েছিল, সেটাতে আপত্তি করেছিলেন ইন্সপেক্টিং স্টাফ। মনোরঞ্জনবাবুর পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স এ-সম্পর্কে আছে যে, কে সেই সদস্য, তিনি সেটা বলতে পারেন, আমার বলা শোভন হয় না। এবিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, আমি বোর্ডের সদস্য ছিলাম। আরো একটা কথা বলি, এখানে চীফ ইন্সপেক্টর অফ উইমেন্স এডুকেশন-এর সম্পর্কে অনেক কথা হয়েছে, তিনি এখানে নেই এবং তাঁকে ডিফেন্স করবার কেউ নেই। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটা বলছি। ভূতনাথ মহামায়া বালিকা বিদ্যালয়, আমি জানি না সদস্য মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক আছে কি না, সেই বিদ্যালয়ের রেকগনিশন হয় নি এবং নানা কারণের মধ্য দিয়ে রেকগনিশন না হওয়ায় অনেক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। কাউন্সিল চেম্বারের মধ্যেও হয়েছে এবং সে সম্পর্কে নানা কথা বলা হয়েছে।

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Who was the Head Master of that school?

Sj. Harendra Nath Mozumder:

মনোরঞ্জনবাবু হেডমাস্টার ছিলেন। নামটা না বললেই ভাল হত। আপনারা জিজ্ঞাসা করলেন বলেই বলে দিলাম। সত্যপ্রিয়বাবুর যে এ্যামেন্ডমেন্ট—১৯(১)(বি)তে বলা হয়েছে—
three persons to be elected by the Board in the manner prescribed by regulations, from among its members, one of whom shall be from the four Heads of High Schools or Multipurpose Schools referred to in clause (14) of section 4.

[5—5-10 p.m.]

এখানে হেড-মাস্টারদের মধ্যে একজনকে সদস্য করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত কিউরিয়াস যে, হেড-মাস্টার বাদ দিলেন, কারণ ১৯(১)(বি)তে আছে—
three members to be elected from among the members nominated to the Board by Calcutta University.
ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসারদের নমিনেটেড করে এখানে সদস্য করার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি নাই, কিন্তু এই পার্টিকুলার ধারায়, যেখানে একজন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে, সত্যপ্রিয়বাবু কিউরিয়াসলি তার বিরোধিতা করেছেন, আর তার বদলে চাচ্ছেন ইউনিভার্সিটির নমিনি। তারপর আরেকটা প্রস্তাব তিনি দিতে চান, তিনি দুইজন শিক্ষক চাচ্ছেন। এখানে চীফ ইন্সপেক্টর এবং একজন ইন্সপেক্টর এই দুইজন সদস্য চাচ্ছেন। তারপর, হেড-মাস্টাররা ইলেকষ্ট করতে পারবেন না, টিচাররা জয়েন্টলি ইলেক্ট করবেন। আমি তার এই প্রস্তাবের সমর্থন করতে পারি না। তারপর, আমাদের যে প্রস্তাব, তার মধ্যে ৩ জন নন-অফিসিয়াল আছেন, তাঁরা বোর্ড-এর সদস্য। আমি মনে করি একজন হেড-মাস্টার ম্যানেজিং কমিটিতে যেতে পারবেন, এবং যদি বোর্ডের সমস্ত সদস্য সবাই মিলে চান, তাহলে ২ জনের মধ্যে একজন ম্যানেজিং কমিটিতে যেতে পারেন। এই বলে আমি শ্রীসত্যপ্রিয়বাবু এবং মনোরঞ্জনবাবুর প্রস্তাবের বিরোধিতা করি।

Sj. Monoranjan Sen Gupta: On a matter of personal explanation, Sir, আমি একথা বলি নি যে, ইন্সপেক্টর এবং ইন্সপেকট্রেস রেকগনিশন কমিটির সভ্য থাকায় এই স্কুলকে তারা অনুমোদিত করে নিয়েছেন। আমি তাতে এ্যাপয়েন্টেড ছিলাম না, আমি এ্যাপয়েন্টেড হলে তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হত।

Mr. Chairman: All that is on record.

Sj. Monoranjan Sen Gupta:

আমি বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক ছিলাম এটা সত্য নয়, আমি বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক ছিলাম না।

Sj. Satya Priya Roy: On a point of information, Sir, তার সংগে এর কি সম্পর্ক আছে তিনি দয়া করে বলবেন কি?

Sj. Harendra Nath Mozumder:

সম্পর্ক আছে।

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Sir, the arguments which have been put forward by my friends on the Opposition boil down to this. In the first place, they started with the suspicion that official members of the Board—officials in the Education Department will be unpatriotic and will be interested not in the development or spread of education but in the curtailment or suppression of education. That is their first premise. Their second premise is that the curtailment of the number of schools will become inevitable if their suggestion about the personnel or the numerical strength

of the Recognition Committee is not accepted. And their third pre-supposition is that the curtailment in the number will always be prejudicial to the interests of the country. They think that any school is good. But I think that any and every school, irrespective of the quality of education which such school caters for is not good. I am very sorry that that suspicion or presumption is shared by many of our friends both in this House and outside. Hear what the Mudaliar Commission, consisting of expert educationists, say on this point. Almost in every page of their report they have emphasised that "quality should not be sacrificed at the altar of number or quantity". My friends opposite are afraid that such a Committee as has been proposed in the Bill for granting recognition will result in the curtailment of the number of schools which again will be prejudicial to the growth and development of education. Therefore I have got to quote these few lines from the report of the Commission. "We emphasise that quality should not be sacrificed to quantity. We trust that in the spread of education the educational authorities concerned will take note of the teachers and adopt all possible measures to ensure that efficiency is not sacrificed in meeting the demand of expansion". Now, if quality is not to be sacrificed at the altar of number, then it is necessary that persons who have got personal experience of the schools, the quality of teaching imparted there, the efficiency of the teachers there, must be on the Board. Therefore, the Chief Inspector of Secondary Education and the Chief Inspector of Women's Education who will have the first-hand knowledge of the conditions of the schools must be there. Otherwise the result would be that there will grow up inefficient schools, schools which have no right to exist, schools which are imparting bad education. You know a little education is dangerous. In the sphere of education the saying that

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল এটি ঠিক নয়।

Rather no education is better than bad education. Therefore unless there are these men to check the recognition of bad schools, the educational interest will suffer in the long run. In one of the amendments of Mr. Halim, he has said that care must be taken to see that withdrawal of recognition of the existing schools is not made automatically after this Board has come into existence, that is, those schools which have been enjoying recognition from the old Board should not be scrapped. Now, that question will certainly be sympathetically considered by Government for it is not the interest of the Government or the Education Department to curtail without rhyme or reason the number of schools in a State where education is not as widespread as should be.

My friend Professor Nirmal Chandra Bhattacharyya suggests that there should be somebody to represent the University on the Recognition Committee. I fully support him and I will appeal to the Education Minister to see how far this suggestion can be accommodated. One way of doing so strikes me. I think, where there is a provision for three elected representatives of the Board, it may be laid down that one of these members will be taken from the representatives of the University.

With these words, I oppose all the amendments.

Sjkta. Anila Debi:

স্যার, আমি এক মিনিট একটা কথা বলতে চাই। আমার এই সামান্য বলবার কথা আমি বলতাম না, যদি না শ্রীমহীতোষ রায়চৌধুরী মহাশয় কোয়ালিটি ও কোয়ানটিটির কথা তুলতেন। যদি তিনি মনে ক'রে থাকেন খারাপ জিনিস তুলে দেওয়াই উচিত, তা হ'লে আমার একমাত্র বক্তব্য হচ্ছে যার মূলে কোন উদ্দেশ্য নেই তাও উঠিয়ে দিন। বোর্ডের মধ্যে দরকারী নয় কমিটি নেই কিংবা না থাকলেও চলে এমন কমিটি আছে, এ হেন অবস্থায় এই রেকগনিশন

কমিটিকেও রাখবার দরকার নাই। এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি সবই ডিরেক্টর নিজের হাতে নিতে পারবেন। এটা আবার বোর্ডের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন কেন? আমার এইটুকু হচ্ছে কথা, ওটাও তুলে দিন।

[5-10—5-20 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose all the amendments excepting the one moved by my friend Shri Jagannath Kolay.

Sir, after the devastating reply of my friend Shri Harendra Nath Mozumder to the Opposition speeches and the subsequent speech of Shri Mohitosh Rai Choudhuri I think I need not dilate on the point about the necessity of the inclusion of the Chief Inspectors in the Recognition Committee. It has been pointed out that there was no mention of the Chief Inspectors in section 25 of the Act of 1950. I had no idea that my friend Shri Monoranjan Sen Gupta was so much ignorant about the actual composition of the Committee there. Sir, section 25(d) provided that Recognition Committee shall consist of three persons appointed by the State Government and the Chief Inspector was there by appointment. He was there on the nomination of the State Government. Instead of allowing the Chief Inspector to be represented on the Recognition Committee through the backdoor we have directly provided for facing the Chief Inspector of Boys and Chief Inspector of Women's Education on the board. Then Sir, it has been said that the presence of the Chief Inspector will lead to the omission or reduction of very many schools. I do not know whether my friends opposite are aware of the fact that in 1948 in West Bengal there were 700 and odd recognised schools and their present number is 1,085. This is how the presence of the Chief Inspector has led to the reduction in the number of schools! The number of recognised schools has risen by 150 per cent. Have we to take it as gospel truth because Mr. Abdul Halim, who does not know anything about this rise in number, says that the presence of the Chief Inspector will lead to the reduction in the number of schools?

The next point is about the representation of the Managing Committee members on the Board. So much has been said against it that I am led to believe that there should not be members of the Managing Committee on the Board. If necessary that will have to be provided for, but how can a member of the Managing Committee of one school help recognition of another school? Take for instance there is a member of the Managing Committee of a school on the Recognition Committee and application comes from a sister school, his natural inclination will be to see that the school does not get recognition. Therefore, Sir, it has to be considered whether it will be appropriate to make that provision or not.

As regards the recommendation for the representation of the Universities, there is provision for having three nominated members—nominated by the Syndicate. We have not named any of them and the State Government will have no objection to accept the recommendations of the Syndicate of the University. Now, Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya says that such and such was the opinion of the Syndicate on the Bill and that has been forwarded to the Government. I was almost led to think that he was representing the University here. But I do not think that the University has deputed him here. He may be a member of the Senate, but he has not been specifically empowered to speak for the University on the Bill here. We have already received a representation from the University—the opinion of the Syndicate—on the Bill. That is being examined in the Department. If on examination we come to think that some of their suggestions should be given effect to, we can do that when the Bill comes up before the

Legislative Assembly. After all, discussion does not end here. We may make suitable provisions to give effect to the recommendations of the Senate in the Legislative Assembly. But we have got to consider all their suggestions first and thereafter we have to take decisions on them. It will be dangerous to take Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya as a representative of the University here, because he quoted certain figures from what he alleged to be the University's note which, he said, was communicated to the Government but which are all wrong. He said that almost all the boys who passed School Final Examination go to the University for higher studies. That is not correct at all. Figures which have been given in the University's communication are as follows: 1955—27,830 passed School Final Examination and 20,770 went for University studies. And the other figures which are all wrong are: 1956—34,280 passed the School Final Examination and 33,050 went for University studies. It is altogether a mistaken figure which may have been a figure of his own imagination, but it is not the figure which has been communicated by the University. The correct figure is: 38,911 passed the School Final Examination and 33,150 sought admission for University studies. Nearly 6,000 did not seek admission for University studies. Similarly the figures for 1957 that have been communicated by the University are: 42,022 passed the School Final Examination and 34,890 sought admission for higher studies in the University.

[5-20—5-30 p.m.]

This will show, Sir, that many students who now pass the School Final Examination seek further education not in the University but in technical and other courses. That is the thing which has also happened in Madras. In Madras I have learnt that there is a drop of about 40 to 50 per cent. in the University admission this year. That is bound to take place, because they take further education in technical and other courses which have been provided for. Surely where secondary education has been diversified many students will not go to the University for higher studies, and that is the reason why in England they do not so much flock to the University at all. The Sadler Commission made an observation in 1919 which has to be remembered. They observed that here in Bengal we see a pyramid on apex. In a country where primary education is not yet universal and free, where secondary education is not compulsory and free, there is a large crowd in the University. That was the observation to which at least Sir Ashutosh was a party. That is the tragedy of the situation in our country, namely, that the students have got to go uniformly to enrol themselves to take up University courses simply because there have not been developed other courses of studies. The more we develop other courses the lesser will be the admission to the University. There is no doubt about that.

Now, it has been said that there is no provision for the recognition of the schools now recognised temporarily. We are advised that continuance will be provided for by the definition of "recognised". We are still considering that point. The Legislative Department has advised us that continuance will not be disrupted in any way, because section 8 of the General Clauses Act will ensure this continuance and that no particular provision is necessary so far as this Bill is concerned. If, however, we are advised otherwise, namely, that a continuance clause will have to be put in the Bill, that provision may be made. That is a provision of course which we may have to think in connection with the repeal clause and, if necessary, of course we shall incorporate that. But till now our advice is that it will not be necessary in view of the provision in section 8 of the General Clauses Act.

Sir, I need not reply to all the irrelevancies which have been indulged in by the Opposition. I think I have met all the points that can be and have been raised on this clause.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: On a point of personal explanation, Sir. I will take just a minute. I did not say that every body who passes the School Final Examination seeks admission to University. I merely quoted from the report of the Syndicate which emphasises the fact that under present conditions we are likely to continue for a number of years. Practically everyone who is successful in the School Final Examination desires to continue his studies in the University. I have quoted figures from the cyclostyled copy. The figures may have been changed later on. If the Hon'ble Minister's figures are correct, I stand corrected.

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes.]

[After adjournment]

[5-50—6 p.m.]

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in clause 19—

(a) before paragraph (a) of sub-clause (1), the following paragraph be inserted, namely:—

"(1a) the President, ex-officio;";

(b) in sub-clause (2), in line 1, for the words "The Director of Public Instruction", the words "The President" be substituted,

was then put and agreed to.

Mr. Chairman: Amendments Nos. 117 and 118 fall through.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that for clause 19(1)(b) the following be substituted, namely:—

"(b) three members to be elected from among the members nominated on the Board by the Calcutta University",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—28.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sarkar, Sj. Pranabeswar
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 9 and the Noes 28, the motion was lost.

The motion of Sj. Monoranjan Sen Gupta that in clause 19(1)(b), line 8, for the word "one" the word "two" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Fakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—28.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mal'ah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 9 and the Noes 28, the motion was lost.

Mr. Chairman: I request honourable members to agree to voting by show of hands. If you look to the Board the figures are always the same. So, I think it is meaningless to continue it in this way. Moreover, a lot of money is being wasted on each occasion.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: It is unavoidable.

Mr. Chairman: I think we can reasonably avoid this unnecessary way of wasting money if you agree to voting by show of hands. I appeal to your good sense.

Sj. Devaprasad Chatterjea: Opposition has no right to waste public money in this way.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Wastage of the money is due to the cussedness of the Minister.

Mr. Chairman: During these days when we are passing through foreign exchange difficulties we should not exhaust our photographic equipments in this way. I just appeal to your good sense once more.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We are very sorry, Sir, we cannot accede to your request.

Sj. Satya Priya Roy: We are agreeable to go to the lobbies and record our votes there. This will save the wastage you have referred to.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: In the alternative we would request the Hon'ble Minister to postpone the discussion even at this stage.

Mr. Chairman: Going to the lobbies and recording votes there would take a long time. I just depend on your good sense.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We cannot agree. We must follow the usual parliamentary procedure.

Mr. Chairman: All right, just press your buttons and record your votes.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that clause 19(1)(c) be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—28.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 9 and the Noes 28, the motion was lost.

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that in clause 19(1), sub-clauses (c) and (d) be omitted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 9 and the Noes 27, the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that for clause 19(1)(d), the following be substituted, namely:—

"(d) two members from among those members on the Board who are either Heads or Teachers other than Heads of Secondary Institutions to be elected jointly by them, one of these members being a Head of an Institution and the other a teacher other than the Head of an Institution.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—28.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 9 and the Noes 28, the motion was lost.

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that in clause 19(1), after sub-clause (d), the following new sub-clause be added, namely:—

"(e) one member of the Managing Committee who is a member of the Board or to be nominated by the Board.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—28.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 9 and the Noes 28, the motion was lost.

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that in clause 19(1), after sub-clause (d), the following new sub-clause be added, namely:—

"(e) two Professors who are members of the Board.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—8.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra

NOES—28.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 8 and the Noes 28, the motion was lost.

[6—6-10 p.m.]

Mr. Chairman: Amendments Nos. 127, 128 and 129 fall through.

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that clause 19(4) be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 9 and the Noes 27 the motion was lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 19(4), line 2, after the words "except on" the words "consideration of" be inserted was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 9 and the Noes 27 the motion was lost.

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that after sub-clause (4) of clause 19, the following new sub-clause be added, namely:—

> "(5) The Recognition Committee shall be vested with the power of distribution of grant-in-aid to Schools.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—28.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 9 and the Noes 28 the motion was lost.

The motion of Janab Abdul Halim that after the proviso to clause 19(4), the following proviso be added, namely:—

> "Provided further that every Secondary School which on the date of commencement of this Act is recognised by the Board of Secondary Education established in pursuance of Act XXXVII of 1950 or any subsequent Ordinance or Secondary Education Act shall continue to be recognised in the following manner:—Schools enjoying temporary recognition shall continue to be so recognised for a period of two years after the commencement of this Act or until the expiration of the period of temporary recognition whichever is greater.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—27.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 9 and the Noes 27 the motion was lost.

Mr. Chairman: Amendments Nos. 127 and 128 fall through.

The question that clause 19, as amended, do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—28.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

NOES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Dr. Charu Chandra
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

The Ayes being 28 and the Noes 9, the motion was carried.

Clause 20

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that for paragraphs (b) and (c) of sub-clause (1) of clause 20, the following be substituted, namely:—

"(b) the Dean of the Faculty of Arts of the University of Calcutta, ex-officio";

(c) the Dean of the Faculty of Science of the University of Calcutta, ex-officio";

Sir, I also beg to move that in clause 20, in sub-clause (3), in paragraph (a), in line 2, after the word "syllabus" the words "and courses" be inserted.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I beg to move that for clause 20(1)(b) the following be substituted, namely:—

> "(b) Vice-President of the University College of Arts, Calcutta University;"

Sir, I also beg to move that for clause 20(1)(c), the following be substituted, namely:—

> "(c) Vice-President of the University College of Science, Calcutta University;"

Sir, I also beg to move that in clause 20(1)(h), in line 3, after the word "from", the word "among" be inserted.

Sir, this is a section which betrays the abysmal ignorance of the Secretariat and of the Minister concerned. Four years ago the new University Act came into force and under the new University Act the designations of the different authorities connected with the University Colleges have been changed; but the Secretariat was not aware of it and it is from this Secretariat that some people will come and seek to dominate the Board. Sir, the ignorance of the Minister concerned is perhaps more regrettable. We thought that he would study the Bill and correct the mistakes committed by the Secretariat; but he failed to do so. It demonstrates that the Bill is really in charge of a very inefficient person. We would like to know from this side of the House who is responsible for this mistake. In other countries, for such mistakes the Minister perhaps would have been compelled to resign and the Secretary or Secretaries responsible for such mistakes would have been demoted.

With these words, Sir, I move the amendments that stand in my name.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I beg to move that for clause 20(1)(b), the following be substituted, namely:—

> "(b) two of the representatives of the Calcutta University on the Board to be elected by themselves from among them."

Sir, I also beg to move that for clause 20(1)(c), the following be substituted, namely:—

> "(c) two of the representatives of teachers of Secondary Schools on the Board other than Heads of such institutions to be elected by themselves from among them."

Sir, I also beg to move that in clause 20(1)(h), for the words, "High Schools or Multipurpose Schools" the words "Secondary Schools" be substituted.

[6-10—6-20 p.m.]

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিলেবাস কমিটির সংগঠন এবং ক্ষমতা সম্পর্কে এই আইনের খসড়াতে যে কথা বলা হয়েছে তার সম্পর্কেই আমার সংশোধনী প্রস্তাব। গোড়াতেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুইজনের কথা বলা হয়েছে তাঁরা সিলেবাস কমিটির সদস্য হবেন পদাধিকারবলে। এর আগে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন যে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইনে এটা তুলে

দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই দুইটি পদে রাখবার একটা প্রস্তাব এই খসড়া আইনে দেওয়া হয়েছে। আমি বিস্মিত হয়েছি, যেমন নির্মলবাবুও হয়েছেন, এতবড় ভুল কি ক'রে এখানে হ'তে পারে। তাছাড়া আর একটা ব্যাপার হ'ল,

The Principal, College of Engineering and Technology, Jadavpur, ex-officio;

ডাঃ ত্রিগুণা সেন রেক্টর, রেজিস্ট্রার নন। যাই হোক, প্রথমে সংশোধনী ছিল যে, ইউনিভার্সিটির দুইজন প্রতিনিধি নিতে হবে। সেই সংশোধনী হচ্ছে—

two of the representatives of the Calcutta University on the Board to be elected by themselves from among them—Dean of the Faculty of Arts of the University of Calcutta, and the Dean of Faculty of Science of the University of Calcutta, ex-officio;

আমি অবশ্য দেখছি যে, জগন্নাথ কোলে মহাশয়ের সংশোধনী যা আছে তাতে দুইজন এক্স-অফিসিও নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এই সংশোধনী এই হাউসে উপস্থিত করতে চাই বিবেচনার জন্য, কারণ সিলেবাস তৈরি করার ব্যাপারে যাদের দক্ষতা আছে তাঁরা হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সেদিক থেকে দুইজন নেওয়া সত্ত্বেও আরও দুইজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সিলেবাস কমিটিতে নেওয়া উচিত। তৃতীয়ত, আমার আরও প্রস্তাব হচ্ছে যে,

two of the representative of Teachers and Secondary Schools on the Board other than Heads of such Institutions to be elected by themselves from among them.

এটা ১৪০নং সংশোধনীর কথা। এখানে সিলেবাস কমিটির সংগঠন সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে ২০নং ধারাতে যে

two Heads of High Schools or Multipurpose Schools elected by the Board.

ইত্যাদি দেওয়া আছে। কাজেই প্রধান শিক্ষকদের মধ্যেই দুইজন দেওয়া হবে, কিন্তু প্রধান শিক্ষক ছাড়া যে আর কোন শিক্ষক প্রতিনিধি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য থাকবেন তা বলা হয় নি বা তাঁদের কোনরকম প্রতিনিধিত্ব রেকগ্নিশন কমিটিতে দেওয়া হয় নি। আমি নিজে একজন প্রধান শিক্ষক। কিন্তু আমরা প্রধান শিক্ষকেরা কখনও এই দাবি করতে পারি না যে, প্রধান শিক্ষকেরাই একমাত্র সর্ববিষয়ে বিজ্ঞ। আমাদের সহকর্মীদের মধ্যেও বহু বিজ্ঞ শিক্ষক আছেন। তাঁরা আমাদের সংগেই কাজ করেন। তাঁদের বিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে কিছুমাত্র ন্যূন নয়। একথা আমরা স্বীকার করি না যে, তাঁরা প্রধানশিক্ষকদের চেয়ে ন্যূন। আমাদের তাঁদের মতামত নিয়ে চলতে হয়। প্রধান শিক্ষকেরা বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর ব্যাপারে। সুতরাং পড়াশুনার ব্যাপারে অর্থাৎ সিলেবাসএর ব্যাপারে তাদের সবসময় দৃষ্টি থাকা সম্ভব নয়। আমি জানি না কেন একমাত্র প্রধান শিক্ষকদেরই সিলেবাস কমিটিতে নেওয়ার কথা হয়েছে। যাঁরা সহকারী শিক্ষক, তাঁরা বিদ্যালয়ের প্রাণ—তাঁরা জানেন এই সিলেবাসএর দোষত্রুটি কোথায়—তাঁদের একজনকে কেন নেওয়া হ'ল না আমি বুঝতে পারি না। এটা আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। মাননীয় সদস্যদের মধ্যে কারুরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই এ সম্পর্কে, সুতরাং তাঁরা সঠিক কথা বলতে পারেন না। যেমন, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ইতিহাসের যে সিলেবাস রচিত হয়েছে, যে সিলেবাস এখন আরম্ভ হয়েছে তাতে প্রাচীনকালের ইজিপ্টএর ইতিহাস ক্লাস সিক্সএ পড়ান হয়—ইজিপ্টএর প্রাচীনতম ইতিহাস অর্থাৎ যেদিন থেকে মানুষের সভ্যতা আরম্ভ হয়েছে তার ইতিহাস ক্লাস এইটএ পড়ান হয়, তারপর ক্লাস এইট থেকে বর্তমানকালের ইতিহাস। শিক্ষার দিক থেকে এটা ভুল, কারণ, জানা থেকে অজানায় যেতে হয়, কিন্তু এ'রা আরম্ভ করছেন এমন এক জায়গায় যার সংগে শিশুমনের কোনই পরিচয় নাই। এইসমস্ত কথা শুধু যে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তা নয়, আমাদের সহকর্মীরা বিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়ে যা লক্ষ্য করেছেন তা আমাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন, তাঁদের কাছেই আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। কাজেই আমি বলব যে, মন্ত্রীমহাশয় যদি মনে ক'রে থাকেন যে, প্রধান শিক্ষকেরা হচ্ছেন বিদ্যালয়ের প্রাণ এবং সিলেবাস সম্পর্কে কথা বলার একমাত্র অধিকারী তা হ'লে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা-বিজ্ঞানসম্মত নয়। সেজন্য আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবে বলেছি যে, যেমন দুইজন প্রধান

শিক্ষক নেওয়া হচ্ছে তেমনি ক'রে দুইজন এমন শিক্ষক নেওয়া হোক যাঁরা প্রধান শিক্ষক নন, সহকারী শিক্ষক, যাঁরা শিক্ষার কাজে বেশির ভাগ সময় নিযুক্ত থাকেন, কারণ, প্রধান শিক্ষকরা, বিশেষ ক'রে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকেরা শিক্ষাদানের কাজ এড়িয়ে গিয়ে ম্যাগনিফাইড ক্লার্ক'এর কাজ করেন, আজকে এই অবস্থাই এসে দাঁড়িয়েছে। কাজেই আমি আশা করি, মন্ত্রীমহাশয় আমার দাবিটা একটু বিবেচনা করবেন। তারপর হচ্ছে ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন—এই বিলের খসড়াতে আছে, বর্তমানে আমাদের এখানে চার ধরনের মধ্য-বিদ্যালয় আছে। এখানে আমি বুঝতে পারছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি পদ উঠে গিয়েছে এটা যেমন জানা ছিল না তেমনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি যে চার রকম একথা এই বিলের রচয়িতার জানা ছিল না। হাই স্কুলস, মালটিপারপাস স্কুলসএর প্রধান শিক্ষকেরা আসবেন, হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলসএ যাঁরা হিউম্যানিটিজ পড়িয়ে থাকেন তাঁরা কেন আসবেন না আমি বুঝতে পারি না। যেসব স্কুল একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হবে তাদের হেডমাস্টাররা কেন আসতে পারবেন না আমি বুঝতে পারি না।

[6-20—6-30 p.m.]

তেমনি জুনিয়ার হাই স্কুলের হেডমাস্টার কেন আসতে পারবেন না বুঝতে পারি না। সেইজন্য আমি বলছি চার শ্রেণীর বিদ্যালয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। হাই স্কুল ও মালটিপারপাস স্কুলের পরিবর্তে আমার সংশোধনী হচ্ছে, সেকেন্ডারি স্কুল, আর মালটিপারপাস না ব'লে যত রকম সেকেন্ডারি স্কুল হয় সেগুলি এর বদলে রাখুন। কারণ ভবিষ্যতে আরও অন্যান্য ধরনের মালটিপারপাস মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠবে। আমরা দেখছি টেকনিক্যাল বা কারিগরী বিদ্যালয় সম্পর্কে দেশময় একটা উৎসাহ দেখা যাচ্ছে এবং সরকার থেকেও অনেক উৎসাহ দেওয়া হবে যেখানে, সেখানে নূতন ধরনের বিদ্যালয় ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে। তার প্রধান শিক্ষক কি অপরাধ করবেন যে, তিনি এর মধ্যে আসতে পারবেন না? তিনি কি সেই যোগ্যতা লাভ করতে পারবেন না, যাতে তিনি এই কমিটিতে আসতে পারবেন না? আমার মনে হয় এটা অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার জন্য করা হয়েছে। আমি আশা করব মন্ত্রিমহাশয় আমার প্রস্তাব বিবেচনা ক'রে দেখবেন—আমার যেসমস্ত সংশোধনী আছে, শিক্ষাবিদ্ হিসেবে ও শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে শিক্ষার কল্যাণের দিকে তাকিয়ে তিনি সেগুলি গ্রহণ করতে পারবেন কিনা, সেটা বিবেচনা ক'রে দেখবেন। এই ব'লে আমি আমার অ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করছি।

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri:

স্যার, আমার একটা সর্ট অ্যামেন্ডমেন্ট আছে। সেটা অ্যাকসেপ্টেড হ'লে হয়ত আমার ভগ্নী অনিলা দেবীর পক্ষে এবং আরও অন্যান্য যাঁরা সিলেবাস কমিটিতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে মেয়েদের প্রতিনিধি রাখতে চান তাঁদের পক্ষে সুবিধা হবে। এতে ক'রে অন্তত কমিটির বিরুদ্ধে মেয়েদের যা অবজেকশন তা রিমুভ করা যাবে। মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কারি-কিউলাম, কোর্স, সিলেবাস প্রভৃতি সকল বিষয়ই কমিটি ঠিক করবেন। এখানে বিলের একটা বড় ল্যাকুনা ছিল।

Principal of the David Hare Training College
এই কমিটির মধ্যে আছেন। কিন্তু মেয়েদের ট্রেনিং কলেজের কোন প্রতিনিধি নেই। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজএ কেবল ছেলেদেরই এখন ট্রেনিং হয়। মেয়েদের ট্রেনিং হয় হেস্টিংস ইনস্টিটিউটএ। আমি তাই সেখানকার প্রিন্সিপ্যালকেও এই কমিটিতে নিতে বলছি। আমার অ্যামেন্ডমেন্ট এই—

Sir, I beg to move that in clause 20, in sub-clause (1), after paragraph (f), the following paragraph be inserted, namely:—

"(ff) the Principal of the Institute of education for Women, Hastings House, Calcutta;";

সিলেবাস কমিটি একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট কমিটি। এই কমিটিতে যদি মেয়েদের ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল থাকেন, তা হ'লে কাজের অনেক সুবিধা হবে। তাঁর কাছ থেকে আমরা মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানতে পারব। মেয়েদের সিলেবাস প্রণয়নে এতে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে।

যেহেতু একজন একবারের বেশি কিছু বলতে পারবেন না, সেইজন্য এই প্রসঙ্গে অন্য অ্যামেন্ডমেন্ট সম্বন্ধেও দু-একটা কথা আমি বলব। বিলে যে সিলেবাস কমিটি গঠনের ব্যবস্থা হয়েছে ভাল করে যদি ভেবে দেখেন, তা হ'লে দেখবেন তার চেয়ে বেটার কমিটি আর হ'তে পারে না। কমিটির ভেতর এক্সপার্ট লোকদেরই নেওয়া হয়েছে। কারণ এই কমিটি ঠিক করবেন কি কি বিষয় স্কুলে পড়ান হবে, কি কি কোর্স স্কুলে প্রবর্তন করা হবে, যা ছেলেরা শিখবে। অর্থাৎ এডুকেশনএর যা ফান্ডামেন্টালস—সিলেবাস, কোর্স অব স্টাডিজ ইত্যাদি—সেই সবই কমিটি নির্ধারণ করবেন। তাই ঠিক হয়েছে এক্সপার্টদের নিয়েই কমিটি গঠন করা হবে। তাই আমার মতে যাঁদের কমিটিতে নেওয়ার কথা হয়েছে তাঁদের কাউকেই বাদ দেওয়া চলে না। আমার বন্ধু সত্যপ্রিয়বাবু বলেছেন ২০(১)(এইচ) ক্লজএ

"two heads of High Schools or Multipurpose Schools"

এর জায়গায়

"Two heads of Secondary Schools"

করা হোক। অর্থাৎ উনি চাচ্ছেন, জুনিয়র হাই স্কুল ও সাধারণ সেকেন্ডারি স্কুল—দুইয়েরই প্রধান শিক্ষকদের কমিটিতে নেওয়া হোক। আমি তো শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আগে যেসব মাইনর স্কুল ছিল তাদেরই এখন নাম হয়েছে জুনিয়র হাই স্কুলস। তাদের প্রধান শিক্ষকদের কোয়ালিফিকেশন সাধারণত কি তা সকলেই জানেন। তাঁদের মধ্য থেকে তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে সিলেবাস কমিটির মত একটা এক্সপার্ট বডির ভেতরে যাবেন এটা আমার মতে অ্যাবসার্ড, এ হ'তেই পারে না। সত্যিকার কম্পিটেন্ট লোক যাঁরা তাঁরাই এ কমিটিতে যাবেন। রাম, শ্যাম, যদু—টম, হ্যারি, ডিক্‌স্‌ সেখানে গেলে কি হবে? অতএব তাঁর এ প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতেই পারে না।

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I take objection to this remark. He has addressed the head master of junior high schools as Tom, Harry and Dick.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: I emphatically say so, because they have not the competence to give advice.

অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারদের সম্বন্ধেই এবার বলছি। হেডমাস্টার সকলেই সবজান্তা নয়। আর অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হ'লেই সবজান্তা হবেন তাও ঠিক নয়। হেডমাস্টার কমিটিতে বসে যখন কারিকিউলাম ও সিলেবাস ঠিক করবেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর যথেষ্ট সেন্স অব রেসপন্সিবিলিটি থাকবে। হেডমাস্টার রেসপন্সিবল লোক, তাঁর পদ ও ব্যক্তিত্বের একটা গুরুত্ব আছে। কমিটিতে ব'সে তিনি শুধু যে একটা স্কুল নিয়ে আলোচনা করবেন, তা নয়। বহু স্কুলের সমস্যা সম্বন্ধে তাঁকে ডিসকাস করতে হবে। সুতরাং তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যা না জানেন অন্যের নিকট থেকে তিনি তা জেনে নেবেন। এই বিল সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে আমি কত এডুকেশনিস্টদের যে কনসাল্ট করেছি, তা ব'লে শেষ করা যায় না। তাঁরা প্রত্যেকেই রেসপন্সিবল লোক। যদি ভাল কোনও জিনিস করতে হয়, তা হ'লে সে বিষয়ে নিজে অভিজ্ঞ না হ'লেও অন্যের কাছ থেকে জেনে নিয়ে করতে হয়। সুতরাং হেডমাস্টার যদি কমিটিতে আসেন বা থাকেন তা হ'লে সবজান্তা হবেন, আর ঐ অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারএর কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা তা হবেন না একথা আমি আদৌ বলছি না। আমি শুধু বলছি—হেডমাস্টার তাঁর দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যবুদ্ধির খাতিরে যা নিজে না জানেন তা সহকারী শিক্ষকদের কাছে জেনে নেবেন। সুতরাং কমিটির কাজ করতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে তাঁর কোনও অসুবিধা হবে না। কাজেই যত অ্যামেন্ডমেন্ট এ সম্বন্ধে হয়েছে, আমি সেসমস্তগুলোই অপোজ করি—অবশ্য আমারটা ছাড়া।

Sj. Monoranjan Sen Gupta: Mr. Chairman, Sir,

আমি এই ক্লজের উপর বলতে চাচ্ছি যেভাবে সিলেবাস কমিটি গঠিত হচ্ছে, তাতে দেখা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে বড় বড় যাঁরা আছেন, যথা—

President of the Post-Graduate College of Arts and Science, Principal, Bengal Engineering College.

প্রভৃতির নাম রয়েছে। এই যেসব শিক্ষাবিদ্, এঁরা হচ্ছেন শিক্ষাজগতে উচ্চস্তরের লোক, তাঁদের দিয়ে যারা হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্ট কিশোর, তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে সিলেবাস প্রণয়ন করা হবে। তাঁরা হয়ত প্রি-ইয়ার্স ডিগ্রী কোর্স যেটা আগামীতে আরম্ভ হবে, সে সম্বন্ধে সিলেবাস প্রণয়নে এক্সপার্ট হ'তে পারেন। কিন্তু যারা অ্যাডোলেসেন্ট স্টেজএর কিশোর, তাদের মনস্তত্ত্ব বুঝে যদি সিলেবাস প্রণয়ন করতে হয়, তা হ'লে সেখানে এঁদের নেওয়ার সার্থকতা কতখানি আছে, তা আমি জানি না। আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে মৌলিক তত্ত্ব অনুসন্ধান না করে, বিশেষ চিন্তা না করে, হাতে ক্ষমতা পেয়ে যা ইচ্ছে তাই সিলেবাস হিসাবে প্রণয়ন করতে পারি। আপনারা ইংলন্ডের কথা বলছেন। আমি সেখানকার জয়েন্ট ম্যাট্রিকুলেশন বোর্ডএর কথা জানি। সেখানে কোন লোককে ম্যাট্রিকুলেশন বোর্ডের মেম্বার করা হয় না যার ৫ বছরের অভিজ্ঞতা নাই মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে, সিলেবাস প্রণয়ন সম্বন্ধে যাঁদের বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে, যাঁরা পড়ান তাঁদের উপর ভার দেওয়া উচিত। মহীতোষবাবু অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার সম্বন্ধে বলেছেন রামা, শ্যামা, যদু ইত্যাদি—এইরূপ মন্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর। যাঁরা এবিষয়ে চিন্তা করেন, পড়ান, তাঁরাই এ বিষয়ে কথা বলবার অধিকারী। আমাদের এখানে যেসব সিলেবাস তৈরি হয়, তার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল থাকে না। ইতিহাসের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসরকে আমদানী করা হয়েছে যাঁর কিশোর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই। এডুকেশনাল প্রিন্সিপল—নীতি হচ্ছে—

from known to unknown and from concrete to abstract

এই মূল নীতি লঙ্ঘন ক'রে ইতিহাসের সিলেবাস তৈরি হয়েছে যাহা ছাত্রদের পক্ষে কঠিন হয়েছে। যাঁরা অনুসন্ধান করবেন তাঁরা বুঝতে পারবেন ইতিহাসের তথ্যগুলি তারা ভাল ক'রে বুঝতে পারে কি না। সেইরকম অঙ্কের ব্যাপারেও। ইংলন্ডে সিলেবাস কমিটি গঠন ক'রে নিয়ে তিন বছর অনুসন্ধান ক'রে নিয়ে ছাত্র উপযোগী বইখানা ঠিক হবে কি না হবে তা দেখে সিলেবাস প্রস্তুত করেন। প্রেসিডেন্ট অব দি কাউন্সিল, ডীন ইত্যাদি সব বড় বড় লোক তাঁরা ঠিকভাবে সার্থকভাবে কিশোর ছাত্রদের উপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন করতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে। এটা সমগ্র জাতির প্রশ্ন—কংগ্রেস বা অকংগ্রেসী, অপোজিশন কোন দলেরই প্রশ্ন নয়। কাজেই এটা বিশেষভাবে অনুধাবন ক'রে দেখা দরকার সিলেবাস প্রণয়ন উপযোগী কেউ এই কমিটিতে আছেন কিনা? এর মধ্যে দু'জন হেডমাস্টার নেওয়া হয়েছে, তাঁরা থাকুন। অভিজ্ঞ লোক দ্বারা যদি সিলেবাস প্রণয়ন না করা হয়—তা হ'লে আবার এক্সপেরিমেন্ট হবে। আমি তো দেখছি ১৯০৪ থেকে এখন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার উপর এক্সপেরিমেন্টই চলে আসছে—কোথায় শেষ হবে জানি না। শিক্ষা নিয়ে এই রকম অবাস্তব এক্সপেরিমেন্ট চলতে পারে না। সিলেবাস কমিটিতে যাঁরা প্রকৃতই উপযুক্ত, যাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আছেন তাঁদেরই এই সিলেবাস কমিটিতে থাকা উচিত।

[6-30—6-40 p.m.]

Mr. Chairman: Sjkta. Anila Debi will now speak.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, today the session has continued for four hours and a half. Even the lower House sits only for four hours. After Sjkta. Anil Debi, the Hon'ble Minister will give his reply and we shall have to wait for another fifteen or twenty minutes more. That is really straining.

Mr. Chairman: It is a strain on everybody but it cannot be helped. Let us finish this today. We shall not go beyond the scheduled time. I hope you will please agree.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: *Sir*, when you appeal it is very difficult for us not to agree.

Sjkta. Anila Debi: মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি অবশ্য খুব বেশি বলব না—দু-একটি কথা বলতে চাই। সিলেবাস কমিটির উপর ১৪০নংএর উপর শ্রীযুত সত্যপ্রিয় রায় যে সংশোধনীটি দিয়েছেন—two of the representatives of the teachers of Secondary schools on the Board other than Heads of such Institutions.

সেটাকে আমি সমর্থন করতে চাই। সিলেবাস তৈরি করবার যোগ্যতা কার আছে কি না আছে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি না। আমি শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক থেকে বলতে চাই এই কথা যে, বিদ্যালয়ের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট থাকেন তাঁদের অভিজ্ঞতা যে বেশি সে সম্বন্ধে কোন কথাই উঠে না। কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে একটি বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়-প্রধান পড়ান। আর যাঁরা সহকারী শিক্ষক থাকেন তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পঠন-পাঠন করাতে হয়। সেদিক থেকে যিনি প্রধান তিনি তাঁর শিক্ষকদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন—সিলেবাসএর কোথায় কি ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। (Sj. Harendra Nath Mozumder: সব সাবজেক্টএর সিলেবাস নেই।)

সব সাবজেক্টএর সিলেবাসএর প্রয়োজন নেই কে বলে? সহকারী যাঁরা থাকেন—তাঁরা প্রত্যেকটি সাবজেক্টএর ত্রুটি বুঝতে পারেন, কারণ তাঁরা বহু সাবজেক্ট পড়ান। সেইজন্যই একটি লোককে দিলে বহু সাবজেক্ট সম্বন্ধে সাজেসশন পাওয়া যায়। সেইজন্য আমি মনে করি যে, সহকারী শিক্ষকদের প্রতিনিধি এখানে থাকা উচিত—তাতে সিলেবাস কমিটির কাজও ভাল হবে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আর একটি কথা বলতে চাই যে, বাতিল বোর্ডের যে সিলেবাস কমিটি ছিল, জানি যে সেখানে বিভিন্ন সিলেবাস বিভিন্ন কমিটিতে তৈরি করা হয়েছিল। যেসমস্ত সাব-কমিটিতে সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সেই সমস্ত সাব-কমিটিকে বিশেষ ক্রিটিসিজম ফেস করতে হয় নি। যেসমস্ত কমিটিতে সংখ্যাধিক্য প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই কমিটি নির্দিষ্ট সিলেবাস সম্বন্ধে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে অধিকার, অনধিকারের কোন প্রশ্ন নেই। আমি নিজে প্রধান শিক্ষিকা নই—আমি সহকারী শিক্ষিকা। তাই আমি বলব নিছক গৌরব লাভ করবার জন্য সহকারী শিক্ষকরা এই বোর্ডের কোন একটা অংশে থাকার জন্য ব্যগ্র নন, কিন্তু কাজের সুবিধার দিক থেকে বিবেচনা করা উচিত মনে করি। প্রধান শিক্ষকদের বেশি ক্ষমতা থাকে তা অস্বীকার করি না—যেমন প্রধান শিক্ষকের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপাসিটি কিরূপ আছে সেটা দেখতে হয়, কিন্তু পঠন-পাঠনের সমস্ত দায়িত্ব থাকে সহকারী যাঁরা শিক্ষক থাকেন তাঁদের। সেদিক থেকে সত্যপ্রিয়বাবুর সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: One of the speakers from the Opposition said that the College of Engineering and Technology, Jadavpur University has got a Registrar. That is not a fact. The Principal and Rector of the College of Engineering and Technology, Jadavpur University is one person and he is not the Registrar. As regards the representation of Assistant Teachers, I am sorry I cannot accept that proposal and cannot subscribe to the statement of Sj. Satya Priya Roy that Headmasters alone should not be given representation. As regards amendment No. 141 moved by Sj. Mohitosh Rai Choudhury, I can accept it, provided it is amended as follows: the Principal of the Institute of Education for Women, Hastings House, Calcutta. As regards amendment No. 144 proposed by my friend, Sj. Jagannath Kolay, I do accept it. I also accept amendment No. 143 standing in the name of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya.

Mr. Chairman: Amendment Nos. 134, 141, 143 and 144 have been accepted.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that for paragraphs (b) and (c) of sub-clause (1) of clause 20, the following be substituted, namely:—

"(b) the Dean of the Faculty of Arts of the University of Calcutta, ex-officio";

"(c) the Dean of the Faculty of Science of the University of Calcutta, ex-officio";

was then put and agreed to.

[6-40—6-47 p.m.]

Mr. Chairman: Amendment No. 135 falls through and amendment No. 136 is out of order.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that for clause 20(1)(b), the following be substituted, namely:—

"(b) two of the representatives of the Calcutta University on the Board to be elected by themselves from among them".

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—8.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—26.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Prasad, Sj. R. S.
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 8 and the Noes 26 the motion was lost.

Mr. Chairman: Amendment No. 138 falls through.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that for clause 20(1)(c), the following be substituted, namely:—

"(c) two of the representatives of teachers of Secondary Schools on the Board other than Heads of such institutions to be elected by themselves from among them".

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—7.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Roy, Sj. Satya Priya
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—26.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh

Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Prasad, Sj. R. S.
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 7 and the Noes 26, the motion was lost.

The motion of Sj. Mohitosh Rai Chowdhuri that in clause 20, in sub-clause (1), after paragraph (f), the following paragraph be inserted, namely:—

"(ff) the Principal of the Institute of education for Women, Hastings House, Calcutta;";

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya that in clause 20(1)(h), in line 3, after the word "from" the word "among" be inserted, was then put and aggreed to.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in clause 20, in sub-clause (3), in paragraph (a), in line 2, after the word "syllabus" the words "and courses" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 20(1)(h), for the words, "High Schools or Multipurpose Schools" the words "Secondary Schools" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Roy, Dr. Satya Priya
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—26.

Bagchi, Dr. Narendra Nath
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Prasad, Sj. R. S.
Roy, Sj. Chittaranjan
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Singh, Sj. Ram Lagan

The Ayes being 9 and the Noes 26, the motion was lost.

The question that clause 20, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Chairman: Before I adjourn I just want to tell the House that this electrical voting with the photographic plates and papers has cost the West Bengal ratepayers something over Rs. 400 during these two days. These are days of austerity and therefore I just want to place before you this that division can be done by show of hands.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We suggest that we walk out in the lobby.

Mr. Chairman: That would mean much more waste of time and in order to avoid that, this system of voting was brought in.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, if it be a question of waste of money, we can walk out in the lobby.

Mr. Chairman: I hope with the goodwill of the members of both sides we can have ordinary voting and division would be indicated by show of hands or standing in your seats.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: No, Sir, we will walk out in the lobby.

Mr. Chairman: That will be waste of time—time is money—and public money also. So from tomorrow, with the goodwill of both sides I propose the procedure of ordinary voting which I hope would be acceptable to all.

The House stands adjourned till 9-30 a.m. tomorrow the 21st December, 1957.

Adjournment

The Council was accordingly adjourned at 6-47 p.m. till 9-30 a.m. on Saturday, the 21st December, 1957, at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent

Banerjee, Sj. Tara Sankar,
Basu, Sj. Gurugobinda,
Chakrabarty, Dr. Monindra Mohan,
Choudhuri, Sj. Annada Prosad,
Das, Sjta. Santi,
Dutt, Sjta. Labanyaprova,
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra,
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath,
Maliah, Sj. Pashupati Nath,
Musharruf Hossain, Janab,
Roy, Sj. Surendra Kumar,
Saraogi, Sj. Pannalal,
Sarkar, Sj. Pranabeswar,
Sen, Sj. Jimut Bahan and
Sinha, Sj. Rabindralal.

COUNCIL DEBATES

Saturday, the 21st December, 1957.

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Saturday, the 21st December, 1957, at 9-30 a.m. being the Fourteenth-day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

Point of Information

[9-30—9-35 a.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, there is no quorum in the House.

Mr. Chairman: I understand this is more than quorum.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We are at present 61 and 21 will make a quorum.

Chairman: The number necessary for quorum is one/tenth and more than 16 members are present. This is more than quorum.

Adjournment motion.

Sj. Naren Das: Sir, I gave notice of an adjournment motion regarding lathi charge.

Mr. Chairman: I have disallowed it, but you can only read out your motion.

Sj. Naren Das: This Council do adjourn its business to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, lathi charge on peaceful workers at Bhattacharyya Rubber Works, Jessore Road, Dum, Dum, on December 18. 1957, resulting in injuries to a number of persons in flagrant violation of legal trade union rights.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, before the business of the day is taken up I would submit that day before yesterday amendments upon clauses 7 and 9 were not voted upon.

Mr. Chairman: We shall take it up as soon as the Minister comes.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, before you pass on to the Order of Business today, may I request you to let us know when the Government will give us time to discuss food and refugee problems? It was tentatively decided that Monday would be allotted for the purpose.

Mr. Chairman: When the Minister comes in I shall draw his attention to what you say.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: In the absence of the Minister of Education, even the Deputy Minister is absent, how can you discuss such an important Bill?

Mr. Chairman: The Government Chief Whip is there, one of the Ministers and one Parliamentary Secretary are also there. I think that is enough.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, this Bill is being piloted by the Minister, and his absence is an insult to the House. We have great respect for Mr. Kolay, but it is not a question of person, it is only fit and proper that the Education Minister, or the Deputy Minister should be present on an occasion like this. It is really a matter of shame. This, I submit, Sir, is a dereliction of duty on the part of the Minister.

Sj. Satya Priya Roy: Let us adjourn for some time so that the Minister may come and attend the deliberations.

Sj. Biswanath Mukharjee: The Bill is the property of the House and since the Government Chief Whip is present discussion on the Bill must go on.

Sj. Satya Priya Roy: With all respect to Mr. Kolay, Sir, has he been authorised to give replies to the arguments that we shall advance? I think it is better for us to adjourn for some time so that the Minister may come in the meantime.

Mr. Chairman: We see the Minister means the Council of Ministers which include any member to whom a Minister can delegate the functions assigned to him.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Let us adjourn for a few minutes.

[The House was accordingly adjourned for ten minutes.]

[*After adjournment.*]

[9-45—9-55 a.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I am extremely sorry for the delay.

Sj. Manoranjan Sen Gupta: I submitted two sets of questions, one over the final authority of Junior Girls High Schools, and another for training colleges and trained teachers, on 2nd August last. No reply has been forthcoming from the Secretariat or from the Hon'ble Minister and I draw the attention of the Hon'ble Minister to this.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Since the 2nd August no reply has been forthcoming from the Education Department.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I will look into it.

Clause 21

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in clause 21—

(a) in sub-clause (1), before paragraph (a), the following paragraph be inserted, namely:—

"(1a) the President, ex-officio;";

(b) in sub-clause (2), for the words "The Director of Public Instruction" the words "The President" be substituted;

(c) in paragraph (d) of sub-clause (3), in line 1, for the word "powers" the word "power" be substituted.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I beg to move that in clause 21(1)(a), for the words "Director of Public Instruction" the words "the President" be substituted.

I also move that clause 21(1)(c) be omitted.

I also move that in clause 21(1)(d), for the words "Chief Inspector of Secondary Education" the words "Director of Public Instruction" be substituted.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই ২১ ধারায় আমার যেসব সংশোধনী আছে এবং আমার অন্যান্য যেসব সংশোধনী আছে তার উপর এক সংগে বলতে চাই। প্রথমতঃ হচ্ছে ২১ ধারায় যে এক্‌জামিনেশন কমিটি বলে যে একটা কমিটি গঠিত হয়েছে সে কমিটি এই মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন পরীক্ষা পরিচালনা করবে সেখানে দেখা যাচ্ছে সভাপতি হিসাবে—এই বিলের খসড়া প্রস্তাবে রয়েছে পর্যন্ত যিনি সভাপতি থাকবেন, তার কমিটিতে সভাপতিত্ব করবার অধিকার থাকবে না। এই কমিটিতে সভাপতিত্ব করবেন ডি-পি-আই এবং তার সংগে যারা সদস্য থাকবেন তারা হচ্ছেন—

Chief Inspector of Technical Education, Director of Technical Training, Chief Inspector of Secondary Education

এরাই হচ্ছেন পদাধিকার বলে, এক্স-অফিসিও, এই তিনজন সরকারী কর্মচারী ছাড়া আর শুধু দুইজন এই কমিটিতে আছেন এবং সে দুইজন হচ্ছেন—

"two persons to be nominated by the State Government from among the members of the Board specified in clauses (11) to (13) of section 4."

ইলেভেন টু থার্টিন দুইজন—পদাধিকারের কথা বলা হয়েছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের অধ্যক্ষ এবং প্রিন্সিপাল, কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেক্‌নোলজি এবং আরও তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এই এক্‌জামিনেশন কমিটিতে বাস্তবিক এদের খুঁটিনাটি কাজ করতে হবে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কোথা ছাপাবে, সেই প্রশ্নপত্র ছাপা হয়ে গেলে তা যাতে প্রকাশিত না হয়ে পড়ে পরীক্ষার আগে, প্রশ্নপত্রের বিলি ব্যবস্থা, পেপার-সেটার নির্বাচন করা, ইত্যাদি কাজ করতে হবে।

এখানে তিনজন সরকারী কর্মচারী আর দুইজন বেসরকারী হবেন, এই হিসাবে তারা পদাধিকারবলে থাকবেন। আমার কথা হচ্ছে, সাধারণভাবে তিনজন সরকারী এবং দুইজন বাইরের লোক নিয়ে গঠিত হয়েছে সেখানে ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনএর হাতে রেখে দেওয়া ভাল, তাহলে তিনি নির্ব্বিবাদে পরীক্ষা পরিচালনা করতে পারবেন। এবং তার দায়িত্বও সম্পূর্ণভাবে তাঁর হাতে দেওয়া ভাল। তা না হলে পরীক্ষা পরিচালনার কার্য সুষ্ঠুভাবে হতে পারবেন না। সেজন্য আমার সংশোধনী হচ্ছে চীফ ইনস্পেক্টর অব সেকেন্ডারি এডুকেশন এখানে আনবার প্রয়োজন নাই। জানি না মন্ত্রী মহাশয় চীফ ইনস্পেক্টর সম্পর্কে তাঁকে একেবারে 'সবজান্তা' বলে কেন ধরে নিয়েছেন, কেন আগেই ধরে নিলেন যে চীফ ইনস্পেক্টর সমস্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন। তিনি হয়তো বলবেন তাঁর থাকবার প্রয়োজন আছে। এখানে আমাদের নীতিগত অভিযোগ হল যে, যিনি রিপোর্ট দেবেন তিনি বিচার করবেন, এটা কেমনতর ব্যবস্থা —এটা অদ্ভুত ব্যবস্থা, এটা হওয়া উচিত নয়। যদি বিশেষ কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হত যেটা মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, হয়তো তার মধ্যে যুক্তি আছে—কিন্তু এক্‌জামিনেশন কমিটিতে চীফ ইনস্পেক্টর কেন? পরীক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে কি বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন তা ত জানি না। 'সি' 'ডি' তুলে দেবার জন্য আমি সংশোধনী দিয়েছি—আমি এখানে শুধু এ কথাই বলতে পারি যে, এক্‌জামিনেশন কমিটি যেভাবে গঠিত হচ্ছে তাতে তা একটা সরকারী দপ্তরে পরিণত হবে। এখানে আমার পরিষ্কার কথা হচ্ছে, সমস্ত দিক থেকেই সুবিধা হবে যদি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে সরকারী দপ্তরে পরিণত না করে এবং তার দায়িত্ব বোর্ডের হাতে না দিয়ে সরকার সরাসরি

তা পরিচালনা করেন—এবং তাহলে তার দোষত্রুটি আমরা বুঝতে পারব এবং সরকারও বিধান সভায় এবং বিধান পরিষদে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু একটা কমিটি করে তিনজন সরকারী কর্মচারী ঠিক করে দিয়ে তাদের হাতে দায়িত্ব দেওয়ার অর্থ তাহলে আর কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না। বিধান সভায় ও বিধান পরিষদে যখন এ নিয়ে অর্থাৎ পরীক্ষা পরিচালনার দোষত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা হবে তখন সহজে বলা হবে এর দায়িত্ব আমাদের নয়, এই দায়িত্ব হচ্ছে পর্ষদএর। এবং সেই পরিষদের দায়িত্ব নামুনা কি রকম? না পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই সরকারী কর্মচারী। কাজেই আমার সংশোধনীটা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

[9.55—10-5 a.m.]

Sj. Manoranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that for clause 21(1)(b), the following be substituted, namely:—

"(b) four persons to be elected by the Board from among members of the Board specified in clauses (11) and (14) of section 4.

Sir, I also beg to move that in clause 21(1), after sub-clause (d), the following new sub-clause, be added, namely:—

"(*e*) President, ex-officio".

বিলে এক্জামিনেশন কমিটি যা করা হয়েছে আমরা দেখতে পাই, যে কথা সত্যপ্রিয়বাবু বলে গিয়েছেন যে পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই সরকারী কর্মচারী। যদিও একটা প্রভিসন করা আছে যে প্রেসিডেন্ট বোর্ডের থেকেই হবেন। তাহলেও যা কমিটি করা হয়েছে সে কমিটি বাস্তবিকই কাজের কমিটি হবে না। এক্জামিনেশন কমিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কমিটি। এবং যা কাজ করতে হবে তার দায়িত্ব খুব বেশী ও অনেক তথ্য জানতে হয়। এখানে চীফ ইনস্পেক্টর অব টেক্নিক্যাল এডুকেশন এবং চীফ ইনস্পেক্টর, সেকেন্ডারি এডুকেশন এরা কাজ করবেন, এরা বেশী সময় দিতে পারবেন না। এখানে যাঁরা কাজ করবেন তাঁরা যাতে সময় দিতে পারেন তার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। সেইজন্য আমি প্রস্তাব করেছি যে—

Four persons to be elected by the Board from among members of the Board specified in clauses (11) and (14) of section 4.

তা ছাড়া দেখা যাচ্ছে এই এখানে চীফ ইনস্পেক্টর অব সেকেন্ডারি এডুকেশন নেওয়া হয়েছে, কিন্তু চীফ ইনস্পেক্টর অব উইমেনস এডুকেশনকে নেওয়া হয় নি, তার কারণ আমি বুঝতে পারছি না। আমি দেখতে পাই আগের দিনের ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এ্যাক্ট অব ১৯৫০ তাতে দেখতে পাই চীফ ইনস্পেক্টর অব উইমেনস এডুকেশন ছিলেন, কিন্তু চীফ ইনস্পেক্টর অব মেনস এডুকেশন ছিলেন না। মন্ত্রী মহাশয় যুক্তি দিয়েছিলেন পূর্বে থাকবার কারণ হচ্ছে এই যে মুদালিয়ার কমিশন এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টরএর উপর ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের এখানে সেইরকম কোন পদ নেই, সেইজন্য চীফ ইনস্পেক্টর অব সেকেন্ডারী এডুকেশনকে আনতে হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি চীফ ইনস্পেক্টর অব সেকেন্ডারি এডুকেশন থাকেন তাহলে চীফ ইনস্পেক্টর অব উইমেনস এডুকেশন থাকবেন না কেন? তিনি যে যুক্তি এখানে দেখিয়েছেন তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এক্জামিনেশন কমিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি আগেই বলেছি। গেলবারে যে লিকেজ অব কোয়েশ্চেনস হয়েছিল, পরে যেসব কেলেঙ্কারী হয়েছিল, তার জন্য এক্জামিনেশন কমিটিকে দাবী করা হয়েছিল, যদিও অন্যায়ভাবে করা হয়েছিল। যদি কেউ দায়ী হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে দায়ী প্রেসিডেন্ট এবং ডেপুটি সেক্রেটারী। কিন্তু সেই অছিলা নিয়ে যারা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, এমন সব সভ্য সেই সমস্ত সভ্যদের দায়ী করে পর্ষদকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। সেইজন্য আমি আগেই বলেছি—

give the dog a bad name and then hang it,

সেই সময় জনসাধারণ উত্তেজিত হয়েছিল এই লিকেজ অব কোয়েশ্চেনএর ব্যাপারে সেই সুযোগ নিয়ে পর্ষদকে বাতিল করা হয়েছিল। সেই জন্যই আমি বলতে চাই এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজেতে হয় সরকারী কর্মচারীদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে আবার কোন ছুতো করে পর্ষদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে যেন [illegible] পুনরাভিনয় না হতে পারে।

কারণ শিক্ষক ছাত্র, অভিভাবক, জনসাধারণ সকলেরই এ বিষয়ে স্বার্থ জড়িত রয়েছে। সেইজন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করব এই কমিটিকে হয় সম্পূর্ণরূপে সরকারী আওতায় নিয়ে আসুন যাতে এক্‌জামিনেশন কমিটিকে আইন সভার দায়িত্বে আনা যায়, তা না হলে যে বোর্ডে স্বাধীনচেতা সভ্য নিয়ে কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। এখানে কোন ফল্‌স প্রেস্টিজএর কথা নয়। এখানে সততার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে, যে কাজের সঙ্গে জনসাধারণের নিবিড় সংস্রব রয়েছে। এই কমিটিকে নতুন করে ঢেলে সাজা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সেইজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি—তিনি এই যে কমিটি গঠন করবার ব্যবস্থা করেছেন সেটাকে পরিবর্তন করে একটা নতুন এ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসুন, যাতে হয় একেবারে সরকারী অধীনে সেটা নিয়ে আসবেন তাই করুন, আর না হয় এমন ব্যবস্থা করুন যাতে পর্ষদ তার কাজে দায়িত্ব নিয়ে সততার সঙ্গে করতে পারে।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 21(1)(b), line 1, for the word "two" the word "one" be substituted.

I also move that after clause 21(1)(b), the following be added, namely:—

"(bb) one person elected by the Board from amongst the members of the Board specified in clauses (11) to (13) in section 4."

Before I come to actual elaborations I shall confine myself generally to the composition of the Examination Committee. The Hon'ble Minister in charge of the Bill in season and out of season quotes scripture. He relies on the report of the Dey Commission. The composition of the Examination Committee is a flagrant departure from the recommendations of the Dey Commission. The Dey Commission clearly lays down that the Examination Committee will be a small Committee consisting of the Chairman of the Board, the Director of Public Instruction and three other members of the Board. Sir, this recommendation has not been adhered to. Instead of making the President of the Board the Chairman, the Director of Public Instruction is to be the Chairman.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: My friend overlooks the amendment of Mr. Jagannath Kolay.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: The Hon'ble Minister has kindly drawn my attention to Mr. Kolay's amendment. That is a very desirable one, and I feel it improves the situation considerably. What I want to emphasise is that the original provisions of the Bill should not have emanated from him in view of the recommendation of the Dey Commission and the sound principle behind it. The Dey Commission also recommends that there should be three other members of the Board, they do not specify who they should be. It is here that my amendment comes in. My amendment is that one of the persons should be a person connected with the University education. In connection with the Three-Year Degree Course the Senate of the University of Calcutta and its Academic Council appointed a Joint Committee. The Joint Committee was very strongly of the opinion that the examination held by the Board should be of such a nature as to create confidence in the University That is to say, that students who pass such examination should reach up to a certain standard so that they may be able to prosecute their studies in the Universities with ability. It is for this reason necessary that some representative of the University should be on the Committee to ensure that the examination is of the proper standard. It is for this reason I have suggested that one person from amongst the members of the Board specified in sub-clauses (11) to (13) should be elected by the Board to this Committee. Who are they? They are the three Professors who are to be appointed in the Board by the Syndicate of the University and secondly, the Principal, College of Engineering and Technology,

Jadavpur University, and the Adhyaksha, Kala Bhawan, Viswa Bharati, Santiniketan. Sir, provision should be made for the election by the Board of one from amongst these persons to the Examination Committee. This will ensure that there will be a person on the Examination Committee acquainted with University standards so that he may seek to ensure that the standard of the examination held by the Board is high enough to enable the students passing such examination to prosecute their studies in the University.

[10-5—10-15 a.m.]

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that after clause 21(1)(d) the following be inserted, namely:—

> "(*e*) one person elected by the Board in the manner prescribed by regulations from among the elected members of the Board specified in clause (14) of section 4".

In moving this amendment I beg to place before the House clause 21 as it now stands. Clause 21 runs to this effect:

(1) The Examinations Committee shall consist of the following members:—

(a) the Director of Public Instruction, ex-officio;

(b) two persons to be nominated by the State Government from among the members of the Board specified in clauses (11) to (13) of section 4;

(c) the Chief Inspector, Technical Education and Director of Technical Training, ex-officio;

(d) the Chief Inspector of Secondary Education, ex-officio.

On a perusal of this clause, clause 21, we find that there are three ex-officio members and two nominated members. But there is no elected member of the Board in this Examinations Committee which is a very important committee. If we turn to section 26 of Act XXXVII of 1950, we find that there are 12 members in the Examinations Committee, (a) the President, ex-officio; (b) the Vice-Chancellor of the University of Calcutta, ex-officio; (c) the Director of Public Instruction, ex-officio; (d) the Chief Inspector of Women's Education, ex-officio; (e) the member of the Board specified in clause (19) of section 4; (f) the member of the Board specified in clause (20) of section 4; (g) two persons elected by the Board in the manner prescribed by regulations from among the members of the Board specified in clause (11) of section 4; (h) one woman member of the Board elected by the Board in the manner prescribed by regulations; and (i) three members of the Board elected by the Board in the manner prescribed by regulations, of whom at least one shall be a member of the Board specified in clauses (12) to (15) of section 4, and at least one shall be a member of the Board specified in clauses (21) to (23) of section 4.

On an analysis it appears that out of 12 members constituting the Examinations Committee, 6 were elected. As I have said earlier, if one looks to clause 21, he finds that there is not a single elected member in the Examinations Committee. In my humble submission this is a deplorable state of things. I have therefore moved my amendment which I have already placed before the House. It is necessary that at least one elected member should be on the Board. Sir, allegations have been made that questions beyond syllabus were put in question papers, and in order to put a stop to this persons acquainted with syllabus should be in the Committee. Therefore, I have suggested in my amendment that one of the Head

Masters ought to be elected to that Committee. And if it is thought that headmasters or anyone of them being connected with the institutions should not be placed in the Examinations Committee, I have no objection to that. Let there be one person elected from the members of the Board who would be allowed to sit in the Examinations Committee, so that the Examinations Committee which is a very important committee should not consist of members who are practically speaking men under the Government. Let the non-official view also be reflected in the Examinations Committee.

With these words, Sir, I move my amendment.

Sjkta. Anila Debi: Sir, I beg to move that in clause 21(2), in line 1, for the words "The Director of Public Instruction" the words "The President of the Board, ex-officio," be substituted.

সভাপতি মহাশয়, আমার সামান্য দুটি কথা অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সংশোধনীতে যেখানে তিনি এক্‌জামিনেশন কমিটিতে ইউনিভার্সিটি প্রতিনিধি রাখবার কথা বলেছেন, তার সমর্থনে বলব। আমি মনে করি এক্‌জামিনেশন কমিটি কাজের দিক থেকে দুই ভাগ হওয়া উচিত। একটা হচ্ছে এক্‌জামিনেশনএর খুঁটিনাটি বা টেক্‌নিক্যালিটস দেখবার জন্য পরিচালন ব্যবস্থার—এর ভার ডাইরেক্টরের হাতে রাখতে পারেন, যিনি এর গোপনতা রক্ষা করবেন। দ্বিতীয় ভাগ প্রশ্নপত্র রচনা, সংশোধন, স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি দেখবেন। একটা জিনিস যেটা আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র নিয়ে অনেক সময় গোলমাল হয়ে যায়, তার স্ট্যান্ডার্ড রক্ষিত হয় না। সেজন্য সেদিক থেকে যখন সেকেন্ডারি এডুকেশনএর ফাইন্যাল এক্‌জামিনেশন এর পরে ইউনিভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড আসে তখন সে প্রশ্নপত্র রচনার মান—অর্থাৎ এক্‌জামিনেশনএর মান রক্ষিত হবার দিক থেকে আমি মনে করি অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয় যে সংশোধনী এনেছেন যে এক্‌জামিনেশনএর দিকটা দেখবার জন্য ইউনিভার্সিটির একজন সদস্য থাকা প্রয়োজন সেটা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। অতএব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি যে অন্য কোন কারণে নয় শুধু এডুকেশনএর স্ট্যান্ডার্ড রক্ষা করবার জন্য শিক্ষার মান ঠিক হয় না বলে যে গন্ডগোল উপস্থিত হয় সেগুলো এভয়েড করবার জন্য এই সংশোধনী গ্রহণ করা উচিত।

[10-15—10-25 a.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, to cut short the debate I am going—out of my "cussedness"!—to accept the amendment moved by Mr. Nirmal Chandra Bhattacharyya. Sj. Satya Priya Roy has expressed his animus against the two Chief Inspectors—they should not be on the Board. Sir, let us first turn to the recommendation of the Dey Commission which has been already quoted by my friend Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya. The recommendation of the Dey Commission stands as follows:—"The Examinations Committee will be a small committee consisting of the Chairman of the Board, the Director of Public Instruction and three other members of the Board. No one who is teaching in a secondary school should be a member. The actual conduct of examinations will be in the sole charge of the Secretary of the Examinations Committee"—page 40—and according to the Dey Commission again—page 39—"the Deputy Director in charge of Examinations will be the Secretary of the Examinations Committee". We have no Deputy Director in charge of Secondary Education, therefore, we have provided a seat for the Chief Inspector of Secondary Education there. Now, my friend Sj. Manoranjan Sen Gupta attacks in the opposite way: he says that if we have provided for the Chief Inspector, why have we not brought in the Chief Inspector of Women's Education. It is simply because we have provided seats for two Inspectors, viz., the Chief Inspector of Technical Education and the Chief Inspector of Secondary Education, we think it will be possible for the Chief Inspector of Secondary Education to look after women's Secondary Education also if it has to be looked after separately.

So far as Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya's amendment is concerned, namely, that one person should be elected from among the elected members of the Board specified in clause (14) of section 4, it is entirely opposed to the recommendations made by the Dey Commission.

It is not true that we did not provide for the representation of the University members on this Committee. You will see that so far as sub-clause (b) is concerned, viz., two members to be nominated by the State Government from among the members of the Board specified in clauses (11) to (13) of section 4, that relates to the representation of the Universities.

Sir, I accept amendments numbered 145, 148 and 149 and oppose the rest.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in clause 21—

(a) in sub-clause (1), before paragraph (a) the following paragraph be inserted, namely:—

"(1a) the President, ex-officio;";

(b) in sub-clause (2), for the words "The Director of Public Instruction" the words "The President" be substituted;

(c) in paragraph (d) of sub-clause (3), in line 1, for the word "powers" the word "power" be substituted

was then put and agreed to.

Mr. Chairman: Amendment No. 146 of Sj. Satya Priya Roy falls through.

The motion of Sj. Manoranjan Sen Gupta that for clause 21(1)(b) the following be substituted, namely:—

"(b) four persons to be elected by the Board from among members of the Board specified in clauses (11) and (14) of section 4".

was then put and lost.

The motion of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya that in clause 21(1)(b), line 1, for the word "two", the word "one" be substituted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya that after clause 21(1)(b), the following be added, namely:—

"(bb) one person elected by the Board from amongst the members of the Board specified in clauses (11) to (13) in section 4"

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that clause 21(1)(c) be omitted was then put and lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 21(1)(d), for the words "Chief Inspector of Secondary Education" the words "Director of Public Instruction" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that after claues 21(1)(d) the following be inserted, namely:—

"(e) one person elected by the Board in the manner prescribed by regulations from among the elected members of the Board specified in clause (14) of section 4"

was then put and lost.

Mr. Chairman: Amendments Nos. 153 and 154 fall through.

The question that clause 21, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 22.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I beg to move that in clause 22(2), lines 2-3, for the words "and the Secretary to the Board shall be the Secretary to the Committee" the words "and a person who has been a Judicial Officer not lower in rank than a District Judge shall be appointed to the Committee" be substituted.

I also move that in clause 22(3), line 3, after the word "teachers" the words "and other employees of Schools," be inserted.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সাধারণভাবে ২২ ধারা সম্পর্কে আমার বক্তব্য আমি বলব। এ্যাপিল কমিটি সম্পর্কে মুদালিয়ার কমিশন বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। বাস্তবিক শিক্ষক-জীবনের সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা হচ্ছে যে, তাদের চাকরীর কোন মাত্র নিরাপত্তা নেই। মাধ্যমিক পর্ষদের যে আপীল কমিটি তাতে আজ প্রায় দুই হাজার শিক্ষকের আবেদন সেখানে জড় হয়ে আছে। যে রকমভাবে সেখানকার আপীল কমিটি গঠিত হয়েছিল তাতে যেমন সাধারণ আদালতে দেখা যায় যে বছরের পর বছর চলে যায়, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে না, তেমনি কোরে সেই আপীল কমিটিতেও দু' বছরের উপর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমস্ত আবেদন পড়ে আছে এবং সে সম্পর্কে আপীল কমিটির কোন সিদ্ধান্ত আজও পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। যে রকমভাবে সেই কমিটি গঠিত হয়েছে তাতে যেমন সাধারণ আদালতে দেখা যায় বছরের পর বছর চলে যায় কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে না তেমনি করে সেই আপীল কমিটিতে দু' বছরের উপর শিক্ষক-দের আবেদন সব পড়ে আছে। সে সম্পর্কে আপীল কমিটির কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার যে সিদ্ধান্ত আপীল কমিটি দিয়েছেন, সে ছয় মাস, এক বছর হয়ে গেছে কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করছেন না, এবং আপীল কমিটির হাতে এমন কিছু ক্ষমতা নেই যে, সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করেন। আজকে ভোরবেলা এক শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কলিকাতার কোন বিদ্যালয়ের। সেই যুগল ঘোষ মহাশয়কে ১৯৫০ সালে বেআইনীভাবে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। ১৯৫৩ সালে দরখাস্ত করেছিলেন, ১৯৫৬ সালে আপীল কমিটি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সেই বরখাস্ত বেআইনী হয়েছে এবং তার জন্য তিনি খেসারত পেতে পারেন, তিন মাসের মাহিনা ৩০০ টাকা। ১৯৫৬ সালে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হল, আর আজ ১৯৫৭ সাল চলে যাচ্ছে—আজ পর্যন্ত ম্যানেজিং কমিটি এই যে ৩০০ টাকা—সে টাকা দেবার ব্যবস্থা করেন নি। আপীল কমিটির হাতে এমন কোন ক্ষমতা নাই যা দিয়ে তাঁরা এই সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করে তোলেন।

Mr. Chairman: Mr. Roy, your amendment No. 162 is out of order because it is inconsistent in law. A decree can be enforced only by a court of Law.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, if I am permitted to submit, I may say that Registrar of Co-operative Societies or an Assistant Registrar of Co-operative Societies cannot be deemed to be a Court of Law, but when there is a provision in the Bengal Co-operative Societies Act that the award given by the Registrar or Assistant Registrar of Co-operative Societies can have the force of a decree of a Civil Court—as a matter of fact I have myself executed such awards through the help of Civil Court—this amendment, viz., amendment No. 162 should not be held out of order because it is inconsistent. If you refer to the Bengal Co-operative Societies Act of 1940 you will be pleased to find a similar provision has been embodied in the Act. If the legislature think that a decision should be enforced through the help of the Civil Court that can be done. Legislature is not powerless to do that.

Mr. Chairman: But it has not been discussed here.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Will Mr. Bhattacharyya please refresh his memory? The power of enforcement is given to the Court and not to the Board.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Even then, what I have been submitting, as a matter of fact I have myself executed awards of Regitrar

[10-25—10-35 a.m.]

and Assistant Registrar of Co-operative Societies through the help of the Court and that is the legal position.

Mr. Chairman: Decrees are enforced by a court of law. But here the provision that is sought to be made is that the Appeal Committee is to enforce the decree and that would not be legal. The Appeal Committee's orders would not have the force of writs of the Court. That is inconsistent and I rule it out of order.

Sj. Satya Priya Roy: It may require some technical changes.

Mr. Chairman: If the Minister accepts the technical changes, I have no objection.

Sj. Satya Priya Roy: I shall speak on it because that is an important thing.

আজকে শিক্ষাজগতে সবচেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষাবিদদের চাকরীর নিরাপত্তা, এবং সেই শিক্ষকদের চাকরীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা আপীল কমিটির ভিতর দিয়ে হতে পারে। এ সম্পর্কে মুদালিয়ার কমিশন যে কথা বলেছেন সেই কথা মন্ত্রী মহাশয়ের অবগতির জন্য এখানে উদ্বৃত্ত করতে চাই। "Teaching profession in the country is much perturbed about security of tenure of office and the general conditions under which they have to work. In some cases, schools have been established by managements which have no experience of educational work. There is no doubt that many managements have abused their position and treated teachers shabbily and this is probably responsible for the demand of some teachers and teachers' association that all schools should be brought under the control of the Government. We have also received complaints that service conditions in local bodies have been unsatisfactory and their teachers have been subject to humiliating treatment by the authorities concerned in the matter of transfer, termination of services and punishment. In brief, the present position of these bodies and their relationship with the teaching profession is not satisfactory." কাজেই এই আপীল কমিটি যে কি কোরে কার্যকরীভাবে চালাতে পারবেন তার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলব শুধু সংশোধনের খুঁটিনাটি ব্যাপারটা না দেখে তার যে স্পিরিট যে মনোভাব সেইটা গ্রহণ করুন এবং বাস্তবিক শিক্ষকদের কার্যের নিরাপত্তা রক্ষা করার প্রশ্ন যা আজ পশ্চিম বাংলায় দেখা দিয়েছে, এবং যে সমস্যার সমাধান প্রগতিশীল দেশে করা হয়েছে আজ শিক্ষার কল্যাণের জন্য পশ্চিম বাংলা সরকার সেই দিকে এগিয়ে আসবেন এই অনুরোধ করি। এ সম্পর্কে আমি যে সংশোধন প্রস্তাব দিয়েছি এটা শুধু ব্যক্তিগত সংশোধন হিসাবে দেখলে ভুল হবে, এটা নিখিল ভারত শিক্ষক সংস্থা বলে একটা সংস্থা আছে, যেটা শিক্ষাবিদদের জাতীয় শিক্ষা সংস্থা বলে দেশে বিদেশে গণ্য হয়েছে, সেই নিখিল ভারত শিক্ষক সংস্থার পক্ষ থেকেও আমার এ্যামেন্ডমেন্টএর অনুরূপ প্রস্তাব তাঁরা নিয়েছেন। আপীল কমিটি করে দিলেও আপীল কমিটির পক্ষে এত সংখ্যক অভিযোগের বিচার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই এটা হবে বোর্ডের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জিনিস যার নিজস্ব সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষমতা থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবার ক্ষমতাও থাকবে। সাধারণভাবে এখন যে ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে এই অসুবিধা রয়েছে। শুধু সেই দিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

কিন্তু বোর্ড জানি—এই ক্ষতিপূরণের টাকা এটা স্কুলে দিলে যখন ঘাটতির ভিত্তিতে সাহায্য দেওয়া হয় তখন ঘাটতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে এবং বোর্ডের কাছ থেকে এই টাকা দেওয়া হবে। ফলে বোর্ড কখনও নিজে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে চায় না। কাজেই আমাদের নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সংস্থা এই বলেছিল—তাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ম্যানেজিং কমিটির লোকেরা যাতে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে তাদের বে-আইনী কাজের জন্য সেরকম একটা ব্যবস্থা এ্যাপীল কমিটিকে করতে হবে। তিনি এ্যাপীল কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছেন, তাতে আছে এ্যাপীল কমিটিতে একজন চেয়ারম্যান থাকবেন, যিনি একজন বিশেষ আইনজীবী হবেন সেজন্য এই নির্দেশ, সুপারিশ আছে, যে তিনি অন্ততঃ ডিস্ট্রিক্ট জাজ, জেলা জজের

চাইতে নিম্নপদস্থ কর্মচারী হবেন না—এবং তাঁহাকে সাহায্য করবার জন্য তিনি এসেসর থাকতে পারে—নিখিল ভারত শিক্ষাসংস্থা সুপারিশে একজন, ম্যানেজিং কমিটির রিপ্রেজেন্টেটিভ একজন, একজন টিচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং একজন হবেন বোর্ডকে রিপ্রেজেন্ট করবার জন্য—এই তিনজন—বিচার বিভাগের একজন জজকে যিনি জেলা জজের চেয়ে নিম্নপদস্থ নন, সাহায্য করবেন—এই এ্যাপীল কমিটি হওয়া উচিত। তা নইলে এখন এই এ্যাপীল কমিটিতে ক্লাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় বল্লেন যে এখানে আইনগত ত্রুটির জন্য সংশোধনী গ্রাহ্য বলে পরিগণিত হতে পারে না, এটা গ্রাহ্য করবার দায়িত্ব যদি মন্ত্রী মহাশয় নেন তাহলে এটাকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার জন্য লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টএ পাঠাবেন বা আমাদের এই সেক্রেটারিয়েট থেকেও হয়ত করা যেতে পারে। কথা হচ্ছে মন্ত্রী মহাশয় এই জিনিস গ্রহণ করতে চান কিনা। আজকে পশ্চিমবাঙ্গলার যে বিরাট সমস্যা মন্ত্রী মহাশয় তা জানেন কিনা জানি না—৫০০টি বিদ্যালয়ের টিচার্স ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে অনবরত ঝগড়া বিবাদ চলেছে এবং কিছু কিছু মন্ত্রী মহাশয়ের দপ্তরেও পড়ে আছে। আমি জানি অন্ততঃ দুই হাজার শিক্ষক আবেদন করে পাঠিয়েছে। তারা আবেদন করে চলেছে বটে, কিন্তু এ্যাপীল কমিটি থেকে কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত আসছে না। সেইজন্য আমি এটা বলতে চাই যে, শিক্ষক সমাজ মাঝে মাঝে ভাবছেন—সাধারণ শিক্ষক সমাজ এখনও ভাবতে আরম্ভ করে নি, কিন্তু তাদের মধ্যে বিদ্রোহ আসছে যে আর আমরা প্রফেশনাল হিসাবে স্টেটাস রাখছি না, প্রফেশনাল হিসাবে স্টেটাস রাখার কোন সুবিধা হবে না—হয়ত আমাদের ট্রেড ইউনিয়নএর মধ্যে যোগদান করতে হবে—যাতে করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস এ্যাক্টএর বেনিফিট নিতে পারি, সেখানে যে ট্রাইবিউন্যাল আছে তার সুবিধা যাতে নিতে পারি। প্রফেশন স্টেটাসএর মোহ থাকতে পারে না, যেখানে চাকুরির নিরাপত্তা নাই। যখন খুসী তখন চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে, মাইনে আটকে দেওয়া হচ্ছে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—উদাহরণ চাইলে দিতে পারি। এরকম যে দুঃসহ অবস্থা তার হাত থেকে শিক্ষক সমাজকে রক্ষা করবার জন্য বলব এ্যাপীল কমিটিতে ডিসিশন হবে, বোর্ডে যাবে, এরকম করে কালবিলম্ব করার ব্যবস্থা এর ভিতর আছে। সেখানে কালবিলম্বের এই রকম ব্যবস্থা না করে একটা কার্যকরী সংস্থা করুন, সেটা খুব ছোট ধরনের একজন ডিস্ট্রিক্ট জাজের মত পদস্থ কর্মচারী এবং তাঁর সঙ্গে তিনজন এ্যাসেসর নিয়ে যাতে তাঁরা শিক্ষকদের অভিযোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করে অন্ততঃ যথাসম্ভব শীঘ্র তার বিচার করে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিচার শীঘ্র না করলে কি হয় তা আমি বলছি। এক ভদ্রলোককে ১৯৫৩ সালে বেআইনীভাবে সরিয়ে দেওয়া হোল—তাকে ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদ বলবো না অভিশাপ বলবো জানি না, তিনি চার বছর বেঁচে আছেন। তাঁকে তিনশো টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য এ্যাপীল কমিটি রায় দিয়েছেন, বোধ হয় অভিশাপই হবে, তিনি চার বছর বেঁচে আছেন কিন্তু হয়ত এমন হবে যে তাঁকে এক দরজা দিয়ে যখন কেওড়াতলায় নিয়ে যাওয়া হবে তখন তাঁর তিনশো টাকা অন্য দরজা দিয়ে আসবে। কাজেই মন্ত্রীমহাশয়কে বলবো এই ক্লজে এ্যাপীল কমিটি সম্বন্ধে তিনি একটু বিবেচনা করে দেখুন, এ সম্বন্ধে একটু খবর নিন—এই আলোচনা বন্ধ রেখে এটাকে অন্ততঃ কি করে একটা কার্যকরী সংস্থায় পরিণত করা যায়, যে কার্যকরী সংস্থা বাস্তবিকই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে—সেদিক লক্ষ্য রেখে এই ধারাকে পুনরায় রচনা করে নিন, এটাই হচ্ছে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে সমস্ত শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে আমার বিনীত আবেদন।

[10-35—10-45 a.m.]

Mr. Chairman: Shri Satya Priya Roy, I think if your amendment simply stated that "the decision of the Appeal Committee shall have the force of decree" and it stopped there, then it would have been in order.

Sj. Satya Priya Roy: If you permit a short-notice amendment, it may be done here.

Mr. Chairman: If the Minister accepts the proposition, then it can be rectified.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No, Sir, I am not going to accept it.

Mr. Chairman: Then, I think, the matter is disposed of. Sjkta. Anila Debi may now make her observations on her amendments.

Sjkta Anila Debi: Sir, I beg to move that in clause 22(1), item "(e)" be omitted.

Sir, I also move that in clause 22(*1*) after item (*e*) the following item be inserted, namely:—

"(*f*) A person nominated by the Syndicate of the Calcutta University."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাপীল কমিটি সম্বন্ধে আমার যে সংশোধনী আছে সেখানে আমি (এফ)টাকে যোগ করতে বলছি—সেটা হচ্ছে—

"(f) A person nominated by the Syndicate of the Calcutta University."

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই বিলের বহু জায়গায় যেখানে ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি থাকা উচিত ছিল, সেখানে তাঁদের নেওয়া হয় নি, বিশেষ করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে আমরা মনে করি সেই ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে সেখানে সদস্য থাকা প্রয়োজন। এই এ্যাপীল কমিটি শিক্ষক সাধারণের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি এবং সেই কমিটিতে যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তাঁরা যদি বিভিন্ন শিক্ষকস্তরের ব্যক্তিবর্গ হন তাহলে শিক্ষকরা সেই কমিটির প্রতি অত্যন্ত ভরসা রেখে নিজেদের কাজ করতে পারেন এবং সেই সিদ্ধান্ত ঠিক যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হবে বলে তাঁরা তার উপর আস্থা রাখতে পারেন। এ্যাপীল কমিটির প্রয়োজনীয়তা আছে—সেই কমিটিতে কারা কারা থাকবেন সে সম্বন্ধে আমি খুব বড় বক্তৃতার অবতারণা না করে শুধু সহানুভূতির দৃষ্টি থেকে দেখবার জন্য শিক্ষক সমাজের তরফ থেকে আবেদন করছি যে এখানে সিন্ডিকেট থেকে একজন সদস্যকে গ্রহণ করা হোক। মন্ত্রীমহাশয় হয়ত বলবেন যে ক্লজ 'বি'তে রয়েছে যে বোর্ড থেকে তারা একজন সদস্য নিতে পারেন, তার মধ্যে হয়ত ইউনিভার্সিটির সদস্য আসতে পারবেন কিন্তু আমার মনে হয় যে, বিভিন্ন যেসমস্ত লোকদের এখানে রাখা হয়েছে—

a person in the service of the State Government, a head of High Schools, a member of a Managing Committee

ইত্যাদি, তার সংগে আমি যেটা বলছি—

a person nominated by the Syndicate of the Calcutta University

এটাকে গ্রহণ করুন শুধু শিক্ষক সমাজের কল্যাণের দিক থেকে। এদিক থেকে আমি বলবো যে এই এ্যাপীল কমিটিতে বিভিন্ন সদস্যদের গ্রহণ করবার দিক থেকে মুদালীয়ার কমিশনের সুপারিশ ছিল—সেটা মন্ত্রীমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আমি সেই অংশটুকু পড়ে শোনাচ্ছি—

"for this purpose Arbitration Boards and Committees should be appointed which will have a right to look into these appeals and any grievances and to consider whether the punishment accorded, suspension, dismissal, stoppage of increment or reduction to a lower status is justified. This Board should consist of the Director of Education or his nominee, a representative of the management and a representative of the State Teachers' Association. The decision of the Board should be final except in the case of Government servants who have the right to appeal to a higher authority."

এখানে এইজন্য বলবো যে বিভিন্ন সংস্থার মধ্য থেকে যদি তাঁরা সদস্য নির্বাচিত করেন তাহলে মুদালিয়ার কমিশনে এই এ্যাপীল কমিটির যে উদ্দেশ্য বর্ণিত করা হয়েছে এবং শিক্ষক সমাজের প্রতি এ্যাপীল কমিটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকানো—উভয় দিকটাই রক্ষিত হবে। আমি আবার মন্ত্রী মহাশয়কে এ্যাপীল করবো—হয়ত তিনি সব কথা শোনেন নি—তাহলেও শিক্ষক সমাজের তরফ থেকে আমি অনুরোধ করবো যে এই এ্যাপীল কমিটিতে সিন্ডিকেট থেকে একজন সদস্য গ্রহণ করুন।

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in clause 22(a) in sub-clause (1)—

(i) in paragraph (b), in lines 3-4, for the words and figures "(12) to (16)" the figures and words "(11), (12), (13), (15), (16) and (18)" be substituted;

(ii) for paragraph (e), the following paragraph be substituted, namely:—

"(e) a member of a Managing Committee of a recognised Institution, nominated by the President.";

(ii) after sub-clause (3), the following sub-clause be inserted, namely:—

"(4) The decision of the Committee under sub-section (3) shall be final and no suit or proceeding shall lie in any Court in respect of any question which may be referred to or decided by the Committee under that sub-section.".

Janab Abdul Halim: Sir, I beg to move that after clause 22(3), the following be added, namely:—

"This Committee shall have all the powers of a Civil Court for the purposes of recording evidence, administering oaths, and enforcing the attendance of witnesses and compelling the discovery and production of demands and of enforcing its decisions and shall for all these purposes be deemed to be a Civil Court".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক্লজ ২২, তিন নম্বর উপধারায় এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি এ্যাপীল কমিটি সম্পর্কে। এ্যাপীল কমিটি সাধারণভাবে শিক্ষকদের মধ্যে, ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে যেসমস্ত বিরোধ হয় সেগুলির নিষ্পত্তি করেন। আমরা জানি, এবং আমার পূর্ববর্তী বক্তা শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয়বাবু বলেছেন শিক্ষকদের মধ্যে যেসমস্ত বিরোধ হয় সেগুলি মীমাংসার জন্য এ্যাপীল কমিটিতে পাঠান হয়, কিন্তু আমরা জানি যে, সিদ্ধান্ত অনেকদিন হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি কার্যকরী করা হয় না। বৎসরের পর বৎসর পড়ে থাকে। চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। এজন্য শিক্ষক সমাজকে আর্থিক দুরবস্থা ভোগ করতে হয়, এবং যাঁরা পদচ্যুত হয়ে এ্যাপীল কমিটিতে এ্যাপীল করেছেন তাঁরা কোন মীমাংসা না হওয়ার জন্য বেকার থাকতে বাধ্য হন। তারপর এ্যাপীল কমিটিতে যেসমস্ত বিচার হয় তা যদি কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে এ্যাপীল কমিটি একটা নিষ্ক্রিয় কমিটিতে পরিণত হবে। সেজন্য আমি সংশোধনী দিয়েছি যে, সিভিল কোর্টএর ক্ষমতা থাকা দরকার যাতে এই সমস্ত ব্যাপার যা আসবে তার সাক্ষীসাবুদ রেকর্ড করতে পারবেন এবং শপথ গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করতে পারবেন। শিক্ষককে হাজির করবার প্রয়োজন হলে তাকে হাজির করতে পারবেন। এবং মামলায় বিচারের সুবিধার জন্য দলিলপত্রাদি উপস্থিত করবার ব্যবস্থা করতে পারবেন। মামলায় যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে তা কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতাসম্পন্ন এ্যাপীল কমিটি না হলে, শুধু সাধারণ এ্যাপীল কমিটি হলে আমাদের কার্যসিদ্ধ হবে না, শিক্ষক সমাজের প্রতি সুবিচার হবে না। সেইজন্যই আমি এই সংশোধনী দিয়েছি, এই সংশোধনী গৃহীত না হলে এ্যাপীল কমিটি একটা নিষ্ক্রিয় কমিটিতে পরিণত হবে।

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I rise to oppose the amendment moved by Shri Jagannath Kolay. The amendment which I refer to is this, "The decision of the Committee under sub-section (3) shall be final and no suit or proceeding shall lie in any court in respect of any question which will be referred to or decided by it" under that section. The teachers, the aggrieved teachers will be between the two fires.

[10-45—10-55 a.m.]

First of all, teachers made appeal through the Appeal Committee. But Appeal Committee is no committee, because it has got no power to enforce

its order, nor the Appeal Committee has the right to decide any proposition of law. International law is the vanishing point of jurisprudence, i.e., a Court which cannot decide a matter, cannot enforce its decision, is absolutely worthless. The Appeal Committee has been constituted with no power to enforce its decision. Either delete the entire clause, do not establish any Appeal Committee, or if you really want to establish an Appeal Committee, if you really want that disputes between the teachers and Managing Committees should be decided by a Tribunal, give the Tribunal power to enforce a decision. I do not know why the Hon'ble Minister in charge of Education who was a lawyer would not follow the fundamental principles of law. What is the effect of that clause? The decision of the Appeal Committee is unauthoritative, it cannot be enforced. Then the position will be made worse by this amendment, the amendment of Sj. Jagannath Kolay, because this amendment says that the teachers who approach the Appeal Committee are debarred from seeking redress in the Civil Court. We all know that teachers have got the legal right to bring suit against the Managing Committee. If they are not given their due remuneration, if they are illegally discharged or dismissed, they can sue for compensation in the Civil Court. This amendment wants to take away that power. So we have a mock court, viz., the Appeal Committee, a powerless court, a court which cannot enforce any decree and the teachers are not given the right to go to seek redress in the Civil Court—a position, I do not know how any person having a bit of common sense can make. If I take the statement of Sj. Satya Priya Roy—and I take it to be correct—that two thousand applications are pending from 1953, the right of teachers to take any decision is barred by limitation. Anyone who knows anything about law knows that compensation cannot be claimed after the lapse of three years. Whether the decision of the Appeal Committee in regard to those teachers who have already appealed, but whose cases are pending, be in favour of the teachers or against them, the result would be that they cannot enforce it and they will be debarred from going to the Civil Court for two reasons. They will be debarred by amendment No. 157 of Sj. Jagannath Kolay and also on account of the bar by limitation. So, Sir, let not the Legislature be a party to such decision holding radically opposite views. I will appeal to the Hon'ble Minister not to take shelter under technical difficulties, but to come to a decision with regard to this matter by agreement, viz., there must be some provision by which the Appeal Committee can enforce its order. I wanted to consult the Co-operative Societies Act and the rules thereunder, but I have not been able to get a copy just now. I hope that the Hon'ble Minister will refer to the rules without delay and he will find that there is a provision in the Co-operative Societies Act. Let us take a realistic view of the whole thing. Let us not take shelter under technical difficulty, but do justice to the people, to the teachers who are much neglected. So, Sir, I think this amendment should not be accepted. For, if this amendment be accepted, these teachers whose claims are not barred by limitation can at once go to the civil court for redress knowing full well that they cannot get any real redress from the Appeal Committee, because the Appeal Committee has no power to enforce its decision. I would submit, Sir, that he being the person who is in charge of education of the State of West Bengal—he should do justice to the teachers who are, as we all know, not adequately paid for the work which they do.

With these words I oppose the amendment of Sj. Jagannath Kolay—I mean insertion of sub-clause (4).

Dr. Charu Chandra Sanyal: Sir, I rise to support the amendment of Sjkta. Anila Debi—amendment No. 160. I hope the Hon'ble Minister will accept it because it is useful but harmless. As regards amendment No. 162 of Sj. Satya Priya Roy, amendment No. 163 of Janab Abdul Halim and

amendment No. 157—insertion of sub-clause (4)—these three amendments are inter-related. Of course I am not a lawyer, but from common sense I understand that unless powers are given of a Civil Court as proposed by Janab Abdul Halim, and to enforce its decision as proposed by Sj. Satya Priya Roy, this sub-clause (4) of Sj. Kolay becomes inoperative and it cannot be accepted. I hope in order to accept this sub-clause (4) of Sj. Jagannath Kolay the Hon'ble Minister would accept the amendments of Janab Abdul Halim and Sj. Satya Priya Roy. Otherwise this would be like 'I cut the leg and keep the head'—that looks ridiculous. If the Appeal Committee is to function, it must have powers of a Civil Court to take evidence, to record evidence and it must have powers to enforce its decision. Then the question of sub-clause (4) comes where the decision of the Committee shall be final and no suit, etc.—this provision has been made. Mr. Chairman, Sir, I think the Minister should accept the amendments of Janab Abdul Halim and Sj. Satya Priya Roy and then the amendment of Sj. Jagannath Kolay; otherwise the House should reject three of them at a time.

[10-55—11-5 a.m.]

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Sir, I do not know how far the statement of my friend Sj. Satya Priya Roy that two thousand appeals are still pending is correct; I do not know, but I know of some cases in which in disputes between the teachers and the Managing Committees the teachers had been awarded compensation and salaries for several months, but the Managing Committee was not pleased to implement them and the Board was powerless to give any relief.

I know of several cases of this nature, one of which is the Acharya Profulla Chandra Siksha Sibir which I referred to in this House about two years back. I know that the Board had some power to enforce its decision in this case but it failed to do so. True, the Board can disaffiliate an institution whose managing committee fails to give effect to its decision but the trouble is that in such cases the Board is seldom induced to take such strong action. I remember when I was in the Ripon College, we were suddenly retrenched—12 of us were suddenly retrenched—on the eve of the summer vacation. We went for relief to Sir Ashutosh who was the Vice-Chancellor of the Calcutta University at that time. Sir Ashutosh said that the University had no power in such matters. Of course, the University could disaffiliate any institution which failed to carry out the order of the Syndicate, and that was the only remedy in the hands of the University. But Sir Ashutosh said that that was a power similar to the power of sentencing a person to death but as the court would always hesitate to pronounce such a verdict, the result would be that in some cases there would be a stalemate. Therefore Sir Ashutosh said "we are helpless; we can, of course, disaffiliate the Ripon College but that is not possible and therefore we are helpless". I still remember those words. Now, the Board has of course, the power to enforce the decision of the Appeal Committee by disaffiliating an institution. But this is not enough, for some institutions may prefer to close down to carrying out the unpalatable order of the Board. And I will bring it to the notice of the Education Minister, who might know this Acharya Profulla Chandra Siksha Sibir, that it did not object when it was disaffiliated, rather than paying its teachers their dues. I know of several other institutions which are, of course, in Pakistan now where the same thing happened. Therefore I would appeal to the Education Minister to hold the discussion of this clause in abeyance for some time. Let him consult the lawyers, let him see how far he can go to make certain

provisions for enforcing the decision of the Appeal Committee. Being an educationist myself who have got to deal with innumerable teachers, I have sometimes come across such cases of defiance by managing committees. Therefore I would appeal to the Hon'ble Education Minister to see how far he can accommodate the principle enunciated by my friends Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya, Janab Halim and others.

Sj. Kamini Kumar Ghose: Mr. Chairman, Sir, I shall be failing in my duty if I do not express a word with regard to the proposal put forward by Sj. Satya Priya Roy. I fully agree with him with regard to the intention of the amendment. There may be made some change, if required, in the language of the amendment, but I know, there are lots of cases where the teachers have been subjected to serious disadvantages owing to the decision of the Appeal Committee not being acted upon by the managing committees of the schools. I may here refer to at least one institution. The Headmaster of the Bastuhara Bidyalaya, Jadavpur, was suspended three years back. The case was decided that the Headmaster was reinstated but he was ultimately dismissed. The managing committee of the institution did not find its way to reinstate him, that is, it did not act according to the decision of the Board, and this gentleman went without any work for three years. There are many other cases. I do not want to waste the time of the House by multiplying the instances but I feel that some arrangements should be made so that the grievances of the teachers may be redressed and the language of the amendment, if required, may be amended to suit the convenience of law.

Sj. Manoranjan Sen Gupta:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, জাতির কল্যাণে শিক্ষকদের দায়িত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের চাকরীর যদি কোন নিরাপত্তা না থাকে তাহলে কোন ভাল লোক এই প্রফেসানে যোগদান করতে পারেন না। আজকে শিক্ষকতার কাজে ভাল লোক যে আসে না তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে শিক্ষকতা কাজের কোন নিরাপত্তা নেই। এই জিনিস বুঝে আমরা যখন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি স্থাপন করেছিলাম তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেসমস্ত প্রোগ্রাম ছিল তার মধ্যে ভাল একটা প্রোগ্রাম ছিল শিক্ষকদের সিকিউরিটি অব দি টেনিওর অব সার্ভিস করা এবং তদনুযায়ী আমরা ইউনিভার্সিটির কাছে আবেদনও করেছিলাম। আমাদের এই আবেদনের ফলেতেই আরবিট্রেশন বোর্ড হয়েছিল। সেই আরবিট্রেশন বোর্ডএর অনুকরণে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্ষদে আপীল কমিটি সংস্থাপিত হয়েছিল। আমার মনে হয় ১৯২৫ সালে আরবিট্রেশন বোর্ড হয়েছিল। আমরা তারপরে ১৯৫৭ সালের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছি। প্রথমে যেটা হয়েছিল সেটা সময়ের পক্ষে উপযোগী ছিল এবং ভালো বলে সকলেই গ্রহণ করেছিল। এ ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অন্য কোন রাষ্ট্রে ছিল না—এখনও নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কমিটি যে উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হচ্ছে না। শিক্ষকদের সঙ্গে ম্যানেজিং কমিটি সদস্যদের সঙ্গে বিবাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এর ফলে যে মেসিনারী গঠিত হয়েছে তার নাম আপীল কমিটি। সেই কমিটির সমস্ত অভিযোগের বিচার করবার মতন তাদের সময় নেই। তাদের যোগ্যতা থাকতে পারে, কিন্তু সময় নেই। আমি নিজে পর্ষতে আপীল কমিটির সভ্য ছিলাম এবং দেখেছি যে মাসে হয়তো একটা মিটিং বা দু' মাস অন্তর একটা করে মিটিং হত। তার ফলে সমস্ত অভিযোগের বিচার করা সম্ভব হয় না। এই কারণে সমস্ত অভিযোগ দুই-তিন-চার বছর ধরে বিলম্বিত হয়ে থাকে। সুতরাং যাতে এই অভিযোগগুলি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিচার হয় সে বিষয়ে সকলের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। আজকাল কোর্টে মামলা মোকদ্দমা অনেক বিলম্বিত হয় বলে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাঁরা একটা কমিশনও বসিয়েছেন ও তার একটা ইন্টারিম রিপোর্টও উপস্থাপিত হয়েছে। কমিটির বিচারে যাতে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হয় সেটা যাঁরা কর্তৃপক্ষ আছেন বিশেষভাবে তাঁদের তা দেখা কর্তব্য বলে মনে করি। তারপর ডিফেক্ট হচ্ছে যে আপীল

কমিটি যে রায় দেন তাহা কার্যে পরিণত করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এর ফলে জিনিসটা নামে মাত্র আছে তারা বিশেষ কাজ করতে পারছে না। কিন্তু এখানে যে প্রভিসন করা হচ্ছে "the decision of the Appeal Committee shall be final and no suit or proceedin shall lie in any court in respect of any question which may be referred to or decided by the Committee under that sub-section."

অর্থাৎ মিঃ জগন্নাথ কোলে যে এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করছেন সেটা করতে গেলে বাস্তবিক আমার মনে হয় যে সেটা প্রতিক্রিয়াশীল হবে। কারণ যে মেসিনারী আপীল কমিটির আছে এবং তার যে প্রোসিডিওর বা গঠনপ্রণালী আছে তার বিশেষ পরিবর্তন না করে কমিটির অধিবেশন যাতে সত্বর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা আবশ্যক। সে ব্যবস্থা করতে গেলে অনরারী লোকের দ্বারা তা হবে বলে মনে হয় না। কারণ ডে টু ডে মিটিংএ যোগদানের মতন সময় তাদের নেই। সুতরাং সত্যপ্রিয়বাবু যেখানে বলেছেন যে তিনজন এ্যাসেসর এবং একজন ডিস্ট্রিক্ট জাজএর মতন পদস্থ লোক নিয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হোক, এবং সেই ট্রাইব্যুনাল বিচার করে যাক তাহলেই সেখানে বিচার তৎপরতার সঙ্গে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে তারা যে ডিসিসন দেবেন সেটা কার্যে পরিণত করবার ক্ষমতাও যদি আপীল কমিটিকে দেওয়া হয় তাহলে আপীল কমিটির সার্থকতা হবে—কেবলমাত্র জগন্নাথ কোলে মহাশয়ের এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করলে সে সার্থকতা আসবে না। এর মধ্যে কোন পার্টি কোয়েশ্চেন নেই। শিক্ষকদের কাজে যাতে নিরাপত্তা থাকে সে বিষয়ে সকলের স্বার্থ রয়েছে এবং যাতে তাঁরা মনোযোগ নিয়ে কাজ করতে পারেন সেটা সকলেই চান। জাতি গড়ে তুলবার ভার শিক্ষকদের উপর। অতএব সেই গুরুত্ব-পূর্ণ দায়িত্ব তারা যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারেন সে বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার যে আলোকে সম্পাত হয়েছে সে অভিজ্ঞতার আলোকে যাতে আমরা উন্নততর ব্যবস্থা করতে পারি সেইরকম একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আমি জানি তিনি সহৃদয় লোক এবং আমি জানি তিনি চান যে শিক্ষকদের যে অভিযোগ আছে তার জাস্টিস হোক। সুতরাং সেদিক থেকে আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে নিবেদন জানাচ্ছি যে এটা যদি তিনি গ্রহণ না করেন তাহলে আপাতত এটাকে স্থগিত রেখে দিয়ে কিভাবে একটা উন্নততর ব্যবস্থা করতে পারা যায় সেটা সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি যেন কাজ করেন।

[11-5- 11-15 a.m.]

Janab Syed Nausher Ali: Mr. Chairman, Sir, I have no desire to speak on this occasion as I have seen the amendment only in this House just now. But it is so very striking that at the very first sight it appears that a great injustice is going to be done to the teachers. Now by the amendment of Sj. Jagannath Kolay the decision of the Committee under sub-section (3) shall be final and no suit or proceeding shall lie in any Court in respect of any question which may be referred to or decided by the Committee under that sub-section. Now this is a bar on the jurisdiction of the Civil Court. Sub-section (3) of section 22 reads thus: "It shall be the duty of the Committee to hear and determine appeals from decisions in disputes between teachers and Managing Committees of Institutions referred to the Committee in accordance with regulations made in this behalf". Now here is a decision to be given by the Committee. I do not know what will be the shape of decision and what effect it will produce. It is a decision which remains on paper, it cannot be given effect to by the Committee or by anybody else. If any punishment is to be given to anybody, that can be given by inflicting the same punishment as the Managing Committee of School and it will not benefit teachers in the least. It will strike at the very root of the whole thing. Sir, it is clear that on the one hand the decision of the Committee will have no force whatsoever, the decision of the Committee cannot be given effect to by anybody, on the other hand you are depriving the teachers from going to the Civil Court. It is a curious amalgum which requires modification. I won't go further, but I would

only appeal to the good sense of the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill to postpone this matter for some time, so that the whole thing may be carefully considered and a final decision arrived at which may be satisfactory to all sides of the House.

Thank you, Sir.

Sj. Jogindralal Saha: Sir, hearing the trend of the discussion on the motion of Sj. Jagannath Kolay I am also doubtful in my mind whether this debarring of the power of filing an appeal or a suit in a Court of Law will not hit the fundamental rights of the citizens. If you want that such a decision should be effective and final I should think it will be necessary to invest this Appeal Committee—or you can set up a Tribunal investing it with the powers of a Civil Court, and then giving this Committee this final power that its decision will not be liable to appeal to any other court. I have also gone through other amendments which have been tabled by several members on the opposite side. I find one of them in the name of Janab Abdul Halim which says that the Appeal Committee should be invested with the powers of a Civil Court for taking evidence, administering oaths and so on and so forth. This appears to be the legal course, to be the reasonable course, and in that view of the matter the whole subject requires a careful scrutiny. It is no good simply telling an individual that whatever may be the decision of a Committee it would be enforceable or that will not be liable to appeal in any court of law. It will be just depriving a citizen of his very fundamental right.

With these words I would appeal to the Hon'ble Minister that consideration of the matter may be postponed today and that he will carefully go through it over again.

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, এই এ্যামেন্ডমেন্ট সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে দু' পক্ষ থেকেই। শুধু যে আমরা এপক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে কিছু বলেছি, তা নয়, অপর পক্ষ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের পক্ষ থেকেও এই এমেন্ডমেন্ট সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে, এটা ঠিক যে শিক্ষকদের সঙ্গে ম্যানেজিং কমিটির অনেক ক্ষেত্রে বিরোধ হয়। সে বিষয় মাননীয় সত্যপ্রিয় রায় যা বলেছেন সে দুহাজার হোক দুটো হোক বা একটাই হোক কিন্তু এই বিরোধের প্রতিকার করবার জন্য যদি সচেষ্ট না হন—এখনো পর্যন্ত শিক্ষকদের অন্ততঃ উপায় আছে, তাঁরা কোর্টে যেতে পারেন, কিন্তু যদি জগন্নাথ কোলে মহাশয়ের এই এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করা হয়, এবং ম্যানেজিং কমিটি বা এ্যাপীল কমিটির যদি আইনসঙ্গত ক্ষমতা না থাকে তাহলে শিক্ষকদের আর কোন উপায় থাকবে না। সত্যপ্রিয়বাবু যে এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন তার মধ্যে যদি আইনগত বা ভাষাগত ত্রুটি থাকে, সেটা সুধরে নিয়ে, বা হালিম সাহেবের এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করে নিয়ে যদি জগন্নাথ কোলে মহাশয়েরটা গ্রহণ করা হয় তাহলে সঙ্গত হতে পারে। নৈলে একটু আগেই শুনলাম ২২৬ ধারায় হাইকোর্টে যে মামলা হবে তাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে, তা যদি হয় তাহলে মনে হয় এটা টিকবে না।

[11-15--11-25 a.m.]

আমি আর একটা কথা বলি, আমাদের দেশের শিক্ষক সমাজের সত্যপ্রিয়বাবু যে কথা বলেছেন, যদি এই পথে আস্থা ফিরিয়ে আনার সন্ধান না পাওয়া যায় তাহলে তাঁরা ট্রেড ইউনিয়নএ যোগ দেবেন। কিন্তু আমি তাঁর বলবার আগেই বলছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেন আমাদের শিক্ষকদের এগ্‌জাস্‌পেরেট না করেন। আজ যেভাবে এই বিলের বিভিন্ন ধারার দফাওয়ারী আলোচনা চলছে তা এইভাবে চলার কোন সঙ্গত কারণ নাই। সিনেট থেকে বলা হয়েছে—সাত দিন অপেক্ষা করুন, মাপ করবেন, উনি উদ্ধতভাবে বলেছেন—সাতদিন অপেক্ষা করতে পারব না, তার পরে বলা হল জনমত জানবার জন্য ৩১এ জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করা হোক, তাতেও

বল্লেন—পারব না, জাতির মঙ্গল এমনভাবে আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে যে আমরা যা ভাল বিবেচনা করি তাই আমরা করব। আরো করব, কেন না আমাদের হাতে মেজরিটি, যদিও এখনি শুনেতে পেলাম ঐ মেজরিটির মধ্যেও দুইটি কি তিনটি মেম্বার খসে যাচ্ছেন, অবশ্য শেষ পর্যন্ত একজনও খসে থাকবেন কিনা বলতে পারি না। এখন আমি তাঁদের বক্তৃতা থেকে বুঝতে পেরেছি তাঁরা মেজরিটি থেকে এ সম্বন্ধে খসে গিয়েছেন। অতীতের একটা ঘটনা জানি। এডিকশন বিল বলে একটা বিল এসেছিল লোয়ার হাউসএ। তখনকার গভর্নমেন্ট বলেছিলেন—এটা ঠিক পাশ করব। বিশেষ কতকগুলি ধারা পর্যন্ত চলতে লাগলো গৃহীত হয়ে হয়ে, কিন্তু শেষ কালে বাইরে জনমতের কাছে এমন ঠোক্কর খেলেন যে সেটা আর এডিকশন বিল থাকল না, শুধু নামই বদল হল না—হুঁকোর নলচে এবং খোল দুইই বদলাতে হল। সেই জিনিসটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে স্মরণ করতে বলে আমি তাঁকে অতি সামান্য একটা অনুরোধ করি, নৌসের আলি সাহেব বলেছেন, ওদিককার লোক বলেছেন—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, কিন্তু তিনি জেদ ধরে বল্লেন—আমি আর অপেক্ষা করব না, আমার হাতে মেজরিটি ভোট আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলব—জগন্নাথ কোলে মহাশয়ের এ্যামেন্ডমেন্ট আজ গ্রহণ না করলেই মঙ্গল হবে। নৈলে দেশে যে আগুন জ্বলবে সে আগুনের জন্য মন্ত্রীমহাশয়ই দায়ী থাকবেন। এই অত্যন্ত ফান্ডামেন্টাল জিনিস যদি গৃহীত না হয়, তাঁদের চাকরীর নিশ্চয়তা যদি না থাকে এবং তাদের প্রতিকারের যে পথ সেই পথ যদি জগন্নাথ কোলে মহাশয়ের এ্যামেন্ডমেন্টের দ্বারা রুদ্ধ করা হয় তাহলে সারা বাংলাদেশের শিক্ষকেরা এদিকেই বসুন বা ওদিকেই বসুন—এদিককার সাপোর্টারই হোন বা ওদিককার সাপোর্টারই হোন তাঁদের নিজেদের স্বার্থের জন্য এটা কখনো বরদাস্ত করবেন না। আমি আবার মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি—কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। এর একটা মিমাংসা যাতে সম্ভব হয় তার চেষ্টা করুন এবং এই ধারাটা আজই যেন পাশ করাবার চেষ্টা না করেন।

Sj. Biswanath Mukherjee:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিক্ষকেরাও ভারতবর্ষের অন্য সকলের মতন সাধারণ নাগরিক, তাদের সেই সাধারণ মৌলিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার কথা কোন শাস্ত্রে চলেছে তা জানি না। সকাল থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত শিক্ষকতা করে ছাত্র পড়িয়ে নিজেরা যারা নির্জীব হয়ে পড়েন তাঁরা কোর্টে পর্যন্ত যেতে পারবেন না কোন কিছু প্রতিকারের দাবী নিয়ে, এইরকম একটা বিধান তাদের ঘাড়ের উপর ঝোলানো উচিত নয়, এই কথা সরকারকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। তাঁরা এমন একটা কমিটি করুন যে এ্যাপিল কমিটি বা যে ট্রাইব্যুনাল তার মধ্যে কোর্টের ক্ষমতা সম্পূর্ণ থাকবে। মন্ত্রী মহাশয় এত তাড়াতাড়ি, হুড়োহুড়ি না করেন। এতগুলি বাংলাদেশের শিক্ষক যেখানে রয়েছেন সেখানে তাঁদের ভাগ্য নিয়ে নাড়াচাড়া যেন এমনভাবে না করেন, এই আমার অনুরোধ।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: While speaking on the amendment, I am afraid. I will have to refer to a matter which has received the tacit support of almost everybody here. If we look at the composition of the Appeal Committee we will find that there is a member of a Managing Committee of a recognised Institution to be elected by the Board. It is well known that the Managing Committees are little better than nests of vested interests and the Managing Committees run the schools as if the schools are their zemindaries. The attitude of Managing Committees has been adversely commented upon by the Mudaliar Commission. The Managing Committees have gone so far, descended so low as to direct the teachers and even the students into school party politics. In view of the discreditable part that the Managing Committees have been playing in the school system, even recognising that in the past their contribution towards the building up of the system of Secondary Education has been creditable, there is hardly any justification for their representation. What is the position? Certain complaints are made by the teachers against the Managing Committees, and one of the members of the Managing Committees is there as a sort of agent of the Managing Committees of the schools. In other words, the party that

is accused is really one of the judges. That is a position which is thoroughly unacceptable and fundamentally opposed to all principles of justice. I am, therefore, strongly of the opinion that no representation should be given to the Managing Committees on the Appeal Committee, because the appeals will be against the decisions of the Managing Committees themselves.

There is one difficulty with regard to (e). So far as you remember, Sir, after the acceptance of the amendment of Shri Devaprasad Chatterjea only one member is to be nominated by the Government on the Board and here a system of election has been proposed. The provisions in part stand as follows:—"a member of the Managing Committee of a recognised Institution elected by the Board in the manner prescribed by regulations from among the members of the Board." Sir, out of three nominations made by the Government under sub-clause (18) of section 4, I do not suppose more than one person is to be chosen from amongst members of the Managing Committees. So the question of election hardly comes in here.

I will next come to the amendment moved by Shri Jagannath Kolay regarding last paragraph of clause 22. The idea behind it is that litigations with regard to school disputes should be avoided as far as possible. I believe that is a very sound principle. I would have been happier if the Minister would have gone a little further and said that no appeal shall lie at all to the Courts of Law. But at the same time I would expect that the decision of the Appeal Committee should be given the force of a Court decision, of a Court decree. The two ought to go together.

[11-25—11-35 a.m.]

That is to say, under section 4 you prevent a person from going to the Court of law after he has preferred an appeal to the Appeal Committee. A decision is given, but who will implement it? It is just possible that it will not be implemented for years and years together. Sj. Satya Priya Roy has cited a case which is hanging fire for the last four years. This is the state of affairs. So something has to be done for implementing the decision of the Appeal Committee. One might say that the powers of the Education Department or the powers of the Board are large enough to be able to deal with the schools. But I know that there are schools which flout the decisions duly arrived at and no steps are taken to withdraw the recognition of such schools. Some special power is required so that the Board or the Education Department would be able to take action against the schools, if the decision is not implemented. Therefore it is necessary that the two should be combined. Sj. Kolay's amendment of sub-clause (4) and the first part of Sj. Satya Priya Roy's amendment should be more carefully considered. I will appeal to the Minister concerned who himself is a lawyer, to go into the whole question more carefully and postpone the decision on the particular matter for some time.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, I shall be quite prepared to have the decision on this clause postponed if necessary; but before agreeing to that, I would like to point out the misrepresentation that has been made and also the misinterpretation in connection with the amendment. Sir, my friend Sj. Satya Priya Roy always indulges in exaggeration, e.g., in putting forward figures which are absolutely figures of his imagination and incorrect. I cannot say in this House untruths, but I must say that he also indulges in terminological inexactitude. It is very difficult to rely on anything that he puts forward before the House. He started by saying that two thousand appeal cases of teachers are pending before the Board. We have enquired and found that only 45 cases are

pending before the Board of which 15 are ripe for hearing. The debate had really started today with this misrepresentation. Now there is another instance. I hope my friend Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya will please excuse me if I say, that without having the Co-operative Societies Act before him he has indulged in misinterpretation also. The Act is before me. Section 130 of the Bengal Co-operative Societies Act is to this effect: "Any sum payable to the Provincial Government or to a co-operative society or the authority constituted under section 81 in accordance with any order, decision or award under this Act shall be recoverable in the manner provided in the Third Schedule". And the Third Schedule reads thus: "By any Civil Court having local jurisdiction, in the same manner as a decree of such court, upon application by the Society". This is for the recovery of monies due to the Government or to a Co-operative Society and power has been given to the Society to execute orders and awards. Sir, it is not a power which has been given to any individual or even to any third party. Now, Sir, so far as Sj. Kolay's amendment is concerned, another misrepresentation has been made. What does the amendment of Sj. Kolay suggest? The amendment runs as follows:—"The decision of the Committee under sub-section (3) shall be final and no suit or proceeding shall lie in any Court in respect of any question which may be referred to or decided by the Committee under that sub-section.". Please note the phrase "any question which may be referred to the Committee". A teacher need not refer the matter to the Appeal Committee if he thinks that the Appeal Committee is powerless or that the Appeal Committee is not properly constituted. If he thinks so, he can seek relief in the Civil Court. There is no bar to his going to the Civil Court at all. Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya has said that he would go a little further and say that the Appeal Committee should be invested with the power to enforce its decision as a decree.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: No, Sir.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: That is what he has echoed from the observation of Sj. Satya Priya Roy.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: No, Sir.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I stand corrected unhesitatingly if he has not echoed any of the observations of Sj. Satya Priya Roy.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I mentioned the first part of Mr. Roy's amendment.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: However, the suggestion of the Opposition is that the decision of the Appeal Committee should have the force of a decree. What I apprehend is this that you are bringing in operation of Articles 226 and 227 of the Constitution here also. If it be anything like a Court or a Tribunal then certainly the High Court will have jurisdiction over it under Articles 226 and 227. Therefore, it will lead to multiplicity of litigation. That is what I apprehend. Yet there has been doubt about the purport of the amendment of Mr. Kolay or about the power which has been given to the Appeal Committee. Let us think over it again and then we shall decide this matter, but I would ask the Council to remember all the misrepresentations which have been made here. The point is that the Board has been given power to frame regulations. Now in connection with this section also the Board will frame regulations in such a way as to make it possible for the Appeal Committtee to enforce its decision. We heard all these days here that the Board was going to be an all-powerful body and it was going to have the power of life and death

over the schools but now we hear it would be powerless to give effect to its decisions. What I want to say is that the Board is competent to frame regulations and to see that the regulations are framed in such a way as would ensure the enforcement of its decisions. All these things should be taken into consideration before rushing to make the decision of the Board enforcible by court as a decree. You are not really making the Board supreme there.

[11-35—11-45 a.m.]

You are rather making the Appeal Committtee subject to the powers of supervision of the High Court. You have got to take that into closer consideration. So far as Mr. Kolay's amendment is concerned, I again repeat, its purpose is not to prevent a teacher from seeking relief in a Civil Court if he so likes. If he has no faith in the Appeal Committee, it does not prevent him at all from going to a Civil Court. But it really provides for an easier remedy for him and in that view Mr. Kolay's amendment has been framed and framed rightly because it says that if you go to the Appeal Committee, then you should abide by the decision of the Appeal Committee and the decision of the Appeal Committee should be final. It does not debar anybody from going to the Civil Court at all. Yet, Sir, I am quite prepared to accept the suggestion of the Opposition and also the suggestion from this side of the House that we should take more time to think over the clause.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: On a point of personal explanation, Sir. The Hon'ble Minister has charged me with misrepresentation of law which I emphatically deny having done. Is he entitled to cast such personal reflection on a member?

Mr. Chairman: You can take exception to the expression "misinterpretation".

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I emphatically deny having made misinterpretation of law and I take that to be a personal reflection.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: You have said that he can take exception to the expression "misinterpretation".

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: How can it be a personal reflection? That is a matter of opinion.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I shall show that the Hon'ble Minister was unmindful when I was speaking on my amendment. Will the Hon'ble Minister be pleased to state what is the proposition of law which I enunciated on the floor of the House?

Mr. Chairman: Very well, I shall have it on record that you have emphatically denied that you have made any misinterpretation.

Sj. Satya Priya Roy:

আমার একটা পার্সোন্যাল এক্সপ্লানেশন আছে, স্যার, উনি বলেছেন আমি যে সংখ্যা দিয়েছি সেটা অতিরঞ্জিত এবং সেটা অসত্য ভাষণ।

Mr. Chairman: He has not said the word "lie" or "*Asatya Bhasan*".

Sj. Satya Priya Roy:

স্যার, এখানে আমার কথা হচ্ছে, উনি যেটা বলেছেন............

Mr. Chairman: But what is your personal explanation?

Sj. Satya Priya Roy:

স্যার, আমার পার্সোনাল এক্সপ্লানেশন হচ্ছে, উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে আমি যা বলেছি সেটা সত্য নয়। মন্ত্রীমহাশয় জানেন কিনা জানি না, বোর্ডে দুই রকমভাবে শিক্ষকদের বিচার করা হয়, একটা আপীল কমিটিতে বিচার হয়, আরেকটা হচ্ছে সাধারণভাবে বোর্ডেরও বিচার করার অধিকার আছে। আমার সমিতি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি থেকে ২০০র উপর কেস বোর্ডের সামনে আছে। কাজেই উনি যে-কথা বলেছেন তা দায়িত্ব না নিয়েই বলেছেন।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: On a point of order, Sir, I did not like to interrupt the Minister when he was speaking. He used the expression "misrepresentation" which means deliberate garbling of facts. Is that parliamentary or unparliamentary?

Mr. Chairman: The question does not arise. He has given an explanation.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Is the word "misrepresentation" parliamentary or unparliamentary?

Mr. Chairman: It all depends upon the situation.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I want your ruling—whether the word "misrepresentation" is parliamentary or unparliamentary?

Mr. Chairman: I shall look that up and give my ruling tomorrow.

It is the sense of the House that this matter should be kept in abeyance and the Minister is agreeable to give a thought to it. So a decision on clause 22 including the amendments is held over.

Clause 23.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 23(c), line 1, for the word "two" the word "three" be substituted.

On a reference to clause 23 which deals with the constitution of the Finance Committee you will find that the Finance Committee will consist of the President, ex-officio; the Director of Public Instruction or a person in the service of the State Government nominated by him, ex-officio; two members of the Board elected by the Board in the manner prescribd by regulations; and a person who shall be an expert in financial matters appointed by the State Government. My amendment is to change the word "two" in (c) to "three". If we refer to the corresponding section in the Act of 1950, viz., section 24 of Act XXXVII of 1950, we find that the Finance Committee shall consist of the following members:—President, ex-officio; the Director of Public Instruction or a person in the service of the State Government nominated by him, ex-officio; four members of the Board elected by the Board in the manner prescribed by regulations; and a person who shall be an expert in financial matters appointed by the State Government. In clause 23 we find everything all right except that in place of four members we have got only two members. The object in suggesting this amendment is that there ought to be three members of the Board in this Finance Committee—after all it is a very important Committee, and it is better that the Board be properly represented by elected members in it so that they may have their say when matters of importance come up for decision of the Finance Committee. So, it is better that the number of persons elected by the members of the Board should have adequate representation in this Committee.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, the constitution of the Committee has been rightly framed. I oppose the amendment.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 23(c), line 1, for the word "two", the word "three" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 23 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 24

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 24(1), line 1, the words ", with the approval of the State Government," be omitted.

I also move that in clause 24(2), line 1, the words "With the approval of the State Government" be omitted.

The power to appoint Committee has been given to the Board by the right hand and it has been taken away by the left, for it has always to be done with the approval of the State Government. It is rather unfortunate that an Act should proceed in this way, and at every stage in the day to day administration the Board will be made to approach the State Government, even with regard to a Committee for their own assistance and guidance.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, my remarks will be very brief indeed. This section is a very important one considering the fact that the number of Committees provided for in this Bill within the Board is very small. It is desirable that large powers should be given to the Board. It will be difficult for the Board to run to the Education Department for the approval of their schemes for the constitution of Committees. With these words I support the amendment of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya.

[11-45—11-55 a.m.]

Sj. Manoranjan Sen Gupta:
মাননীয় সদস্য নগেনবাবু যে এ্যামেন্ডমেন্টটা মুভ করেছেন আমি সেটা সমর্থন করছি।

পদে পদে স্টেট গভর্নমেন্টের মত নিয়ে যদি কাজ করতে হয়, তাহলে বোর্ডের অটোনোমাস ক্যারেকটার কি করে থাকে, তা বুঝতে পারি না। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তাঁর ভাষণে বলেছেন—"I therefore claim that the Board is going to be set up is an autonomous Board in certain respects functioning independently."
তাহলে ইফ দ্যাট ইজ দি কেস উইথ দি এ্যাপ্রুভ্যাল অব দি স্টেট গভর্নমেন্ট—এই সামান্য জিনিস কমিটি গঠনের জন্যেও মত নিতে হবে। এটা বোর্ডের অটোনোমাস ক্যারেকটারএর পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি এই এ্যামেন্ডমেন্টটা সমর্থন করে এই কয়েকটি কথা নিবেদন করলাম।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhury: I oppose the amendments.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 24(1), line 1, the words ", with the approval of the State Government", be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—9.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sanyal, Sj. Charu Chandra
Sengupta, Sj. Manoranjan

NOES—24.

Biswas, Sj. Raghunandan
Bose, Sj. Aurobindo
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prasad, Sj. R. S.
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prasad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 9 and the Noes 24 the motion was lost.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 24(2), line 1, the words, "With the approval of the State Government" be omitted, was then put and lost.

The question that clause 24 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 25

Mr. Chairman: The amendments are dependent upon 110. They fall through.

The question that clause 25 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 26

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in sub-clause (2) of clause 26:—

(a) in line 3, for the words "Examination Committee" the words "Examinations Committee" be substituted;

(b) in line 5, after the words "sub-section (3)" the words "of that section" be inserted.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I accept the amendment.

The motion was then put and agreed to.

Sj. Satya Priya Roy: About sub-clause (3) there is, I think, some defect in drafting. "The number and composition of Regional Examination Councils and the areas within which they shall exercise the powers and functions which may be delegated by the Board, etc.". It should be "shall".

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I do not think it is necessary.

The question that clause 26, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Chairman: Amendment No. 170 falls through.

Clause 27.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that in clause 27, for the sub-clause (1) the following sub-clauses be substituted, namely:—

"It shall be the duty of the Board to take such measures from time to time as it deems necessary for making suitable provision for Secondary Education throughout the State.

(1A) Subject to the provisions of this Act, the Board shall have power to direct, supervise, develop and control Secondary Education and to do all such acts as it may consider necessary for the purposes of such direction, supervision, development and control."

[11-55—12-5 p.m.]

Sir, in order to justify the existence of the Board, these powers should be vested in the Board so that the Board may really be the guardian of progress of secondary education throughout the State. If you establish the Board and if you do not vest sufficient powers in the Board, the result would be as it happened before. So far as the power to develop and control secondary education is concerned, it is only the Board which should be vested with this power and the Government need not be apprehensive of anything on account of this, for, the Board as constituted by clause 4 will really be manned by Government servants and nominees of the Government. I therefore submit that there should be no objection to the substitution of these two sub-clauses in clause 27. With these words, Sir, I move my amendments.

Janab Abdul Halim: Sir, I beg to move that in clause 27(1), lines 1 to 3, for the words beginning with "to advise" and ending with "State Government", the following be substituted, namely:—

"to take such measures from time to time as it deems necessary for making suitable provisions for secondary education throughout the State."

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আগে এ্যাক্ট ১৯৫০-এর চ্যাপ্টার '৪'এ যে ধারা ছিল তাতে বোর্ডের হাতে ক্ষমতা দেওয়া ছিল—

"it shall be duty of the Board to take such measures from time to time as it deems necessary for making suitable provisions for secondary education throughout the State".

এখন তাঁরা যে বোর্ড গঠন করলেন তাতে সেখানে সরকারী আধিক্য বেশি থাকবে। তাঁরা ২৭ জনের যে বোর্ড করলেন সেই বোর্ড ঐ মুদালিয়র কমিশন এবং দে-কমিশনের নির্যাস নিয়ে তাঁরা গঠন করলেন। এই বোর্ডকে তাঁরা এ্যাডভাইসরি ক্ষমতা দিয়েছেন। সেই এ্যাডভাইসরি ক্ষমতা হচ্ছে কিনা গভর্নমেন্ট তাদের কাছে এডুকেশন ব্যাপারে কোন কিছু যদি রেফার করে তাহলে তারা সে সম্পর্কে এ্যাডভাইস করতে পারবে। স্টেট গভর্নমেন্ট যদি রেফার করে এডুকেশন রেফার্ড বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট তাহলে এই বোর্ডে শিক্ষার প্রমোশনের জন্য, শিক্ষার সুব্যবস্থা করার জন্য যেসমস্ত মেজার্স দরকার তার সুযোগ তারা পাচ্ছে না। পূর্ববর্তী বোর্ডে এই ক্ষমতা দেওয়া ছিল। দে-কমিশন ও মুদালিয়র কমিশনের নির্য্যাস অনুযায়ী যে বোর্ড তৈরি হচ্ছে তা একটা ক্ষমতাহীন বোর্ডে পরিণত হবে। এই ক্ষমতাহীন বোর্ডে তাঁদের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সেখানে রেকমেন্ডেশন করার কোন ব্যবস্থা করতে পারবে না। বরং শিক্ষার সুব্যবস্থা করার জন্য গভর্নমেন্ট যদি তাদের কাছে উপদেশ নেবার জন্য পাঠায় তবে সেটা তারা করতে পারবেন। এই বোর্ডে আপনাদের আধিক্য রয়েছে। ২৭ জন লোক নিয়ে যে বোর্ড তৈরি হচ্ছে ৪নং প্রসেস দ্বারা সেটা তো আপনারা ভোটাধিক্যে পাস করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু তারপর সেই

বোর্ডের হাতে শিক্ষার সুব্যবস্থার ক্ষমতা দিতে আপনারা ভয় পাচ্ছেন কেন জানি না। মুদালিয়র এবং দে-কমিশনের নির্যাস নিয়ে যে বোর্ড করছেন তাকে একটা ক্ষমতাহীন বোর্ডে পরিণত না করে সে যাতে শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে পারে, শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, শিক্ষার প্রসার করাতে পারে সেই ক্ষমতাই বোর্ডের হাতে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে আপনারা আশঙ্কিত হচ্ছেন কেন? আপনাদের যদি উদ্দেশ্য হয় বাংলাদেশের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা, অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বাড়ান তাহলে সেই বোর্ডের হাতে বা কমিটির হাতে সেই ক্ষমতা দেওয়া দরকার। আর তা না হলে সেখানে বোর্ডের এ্যাডভাইসরি ক্ষমতা রাখছেন—গভর্নমেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যাপারে তাদের রেফার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কোন ব্যবস্থা করতে পারবে না। এইভাবে এ্যাডভাইসরি ক্যাপাসিটিতে বোর্ড গঠন করে বিশেষ কোন লাভ হবে না। সেজন্য আমি এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি—

"Government to take such measures from time to time as it deems necessary for making suitable provisions for secondary education throughout the State"

অতএব বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নততর করার ব্যাপারে কোথায় শিক্ষার জন্য নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, কিভাবে শিক্ষাকে প্রণয়ন করতে হবে, কোথায় কারিকুলাম তৈরি করতে হবে, কোথায় সিলেবাস তৈরি করতে হবে ইত্যাদির জন্য বোর্ডের হাতে ক্ষমতা দেওয়া দরকার। সেজন্য আমি মনে করি যে, মন্ত্রীমহাশয় আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টটি গ্রহণ করবেন।

Sja. Anila Debi: Sir, I beg to move that in clause 27(1), in line 3, for the words "referred to it by the State Government" the words "and while the State Government shall not act in this respect without prior consultation with the Board, the advice of the Board on all such matters shall be binding on the State Government" be substituted.

I also move that in clause 27(2) for item (*e*), the following items be substituted, namely:—

"(*e*) to make regulations for the institution, holding and controlling of such examinations as it thinks fit including any examination qualifying for admission to a course instituted by the University of Calcutta".

I also move that in clause 27(2) after item (l), the following items be inserted, namely:—

"(m) to prescribe by regulations the conditions which shall govern the admission of students to and the transfer of students to and from Secondary Schools;

(n) to supervise the administration of secondary schools by means of inspection and the issue of directions".

I also move that in clause 27(3) in line 5, after the word "fit" the words "on prior consultation with the Board" be inserted.

I also move that the following proviso be inserted to clause 27(3), namely:—

"Provided however, that if no communication sanctioning, modifying or rejecting a regulation is received from the Government within three months from the date on which a regulation is communicated to the State Government for sanction, the regulation shall be deemed to have been sanctioned by the Government."

আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টগুলি ১৭৩নং, ১৭৭নং, ১৭৯নং, ১৮০নং ও ১৮১নং যে ক্লজ ২৭এর উপর মুভ করছি অর্থাৎ এই ধারাটাতে বোর্ডএর ফাংশন সম্বন্ধে যা কিছু বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে তারই উপর। প্রথমেই ২৭(১)এ বলা হয়েছে—

It shall be the duty of the Board to advise the State Government on all matters relating to Secondary Education referred to it by the State Government.

[illegible] বোর্ডের এই যে ফাংশন নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন তার সঙ্গে আমি এই কথাগুলি যোগ করতে বলছি—

"and while the State Government shall not act in this respect without prior consultation with the Board, the advice of the Board on all such matters shall be binding on the State Government."

তার কারণ হচ্ছে এই, বোর্ডকে আইনের মাধ্যমে যে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে তাতে এইটুকু মাত্র বলে দেওয়া হচ্ছে, স্টেট গভর্নমেন্ট বোর্ডকে যা রেফার করবেন সেকেন্ডারী এডুকেশন সংক্রান্ত বিষয়ে সেই বিষয়েই বোর্ড শুধু রায় দিতে পারবে। কিন্তু এমনও ত হতে পারে সেকেন্ডারী এডুকেশন-এর কোন পদ্ধতি নিয়ে কেউ বোর্ডের কাছে কিছু রেফার করলেন না, কিম্বা বোর্ড যে এ্যাডভাইস দিলেন সে এ্যাডভাইস সরকার গ্রহণ করলেন না; যদিও মন্ত্রীমহাশয় বলছেন—এই বোর্ড এ্যাডভাইসরি ক্যারেকটারএর হবে; কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্টএর উপর তার এ্যাডভাইস বাইন্ডিং যদি না থাকে তাহলে এর যে কোটা বলেছেন দে-কমিশন তার কোন অর্থ থাকে না। তারা বোর্ডের ক্যারেকটার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—

"advisory in character and authoritative in its sphere"

সুতরাং বোর্ডের যে ফাংশন বিলের মাধ্যমে, আইনের মাধ্যমে করে দেওয়া হচ্ছে সেই ফাংশন বোর্ড যাতে ভালভাবে করতে পারে সমস্ত সেকেন্ডারী এডুকেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে সেইজন্যই আমি আমার সংশোধনী উপস্থিত করেছি।

দ্বিতীয়ত আর একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে—এই ২৭(৩)তে রয়েছে—

"no regulations shall be valid unless and until they are sanctioned by the State Government and before sanctioning any regulations, the State Government may make such eliminations, additions, alterations and modifications therein as it thinks fit".

এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে নিশ্চয়ই স্টেট গভর্নমেন্ট সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে যেটা সঙ্গত বলে মনে করবেন সেইটে তারা করবেন, কিন্তু যখন বোর্ডকে ক্ষমতা কিছুটা দিচ্ছেন, যদিও একথা আমরা স্বীকার করি না, বা আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয় নাই যে বোর্ডকে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন করা হয়েছে, বরং দেখছি প্রতি পদে বোর্ডের ক্ষমতা ব্যাহত করবার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যেটুকু ক্ষমতা তাকে দেওয়া হচ্ছে সেটুকু যেন কিছু দেওয়ার মতই না হয়। স্টেট গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নেবেন বোর্ড যা পাঠাবেন সে সম্বন্ধে, কিন্তু যে-কোন সিদ্ধান্তই তাঁরা নেবেন বা নিতে চান বোর্ডকে না জানিয়ে যেন না নেন। সেইজন্য আমি ১৮০নং এ্যামেন্ডমেন্টে বলেছি —২৭ ধারার (৩) উপধারার শেষ লাইনের 'ফিট'এর পরে

"on prior consultation with the Board" be inserted.

যেটুকু ক্ষমতা দেওয়া হ'ল, সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের জন্য আমি এই সংশোধনীটা উপস্থিত করেছি।

[12-5—12-15 p.m.]

তার পরে এই বোর্ডের কয়েকটা বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার সংশোধনী রয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বোর্ডের কাজ করবার ক্ষমতা যাতে তারা কাজে লাগাতে পারে বোর্ডকে সেইরকম শক্তিসম্পন্ন করবার চেষ্টা করেছি। এই ধারায় যেটুকু লিখিত হয়েছে তাতে বোর্ডের বিশেষ রকম শক্তিসম্পন্ন হবার উপায় নাই—আর সেজন্যও আমি সংশোধনী উপস্থিত করছি না, এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে ক্লজ ২৭, সাব-ক্লজ ২, আইটেম নং ৪ অর্থাৎ (ই)টা যা রয়েছে সেখানে আমি সাবস্টিটিউট করতে বলছি—

"to make regulations for instituting the Secondary School Final Examination and for instituting such other examinations as the State Government may direct........"

এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে শুধু ইনস্টিটিউট করবে কথাটা থাকবে কেন? সেখানে এগজামিনেশনের কি কন্ডিশন হবে বা সে সম্বন্ধে কি কি রেগুলেশন করতে হবে তার ক্ষমতা কেন বোর্ডের

থাকবে না এই আইনের ধারা তাঁরা এগজামিনেশন ম্যাটারএর সমস্ত ক্ষমতাই যাতে পরিচালনা করতে পারেন সেইটেই করা উচিত। সেইজন্য সে বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ না করা উচিত ছিল, সেইজন্য এখানে আমি বলতে চাইছি—

"........ to make regulation for the institution holding and controlling of such examinations as it thinks fit including any examination qualifying for admission to a course instituted by the University of Calcutta."

সেকেন্ডারী এডুকেশন সংক্রান্ত সমস্ত কিছু এ্যাডভাইস করবার ক্ষমতা যদি শুধু বোর্ডকে দেওয়া হয়, তাহলে আমার মনে হয় এগজামিনেশন সম্বন্ধে রেগুলেশন করার, কন্ডাক্ট করার সমস্ত ক্ষমতা সম্পূর্ণ বোর্ডকে দেওয়া উচিত। ছাত্র-ছাত্রীদের ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার যোগ্যতা বা অন্য সব দিকে যাওয়ার যোগ্যতা কি করে হতে পারে সে সম্বন্ধে বোর্ডকেই চিন্তা করতে দিন। মন্ত্রী-মহাশয় বলবেন স্টেট গভর্নমেন্ট তো তা করতে পারেন। পারেন না যে তা আমি বলতে চাই না। কিন্তু যখন বিশেষ কার্য পরিচালনার জন্য একটা সংস্থা করতে যাচ্ছেন তখন সেই সংস্থার উপর কাজ চালাবার অধিকার সম্পূর্ণ না দিয়ে তা কেবল কতকগুলি বিধিবদ্ধ সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ করে রেখে দিচ্ছেন কেন?

এরপর আমার আর একটা এ্যামেন্ডমেন্ট আছে, যেটা আমি আগেই মুভ করেছি—সেটা হচ্ছে ১৭৯নং, তাতে আমি In clause 27(2) after item (i)
যোগ করতে বলেছি—

"To prescribe by regulations the conditions which shall govern the admission and transfer of students to and from Secondary Schools."

এটা যোগ করার উদ্দেশ্য—

admission and transfer of students to and from Secondary Schools

কি কি কন্ডিশন ফুলফিল করলে পর তা নির্ধারণের ভার বোর্ডের উপরই থাকা উচিত; যেমন ধরুন ১০ম শ্রেণীর স্কুলের থেকে একাদশ শ্রেণীর স্কুলে ট্রান্সফার নিতে পারবে কিনা, কিম্বা আগে যারা বাড়িতে পড়াশোনা করেছে তারা ইলেভেন্থ ক্লাসে এ্যাডমিশন পেতে পারবে কিনা এবং পারলে কি কন্ডিশন ফুলফিল করলে পর পারবে, কিম্বা ধরুন যে ছেলে দু'বছর আগে মাইগ্রেট করে এসেছে, যেহেতু তার বাবা পাকিস্তানে থাকে, তার ন্যাশনালিটি কি হবে এবং সে স্কুল ফাইনাল দিতে পারবে কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের ট্রাবল হয়েছে বলেই আমি বলছি।

তারপর আমি ২৭(৩) ক্লজে এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি এটা যোগ করবার জন্য—

"Provided, however, that if no communication sanctioning, modifying or rejecting a regulation is received from the Government within three months from the date on which a regulation is communicated to the State Government for sanction, the regulation shall be deemed to have been sanctioned by the Government."

বলতে পারেন যে এটা আমি কেন দিয়েছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে বলেই বিশেষ করে আমি এই সংশোধনী উপস্থিত করেছি। আমরা যখন বোর্ডের সদস্য ছিলাম তখন দেখেছি বোর্ড গঠিত হবার পর সেখানে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, শিক্ষকদের বেতন, শিক্ষকদের সার্ভিস কন্ডিশন প্রভৃতি সম্বন্ধে নূতন করে বোর্ড থেকে স্কুল কোড রচিত হয়েছিল এবং সেই স্কুল কোড সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেবার পর দেখা গেল যে, কোড বাতিল হয়ে গেল, দু'বছরের মধ্যে কিন্তু বোর্ড রচিত স্কুল কোড অনুমোদিত হয়ে বোর্ডের কাছে ফিরে এল না। সরকারের স্যাংকশন না পেয়ে রুলস এ্যান্ড রেগুলেশন বোর্ডের পক্ষ থেকে করা সম্ভব হ'ল না এবং তারজন্য বোর্ডকে যথেষ্ট অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে। আমি মনে করি এই বোর্ডকে সেই রকম কোন অপবাদের মুখে ফেলে না দিয়ে সেখানে যদি এই হয় যে, স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে স্যাংকশন আসতে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় যদি অতিক্রম করে যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে সে বিষয়ে স্টেট গভর্নমেন্টের স্যাংকশন আছে। আমি আর একটু জোর করেই বলতে পারি—অবশ্য কোন রকম বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য না হোক দুঃখ প্রকাশের জন্যই বলবো যে সরকারের শিক্ষাবিভাগের কার্যকলাপ যে শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলে সেটা তো একটা সমালোচনার বিষয়

হয়েছে এবং সে সমালোচনা শুধু সমালোচনাই নয়, একেবারে বাস্তব সত্য ঘটনাই বলা যায়। সুতরাং যদি একটু সতর্কীকরণ থাকেই তাহলে আমার মনে হয় যে সরকার একটু এ বিষয়ে অবহিত হবেন। এবং এই যে শম্বুকত্ব সমস্ত বিভাগে দেখা যাচ্ছে অন্তত শিক্ষাবিভাগে তার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। সেদিক থেকে এই যুক্তিগুলি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে উপস্থিত করলাম, আশা করি তিনি এগুলি গ্রহণ করবেন। তার এ্যাডভাইসরি বোর্ড অসীম ক্ষমতাপন্ন হচ্ছে কিংবা অটোনমাস বোর্ড হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে এদিক দিয়ে বিচার করবার কিছু নেই—সরকারেরই দেওয়া শক্তির মধ্যে, যাতে প্রাপ্ত ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ঠিকমত কাজ করতে পারেন বোর্ড তারজন্য আমি এই সংশোধনীগুলি উপস্থিত করলাম।

[12-15—12-25 p.m.]

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in clause 27 in paragraph (c) of sub-clause (2), in line 3, after the word "syllabus" the words "and courses" be inserted.

Sj. Mohitesh Rai Choudhuri: Sir, I beg to move that in clause 27 to sub-clause (3), the following proviso be added, namely:—

> "Provided that where any eliminations, additions, alterations or modifications are proposed to be made by the State Government, the Board shall be requested to express its views thereon within such period not being more than one month as may be specified by the State Government."

Sir, this section 27 is next to section 4 the most important section in the Bill. It defines the powers and functions of the Board and the President. Here various powers relating to secondary education and control over secondary schools have been given to the Board and these powers the Board will have to exercise in accordance with regulations to be framed by the Board. These regulations are very important. The Board will prescribe by regulations the syllabus and course of studies to be followed, will make regulations for instituting secondary school final examination; will prescribe by regulations the conditions to be fulfilled by the examinees; and will also frame regulations to grant permission to candidates to appear in the examinations, etc. Now, these regulations which the Board will frame will require the sanction of the State Government—very naturally and very properly—because the Board is not an autonomous Board as it ought not to be. But there is a provision in clause (3) which is important, viz., "before sanctioning any regulations, the State Government may make such eliminations, additions, alterations and modifications therein as it thinks fit". Now, the Board frames certain regulations; these are sent to the Government for approval and Government alters some of these regulations, revises them or eliminates some of them, puts in something new, and if the Board is not given power to have its say on the changes introduced by the Government in the regulations framed by it, then it will be doing a great injustice to the Board. Therefore, I have suggested a proviso here that after the Board has framed the regulations and sent them for approval to the Government and the Government in its wisdom decides to make any alterations, these alterations should be forwarded to the Board for expressing its opinion, provided that where any eliminations, additions, alterations or modifications are proposed to be made by the State Government, the Board shall be requested to express its views thereon within such period not being more than one month as may be specified by the State Government. The Board should be given time to say its say on the revisions proposed by the Government and this chance of saying its say on the proposed changes is conferred on the Board in my amendment. Then there is also another thing. Supposing Government sends its recommendations—the changes it wants to

make to the Board but the Board sleeps over the matter, keeps its decision hanging, does not do anything and in this way wastes time. The amendment provides that the Board will not be allowed to do this. It must submit what it has got to say on the proposed changes to the Government within one month failing which Government will have the right to do whatever they like. This is in short the gist of the amendment which I have proposed. Similar power has been conferred on the Board in the matter of framing budget. The budget is framed by the Board, then it is submitted to the Government and Government may like to make some changes. Here the Education Minister has proposed in the Bill that the Board will be given a second chance to say its say on the proposed changes in the Budget. This salutary power of making their submission has been conferred on the Board in my amendment. I have proposed a similar change in case of the regulations which will form the most important part of the functions of the Board and which will be instrumental in the success of the administration of the Board. I hope the Education Minister will be good enough to accept my amendment and I hope the House will also endorse the amendment.

Now I would like to say a few words on amendment No. 178 proposed by my friend Sj. Satya Priya Roy. He wants that one of the functions of the Board will be to prescribe by regulations the conditions to be fulfilled by the Secondary Schools. That power is already there. If he cares to look to 19(3)(b) he will find that Recognition Committee, which will be a Sub-Committee of the Board, has been specifically given the power to make recommendations to the Board on the granting or refusing of recognition.

Then as regards amendment No. 179 moved by my sister Sjkta. Anila Debi, the changes which she wants to make are very important, but they are unnecessary because it is covered by the provisions under section 27(2)(l). Certainly the Board will have to frame conditions of admission of intending students to schools under that sub-section. Therefore, it is not necessary to make specific provision for this. These powers are already covered by the provision under 27(2)(l). Therefore, I think all other amendments except that of my humble self are unnecessary and may be rejected, and the Education Minister will be good enough to approve my amendment.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I beg to move that after clause 27(2)(c) the following be inserted, namely:—

"(cc) to undertake the preparation, publication and sale of text books written by experts for use in recognised institutions on such terms as may be agreed upon by the Board on the one hand and the experts on the other;".

Sir, this amendment is a novel one in nature. It is suggested that the Board will have the power of preparing and publishing text books, and paying such remunerations to experts who will write such text books according to an agreement that will be arrived at between the Board on the one hand and the experts on the other. The idea behind this amendment is that the Board itself will undertake the publication of text books. You are aware, Sir, that publication of text books and their sale have really become a sort of racket.

[12-25—12-35 p.m.]

One of the causes of the failure of the Board established under the West Bengal Secondary Education Act, 1950 was, as alleged by the Government, the mutual rivalry between persons interested in the publication of the books. The rivalry even affected the members of the Board. That suspicion is there; so something should be done to allay even the risk of such

suspicion. It is absolutely necessary that the students and guardians and the Board entrusted with Secondary Education should be protected from such unscrupulous publishers and their agents. It is for this reason that I suggest that on a very large scale ultimately and to begin with a small scale, the Board should itself undertake the publication of books. It is also well-known that a tremendous profit is made by the publishers out of the sale of text-books. A part of this profit may go into the coffers of the Board of Secondary Education if these books are to be published by the Board itself. In the third place, it has been the policy of the Government of India—not only the Government of India after independence, but even the British Government in India—that text-books should be made available to students at cheap price. This is not possible if we depend on the publishers who make very large profits. It is therefore necessary that the Board should undertake the publication of books. I feel that if a step is taken towards that direction, one day relief may be offered to the student community as well as the guardians in the shape of text-books at cheaper prices. It may also be hoped that the standard of the books will be of a higher order as they will be written under the direct supervision of recognised experts. Sir, people who are connected with publishing companies will certainly question, but I will ask them to think of what the Mudaliar Commission said in this respect. On page 104 the Mudaliar Commission proposes that a high-power Committee should be constituted for the purpose of looking after the proper prescribing of books and preparation of books also. On page 105 where the functions of the Committee are stated, it is laid down amongst other things: The Committee should have the power "to invite experts to write text-books and other books for study, if necessary, to arrange for the publication of text-books and other books needed for the schools, to maintain a fund from the amount realised from the sale of publications." There are other sections to which I would not like to draw your attention, however relevant they may be. The gist of it all is that the Mudaliar Commission is definitely of the opinion that the Board should take a hand in the matter of preparation of books, publication of books and sale of books. That is the substance of the amendment that stands in my name. I do not suppose that the Education Minister of a welfare State will have any difficulty in accepting this amendment.

I will next speak generally on the functions that have been given to the Board. I will not raise the broad question as to whether the Board should be an autonomous one or an advisory one. Whether the Board should be an autonomous one or an advisory one is a matter into which I won't enter for the simple reason that according to the spirit and letter of the sections which are adopted up till now the Board for all intents and purposes is to be an advisory one. I will, therefore, take my stand on the report of the Dey Commission which recommends an advisory board. I suggest that the functions of the Board have been considerably restricted, so that the Board will not be able to function for the purpose to which it should be created. What does the Dey Commission say? On page 33 it is clearly laid down by the Dey Commission that when the new Board of Secondary Education comes into existence it will be one of its main functions to conduct a careful survey of the educational requirements and to prepare a detailed plan for reconstruction of Secondary Education in the entire State for the consideration of Government. Coming to the functions of the Board the Commission clearly observe in the first place as follows: "to prepare plans for the development of secondary education and the better and more equitable distribution of the facilities......

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: That has been disposed of in the House already.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I am discussing the functions and these are the functions stated in the Dey Commission.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: In connection with clause 18 this question was raised—whether planning and development should be the power of the Board or not. It was decided that the Board would not have the power.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: That was the power of setting up a Committee of the Board. That was another matter. Here we are discussing the powers and functions of the Board. This matter is very relevant and powers and functions are mentioned by the Dey Commission on page 37.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: It has been once disposed of by the House.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: No, Sir. This question—functions of the Board—has not been disposed of. Here the question is what functions should be given to the Board as a whole. There the question was what powers should be given to the committee. When we are discussing this particular chapter that deals with powers and functions of the Board, I maintain that we are entitled to refer to functions. Sir, the functions include preparation of development schemes. Sir, I do not challenge the proposition that the Government will ultimately check whatever recommendation may be made in this behalf by the Board and finally make its own plan. Nobody can take away the power of the Government to prepare development plans, but what I suggest is this: give this Advisory Board the power of making their own recommendation. It is a body that should be entrusted with this task, because it is a body of experts and this is an Expert Committee, and this Expert Committee or the Board of Experts should be given this particular task. The Hon'ble Minister argues that it is for the Government to do it. Can a Government Department with a few officials whose visions are very narrow and restricted frame a plan of the development of education for West Bengal as a whole? I submit, Sir, that in order to do that larger vision is necessary, and it is necessary that people who belong to different fields of education should co-operate in the development of such a plan.

[12-35—12-45 p.m.]

It is therefore absolutely necessary that the Board should be given this function even if it be an advisory capacity. I do not question the advisory capacity of the Board at the present moment. I say that give this Board the function of advising the Government as to the plan of development. Therefore, Sir, it has been a tremendous mistake on the part of the Minister not to give the Board, which is certainly an advisory one, this power of framing the developmental schemes for the examination and subsequent finalisation by the Government.

Sir, the Hon'ble Minister in charge of the Bill refers to the report of the Dey Commission very often. Is he aware that amongst the functions, Dey Commission recognised two categories with regard to one of which the function of the Board was advisory and with regard to another, the function of the Board was not advisory at all. It was definitely stated that with regard to those functions "Government will act according to the advice

given by the Board". In other words, when the Board is called an Advisory Board by the Dey Commission, it is really partly advisory and partly it is a Board whose recommendation has to be accepted by the Government. What are the subjects regarding which the recommendations of the Board are to be acted upon the Government? They are as follows: "to appoint committees of experts, to advise on the syllabus etc. for the different courses of study and also other committees as the Board may consider necessary for discharging its functions; to frame courses of study in different subjects on the recommendations of the expert committee that may be appointed by it for this purpose; to lay down rules for the conduct of the junior school certificate examination and higher certificate examination or any other such examinations that it may institute and generally to deal with all matters relating to the conduct of such examinations; to consider disputes between teachers, and committees of management; and finally, generally to advise the Government on all matters pertaining to secondary education". These are the distinct functions with regard to which it is clearly stated that the Government will act according to the advise tendered by the Board. I take my stand on the recommendations of the Dey Commission. Dey Commission was appointed for the purpose of making recommendations with regard to the special problems of West Bengal within the framework of the larger principles enunciated by the Mudaliar Commission. That has been done by the Dey Commission and I do not understand why the Hon'ble Minister will not accept the very reasonable and very moderate recommendations of the Dey Commission. I will threfore hope that he will reconsider his position and divide the functions into two categories, with regard to one of which the Board will be completely advisory and with regard to another the Government will act according to the recommendations of the Board.

Sir, I have nearly finished. With regard to sub-clause (1) of clause 27. I have some observations to make. The manner in which the functions of the Board have been restricted is of a far-reaching character and I did not expect this from a Minister who calls himself democratically minded. In section 27(1) it is said, "It shall be the duty of the Board to advise the State Government on all matters relating to secondary education referred to it by the State Government". Sir, what is the use of retaining this power of reference by the State Government? Let certain functions be clearly defined, as I have urged, in accordance with the recommendations of the Dey Commission. The final powers of the Government are there and there are so many other clauses by means of which powers of the Board have been restricted. So far as the functions are concerned it is not necessary to restrict it further by the use of the sentence and the words to which I have drawn your attention. This clause goes to the very root of the matter and I will beseech the Hon'ble Minister to consider it once again in the light of the recommendations of the Dey Commission. What I say is not revolutionary in nature. I don't just at the present moment say that let the Board be an autonomous one. I say accept the recommendations of the Dey Commission. I would appeal to the Hon'ble Minister, don't play the machiavellian game, once relying on the Dey Commission and again on the Mudaliar Commission. We want a straight deal from the Hon'ble Minister.

Sj. Naren Das: On a point of information, Sir. You promised that some time will be fixed for discussion on food and refugees problems and that was to be on Monday. In the programme of business for Monday, distributed just now, we find no mention of it.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, you promised that you would discuss with the Leader of the House about this and arrange things with him. We would like to know what arrangements have been made.

Mr. Chairman: I shall refer it to the Food Minister.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I beg to move that in clause 27(2), after item (1), the following new item be added, namely:—

> "(m) to prescribe by regulations the conditions to be fulfilled by Secondary Schools for recognition".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রীমহাশয় যে বিলের খসড়া আমাদের সামনে রেখেছেন তার ৪র্থ অধ্যায় ২৭ ধারাতে মধ্যশিক্ষা পর্ষতের কি ক্ষমতা ও অধিকার তা লিপিবন্ধ করেছেন। তা দেখে অধ্যাপক ক্ষিতীশ বাবু যে-কথা বলেছিলেন হাঁস আর সজারু মিলে হাঁসজারু হয়ে যায় সেটা যেমন আজগুলি তেমনি এর পাওয়ার্স এ্যান্ড ফাংশনস এবং মুদালিয়র, দে এবং নিজের মনগড়া সব কিছু মিলে একটা অদ্ভুত চেহারা এই বোর্ডের হচ্ছে। প্রথমত মুদালিয়র কমিশন একথা অবশ্য বলেছেন কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় সে কথার অর্থ ঠিক কিভাবে বুঝেছেন আমি জানি না, মুদালিয়র কমিশন এই কথাই বলেছেন—

> "......functions of the Board will be limited to the formulation of broad policies and the Board is not expected to function as an executive body which is the province of the Director of Education........"

এই উক্তির উপর নির্ভর করে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন—মুদালিয়র কমিশন বোর্ডকে এ্যাডভাইসরি করতে বলেছেন এবং বোর্ডএর হাতে এক্জিকিউটিভ পাওয়ার দেবে না। কিন্তু এক্জিকিউটিভ পাওয়ারএর উলটোই যে এ্যাডভাইসরি হয় সেটা আমি বুঝতে পারি না। এক্জিকিউটিভ পাওয়ার হচ্ছে একটা, আর পাওয়ার অব লেজিসলেশন অথবা ল-মেকিং পাওয়ার হচ্ছে আলাদা। শিক্ষা-ক্ষেত্রে মুদালিয়র কমিশন ভেবেছিলেন যে বোর্ডএ একটা কমপ্যাক্ট বডী থাকলে অব এডুকেশনাল এক্সপার্টস, তাঁরা নিয়ম কানুন সমস্ত তৈরি করবেন, শিক্ষানীতি তাঁরা নির্ধারণ করবেন এবং তাঁদের শিক্ষানীতিকে কার্যে পরিণত করবেন ডিরেক্টর অব এডুকেশন কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় এখানে দেখছি অনেক এক্জিকিউটিভ ফাংশন বোর্ডের কাছে নিয়ে এসেছেন। অবশ্য উনি বলবেন যে আপনারা যে দাবী করেছিলেন যে বোর্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক সেটাই ত আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে কথা হচ্ছে যে নীতি বড় কথা। সেই নীতিকে যিনি কার্যে পরিণত করছেন তিনি ত প্রশাসনিক কাজ করছেন, সেই নীতি নির্ধারণের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে পর্ষতের যেটা বাস্তব ক্ষমতা হওয়া উচিত ছিল তা থেকে তাকে বঞ্চিত করে সেটাকে প্রচ্ছন্ন করে কতকগুলি এক্জিকিউটিভ পাওয়ার এই বোর্ডের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। তার ফলে দাঁড়িয়েছে মুদালিয়র কমিশনএর বোর্ডের যে কনস্টিটিউশন ছিল সেই কনস্টিটিউশন অনুযায়ী বোর্ড গঠিত হবার ফলে বোর্ড বাস্তবিক কার্য করতে পারবে না। তার কারণ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক স্কুলকে রেকগনিশন দেবার দায়িত্ব বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়েছে, ২৭(২) উপধারার (এ)তে বলা আছে—

> "In accordance with such regulations as may be made in this behalf and subject to the provisions of sub-section (4) of section 19, to grant or refuse recognition to Institutions for such purposes as may at the time of recognition be specified, and to withdraw such recognition, if it thinks fit, after considering the recommendations of the Recognition Committee."

[12-45—12-55 p.m.]

প্রতিটি স্কুলকে মঞ্জুরী দেবার সময় প্রতিটি স্কুল সম্পর্কে রিকগনিশন কমিটি কি সুপারিশ করেছে তাকে বিচার বিশ্লেষণ করে এই বোর্ডকে বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী দিতে হবে। তারপর

কোন্ ছেলে পরীক্ষা দেবে এবং কোন্ ছেলে পরীক্ষা দেবে না সেই সম্পর্কে এই পর্ষৎকে কাজ করতে হবে ২৭ ধারার ২ উপধারার (১) আইটেম অনুযায়ী, সেখানে বলছে—

"In accordance with such regulations as may be made in this behalf to grant permission to candidates to appear at examinations instituted by the Board and to refuse or withdraw such permission if it thinks fit......Mudaliar Commission."

১ লক্ষ পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েকে দেখে কাকে পার্মিশন দেওয়া হবে আর কাকে পার্মিশন দেওয়া হবে না সেটা দেখবার ভারও এই পর্ষতের উপর দেওয়া হচ্ছে। পর্ষৎ সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন বলেছেন এবং মন্ত্রীমহাশয়ও বললেন, তাঁর রচিত পুরাণো পর্ষৎ যে বাতিল হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য করে নাকি তারা বলেছিলেন যে কোন কোন স্টেটএ দেখা যাচ্ছে যে খুব আনউইলিং মেম্বার নিয়ে পর্ষৎ তৈরি হয়েছে বলে সে পর্ষৎ কিছুতেই কার্যকরী হতে পারে না। আমার প্রশ্ন মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে ২৭ জন নিয়ে এই যে পর্ষৎ সেই পর্ষতের পক্ষে প্রতিটি বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী বিবেচনা করা এবং প্রত্যেকটি পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা আছে কিনা তা বিবেচনা করার সময় বা সুযোগ পর্ষতের আছে কি এবং থাকলেও এইজন্য পর্ষতের মূল্যবান সময় ব্যয় করা উচিত কিনা সে সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় ভেবে দেখেছেন কি? অবশ্য মন্ত্রীমহাশয় যখন এ্যাক্ট অব ১৯৫০ করেছিলেন তখন বলতে হবে যে তিনি বিজ্ঞতর ছিলেন এবং তাঁর ধারণা ছিল অন্য রকম। সেইজন্য এ্যাক্ট অব ১৯৫০তে মুদালিয়র কমিশনএর সুপারিশকে অনেকটা কার্যকরী করা হয়েছিল। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন যে পলিসি মেকিংটা থাকবে বোর্ডের হাতে সেই অনুযায়ী ১৯৫০র এ্যাক্টএ পলিসি মেকিংটা বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৫০র এ্যাক্টএ ছিল যে সেই পলিসিকে কার্যকরী করবে এক্জিকিউটিভ ফাংসন অব দি বোর্ড। মুদালিয়র কমিশন সেই জায়গায় বলেছিল যে এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলএর দরকার নেই বরং সেই এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলএর পরিবর্তে তাকে কার্যকরী করবে ডিরেক্টর অব এডুকেশন কিন্তু ১৯৫০এর ৩৬ ধারাতে যেখানে পাওয়ার্স অব দি বোর্ড বলা হয়েছে সেখানে (এ) থেকে (কিউ) পর্যন্ত নানারকম ক্ষমতার তালিকা এখানে দেওয়া আছে। কিন্তু সমস্ত ক্ষমতাগুলি হচ্ছে—টু মেক রেগুলেশনস—যেমন আমি দু' তিনটা প'ড়ে—মন্ত্রীমহাশয়কে এ সম্পর্কে অবহিত হ'তে বলি—

"in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power the Board may prescribe by regulations the procedure to be followed by the Executive Council in granting, withholding and withdrawing recognition."

কাজেই রেকগনিশন দেবার যে নীতি সেই নীতিটা বোর্ড নির্ধারণ করবে, কিন্তু সেই নীতিকে কার্যে পরিণত করবার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলকে। সেই রকম—

prescribe by regulation the conditions which shall govern the admission of students to and the transfer of students to and from high schools, make regulations for the institution, holding and controlling of such examinations—

এই রকম করে অন্য যেসমস্ত রেগুলেশন করবার ভার ১৯৫০ সালের আইন অনুযায়ী এই বোর্ডকে দেওয়া ছিল তাকে কার্যে পরিণত করবার দায়িত্ব ছিল এক্জিকিউটিভ কাউন্সিল অব দি বোর্ডএর উপর। কিন্তু এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলে মাত্র ১৭ জন সদস্য ছিলেন। এই ১৭ জন সদস্য এক্জিকিউটিভ কাউন্সিল থেকে এক্জিকিউটিভ পাওয়ার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আজকে দেখা যাচ্ছে—সেই এক্জিকিউটিভ পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে বোর্ডএর হাতে, যে বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ২৭। কাজেই বোর্ডের নীতি নির্ধারণ করবার কথা যখন মুদালিয়র কমিশন বলেছেন তখন তার যৌক্তিকতা বুঝতে পারি, কিন্তু বোর্ডের হাতে এ কেন দেওয়া হ'ল তা বুঝতে পারি না। যদি বোর্ডের হাতে প্রত্যেকটা রেকগনিশন কেস দেখাবার ভার পড়ে তাহলে সহজেই বুঝতে পারব যে এই ২৭ জনের ১৭ জন নিয়ে যে এক্জিকিউটিভ কাউন্সিল ছিল তার জায়গায় আজকে সমস্ত বিদ্যালয়ের অবস্থা বিচার ক'রে দেখতে গেলে এই ২৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যে বোর্ড তার পক্ষে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের অবস্থা বিচার করে মঞ্জুরী দিতে কত বছর কেটে যাবে তার ধারণা করতে পারবেন। এটায় মনে হয় মন্ত্রীমহাশয় মুদালিয়র কমিশনের এ সম্পর্কে যেসমস্ত

সুপারিশ আছে তা মোটেই বুঝতে পারেন নি এবং সেইজন্য এক্জিকিউটিভ এবং পলিসি মেকিং এই দুটোতে তালগোল পাকিয়ে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে দেখা যায়, আজ ফর দি ফার্স্ট ক্লজ ২৭(১) তাতে আছে—

"It shall be the duty of the Board to advise the State Government on all matters relating to Secondary Education referred to it by the State Government."

এ সম্পর্কে মন্ত্রীমহাশয় একটা বিলাতী আইনের প্রতি নজর রেখে এই আইন রচনা করেছেন, এবং এই আইনের যুক্তি হিসাবে তিনি বলেছেন—এ্যাক্ট অব ১৯৪৪। তাহলে নিশ্চয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন যে এখানকার অবস্থায় 'রেফার্ড টু ইট বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট' এটা বলে যে পজিশন নিচ্ছেন সেই পজিশন ইংলন্ডের কন্সালটেটিভ কমিটিগুলোর ছিল ১৯৪৪ সালের আইনের আগে বিলাতে যে প্রকার কন্সালটেটিভ কমিটি ছিল সেই কন্সালটেটিভ কমিটি নিজের দায়িত্বে কোন রকম পরামর্শ সরকারকে দিতে পারত না। যেখানে সরকার যেগুলোর জন্য তাদের কাছে পরামর্শ চাইতেন শুধু সেইগুলোতেই কন্সালটেটিভ কমিটির পরামর্শ দেবার ক্ষমতা ছিল হ্যাডো কমিটির যে রিপোর্ট, সেই হ্যাডো কমিটির কাছে ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড প্ল্যানিংএর জন্য রেফার করা হয়েছিল ব'লে হ্যাডো কমিটি ঐরকম যুগান্তকারী সুপারিশ তখনকার সরকারের সামনে রাখতে পেরেছিলেন। বর্তমানে কন্সালটেটিভ কমিটির ক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কন্সালটেটিভ কমিটি আগে শুধু পরামর্শ দিতে পারতেন যেসমস্ত ব্যাপার তাঁদের কাছে পরামর্শের জন্য যেত, এখন সেখানে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে-কোন মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে সে পরামর্শ দিতে চায় সেই সম্পর্কে কন্সালটেটিভ কমিটি সরকারকে পরামর্শ দিতে পারবে। এতটা জোর তার হয়েছে।

[12-55—1-7 p.m.]

ইংলন্ডে শিক্ষার এই বিরাট নীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনটাকে ইংলন্ডের শিক্ষাবিদরা স্বীকার করেছেন। এখানে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের অবগতির জন্য আবার পড়ে শোনাচ্ছি। ইংলন্ডের এডুকেশন এ্যাক্ট অব ১৯৪৪ তার ৮এর পৃষ্ঠায় আছে—

"A further check is imposed upon the Minister by section 4 which provides for two Central Advisory Councils for Education—one for England and one for Wales and Manmouthshire. The duty of these Councils is to advise the Minister upon such matters connected with educational theory and practice as they think fit and upon any questions referred to them by him" এই 'as they think fit' এই শব্দগুলো ইটালিকসে লিখেছেন the vitally important words in this clause are those which I have italicised "as they think fit" and there was previously as part of the machinery of the Board of Education a Consultative Committee to which President could and did refer matters for detailed enquiry and report and some exceedingly valuable reports resulted from the investigations of this Committee. But it had no power to conduct enquiries on its own initiative. The new Councils have this power and provided they are composed of men and women of independent mind with courage and convictions, they should be not only of the greatest assistance to the Minister but also an effective deterrent to arbitrary or irresponsible action on his part".

এটা মন্ত্রীমহাশয়ের স্বেচ্ছাচারিতার উপর মস্তবড় চেক হতে পারে আর একটা হচ্ছে—

If some mad man comes into power, how to check him—

কি কি চেক দেওয়া হয়েছে তা একটা মস্তবড় জিনিস। কন্সালটেশনএর ব্যাপারে সরকার যে যে ব্যাপারে পরামর্শ চান সেই ব্যাপারে সীমাবদ্ধ না রেখে যে ব্যাপারে সেই কমিটি মনে করে যে সরকার যে পথে এগিয়ে যাচ্ছেন সেটা ঠিক নয়, সেখানে সে পরামর্শ দিতে পারবে। সেখানে শিক্ষা আইনে এটার সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'ইট ইজ এ গ্রেট ডেটারেন্ট' অর্থাৎ সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার উপর এটা একটা মস্তবড় প্রতিবন্ধক হবে। কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি এ্যাক্ট অব

১৯৪৪এর আগে কন্সালটেটিভ কমিটির যে পাওয়ার ছিল যে শুধু যে ব্যাপারে সরকার তাদের কাছে পরামর্শ চাইবেন সেই ব্যাপারেই তারা পরামর্শ দিতে পারবে—সেটা লিপিবন্ধ করে রেখেছেন ২৭(১)তে। কাজেই এখানে শ্রীযুক্তা অনিলা দেবীর যে এ্যামেন্ডমেন্ট আছে ২৭(১) সম্পর্কে—সেটা সমর্থন করে বলছি যে ঐ যে 'রেফার্ড টু ইট বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট'এর পরে যোগ করা হউক—

"and while the State Government shall not act in this respect without prior consultation with the Board, the advice of the Board on all such matters shall be binding on the State Government."

ঐ শব্দগুলো যোগ করে দিলে রাজ্যসরকার সেকেন্ডারী বোর্ডের পরামর্শ না নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন না। অন্তত মাধ্যমিক শিক্ষাজগতে এইরকম ব্যবস্থা করতে গেলে পর এই সংশোধন গৃহীত হ'লে মাধ্যমিক পর্ষদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের যে পরামর্শ সেই পরামর্শ গ্রহণ করা এবং পালন করা সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে। এই মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে এটা শিক্ষক সমাজের মত বলে নয়, এ সম্পর্কে দে-কমিশন কি বলেছেন এবং মুদালিয়র কমিশনই বা কি বলেছেন তা বিবেচনা করে দেখার দরকার আছে। মুদালিয়র কমিশন কি বলেছেন তার কথা অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন। তার পুনরাবৃত্তি করব না।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, it is already 1 o'clock. He will take some more time; he is the principal speaker on this side.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I want to know from Professor Bhattacharyya whether he referred to the Mudaliar Commission or the Dey Commission.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: So far as functions are concerned, I referred to the Dey Commission.

Sj. Satya Priya Roy:

(জে)তে বিভিন্ন তালিকার প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। (জে)তে বলেছেন—

generally to advise the Government on all matters pertaining to Secondary Education.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, it is more than 1 p.m., and we would request you to adjourn now.

Mr. Chairman: Let Mr. Satya Priya Roy finish his speech.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I will take some time as I will have to discuss this with reference to University Commission Report, Mudaliar Commission and the Dey Commission.

Mr. Chairman: Please try to finish as quickly as you can.

Sj. Satya Priya Roy:

এই ধারাতে যা আছে তার প্রতি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—জেনারেলি টু এ্যাড-ভাইস দি গভর্নমেন্ট যেটা হচ্ছে রেসিডুয়ারি পাওয়ার যখন দুটো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ঠিক করতে হয় ফেডারেল স্টেটএর কনস্টিটিউশনএ নির্দিষ্ট ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। বাকি ক্ষমতাগুলি কার কাছে থাকবে। রেসিডুয়ারি পাওয়ার সোজাসুজি দে-কমিশন দিয়েছেন বোর্ডের কাছে। (জে) আইটেমগুলিতে—

"generally to advise the Government on all matters pertaining to secondary education এবং (j)সম্পর্কে বলা আছে while in respect of the items (f), (g), (h), (i), (j), the Government will act according to the advice given by the Board."

কাজেই দে-কমিশন পরিষ্কার বলতে চেয়েছেন যে সরকারকে কাজ করতে হবে, বোর্ড যে পরামর্শ দিয়েছে সেই পরামর্শ অনুযায়ী। সেই পরামর্শকে শুধু রূপায়িত করবার জন্য দায়িত্ব থাকবে সরকারের।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: It is advice and not order.

Sj. Satya Priya Roy: Advice means order. British King's advisors are the Ministers.

এটা নূতন করে মন্ত্রীমহাশয়ের কিছু বলার নেই। রাজার উপদেষ্টা মন্ত্রীরা, সেই এ্যাডভাইসএর অর্থ কি এখানে সেটা সমস্ত বলে দেওয়া হয়েছে পেজ ৩৮তে—

"in respect of items (a), (b), (c), (d) and (e), Government will take the views of the Board into consideration. In respect of the items (f), (g), (h), (i), (j), the Government will act according to the advice given by the Board." That is taken absolutely from the British Constitution. And the King acts according to the advice of the Ministers......Government will act according to the advice of the Board."

এরমধ্যে 'জে' থাকাতে—'জে' হচ্ছে রেসিডুয়ারি যে ক্ষমতাগুলি সরকারের হাতে দেওয়া হয়েছে সেগুলি সরকার করবে, যেগুলি মধ্যশিক্ষা পর্যন্তকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেগুলি মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ করবে। এই তালিকার মধ্যে যেগুলি স্থান পায় নি সেই সমস্ত ক্ষমতা এই সেকেন্ডারী বোর্ডের কাছে যাবে এবং সেকেন্ডারী বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী সেইসব ক্ষেত্রে মন্ত্রীমহাশয়কে কাজ করতে হবে এটা দে-কমিশনের রেকমেন্ডেশন। মুদালিয়র কমিশন সম্পর্কে উনি বলেছেন—আমি প্রথমে যখন বিলের নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তখন বলেছিলাম এটা যদি এ্যাডভাইসরি বোর্ড হিসাবে মুদালিয়র কমিশন মনে করে থাকেন তাহলে আবার ১৮৩ পৃষ্ঠায় কেন বলেছেন প্রভিন্সিয়াল এ্যাডভাইসরি বোর্ডস?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: You cannot understand, that is the difficulty.

Sj. Satya Priya Roy:

আপনি বুঝেছেন, তা হলেই হবে, আমাদের একটু বুঝিয়ে দিলে আমরা খুশি হব। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে বেশি ভাবেন এবং বুঝার চেষ্টা করেন। কাজেই আপনার কাছ থেকে কিছু আলো পেতে পারি কিনা দেখব।

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Sir, we request that the House be adjourned now.

Mr. Chairman: I would like Mr. Roy to finish this particular point.

Sj. Satya Priya Roy:

আমি, স্যার, পরের দিন শেষ করে দেব, ওয়াটার টাইট কিছু নেই, লেট আস স্টপ হিয়ার।

Mr. Chairman: Before we adjourn, I suggest that on Monday I intend to take two sessions, in the morning from 9-30 to 12 and in the afternoon from 3.p.m. I would invite the members to lunch with me on Monday, because it is a very important Bill and we ought to finish it on that day. The House stands adjourned till 9-30 a.m. on Monday, the 23rd December, 1957.

Adjournment

The Council was then adjourned at 1-07 p.m. till 9-30 a.m. on Monday, the 23rd December, 1957, at the Legislative Building, Calcutta.

Members absent

Bagchi, Dr. Narendranath.
Banerjee, Dr. Sambhu Nath.
Banerjee, Sj. Tara Sankar.
Basu, Sj. Gurugobinda.
Chakrabarty, Dr. Monindra Mohan.
Chatterjea, Sj. Devaprasad.
Chattopadhyay, Sj. K. P.
Dutt, Sjta. Labanyaprova.
Ghose, Sj. Bibhuti Bhusan.
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra.
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath.
Maliah, Sj. Pashupati Nath.
Mohammad Jan, Janab Shaikh.
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath.
Musharruf Hossain, Janab.
Roy, Sj. Surendra Kumar.
Saraogi, Sj. Pannalal.
Sarkar, Sj. Pranabeswar.
Sen, Sj. Jimut Bahan.
Sinha, Sj. Rabindralal.

COUNCIL DEBATES

Monday, the 23rd December, 1957.

THE COUNCIL met in the Legislative Chamber of the Legislative Buildings, Calcutta, on Monday, the 23rd December, 1957, at 9-30 a.m. being the Fifteenth-day of the Thirteenth Session, under the Constitution of India.

Mr. Chairman (The Hon'ble Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI) was in the Chair.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957

Clause 27.

[9-30—9-40 a.m.]

Mr. Chairman: Sj. Roy, will you kindly conclude your speech?

Sj. Satya Priya Roy:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর আগে আমি সেদিন বলেছিলাম যে, বোর্ড অব সেকেন্ডারি কমিশন সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন যে তাঁদের উপদেষ্টা সংস্থা হিসেবে চিন্তা করেন নি তা পরিষ্কার প্রমাণ হয়েছে। এই কমিশন রিপোর্ট'এর ১৩৮ পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে যে, মুদালিয়র কমিশন প্রভিন্সিয়াল অ্যাডভাইসরি বোর্ড'এর সুপারিশ করেছেন। কাজেই এই বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশনএ যদি উপদেষ্টা সংস্থা হিসেবে পরিকল্পিত হয়ে থাকত তা হ'লে তার পাশাপাশি ১৮৩তে আবার প্রভিন্সিয়াল অ্যাডভাইসরি বোর্ড'এর কথা কিছুতেই মুদালিয়র কমিশন বলতে পারতেন না। এই প্রভিন্সিয়াল অ্যাডভাইসরি বোর্ড'এর গঠন এবং বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশনএর গঠনের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আছে। এবং অ্যাডভাইসরি বোর্ড আরও অনেক উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার সুপারিশ মুদালিয়র কমিশন করেছিলেন। সেই সুপারিশ কি, আমি মন্ত্রিমহাশয়ের অবগতির জন্য পড়ে শুনাচ্ছি—

The Provincial Advisory Board may function on line similar to the Central Advisory Board of Education and should be composed of representatives of the teaching profession, the Universities, Managements of high schools and higher secondary schools, Heads of Departments dealing with different spheres of education, representatives of industry, trade and commerce and the legislature and the general public.

কাজেই গণতান্ত্রিক উদার ভিত্তিতে এই অ্যাডভাইসরি বোর্ড বা উপদেষ্টা সংস্থা গঠন করবার সুপারিশ মুদালিয়র কমিশন করেছিল। এটা নিশ্চয় এই বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন যা আইনগতভাবে তার যেসমস্ত ক্ষমতা থাকবে তা দিয়ে রচিত হবে। মন্ত্রিমহাশয় আমাকে বলেছিলেন যে, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। আমি হয়ত বুঝতে পারি নি, কিন্তু এই ব্যাপারে সিন্ডিকেট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যা ইতিমধ্যে শিক্ষাদপ্তরে এসে পৌঁছিয়ে গিয়েছে এবং যে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয় ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি সেগুলি বিবেচনা ক'রে দেখবেন এবং প্রয়োজনমত সে সিদ্ধান্তগুলিকে এই আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেবেন। সেই সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত এই অ্যাডভাইসরি বোর্ড'এর কথা বলা হচ্ছে। সেই সিন্ডিকেটের যে মন্তব্য এই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎগুলি সম্পর্কে যা মন্ত্রিমহাশয়ের দপ্তরে এসে পৌঁছিয়েছে তার থেকে আমি উদ্ধৃত ক'রে শুনাচ্ছি—

It was recognised by the Mudaliar Commission that there should be Provincial Advisory Boards to advise the Government in all matters pertaining to education. No such Board is contemplated in the proposed Bill. We

suggest the inclusion of provision for the constitution of such a Board which is indispensable in an era of development as plans for development should be first scrutinised by a representative Board of this type before being examined either by the Committees of the Secondary Education Board or by the Government itself.

কাজেই এইরকম উদার ভিত্তিতে একটা অ্যাডভাইসরি বোর্ড স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে সেখানে জাতীয় জীবনের সমস্ত মত প্রতিফলিত হতে পারে। এবং এই বিল আনার আগে এইরকম একটা অ্যাডভাইসরি বোর্ডএর মতন যদি মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করতেন এবং সেই অ্যাডভাইসরি বোর্ডএর মাধ্যমে বিচার বিবেচনার পর যদি বিল এখানে আনতেন তা হ'লে আমার মনে হয় এই বিল সম্পর্কে যেসমস্ত বিতর্ক দেখা দিয়েছে, যে তীব্র বিরোধিতা দেখা দিয়েছে তার কোন অবকাশ থাকত না। আশা করি মন্ত্রিমহাশয় ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি এবং কলেজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন এই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিল সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা বিবেচনা ক'রে দেখেছেন বা দেখবেন। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং শিক্ষক সমিতি শিক্ষাবিদ্‌গণের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। এই দাবিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না এবং তাঁরা বার্ষিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন যে, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিল অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। এবং অবিলম্বে প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া উচিত। এবং নতুন বিল রচনা ক'রে শিক্ষাবিদ্‌দের সামনে রেখে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তারপর এই মধ্যশিক্ষা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই আইন প্রণয়নে সরকারের উদ্যোগী হওয়া উচিত। কাজেই প্রথম ২৭এর (১) উপধারাতে যে ক্ষমতা এই বোর্ডকে দেওয়া হচ্ছে সে ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পর্ষদের পক্ষে বাস্তবিক মধ্যশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের বা উন্নয়নের কিছু করা সম্ভবপর নয়। বাস্তবিক বলতে হবে পর্ষৎকে অতিক্রম ক'রে গিয়ে পর্ষৎকে কোনরকম পরামর্শ না ক'রেই সরকার শিক্ষা সম্পর্কে সমস্ত কর্তৃত্ব পরিচালনা করতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যেই ২৭এর (১) উপধারা রচিত হয়েছে। এবং তা হচ্ছে

> "it shall be the duty of the Board to advise the State Government on all matters relating to secondary education referred to it by the State Government."

এ সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনের মন্তব্য এবং দে কমিশনের মন্তব্য আমি মন্ত্রিমহাশয়ের অবগতির জন্য পড়ে শুনাচ্ছি। অবশ্য মুদালিয়র কমিশন এক হাতে রেখে এবং দে কমিশন আর এক হাতে রাখলে হয়ত মন্ত্রিমহাশয় কিছু যুক্তি পাবেন কারণ ফাংকশন অব দি বোর্ড বলতে গিয়ে মুদালিয়র কমিশন বলেছেন—

The Board will be generally responsible for the following matters.

এই সমস্ত ব্যাপারেতে বোর্ডএর দায়িত্ব থাকবে, উপদেশ দেবে, শুধু তাই নয়—উপদেশ দিয়ে তার কর্তব্য শেষ করবে তাই নয়। তালিকাতে যেসমস্ত বিষয়গুলি উল্লেখ রয়েছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আসবে বোর্ডএর। কিন্তু সেখানে অবশ্য তালিকার ৬ নম্বর আইটেমএতে বলা আছে—

generally to advise the Director of Education when required on all matters pertaining to Secondary Education.

এখানে অবশ্য আছে হোয়েন রিকোয়ার্ড যখন প্রয়োজন হবে তখন ডাইরেক্টর অব এডুকেশন সে বিষয়ে পরামর্শ দেবার দায়িত্ব এই পর্ষদের থাকবে। কিন্তু এর আগেতে অ্যাক্টএর ১, ২, ৩, ৪ বা ৫ এখানে যেসমস্ত ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে সে ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বোর্ডএর থাকবে। এই ৬ নম্বর ধারা থাকা সত্ত্বেও দে কমিশন পর্ষদের ক্ষমতা সম্পর্কে এই ধারার যা পরিবর্তন করেছেন—বিশেষ ক'রে দে কমিশনেতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মুদালিয়র কমিশনের যিনি সম্পাদক ছিলেন এবং শিক্ষাবিদ্‌ যিনি শ্রীঅনাথনাথ বসু মহাশয়, যিনি এখন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ হয়ে যোগ দিয়েছেন তিনিও দে কমিশনের সদস্য ছিলেন এবং মুদালিয়র কমিশনের সমস্ত সুপারিশ সম্পর্কে নিশ্চয়ই তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল এবং মুদালিয়র কমিশনে যেখানে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক রাজ্যে তার অবস্থানিক পরিবর্তন সুপারিশগুলি ক'রে তারা নেবে—এই মুদালিয়র কমিশন যেসব

সুপারিশ করেছেন তা প্রত্যেক রাজ্য তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন ক'রে নিতে পারবে। এই সুপারিশের কথা মনে রেখে দে কমিশন এই সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সেটাই আমাদের বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে। ৩৮ পৃষ্ঠায় দিয়েছে যেখানে মুদালিয়র কমিশন ৬ নম্বর ধারায় যেকথা বলেছেন তারই উল্লেখ করতে গিয়ে দে কমিশন বলছে যে,

generally to advise the Government on all matters pertaining to Secondary Education.

এখানে কোনরকম শর্ত দিয়ে কণ্টকিত করা হয় নি। বোর্ডকে মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে পরামর্শ দেবার দায়িত্ব এবং অধিকার মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকে দেবার সুপারিশ দে কমিশন করেছেন।

[9-40—9-50 a.m.]

The Government will act according to the advise given by the Board.

এবং (জ) সম্পর্কে এই মন্তব্য দে কমিশন করেছেন যে—

generally to advise the Government on all matters pertaining to Secondary Education.

কাজেই শ্রীযুক্তা অনিলা দেবী এখানে যে সংশোধন প্রস্তাব এনেছেন—

> "while the State Government shall not act in this respect without prior consultation with the Board the advice of the Board on all such matters shall be binding on the State Government."

শ্রীযুক্তা অনিলা দেবীর এই যে সংশোধনী এটা দে কমিশন যে সুপারিশ করেছেন, সেই সুপারিশের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। সেদিক থেকে এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় দে কমিশনের এই সুপারিশ বাস্তবিক যদি মানতে চান, দে কমিশনের সুপারিশের সত্যই যদি মূল্য দিতে চান, তা হ'লে শ্রীযুক্তা অনিলা দেবীর এই সংশোধনী তাঁকে গ্রহণ করতে হয়।

তারপর বোর্ডের অধিকার সম্পর্কে খসড়া বিলে যেসমস্ত ধারা সংযোজিত হয়েছে, সেগুলো বিচার করলে দেখতে পাব যে, তার মধ্যে এমন সব ত্রুটি ও অস্পষ্টতা রয়ে গেছে যার ভেতর দিয়ে পর্ষতের কাজ করা কখনও সম্ভব হবে না যদি না সরকার পরবর্তী অধিবেশনে নানারকম সংশোধনী এনে উপস্থিত করেন। যেমন ২৭(২) এবং (এ), যেখানে বলা হচ্ছে এই বোর্ড রেকগনিশন সম্পর্কে বিদ্যালয়কে অভিজ্ঞতা, স্বীকৃতি বা মঞ্জুরি দিতে পারবেন

after considering the recommendations of the Recognition Committee.

রেকগনিশন কমিটি যে সুপারিশ করেছেন সেই সম্পর্কে বিবেচনা ক'রে তারপর ইচ্ছা করলে পর্ষৎ সেই বিদ্যালয়গুলিকে অভিজ্ঞতা, স্বীকৃতি বা মঞ্জুরি দিতে পারেন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। এখানে রেকগনিশন কমিটি সম্পর্কে আলোচনা করবার সময় বলেছিলাম যে, রেকগনিশন কমিটি সম্পর্কে খসড়া বিলের ভাষা কিছু ত্রুটিপূর্ণ ব'লে মনে হয়। সেখানে লেখা আছে—

> "recognition by the Board shall not be accorded to any institution except on the recommendation of the Recognition Committee."

এর ইংরেজী ভাষার সূক্ষ্ম অর্থ একেবারেই বোধগম্য হচ্ছে না। আমার মনে হয় দুটোর মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে, বিরোধ আছে। এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যদি সুপারিশ না করেন রেকগনিশন কমিটি, তা হ'লে বোর্ড কোন বিদ্যালয়কেই রেকগনিশন দিতে পারবেন না। আমার মনে হয় মন্ত্রিমহাশয়—এই সম্পর্কে আমার যে সন্দেহ জেগেছে, তাঁর উত্তরে সে সন্দেহ তিনি নিরসন করবার চেষ্টা করবেন। আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি ১৯(৪) ধারার প্রতি আকর্ষণ করছি।

> "the recognition by the Board shall not be accorded to any institution except on the recommendation of the Recognition Committee."

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, have we not disposed of clause 19?

Sj. Satya Priya Roy: I only refer to this to show the contradiction between 19(4) and 27(2)(a).
তারা পরস্পরবিরোধী। ওখানে বলা হয়েছে, রেকগনিশন কমিটির সুপারিশ ছাড়া কোন বিদ্যালয়কে অভিজ্ঞতা, স্বীকৃতি বা মঞ্জুরি দেওয়া বোর্ডের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আবার এখানে বলা হচ্ছে
After considering the recommendation.
তার সুপারিশ বিবেচনা ক'রে তারপর ইচ্ছা করলে বিদ্যালয়কে বোর্ড স্বীকৃতি বা মঞ্জুরি দিতে পারবেন—রেকগনিশন কমিটির সুপারিশের বিপক্ষেও। এই দুটি ব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর অসংগতি রয়েছে ব'লে আমি মনে করি।

দ্বিতীয়ত, রেকগনিশন শব্দটার অর্থ কি? কোথাও তার কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। পুরানো আইনে তার প্রচুর সংজ্ঞা দেওয়া ছিল। সেখানে বলা ছিল যে

> "Recognition means permission to present candidates for the School Final Examination or for any other examination instituted by the Board."

বোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত যে-কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হবার জন্য ছাত্র পাঠাবার যে অনুমতি সেটা হচ্ছে রেকগনিশন। সেখানে আরও অর্থ দেওয়া ছিল। রেকগনিশন অর্থে কতকগুলি সুযোগসুবিধা দেওয়ার বিষয়ও আছে। যদি কোন রেকগনাইজড স্কুলে ছাত্র না পড়ে তা হ'লে তাকে কোন স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে না বা কোন স্কলারশিপ ইত্যাদি পেতে পারবে না। এখানে ২৭ ধারায় এর কোন সংজ্ঞা নাই। রেকগনিশন বলতে কি বোঝায়, তার কি সুযোগসুবিধা, কি কি তার অধিকার, কি তার দায়িত্ব, সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ এই রেকগনিশন ব্যবস্থার মধ্যে নাই।

এই যে রেকগনিশন দেবার অধিকার বোর্ডকে দেওয়া হচ্ছে, এই রেকগনিশন দিতে হ'লে পর্ষৎকে বিদ্যালয়গুলি থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বিদ্যালয়গুলি কি অবস্থায় চলছে, তার শিক্ষার মান কি ইত্যাদি, তাদের যেসমস্ত আইনকানুন ক'রে দেওয়া আছে, তারা সেগুলি পালন করছে কিনা, সেগুলি দেখবার একটা ক্ষমতা এই পর্ষতের না থাকলে বা সেই-সমস্ত তথ্য সরকারী দপ্তর থেকে সংগ্রহ করবার কোন ক্ষমতা যদি পর্ষতের না থাকে, তা হ'লে কোন্ সংবাদের ভিত্তিতে সেই রেকগনিশনএর সুপারিশ হবে? অথবা এই বোর্ড কিভাবে রেকগনিশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলিকে অভিজ্ঞতা, স্বীকৃতি বা মঞ্জুরি দেবেন তা আমি বুঝতে পারছি না। এখানে কোথাও সে সম্বন্ধে কোন ধারা নাই যেখানে পর্ষৎ সরকারের কাছ থেকে বা বিদ্যালয়গুলির কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এখানে কোন ব্যবস্থা নাই যাতে বিদ্যালয়গুলি ঠিকমত কাজ করছে কিনা—তা তদন্ত করবার কোন অধিকার পর্ষতের আছে বলে কোন উল্লেখও নাই। সেই সেইজন্য শ্রীযুক্তা অনিলা দেবী এখানে যে সংশোধনী এনেছেন, সেই সম্পর্কে আমি বলছি ও সে সংশোধনী আমি সমর্থন করছি।

সংশোধনী ১৭৯। সেখানে (এম) এবং (এন) এই দুটো ধারা সংযোজিত করবার সুপারিশ করা হয়েছে। একটায় বলা হয়েছে—
"to supervise the administration of Secondary Schools by means of inspection and the issue of directions".
এটা যদি না করেন, স্কুলগুলি তদন্ত করবার যদি কোন ক্ষমতা না থাকে, স্কুলগুলির উপর কোন অধিকার না থাকে তা হ'লে স্কুলগুলিকে পর্ষৎ কি ক'রে মঞ্জুরি দেবেন বা স্বীকৃতি দিতে পারবেন? এই অধিকার পর্ষতের থাকা নিতান্ত প্রয়োজন আছে। কারণ তা না থাকলে পর্ষৎকে কাজ করতে হবে অন্ধ হিসেবে, বধির হিসেবে। বিদ্যালয়গুলির মঞ্জুরি সম্পর্কে

যা কিছু বোঝবার ও জানবার আছে, তা তাদের বুঝতে হবে, শুধু সরকারী ইন্সপেক্টররা যে রিপোর্ট দেবেন, তার মাধ্যমে। সেই রিপোর্ট তাঁরা দেবেন কিনা, সেই রিপোর্ট দেবার জন্য, বাধ্য করবার জন্য কোন ব্যবস্থা এই খসড়া বিলের মধ্যে নাই। কাজেই এখানে পর্যন্তের সেই অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা এই খসড়া বিলের মধ্যে থাকা উচিত ব'লে আমি মনে করি।

তারপর সিলেবাস সম্পর্কে ২৭(২)(সি), সেখানে জগন্নাথ কোলে মহাশয় একটা সংশোধনী এনেছেন। সেই সংশোধনীতে অবস্থা যে আরও খারাপ হয়েছে, সেটা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

[9-50—10 a.m.]

এখানে জগন্নাথ কোলে মহাশয় একটা সংশোধনী এনেছেন, সেই সংশোধনীর যে প্রস্তাব সেটা থেকে বোঝা যায়, যিনি বিলের রচয়িতা তিনি বুঝতে পারছেন না যে, কোর্স ও সিলেবাস এক নয়। কোর্স সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশন যা আভাস দিয়েছেন তার একটা হচ্ছে হিউ-ম্যানিটিজ, একটা হচ্ছে এগ্রিকালচার, একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল, একটা কমার্স এই রকম সে পাঠের ধারা। আর সিলেবাস হচ্ছে সেই পাঠের ধারার সম্বন্ধে যে নির্ধারণ—এগুলি হচ্ছে শিক্ষাবিজ্ঞানের কথা। এই শিক্ষাবিজ্ঞানের কথাগুলি বিলের রচয়িতার জানার কথা নয়, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করলেই তিনি জানতে পারতেন যে সিলেবাস, কোর্স এবং কারিকিউলাম কি জিনিস। এই বিলের আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই ২৭ ধারায় সিলেবাসএর সঙ্গে "অ্যান্ড কোর্সেস অব স্টাডি" যোগ ক'রে দেবার জন্য শ্রীজগন্নাথ কোলে মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন এটা যদি গ্রহণ করা হয় তা হ'লে আগে যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি থাকে না। সিলেবাস কমিটির কোথাও কোর্স শব্দটির উল্লেখ নাই। কোর্স সম্বন্ধে কোথায় কি বিধান হবে তা বলবার কোন অধিকার সিলেবাস কমিটিকে দেওয়া হয় নাই। এ সম্পর্কে কোন সুপারিশ করবার অধিকার পর্যন্ত সিলেবাস কমিটিকে দেওয়া হয় নাই। অথচ এখানে বলা হচ্ছে, সিলেবাস কমিটির যে সুপারিশ সেই সুপারিশ বিবেচনা ক'রে কোর্স অব স্টাডি কি হবে তা নির্ধারিত হবে। ২০ ধারার (৩) উপ-ধারায় সিলেবাস কমিটিকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাতে যে ক্ষমতার উল্লেখ আছে সেটা পড়ে গেলে দেখি—

> "(a) to make recommendations to the Board about the syllabus of studies to be followed in recognised institutions."

(বি)তে বলেছেন—

> "to advise the Board about the books to be recommended for use in recognised institutions."

এবং (সি)তে বলেছেন—

> "to advise the Board about any matter relating to such syllabus as may be referred to it by the Board". কাজেই "relating to such syllabus and course of studies."

এ নাই। সিলেবাস শব্দটা যে কোর্স অব স্টাডি নয় তা সরকারপক্ষ থেকে শ্রীজগন্নাথ কোলে মহাশয়ের যে সংশোধনী আনা হয়েছে সেই সংশোধনী থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সিলেবাস অ্যান্ড কোর্স অব স্টাডিজ আলাদা। যদিও একের সঙ্গে অন্যের অঙ্গাঙ্গী আছে, কিন্তু এই দুটি শব্দ এক জিনিস নয়। কলেজে অধ্যাপনা ক'রে অধ্যাপক রায়চৌধুরীর শিক্ষা-বিজ্ঞানে যেসব জিনিস গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার ছিল। তাঁর অন্তত জানা উচিত ছিল যে, কোর্স অব স্টাডিজ হচ্ছে একটা পাঠধারা তার সঙ্গে সিলেবাসএর কোনই সম্বন্ধ নাই। পাঠধারা ঠিক করতে হ'লে প্রথমে ঠিক করতে হয় কারিকুলাম কি হবে সেটার সঙ্গে এই বিলের সিলেবাস কমিটির কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই আমি বলব শ্রীজগন্নাথ কোলে মহাশয়ের যে সংশোধনী সেই সংশোধনী গ্রহণ করলে বিলের সঙ্গতি রক্ষা হবে না, কেননা সিলেবাস কমিটির ক্ষমতা নাই কোর্সেস অব স্টাডি সম্পর্কে রেকমেন্ড করবার, অথচ এখানে বলা হচ্ছে কোর্স অব স্টাডি সম্পর্কে রেকমেন্ড করবার।

এমন, এখানে অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে সংশোধনীটা আছে সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। তাঁর সংশোধনী হচ্ছে—

"to undertake the preparation, publication and sale of text-books written by experts for use in recognised institutions on such terms as may be agreed upon by the Board on the one hand and the experts on the other."

অবশ্য এই সংশোধনীটার আক্ষরিক সমর্থন আমি করতে পারছি না। কিন্তু এ সম্পর্কে একটা সমস্যা আছে। সেই সমস্যার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক—ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন নিজেরাই প্রকাশিত করেন। অবশ্য নিজেরা স্বত্বাধিকারী—প্রকাশক অন্যান্য প্রকাশকদের দ্বারাও করিয়েছেন। আমাদের আজকে ঠিক করতে হবে পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং প্রকাশ যা চলছে সেটা চলতে দেওয়া হবে কিনা—অবশ্য এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। কিন্তু টেক্সট বুক পাবলিকেশন গভর্নমেন্টের হাতে গেলে তার যে কি অমর্যাদা হয় সে সম্বন্ধে আমরা দেখতে পেয়েছি কিশলয়ের ব্যাপারে যা নিয়ে তীব্র আলোচনা হয়েছে—এই পরিষদে এবং বিধানসভায়—

Mr. Chairman: Which section or sub-section of clause 27 you are speaking on?

Sj. Satya Priya Roy: (d) sub-section and particularly on amendment No. 176 in the name of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya.

কিশলয় সম্পর্কে আমাদের শিক্ষাবিদদের এই অভিমত যে, তার মান সম্পর্কে কোনরকম ধারণা নাই। অংস সম্পর্কে গণিত সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে যে, পাশাপাশি একেবারে অতি কঠিন প্রশ্ন তারপরেই অতি সহজ প্রশ্ন রয়েছে। এতে বোঝা যায়, পাঠ্যপুস্তক রচনা সম্বন্ধে রচনাকারীর কোনরকম ধারণা নাই। শুধু তাই নয় পাঠ্যপুস্তক যাতে ছাত্ররা সহজে পেতে পারে তার কোন ব্যবস্থা শিক্ষাদপ্তর থেকে আজ পর্যন্ত হয় নাই। তা যদি না হতে পারে, তা হ'লে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতের হাতে যে পাঠ্যপুস্তক রচনার অধিকার ছিল তা থাকা উচিত ব'লেই আমি মনে করি। কারণ ব্যক্তিগত মুনাফা যেখানে হতে পারে, তার চেয়ে যদি বোর্ডের হাতে থাকে যে বোর্ড শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, তার হাতে যদি পাঠ্যপুস্তক বিক্রয়ের অর্থ আসে তা হ'লে আমরা মনে করব যে, তাতে দেশের কল্যাণ হবে, শিক্ষার কল্যাণ হবে। এই আলোচনায় শ্রীহরেন্দ্র মজুমদার মহাশয় যে মন্তব্য করেছিলেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে তার সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই—

[10—10-10 a.m.]

সেটা হয়েছে, তিনি বলেছিলেন যে, এ, বি, টি এ-র স্বার্থ আছে এই পাবলিকেশন বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে। তিনি এ, বি, টি, এ-কে ভুল বুঝেছিলেন। এ, বি, টি, এ, একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা চ্যারিটেবল সোসাইটি অ্যাক্টএ রেজিস্টার্ড। এ, বি, টি, এ, কখনও মুনাফা করে না, লাভ করে না। এ, বি, টি, এ, প্রতি বছর দুঃস্থ শিক্ষকদের এবং মৃত শিক্ষকদের অসহায় পরিবারের জন্য দশ হাজার টাকা খরচ করে। অন্যান্য দেশে—চীনদেশে আমি গিয়েছিলাম, সেখানে দেখেছি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনএ খরচ করে। এ বাবত তাদের দ্বিগুণ টাকা দেওয়া হয় তাদের হাতে যাতে দুঃস্থ শিক্ষকদের সাহায্য করতে পারে। আজ পর্যন্ত হরেনবাবুর অবগতির জন্য বলছি যে, আজ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা সাহায্য করেছে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি দুঃস্থ শিক্ষকদের পরিবারকে—যে দায়িত্ব ছিল সরকারের, সে দায়িত্ব যথাসম্ভব এই নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি করেছে—ক্ষমতা তাদের যতই ক্ষুদ্র হোক। সে দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছিলেন।

Sj. Harendra Nath Mazumdar:

ইলেকশনএ তারা কত এক্সপেন্স করেছিল আপনার এবং অনিলা দেবীর জন্য?

Sj. Satya Priya Roy:

এ সম্বন্ধে, স্যার, ও'র বিশেষ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, ওখানে ইলেকশনএ তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। [হাস্য] এটা আপনি জানবেন যে, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে জানে। সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক হরেনবাবুদের মত হিতৈষীদের চক্রান্তেই বহু পূর্বেই নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত মুনাফা যারা করে তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার জন্য দুঃখ করি না। কাজেই এইটা ঠিক নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে প্রকাশের ভার দেওয়া হয়েছিল কিনা, সেটা বাস্তবিক তাদের স্বার্থে হচ্ছে কিনা, নাকি কারও বিশেষ স্বার্থে হচ্ছে—সেদিকে বিশেষ তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখার দরকার। তা সত্ত্বেও বোর্ডএর এখন টেক্সট বইগুলো প্রকাশ করবার যে অধিকার রয়েছে সেই অধিকার থেকে এখানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়েছে। বোর্ডকে সেই পূর্বের অধিকার দেবার জন্য অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে সংশোধনী তা ঠিক অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন না করলেও মোটামুটি কথা হ'ল এই যে, এই অধিকার পর্ষতের থাকা উচিত।

তারপর হচ্ছে (সি) উপধারা, ২৭ ধারার। আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। বলা হচ্ছে—

"(e) to make regulations for instituting the Secondary School Final Examination and for instituting such other examinations as the State Government may direct."

এখানে পুরানো আইনে যা ছিল সেই পুরানো আইনের ব্যবস্থা এ বিষয়ে অনেক বিজ্ঞানসম্মত। এখানে পরিষ্কার ব'লে দেওয়া হয়েছিল এই স্কুল ফাইন্যাল এক্সামিনেসন অথবা যে-কোন এক্সামিনেসন ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা এই বোর্ড করতে পারবে। এই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা, এনট্রান্স এক্সামিনেসন—কোয়ালিফায়িং এক্সামিনেসন হবে কিনা সে সম্পর্কে পুরানো যে আইন ১৯৫০ সালে ছিল তাতে পরিষ্কার ব্যবস্থা ছিল।

শুধু তাই নয়, এখানে আর একটা মস্ত বড় ত্রুটি হচ্ছে যে,

instituting such other examinations as the State Government may direct.

স্টেট গভর্নমেন্ট যে পরীক্ষার জন্য নির্দেশ দেবে সেই পরীক্ষা বোর্ডকে করতে হবে। অনেক সময় হয়ত দেখা যাবে যে, সরকারপক্ষ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই নির্দেশ এই আইনের বিরোধী, হয়ত দেখা যাবে যে, এমন পরীক্ষা প্রবর্তনের জন্য পর্ষতকে নির্দেশ দিয়েছে যে পরীক্ষা আইনের বলে পর্ষৎ নিতে পারে না, যা মাধ্যমিক শিক্ষার আওতার মধ্যে পড়ে না। তখন যদি স্টেট গভর্নমেন্ট নির্দেশ দিয়ে দেয় তা হ'লে পর্ষৎকে সেই পরীক্ষা প্রচলন করতে হবে। পুরানো ধারাতে ছিল যে, যেসমস্ত পরীক্ষা পর্ষৎ প্রয়োজনীয় মনে করবে সেই সমস্ত পরীক্ষার প্রবর্তন পর্ষৎ করতে পারবে। কাজেই এখানে গভর্নমেন্ট কতদূর ক্ষমতাপ্রমত্ত হয়ে পড়েছেন তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, পর্ষৎকে বলা হচ্ছে যে-কোন পরীক্ষার কথা স্টেট গভর্নমেন্ট বলুক না কেন সেই পরীক্ষা প্রচলন করতে হবে এই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকে। আমি বলি যে, এটা বিজ্ঞানসম্মত বা আইনসংগত নয় এবং অনেক জায়গায় হয়ত সরকারী নির্দেশের সঙ্গে আইনের প্রভিসনের বিরোধ বাধবে। কিন্তু বোর্ডের কর্তব্য কি হবে তা নির্ধারণ করা পর্ষতের পক্ষে ভয়ানক কঠিন হবে। এখানে বলা হচ্ছে যে-কোন পরীক্ষা স্টেট গভর্নমেন্ট ডাইরেক্ট করবে সেটা তাদের করতে হবে। যদি এখানে থাকত উইদিন দি প্রভিসনস অব দি অ্যাক্ট তা হ'লে হয়ত হোত। কিন্তু শুধু বলা হচ্ছে ইনস্টিটিউটিং এক্সামিনেসনস, পরীক্ষা প্রচলন করা। আরম্ভ ক'রে, হয়ত প্রচলন করা। আর একটা দেওয়া হচ্ছে পর্ষৎ এক্সামিনেসনস ইনস্টিটিউট করবে কিন্তু হোল্ডিং এবং কন্ট্রোলিং —যে দুটো শব্দ পুরানো আইনে আছে—শুধু প্রচলন নয়, পরীক্ষা কি ক'রে নেওয়া হবে, পরীক্ষা কি ক'রে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, সে সম্পর্কে আইন-কানুন রচনা করবে এই বোর্ড বাই রেগুলেশনস। এখানে এক্সামিনেসনস কমিটি সম্পর্কে যে ধারা আছে তার প্রতি আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২১(৩) ধারায় বলা আছে

"it shall be the duty of the committee to arrange for holding of examination instituted by the Board."

এই যে হোল্ডিং অব এক্সামিনেসনস এটা দেওয়া হচ্ছে এক্সামিনেসনস কমিটিকে। কিন্তু এই হোল্ডিংটা কোন্ নিয়মকানুন অনুযায়ী হবে—এখানে যে হোল্ড এবং কন্ট্রোল করবে সেই নিয়ম কে রচনা করবে, সেই রেগুলেশন কে তৈরি করবে তার কোন ব্যবস্থা নেই এবং পুরানো আইনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, ঐখানে বলা আছে—

"to make regulations for instituting the Secondary School Final Examination, not for holding it, not for controlling it."

অন্যান্য ব্যবস্থা করবার জন্য কোন আইনকানুন করবার অধিকার এই পর্ষতকে দেওয়া হচ্ছে না অথচ পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে, এই পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব হচ্ছে এক্সামিনেসন কমিটির।

[10-10—10-20 a.m.]

আমরা অনেক চিন্তা ক'রে সমস্ত ধারা দেখেই বলছি।

(এফ)তে আছে—

"to prescribe by regulations the conditions to be fulfilled by candidates presenting themselves for examinations instituted by the Board."

ওখানে হচ্ছে পরীক্ষার্থীরা কি কি শর্ত পালন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু পরীক্ষার্থী ছাড়াও পরীক্ষার অনেক ব্যাপার আছে। বিশেষ ক'রে এখন পরীক্ষার যেসমস্ত নিয়মকানুন বদলানোর ব্যাপার—সেইসব আমি গুরুত্ব দিচ্ছি বিশেষ করে; কারণ, মুদালিয়র, দে কমিশন ইত্যাদি পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে যেসব পরিবর্তনের সুপারিশ করেছেন সে পরিবর্তন করবার জন্য যেসব আইনকানুন করতে হবে সে আইনকানুন রচনা করবে কে? যেমন এখন বলা হচ্ছে স্কুল রেকর্ডসএর উপরেতে ছাত্রের যে প্রতিদিনকার কাজের যে প্রগতি তার মাপ, তার জন্য যে বিদ্যালয়ে নম্বর দেওয়া হয় তার একটা মূল্য ফাইন্যাল পরীক্ষায় দিতে হবে। কাজেই সেখানে আমাদের মৌখিক পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। অবজেক্টিভ টেস্ট করতে হবে। ঠিক এখন যে এসে টাইপ এক্সামিনেশন আছে সেই টাইপ চালালে হবে না।

Mr. Chairman: I will request you to consider this. Without being unduly prolix you can make all your observations to the point.

Sj. Satya Priya Roy: Can I not say about these objective tests or the necessity of school records?

Mr. Chairman: I do not want you to be hypercritical.

Sj. Satya Priya Roy: These are to be introduced in the examinations and we are to make regulations about them.

কাজেই এখানে অনিলা দেবীর যে সংশোধনী প্রস্তাব আছে তা আমি সমর্থন করছি, যে সংশোধনীতে আছে—

"to make regulations for the institution, holding and controlling of such examinations as it thinks fit including any examination qualifying for admission to a course instituted by the University of Calcutta."

এ না করে এখানে যে ব্যবস্থা করেছেন যে স্কুল ফাইন্যাল এক্সামিনেসন শুধু করতে পারবে আর যেগুলি স্টেট গভর্নমেন্ট ডাইরেক্ট করবে তা করতে পারবে সে জিনিসটা ভয়ানক ত্রুটি-পূর্ণ। তারপর হচ্ছে ১৯৫০ সালের যে আইন পর্ষৎএর যে ক্ষমতা দেওয়া ছিল এবং যে ক্ষমতা এই আইনের খসড়াতে স্বীকৃত হয়েছে—সেইসব জিনিসগুলি সম্পর্কে ১৯৫০ সালের আইনে যা ছিল তা এই আইনে নেই। এর প্রতি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পর্ষৎকে এই ক্ষমতাগুলি না দিলে কি দোষত্রুটি হবে তার উল্লেখ আমি করতে চাই। প্রথমত হচ্ছে পুরানো আইনে দেখছি

"to prescribe by regulations the conditions which shall govern the admission of students and their transfer to and from Higher Schools."

এই যে ছাত্রদের ভর্তি অথবা ট্রান্সফার এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট আইন করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই আইন করবার অধিকার পর্ষৎকে আগে দেওয়া হয়েছিল। এখন তা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তা হ'লে এইগুলি সম্পর্কে কে আইন রচনা করবে? সরকার কি রচনা করবেন ব'লে মনস্থির করেছেন? তারপর আছে—

"Prescribe by bye-laws the procedure to be followed at meetings of any committee constituted under this Act."

এ ক্ষমতা পর্ষৎকে দেওয়া ছিল যে, বাই লজ ক'রে, রেগুলেশন ক'রে তারা এই যেসব বিভিন্ন কমিটি ছিল পর্ষৎদের সেই কমিটির কার্যের চালনার নিয়মকানুন তাঁরা রচনা করতে পারবেন। এখানে মস্তবড় একটা ত্রুটি এই বিলের খসড়ায় রয়েছে যে, এখানে অনেকগুলি কমিটির কথা বলা হয়েছে তাদের ডিউটির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই কমিটিগুলির সভা-সমিতি কি আইন অনুযায়ী হবে—এই কমিটিগুলি কি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবেন তার কোন উল্লেখ কোন ধারাতে নাই। গত আইনে ছিল না, তার কারণ হচ্ছে বোর্ডকে অধিকার দেওয়া হয়েছিল যে, বোর্ড এই সম্পর্কে আইনকানুন তৈরি করবে। এই অধিকার বোর্ডেরই থাকা উচিত এটা আমি মনে করি। অবশ্য এ'রা বলবেন—

"For the purpose of this Act the Government may frame rules."

এইসমস্ত রুলস ক'রে আইনের যেখানে ত্রুটি আছে সেখানে কাজ চালাবার জন্য তাঁরা রুলস করতে পারেন। এই সামান্য অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না, সরকারী দপ্তর থেকে এটা আসবে। এ বিষয়ে মন্ত্রিমহাশয়কে আমি একটু ভেবে দেখতে বলি। তারপর হচ্ছে বোর্ড যেসব রেগুলেশন করবে সেই রেগুলেশন সম্পর্কে সরকারের কি ক্ষমতা থাকবে? ১৯৫০ সালের আইন আর ১৯৫৭এ আকাশপাতাল তফাত। পুরানো আইনে ছিল গভর্নমেণ্ট সমস্ত রেগুলেশনকে অ্যাপ্রুভ করতে পারবেন, অনুমোদন করতে পারবেন, প্রয়োজনীয় সংশোধন ক'রে এবং সংশোধনের আগে পর্ষতের সঙ্গে আলোচনা ক'রে নেবেন। বাস্তবিক পর্ষৎ যদি একটা মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ক'রে থাকেন তার যেসমস্ত সুপারিশ সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে তার রচিত যেসমস্ত রেগুলেশন, আইনকানুন সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠান হবে সেই আইনকানুনগুলোর মধ্যে যদি পরিবর্তন করা সরকার প্রয়োজন মনে করেন তা হ'লে তা করবার আগে পর্ষতের সঙ্গে একবার পরামর্শ ক'রে নেবেন, এইটুকু আমরা দাবি করতে পারি। আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায়চৌধুরী মহাশয় এ সম্পর্কে একটা সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন, শ্রীযুক্তা অনিলা দেবীও এ সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন, আমি সরকারকে এ সম্পর্কে অবহিত হতে বলব। এইটুকু মর্যাদা দেবার জন্য আমি শিক্ষা-মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাব। আর একটা পরিবর্তন হচ্ছে সেখানে ছিল উইথ সার্টেন মডি-ফিকেশানস, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে,

eliminations, additions, alterations and modifications.

অর্থাৎ হুকোর সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে একেবারে নতুন জিনিসই হয়ত রেগুলেশনএর নামে নিয়ে আসবেন। অথচ এ সম্পর্কে পর্ষতের সঙ্গে কোন রকম শুধু যে পরামর্শ করা তার পর্যন্ত প্রয়োজন হবে না। এই রকম অদ্ভুত ব্যবস্থা যদি থাকে তা হ'লে আমি বলব এই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎএ কোন আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন লোকের থাকা উচিত নয়। যেখানে তাদের গভীর চিন্তার ফলে তাঁরা যে আইনকানুন রচনা ক'রে পাঠাবেন সরকারের অনুমোদনের জন্য তাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে, কোনরকম তার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে নতুন আইনকানুন সরকার সে সম্পর্কে করতে পারবেন—এতে কোন আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন লোক পর্ষতে থাকতে পারেন না।

তারপর (জি)তে আছে বোর্ডের

executive function, to publish the results of any examination instituted by the Board and to award diplomas, certificates, prizes and scholarships in respect thereof.

এগুলি দেবার অধিকার শুধু পর্ষতকে দেওয়া হচ্ছে। দেবার সম্পর্কে যেসমস্ত নিয়ম নীতি প্রণয়ন করতে হবে—যে নিয়ম অনুযায়ী এগুলি দেওয়া হবে সেই নিয়মকানুন কে রচনা করবে? এই বিলে তার কোন উল্লেখ নাই। এখানে যদি বোর্ডকে বলা হ'ত দে উইল প্রেসক্রাইব

রেগুলেশন—নিয়মকানুন তাঁরা রচনা করবেন, সেই নিয়মকানুন অনুযায়ী তারা ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট প্রাইজেস, স্কলারশিপস এগুলি দেবার ব্যবস্থা করবেন, তা হ'লে আমি বলতাম যে একটা সুসংগত ব্যবস্থা হয়েছে।

[10-20—10-30 a.m.]

এইসমস্ত দিক থেকে (২৭) ধারায় যেকথা বলা হয়েছে—

> "no regulation shall be valid until and unless they are sanctioned by the State Government and before sanctioning any regulations the State Government may make such eliminations, additions, alterations and modifications therein as it thinks fit."

এটার সম্পর্কে পুরান আইনে যে ব্যবস্থা ছিল, সেটা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। সাধারণভাবে পর্ষৎকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার আলোচনা আমি প্রথম রিডিংএ করেছি। এই পর্ষৎকে একটা ঠুটো জগন্নাথ করেছেন তার তালিকা দেখলেই বোঝা যায়। এটা একটা শিখন্ডীমাত্র। পর্ষৎকে সামনে রেখে সরকার পিছন থেকে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করছেন।...... কারণ, সাধারণ মন্তব্য যেগুলি আছে—পর্ষৎকে পরিকল্পনা রচনা করবার ক্ষমতা, অর্থ ব্যয় করবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্যদানের কোন ক্ষমতা এই পর্ষৎকে দেওয়া হয় নি। একটা সম্পূর্ণ পংগু পর্ষৎ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু যেটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার বিধিব্যবস্থা এত ত্রুটিপূর্ণ, যে তার জন্য আমি আবার মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এদিকে—বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতি যে অনুরোধ জানিয়েছেন সরকারের কাছে, এই বিলকে প্রত্যাহার ক'রে নেবার জন্য এবং নূতন ক'রে, ত্রুটিমুক্ত ক'রে আবার একটা বিল রচনা ক'রে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করুন বলে, তা সরকারের মেনে নেওয়া উচিত। বিলের এই (২৭) ধারার আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্ত ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্বে আমি যেসমস্ত সংশোধনীর কথা উল্লেখ করেছি সেগুলি আমি সমর্থন করছি।

Sj. Manoranjan Sen Gupta:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, (২৭) ধারাতে যেসমস্ত সংশোধনী আনা হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি আমি দেখছি বিশেষ যুক্তিযুক্ত। বিলটি যে খুব তাড়াহুড়া করে আনা হয়েছে, সেটা এই বিলের যেসমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব জগন্নাথ কোলে মহাশয় এনেছেন তা থেকে আমাদের সকলের কাছে বেশ বোধগম্য হচ্ছে। তারপর, বিলটাকে সুস্পষ্ট করবার জন্য যেসমস্ত ধারা রাখা উচিত ছিল, সেগুলি এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নি দেখা যাচ্ছে। সুতরাং যেসমস্ত প্রস্তাব সংশোধনী আকারে এসেছে, আমি সাধারণভাবে বলব, জনাব আবদুল হালিম ১৭২নং যে সংশোধনী এনেছেন সেটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তারপর মহীতোষবাবুর যে ১৭৫নং অ্যামেন্ডমেন্ট সেটাও মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ব'লে আমি মনে করি। কারণ, অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, এক বছর হয়ে যায় তার জবাব পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে উনি যে প্রস্তাব করেছেন—

> "express its views thereon within such period not being more than one month as may be specified by the State Government."

এটা খুবই যুক্তিসংগত ব'লে আমি মনে করি। তারপর ১৭৬নং নির্মল ভট্টাচার্য মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন পাবলিকেশন অব টেক্সট বুকস সম্বন্ধে, সেটাও

> "undertake the preparation, publication and sale of text-books written by experts for use in recognised institutions on such terms as may be agreed upon by the Board on the one hand and the experts on the other."

তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু উনি যেভাবে বক্তৃতা করেছেন, তাতে আমার মনে হয় তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে একটা মনোপলি, একচেটিয়া ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। যদি তা থাকে, তা হ'লে তার প্রতিবাদ আমি করি। কেননা, যদি সমস্ত টেক্সট

বুকস এই বোর্ডের দ্বারা প্রকাশিত হয় তা হলে তাহা বোর্ডের পক্ষে শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য হয়ে পড়বে এবং তার ফলে অনেক রকম অনাচার, দুর্নীতি হবে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন, আজকাল বর্তমানে যেভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়, রচিত হয়, তার মধ্যে অনেক গলদ ও ত্রুটি আছে। কিন্তু এই গলদ-ত্রুটির জন্য দায়ী শুধু পাবলিশার বা অথর নয়, দায়ী টেক্সট বুক কমিটিও। টেক্সট বুক কমিটি ব'লে একটা কমিটি আমাদের এখানে ছিল এবং এখনও আছে, সে কমিটি সুনাম অর্জন করতে পারে নি সততা এবং সাধুতার জন্য। এই কমিটি যে সবসময় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছে সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে এবং অভিযোগ আছে। তা ছাড়া আরও অনেক দুর্নীতি ও অভিযোগ আছে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে যেসমস্ত অনাচার হয়েছে, তার জন্য আমি অনেক পরিমাণে দায়ী টেক্সট বুক কমিটিকে করব। যার ফলে, এই সমস্ত পাবলিশারস বা গ্রন্থকারগণ অসাধু উপায়, অবাঞ্ছনীয় উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। টেক্সট বুক কমিটি ব'লে কোন কমিটি ইংলন্ডে নাইক', যেদেশের অনুকরণ আমরা এই বিলে এনেছি। সেখানে টেক্সট বুক কমিটি ব'লে, কোন কমিটি নেই। সেখানে সিলেবাস প্রণয়ন ক'রে দেওয়া হয় এবং সেই সিলেবাস অনুযায়ী, পুস্তক গ্রন্থকারগণ লিখে থাকেন। সেই পুস্তক ছাত্রদের উপযোগী হবে কি না হবে তার ভার থাকে হেডমাস্টার ও হেডমিস্ট্রেস-দের উপর। সুতরাং এই টেক্সট বুক কমিটিকে যদি একচেটিয়া অধিকার দেবার সংকল্প থাকে, আমি তার প্রতিবাদ করি। আর একটা প্রস্তাব ১৮১নং, যা অনিলা দেবী এনেছেন, তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, এইজন্য যে সরকারের বোর্ড—

"If no communication sanctioning, modifying or rejecting a regulation is received from the Government within three months from the date on which a regulation is communicated to the State Government for sanction, the regulation shall be deemed to have been sanctioned by the Government."

আমি একটা দৃষ্টান্ত দেব স্কুল বোর্ড সম্বন্ধে। ১৯৫০ সালের যে বোর্ড বাতিল হয়েছে, সেই বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্কুল কোড, তাকে সংশোধন ক'রে গভর্নমেন্টের কাছে পাঠান। তিন বৎসর আগে বোর্ড বাতিল হয়েছে, তারও এক বছর পূর্বে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য হয় নি। সুতরাং এই রকম একটা বিধি বর্তমান বিলের ব্যবস্থার মধ্যে থাকার আবশ্যকতা আছে ব'লে আমি মনে করি। সেজন্য, এ সম্বন্ধে আরও উপধারা যা রয়েছে, সেগুলি বিবেচনাযোগ্য ব'লে আমি মনে করি। এই বিষয়গুলির প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I seek your permission to move amendment No. 176 in a slightly altered form. It stands after alteration as follows: I beg to move that after clause 27(2)(c) the folowing be inserted, namely:—

"(cc) to undertake, if necessary, with the approval of the State Government the preparation, publication or sale of text-books and other books for use in recognised institutions."

Sir, I move this altered amendment so that it may be accepted by the Hon'ble Minister.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, in order to make my amendment, amendment No. 171, acceptable to the House, I beg to modify it and move as follows:

I beg to move that after clause 27(1), the following sub-clause be added, namely:—"(1a) Subject to the provisions of this Act, the Board shall have power to direct, supervise, and control Secondary Education."

[10-30—10-40 a.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I have no objection to amendments as modified by Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya and Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya:

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Does the Hon'ble Minister object to the word "develop" there?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes, Mr. Bhattacharyya, there has been a long discussion and it has been disposed of.

Sj. K. P. Chattopadhyay: Now that the Hon'ble the Education Minister has accepted certain amendments with regard generally to the control and other matters of secondary education subject to the provisions of the Act, there is, I may point out, in the amendment proposed by Sjkta. Anila Debi room for acceptance by the Hon'ble Minister of control of examinations. As at present, examinations are being controlled by the officials not of the Board, but I say officials appointed by the Government. There is large room for improvement there regarding the method of examinations. The Calcutta University held numerous examinations—Matriculation Examination, for example—they have been able to conduct them with the help of ordinary officials—the Controller of Examinations, Assistant Controller and others. But we find extraordinary things in the Board. An Assistant Commissioner of Police is working as Security Officer-in-charge of the control of examinations. He is a retired official. He may be a very esteemable person, but it is rather surprising that you should have required the services of an Assistant Commissioner of Police to control the examinations. There is also another official, a former assistant of the Home Department to look after other affairs. I think if the Board had been left free in this matter, they would not have appointed exactly men of this type. They may be welcome in big engineering or ordnance workshops for security during the period of war but scarcely for conducting secondary education. I would, therefore, suggest that the Hon'ble Minister would find room for accepting the amendment regarding control of examinations by the Board.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: "Control" is there in the amendment of Sj. Bhattacharyya.

Sj. K. P. Chattopadhyay: Will that amendment cover this?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes.

Sj. Naren Das:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় নগেনবাবু ও নির্মলবাবুর দুটো সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করায় আমার কাজ অনেক সহজ হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি নগেনবাবুর ১৭১(১) এ যেখানে তিনি বলছেন,

"It shall be the duty of the Board to take such measures from time to time as it deems necessary for making suitable provision for Secondary Education throughout the State."

তা সমর্থন করে আমি সামান্য কয়েকটা কথা বলতে চাই। নগেনবাবুর যে সংশোধনীটি সেই সংশোধনীতে তিনি ১৯৫০ সালের অ্যাক্টের ৩৩ ধারাটা হুবহু এখানে তুলে দিয়েছেন। তিনি কেন তুলে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গির তরফ থেকে আমি আমার বক্তব্য বলছি। মন্ত্রিমহাশয় তাঁর প্রথম রাউন্ডে জয়লাভ করেছেন। অর্থাৎ ৪ ধারায় বোর্ড কেমন ক'রে গঠিত হবে, সেই বোর্ডের গঠনের প্রণালী সম্বন্ধে এবং বোর্ডে কারা কারা থাকবেন সে সম্বন্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন। কিন্তু যেখানে তিনি তাঁর বাছাই করা মানুষকে নিচ্ছেন, যাঁদের যাঁদের চেয়েছেন তাঁদেরকেই পাচ্ছেন এবং তাঁর বিশ্বাসী নমিনেটেড সদস্য যেখানে থাকবেন সেখানে বোর্ডকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা কেন তিনি দিচ্ছেন না?

Mr. Chairman: You need not elaborate upon these past things. Please come to the point.

Sj. Naren Das:

কারণ মন্ত্রিমহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় এক জায়গায় বলেছিলেন যে,

"Board will be autonomous in certain respects."

কিন্তু অটোনমাস ইন সার্টেন রেসপেক্টস আমরা কোথায় দেখছি? এই বোর্ডকে যে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে তাতে বোর্ডের অটোনমাস প্রকৃতি কোথাও, দেখছি না। বিশেষ ক'রে বোর্ড সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনের যে সুপারিশ তার ভেতরে এই কথা কমিশন উল্লেখ করছেন যে, ফরমুলেশনস অব ব্রড পলিসিসই হবে বোর্ডের কাজ। মুদালিয়র কমিশন এ বিষয়ে খুব সুস্পষ্ট যে তারা বোর্ডকে কোন এক্সিকিউটিভ পাওয়ার দিচ্ছে না—এক্সিকিউটিভ পাওয়ার ডাইরেক্টর অব এডুকেশনএর মুঠোয় থাকবে। কিন্তু বোর্ডের ফাংকশন সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশন খুব জোর দিয়ে বলছেন ফরমুলেশন অব ব্রড পলিসিজ।

Mr. Chairman: That matter has been discussed earlier.

Sj. Naren Das:

আমার বক্তব্য হচ্ছে বোর্ড ফরমুলেশন অব ব্রড পলিসিজ যে বোর্ড করবে তা অ্যাডভাইসরি বোর্ড নয়, সেটা লেজিসলেটিভ বোর্ড। আমি এটা মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে নিবেদন করছি যে, formulation of broad policies is not the function of an Advisory Board.

বরং

it is the function of a legislative Board.

অতএব বারংবার তিনি যখন বলছেন যে, মুদালিয়র কমিশন ও দে কমিশনের সংগে যেখানে বিরোধ আছে, সেখানে তিনি মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। তা হ'লে মুদালিয় কমিশনের সুপারিশ স্পেসিফিক ফরমুলেশন অব পলিসির যে অধিকার তা কেন পরিকল্পিত পর্ষদকে দিলেন না? এ বিষয়ে মন্ত্রিমহাশয়কে কিছু দ্বিধাগ্রস্ত ব'লে মনে হয়। তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় যেখানে তিনি একথা বলেছেন যে, আপনারা হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন একটা সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ডএর মতন একটা বোর্ড আমরা এখানে কেন তৈরি করেছি? সেখানে আমি তাঁর বক্তৃতার কিছু উল্লেখ করছি—

The next question that will arise is this, why then do we set up this Board.

আমাদের বিরোধিতাকে অ্যান্টিসিপেট ক'রে তিনি জবাব দিয়ে বলছেন যে,

> "in my opinion a Statutory Board is an anachronism in a democratic country. Why do we set up a Statutory Board at all? That we can set up an Advisory Board by executive order is a question that has got to be answered."

এখানে আমি বলছি—

my answer is this: Government surely can look after secondary education with the help of a consultative committee. Why this fun about a Board?

Mr Chairman: He has given his views.

Sj. Naren Das: The Government of India in the Ministry of Education is being helped by a Central Advisory Board of Education. That is possible. আমরা একটা অ্যাডভাইসরি বোর্ড করতে পারি। কিন্তু তিনি বলছেন যে, উনি অ্যাডভাইসরি বোর্ড করছেন না, কারণ

> "but we do not want to do that without giving full control to a compact Board of experts to supervise, control and keep secondary education in this province in the best way in which it should be controlled and administered."

অতএব তিনি বলছেন যে, তিনি একটা অ্যাডভাইসরি বোর্ড করছেন কিন্তু সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ডএর অনুকরণে করছেন না। এখন উনি যে বোর্ড করলেন সেই বোর্ডকে যদি সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া না হয়, তাকে যদি লেজিসলেটিভ ফাংকশন করতে দেওয়া না হয় তা

হ'লে এখানকার শিক্ষা অচল হয়ে যাবে। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন যে বিরাট পরিকল্পনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং যেখানে তাঁরা বলছেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নাগরিক সৃষ্টি করতে হবে, এমনকি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বালকেরা নিজেদের বিদ্যালয় নিজেরা পরিষ্কার করবে, ছবি আঁকবে, এবং সমাজের সঙ্গে বিদ্যার্থীর নিবিড় যোগাযোগ থাকবে সেখানে তিনি বোর্ডকে কেন তার কর্তব্য অনুযায়ী অধিকার দেবেন না?

Mr. Chairman: You are going into the generalities and not staying on the point.

Sj. Naren Das:

যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে এই বোর্ড তৈরি হ'ল তাকে লেজিসলেশন করার অধিকার দিতে হবে। তাকে লেজিসলেটিভ পাওয়ার না দিয়ে যদি হুকুম তামিল করার অধিকার দেন তা হ'লে সেই বোর্ড খালি হুকুম তামিল করবে—আইন প্রণয়ন করতে পারবে না এবং পলিসি ফরমুলেট করতে পারবে না। অর্থাৎ কাউকে যদি আদেশ করেন যে, তুমি আমাকে উপদেশ দাও তা হ'লে সে মানুষ কখনও উপদেশ দিতে পারে না—তাকে স্বাধীনভাবে ভাববার অধিকারও দিতে হবে। তাকে ভাবতে দিতে হবে, তার অধিকার দিতে হবে।

Mr. Chairman: Please avoid repetition.

Sj. Naren Das:

নগেনবাবুর ক্লজের উপর যা বক্তব্য তা অনেকবার শিক্ষামন্ত্রিমহাশয়কে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে, আমার সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে, এই বোর্ডকে যথাযোগ্য লেজিসলেটিভ এবং অ্যাডভাইসরি পাওয়ার দেওয়া হউক।

[10-40—10-50 a.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, I am beholden to my friend opposite that he has raised the initial question as to whether the Board is going to be a Statutory Board with some powers vested in it or not. At the very start the criticism offered was that the Board was going to be a subsurvient Board, a consultative Board, and not a Board with statutory powers and functions. I protested against that criticism but still the opposition went on saying that the Board was nothing but a consultative body. Now, when we have arrived at section 27 they have realised their mistake and have come forward to criticise that the Board has not been given all those powers that the Mudaliar Commission and the Dey Commission recommended. Last night Mr. Satya Priya Roy said that অদ্ভুত power দেওয়া হয়েছে। Today he comes forward to say that the powers that have been given to the Board are সীমাবদ্ধ। Probably next day he will say that the Board has been given sufficient powers but only outside the legislature.

Let us now see how many functions and powers have been given to the Board. We claimed originally and we are claiming even today, we have not only given nearly all the powers that the Mudaliar Commission and the Dey Commission recommended should be given to the Board, but we have advanced further. The Mudaliar Commission said that the Board will generally be responsible for the following matters:—(1) to frame conditions for recognition of high schools—that is the power which has been given to the Board by sub-clause (1) of clause 27 and the Recognition Committee has been empowered to grant recognition; (2) to appoint committees of experts to advise on the syllabuses, etc. for the different courses of study; (3) to frame courses of studies on the recommendation of Expert Committees that may be appointed for the purpose. We have provided for the Syllabus Committee and we have given to the committee the powers not only to recommend the syllabus but also the courses of studies

Sj. Satya Priya Roy criticised the amendment No. 174 proposed by Sj. Jagannath Kolay that after the word "syllabus" the words "the courses of study" be inserted. Taking advantage of that, he says that the phrase "course of study" is not mentioned among the Syllabus Committee's functions in clause 20. He has clean forgotten that by another amendment of Sj. Jagannath Kolay the "courses of study" have been introduced in the relevant sub-clause to clause 20. That disposes of his criticism against Sj. Jagannath Kolay's amendment No. 174. Now, as regards amendment No. 171, the amendment of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya, I have already accepted that in a modified form which runs as follows: "Subject to the provisions of this Act and the rules framed thereunder, the Board shall have power to direct, supervise, and control Secondary Education". But I cannot accept amendment No. 172 proposed by Janab Abdul Halim as to Board's power of making suitable provisions for secondary education throughout the State. I also cannot accept amendment No. 173 proposed by Sjkta. Anila Debi. I have accepted amendment No. 175 proposed by Sj. Mahitosh Rai Chowdhury. I have also accepted amendment No. 176 proposed by Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya in a modified form, though unwillingly. I say "unwillingly", because our idea is that when the Board is not a trading concern, it should be given power to recommend books for study but not to publish text-books. However, when Sj. Bhattacharyya has proposed the modified amendment, following the example of the Calcutta University, that power may be given to the Board to publish text-books, we agree. As regards amendment No. 177, I cannot accept that, because it is an essential part of and covered by the modified amendment of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya which I have accepted. As regards amendment No. 178 proposed by Sj. Satya Priya Roy, he has not cared to read carefully sub-clause (1) to clause 27.

Clause 27(2) runs thus:

"Subject to the provisions of this Act and any rules made thereunder, the Board shall have power in accordance with such regulations as may be made in this behalf and subject to the provisions of sub-section (4) of section 19, to grant or refuse recognition.....

[10-50—11 a.m.]

Sj. Satya Priya Roy: Does it include conditions for recognition?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Read carefully; it is wider than the amendment suggested by you. Therefore, I cannot accept this amendment proposed by you.

As regards amendment No. 179 of Sjkta. Anila Debi it proposes to prescribe by regulations the conditions which shall govern the admission of students to and the transfer of students to and from Secondary Schools. Sir, it should not be there in the Act, because it relates to the internal administration of schools. As regards the presentation of candidates we have already provided for that (namely that the Board would frame conditions), in 27(2)(f) which runs thus: "to prescribe by regulations the conditions to be fulfilled by candidates presenting themselves for examinations instituted by the Board." That is enough. As regards transfer and admission, those relate to the internal administration of the schools and the Board should not have the power suggested. As regards the other amendment of Sjkta. Anila Debi I entirely agree with it but, I think, that it is enough to confer the power which has been proposed by Sj. Mahitosh Rai Chowdhury to be given to the Board.

Sj. Satya Priya Roy waxed eloquent when he said that by sub-clause (3) we have almost taken away all the powers of the Board. That is entirely

his own misconceived criticism. If he thinks that section 27(3) will take away all the powers of the Board, then an amendment for the deletion of the entire sub-clause 27(3) should have been proposed by him. Neither he nor Sjkta. Anila Debi has proposed that, and they have grown wiser by events to find out that this is not so mischievous a sub-clause. Sir, it is not what they consider it to be.

Sir, these are the arguments that I have got to put forward in reply to their criticisms.

Sj. K. P. Chattopadhyay: May I request you just to read out how clause (1) after acceptance of the amendment of Nagen Babu stands?

Mr. Chairman: I would like to read the revised amendment in the name of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya. It reads as follows:—

"27. (1) It shall be the duty of the Board to advise the State Government on all matters relating to Secondary Education referred to it by the State Government.

(2) Subject to the provisions of this Act and any rules made thereunder, the Board shall have power to direct, supervise and control Secondary Education".

I shall also read before you the amendment as revised by Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya. It reads as follows:—

"that after clause 27(2)(c) the following be inserted, namely:—

"(cc) to undertake the preparation, publication or sale of text-books and other books for use in recognised institutions."

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, there is a slight inaccuracy. Sj. Nagen Bhattacharyya's amendment is really an amendment to sub-clause (2) of clause 27.

Mr. Chairman: Yes, numbering will be properly done. I will now put amendments Nos. 171, as further amended by the mover, and 174, 175 and 176, as further modified by the mover, to vote.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that after clause 27(1), the following sub-clause be added, namely:—

"(2) Subject to the provisions of this Act and any rules made thereunder, the Board shall have power to direct, supervise and control Secondary Education.",

was then put and agreed to.

The motion of Janab Abdul Halim that in clause 27(1), lines 1 to 3, for the words beginning with "to advise" and ending with "State Government", the following be substituted, namely:—

"to take such measures from time to time as it deems necessary for making suitable provisions for secondary education throughout the State",

was then put and lost.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in clause 27 in paragraph (c) of sub-clause (2), in line 3, after the word "syllabus" the words "and courses" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Mohitosh Rai Choudhuri that in clause 27 to sub-clause (3), the following proviso be added, namely:—

> "Provided that where any eliminations, additions, alterations or modifications are proposed to be made by the State Government, the Board shall be requested to express its views thereon within such period not being more than one month as may be specified by the State Government",

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya that after clause 27(2)-(c) the following be inserted, namely:—

> "(cc) to undertake the preparation, publication or sale of text-books and other books for use in recognised institutions",

was then put and agreed to.

[11—11-10 a.m.]

The motion of Sjkta. Anila Debi that in clause 27(1), in line 3, for the words "referred to it by the State Government" the words "and while the State Government shall not act in this respect without prior consultation with the Board, the advice of the Board on all such matters shall be binding on the State Government" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—10.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chattopadhyay, Sj. K. P.
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Das, Sj. Naren
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—29.

Abdur Rashid, Janab Mirza
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Dutt, Sjta. Labanyaprova
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Roy, Sj. Surendra Kumar
Saha, Sj. Jagindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 10 and the Noes 29, the motion was lost.

The motion of Sjkta. Anila Debi that in clause 27(2) for item (e) the following item be substituted, namely:—

> "(e) to make regulations for the institution, holding and controlling of such examinations as it thinks fit including any examination qualifying for admission to a course instituted by the University of Calcutta",

was then put and lost.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 27(2), after item (1), the following new item be added, namely:—

"(m) to prescribe by regulations the conditions to be fulfilled by Secondary Schools for recognition",

was then put and lost.

The motion of Sjkta. Anila Debi that in clause 27(2), after item (1), the following items be inserted, namely:—

"(m) to prescribe by regulations the conditions which shall govern the admission of students to and the transfer of students to and from Secondary Schools;

(n) to supervise the administration of secondary schools by means of inspection and the issue of directions",

was then put and lost.

The motion of Sjkta. Anila Debi that in clause 27(3), in line 5, after the word "fit" the words "on prior consultation with the Board" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Anila Debi that the following proviso be inserted to clause 27(3), namely:—

"Provided, however, that if no communication sanctioning a regulation is received from the Government within three months from the date on which a regulation is communicated to the State Government for sanction, the regulation shall be deemed to have been sanctioned by the Government."

was then put and lost.

The question that clause 27, as amended, do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—30.

Abdur Rashid, Janab Mirza
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sj. Naren
Das, Sjta. Santi
Dutt, Sjta. Labanyaprova
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Roy, Sj. Surendra Kumar
Saha, Sj. Jagindralal
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

NOES—8.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chattopadhyay, Sj. K. P.
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

The Ayes being 30 and the Noes 8, the motion was carried.

Mr. Chairman: Amendment No. 182 falls through.

Clause 28

Mr. Chairman: Amendments Nos. 183 to 189 fall through.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I beg to move on short notice on the floor of the House that in clause 28(3)(b), in line 1, for the word "regulations", the word "rules" be substituted.

এখানে বলা হচ্ছে, প্রেসিডেন্টকে দেবে এ্যাকর্ডিং টু রেপুটেশন।

Clause 28(3)(b): Sanction at the rates to be prescribed by regulations, all claims for travelling or halting allowance

আর

Clause 17: Such members of the Board and any committee constituted under this Act as are not persons in the service of the State Government, shall, in respect of expenses incurred by them in attending meetings of the Board, or any such committee of the Board or in exercising the powers or performing any duties conferred or imposed upon them by or under this Act, be paid by the Board travelling allowance and halting allowance at such rates as may be prescribed by rules—these two clauses are conflicting.

Mr. Chairman: You have drawn the attention of the Minister to this and the Minister will take action.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: We have already disposed of the question substituting "rules" for "regulations." I move that in clause 28(3)(b) for the word "regulations," the word "rules" be substituted.

Mr. Chairman: After the explanation of the Minister, the clause as amended may be accepted.

The motion was then put and agreed to.

The question that clause 28, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 29

Sjta. Anila Debi: Sir, I beg to move that in clause 29(2) in the proviso line 2, for the word "ten" the word "eight" be substituted.

I also move that the following proviso be inserted to clause 29(4), namely:—

> "Provided that in case of an emergency, the President may, of his own motion, call a meeting, after giving not less than clear two days' notice thereof."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাবটা হচ্ছে, যদি কোন সদস্যরা রিকুইজিশন মিটিং ডাকতে চান তার জন্য তাঁদের যা নম্বর ঠিক করা আছে সেটা হচ্ছে ১০, সেটা আমি ৮ করতে বলছি। অবশ্য মরা জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়ার মত হয়ে গেলেও এর মধ্যে একটুকুও যদি জীবনের চিহ্ন থাকতে পারে তার জন্য আমি আমার অ্যামেন্ডমেন্ট উপস্থিত করছি। আট জনের সংখ্যা বলার কারণ হিসেবে আমি এইটুকু বলতে চাই যে, বিলের যা চেহারা হচ্ছে তার মধ্যে নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা থাকছেন ৯ জন। অন্তত কোন প্রয়োজনে কিংবা ভালমন্দ বুঝলে তাঁরা যদি রিকুইজিশন মিটিং কল করতে চান যাতে তাঁদের সংখ্যার দ্বারা সেটা সম্ভব হয়, সেইজন্য আমি ১০-এর জায়গায় ৮ করতে মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি। এটা শুধু একটু সুবিধার দিক থেকে বা নির্বাচিত সদস্যদের অধিকারের দিক থেকে আমি নম্বর ১০ না ক'রে ৮ করবার জন্য বলছি।

তারপরে আমার যে অ্যামেন্ডমেন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে, ইমার্জেন্সি মিটিং করবার প্রেসিডেন্টএর অধিকার, সেই অধিকার সম্পর্কে আমি একটা প্রভাইসো যোগ করতে বলছি যে,

Provided that in case of an emergency, the President may, of his own motion, call a meeting, after giving not less than clear two days' notice thereof.

অনেক সময় বোর্ডএর কাজ চালানোর জন্য অতি জরুরি প্রয়োজন প'ড়ে যায়। সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রেসিডেন্ট যাতে জরুরি মিটিং ডাকতে পারেন বোর্ডএর কাজের সুবিধার জন্য, এটুকু আমি প্রভাইসো হিসেবে যোগ করতে বলছি। অবশ্য সবই প্রায় অরণ্যে রোদন, তা হ'লেও অনুরোধ করব যদি মন্ত্রিমহাশয় বিবেচনা করেন।

[11-10—11-20 p.m.]

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in sub-clause (3) of clause 29, in line 1, after the words "On receipt of" the word "a" be inserted.

Mr. Chairman: Amendment No. 192 falls through.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, the ordinary rule is that the number of persons required for calling a requisition meeting is not more than one-third of the total number. So in any case it should not be more than nine. Sjkta. Anila Debi has suggested eight. I think, Sir, that is a very reasonable number particularly in view of the fact that the number of elected members on the Board is nine including two who are to be elected from the legislature, one from the Upper House and one from the Lower House. So if he accepts Sjkta. Anila Debi's amendment the Minister will not be going beyond the safety line, because the number of elected members is really seven and two are from the legislature who are likely to be people who will be supporting the Government for the time being in power. So if eight is mentioned there, I think the Hon'ble Minister will not lose anything and he will be absolutely within the line of safety.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I am sorry, Sir, I cannot accept the amendment moved by Sjkta. Anila Debi to reduce the quorum to eight. My information is that in a larger Board the quorum did not fail.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: It is not a question of quorum, it is in connection with requisition meeting.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes, then why should it be eight? After all in a requisition meeting an important subject will be dealt with. I cannot accept it.

I accept amendment No. 191 of Sj. Jagannath Kolay.

Sir, I have much pleasure to accept amendment No. 193 of Sjkta. Anila Debi. Sir, I cannot forget that in moving this amendment Sjkta. Anila Debi observed that it will be

"অরণ্যে রোদন"।

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in sub-clause (3) of clause 29, in line 1, after the words "On receipt of" the word "a" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Sjkta. Anila Debi that the following proviso be inserted to clause 29(4), namely—

> "Provided that in case of an emergency, the President may, of his own motion, call a meeting, after giving not less than clear two days' notice thereof."

was then put and agreed to.

The motion of Sjkta. Anila Debi that in clause 29(2) in the proviso in line 2, for the word "ten" the word "eight" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 29, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Chairman: New clause 29A falls through.

Clause 30

The question that clause 30 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 31

The question that clause 31 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 32

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, clause 32 relates to payment to the Board by the State Government. In the previous Act it was specifically mentioned that Government would make a grant of Rs. 30 lakhs to the Board but nothing is mentioned in this Act and it is queer that no statutory financial assistance is promised to the Board. If the Government had declared that they would nationalise all secondary schools in Bengal, I would have understood that. They have not done so and at the same time they are not also making any financial provision for carrying on the work of the Board—a Board which, according to the amendment which the House has accepted today, is to direct, control and supervise secondary education. This is a very serious omission and I feel that Government should have specifically mentioned that they would make a certain financial provision to enable the Board to carry on its work. With these words, Sir, I draw the attention of the Education Minister to this very important desirability which he seems to have forgotten.

Mr. Chairman: Amendments Nos. 195 and 196 are out of order.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, although my amendment No. 195 is ruled out, still I want to make a submission with regard to the object of this amendment. Now, if we refer to clause 32 of the Bill we find that for the purpose of enabling the Board to perform its functions under this Act the State Government may at any time pay to the Board such sums as it deems necessary after examining the budget estimates.....

Mr. Chairman: I want to apologise to the House. Amendment No. 196 of Sjkta. Anila Debi is in order.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, what I was submitting is that clause 32 runs to this effect: "For the purpose of enabling the Board to perform its functions under this Act the State Government may at any time pay to the Board such sums as it deems necessary after examining the budget estimates and accounts of the Board and such other reports from the Board as it may call for". The word "may" is a very significant one in this clause for it does not create any liability on the part of the Government to make any payment whatsoever to the Board. It remains a discretionary matter with the Government. Whereas if we look to the corresponding section in the Act of 1950, we find that Government took upon itself the liability of making payment. Section 42 of the previous Act runs to this effect: "For the purpose of enabling the Board to perform its functions under this Act, the State Government shall—I lay emphasis on the word "shall"—pay to the Board as soon as it is constituted and thereafter in each financial year a sum of Rupees thirty lakhs and such additional

sums as may be determined by the State Government after examining the budget estimates of the Board for that financial year: 'provided that nothing in this section shall be deemed to preclude the State Government from making in any financial year such further payment to the Board as it thinks necessary for enabling the Board to perform its functions". So, we find that under the Act of 1950 Government took upon itself the liability of making payment of rupees thirty lakhs each year and further sums as may be considered necessary after looking into the budget estimates, but that although under the present Bill the Government, practically speaking, wants to concentrate all powers in itself still it is not willing to shoulder any liability whatsoever. This is unexpected.

[11-20—11-30 a.m.]

If a person concentrates all power in himself he should come forward to shoulder all liabilities and responsibilities at the same time. Here the reverse is the procedure, and I would, therefore, invite the attention of the Hon'ble Minister that the Government should come forward and take upon itself the liability to a certain extent, and the liability which was fixed in Act XXXVII of 1950 was to the tune of 30 lakhs, and I think in view of the progress which is to be made in the Secondary Education of the province the liability ought to be fixed at Rs. 50 lakhs, and further sums as may be required for the purpose. This provision in the clause viz., clause 32, in my humble submission, does not speak well of the Government, for the matter has been left purely at its discretion. So I submit that the Hon'ble Minister would be pleased to bestow some thought on this clause and see whether it can be amended or not.

Sjkta. Anila Debi: Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 32, namely:—

"Provided, however, that this sum shall not be less than fifty lakhs of rupees in a financial year."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ৩২ নম্বর ক্লজএ আমার অ্যামেন্ডমেন্ট আমি প্রভাইসো হিসাবে রাখবার জন্য বলছি—

Provided further that this sum shall not be less than fifty lakhs of rupees in a financial year.

বোর্ডকে টাকা দেবার বরাদ্দের কথা যেখানে বলা হচ্ছে সেখানে আমি একটা সংখ্যা রাখতে বলছি। আগেকার বোর্ডএ এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা। সেই বোর্ড থেকে ডেভেলপ-মেন্টএর জন্য প্ল্যান ক'রেও টাকার অভাবে প্ল্যান তাঁরা কার্যকরী করতে পারেন নি। অবশ্য এখানে বোর্ডকে প্ল্যানিং করবার অধিকারও মন্ত্রিমহাশয় দিলেন না। তা সত্ত্বেও অধ্যাপক ভট্টাচার্যের অ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ ক'রে নিয়ে যেখানে বোর্ডএর কন্ট্রোল অন এডুকেশন স্বীকার ক'রে নিয়েছেন সেখানে যাকে কন্ট্রোলএর অধিকার দেওয়া হচ্ছে সে যাতে কন্ট্রোলটা ভালভাবে করতে পারে তার জন্য তাকে টাকা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ আমরা বলি যে, কন্ট্রোল করতে গেলে তার দায়িত্বও গ্রহণ করা উচিত। অতএব কন্ট্রোল করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দায়িত্ব যাতে বোর্ড পালন করতে পারে সেজন্য আমি এখানে টাকার একটা উল্লেখ করছি; অর্থাৎ যে টাকা বরাদ্দ করা হবে সেটা যেন ফিফটি ল্যাকসএর কম না হয়।

Sj. Satya Priya Roy:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমি ৩২-এর ধারাতে যেখানে সরকার থেকে বোর্ডএর হাতে টাকা দেবার ব্যবস্থার কথা আছে সেই সম্পর্কে বলতে চাই। দেহের দিক থেকে, সংগঠনের দিক থেকে সরকারী মনোনীত ব্যক্তিদের সংখ্যা ২৭ জনের মধ্যে ১৮ জন। এখানে ক্ষমতাও অনেক সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতাকে কার্যকরী করবার জন্য যে টাকার দরকার, সেই টাকাটা পর্যন্তকে অন্তত দেওয়া উচিত ছিল। গত ১৯৫০ সালে আমাদের শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় যে বিল

এনেছিলেন সেখানেও পর্ষতকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তার হাতে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে এবং প্রয়োজন হ'লে আরও বেশি টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু এখানে টাকার অঙ্ক স্রেফ তুলে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য সেদিক থেকে আমি বলব যে, শুধু দেহের দিক থেকে বা সংগঠনের দিক থেকে বিকৃত নয় কিংবা ক্ষমতার দিক থেকেও শুধু সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা হয় নি, তাকে অন্য দিক থেকে আরও বেশি সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছে—অর্থাৎ বোর্ডকে কোন রকম টাকা-পয়সা দেবার চেষ্টা এখানে নেই। তাই এখানে সরকারপক্ষ থেকে অন্যূন ৫০ লক্ষ টাকা দেবার যে সংশোধনী শ্রীযুক্তা অনিলা দেবী এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করি। আজকের এই ৫০ লক্ষ টাকা দিলে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার হবে না, কারণ আজকে আমাদের শিক্ষার যে কাঠামো, তাকে সম্পূর্ণ বদলে নূতন কাঠামো তৈরি করতে হচ্ছে ব'লে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। এই অর্থ বরাদ্দ করবার সময় মন্ত্রিমহাশয় যখন পর্ষতকে টাকা দেবেন তখন সেদিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থা করবেন—এই রকমের যদি একটু উল্লেখ এখানে থাকত যে ইন ভিউ অব সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখে যে টাকা প্রয়োজন সেটা আমরা পর্ষতকে দেব, তা হ'লে আমরা মনে করতে পারতাম যে হয়তো পর্ষত যথেষ্ট টাকা পাবে। আমি একটা টেকনিক্যাল দিকের কথা বলছি। ৩২তে আছে—

> "the State Government may at any time pay to the Board such sums as it deems necessary after examining the budget estimates"

অর্থাৎ বোর্ড বাজেট ক'রে সেই বাজেট সরকারের কাছে পাঠাবে এবং সরকার সেই বাজেট এস্টিমেট বিশ্লেষণ ক'রে প্রয়োজনীয় যে অর্থ সেই অর্থ দেবেন। আমি এখানে ৩১ ধারার কথা বলছি। এটা টেকনিক্যালি বলছি যে সেটা পাঁচ টাকাও হ'তে পারে। কিন্তু ক্লজ ৩১-এ বলা আছে—

> "Except in the year in which the Board is constituted, the President shall present to the annual meeting of the Board a report on the work of the Board during the last preceding financial year together with a budget estimate showing in the form, prescribed by rules, the anticipated income and expenditure of the Board during the next succeeding financial year."

এখানে

except in the year in which the board is constituted.

কথাটার উপর আমি জোর দিচ্ছি। সেই বছরে দেখা যাচ্ছে যে ৩১(১) অনুযায়ী কোন বাজেট তৈরি হবে না, অর্থাৎ বোর্ডএর প্রথম বছরে বাজেট তৈরি করবার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রথম বছর বাদ দিয়ে তার পরের বছর থেকে বাজেট তৈরি করার কথা উঠেছে। অথচ ৩২ ধারাতে বলা হচ্ছে যে বাজেট তৈরি হ'লে বাজেট বিচার-বিবেচনা ক'রে তবে সরকার টাকা দেবেন। অর্থাৎ প্রথম যে বছরে বোর্ড গঠিত হবে সেই বছরে টাকা দেবার কোন ব্যবস্থাই এখানে নেই। এখন যে বছরে বোর্ড গঠিত হবে সে বছরে সরকার যদি কোন টাকা দিতে না পারেন তা হ'লে সেই বোর্ড তার ক্ষমতা চালাবে কি ক'রে? সেজন্য আমার মনে হয় যে, এখানে পরস্পর একটা অসঙ্গতি রয়েছে। ৩১(১)-এ বলা হচ্ছে যে প্রথম বছরে বোর্ডএর কোন বাজেট তৈরি করতে হবে না এবং যে বছরে বোর্ড গঠিত হবে তার পরের বছর থেকে বাজেট এস্টিমেট তৈরি করবেন প্রেসিডেন্ট এবং তারপরে বোর্ডএর অনুমতির জন্য তিনি তা দেবেন। অথচ ৩২-এ বলা হচ্ছে যে,

after examining the budget estimate the State Government may at any time pay to the Board.

কিন্তু তা হ'লে প্রথম বছরের টাকা সরকার দেবার অধিকার এই ৩২ ধারা অনুযায়ী কি ক'রে পাচ্ছেন? অথবা যে বছর বোর্ড গঠিত হবে তার যে খরচ হবে সেই খরচের টাকা সরকার কোন্ আইনের বলে দেবেন? কারণ সরকার তখন তার বাজেট এস্টিমেট পাবেন না এবং ৩১(১) ধারাতে উল্লেখ আছে যে বোর্ড যে বছরে গঠিত হবে সেই বছরে বাজেটের প্রয়োজনীয়তা নেই। কাজেই এই যে পরস্পর অসঙ্গতি আছে তা সংশোধন ক'রে নিয়ে এই ৩২ ধারা যাতে গৃহীত হয় তার সুপারিশ করছি। এবং অন্তত তার মধ্যে শিক্ষার সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখে ৫০

লক্ষ টাকা যদি করতে না চান তা হ'লে এই পর্ষতের হাতে যা প্রয়োজনীয় সেই টাকাই দেব, এই রকম দ্'টো সংশোধনী ক'রে নিয়ে ৩২ ধারাকে গ্রহণ ক'রে নিলে আমার মনে হয় শিক্ষার অনুকূলে এই সরকারী সিদ্ধান্ত হবে।

[11-30—11-40 a.m.]

Sj. K. P. Chattopadhyay: Mr. Chairman, Sir, I rise to support this amendment. Now that the Hon'ble Minister has accepted the amendment of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya with regard to clause 27 and it has been passed by this House that subject to the provisions in the Act the Secondary Education Board will have certain powers namely control in secondary education, etc., it follows that additional duties are going to be allotted to the Board and the Hon'ble Minister can also allot to it certain other duties—that power is also given in clause 27. In these circumstances a definite provision should be made for some minimum amount of money to be provided to the Board for the purpose of carrying out those duties which shall be entrusted to it.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I am grateful to you for giving me this permission to make some further submissions on clause 32. In support of the amendment tabled by Sjkta. Anila Debi I argued that it was desirable that a specific sum should be mentioned in clause 32 to be handed over to the Board for enabling the Board to carry on its work of supervision, control and direction of secondary education. I will not repeat that part of my submission. I will in connection with clause 32 request the Hon'ble Minister to consider the desirability of mentioning the amount of compensation that has been decided to be paid and that is being paid to the University of Calcutta in respect of its ceasing to hold the Matriculation Examination and publication of text-books, etc. Sir, the compensation was fixed at Rs. 5,52,000 in respect of the loss that the University of Calcutta incurred on account of its ceasing to hold the Matriculation Examination, publishing text-books for students appearing in the Matriculation Examination and for other purposes. Sir, that was provided by a specific section of the Act. In section 43 of the West Bengal Secondary Education Act, 1950, a handiwork of the Hon'ble Minister, specific provisions were made with regard to annual grant under this head to the University of Calcutta. Sir, there is nothing like it in this Bill. It is desirable that suspicions existing in certain quarters should altogether be removed by a specific provision to that effect, namely, that the University of Calcutta would continue to get the compensation of Rs. 5,52,000 as fixed by the Tribunal and approved by the Government of West Bengal.

Sir, I have another submission in this respect. You are aware that according to the new system that is going to be adopted in future, the University will not be holding the Intermediate Examination either. I urge that specific provision should be made for the purpose of enabling the Government to pay adequate compensation to the University in respect of its ceasing to hold Intermediate Examination in the near future. That provision is not also here. So, I would request the Hon'ble Minister of Education to consider the desirability of introducing a specific section with regard to compensation payable to the University of Calcutta in respect of its ceasing to hold Intermediate Examination also in the near future.

Sir, under clause 43 of the West Bengal Secondary Education Act of 1950, there was a proposal for the appointment of a Tribunal. It was this Tribunal that decided as to the amount of grant by way of compensation to be paid to the University of Calcutta. Sir, I suggest that in this Bill provision should be made for the appointment of a Tribunal to fix the

compensation payable to the University of Calcutta in respect of its ceasing to hold Intermediate Examination. I do not want, Sir, to put you to the trouble of listening to all the sub-clauses of clause 43 of the original Act which is very familiar to the Hon'ble Education Minister. Among the things which would enter into the question of determination of the compensation, the clause mentioned the total receipts realised by way of fees from the students appearing at the Matriculation Examination, total receipts from the sale of text-books used by those appearing at the Matriculation Examination, total expenditure incurred in holding Matriculation Examination, total expenditure incurred by the University of Calcutta in connection with printing or publishing all text-books for the Matriculation Examination. I am here speaking of the Intermediate Examination. So wherever the words "Matriculation Examination" occur, Government might incorporate in the clause that I am suggesting, the words "Intermediate Examination". Sir, that is mere justice. The report of the Syndicate has specially drawn the attention of the Government to this aspect of the question *inter alia* the distinguished members of the Syndicate have argued as follows. ...

Mr. Chairman: These are beyond the points.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: The report of the Syndicate says "in this connection we desire to bring to the notice of the Government the financial loss which will be incurred by the University through the proposed abolition of the Intermediate Examination. The University conducts numerous examinations and on the majority of these examinations the University has to spend more than it realises in the shape of fees, text-books, etc. But the Intermediate Examination which is taken by a very large number of students (42,000 in the coming year) is a source of revenue to the University. The State Government should incorporate a provision for compensating the University for the loss of the income which at present accrues to it". Then, finally they say "we assume that the clause in the old Bill relating to compensation payable to the University for transfer of the Matriculation Examination to the Board will continue to be valid. It is desirable that such a clause should be incorporated in the present Bill or the repeal of the previous Act should have a saving clause about the continuance of the compensation". I hope the Hon'ble Education Minister will consider this fervent appeal of the Syndicate so that the University's work may not come to a stand-still. Dr. Banerjee is a former distinguished Vice-Chancellor of the University and he knows what difficulties the University has to go through.

Mr. Chairman: You need not go into details.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I hope, Sir, the Hon'ble Minister will take into consideration this view of the Syndicate and the views of the members expressed on the floor of the House and make adequate provision in order to compensate the University.

[11-40—11-50 a.m.]

Sj. Manoranjan Sen Gupta: There is no financial provision for the first year of the existence of the Board. I think this is an act of omission and not commission. As the Bill has been hurriedly drawn up, this important matter, I think, has escaped the attention of the Hon'ble Minister. It reminds me of the Bengali saying,

ঢাল নাই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দার

The Board is expected to do so many things without any financial assistance from the Government. I think the Hon'ble Minister will kindly make the

position of the Board clear in this respect. In my view nothing less than fifty lakhs of rupees will be adequate for the purpose.

I also request the Hon'ble Minister to kindly arrange for the financial assistance to the Calcutta University.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, so far as amendment No. 195 is concerned I am unable to accept it. As regards the question that has been raised as to what will be the position so far as the first year is concerned, the Government has certainly taken that into consideration, and to dispel any doubt I agree to add a proviso, viz., "provided that nothing in this section shall be deemed to require any budget estimate to be examined until the first budget estimate has been presented to the annual meeting of the Board under sub-section (1) of section 31". Therefore, the Government will place such sums as will be required in the hands of the Board without insisting on a budget estimate to be presented and examined beforehand. That disposes of the question that has been raised by amendment No. 195.

As regards amendment No. 196, in the Act of 1950, similar provision was made, there is no doubt about that, but we should not forget that so far as the present Act is concerned, development, planning and granting aid, all these powers have not been conferred on the present Board, and decisions have already been taken in the legislature in respect of all those questions. So, that provision which was made in the Act of 1950 need not be repeated here. If my friends want any authority, well the Mudaliar Commission is silent in this respect but the Dey Commission Report particularly observes that "Matters like the actual conduct of examinations, granting of recognition and aid will be in the hands of the Directorate". As for actual conduct of examinations and granting of recognition, although the Dey Commission recommended that these should be in the hands of the Directorate we have conferred these powers on the Board. That is the advance that I claim to have been made in this Bill.

I have nothing further to add.

Mr. Chairman: Let the Hon'ble Minister move his amendment.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I beg to move that to the short title of clause 32 the words "and refund from surplus" be added, to read "Payment to the Board by the State Government and refund from surplus", and also that the following proviso be added to clause 32, namely:—

> "Provided that nothing in this section shall be deemed to require any budget estimate to be examined until the first budget estimate has been presented to the annual meeting of the Board under sub-section (1) of section 31."

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: The proviso, as it stands, will not affect clause 32 unless the budget is presented during the period. But what would happen in the intervening period, viz., the presentation of the budget and acceptance of the same?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya has not carefully read and considered the amendment. Let me read out again the proposed proviso to clause 32, viz. "Provided that nothing in this section shall be deemed to require any budget estimate to be examined until the first budget estimate has been presented to the annual meeting of the Board under sub-section (1) of section 31". This will remove doubt and defect if any.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: The wording of the proviso is not very happy. That may be clarified.

Mr. Chairman: Provided that nothing in this section shall be deemed to require any budget estimate to be examined until the first budget estimate has been presented to the annual meeting of the Board under sub-section (1) of section 31.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: After the presentation of the budget and before it is accepted, what would happen? No provision is made in this proviso with regard to the expenses likely to be incurred by the Secondary Board. Make your intention clear in that proviso.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Section 32 says that without examining the budget estimate, Government will not be in a position to make payment to the Board. Now the proviso says so far as the first year is concerned, the presentation or previous examination of the budget will not be required.

[11-50—12 noon]

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: The question is with regard to the period for which this exemption is made. The period is according to the proviso till the budget is presented to the Board. Some period must elapse between the examination of the budget by the Government and the presentation of the budget to the Board. What would happen during the intervening period?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: In our view this will cover everything.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that to the short title of clause 32 the words "and refund from surplus" be added, to read "Payment to the Board by the State Government and refund from surplus", and also that the following proviso be added to clause 32, namely:—

> "Provided that nothing in this section shall be deemed to require any budget estimate to be examined until the first budget estimate has been presented to the annual meeting of the Board under sub-section (1) of section 31", was then put and agreed to.

The motion of Sjkta. Anila Debi that the following proviso be added to clause 32, namely:—

> "Provided, however, that this sum shall not be less than fifty lakhs of rupees in a financial year"

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—11.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chattopadhyay, Sj. K. P.
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Das, Sj. Naren
Debi, Sjta. Anila
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

NOES—28.

Abdur Rashid, Janab Mirza
Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi

Dutt, Sjta. Labanyaprova
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Mallik, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mookerjee, Sj. Kamala Charan
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Sarkar, Sj. Nrisingha Prosad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

The Ayes being 11 and the Noes 28, the motion was lost.

The question that clause 32, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New clause 32A

Mr. Chairman: Sj. Bhattacharyya, recommendation has not been furnished for your amendment and hence it is out of order. But you can speak on it and if the Hon'ble Minister is agreeable to give permission, then the matter may be discussed. Of course, this matter has been adumbrated and discussed quite fully by Professor Bhattacharyya.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I would not encroach upon the precious time of the House by making a long speech. My amendment No. 197 has been disallowed but the object of the amendment was to give a statutory recognition to the annual grant to be made to the Calcutta University. Sir, you have heard and we have heard Professor Bhattacharyya reading from the report sent by the Syndicate of the Calcutta University to the Hon'ble Minister. The Syndicate of the Calcutta University wants a statutory recognition as contemplated in my amendment. I would therefore invite the attention of the Hon'ble Minister in charge to consider whether such a statutory recognition should be given by insertion of a clause or not. It may be said by the Hon'ble Minister or it may be thought by others that section 8 of the Bengal General Clauses Act protects the rights of the Calcutta University but that is a debatable question and without keeping the matter in a debatable form the best thing would be to accede to the wishes of the Syndicate of the Calcutta University and to add a new clause safeguarding its rights.

Sj. K. P. Chattopadhyay: Sir, this is a matter on which we all agreed in the University and want to have an assurance from the Hon'ble Minister. I think he is aware that on the previous occasion there was a small lacuna in the Act as passed under his guidance. As a result of that, the grant for one year was not received by the University until repeated representations were made in this House. The former Vice-Chancellor Shri Sambhu Banerji, now a member of this House is well aware that the grant for 1951-52 could not be had until after his time. Now, it is just possible that because this provision will no longer exist in that Act and the old Act will become defunct, there may be difficulty in passing this grant through the office of the Accountant-General and the Department. There may be technical difficulty and technical difficulty will mean that the University will have no funds for proper discharge of its duties.

[12—12-10 p.m.]

There is the additional point which Professor Bhattacharyya has raised and which the Syndicate has pointed out that the handing over of one year of the intermediate course will mean a corresponding loss of our revenue. Our University unfortunately—although it is one of the first-rate Universities of the world, and has a great reputation, and has produced many very

great scholars, Nobel laureates, Fellows of Royal Societies and others—does not get adequate endowment, and therefore, any loss of revenue from such sources will have unfortunate repercussion. Therefore, we would like to have an assurance from the Hon'ble Minister that he will pay adequate attention to it and see to it that the University receives a grant to cover such loss.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: So far as the demands of my friends on the other side are concerned we whole-heartedly agree that the University should by no means be deprived of the present income by the Board. But we want to hear on the subject our friend Dr. Banerjee, the ex-Vice-Chancellor, who was telling me though nothing specifically.. ...

Mr. Chairman: Amendment has not been moved. He must have permission of the Hon'ble Minister it that can be in order.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, so far as the clause is concerned I am very sorry, I cannot give my consent, but a question has been raised about the compensation payable to the University. The compensation that was provided for in sections 43 and 52 of the old Act, we have been advised, that the liability under them will continue and no new provision is necessary in this Act. If it be necessary to make any provision later after further examination we shall do that. We may do that in some other way, but that is under consideration. I cannot say in what shape it will be done. So far as our present advice, viz., what we have received from the Legislative Department is concerned it is absolutely unnecessary. The liability will continue under the General Clauses Act.

Another point that has been raised by Professor Bhattacharyya is regarding compensation to the University for its inability to hold the Intermediate Examination. That is a very big question and I did not expect that the question would be raised off-hand. I told the House before that that question was being examined in my Department. The Department has not finished examination of it as yet, but one obvious answer to that is that if the University be deprived of the opportunity of holding the Intermediate Examination it will be in connection with another proposal, viz., the institution of three-year degree course. That is a question of national importance and that has been proposed by the Central Government in pursuance of a national policy. If that be so, if the University cannot in future hold the Intermediate Examination, it will be as a consequence of the decision regarding the institution of three-year degree course. It will be up to the University to look to the Central Government or the U.G.C. to supply the money that will be required to meet the loss of income.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: I just want a clarification. Who will make good the financial loss from the abolition of the Intermediate Examination?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: This is not relevant to our present discussion.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: The clarification will do harm to nobody.

Mr. Chairman: He has said that it is not connected with the West Bengal Board of Secondary Education Bill. Moreover, this amendment is out of order.

Clause 33

Mr. Chairman: Amendment No. 198 is out of order.

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I beg to move that in clause 33(1), after paragraph (c), the following new paragraph be inserted, namely:—

> "(cc) all sums received from the sale of publications under this Act; and".

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমার যেটা সংশোধনী, সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ফান্ড সম্পর্কে, যেখানে টাকার কথা আছে। যেখানে বলা হচ্ছে—

"Such sums as may be paid, etc., (c) All sums representing income from endowments or from property owned or managed by the Board for the purposes of this Act" etc.

সেখনে আমি প্যারাগ্রাফ (সি)র পরে বলতে চেয়েছি—

"all sums received from the sale of publications under this Act, and"

আমার পূর্ববর্তী সংশোধনী গ্রহণ করে নিয়েছেন। কাজে কাজেই এটা কন্সিকোয়েন্সিয়াল এ্যামেন্ডমেন্ট। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় আমার যে সংশোধনী গ্রহণ করে নিয়েছেন, সেই সংশোধনীর সঙ্গে এটার সঙ্গতি আছে। যেসব সেল অফ পাবলিকেশনস থেকে, যে-সমস্ত টাকা আসবে, সেই টাকাটাও ফান্ডএ যাবে। এসম্বন্ধে বিতর্কের বিশেষ অবকাশ নেই।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: It is just a consequential thing, for my amendment has been accepted by the Hon'ble Minister.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: You will find that clause 33(1)(d) provides that all other sums received by the Board for any purpose provided in this Act will go to the fund.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that in clause 33(1), after paragraph (c), the following new paragraph be inserted, namely:—

> "(cc) all sums received from the sale of publications under this Act; and".

was then put and lost.

The question that clause 33 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 34

The question that clause 34 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 35

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in clause 35, in line 1, for the word "their" the word "its" be substituted.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I accept it.

Mr. Chairman: Amendment No. 200 is accepted by the Hon'ble Minister.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in clause 35, in line 1, for the word "their" the word "its" be substituted was then put and agreed to.

The question that clause 35, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 36

The question that clause 36 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[12-10—12-20 p.m.]

Clause 37

Sjkta. Anila Debi: Sir, I beg to move that after clause 37(2), the following sub-clause be added, namely:—

> "(3) Any person interested in the Secondary Education Fund may, in the manner prescribed by rules, prefer an objection in writing to the accounts submitted to the auditor. When an objection under this section is overruled by the auditor, he shall forthwith send a copy of his order overruling the objection to the person who preferred the objection stating the reasons for overruling his objection."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার ক্লজ ৩৭এ অডিট রিপোর্ট সম্পর্কে যে এ্যামেন্ডমেন্ট আছে সেটা নিয়েই বলব। এখানে ৩৭এ যেটা দেওয়া হয়েছে, অডিট রিপোর্ট সম্পর্কে, আমি তার সঙ্গে একটা প্রভাইসো যোগ করতে বলছি—৩৭(১)(২), সাব-ক্লজ (৩) হিসাবে—

> "Any person interested in the Secondary Education Fund may, in the manner prescribed by rules, prefer an objection in writing to the accounts submitted to the auditor. When an objection under this section is overruled by the auditor, he shall forthwith send a copy of his order overruling the objection to the person who preferred the objection stating the reasons for overruling his objection."

১৯৫০ এ্যাক্টএ অডিট রিপোর্টএর ধারাতে এই অংশটা ছিল। অর্থাৎ আমি যেটা সংশোধনী হিসাবে উপস্থিত করছি সেটা ১৯৫০ সালের আইন থেকে যেটা বাদ পড়েছে, সেই অংশ মাত্র। জনসাধারণের থেকে কেউ যদি সেকেন্ডারি এডুকেশন ফান্ড সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড হয়ে অডিট রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন অবজেকশন তুলতে চান বা তথ্য জানতে চান তো, প্রশ্ন করতে পারবেন এবং তার উত্তর তিনি দাবী করতে পারবেন ইত্যাদি ধরণের যে ধারাটা ছিল সেটাকে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? মন্ত্রীমহাশয় এই বিল উপস্থাপিত করবার সময় সুপারসিডেড বোর্ডের অনেক দুর্নীতির বিষয় বলেছিলেন। আমাদেরও অার একটা দুর্নীতি জানা আছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের ফান্ডএর টাকা অনেক জায়গায় ঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় নি, অপব্যয় হয়ে গেছে, হিসাব উপস্থিত হয় নি ইত্যাদি বহু কথা আমরা শুনেছি। অবশ্য সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি এখানে উপস্থিত নেই। যিনি তাঁর বক্তব্য এ-সম্পর্কে এখানে উপস্থাপিত করতে পারেন। এজন্য যেগুলি জানা আছে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষের অপব্যয়ের নমুনা। সেগুলিকে আমি এখানে উপস্থিত করছি না। শুধু সাধারণভাবে বলছি যে, অর্থ-সংক্রান্ত অনেক গোলমালের কথা হয়ত মন্ত্রীমহাশয়ও শুনেছেন। এ-ধরনের গোলমালকে চেপে দেবার জন্য কিনা জানি না, কিন্তু যেটা ১৯৫০ এ্যাক্টএ ছিল সেটাকে কেন এই [illegible]চিত বিল থেকে তুলে নিলেন বা সাধারণ পাবলিকের মতামতকে কেন এ'রা প্রাধান্য দিতে চান না সেটা আমি বুঝতে পারছি না। সুতরাং মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমি অনুরোধ করব যে, সরকারের ন্যস্ত অর্থ যদি কোন সংস্থা কোনরকমে অপব্যবহার করে, তার বিচার তো নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু জনসাধারণ যেন সেই সংস্থার ব্যয়-ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখতে পারে। এজন্য তাঁদের মতামত দেবার এবং সমস্ত কারণ জানবার অধিকার মন্ত্রীমহাশয় স্বীকার করে নিলে সেটাতে তাঁর সদিচ্ছার প্রমাণই হবে। সেজন্য বিশদ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে শুধু এইটুকু বলব যে, দুর্নীতির কথা আমরা শুনেছি তা সত্য কি মিথ্যা সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে ভবিষ্যতে দুর্নীতি যাতে আর ঘটতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। অর্থাৎ জনসাধারণের পক্ষ থেকে যাঁরা ইন্টারেস্টেড পারসন তাঁরা সজাগ দৃষ্টি দিয়ে অডিট রিপোর্ট বিচার করবার অধিকারী যেন হন। একথা যেন বলবার সুযোগ না পান যে দুর্নীতি এখনও চলছে, অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি চলছে, বঞ্চনা চলছে, হিসাব দেওয়া হচ্ছে না এই সমস্ত দুর্নীতির দুর্নাম থেকে বোর্ডকে মুক্ত করার জন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করব যে, তিনি যেন এবিষয়ে আমার যে সংশোধনী, যেটা ১৯৫০ সালের আইনের অংশ থেকে নিয়ে উপস্থিত করেছি, সেটাকে বিবেচনা করে গ্রহণ করবেন।

Sj. Satya Priya Roy: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির ভূরিভূরি উল্লেখ রয়েছে। পর্ষদের টাকা সম্পর্কে ১৯৫০ সালের আইনে ব্যবস্থা ছিল যে, কোন ব্যক্তি যাদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে অনুরাগ আছে, মাধ্যমিক শিক্ষা ফান্ড থেকে কোন অপব্যয় হলে, সেখানে কোন দুর্নীতি হলে, তাঁদের মন্তব্য যেটা তাঁরা অডিটারের কাছে পাঠাতে পারেন এবং অডিটার সেটা ওভাররুল যদি করতে চান তাহলে অডিটারকে সেটা লিখে জানিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ যিনি আপত্তি করেছেন তাঁর কোন কোন তথ্যগুলোকে তিনি ওভার-রুল করছেন সেটা জানিয়ে দিতে হবে। ১৯৫০ সালের এ্যাক্টে যা ছিল আজকে তার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় আরও বেশী। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় কেন তাঁর এই বিলের খসড়া অধ্যায় থেকে এটা বাদ দিচ্ছেন, তা আমরা বুঝতে পারছি না। এতে বিতর্কের অবকাশ কিছুই নেই। আগে ছিল যে-কোন লোক ইন্টারেস্টেড ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন—খরচ সম্পর্কে অবজেকশন করলে সেটা অডিটারের কাছে জানাতে পারতেন এবং অডিটার সেই অবজেকশন ওভার-রুল করলে তা তাকে লিখে জানাতে হবে, আমার মনে হয় এটা মস্ত বড় একটা সেফগার্ড। এর মধ্যে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। সরকার নিজে থেকে এগিয়ে এসে যাতে তাদের ন্যস্ত-ধনের কোনরকম অপব্যবহার না হয়, তার জন্য সর্বরকম ব্যবস্থা করা দরকার। কাজেই যখন এপক্ষ থেকে এইরকম একটা সাজেশন এসেছে, তখন মন্ত্রীমহাশয় সেই সাজেশন গ্রহণ করবেন এবং এই সংশোধনীটা গ্রহণ করে সন্দেহের আর কোন অবকাশ রাখবেন না।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, in section 56(1) and (2) of the West Bengal Secondary Education Act of 1950 the substance of the suggestion of Sjkta. Anila Debi was incorporated and it is absolutely necessary. Sir, amongst the charges formulated by the Government against the old Board of Secondary Education, was the charge that the funds placed at the disposal of the Board were not properly handled by the Board. In view of this charge in particular, it is necessary that there should be this safeguard. It is a safeguard against any kind of financial inefficiency or departure from the rules of expenditure. I strongly support the amendment which has been moved by Sjkta. Anila Debi.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: What my friends have said appears to be very reasonable but I want to put before them this thing. They have been all along insisting on an autonomous Board. What I want to say is that in connection with the accounts of the Calcutta University we cannot raise this objection.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: That is quite irrelevant in the present context.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: It is very relevant. This Board will consist of 27 men of standing, men with sense of responsibility and if they make any mismanagement there, Government will be ultimately responsible for the Board; we shall censure the Government. That is why we have made Government ultimately responsible and Government will be held responsible for any mismanagement made by the Board. Therefore, in censuring the Government, it is necessary.

Sj. Satya Priya Roy: Mr. Chairman, Sir, just he said

বোর্ডে এতসব লোক যখন থাকবে তখন টাকাপয়সার ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত।

Mr. Chairman: That is all right.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, the provisions that were made in the 1950 Act were much too cumbrous and therefore we have omitted those from the new Bill. After all, audit will be carried on by

the examiners of local accounts. They will audit the accounts of the Board just as accounts of other institutions will be audited by them. There can be no doubt about that.

The motion of Sjkta. Anila Debi that after clause 37(2), the following sub-clause be added, namely:—

> "(3) Any person interested in the Secondary Education Fund may, in the manner prescribed by rules, prefer an objection in writing to the accounts submitted to the auditor. When an objection under this section is overruled by the auditor, he shall forthwith send a copy of his order overruling the objection to the person who preferred the objection stating the reasons for overruling his objection."

was then put and lost.

The question that clause 37 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[12-20—12-30 p.m.]

Clause 38

The question that clause 38 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New clause 38A

Sj. Satya Priya Roy: Sir, I beg to move that after clause 38, the following new clause be added, namely:—

> "38A. The Board shall have the right to require of the State Government or any official in the Education Department any information necessary for efficient discharge of its functions and the State Government shall furnish it with information so required within a reasonable period of time."

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এই ৩৮ ধারায় আছে, রাজ্যসরকার বোর্ডের কাছে থেকে সমস্ত তথ্যাদি পেতে পারবেন, মাধ্যমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে। সেটা যাতে আইনসঙ্গতভাবে বোর্ড দিতে বাধ্য হন, সেই ব্যবস্থাই এই ৩৮ ক্লজ দ্বারা করতে চাইছেন। পারস্পরিক সহযোগীতার মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে যদি গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হয় এবং সেদিক থেকে বোর্ডকে যদি সহযোগীতা করতে হয়, তাহলে বোর্ডেরও অধিকার থাকা উচিত যে, রাজ্য-সরকারের শিক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে বোর্ড যেন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেতে পারে। সেইজন্য আমার এই সংশোধনীতে বলা হয়েছে—

> "the Board shall have the right to require of the State Government or any official in the Education Department any information necessary for efficient discharge of its functions and the State Government shall furnish it with information so required within a reasonable period of time."

এই সংশোধনী গ্রহণ না করলে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের পক্ষে রিপোর্ট দেওয়া বা শিক্ষা পরিষদের পক্ষে পরীক্ষা পরিচালনা করা বা তার পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষা কোনরকমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। মাধ্যমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার কার্যে পরিণত করতে হলে বোর্ডের তার জন্য সঙ্গত অধিকার থাকা চাই। এ-সম্পর্কে বেশী বক্তৃতা দেবার কোন প্রয়োজন নাই। মন্ত্রীমহাশয়, আশা করি সহজ সরলভাবে যে প্রশ্নটা উঠেছে, সেটা স্বীকার করে নিয়ে আইনগতভাবে বোর্ডকে অধিকার দেবেন, যাতে সরকারের শিক্ষাদপ্তর হতে বা [illegible] কাছ থেকে আবশ্যকীয় তথ্য গ্রহণ করার সুবিধা-সুযোগ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ পেতে পারেন।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I rise to oppose this amendment. The Director of Public Instruction will be there on the Board. Any information that is legitimately required will be furnished by him. Otherwise if it is intended to give a wider meaning to it then it will be something mischievous, it will mean repeal of the Official Secrets Act.

The motion of Sj. Satya Priya Roy that after clause 38, the following new clause be added, namely:—

> "38A. The Board shall have the right to require of the State Government or any official in the Education Department any information necessary for efficient discharge of its functions and the State Government shall furnish it with information so required within a reasonable period of time."

was then put and lost.

Clause 39

Mr. Chairman: Amendments Nos. 203 and 204 fall through.

The question that clause 39 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 40

Mr. Chairman: Amendment No. 205 falls through.

The question that clause 40 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 41

The question that clause 41 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New clause 41A

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that after clause 41, the following new clause be added, namely:—

> "41A. *Power of Tribunals.*—Every Tribunal appointed under this Act shall have all the powers of a Civil Court for the purposes of receiving evidence, administering oaths, and enforcing the attendance of witnesses and compelling the discovery and production of documents, and shall be deemed to be a Civil Court within the meaning of sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure."

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I can accept the amendment if it says "A Tribunal" instead of "Every Tribunal".

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I agree.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I accept the amendment, as amended.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya, as amended, that after clause 41, the following new clause be added, namely:—

> "41A. *Power of Tribunals.*—A Tribunal appointed under this Act shall have all the powers of a Civil Court for the purposes of receiving evidence, administering oaths, and enforcing the attendance of witnesses and compelling the discovery and

> production of documents, and shall be deemed to be a Civil Court within the meaning of sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure."

was then put and agreed to.

Clause 42

The question that clause 42 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 43

The question that clause 43 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 44

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in sub-clause (2) of clause 44, in paragraph (b), in line 2, after the words "specified in" the words and figures "sub-clause (b) of clause (14) and" be inserted.

The motion was then put and agreed to.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg to move that after clause 44(2)(f), the following new sub-clause be inserted, namely:—

> "(ff) the procedure to be followed by the Tribunal referred to in sub-section (1) of section 10 in deciding any question under that section;".

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I accept the amendment.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that after clause 44(2)(f), the following new sub-clause be inserted, namely:—

> "(ff) the procedure to be followed by the Tribunal referrrd to in sub-section (1) of section 10 in deciding any question under that section;"

was then put and agreed to.

The question that clause 44, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 45

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that for clause 45, the following clause be substituted, namely:—

> "45. *Repeal*.—The West Bengal Secondary Education Act, 1950, and the West Bengal Secondary Education (Temporary Provisions) Act, 1954, are hereby repealed."

Sj. Satya Priya Roy:

এই ক্লজ ৪৫ সম্বন্ধে দুটো কথা বলতে দাঁড়িয়েছি, ক্লজটা হচ্ছে—

The West Bengal Secondary Education Act, 1950, is hereby repealed.

কিন্তু এই যে এটাকে রিপিল্ড করছেন, বাতিল করছেন, তাতে কি কি অসুবিধা হবে, সে সম্বন্ধে আজকে ভাবতে হবে। সেইটে ভাবতে আমি যতটা বুঝতে পারছি, তাতে বলতে হচ্ছে—আকস্মিকভাবে এই বিল এনে ১৯৫০ সালের বিলটাকে সম্পূর্ণ বাতিল করা উচিত নয়। মনে হয়, ১৯৫০ সালের বিলের যে অংশটা এই আইনের আওতায় এসেছে, সেই অংশটাকে বাতিল করাই ঠিক হবে। এটার ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ও উন্নয়নের সমস্ত ব্যবস্থার কথা। কিন্তু এই বিলে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের অনেক কথাই

বাদ পড়েছে। কাজেই আজকে এইরকম ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বিল এনে সম্পূর্ণ ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন এ্যাক্টটাকে কেন বাতিল করা হচ্ছে—এই হল প্রশ্ন। এবং বাতিল করা হলে পুরাতন আইনের যেসব জায়গা এই বিলের আওতার বাইরে, সেগুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব কার হাতে যাচ্ছে? এখন রিপিল করলে যেসব অসুবিধা হবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে, ইউনিভার্সিটির যে ক্ষতিপূরণের টাকা পাওনা আছে সেটা ইউনিভার্সিটি পাবে কি না? জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্টএ তা ইন্টারপ্রেট করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়কে দু-বছর অপেক্ষা করতে হবে।

[12-30—12-43 p.m.]

শুধু তাই নয়। আমাদের যে বিদ্যালয়গুলি সাহায্য পাচ্ছে, তার কি ব্যবস্থা হবে তা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই উত্তরে বলবেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে বিদ্যালয়গুলিতে সাহায্যের জন্য অনেক টাকা পাওনা আছে, কয়েক লক্ষ টাকা পাওনা আছে বিদ্যালয়গুলির, সেগুলি বোর্ডএর দেবার কথা ছিল ১৯৫৮ সালের মধ্যে। ১৯৫৮ সালের গ্রান্ট দেবার ক্ষমতা যদি এই আইনে রিপিল হয়ে যায়, তাহলে বোর্ডএর থাকবে না, তাহলে এটা কার হাতে আসবে এবং বোর্ড যে-সমস্ত টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল, সেই সমস্ত টাকা দেবার আশ্বাস মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে পাই নি।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, ১,৭০০ বিদ্যালয়ের রেকগনিশন মঞ্জুরী হয়ে আছে, মার্চ মাস পর্যন্ত পুরাণো এ্যাক্ট রিপিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাও রিপিল হয়ে যাবে। নূতন রেকনিশন তৈরী করতে হবে, কাজেই রেকগনিশন কমিটি, নূতন রেকগনিশন বোর্ড করলে সেই অনুযায়ী রেকগনিশন কমিটিকে প্রতিটি বিদ্যালয় পরীক্ষা করে দেখতে হবে। দেখে রেকগনিশনএর জন্যে সুপারিশ করে পাঠাতে হবে। পর্যন্তের এর জন্য দীর্ঘ সময় আবশ্যক এবং এই দীর্ঘ অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য ১৯৫০ সালের আইনে ব্যবস্থা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী দিয়েছে, সেই মঞ্জুরীগুলো অন্ততঃ দু-বছর পর্যন্ত থাকবে, সেরকম কোন আশ্বাস এই বিলের মধ্যে, আইনের খসড়ার মধ্যে নেই।

কাজেই আগেকার সেকেন্ডারি এডুকেশন এ্যাক্টকে একেবারে বাতিল করে দেবার যে ব্যবস্থা ৪৫ ধারায় রয়েছে, তার ফলে অনেকগুলি সমস্যা অত্যন্ত তীব্রভাবে দেখা দেবে। সমস্ত বিদ্যালয় তাদের মঞ্জুরীর টাকা, সাহায্যের টাকা কোথা থেকে পাবে তা জানতে পারবে না। শিক্ষার উন্নয়ন পরিকল্পনা কিভাবে এগুবে সে সম্পর্কে কোন ছবি পাওয়া যায় নি। এটাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল না করে যেটুকু জিনিস বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের হাতে এসেছে সেগুলি ছাড়া আংশিকভাবে ১৯৫০ সালের এ্যাক্ট এবং ১৯৫৪ সালের টেম্পোরারী প্রভিশন এ্যাক্ট বাতিল করা হোক। সেদিক থেকে আমি এই ক্লজের বিরোধীতা করছি এবং এই ক্লজের সম্পর্কে আমাদের বিরোধীতা আমরা স্পষ্ট ঘোষণা করে দেবো এই হাউসে।

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Roy has spoken on all the aspects of the problems involved and the difficulties that will arise out of the repeal. I will draw the attention of the Hon'ble Minister of Education to the specific provisions made in section 37 of the West Bengal Secondary Education Act of 1950. It provided that the recognition of schools enjoying temporary recognition and those enjoying permanent recognition would continue to be regarded as recognised schools for some purposes. I am reading from section 37(2), provisos (a) and (b) which run as follows:—(a) Schools enjoying temporary recognition shall continue to be so recognised for a period of one year after the commencement of this Act or until the expiration of the period of temporary recognition, whichever is greater; and (b) schools enjoying permanent recognition shall continue to be so recognised under this Act for a period of three years after the commencement of this Act, and thereafter such recognition shall not be withdrawn except in accordance with the provisions of this Act and the rules, regulations and by-laws made thereunder'. Or in other words under section 37, provisos (a) and (b) adequate safeguards were provided for temporarily recognised schools and

permanently recognised schools; one would enjoy recognition for one year and the other—permanent schools would continue to be recognised for three years. I would request the Hon'ble Minister-in-charge to incorporate a provision like this in the present Act, if not at this stage at a later stage. If it is not done, great injustice would be done to the schools and people outside would think that here is a conspiracy to withdraw recognition of some schools which have been either temporarily or permanently enjoying recognition now.

Sj. Manoranjan Sen Gupta:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, যে এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করা হয়েছে, সেটা যদি কার্যে পরিণত করা হয়, তাহলে বাস্তবিকই সত্যপ্রিয়বাবু যে-কথা বলেছেন, তাই হবে। তার ফলে বিদ্যালয়গুলি সমূহ ক্ষতি হবে এবং তাঁরা একেবারে সম্পূর্ণরূপে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের দয়ার অধীনে হবেন। তার ফলে কোন্ বিদ্যালয় রেকগনিশন পাবে আর কোন্ বিদ্যালয় পাবে না, তাদের দয়ার উপরই নির্ভর করতে হবে বিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষকে। সুতরাং একটা অনিশ্চিৎ অবস্থার মধ্যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলির পরিচালকবর্গ, শিক্ষকবর্গ এবং ছাত্রবর্গ সকলেই পড়বেন। অতএব যে-ব্যবস্থা ছিল ১৯৫০ সালের আইনে, সেই ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, I do not understand why my friend Professor Nirmal Chandra Bhattacharyya entertains so much apprehension about this. He says that recognition of schools should be continued even after the passage of this Act. After all, what is provided for in section 45? It provides for two repeals but the repeal will not take effect until the commencement of this Act. That means that Government will duly consider the question as to whether further continuance of the repealed Acts is necessary or not before fixing the date of commencement of this new Act. Not only that at present we have seen there are two opinions on the subject. One is that section 8 of the General Clauses Act provides for the continuance of recognition of schools and another opinion is that it will not do so. Whether it does or does not is still under investigation and if it is necessary to make any provisions that may be done in the Assembly and then we can come here thereafter for the approval of this House. I can allay the apprehension of my friends by saying that the matter is still under consideration as to whether section 8 of the General Clauses Act will permit the continuance of recognition of schools for which they think an additional provision is necessary and if we are advised that some additional provision ought to be made, that will be made hereafter.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that for clause 45, the following clause be substituted, namely:—

> "45. *Repeal.*—The West Bengal Secondary Education Act, 1950, and the West Bengal Secondary Education (Temporary Provisions) Act, 1954, are hereby repealed."

was then put and agreed to.

The question that clause 45, as amended, do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result:—

AYES—27.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Biswas, Sj. Raghunandan
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjkta. Abha
Chatterjee, Sj. Krishna Kumar
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjkta. Santi
Dutt, Sjta. Labanyaprova
Ghose, Sj. Kamini Kumar
Ghosh, Sj. Asutosh
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath

Mallah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prodhan, Sj. Lakshman
Roy, Sj. Chittaranjan
Sarkar, Sj. Nrisingha Prasad
Sawoo, Sj. Sarat Chandra
Singh, Sj. Ram Lagan
Singha, Sj. Biman Behari Lall

NOES—11.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chattopadhyay, Sj. K. P.
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Das, Sj. Naren
Debi, Sjkta. Anila
Nausher Ali, Janab Syed
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

The Ayes being 27 and the Noes 11 the motion was carried.

[At this stage the House was adjourned till 3-30 p.m.]

[*Afternoon Session*]

[3-30—3-40 p.m.]

Mr. Chairman: We may now take up clauses 7, 9 and 22 which were held over.

Clause 7

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir I beg to move with your permission amendment No. 77 in a modified form.

Sir, I beg to move that in clause 7(4), in line 3, after the words "clauses (a) to (d)" the words "and item (i) of clause (f)" be inserted.

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya, as amended, was then put and agreed to.

The question that clause 7, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 9

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Sir, I beg with your permission to move amendment No. 80 in modified form. The amendment No. 80 would stand as before and I beg to add that in sub-clause (3) of clause 9, in line 3, after the words "disqualifications specified in", the following be added, namely:—

"clauses (a) to (e) and item (1) of clause (f) of".

Sir, I also beg to move that after clause 9(1)(e), the following be inserted, namely:—

"(f) directly, or indirectly, by himself or his partner,—

(i) has or had any share or interest in any text-book published, or

(ii) has any share or interest in any work done by order of, or in any contract entered into on behalf of, the Board:

Provided that a person who had any share or interest in any text-book referred to in sub-clause (i) shall not be deemed to have incurred the disqualification under the said sub-clause if five years have elapsed from the date of the publication of such text-book."

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that after clause 9(1)(e), the following be inserted, namely:—

(*f*) directly, or indirectly, by himself or his partner,—

(i) has or had any share or interest in any text-book published, or

(ii) has any share or interest in any work done by order of, or in any contract entered into on behalf of, the Board:

Provided that a person who had any share or interest in any text-book referred to in sub-clause (i) shall not be deemed to have incurred the disqualification under the said sub-clause if five years have elapsed from the date of the publication of such text-book."

The motion of Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya that in clause 9(3), in line 3, after the words "disqualifications specified in", the following be added, namely:—

"clause (a) to (e) and item (i) of clause (f) of".

The motions were then put and agreed to.

The question that clause 9, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clause 22

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in clause 22—

(a) in sub-clause (1)—

(i) in paragraph (b), in lines 3-4, for the words and figures "(12) to (16)", the figures and words "(11), (12), (13), (15), (16) and (18)" be substituted;

(ii) for paragraph (e), the following paragraph be substituted, namely:—

"(e) a member of a Managing Committee of a recognised Institution, nominated by the President.";

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: As regards clause 22, I have not yet made up my mind. This morning only the suggestion was made to me by Sj. Satya Priya Roy. The suggested amendment is still under examination and at this stage I am not prepared to say that I can accept that amendment. However, if after consideration we find that amendment acceptable to us, we shall try to have it introduced in the Legislative Assembly.

Mr. Chairman: Will that satisfy Sj. Satya Priya Roy?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, an alternative suggestion has been put forward by Dr. S. N. Banerjee. We want to hear Justice Banerjee.

Dr. Sambhu Nath Banerjee: When I was Vice-Chancellor I found that when there was a decision in favour of the teachers they experienced great difficulty in having the decision in thir favour carried out. This morning Sj. Bhattacharyya and Sj. Satya Priya Roy asked me as to what the procedure should be in this matter. So far as the Managing Committee is concerned it has not much difficulty. It really fights with other peoples' money. But the teachers have got to spend their own money for getting the benefit of the decisions in their favour.

Though I have not finally made up my mind on this point I think some sort of procedure in the nature of certificate proceedings may be adopted, e.g., as in income-tax matters and there should be one appeal only and no

further. If a provision couched in suitable language is made as I have indicated, interest of the teachers may be safeguarded. So far as the Managing Committee is concerned it does not require our protection so much. For the protection of teachers I would suggest that the decision of the Appeal Committee may be made enforceable without it being made a decree of court. For if it has to be made a decree of court, it may come within the purview of section 47 of the Code of Civil Procedure and there will be endless trouble. I know of a suit in which a decree was passed in 1910 but was not executed even in 1937.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: After what has followed from Dr. Banerjee final decision cannot be taken on this matter now. I fully agree with Dr. Banerjee that some decision has to be made, but what shape that will take we shall see to that later on.

Sj. Satya Priya Roy:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উনি বললেন এবং জাস্টিস ব্যানার্জি যা বললেন সেটা শুনলাম। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা যে সাজেসশন দিয়েছিলাম তার মুখ্য মর্মকথা এই ছিল যে, শিক্ষকদের পক্ষে এ্যাওয়ার্ড দিলে, যদি এ্যাপিল কমিটি ও ম্যানেজিং কমিটি উপেক্ষা করে চলে যায়, তখন বোর্ডের একমাত্র উপায় থাকে স্কুলের যে এ্যাফিলিয়েশন, রেকগনিশন, সেটা তুলে দেওয়া। সেটা আমরা চাই না—

then the remedy is worse than the disease.

একজন শিক্ষকের দোষে, স্কুল উঠে যাওয়ার ফলে অন্যান্য শিক্ষকরা বিপন্ন হোক; এটা আমরা চাই না। যত সহজ, সরল ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে এ্যাওয়ার্ডকে কার্যকরী করা যায়, সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল-কথা। সে বিষয় জাস্টিস ব্যানার্জী যা বললেন এবং মন্ত্রীমহাশয় যা আশ্বাস দিলেন, তারপর আর আমার এ্যামেন্ডমেণ্ট ফারদার মুভ করবো না।

আর একটা কথা হচ্ছে, এই কনস্টিটিউশন সম্বন্ধে। আমরা গণতন্ত্রের বিশ্বাসী, আমরা একজন জুডিসিয়ারীকে এই এ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে বিচারকের আসনে বসাতে চাই। এখানে আমাদের সাজেসশন আছে—

the President of the Board, *ex-officio* and Secretary of the rank not lower than a District Judge.

কনস্টিটিউশনএর দিক থেকে এই দুইজন এ্যাপিল কমিটি কনস্টিইউট করবে, সেটা মন্ত্রীমহাশয় বিবেচনা করে দেখবেন। এখন ম্যানেজিং কমিটি ও টিচার্সদের কোর্টে টেনে এনে, কেস তদ্বির করতে করতে, পদে-পদে অসুবিধা বাড়বে, তারা মারা যাবে। এখন এমন একজন বিচারক নিযুক্ত করা উচিত, যার বিচার করবার জ্ঞান ও অধিকার আছে। এখানে সেইরকম একজন লোককে করবেন, এইটাই আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আবেদন করছি। যখন তিনি এ্যাসেম্বলীতে বিলের সংশোধন আনবেন, তখন যেন এদিকে লক্ষ্য রাখেন।

[3-40—3-50 p.m.]

Mr. Chairman: What is to be done in regard to the last paragraph of Sj. Kolay's amendment? Will the amendment as it stands be accepted?

Sj. Satya Priya Roy: Sir, let all the amendments be dropped and the clause as it is be passed.

Mr. Chairman: So a proposal has been made that members should withdraw all their amendments.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No, Sir, Mr. Kolay's amendment can be accepted and it will not come into conflict with any other amendment. But Sj. Roy's suggestion is that something over and above the amendment of Mr. Kolay should be done to make the award effective. Mr. Kolay's amendment will not stand in the way of that.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: There is one difficulty. Dr. Banerjee suggested that the certificate method, as it obtains with regard to income-tax matters, may be resorted to. If that is resorted to, there is only one appeal with the Committee and that will not conflict with Mr. Kolay's amendment. Let the whole matter be considered by the Minister. We leave it entirely to the Hon'ble Minister. Let him discuss the arguments for and against and then come to a decision.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: If that be their contention, Sir, then of course Mr. Kolay's amendment (b) may have to be taken out.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: We leave the whole thing to the good sense of the Hon'ble Minister.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I am accepting only Mr. Kolay's amendment in part, viz., (a)(i) and (ii) and not the other parts.

[Sub-clause (b) of Amendment No. 157 of Sj. Jagannath Kolay was then by leave of the House withdrawn]

The motion of Sj. Jagannath Kolay, as modified, namely, that in clause 22—

(a) in sub-clause (1)—

(i) in paragraph (b), in lines 3-4, for the words and figures "(12) to (16)" the figures and words "(11), (12), (13), (15), (16) and (18)" be substituted;

(ii) for paragraph (e), the following paragraph be substituted, namely:—

"(e) a member of a Managing Committee of a recognised Institution, nominated by the President.";

was then put and agreed to.

The question that clause 22, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I beg to move that the West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957, as settled in the Council be passed.

Mr. Chairman: Now, I would request members that since enough has been spoken on the general principles and other matters, they may just confine their speeches to one or two salient points so that the whole thing can be finished in no time. (A VOICE FROM THE OPPOSITION BENCHES: Fifteen minutes for each speaker). I think fifteen minutes for each speaker would be too much but ten minutes would be quite sufficient because you have said all that you had to say. Moreover, the atmosphere has now become pacific, and in the Lower House all the difficulties might be smoothened out.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, we have reached the last stage of the debate which in my humble submission maintained a high standard throughout the proceedings. Sir, we expected that the Hon'ble Education Minister would be more responsive, we expected that he would rely more on reasons and fundamental legal principles than on the numerical strength of his party and we expected that he would accept those amendments which were supported by prominent men of his party. When I make this observation, I actually refer to amendment No. 4 which was supported by no less a member than Dr. S. N. Banerjee. The result has been that the Bill now passes out of this House in an undemocratic and undesirable form. The most unsatisfactory feature of this Bill is the provision for composition of the Board of Secondary Education. Sir, such a high

personage as the Vice-Chancellor of the Calcutta University will have no place in it. The Calcutta University will not be adequately represented and in the Board there would be a preponderance of Government servants, and members nominated and appointed. In spite of this undemocratic constitution of the Board the Board shall have to approach the State Government at every stage. Sir, the Board would not be a small one, it would consist of 27 members. If the President of the Board, according to the Government, could not guide the Board on proper lines even with the aid of Vice President and Executive Council, I am afraid, it would be difficult, if not impossible, for the President to discharge his onerous duties without their help. No provision has been made for the election of the Vice President and constitution of the Executive Council. So far as the question of appointment of the President is concerned the provision in the Act XXXVII of 1950—as more salutary than the provision which is made in this Bill. According to the Act XXXVII of 1950 the first President was to be appointed by the Government and the subsequent Presidents were to be appointed by the Government from a panel of four persons chosen by the Board. Then again with regard to the question of appointment of Secretary the Board was empowered to do so under Act XXXVII of 1950, but this power has been taken away from the Board and has been given to the State Government. The result would be that the Secretary would feel more responsible to the State Government than to the Board itself and it may at least in some instances create deadlock.

Then again so far as the question of decision of disputes is concerned clause 10 has been amended to a certain extent; it still leaves a lacuna in the provision. In all matters of election, appointment or nomination, disputes are bound to arise. The whole question is who is to decide the validity or legality of the dispute. So far as the question of election is concerned provision has been made in the Bill that such disputes would be decided by a tribunal, but the Bill as settled in this House does not contain any provision with regard to the decision of disputes regarding nomination and appointment. The result would be that the doors of the Civil Court would be kept open for decision of disputes. I do not think, and I do not support the idea of sending these disputes to the Civil Court. In my humble submission some provision ought to be made in the Bill with regard to the settlement of disputes in connection with nomination and appointment.

[3-50—4 p.m.]

Then with regard to the formation of the Committees. Quotations have been made from the Mudaliar Commission and from the Dey Commission on both sides of the House from time to time. We find from the Report of the Dey Commission that a Statutory Committee should be formed with the name of Recognition and Grants Committee. It was recommended in that Report that the Statutory Committee should be given the power of recommendation to State Government with regard to the question of grants to be made to the Secondary Institutions. Unfortunately the Committee in this Bill has been named only as Recognition Committee and the power of making recommendation with regard to the question of grants-in-aid has been taken away. This is a deplorable state of things. In my humble submission, the power of making recommendation, so far as the question of making grants-in-aid is concerned, ought to have been left with that committee.

Then with regard to the question of implementation of the decision of the Appeal Committee. The matter has not yet been settled and I hope it will be settled in a way so as to make a provision for speedy implementation of the decision of the Appeal Committee.

Then with regard to the question of making payment to the Board of Secondary Education. There was a definite liability taken by the State Government under Act XXXVII of 1950. But in this Bill no liability has been taken by the State Government with regard to that matter. The matter has been left as discretionary with the State Government. This is a state of things which cannot be acceptable, for the State Government under the Act of 1950 took upon itself the liability of making a grant of a definite sum of money plus a further sum which will be necessary from time to time. After having centralised only the powers in the Government, it is too late in the day to make the question of grant to the Board of Secondary Education a discretionary one.

Then I will request the Hon'ble Minister to consider the Report of the Syndicate, regarding the question of giving compensation to the Calcutta University, as soon as the Calcutta University will cease to hold I. A. and I.Sc. Examinations. It has been clearly stated by the Syndicate in the Report that they will suffer considerable loss for want of compensation by the Government. The result will be that the teaching staff and the post-graduate department will suffer for want of money. With regard to the question of making grant to the Calcutta University, there was a definite provision in Act XXXVII of 1950. That provision has not been made in the Bill itself on the ground that the matter is covered by section 8 of the Bengal General Clauses Act. But in the Report of the Syndicate it has been definitely stated that suitable provision ought to be made in the Bill. In my humble submission, the request is very reasonable. Such an important matter as the grant of a sum to the extent of five and odd lakhs should not be rested on the interpretation of section 8 of the Bengal General Clauses Act. There is no harm in making a suitable provision with regard to this question in the Bill itself. As time is short, I will not enter into any further detail. What I would submit most humbly is this that if one looks to the clauses of the Bill one after another one finds that the Bill is nothing but the Act XXXVII of 1950 with all powers given to the Board taken away from it. If one wants to comment on this Bill, this is the only comment which can be made, viz., this Bill in this form cannot be acceptable to the members inside the House as well as outside the House. I am sure that the Bill must undergo many other changes in order to make it acceptable to the members of the West Bengal Legislative Assembly. I am sure that the Bill is likely to be returned to this House with further amendments. Sir, my time is up and, as promised, I would only finish it just now. What I would submit before the House is that the Education Minister would be pleased to consider the amendments, though defeated in this House, in his leisure hours before the Bill is introduced in the West Bengal Legislative Assembly and try to look into the reasonableness of the amendments suggested. He should introduce the Bill in the West Bengal Legislative Assembly in an amended form in the sense that official amendments may be taken therein so as to make the Bill acceptable not only to the Members of the Legislative Assembly but also to the Members of this House.

With these words, Sir, I resume my seat.

Sj. K. P. Chattopadhay: Mr. Chairman, Sir, before commenting on the Bill in its third reading I should like to mention that the Conference of the West Bengal College and University Teachers had in its recent session—I had the honour of presiding over it—universally condemned the Bill in the form in which it has come. I am really mentioning it to show you the state of public feelings of educationists of very widely differentiated shades of political opinion. We have commented on the undemocratic character of the Board that is going to be set up. The Hon'ble Minister had stated "it is purely advisory". In his recent acceptance of the amendment moved by Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya he has given—within

the very narrow limits no doubt, but still he has given—some powers to the Board. The language is: Subject to the limitations provided in the Act the Board shall have power to direct, supervise and control Secondary Education. Now, Sir, for directing secondary education, for supervising and for controlling it no doubt inspection is necessary. They will certainly hold the examinations; they will examine the candidates; they will also examine the administration of the schools—all these things will be done by them. But if they are to properly fulfil the duties allotted by this particular clause—direct, supervise and control—then they should also give moneys to the schools concerned, so that they may run their schools, so that they may have their teachers properly paid, so that they may have properly qualified staff in their schools and also have the paraphernalia necessary for modern education. But unfortunately after giving the power to direct, supervise and control secondary education, the Hon'ble Minister has continued to take away the power of making grants from the Board. This is an anomaly and I am sure our friends on the other side of the House also strongly feel about this particular anomaly. I find the Hon'ble Minister is shaking his head and that shows he agrees that I am correct in my assessment and, therefore, he has expressed the hope that when he will introduce the Bill before the other House he will accept there some amendments to bring it into line with what he has already accepted in this House.

[4—4-10 p.m.]

The other thing that I wish to say is with regard to the university. I am glad of the assurance that he has given that compensation for loss of Matriculation fees or School Final Examination fees to be more exact will continue to be paid. With regard to the loss that will occur to the University due to the taking off a slice of the Intermediate Examination and eventually the whole of the Intermediate Examination since in the letter of the Directorate to the University it is stated that the eleven years' public examination at the end of the eleventh year will be of the standard eventually of the present Intermediate Examination with regard to that he has said that since this is being done to bring the University work in line with work elsewhere at the request or rather under the directive of the Central Government, it is for them to meet the expense. What he has forgotten or sought to ignore is that the fees for the public examination at the end of ten years as well as eleven years will be taken by the Board, that is to say, by this official Board, and the Centre may say "well, the money that is being lost by the University is being taken by the Board. In the case of the ten-year examination you have paid compensation. In the case of the eleven-year examination why should there be a separate demand from the Centre simply because we have said that we have eleven-year schools?" The argument of the Hon'ble Minister, I am afraid, will not appeal to the Centre and the Calcutta University will be left high and dry without adequate funds. The State and the Centre may fight it out but the result would be extremely bad for higher education of the youths of this province. I will therefore again appeal to the Hon'ble Minister to consider this point and make necessary provision for proper compensation for this loss to the Calcutta University.

Sj. Mohitosh Rai Choudhuri: Mr. Chairman, Sir, some of us on this side who have been supporting this Bill do not regret having done so. We have given the Government the Board which they wanted in the belief that the present Government is a National Government unlike the other Governments in the past whose attempt to assume all power of control and superintendence over secondary education we resisted to the utmost of our power. We have given the Government the Board which they have wanted.

At the same time I must remind the Government of the very grave responsibility they have taken upon their shoulders and which we have given them. So long as secondary education was the sole charge of the Secondary Education Board we could not criticise them. Government often times when criticised for the deeds or misdeeds of the Secondary Board used to take protection under the plea that the matter was the concern of the Secondary Board and Government had nothing to do with it. In this House, Sir, often times I tried to criticise the University and the doings of the Secondary Education Board but we were always silenced by the Government with this argument that it is an autonomous body and therefore this floor is not the proper place for us to ventilate our grievances. Now this plea will no longer remain open for Government. Government have very rightly taken upon themselves the responsibility for planning and development of secondary education but they should realise the implications of the assumption of this great responsibility. In the Mudaliar Commission as well as in the Dey Commission it has been emphasised very greatly that Government will have to pay for the development of education, will have to place such fund at the disposal of the development authorities as is necessary so that no student who is capable of profiting from higher secondary education suffers. And no institution which works for the spread and improvement of education suffers. The Government will have to take this responsibility, must have to provide funds and ultimately take the sole financial responsibility of Secondary Education. So, I think Government ought to bear this in mind and they must conduct the affairs in a way so that we may not have to regret to have armed Government with this extensive power.

Although the Bill has greatly improved as a result of the discussions for all these days in this House I sound a note of warning that there are still certain seeds of discord in the Bill. In the first place there is the provision that the President must be appointed by the Government, and the Government will also appoint the Secretary. This is a good provision although my esteemed friend Dr. Banerjee did not agree to this provision. He said that the Secretary should be appointed by the Board while the President should be appointed by the Government. I humbly submit that that would lead to some sort of *golmal*, some sort of discord, because there will be a party of the President and there will be another party of the Secretary. Therefore, Sir, I have been insisting all along upon the Education Minister to see that while appointing the Secretary he must see that the President is consulted. I hope he will agree to this. Unless the President is consulted he will be placed in a position in which it will be difficult for him to function. He will be responsible for the control, discipline and efficiency of the Secretary, yet if the Secretary flouts him, does not want him as was unfortunately the case, well known to our friends, in the case of the old Secondary Education Board—Secretary and the President did not pull well for some time—what will be the position then? I hope therefore the Hon'ble Minister will consider the matter further so as to see whether while framing the rules he could make this provision that while appointing the Secretary, President's views will be taken into consideration.

Then my friend Dr. Banerjee has said that the President should be a non-official. We have given the Government a wider choice the President may be an official or a non-official. Our view is that if we say that the President should be a non-official then the result would be this—a very good official say a High Court Judge who is an official although not subordinate to this Government but is subordinate to the Central Government will be ruled out. Therefore, we have given the Government the wider choice. At the same time I would appeal to the Education Minister to see that at

least the first President of the Board may be a non-official. At least he should try to find out a non-official President for the Board at the start. For, then the Board will start without any suspicion from our friends in the Opposition.

Lastly, I must say another thing. As the Education Minister is a great democrat and everybody knows it, out of deference to the opinion expressed by my friend Sj. Nagen Bhattacharyya he has accepted his amendment No. 171. But Sir, I am an humble man, as I sounded a note of warning once. I must say it again that out of deference to Nagen Babu, the Hon'ble Minister has done something which may defeat the purpose of the whole Bill. My friend, Prof. K. P. Chattopadhya has rightly said that if this particular concession is made to the views expressed by a member of the Opposition, then the Hon'ble Minister should have to accept the opinion of those who insist on giving the Board some power about the grants-in-aid. Unless this is done, this clause which he has accepted would be in conflict with the general position of the Board as provided for in the Bill. The Board will be an advisory body and yet curiously enough it will have the power to control and supervise Secondary Education. While the Bill will be discussed in the lower House, the Education Minister will see to it that this difficulty, this lacuna may be removed. With these words Sir, I whole-heartedly support the Bill, because in spite of the opinion expressed by the conference referred to by my friend, Prof. K. P. Chattopadhya, this Bill has been based on the views expressed by an expert educational body. The country has not seen one like it for a long time. I hope the Bill will receive the whole-hearted support of every educationist in the country. Therefore I ask the House to whole-heartedly accept the Bill.

[4-10—4-20 p.m.]

Sjkta. Anila Debi:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি বেশীক্ষণ সময় নেব না। মন্ত্রীমহাশয় সুদীর্ঘ ১২ দিন আলোচনার পর এই পশ্চিমবাংলার মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিল যে আকারে এই হাউসএর সামনে গ্রহণ করবার জন্য রেখেছেন, সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলব। এটা তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন যে, আমরা অন্ততঃ পশ্চিমবাংলার মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ চেয়েছি। এবং তিনি সেই দাবীকেই রূপ দিয়েছেন, এ খানিকটা সত্যি। পশ্চিমবাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে যে বিপর্যস্ত অবস্থা চলছিল, যে পরিকল্পনাহীনতা চলছিল, অর্থ নিয়ে যে যথেচ্ছাচার চলছিল তার যাতে অবসান ঘটে তার জন্যই আমরা এইরকম সংস্থাকে চেয়েছিলাম। কিন্তু যে রূপ নিয়ে সে আমাদের কাছে এল তাতে আমাদের আশার চাইতে আশঙ্কাই বেশী হয়ে দেখা দিয়েছে। মন্ত্রীমহাশয় একে যে আকারে বিশ্লেষণ করতে চান না কেন, এইটুকু তাঁকে বলতে চাই যে, আমরা যে-সমস্ত সংশোধনী উত্থাপন করেছিলাম, নিশ্চয়ই তাঁর এই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ গঠনের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট করবার জন্য নয়, সেই গঠিত যন্ত্রটা যাতে শিক্ষামঙ্গল কাজে লাগতে পারে তার জন্য আমরা আমাদের সংশোধনী বা সতর্কীকরণ বা সাজেসশন, যে যাই বলেন উপস্থিত করেছিলাম। আজকে মন্ত্রীমহাশয় অতি রহস্য করে আমার একটা রহস্যের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে, অনিলা দেবীর অরণ্য রোদন নয়—প্রমাণস্বরূপ তিনি আমার একটা সংশোধনী গ্রহণও করেছেন। আমি তাঁকে বলব এখনও সময় রয়েছে, বিলকে আইনে পরিণত করে এই বোর্ডকে কার্যকরী করার পূর্বে বিবেচনা করার আরও যথেষ্ট সময় রয়েছে। সেইজন্য যদি তিনি মনে করেন আমাদের অরণ্যে রোদন করা নয়—যদি তিনি মনে করেন আমরা চিন্তা করে যে-সমস্ত সংশোধনীগুলি উপস্থিত করেছি, সেগুলি একেবারে বেনু-বনে মুক্তা ছড়ান হয় নি, তাহলে আমি তাঁর কাছে আবেদন করব যে, তিনি আবার বিবেচনা করবেন। বিবেচনা করে আমাদের সংশোধনের মূল কথাগুলোকে অর্থাৎ আবার নূতন করে শিক্ষার মধ্যে দ্বৈত-শাসন চালানো উচিত নয়—এ-সম্পর্কে সতর্ক হবেন। একটা বোর্ড এবং সরকারের কর্মকর্তার মধ্যে যদি অনবরত গণ্ডগোল হতে থাকে, তাহলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সংঘর্ষের অবসান হবে,

না। আমি মনে করি যে, এই বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে পরামর্শ করা উচিত ছিল, তা করা হয় নি, বরঞ্চ এই বোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয়কে চরমভাবে অবহেলা করা হয়েছে। জনমতের কথা শুনলে অনেকেই আমাদের মধ্যে চমকে উঠেন কিন্তু শিক্ষিত মানুষ যাঁরা, যাঁরা শিক্ষা নিয়ে আজীবন কাজ করে এলেন, এ-সম্বন্ধে তাঁদের মতামত শোনা আমরা মনে করি উচিত। ক্ষিতিশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে কথার উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ টিচারস এ্যাসোসিয়েশনএর বার্ষিক সম্মেলনে যে প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করেছেন, যে এই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিলের পরিবর্তন করা হউক, সে কথাকে যদি শুধু তাঁদের একটা লিখিত প্রস্তাব হিসেবে মাত্র মন্ত্রীমহাশয় গণ্য করেন, তাহলে আমি মনে করি চরম ভুল করা হবে। আমরা এই ১২ দিন ধরে প্রতিপদে বাধা দিয়ে এসেছি। প্রথম দিনে যে কথা বলেছিলাম, যে এই বিলের প্রতিটি ধারাতে ধারাতে আমরা বাধার সৃষ্টি করব, সেটা ছেলেমানুষী উদ্যম বা ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি নিয়ে নয়, শিক্ষক হিসাবে, শিক্ষাবিদ হিসাবে যে কথা আমাদের মনের মধ্যে ছিল, তারই অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছি। এ বিলকে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করছি। এর বিভিন্ন ধারা আমরা পরিবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করছি, শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে আমরা এই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিলের প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিটা ধারার বিরোধীতা গড়ে তুলবার চেষ্টা করবই। সক্ষম আমরা হয়েছি কিনা জানি না, আজ মন্ত্রীমহাশয় কিছুটা কিছুটা সংশোধনী নিয়ে চরমভাবে গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত করেছেন, পাশও করবেন—কিন্তু ভবিষ্যত আছে। লড়াই করবার যে কথা আমরা ঘোষণা করেছিলাম, তা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত আমরা হই নি। এবং এও জানি এই আকারে এই আইন যদি বাংলাদেশের ঘাড়ে চেপে বসে, তবে বাংলাদেশের শিক্ষানুরাগী মানুষও এটাকে সহজ মনে গ্রহণ করবেন না, প্রতিদিন এর বিরুদ্ধে এইরকম প্রতিরোধের সৃষ্টি হতে থাকবে। এসব ভয় দেখান নয়, অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে এ-কথা বলতে চাই যে, মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমরা শিক্ষার উন্নতিকল্পে বোর্ডএর কথা বলেছি। আশা করেছি তিনি একটি স্বাধীন বোর্ড গঠন করবেন। কিন্তু সে আশা বিন্দুমাত্রও পূর্ণ হয় নি। এই বোর্ডের মাধ্যমে যে ছবিটা মন্ত্রীমহাশয় ফুটিয়ে তুলেছেন, আমি আমার একটা কথার মধ্যে দিয়েই তার সম্পূর্ণ রূপটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে ইচ্ছা করি। এই বিলের মধ্যে যে ছবিটা ফুটছে, সেই ছবিটা আমার মনে হয় ভবিষ্যতে বাংলার শিক্ষা-জীবনের পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে—

All quiet on the Education Front

তাই যদি না হয় তাহলে মন্ত্রীমহাশয় বলুন, এখানে আমাদের শেষ নিবেদন তিনি শুনবেন। আর মহীতোষদা যত জোরেই একে গ্রহণযোগ্য বিল বলে বলুন না কেন, আমি এই পরিষদের প্রত্যেকটা চিন্তাশীল মানুষকেই চিন্তা করতে বলব যে, তাঁরা যদি শিক্ষার অগ্রগতি কামনা করেন—মনে-প্রাণে সফল করবার কথা ভেবে থাকেন, যদি তাঁরা আমাদের বক্তব্যকে নিছক বিপক্ষ পক্ষের বলে উড়িয়ে দিতে না চান, যদি তাঁরা চিন্তা করে দেখেন তাহলে এ বিল পাশ হতে দেবেন না। সবার কাছে আবার আমি অনুরোধ করে বলবো যে, বাংলাদেশের শিক্ষাকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই আমাদের সমস্ত পরামর্শ, এই পরামর্শকে গ্রহণ করবার জন্য সকলে মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবেন। এবং মহীতোষবাবুর মতো এখানে হোল হার্টেডলি গ্রহণ করবার আবেদন না জানিয়ে আমরা যেমন করে বলছি, শিক্ষাবিদ হিসেবে আমাদের য বলা কর্তব্য তাই বলুন, অর্থাৎ বর্জনের পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করবেন।

[4-20—4-30 p.m.]

Dr. Sambhu Nath Banerjee: Mr. Chairman, Sir, I will speak on thi bill in the light of my previous experience and not from a theoretical poin of view. I know what the difficulties are and I may suggest how to overcome the difficulties. Sir, there was the Act of 1904—the Calcutta Universit Act—and there was the Act of 1951. The 1951 Act may be euphemisticall called the "Democratic Act". Without any hesitation I say that the 190 Act was a much better Act than the 1951 Act. When this 1951 Act wa being considered, a much greater man than myself—the late Dr. Syama prosad Mookherjee—opposed it as it was framed. Dr. Meghnad Sah supported him. We were all of the opinion that there was hardly any plac for democracy in education.

Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya has said that the Vice-Chancellor of the Calcutta University should be a member of the Board. I do not think he is right. There were two Vice-Chancellors in the Mudaliar Commission. One of them, as I have said before, is a man of great learning and experience, the Vice-Chancellor of the Madras University. He was there for twelve long years. This is well known. There was also the experienced Vice-Chancellor of the Baroda University. I believe these two Vice-Chancellors read the Act of 1950—I mean the Secondary Education Act of 1950. I am sure they had noted that the Vice-Chancellor was a member of that Board. Yet they have not recommended the Vice-Chancellor to be included in the Board. Why have they omitted him? Was there any reason for it? Or did they do it without any reason whatsoever? Sir, I for myself say that the Vice-Chancellor should not be in the Board and the reason is this. The position of a President is no less than that of a Vice-Chancellor. One is the head of the Secondary Education and the other is the head of the University Education. It is not necessary to make the two heads members of the same Board. When I asked Dr. Mudaliar as to why he was excluding the Vice-Chancellor, he gave this to be the reason. Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya has further said that there should be a Vice-President. In the Calcutta University there is the Chancellor and the Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor is the executive head. There is no Pro-Chancellor. I was there for four years. I cannot say I am a very strong man. I was ill some time and in my absence the Calcutta University did not suffer at all. It functioned all right. In the Benares University there is a Pro-Chancellor. Is the administration there better than the Calcutta University? On the other hand is there not a likelihood of a conflict? Therefore there need not be any provision for the appointment of a Vice-President.

The next important point raised is the lack of provision about grant. It is said the Board has not been given any power to make or recommend a grant. I say that in the face of the two reports the Government had no alternative but to make the bill as it is. It could not give the Board power to make or recommend a grant. Suppose the Government had made a provision to that effect, could it not be said that the Government has gone against the reports of the two Commissions? The Dey Commission has no doubt mentioned about a plan and development committee. But then again it has expressly said that finance should be the responsibility of the Government and not of the Board. In other words the Board should have nothing to do with making or recommending a grant.

The next point is about compensation payable to the Calcutta University. It has been overlooked that there is a section in the Calcutta University Act, 1951, which provides for payment of compensation by the Government to University after examining the account of the University. When the Matriculation Examination was taken away from the University in 1950, the 1951 Act had not been passed. It was necessary therefore to make provision for payment of compensation. I myself raised the question. I went to the Chief Minister. The present Education Minister was the Education Minister then. I said "Look here, you are asking me to improve the University. How is it possible for me to improve it when a sum of about 6 lakhs of rupees representing the revenues from the Matriculation Examination is being taken away from us? Immediately a Committee was appointed consisting of Dr. Srikumar Banerjee, the then Director of Public Instruction, and the Accountant-General, West Bengal. They went carefully into the matter and I think the University was paid about six lakhs of rupees as compensation. I do not remember if for any technical difficulty one year's compensation was not paid. So far as I remember, I

hink there were some defects in the accounts. I may tell you that I had a talk this morning with Dr. Srikumar Banerjee and his recollection tallies with mine. Be that as it may, the Government did make the payment. Sir, my friends say that Government may not pay compensation unless a provision is made. I do not agree. You know, Sir, the University College of Science, Calcutta, was established years and years ago, with a donation of Sir Tarak Nath Palit. When I was the Vice-Chancellor, Dr. Meghnad Saha came to me and said that something should be done for the repairs of the University College of Science. He said that the College of Science had not been repaired for over 25 years. I enquired of Dr. Deghnad Saha as to what the cost of repairs would be. He said it would be about Rs. 2½ lakhs. I straightway went to the Chief Minister and said "Look here, such a fine building has not been repaired for a long time. The University has not the requisite fund and it may fall down." Within a week or so I got 2½ lakhs of rupees as loan from the Government. Then I told the Chief Minister, "How should we repay the loan?" He told me "Don't you be anxious, Vice-Chancellor. In course of time it will be written off".

Then, Sir, there is another thing and that is very important—that is the ventilation provided in the University building itself.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, is it relevant?

Dr. Sambhu Nath Banerjee: It is relevant for this purpose. You say Government may not give the grant to the University. I say this suspicion is wrong.

Mr. Chairman: Dr. Banerjee, that is recital of past history.

[4-30—4-40 p.m.]

Dr. Sambhu Nath Banerjee: That may be so. If you think in that way, then I may not refer to it any further.

The next important matter is the composition of the Appeal Committee. I think a provision should be there simplifying the procedure to be followed so that the decisions of the Committee may be quickly implemnted and the teachers are not in difficulties. When I was the Vice-Chancellor, the teachers were in difficulties and they were hardly able to enforce the decisions in their favour against the Managing Committees. The Managing Committees are powerful bodies and of all the members of the Managing Committees the Secretary is the most powerful. It is very difficult for teachers to enforce decisions in their favour. For a long time I thought over the matter and this morning when the question was put to me I was thinking about the provision. It should be very simple. The procedure should be simple too so that the Appeal Committee may give quick relief to teachers and they get redress within say two or three months. Sir, as a Judge of the High Court I always held the view that if tribunals fail to offer quick relief, then tribunals are a sham, and administration of justice is a hollow mockery. Should I be consulted as to the drawing up of the relevant section, I think I shall be able to give a short section and simplify the procedure providing for quick reliefs to teachers. So far as the Managing Committee is concerned, it does not require our protection. Subject to what I have said above, I am of opinion that this is a good Bill. It may not be a perfect one. No human institution is perfect. But certainly this is a much better Bill than the Act of 1950. I do not say there is no room for improvement. Of course there is and I have no doubt that some improvements will be made in the Assembly. But there is nothing in the Bill for which we can condemn it. I do maintain that the Bill has been framed on the basic principles enunciated by the Mudaliar Commission and the Dey Commission and without any hesitation I recommend the Bill for consideration of this House.

Janab Abdul Halim:

মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমরা আজ শেষ পর্যায়ের আলোচনায় এসেছি। দীর্ঘ ১২ দিন এই বিল সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এই বিলের প্রারম্ভিক আলোচনায় আমরা বলেছিলাম যে সেকেন্ডারি এডুকেশন বিল আমাদের সামনে যেভাবে এসেছে তাতে পশ্চিমবাংলার শিক্ষার সুব্যবস্থা হবে না। কেন না, সেকেন্ডারি এডুকেশন এ্যাক্ট যেটাকে আজকে এখানে রিপিল করলেন এবং তা রিপিল করার সঙ্গে সঙ্গে যেসমস্ত এ্যাক্ট ছিল সেই সমস্ত এ্যাক্ট চালিয়ে যাবার জন্য কোন প্রভিসান রাখলেন না। দ্বিতীয়তঃ যে বোর্ড তারা গঠন করলেন সেই বোর্ডের হাতে তাঁরা কোন ক্ষমতা দিলেন না। বোর্ডের কেবলমাত্র এ্যাডভাইসরি ক্ষমতা থাকছে, তার বেশী তার আর কোন ক্ষমতা থাকছে না। বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ, গঠন ব্যাপারে ২৭ জন নিয়ে যে বোর্ড হবে সেই অগণতান্ত্রিক বোর্ড সম্পর্কে আমরা এখানে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এই বোর্ড যাতে আরও ভালভাবে গঠিত হতে পারে তারজন্য আমরা এ্যামেন্ডমেন্ড দিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের এ্যামেন্ডমেন্ড সেখানে গৃহীত হয় নি। এখানে মেজরিটি গভর্মেন্ট এবং তার বোর্ডেও মেজরিটি হবে। এই যে আমলাতান্ত্রিক বোর্ড হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি বলে সে সম্বন্ধে এখন আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। আমি মনে করি এই বোর্ডের হাতে কোন ক্ষমতাই দেওয়া হচ্ছে না। গ্রান্টের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সেই গ্রান্টের কোন ক্ষমতাই তারা পাচ্ছে না। এর সেক্রেটারি বোর্ড থেকে নির্বাচিত হতে পারবেন না—সেক্রেটারিকে গভর্ণমেন্ট এ্যাপয়েন্ট করবেন। এই বিভিন্ন ত্রুটি সম্পর্কে যাতে বিলটা আরও ভালভাবে আলোচিত হয় তার জন্য আমাদের যেসমস্ত এ্যামেন্ডমেন্ড ছিল সেগুলি যদি গৃহীত হত তাহলে হত, কিন্তু মাইনর এ্যামেন্ডমেন্ডগুলো গৃহীত হয়েছে, মেন এ্যামেন্ডমেন্ডগুলো গৃহীত হয় নি। কাজেই আমি মনে করি এই বিল পাশ হলে বাংলাদেশের শিক্ষা জগতে, শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং সাধারণ লোকের মধ্যে দারুণ অশান্তি বা ডিস্‌স্যাটিসফ্যাকসন দেখা দেবে। এই বিল যেভাবে আজকে এখানে গৃহীত হচ্ছে সেইভাবে যদি পরিচালিত হয় এবং তার আর যদি সংস্কার করা না হয় তাহলে এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হবে। তাঁরা বলছেন এসেম্বলীতে কিছুটা সংস্কার হবে, কিন্তু এসেম্বলীতে যদি এর কোনরকম মূলগত পরিবর্তন না হয় তাহলে এই বিল যেভাবে আজকে এখানে পাশ হচ্ছে তাতে শিক্ষাব্যবস্থা—যা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন—অল কোয়ায়েট অন দি এডুকেশন ফিল্ড হবে। অর্থাৎ শিক্ষাকে সেখানে হত্যা করা হবে। এই বিলের আলোচনাকালে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী-মহাশয় মুদালিয়ার কমিশন এবং দে-কমিশনের কথা বলেছেন এবং তাদের রেকমেন্ডেসন অনুযায়ী কখনও, দে-কমিশন কখনও মুদালিয়ার কমিশনের কথা বলে তিনি তাঁর যে যুক্তি দিয়েছেন এবং যে যুক্তি দিয়ে বিলের যেসমস্ত ধারা তিনি এখানে এনেছেন সেই সমস্ত ধারাতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনি—বা তিনি যেসমস্ত যুক্তি দিয়েছেন তাতে আমরা কনভিন্সড হতে পারিনি। অতএব এই বিল যদি আজকে পাশ হয়ে যায় তাতে আমাদের কিছু সুবিধা হবে না, শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন সুবিধা হবে না এবং বাংলাদেশের শিক্ষার পরিচালনা ব্যাপারেও কোন সুবিধা হবে না। সেজন্য এই বিলের আমি তীব্র বিরোধিতা করছি।

Mr. Chairman: The House stands adjourned for 25 minutes. Will the members kindly go upstairs to have coffee? After that we shall resume our discussion.

[At this stage the House was adjourned for 25 minutes.]

(After adjournment)

[5-5—5-15 p.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, at this stage of the discussion of the Bill we have decided not to refer to any matter in detail but to summarise our general position with regard to the Bill that has been presented to the House. I hope the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill will excuse me if I sound a note of personal disappointment. I am one of

those who read his well-known book "The new Menace to Higher Education in Bengal". I am one of those who are aware of the leading part that he took in the agitation against the reactionary Bill of Secondary Education introduced by the League Government in 1940, and I am one of the many countrymen of his who are aware of the excellent Act that the Minister was responsible for putting on the Statute Book of West Bengal in 1950. Therefore, I expected that he would bring forward a Bill which would be designed to promote the best interests of secondary education in this State. Unfortunately however, his Bill is a sort of new menace to high school education in Bengal. In fact, the character of this Bill reminds me of the title of his book published in 1935, viz., "Menace to High School Education in Bengal". Sir, during its passage through this House, the Bill has been slightly changed and transformed. But I very strongly feel that it falls far short of the minimum requirements of a Bill calculated to serve the best interests of secondary education in our State. Sir, what are our main objections to the Bill? I shall attempt to voice the feelings of the opposition without wasting much of your time. We object to the Bill in the first place because this Bill makes the Board of Secondary Education a sort of annexe of the Secretariat. Sir, according to the distribution of seats—27 seats on the Board—we notice that quite a large proportion are officials and the official element is far in excess of what was recommended either by the Mudaliar Commission in the name of which even Dr. S. N. Banerjee swears or by the Dey Commission. I need not place before you the figures once more because the members are aware of the figures and we have heard that point over and over again. Sir, I consider this Bill to be a departure from the recommendations of the Mudaliar Commission in one very important respect. The Mudaliar Commission wanted a workable Board of 25 but at the same time they recommended that there should be a provincial advisory Board—a Board which would be representative of different interests engaged in secondary education. This large provincial Board is not there. Both Dr. Banerjee and the Hon'ble Minister in the same voice have shouted from the house tops that "we have adhered to the Mudaliar Commission". Where is his adherence to the Mudaliar Commission which recommended the constitution of a large Advisory Board representative of all interests? That Board has not been given any place in the Bill. Sir, there are some very flagrant departures from the recommendations of the Dey Commission also. It is necessary to understand clearly why the Dey Commission was appointed. Certain general recommendations were made by the Mudaliar Commission and the distinguished members of the Commission distinctly laid down in their report that the different States would within the framework of their general recommendations arrange for the constitution of the Board the general lines of which were indicated in the report. The Dey Commission was appointed to go into this very question and it was the Government of West Bengal that appointed the Commission. It was composed of distinguished educationists including Professor Anath Nath Basu who was, I believe, the Secretary of the Mudaliar Commission. They made certain recommendations and the Government have set at naught even their recommendations which were made after considering the peculiar position of secondary education in this State. For instance, the Dey Commission recommended that planning and development should be one of the functions of the Board. This recommendation of the Dey Commission was disregarded. The Dey Commission recommended that there should be two categories of functions. With regard to one category the recommendations of the Board would be advisory and with regard to another category Government was required to act according to the recommendations of the Board. So here are some very flagrant departures from the recommendations of the Dey Commission. Sir, we object to the Bill and condemn it in the strongest

terms because no definite financial guarantees have been held out to the Board. The Board has been entrusted with the task of superintendence, direction and control of Secondary Education, but it has no money at its disposal. Certain responsibilities are imposed upon it but it has no funds to discharge those responsibilities. It is for the Hon'ble Minister to consider whether this is at all fair, to consider whether this has been done in any civilised country anywhere particularly with regard to the system of education. In the next place we object to the Bill and condemn it because the Committee system disregards some of the vital needs of secondary education in our State, e.g., no provision has been made for Physical Education Committee in the organisation of committees of the Board, for Girls' Education Committee or for Backward Classes Education Committee. I am not particularly enamoured of the expression "backward class". I would rather use the word "underdeveloped class". However, that is the term that was used by the Hon'ble Minister in the Act of 1950. Whatever may be the objection to the nomenclature I have no doubt that it is necessary that in accordance with the responsibility that has been imposed upon this State by the Constitution we ought to have made special provision for the development of education amongst the underdeveloped communities who have been neglected for years and years, possibly centuries and centuries. Sir, the Dey Commission recommended that there should be another committee at least, namely, University Correlation Committee. Secondary Education in fact, sends out quite a large number of those who pass final examination, to the University. It is, therefore, necessary that courses of study, syllabus, examination, etc., should be of such a nature as to enable the students to prosecute their studies in the Universities with credit to themselves. This University Correlation Committee would in fact work for the integration of the two systems—the systems of Secondary Education and University Education. After mature deliberation the Dey Commission made this recommendation. Our Minister, in his infinite wisdom, absolutely disregarded this very salutary provision that was made by the Dey Commission.

Sir, we also feel that just as Secondary Education extends one of its hands towards University Education, it extends another towards Primary Education. Therefore, there should have been a Primary Education Correlation Committee also.

Finally, Sir, Planning and Development, a function which has been denied to the Board, should have been taken charge of by another Committee.

Coming to the system of administration we condemn the Bill in the strongest terms because the Secretary is to be appointed by the Government. The President of the Board is entrusted with the responsibility of carrying on the administration of the Board and is responsible to the Government, but the Board or its President has nothing to say with regard to the appointment of the Secretary. Sir, this is an administrative monstrosity which is not properly understood by the Minister but which people in the Secretariat will perhaps understand to some extent. This is contrary, as I have argued in course of the Second Reading, to all principles of sound administration. It will lead to, as my friend Professor Mohitosh Rai Choudhuri has argued, a conflict between the Secretary on the one hand and the President on the other and bring about a deadlock. It may lead, perhaps, to another leakage of question papers and things like that, and the Minister will have an opportunity to abolish it altogether.

[5-15—5-25 p.m.]

For these reasons we think that the Bill, as it stands, is a menace to high school education in the State. It is a new menace and this new menace has to be fought not only by members present in this House, but also by the people outside.

Sir, I have nearly finished. Our Hon'ble Minister-in-charge of Education does not possibly realize the importance of Secondary Education in the State in spite of the fact that he wrote an excellent book a long time ago. Somehow he has managed to forget the principles he himself enunciated in that book. Secondary Education is a sort of half-way house—half-way house, inasmuch as it sends out our boys and girls to join University Education or professional education and it is a final stage, in so far as it is a point of bifurcation,—and many students go out to join different professions from this stage. For this reason Secondary Education is really the backbone of the educational system of our country. Our Minister is intent on breaking the backbone of the educational system of this State. The steps that he is going to take will make or mar the future of education in West Bengal. I will request the Hon'ble Minister-in-charge of Education to think and to think deeply about the consequences of this thoughtless measure that he has placed before us. I love to think that Rai Harendra Nath who wrote the book, "New Menace to High School Education in Bengal", who took an important part in the movement of 1940 and who enacted that very desirable measure, the Secondary Education Act, 1950, is not yet dead in the Education Minister. I appeal to that other Rai Harendra Nath to save Secondary Education from the utter ruin to which he himself is seeking to relegate it.

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

মাননীয় সভাপতিমহাশয়, যে বিলের এখন তৃতীয় পাঠ চলছে, আমরা যাই বলি এবং ওপক্ষের ২-৪ জন বন্ধু যাই বলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাশ হয়ে যাবে এটা নিশ্চয়। তবুও এবিষয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এই বিল সম্বন্ধে দীর্ঘ ১২ দিন আলোচনা চলেছে, তারজন্য এক এক ডিভিসনের সময় শুনলাম ৪০০ টাকা খরচ হয় তা ল এ্যান্ড অর্ডার মিনিস্টার বন্ধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা বন্ধ হয়নি। আগে কিন্তু স্যার, প্রথম থেকে অপেক্ষা না করে একটা বিল সিলেক্ট কমিটিতে দিয়েছিলেন এবং পরে সেটা এখানে দুদিনে পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। এবার তা করেন নি। ১২ দিন ধস্তাধস্তি করে, ঘষাঘাষি করে, পয়সা খরচ করে কি করেছেন? আজ দুপুরবেলা খাবার পর এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু গল্প বলছিলেন, আমি সেই রস একা অনুভব না করে আপনার কাছে পরিবেশন না করে থাকতে পাচ্ছি না। এক মিস্ত্রি ছিল—কানা, নাম তার নজর আলি, তাকে একটা বাড়ীর দেয়াল তৈরি করতে দেওয়া হয়েছিল। তৈরি করতে গিয়ে দেয়ালটা বাঁকা হয়ে গেল। মালিক নজর আলিকে ডেকে বল্লেন মিস্ত্রি, এ কি করেছো, দেয়াল যে বাঁকা হয়ে গেল। মিস্ত্রি এক চোখে দেখে বল্লে হাঁ, হুজুর, একটু বাঁকা হয়ে গেছে বটে তবে 'বোলি' দিয়ে ঠিক সোজা করে দেব। আমাদের সরকার পক্ষ থেকেও তেমনি বলেছেন যে এই বিলকে এসেম্বলীতে নিয়ে গিয়ে বোলি দিয়ে সোজা করে দেব। আমাদের কাছে এই বিল এসেছে, ১২ দিন ধরে চেষ্টা করেছি তার মধ্যে কিছু কিছু দাগরাজি করা হয়েছে সত্য কিতু এসেম্বলীতে গেলে পর তাকে সোজা করে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি বলি, স্যার, যে একে গোড়া থেকে বোলি দিয়ে সোজা করবার পথ এখানে নেই। একে সোজা করতে গেলে দেয়াল ভেঙ্গে নূতন করে করতে হবে। আজ না করলেও কয়দিন পরে করতে হবে—কারণ এ দেওয়ালের উপর ইমারত টিকবে না। আমরা প্রথম থেকেই বলছি যে প্রথম যে সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড তাকে ডিসল্ভ করা হয়েছিল কিসের জন্য—তাতে কতকগুলি গলদ ছিল, কোয়েশ্চেন পেপার ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।

তাদের তাড়িয়ে দেবার পর, বোর্ড ডিসল্ভ করার পর কি কোয়েশ্চন পেপার ফাঁস হয়নি? সেই সময় কোয়েশ্চেন পেপার ফাঁস হয়ে গিয়েছিল বলে তাদের সরিয়ে দেওয়া হোল, সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডকে ডিজল্ভ করে দেওয়া হোল—অনেকবার বল্লেন যে অন্য আইনসঙ্গত যে পথ আছে সেই পথ অবলম্বন করলাম না, তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না, তাদের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করলাম না, কেউ কোন এনকোয়ারী করলাম না, যদিও ইনকোয়ারী করলাম, সেই ইনকোয়ারী গ্রাহ্য করলাম না, না করে আমরা সেই পর্ষৎকে বাতিল করে

দিলাম। কিন্তু স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করি পর্বতের প্রতি কার শত্রুতা ছিল? আমি ও'কে বলি ও'র বিভাগে একজন ইনসপেক্টর আছেন, নাম আমি করতে চাই না, উনি জানেন উঁচু থেকে নীচ্ পর্যন্ত যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই বলবে যে লোকটা পাগল। সেই পাগলটা যে অর্ডার দেন, সেই অর্ডার তার উপরওয়ালা বাতিল করে দেন। সেই পাগলকে নিয়ে উনি শিক্ষা-বিভাগ চালান।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I do not know whether there is any such person. I did not say that. That is an untruth.

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

আমি যাঁর জন্য আপনার কাছে বলেছিলাম। পেছনে জিজ্ঞাসা করলে নামটা জানতে পারবেন।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আমার জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই।

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

স্যার, আমি নামটা বলতে চাই না, তবে ও'র বিভাগে এইরকম লোক আছে—সেক্রেটারি থেকে আরম্ভ করে নীচ পর্য্যন্ত সবাই জানেন।

Sj. Devaprasad Chatterjea: Sir, is it permissible to refer to a person without name?

Mr. Chairman: He has not named anybody.

Sj. Annada Prosad Choudhuri: Sir, I knew him; I told him that he was a mad man.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Tissue of untruth—I did not say so.

Sj. Annada Prosad Choudhuri: Sir, if he will care to enquire he will find that his department is being carried on with a mad man like that.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I did not make any such statement.

Sj. Annada Prosad Choudhuri:

আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হোল এই যে এইসব গলদ থাকলেও ও'দের ডিপার্টমেন্ট যদি চলে তাহলে এমন কি গলদ সেই শিক্ষা পর্ষতের হয়েছিল যে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ না করে, তাদের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ না চেয়ে সেটা ডিজল্ভ করে দেওয়া হোল। শুধু ও'র বিভাগেই নয়, স্যার, উনি হয়ত বলবেন আমি জানি না।

Mr. Chairman: That is an old history and you cannot ask him why it was done so.

Sj. Annada Prosad Choudhuri: But, Sir, we are now enacting this Bill on the basis of that past history, because we started this Bill on that basis.

Mr. Chairman: That basis may not be strong enough in your opinion but it is quite strong in his opinion.

[5-25—5-35 p.m.]

Sj. Annada Prosad Choudhuri: Then I shall have nothing to say.

আমি বলি স্যার, যা চলে আমার কেবল এই বক্তব্য যে আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে যা বরদাস্ত করি কি কারণে এই পর্ষতের বেলায় তা বরদাস্ত করলাম না। রেফিউজি রিহ্যাবিলিটেসন ডিপার্টমেন্টএ একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁর কনডাক্টএ গভর্ণমেন্ট সন্তুষ্ট হলেন না, আমি তাকে যে বদল করে দেয় যে অধিকর্তা তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম এই ভদ্রলোককে

আপনারা সরিয়ে দিলেন কোথায়—তিনি বল্লেন, না তিনি সিভিলিয়ান, তাঁকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ তিনি বললেন, ও জিজ্ঞাসা করবেন না, ও স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপার। আমার বক্তব্য স্যার, যে আমরা এইসব সহ্য করেও আমরা সেইসব কর্মচারীকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রেখেও আমরা কাজ চালাই কিন্তু এই পর্ষদের বেলায় কার এত শত্রুভাব হ'ল যারজন্য তাঁকে কোনরকম ন্যায়সঙ্গত অধিকার তার উত্তরে বা কৈফিয়তে বলবার সুযোগ না দিয়ে তাঁকে আমরা বাতিল করে দিলাম। তারপর স্যার, গঠন করবার পদ্ধতি—হয়ত আমার কাছে এটা খারাপ মনে হতে পারে কারণ আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি স্যার, যে, আমরা চাই জনসাধারণের সহযোগিতা। আমরা চাই বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা হবে দি ফাদার অব নেসন গান্ধিজী বলেছিলেন। তারজন্য আমরা জানতাম স্যার, আমার হাতে ক্ষমতা ছিল যখন, তখন আমার ইউনিয়ন বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি নমিনেশন তুলে দিয়েছিলাম। শুধু তা নয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে মেডিক্যাল কলেজে তার প্রিয়জনের ছেলেদের ভর্তি করবার যে অধিকার ছিল—সে অধিকারও আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমরা সেই পথ অবলম্বন করে কোন আফশোষ করেছি তা আমার মনে হয় না। আমরা যে জনসাধারণের সাহায্য সহযোগিতা সব সময় চাই—তবে আজকালকার মন্ত্রীরা চান না—কারণ তাদের তো একবার ভোট দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে—তাদের দরকার নাই জনসাধারণের সহযোগিতা। তারজন্য আমাদের কোনদিন আফসোস করতে হয় নি বরঞ্চ জনসাধারণ আমাদের সাহায্য করেছে। এখান থেকে যখন পাকিস্তানে জিপের অনেক পার্টস পার করে নিয়ে যাওয়া হয় জনসাধারণ তখন টেলিফোন করে আমাদের জানায় যে এইসব নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পুলিস জানত না, এখনও হয়ত কালীবাবুর পুলিস জানবে না। কিন্তু জনসাধারণ টেলিফোন করে আমাদের জানায় যে নিয়ে যাচ্ছে—আমরা জীপ পাঠিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে তাকে আটক করি এবং তা উদ্ধার করি। আমরা জনসাধারণের হাতে সেই সব দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ যে পর্ষৎ গঠন করা হচ্ছে তাতে আমরা যেন জনসাধারণকে বিশ্বাস করছি না—তারা ভোট দিয়ে আমাদের কাছে যা পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা সেই ক্ষমতা আমাদের হাতে পড়ে এমন হয়েছে যে আমরা সেটাকে কেন্দ্রীভূত করে পর্ষৎ চালাবার সমস্ত অধিকার আমরা সেক্রেটারীয়েটে তুলে দিচ্ছি। আজ হয়ত আছে সেক্রেটারি আর ডি পি আই একই ব্যক্তি। তাতে তিনি কি মনে করবেন আমি জানি না—এ ব্যবস্থা মন্ত্রীমহাশয় চিরকাল রাখবেন কি না তাও আমি বলতে পারি না। কিন্তু স্যার, এই মুদালিয়র কমিশন, দে কমিশনএর কথা যেটা যখন মুদালিয়র কমিশনের কথা সুবিধা লাগে তখন বলি আবার যেটা দে কমিশনের সুবিধা লাগে সেটা তখন বলি, দুটোই কমিশন বলি। কিন্তু যদিও বলেছি মুদালিয়র কমিশনে আমাদের মন মানে নাই বলে আমাদের অবস্থার সঙ্গে তা খাপ খায় না বলে আমরা দে কমিশন আবার য়্যাপয়েণ্ট করে দিলাম। কিন্তু সুবিধা হয় এখন যখন দে কমিশন দরকার হয় তা বলি আবার যখন মুদালিয়র কমিশন দরকার হয় তাও বলি—যেটাতে সুবিধা হয় সেটাই আমরা এখন ব্যবহার করে এই বিল গঠন করি। কিন্তু স্যার, দে কমিশনের যিনি প্রেসিডেন্ট, ডাঃ বিমানবিহারী দে, তিনি নিজে ডি পি আই ছিলেন। তিনি কার্যক্ষেত্রে যা দেখেছিলেন যে ডি পি আইএর অফিস থেকে—যা হয়ত হবে এখানকার সেকেণ্ডারি বোর্ডএর যে প্রেসিডেন্ট তার অফিস থেকে যেসব প্রস্তাব যাবে সে তখন সেক্রেটারিয়েটের হেড ক্লার্ক তাকে স্ক্রুটিনাইজ করবে তারজন্য দে কমিশন অত্যন্ত প্রাকটিক্যাল সাজেসন করে দিলেন যে এটা যেন ডাইরেক্টলি মিনিস্টারএর সঙ্গে এই সেকেণ্ডারি কমিশনের প্রেসিডেন্টএর যোগাযোগ থাকে। সেই কার্যকরী পথ আমরা গ্রহণ করি নাই, আমরা গ্রহণ করার দরকার মনে করি না। তারপরে আমি আরেকটা কথা বলব—হয়ত আর একটু পরে পাশ হয়ে যাবে—পাশ হলেও ওঁকে আমি বিবেচনা করতে বলি কারণ ওঁকে আমি আরও দৃষ্টান্তের কথা বলি—ওঁরা এখন মনে করছেন এতেই দেশের মঙ্গল আর কেউ যদি কিছু বলে তাতে মঙ্গল না এ স্থির বিশ্বাস। স্যার, ট্রামের এই সেকেণ্ড ক্লাসএর ভাড়া বাড়াবার একটা প্রস্তাব হ'ল, লোকে আপত্তি করল যে বাড়ান হবে না। চার চারবার স্যার, আমি কোন লেজিসলেচারএর মেম্বার হিসেবে নয়—সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে বড় বড় কংগ্রেসওয়ালা কাগজের সঙ্গে গিয়ে চার চারবার বল্লাম যে আপনার স্ট্যাটাসকো রেখে দেন—এখন একটা এনকোয়ারি করুন, ভাড়া বাড়ানো এখন স্থগিত রাখুন। না আমরা এনকোয়ারি করে দেখেছি ভাড়া না বাড়ালে

'ট্রাম কোম্পানির লোকসান হবে। অতএব ভাড়া বাড়াতে হবে। তারপরে খুব জল ঘোলা হ'ল তখন একটা ট্রাইবুন্যাল এ্যাপয়েন্ট করা হ'ল। কিন্তু ট্রাইবুন্যাল যে কি রায় দিল জানি না—কিন্তু আমরা জানি জনসাধারণ যে ট্রামের ভাড়া না বাড়াবার জন্য হৈ-চৈ করছিল সে ট্রামের ভাড়া আর বাড়ল না। তাইতে তখনকার গভর্ণমেন্ট বারে বারে আমাদের বলেছিলেন যে আমরা জানি ট্রাম কোম্পানির ভাড়া না বাড়ালে চলবে না। কিন্তু বাড়ল না কিসের জন্য? আপনারা কি চান তাই হউক আবার? আজকে আমরা ১২ দিন করলাম। এই ১২ দিন পরে যা হ'ল না হ'ল এই বলছি যে কানা-মিস্ত্রি একটু করেছে তারপর হয়ত মনে করছেন দাগরাজি করবার সময় যা হয়েছে তারপরে এ্যাসেম্বলিতে গিয়ে তাকে পাকাপোক্ত করে দেওয়া হবে। কিন্তু স্যার, এ পাকাপোক্ত হবে না। আমরা বলছি এর মূলে যে তফাৎ আছে সে মূলগত সমস্যার যদি সমাধানের চেষ্টা করা না হয় তাহলে আজ আমরা এখানে পাশ করে দেই বা না দেই দুইদিন পরে এ্যাসেম্বলিতে গিয়ে কিছু বেল লাগান হউক আর যাই হউক কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ইমারত টিকবে না—আমি মন্ত্রীমহাশয়কে এই বিষয়ে আরেকবার ভাল করে দেখতে এবং যদি দরকার হয় ফের যখন এ্যাসেম্বলিতে যাবেন তখন যেন সেখানকার এই দুই হাউজএর অন্ততঃ একটা সিলেক্ট কমিটি করে এই জিনিষ আজ এখানে ১২ দিন হয়েছে সেখানে যেন ১২০ দিন ধস্তাধস্তি না করেন।

Sj. Manoranjan Sen Gupta:

মাননীয় সভাপতিমহাশয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, বিরোধীপক্ষের কয়েকটা সংশোধন গ্রহণ করার ফলে এই বিলের যৎসামান্য উন্নতি হলেও এই বিলকে আমি অভিনন্দন জানাতে পারছি না। এই বিল যা হয়েছে তা ইংরাজী কথায় বলতে গেলে—

It is neither fish, nor flesh. It is a curious amalgam of certain dissimilar things.

মুদালিয়র কমিশন এবং সে কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে, তাছাড়া তাঁর মনগড়া কতকগুলি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তিনি এই বিল এনেছেন। তাছাড়া অনুমান তাঁর মনের পশ্চাতে কাজ করছিল দি ইংলিশ অ্যাক্ট অব নাইনটিন ফরটি-ফোর। সেই কারণে তিনি আমাদের বলেছেন, ন্যাসনাল গভর্নমেন্টএর আমলে ডেমক্রেটিক শিক্ষা-ব্যবস্থা—এটা এ্যানাক্রনিজম। তারপরে তার মনে কাজ করছে আরও ফেলিওর অব দি বোর্ড অব নাইনটিন ফিফটি। পূর্বে বলা হয়েছে, ১৯৫০ সালে যে বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল তাকে বাতিল করা হয়েছিল—কেন বাতিল করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নি। এবং তা না করে সরকারীপক্ষ তাঁকে যা বুঝিয়েছেন তাই বিশ্বাস করে নিয়ে তিনি যে প্রথম ভাষণ দিয়েছেন তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে তিনি তা বিশ্বাস করে নিয়ে বোর্ডএর মেম্বাররা বিশেষত নন-অফিসিয়াল মেম্বাররা দোষী সাব্যস্ত করে—আমার মনে হয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই বিলকে আনা হয়েছে। তার মনের মধ্যে আর কাজ করছে এই ধারণা যে, আমাদের দেশে ন্যাসনাল গভর্নমেন্ট হয়েছে যখন, তখন এই ন্যাসনাল গভর্ণমেন্টএর মধ্যেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা উচিত। সেই হিসেবে শিক্ষাও ন্যাসনাল গভর্ণমেন্টএ কেন্দ্রীভূত হবে। এবং তদনুযায়ী তিনি ইংলণ্ডের এ্যাক্ট অব নাইনটিন ফরটি-ফোর নজীর রেখে তিনি কাজেতে অগ্রসর হয়েছেন। আমি আমার প্রথম ভাষণে বলেছিলাম ইংলণ্ডে বাস্তবিকই মিনিস্টার অব এডুকেশনএর হাতেই সমস্তই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার যেটা আছে ডিসেন্ট্রালাইজ করা হয়েছে। সে সম্বন্ধে আমি এখানে বলতে চাই ইংলণ্ডে যে পলিসি সেটা [illegible] পলিসি।

[5-35—5-45 p.m.]

অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ পাওয়ারকে ডিসেন্ট্রালাইজ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমি দু-একটা কথা বলতে চাই। ইংলণ্ডে ডিসেন্ট্রালাইজেশন বা [illegible] যে পলিসি, সেই পলিসি এখনও পর্যন্ত কাজ করছে। সেখানকার রিপোর্ট থেকে দেখলাম প্রায় তিনশো লোক্যাল এডুকেশন অথরিটি সেখানে পূর্বে ছিল, এখন তার আরও সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। লোক্যাল এডুকেশন অথরিটি, এরা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বিষয়ে সমস্ত কাজ করে থাকেন।

কিন্তু এখানে, একটা আমলাতান্ত্রিক পন্থতি অনুসরণ করে সরকারী কর্মচারী, যেমন ইনসপেক্টর, ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন প্রভৃতিদের হাতে গ্রান্ট, রেকগনিশন • ক্ষমতা এবং অন্যান্য ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে। যদিও একটা রেকগনিশন কমিটি করা হয়েছে, বোর্ডের হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নামমাত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দ্বিতীয়তঃ মুদালিয়র কমিশন ও দে কমিশনএর ভিত্তিতে এই বিলটি রচনা করেছেন, কিন্তু মুদালিয়র কমিশন বা দে কমিশনএর সুপারিশ, কোনটাই পুরোপুরি অনুসরণ করেন নি; যেখানে যা সুবিধা মনে করেছেন, সেইটাই গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থা একটা জটিল জিনিস। মুদালিয়র কমিশন যে রেকমেন্ডেসন করেছেন, সেটা উদ্ধৃত করে সত্যপ্রিয়বাবু বলেছেন

"There should be Provincial Advisory Board. Provincial Advisory Board

থাকবে। তাছাড়া শিক্ষাকে প্রসারিত করবার জন্য মুদালিয়র কমিশন আরোও বলেছেন যে সেখানে কাউন্সিল অব মিনিস্টারস থাকবেন, ডিপার্টমেন্টাল হেডস থাকবে, আর তার সংগে প্রভিন্সিয়াল এ্যাডভাইসরি বোর্ডও থাকবে। আরও টিচার্সদের ট্রেনিংএর জন্য টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। এইসব কিছুই বর্তমান বিলে নাই।

আমার মনে হয়, শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে গেলে পর, কেবলমাত্র কয়েকজন সরকারী কর্মচারীদের উপর সমস্ত ক্ষমতা ন্যাস্ত করলে তা, হতে পারে না। শিক্ষাকে সুন্দরভাবে চালাতে গেলে দরকার বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনসাধারণের সহযোগিতা। জনসাধারণের সহযোগিতা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে যতই স্কিম করুন না কেন, যতই ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করুন না কেন, সরকারের হাতে সেই শিক্ষা কখনই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। এইভাবে যে বিলের মেসিনারি গঠিত হবে, সেটা অকৃতকার্য হতে বাধ্য। এখানে মুদালিয়র কমিশন যদিও সুন্দর ব্যবস্থা করে গিয়েছেন,—যেমন এ্যাডভাইসরি কমিটি ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল ব্যবস্থার কথা বলেছেন, কিন্তু সেসব গ্রহণ করা হয় নি। দে কমিশন বলেছেন রিজিওনাল এ্যাডভাইসরি কমিটি স্থাপন করবার জন্য। এটার খুব আবশ্যকতা আছে বলে আমি মনে করি। কেন না পশ্চিমবঙ্গে জুনিয়ার ও হাইস্কুলের সংখ্যা, এবং মাল্টিপারপাস স্কুল প্রভৃতি নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা জটিল হতে যাচ্ছে। সুতরাং সেখানে একটা কেন্দ্রীয় বোর্ডের দ্বারা সকল কাজ সুসম্পন্ন করতে পারা যাবে না। দে কমিশন অনেক ভেবে-চিন্তে সুপারিশ করে গিয়েছেন যে একটা রিজিওনাল এ্যাডভাইসরি কমিটির বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

"Along with the Board of Secondary Education, we recommend the setting up of Regional Advisory Committees for Secondary Education to advise the Board on various matters relating to Secondary Education in their areas. The size of the region should, of course, depend on the number of Secondary Schools there, but the best working unit will perhaps be the subdivision of a district. These Regional Secondary Education Advisory Committees should consist approximately of 9 members as shown below—1. The District Inspector of Secondary Schools (ex-officio); 2. The Subdivisional Officer (ex-officio); 3 and 4. Two Presidents of Managing Committees of Schools; 5 and 6. Two Headmasters of Secondary Schools; 7. One Principal of a local college, if any; 8 and 9. Two prominent persons of the area interested in education. The Committee will be nominated in the first instance by the Chairman of the Board of Secondary Education who will also name the President of the Committee. The District Inspector of Schools will be the convenor of the Committee. The members will hold office for two or three years, and the President of the Managing Committee, Headmaster and the Principals may be selected by a system of rotation. The two educationists may also continue to be nominated. There should

be no election as far as possible. The Regional Secondary Education Advisory Committee should advise the Board in the matter of planning, of opening of new schools, of selection of teachers and of such other subjects as may be entrusted to it by the Board. Expert advice and guidance will in this way be available to the central authority which will find such local co-operation invaluable in carrying on its work efficiently."

এই জিনিসটা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একেবারেই নজর দেন নাই—দৃষ্টিপাত করেন নাই।

তারপর বোর্ড সম্বন্ধে। বোর্ডের কাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি বেশী বলবো না, সময় নেই। সব দেশেই শিক্ষার একটা ঐতিহ্য আছে, ইতিহাস আছে। আমাদের দেশেও আছে। সেটা হচ্ছে শিক্ষা-জগতের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত ভোগ করা হয়েছে। মুদালিয়র কমিশন যে সুপারিশ করেছেন, তা বাংলাদেশের পক্ষে প্রযোজ্য নয়—তারা একটা কমন ফরমুলা বের করেছেন। বাংলাদেশ চিরকাল শিক্ষা বিষয়ে অগ্রণী ছিল। সেই হিসেবে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ আমাদের দেশে গ্রহণযোগ্য নয়, আমাদের দেশের ঐতিহ্যও তদুপযোগী নয়। সেক্ষেত্রে দে কমিশন যেসব সুপারিশ করেছেন—আমাদের দেশে সেগুলি গ্রহণযোগ্য। মুদালিয়র কমিশন একটা জেনারেল ফরমুলা করে গেছেন। সেই জেনারেল ফরমুলা কার্যে পরিণত করবার জন্য আমাদের দেশে দে কমিশন হয়েছিল। সেই দে কমিশনের ব্যবস্থাদি যদি বহুলপরিমাণে শিক্ষামন্ত্রীমহাশয় গ্রহণ করতেন, আমার মনে হয়, আমাদের এত বিরোধিতা করতে হতো না। এই বোর্ড দে কমিশন ও মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশের কাঠামোর মধ্যে প্রণীত হলে—জনসাধারণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতো এবং বোর্ডেরও অনেক পরিমাণে উন্নতি হতো। তা না করে তাঁরা করেছেন কি? মুদালিয়র কমিশনের খানিকটা, দে কমিশনের খানিকটা গ্রহণ করেছেন। দু-জন ইন্সপেক্টর এই বোর্ডের মধ্যে দিয়েছেন, এই ব্যবস্থা দে বা মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে কোথাও নাই। রেকগনিসন কমিটি এবং এক্সামিনেশন কমিটি এমনভাবে গঠন করেছেন যে প্রকৃতপক্ষে লোকচক্ষে মনে হবে যে তাঁরা বোর্ডের হাতে অনেক ক্ষমতা দিচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোর্ডের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সমস্ত ক্ষমতা অফিসিয়ালদের হাতে রাখা হয়েছে। সুতরাং এই বোর্ড কিভাবে কাজ করতে পারবে, তা বুঝতে পারি না! বোর্ডকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই বা এ্যাডভাইসরিও করেন নাই বা সরকারও নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করেন নাই। বোর্ডকে আংশিকভাবে দায়ী করা হয়েছে কতকগুলি কাজের জন্য এবং সরকারকেও দায়ী করা হয়েছে কতকগুলি কাজের জন্য। যদি কাউকে সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব না দেওয়া যায়, তাহলে তার কোন দায়িত্বজ্ঞান কোনদিন আসতে পারে না। এই ডিভাইডেড রেসপনসিবিলিটির ফলে সেখানে বোর্ডের কাজ ভালভাবে চলবে না। এই নূতন বোর্ডকে যে অতি অল্পদিনের মধ্যে বাতিল করতে হবে—তার বীজ উপ্ত হয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ সবচেয়ে প্রয়োজন কোন একটা সামগ্রিক শিক্ষা বিল আনতে গেলে তার মধ্যে কেবল কন্ট্রোল ও রেগুলেসন নয়, তার মধ্যে ডেভেলপমেন্ট ও প্ল্যানিংও থাকা উচিত। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন বোর্ড যেসব নূতন পরিকল্পনা দিয়েছিল সেই সমস্ত পরিকল্পনার কতকগুলি সরকারের পক্ষে আর্থিক কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। আমি বিপরীত একটা ইতিহাস—ইংলন্ড থেকে দেখাচ্ছি। সেখানে

"The Board taking its orders from the Treasury had perforce to call a halt to development schemes or even place new embargoes on fresh enterprises."

সরকারকে কোন প্ল্যানিং যদি নিতে হয়, তাহলে সরকার চিরকাল বলবেন টাকা পাওয়া যাবে না। অতএব কখনো কোন প্ল্যানিং তাঁরা করতে পারবেন না। যখন বলা হয়—শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হবে—তখনই শুনি—তহবিলে টাকা নাই। এই কথা ১৯২২ থেকে শুনছি। এই টাকা তাঁদের কোনদিন আসবে না—যদি শিক্ষার প্ল্যানিংএর কোন ব্যবস্থা না হয়। এই প্ল্যানিং সম্বন্ধে ইংলণ্ডে যে ব্যবস্থা আছে—তা পড়ে দেখেছি।

সেখানেও শিক্ষাবিষয়ে অনেক উন্নত [illegible], প্রগ্রেসিভ আইডিয়ালস থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার ব্যবস্থা সরকারের হাতে থাকায় শিক্ষার কাজ ব্যাহত হয়েছিল। এখানেও তাই হবে। মন্ত্রীমহাশয় খুব তাড়াতাড়ি করে এই বিল এনেছেন। তিনি সমস্ত কিছু মন দিয়ে করতে পারেন নি। এটা একটা জাতির পক্ষে জীবন-মরণের সমস্যা।

এই বিলে ফিজিক্যাল এডুকেশন সম্বন্ধে কোন কথা নেই বলে বাংলার জনসাধারণ ইহাকে সুচক্ষে দেখবে না। সুতরাং এই বিলটা, এটা যখন জনসাধারণের কাছে যাবে তখন তারা এটাকে কিভাবে দেখবে সেটাই আমি চিন্তা করছি। যখন লীগ আমলে, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল এসেছিল আমি তখন শিক্ষামন্ত্রীমহাশয়ের সহকর্মী ছিলাম। ১৯৫০ সালে তিনি যখন বিল এনেছিলেন তখনও আমি তাঁর সহিত সহযোগিতা করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমি তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারছি না। কেন পারছি না তার কারণ আমি আগে বলে দিয়েছি। তিনি মনে করছেন যে, এই বিলের দ্বারা কার্যসাধন হবে কিন্তু ডেমক্রেটিক কান্ট্রিতে নিজের মত চলবে না,—জনসাধারণের মতকে গ্রহণ করতে হবে। ইংলিশ এ্যাক্ট অব নাইনটিন ফরটি-ফোর যখন আনা হয়, আমি জানি তখন বাটলার সাহেব অল সেডস্ অব অপিনিয়ন গ্রহণ করেছিলেন এবং রিলিজিয়াস এডুকেশন যেটা ইংলণ্ডে ছিল না তাও জনমতের চাপে পড়ে তিনি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি আরও বেশী অগ্রসর হতেন, কিন্তু জনমতের জন্য তা তিনি পারেন নি। সুতরাং জনসাধারণের মত নিয়ে আজকে বিলকে নূতনভাবে আনতে হবে, কারণ জনসাধারণের সহযোগিতা না পেলে কোন কাজই সম্পন্ন হতে পারে না। এই কয়েকটি কথা বলে আমি এই বিল গ্রহণের বিরোধিতা করছি।

[5-45—5-55 p.m.]

Sj. Satya Priya Roy:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দীর্ঘ ১২ দিন এই বিলে আলোচনা করছি এবং আমাদের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি পদে এই বিলকে বাধা দেবার চেষ্টা করছি। ইংরাজীতে যাকে ব'লে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে গেছি। এটা কিসের জন্য সেকথা আমি এই বিধান পরিষদের সব সদস্যদের ভাবতে বলি এবং সেকথা আমার দেশবাসীকে ভাবতে বলার সময় পর্যন্ত এসেছে। দেশের শিক্ষাকে বাঁচাবার নামে দেশের শিক্ষার সামনে নূতন যে বিপদ আসছে তাতে দেশের শিক্ষা যে সংকুচিত হয়ে যাবে। দেশের শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত ক'রে সরকার সমস্ত ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করবার জন্য যে চক্রান্তে এই বিল আমাদের সামনে উপস্থাপিত করছেন তার বিরুদ্ধে দেশবাসী হিসাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ ক'রে ৩০ বছর যাবৎ শিক্ষা নিয়ে আমার জীবন কাটিয়েছি, শিক্ষাকে ভালবেসেছি, শিক্ষার ভিতর দিয়ে জীবনের সমস্ত দৈন্য, গ্লানি সহ্য ক'রে এই আশায় আমরা বেঁচেছিলাম যে স্বাধীন ভারতবর্ষে এমন দিন আসবে যখন আমরা ক্ষীণ ক'রে যে আলো সারা পশ্চিমবাংলায় জ্বালিয়ে রেখেছি সে আলো আরও উজ্জ্বলতর হয়ে সারা পশ্চিমবাংলার আকাশকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে। কিন্তু সে আশা হতাশ হয়েছে যখন মন্ত্রিমহাশয় এই বিল আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন। এই বিল "ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন বিল"—আমি বলব "মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিল" নামের কোন স্বার্থকতা নেই—যেমন স্বার্থকতা ছিল না মধ্যযুগের ইতিহাসে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের। সে না ছিল সাম্রাজ্য, না ছিল রোমান, না ছিল পবিত্র। অথচ তাকে বলা হ'ত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। তেমনি ক'রে "মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিল"এর প্রত্যেকটি কথা যে সার্থক নয় একথা আমি পরিষ্কার ঘোষণা করতে চাই। এতে পর্ষৎ তৈরি হয় নি। এই বিলে যা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে সরকারী শিক্ষাদপ্তরের একটা লেজুড় মাত্র—যার প্রাণ নেই, যার স্বাধীন সত্ত্বা নেই, যার চিন্তা করবার ক্ষমতা নেই, যাতে শিক্ষিত জনসাধারণের প্রতিনিধি নেই। অর্থাৎ এটা শুধু সরকারী শিক্ষাদপ্তরের লেজুড় মাত্র হয়ে তৈরি হয়েছে। কাজেই একে "মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিল" বলা চলে না। এই পর্ষদের সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। আজকে পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে গত ৩ বছরের অব্যবস্থার ফলে। আপনাদের প্রত্যেকের ছেলেমেয়ে যখন আছে তখন আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে আজকে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা কি দুরবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আপনারা জানেন যে আজ দুই শ্রেণীর বিদ্যালয় তৈরি হয়েছে—১০ শ্রেণী এবং ১১ শ্রেণীর। আপনারা জানেন যে এই দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে পঠন-পাঠনের বিভিন্ন

নূন ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আপনারা জানেন যে এই যে দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পঠন-পাঠনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা উচ্চতর শিক্ষার স্তরে কোথায় নিয়ে গিয়ে যে তাকে যুক্ত করা হবে তার কোনরকম ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত সরকার চিন্তাভাবনা করেন নি। এক বছর চ'লে গেল—১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে, কিন্তু তার পাঠ্যপুস্তক নেই, শিক্ষক নেই, গবেষণাগার নেই এবং সরকারী পয়সায় যে ঘর উঠবে সে ঘর আজও পর্যন্ত তৈরি হয় নি। অর্থাৎ এইভাবে কিশোর জীবনের এক বছর মূল্যবান সময় তার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এইরকম ক'রেই একটা জেনারেশনের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের ভবিষ্যত এই শিক্ষার অব্যবস্থার জন্য নষ্ট হতে যাচ্ছে। আমরা আশা করেছিলাম যে এ বিলের ভিতরে এমন কিছু থাকবে যার ভিতর দিয়ে আমরা নতুন আলো দেখতে পাব এবং শিক্ষার সংস্কারের কাজে আমরা যে অগ্রসর হচ্ছি তার পেছনে একটা পরিকল্পনা রচনা হবে এবং পরিকল্পিত ভাবে শিক্ষার সংস্কারে আমরা এগিয়ে চলব। কিন্তু আমাদের সে আশা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এই পর্ষতের সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই, মধ্যশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের অধিকার এর নেই। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিদ্যালয়গুলিকে যে অর্থ সাহায্য দেবার প্রয়োজন তার ক্ষমতা এর হাতে নেই। কাজেই সোজা কথায় বলা যেতে পারে যে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিল ব'লে যে বিল আমাদের কাছে এসেছে সেটা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মতন। অবশ্য এই বিল যে দেশ গ্রহণ করবে না সেকথা যখন প্রথম আলোচনা আরম্ভ হয় তখনই মন্ত্রিমহাশয়কে ব'লে দিয়েছিলাম। আমরা শিক্ষকসমাজ সহযোগিতা করতে চাই, গড়তে চাই এবং সেই গড়বার সুদিনে আসবার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছি। আমরা সহযোগিতার হাত বারবার মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে, শিক্ষাদপ্তরের কাছে বাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু বারবার তা সরকার প্রত্যাখ্যান করেছেন। মন্ত্রিমহাশয়কে সম্বর্ধনা জানিয়ে বলেছিলাম যে আমরা তাঁকে সহযোগিতা করতে চাই। মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়ে বলেছিলাম যে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ গঠন সম্পর্কে আমরা সহযোগিতা করতে চাই। মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়ে আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম যে শিক্ষকদের বেতনের হার কি হবে সে সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আমরা আলোচনা করতে চাই। কিন্তু প্রতিপদেই মন্ত্রিমহাশয় আমাদের সেই সহযোগিতার হাত প্রত্যাখ্যান করেছেন। মন্ত্রিমহাশয়ের যদি আমাদের মতন গঠনমূলক মনোভাব থাকত, তিনিও যদি বাস্তবিক জাতির কল্যাণ চাইতেন, জাতির শিক্ষার অগ্রগতি চাইতেন তা হ'লে শিক্ষকসমাজের পক্ষ থেকে সহযোগিতার জন্য তার কাছে যে হস্ত প্রসারিত করা হয়েছিল তা তিনি কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। তিনি শুধু প্রত্যাখ্যানই করেন নি, শিক্ষকসমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার জন্য তিনি যে ষড়যন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছেন এ বিলের ভিতর দিয়ে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যদিও তাঁকে পরিষ্কার দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ব'লে কোন সমিতির অস্তিত্ব নেই তবুও তিনি তাঁদের চ্যাম্পিয়ন হয়ে কথা বলছেন। তিনি না হয়ে অন্য কোন সদস্য একথা বললে আমি তাঁকে ক্ষমা করতে পারতাম। এই বিলের পেছনে সরকারের কি অভিসন্ধি আছে সেকথা আজকে পরিষ্কার ব'লে দিতে চাই। আজকে সাধারণকে আমাদের পরিষ্কার ক'রে ব'লে দিতে হবে যে সরকার সমস্ত ক্ষমতাকে কুক্ষিগত ক'রে নিচ্ছেন। কিন্তু সরকার কেন যে এটা করছেন তা আমরা জানি। সরকারপক্ষের কাছে শিক্ষিত বেকার সমস্যা একটা তীব্র সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা জানি এই শিক্ষিত বেকার সমস্যার সামনে সন্ত্রস্ত হয়ে সরকার একটা অদ্ভূত সমাধানের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সে সমাধানের পথ হচ্ছে—শিক্ষিতদের নিত্য নূতন কর্মের সংস্থান করা নয়, শিল্পে নূতন ব্যবস্থা করা নয়, সে সমাধানের অর্থ হচ্ছে শিক্ষাকে সংকুচিত ক'রে জাতির শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান করা। এক্ষেত্রে আমরা বলব যে জাতির এইরকম অকল্যাণকর পথে যেতে সরকারকে আমরা দিতে পারি না।

[5-55—6-5 p.m.]

আমরা বলছি যে জাতির এইরকম অকল্যাণকর পথে আমরা কোন সরকারকে যেতে দিতে পারি না। সরকার সমস্ত কর্তৃত্ব কুক্ষিগত ক'রে রাখছেন, এ্যাক্ট অব ১৯৪৪এর কথা ব'লে। ৪০০ কোটি টাকা দিয়ে ইংলন্ডের সরকার যা নিচ্ছেন তার সঙ্গে আমাদের এই মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের এক সঙ্গে নাম উচ্চারণ করতে মন্ত্রিমহাশয়ের বাধছে না। ৩০ লক্ষ টাকা সরকার পর্ষৎকে দেবেন। আমরা সেটা সংশোধন ক'রে বলেছিলাম যে ৩০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৫০ লক্ষ

টাকা সরকার মধ্যশিক্ষা পর্ষতের হাতে তুলে দেবেন ; কিন্তু যে সরকার সেই দাবীটুকুও স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি সেই সরকার ঘোষণা করছেন কিনা যে এ্যাক্ট অব নাইন্টিন ফরটি-ফোরএ ইংলন্ডে যেরকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেইরকম ব্যবস্থা পশ্চিমবাংলায় তাঁরা করতে যাচ্ছেন। সেখানে সরকার কি হাতে কর্তৃত্ব নিয়েছেন—সেই এ্যাক্ট অব নাইন্টিন ফরটি-ফোরএ? দুঃখের বিষয় মন্ত্রিমহাশয় সেকথা ভেবে দেখেন নি। সেখানে সরকারের একমাত্র কর্তৃত্ব যে সরকার সেখানে সার্কুলার প্রদান করতে পারবেন। সেই সার্কুলার প্রদানটা হ'ল—ডিরেকশন টু লোকাল এডুকেশন অথরিটিজ—তাঁরাই অর্থাৎ সেই লোক্যাল এডুকেশন অথরিটিজরা সেটা কার্যে পরিণত করবেন। সেই কার্যে পরিণত করতে যে ব্যয় হবে তার শতকরা ৬০ ভাগ সেখানে সরকার দেবেন এবং তখন লোক্যাল অথরিটিরা সরকারের নির্দেশ পালন করবেন। তথাপি সরকারের হাতে এটা যে রেগুলেশন করবার ভার দেওয়া হয়েছে তাও নয়। এতেই ইংলন্ডের লোকেরা শিক্ষার স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে কিনা সেই কথা ভেবে তারা আশঙ্কিত। এই এডুকেশন এ্যাক্ট অব ১৯৪৪ সম্বন্ধে এচ্, সি, ডেন্ট্এর বই থেকে মন্ত্রিমহাশয়ের অবগতির জন্য একটু উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি:—

> "A lot has been heard in recent months about Government by-regulations and widespread anxiety has been felt lest Minister of Grants should take or be granted over-large powers to make regulations. It is well to note what the position is. Section 112 states all regulations made under this Act shall be laid before Parliament as soon as may be after they are made and if either House of Parliament within the period of 40 days beginning with the day on which any such regulations are laid before it resolves that the regulations be annulled, the regulation shall cease to have effect, but without prejudice to anything previously done thereunder or to the making of any other regulations."

কাজেই সেই সরকারের যে একটা ক্ষমতা ব্যবহারের অস্ত্র হচ্ছে 'রেগুলেশন'—এই 'রেগুলেশন' সম্বন্ধে সরকারের ক্ষমতা কত সীমাবদ্ধ করা হয়েছে তা এখানে যে উদ্ধৃতি পড়ে শুনিয়েছি তা থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে সেই রেগুলেশন দুই হাউসের সামনে থাকবে, এবং যে কোন হাউস সেই রেগুলেশন বদলাতে পারবেন, এমন কি পরে বাতিলও ক'রে দিতে পারবেন ; সে হিসাবে আমাদের বিধানসভা বা বিধান পরিষদের কোন ক্ষমতা রাখা হয় নি, এবং এই আইনের বাহিরে সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের যে অংশটুকু রয়েছে সেখানেও সরকার তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইছেন এবং সেই কর্তৃত্ব হচ্ছে একেবারে নিষ্কন্টক, নিরঙ্কুশ।

[At this stage the blue light was lit.]

স্যার, আমার আরও কিছু সময় লাগবে। এই যে নিরঙ্কুশ ডিক্টেটরসিপ্ তাঁরা চালাবেন মনে করছেন তাঁর দপ্তরের কাছ থেকে,—আইনের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার বুকের উপর দিয়ে চালিয়ে যাবেন যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা, তার বিরুদ্ধে প্রতিটি শিক্ষানুরাগী বাঙ্গালী একমত হয়ে যাবেন। আমরা জানি যে আমরা যে প্রতিরোধ দিয়েছি সেইরকম প্রতিরোধ প্রত্যেক স্তরে হবে, এবং বাংলার জনসাধারণ সেই প্রতিরোধ দেবে যে পর্যন্ত না আমরা একবার যেমন 'সেটেল্ড ফ্যাক্ট'কে 'আনসেটেল্ড' ক'রে দিয়েছিলাম সেইরকমভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই আইনের ব্যাপারেও এই হাউসের ভিতর দিয়ে একে আনসেটেল্ড করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত বাঙ্গালী কখনও নিরস্ত হবে না।

তারপরে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ যেটা চালু হতে যাচ্ছে তাতে ২৭ জনের মধ্যে ১৮ জন হবেন সরকারী কর্মচারী, বা সরকার মনোনীত বা পদাধিকারী—অর্থাৎ পদ অধিকারের ব'লে সদস্য হবেন। ৯ জনকে মাত্র ভুয়া নির্বাচনের ভিতর দিয়ে আনা হচ্ছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষককে বাদ দেওয়া মানে হ্যামলেট নাটকের মধ্য থেকে হ্যামলেটকে বাদ দেওয়া। মাত্র ২ জন প্রধান শিক্ষক রয়েছেন পর্ষতে। আমরা সেখানে বলেছি এক-তৃতীয়াংশ হবেন মাধ্যমিক শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক, এবং অন্যান্য শিক্ষক এবং এ দাবী অতি ন্যায্য দাবী। সেইজন্য টিচার্স চার্টার যেটা আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত হয়েছে এবং যে টিচার্স চার্টার'এ

পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিক্ষক সম্প্রদায় একমত—যেখানে কমিউনিজম্ নাই, ক্যাপিটালিজম নাই এবং যেখানে [illegible] সমস্ত বিভেদ দূরীভূত—এইভাবে শিক্ষকসম্প্রদায় একত্র হয়ে যে চার্টার তৈরি করেছেন সেই চার্টার পরিষ্কার ঘোষণা করেছে—

Teachers must have a voice in shaping the educational policy of a country.

তাই যদি হয়, তা হ'লে মধ্যশিক্ষা পর্ষতে আমরা যদি এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সংখ্যা দাবী ক'রে থাকি ঐ শিক্ষকদের পক্ষ থেকে, তা হ'লে সে দাবী অতিরঞ্জিত দাবী একথা বলা চলে না। কোন বিবেকবান যুক্তিসম্পন্ন লোক সেকথা বলতে পারেন না। শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরকাল বিবাদ জিইয়ে রাখার জন্য কিছু কিছু বাহিরের প্রতিষ্ঠানকে যে দেওয়া হয়েছে সেটার সম্বন্ধে তথ্য দিয়েছিলাম। সেকথার আর উল্লেখ করব না। লেজিসলেচারে যেকথা বলছি যে একটা প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেসান হউক। যদি লেজিসলেচার থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কেউ যান তা হ'লে একটা পক্ষ অবলম্বন ক'রে যারা শিক্ষা চান তাঁরা যেন যান না। যাতে সকলপক্ষ মত দিতে পারে সেইজন্য দুই হাউস একত্র বসে প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশনের দ্বারা যাতে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক সেখানে যেতে পারে সেটা গ্রহণ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সম্পর্কে একথা বলতে হবে যে মধ্যশিক্ষা পর্ষতে মাধ্যমিক শিক্ষকদের পক্ষে যদি কারও বেশি প্রতিনিধি দাবী করবার অধিকার থাকে তবে সে বিশ্ববিদ্যালয়েরই আছে। মুদালিয়র কমিশন সেটা করেছিলেন। মুদালিয়র কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জনকে নেবার কথা সুপারিশ করেছিলেন ২৫ জনের মধ্যে, কিন্তু এখন ২৭ জনের মধ্যে ৩ জনকে নেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখানে ৫ ভাগের ১ ভাগ নেওয়ার কথা ছিল সেখানে ৯ ভাগের এক ভাগ নেওয়া হচ্ছে। এইরকমভাবে প্রত্যেক স্তরে দেখতে পাচ্ছি মুদালিয়র কমিশন এবং দে কমিশনের সব কিছু অগ্রাহ্য ক'রে মন্ত্রিমহাশয় নিজের ব্যাখ্যা ঐ কমিশনের মন্তব্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে এমন একটা বিল দাঁড় করিয়েছেন যে বিলে গণতান্ত্রিকতার কিছু নেই। এমন একটা পর্ষৎ রচনা করছেন যে পর্ষতের মধ্যে জনসাধারণের অভিমত বা শিক্ষকদের অভিমত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমত ঠিক প্রতিফলিত হবার সুযোগ নেই। সেইজন্য আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে এটা পরস্পর বিরোধী। দে কমিশন এবং মুদালিয়র কমিশনকে যে উপেক্ষা করা হয়েছে শুধু তা নয়, এক্সিকিউটিভ ফাংশন ও লেজিসলেটিভ ফাংশন যে দু'টোর কথা মুদালিয়র কমিশন বলেছেন সেখানে কিছুটা এক্সিকিউটিভ ফাংশন বোর্ডের হাতে দিয়ে লেজিসলেটিভ ফাংশন—প্ল্যানিং, ডেভেলপমেন্ট এইসব ব্যাপারে বোর্ডকে বঞ্চিত ক'রে রাখা হয়েছে। বস্তুত এখানে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেগুলি মন্ত্রীমহাশয়ের নজরে আনবার চেষ্টা করেছিলাম। যেমন ইনষ্টিটিউটিং অব এক্সামিনেশনএর আইন-কানুন করবার অধিকার বোর্ডকে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু হোল্ডিং এ্যাণ্ড কন্ট্রোলিং অব এক্সামিনেশনস—তার আইন-কানুন কে করবে? দেখা যাচ্ছে একজামিনেশন কমিটি যেটা তার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—

It shall be the duty of the Examination Committee to hold and control such examinations

কিন্তু আইনকানুনের নীতি কে নির্ধারণ করবে তার ব্যবস্থা নাই।

তারপর বোর্ডের হাতে টাকা পয়সা সম্বন্ধে সরকার কি দেবেন তার প্রতিশ্রুতি নাই, এ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে চলতি ভাষায় যে কথা বলা হয় তাতে মনে হয় যে অবশ্য এতে শালীনতা থাকে কিনা জানি না, কিন্তু তার চেয়ে ভাবপ্রকাশক আর কিছু নেই। সেটা হল এই যে ভাত কাপড় দিতে পারি বা না পারি কিন্তু আমরা কিলোবো অর্থাৎ ভাত কাপড় দেবার কেউ নয় কিন্তু কিলোবার গোঁসাই। আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ও সেই ভূমিকায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন।

[6-5—6-15 p.m.]

যেখানে ১৯৫০ সালের আইনে ছিল বোর্ডের হাতে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে সেই ৩০ লক্ষ টাকার জায়গায় ৩ লক্ষ না তিন পয়সা দেওয়া হবে সেরকম স্বীকারোক্তি পর্যন্ত মন্ত্রী মহাশয় করতে চান নি। কিন্তু তিনি বোধ হয় জানেন এ্যাক্ট অব নাইনটিন ফরটি-ফোরএ পরিষ্কার যেসমস্ত আর্থিক দায়িত্ব তার তালিকা সরকার দিয়ে দিয়েছে—সেখানে ৩০ লক্ষ ছেলেদের দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা এ্যাক্ট অব নাইনটিন ফরটি-ফোরএ করা হয়েছে। এবং এ্যাক্ট অব নাইনটিন ফরটি-ফোরএ তা পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু কোথাও আমাদের সরকার সেরকম

ঘোষণা এই বিলের মধ্যে করতে সাহস পান নি। আজকে শিক্ষার উন্নয়নের কোন কথা, কোন আশ্বাস আমরা পাই নি। কাজেই বিলে—বুঝতে পারি না উন্নয়নের কি ওঁরা করবেন। শিক্ষার উন্নয়নের সমস্ত ক্ষমতাগুলি নিরঙ্কুশভাবে শিক্ষাদপ্তরের হাতে দিতে চান। অবশ্য তারা যথেষ্ট চালাচ্ছিলেন এবং তারা কিছু দুর্নীতি করেছেন, অনুগ্রহ বিতরণ করেছেন। আমরা বার বার মন্ত্রীমহাশয়ের নজরে তা এনেছি এবং বার বার আমরা বলেছি আজ পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্দিন কেন হলো। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাসচিব যিনি শিক্ষা-অধিকর্তার পদ অধিকার করে বসে আছেন—সেই শিক্ষা-পদাধিকারে কেন আজ একজন লোককে কয়েক মাসের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় পাওয়া যায় নি—একথা আমরা বার বার বলেছি তার কোন উত্তর শিক্ষামন্ত্রীমহাশয় দেন নি। কারণ আমরা জানি—শিক্ষামন্ত্রীমহাশয় শিক্ষাসচিবের হাতের পুতুল মাত্র। তিনি তাঁর নির্দেশে চলেছেন এবং সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-জগতের শনিগ্রহ হচ্ছে—ডাঃ ডি এম সেন—যার সম্পর্কে আমরা বার বার আলোচনা করেছি। বলি তিনি সরকারী পয়সায় গাড়ী করে স্ত্রীপুত্র নিয়ে কাঁথিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন কিসের জন্য? তিনি শিক্ষা-অধিকর্তা ছিলেন কাজেই বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন বলে সেখানে গেছলেন—এই অভিযোগ আমরা বার বার বিধান পরিষদে করেছি কিন্তু এর কোন উত্তর মন্ত্রীমহাশয় দেন নি।

Mr. Chairman: You can refer to the matter but not to any particular individual.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, is he in order in attacking any person who is not present here? These statements must be off the proceedings under the rules.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, the demand of the Education Minister appears to be rather fantastic. He says that these statements should not go into the proceedings. It is not for him to decide that, it is for you to decide. A member of the House has the right to say what he has to and what he says here, unless it is unparliamentary, goes into the proceedings of the Council.

Mr. Chairman: But it is not fair to attack a person who is not present.

Sj. Satya Priya Roy: But why is it not fair?

আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলবো কেন এইরকম হচ্ছে, কেন তাঁর দপ্তরে যিনি শিক্ষাসচিব তিনি মাসের পর মাস শিক্ষা অধিকর্তার পদ অধিকার করে বসে আছেন? আমরা এটা কল্পনাও করতে পারি না যে প্রধান-শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে সহকারী প্রধান-শিক্ষক উপস্থিত থেকে প্রধান-শিক্ষকের পদে অফিসিয়েট করবেন এবং তারজন্য য়্যালাউন্স গ্রহণ করবেন। আমাদের শিক্ষা-দপ্তরে মাসের পর মাস কেন এটা হচ্ছে? যখন ১৯৫০ সালের আইন বাতিল হয়ে যাবে তখন সমস্ত শিক্ষানিয়ন্ত্রণের ভার শিক্ষা-দপ্তরের হাতে চলে যাবে এবং শিক্ষা-দপ্তর গত ৩ বছর ধরে যেরকম দুর্নীতিকে আশ্রয় দিয়েছেন, যে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এবং যে বিরাট বিপর্যয় শিক্ষা-জগতে এনেছেন তাতে এর পর থেকে সেই বিপর্যয় চিরস্থায়ী হয়ে উঠবে এই বিলের দ্বারা। সেজন্য আমি বলছি যে এই বিলকে আমরা কিছুতেই গ্রহণ করবো না। এখনও মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি—তাঁর বয়স হয়েছে, তাঁর অভিজ্ঞতা আছে—তিনি এখনও চিন্তা করে দেখুন যে সমস্ত দিক থেকে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা-জগতের উন্নতির জন্য তিনি এখনও যদি কিছু করতে পারেন। এই বিলের আলোচনার মধ্যে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে এখনও ৩ মাস সময় আছে—আবার আমি আবেদন জানাবো যে আবেদন তাঁর কাছে বার বার করেছি যে সকল শিক্ষাবিদদের নিয়ে, তাঁদের সঙ্গে বসে আলোচনা করুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করুন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবং কলেজের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করুন—আলোচনা করে বাস্তবিক জাতীয় কল্যাণের জন্য একটা মধ্যশিক্ষা বিল তিনি প্রণয়ন করুন, আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাবো এবং সেদিনের প্রতীক্ষায় আমরা থাকবো। কিন্তু এইরকম বিল এনে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেওয়া হবে তা আমরা কিছুতেই

সহ্য করবো না। যেমন দেওয়ালে পিঠ দিয়ে এখানে প্রতিরোধ করেছি তেমনি ঘোষণা করে যাচ্ছি যে, সমস্ত শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে আমরা সেই প্রতিরোধ গড়তে পারবো যার দ্বারা এই বিল টুকরা কাগজে পরিণত হয়ে যাবে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Chairman, Sir, time available to me is short and it is my misfortune that I have got to traverse again the whole ground that I had to before in reply to the debate on the motions for circulation and Select Committee. All those contentions have been repeated just to go into the press and therefore all those have got to be controverted over again.

First, it is very difficult to analyse the arguments of the Opposition because one contradicts the other. However, I have got to repudiate two downright misrepresentations that they made about this Bill.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Mr. Chairman, Sir, the other day I requested you to give a ruling as to the word "misrepresentation"—whether it is parliamentary or unparliamentary. I hope you will give your ruling now.

Mr. Chairman: It depends on the context in which it is used. If it refers to some abstract matter and not to a particular person it is perfectly allowed.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I have to repudiate two downright misrepresentations that have been made about this Bill. In the first place it has been said that the Board is an official Board. It is not true. It is not correct. It is a terminological inexactitude. In the constitution of the Board you will find that there are only 8 official members as against the total of 27 members. Therefore, to say that this is an official Board is to say anything which is not at least truth.

Secondly it has been said that I have only referred to the Mudaliar Commission and the Dey Commission just to present a thing which has not been recommended by either of them. That again is not correct. You will just see, Sir, that an official President, viz. the Director of Public Instruction, has been recommended by the Mudaliar Commission. In this respect I have differed from the Mudaliar Commission. They did not recommend any President except the Director of Public Instruction. Whether here there is an advance or not it is for the Legislature to judge. Then comes the Director of Public Instruction as a member, and both the Dey Commission and the Mudaliar Commission recommended that the Director of Public Instruction should be on the Board. Then come the Director of Agriculture and the Director of Industries—both the Dey Commission and the Mudaliar Commission recommended that they should be on the Board. Then comes the Director of Health Services—the Dey Commission and the Mudaliar Commission recommended that there should be the Director of Health Services. Next the Principal of Bengal Engineering College, ex-officio—he has been taken in place of a Head of a Polytechnic, which was recommended both by the Dey and the Mudaliar Commissions. We have done this because the Principal of the Engineering College is also the Head of the Polytechnic at Shibpore.

[6-15—6-25 p.m.]

Then comes the Chief Inspector of Technical Education and Director of Technical Training. He has been taken as the Secondary Education in future is going to be of a diversified type and not simply general education. Therefore, when many of the students at the secondary stage will be going to take further education in technical subjects, it has been considered

necessary, rather imperative, that the Chief Inspector of Technical Education should be there. He is the official who has been taken in lieu of the Joint Director of Vocational Education recommended by the Mudaliar Commission. The Mudaliar Commission recommended that the Deputy Directress of Women's Education should be on the Board. Instead we have taken Chief Inspector of Women's Education and quite consistently, the Chief Inspector of Secondary Education has been taken on the Board. He is the person who has direct acquaintance with the schools which the Director of Public Instruction even cannot claim. Then two representatives of the teaching staff of technical or vocational schools have been recommended by the Mudaliar Commission and therefore incorporated in the Bill. Then come the representatives of the Universities. Three professors of the Calcutta University of whom one shall be a Professor of Applied Science, the Principal, College of Engineering and Technology, Jadavpur University, and the Adhyaksha, Kala Bhavan, Viswa Bharati. The Dey Commission recommended that there should be only three representatives of the University of Calcutta. Now, there are two more Universities in West Bengal and the Mudaliar Commission recommended that there should be five representatives of the Universities of the region and we have provided for five representatives. Then about the four heads of high schools or multipurpose schools, the Mudaliar Commission recommended that they should all be nominated. We have provided that two should be nominated and two should be elected. Is it retrogression or advance? The Mudaliar Commission recommended that there should be "two representatives of the Teachers' Association". All-Bengal Teachers' Association is the one recognised by the Government and another Teachers' Association recognised by the Government is the West Bengal Teachers' Association,—each of them is given one seat. Whether in the opinion of certain persons there is difference between the two, it is not a matter at all for the Government to consider. After all he is an interested person who makes that statement. Then comes the last but one item, "two representatives of West Bengal State Legislature". I admit that this is a provision not for representation of educational experts. This is the only provision that has been made for the representation of politicians who may or may not be educationists. But this recommendation is made by the Dey Commission. How can I leave that out without showing disrespect to the Legislature? Then comes the last item, "three persons interested in education to be nominated by the State Government one of whom shall be a woman". Both the Mudaliar Commission and the Dey Commission recommended that two persons interested in education are to be nominated by the State Government. We have provided for three persons interested in education. Have we erred?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I just want to point out that that sub-clause has been amended.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes; with this qualification only that one of the persons should be a member of the Managing Committee; otherwise not. I have taken all this trouble to show how we have strictly followed the recommendations of the Mudaliar Commission and the Dey Commission which have been referred to in season and out of season to misrepresent that we have not followed them. Neither of the Commissions recommended that the Board——

Sj. Satya Priya Roy: Sir, it is a downright misrepresentation.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Then, Sir, it has been said——

Sj. Satya Priya Roy: What is your ruling, Sir?

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, this is a downright misrepresentation, and misinterpretation of Dey and Mudaliar Commissions.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, what was the recommendation of the Dey Commission? It says that there should be a Board of Secondary Education with a non-official Chairman. As I have explained the Mudaliar Commission did not, in fact, recommend any President except the D.P.I. When I provide for another President, he is most likely to be a non-official though he may not be a non-official in certain cases. Yet there is going to be a President, Sir, other than the D.P.I. Then, Sir, the recommendation runs to this effect: "There should be a Board of Secondary Education with a non-official Chairman and with a preponderance of non-Government members". There are only 8 persons on the Board who are officials; and others are non-Government members.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Misrepresentation of the situation.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Everybody knows that "non-Government" means non-official and not elected as it is represented to be. Now, Sir, so far as "preponderance of non-Government members" in the proposed Board is concerned there are 19 non-Government members out of 27. Then, Sir, Dey Commission's further recommendation was to this effect regarding functions, viz., it will be a Board "mainly with advisory functions" to "advise the Government in all matters regarding education". But my friend Sj. Satya Priya Roy over there said that the Board should be given even legislative powers, and that Dey Commission has recommended that the Board should have legislative powers! In that case, Sir, it will be converted into a miniature legislature.

Then, Sir, although the Commission's further recommendation is that "the executive functions will be in the hands of the Directorate", we have given in section 27 many executive powers to the Board. Sir, another recommendation is that "one senior officer of the Department of the rank of a Deputy Director of Education will be the Secretary of the Board". Similar is the recommendation of the Mudaliar Commission. We have simply provided that the Secretary is to be appointed by the Government. So, I have either followed the recommendations of the Mudaliar and the Dey Commissions or done something better from the non-official point of view.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, is the Hon'ble Minister replying to the third reading of the Bill or is he speaking on a particular clause?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I am replying to each and every item of criticism that has been made by the members of the Opposition in this third reading of the Bill.

Then come the powers of the Board. What were the powers the Dey Commission and the Mudaliar Commission recommended to be given to the Board? The Mudaliar Commission said: Its powers should be (1) to lay down conditions for recognition of High Schools, (2) to appoint Committees to advise on the syllabuses, (3) to frame courses of study, etc.

[6-25—6-35 p.m.]

The Dey Commission recommended that certain powers should be given to the Board and the Board should have certain other advisory functions. Now, what I have done is that I have provided for each and every power that the Dey Commission recommended should be given to the Board excepting one, namely, the power to make grants. But the Mudaliar Commission said that all the executive powers should vest in the Director of

Public Instruction, e.g., for making grants, etc. True the proposed Board has not been given any power or function where financial question is involved and even the Department of Education cannot promise what funds will be available because, after all, the Department of Education in such a case has to operate subject to the Finance Department of the Government. Not only that but so far as development programme is concerned, everybody knows that 50 per cent. or so of the development expenditure comes from the Government of India and the balance is provided by the State Government. Therefore nobody can say what finances will be forthcoming.

Then in course of criticism it has been said that for grant-in-aid Rs. 50 lakhs should have been given to the Board but that has not been given and that the Government does not even help the Board it sets up to function freely at all. That is not true. What is the grant we are making? The total direct expenditure on secondary schools receiving grant-in-aid is Rs. 3 crores 67 lakhs, i.e., all the aided schools, now above 900, spend Rs. 3 crores 67 lakhs. And what is the contribution of the State Government? It is 1 crore 85 lakhs, i.e., about 50 per cent. Yet, Sir, we are heckled and it has been observed that the State Government is indifferent to the promotion of secondary education and is doing nothing. When I first came to office in 1948, the total direct expenditure of secondary schools receiving aid was Rs. 1 crore 76 lakhs—less than half of the present total expenditure of the aided schools. And what was the contribution of the State Government? It was only Rs. 38 lakhs and now the total direct expenditure of secondary schools receiving grants-in-aid has gone up to Rs. 3 crores 67 lakhs and the State Government is providing Rs. 1 crore 85 lakhs, i.e., about 50 per cent. Sir—Board or no Board—the welfare State of the day has taken upon itself the responsibility for promotion of education and the biggest proof of this is that by making larger and yet larger financial contributions we are proceeding apace as a welfare Government ought to proceed to advance education. Take for instance, the total expenditure on secondary education—5 crores 94 lakhs, that is, the total bill of secondary schools aided and unaided and what is the contribution of Government? It is 2 crores 10 lakhs, i.e., 35 per cent. Now we are spending not 16 per cent. as you will find either in my book published in 1935 or in the Dey Commission's report. Sir, this is what the State is doing for secondary education. Does it lie in the mouth of any person who will speak truthfully to say that this State Government is not proceeding as the Government of a welfare State should? I say here and now that it does not depend on any Board but on the National Government to promote education now and the National Government has undeniably taken upon itself that responsibility. So far as primary education is concerned, of Rs. 5 crores or so spent for primary education nearly Rs. 4 crores or more are spent by Government and only Rs. 50 lakhs or so comes from education cess and education tax. Sir, this is the humble performance of the Government of a State which is after all a State of a poor country which has not millions to spend, which is far from being as resourceful as England. Who does not know it? What is the use of flourishing figures of millions which England spends on education? Just see whether within our resources we are doing our best or not. We should be judged in the light of our own resources if we are to be judged truthfully.

It has been said "look at the opinions expressed in the Teachers' and the Professors' conference which has taken place". May I enquire where were these learned bodies for the last two or three years when the Mudaliar Commission recommended and the Government of India passed their resolution accepting the report? Where were they two or three years ago when the Dey Commission reported and the Government of West Bengal took their decision on their recommendations? Were they sleeping like so many

Rip Van Winkles? Why did not they stand up to say that the Mudaliar Commission report and the Dey Commission report ought not to be accepted? They should have spoken out then. Why did not they do that? Now that the national policy for the development of secondary education has been framed, and not only framed, is being given effect to under the Second Five-Year Plan, everybody in the Opposition comes forward to say that Government has no plan and is doing nothing, the Mudaliar Commission Report and the Dey Commission Report ought to be thrown into the Ganges and to make all sorts of belated criticisms. Is this proper, Sir? Unless all these learned men were sleeping they ought to have protested and propounded better schemes. That would have made it impossible for the Government of India or the Government of West Bengal to adopt and act upon the Dey Commission report or the Mudaliar Commission report. As for myself I have only cast the Commissions' recommendations, widely accepted and without protest, into legislative form. I have done nothing else.

Then, Sir, we have been threatened with a revolution—"সংগ্রাম". My friends should know that if there is a Government it knows how to withstand a got-up revolution. It is no use threatening a majority Government elected by the suffrage of the people in that way.

So far as Shri Satya Priya Roy and A.B.T.A. are concerned, I am amazed at their performance. In August last Shri Satya Priya Roy and three representatives of the A.B.T.A. saw me—that was their very first interview after my coming to office—and asked "When are you going to set up the Secondary Education Board"? I told them frankly that I shall try to bring the Bill before the next session of the Legislature. They then enquired what the Bill would be like. I told them frankly again that it would be on the lines of the recommendations of the Dey Commission and the Mudaliar Commission. Thereafter, on the 1st of September they were pleased to give me a reception although I was unwilling to accept it. They gave me a reception——

[6-35—6-48 p.m.]

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Why did you go then?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: It was out of courtesy. If Sj. Bhattacharyya does not understand what courtesy means I am helpless. After all he is a professor and should know what courtesy is. And there in their welcome address to me they promised "প্রতিরোধ নয় সহযোগিতা" I was promised "সহযোগিতা" outright, unconditionally but I confess I have not got it. However, I claim for the hundredth time that the Bill before the House is based on the recommendations of the Mudaliar Commission and the Dey Commission.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Absolute misrepresentation of facts.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, facts are facts and can't be gainsaid. Then, Sir, Prof. Nirmal Chandra Bhattacharyya has been pleased to quote from what I had observed in a meeting in Hazra Park held to protest against the 1940 Bill. He did me the honour to quote from my book published in 1935. He says that I have changed. I enquire of each and every member of the Legislature whether 1935 is 1957 and secondly, whether 1940 is 1957. (Sj. NIRMAL CHANDRA BHATTACHARYYA: You were invited as a matter of courtesy.) Prof. Bhattacharyya, you had your say. Now let me reply. What was the situation then, in 1935? In

1933 a conference was held at the Government House and a memorandum was submitted there and, it was seriously proposed by the Education Department at the time that four hundred schools would be sufficient for the whole of Bengal and Bengal at the time, if I remember aright, had about 1,100 schools. But the proposal was that four hundred high schools would suffice for the whole of Bengal. That was surely a menace with which High School education was threatened. I wrote a book and our Acharya Dr. P. C. Roy kindly wrote the preface of the book. Surely I wrote that book, but what was the situation in 1933 or 1935? We were faced with a programme of reduction of schools in the whole of Bengal and the proposal that four hundred schools would be sufficient for the whole of Bengal was surely a great menace. Whether it was a menace or not, was that a comparable situation to the situation now prevailing in 1957? Prof. Bhattacharyya says that it is misrepresentation of the situation! Again, what about 1940? We were faced with a Secondary Education Bill which was a communal Bill. We were confronted with a communal Government working under the aegis of a foreign Government. Is that the situation now? There has been a change of front. When I hear of change of front, I am reminded of a phrase in Victor Hugo's Les Miserables. After describing the Battle of Waterloo Victor Hugo concludes the chapter by remarking "Waterloo was not a battle, it was a change of front on the part of the universe". I say a much greater Waterloo was fought on the Indian soil when the movement initiated by Mahatmaji resulted in the withdrawal of the British Government and their representative Lord Mountbatten, and India was made free and self-governing; there was certainly a much greater change of front on the part of the British Empire, nay a greater change of front on the part of the whole world than what happened in the case of Waterloo. Yes; at least the Indian world changed wholesale and there can be no doubt about it. When the whole of India, if not the world as a whole, has changed its front, can an humble person like me be rightly charged and accused that I have changed my front?

With these words, Sir, I take my seat.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that the West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957, as settled in the Council, be passed, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—23.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath
Banerjee, Sj. Sunil Kumar
Biswas, Sj. Raghunandan
Bhuwalka, Sj. Ram Kumar
Chatterjea, Sj. Devaprasad
Chatterjee, Sjta. Abha
Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath
Das, Sjta. Santi
Ghosh, Sj. Asutosh
Guha Ray, Dr. Pratap Chandra
Gupta, Sj. Manoranjan
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath
Maliah, Sj. Pashupati Nath
Mohammad Sayeed Mia, Janab
Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada
Mazumder, Sj. Harendra Nath
Mukherjee, Sj. Biswanath
Mukherjee, Sj. Kamada Kinkar
Mukherjee, Sj. Sudhindra Nath
Poddar, Sj. Badri Prasad
Prodhan, Sj. Lakshman
Saha, Sj. Jogindralal
Singh, Sj. Ram Lagan

NOES—10.

Abdul Halim, Janab
Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar
Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra
Chattopadhyay, Sj. K. P.
Choudhuri, Sj. Annada Prosad
Das, Sj. Naren
Debi, Sjta. Anila
Pakrashi, Sj. Satish Chandra
Roy, Sj. Satya Priya
Sen Gupta, Sj. Manoranjan

The Ayes being 23 and the Noes 10 the motion was carried.

Discussion regarding Appointment of Rules Committee

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Before I move the resolution that stands in my name I would request the Leader of the House and the Ministers present here to give us a day to discuss the food and refugee situation during the budget session.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Arrangement can be made for that during the Budget session.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, the resolution of which I gave notice runs to this effect:—

"The Council requests the Hon'ble Chairman to appoint a Committee to consider and revise the Rules of Procedure of the West Bengal Legislative Council and to report to the House at an early date".

Sir, this is the resolution standing in my name. The Lower House has already appointed a Committee and it is meet and proper that we should do it.

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I have an amendment. I beg to move that a Committee consisting of 13 members, viz.,—

(1) The Hon'ble Dr. Suniti Kumar Chatterji, Chairman,
(2) The Hon'ble Kalipada Mookerjee,
(3) The Hon'ble Siddartha Sankar Roy,
(4) Sj. Rabindralal Sinha,
(5) Sj. Jogindralal Saha,
(6) Sj. Devaprasad Chatterjea,
(7) Sj. Harendra Nath Mozumder,
(8) Sjta. Labanyaprova Dutt,
(9) Dr. Monindra Mohan Chakrabarty,
(10) Sj. Nagendra Kumar Bhattacharyya,
(11) Sj. Naren Das,
(12) Sj. Satya Priya Roy, and
(13) Sj. Jagannath Kolay (mover)

be appointed to examine the rules of procedure of the Council and to report whether and, if so, what alterations are necessary. The quorum be fixed at four.

Mr. Chairman: There is a difficulty. You see two names of members have been proposed who are not members of the House and they will not have the right to vote, and I think this is a House Committee. They are the Hon'ble Siddartha Sankar Roy, our Judicial Minister, and the mover of the amendment himself. So I suggest either put two other names in their places or you simply have a Committee of eleven.

Sj. Jagannath Kolay: I suggest Dr. S. N. Banerjee and—

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: And I suggest Mrs. Das.

Sj. Jagannath Kolay: Yes, Mrs. Santi Das.

Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: Sir, I accept the amendment.

The motion of Sj. Jagannath Kolay, as amended, was then put and agreed to.

Adjournment

The Council was then adjourned sine die at 6-48 p.m. on Monday, the 23rd December, 1957, at the Legislative Buildings, Calcutta.

Members absent

Bagchi, Dr. Narendranath,
Banerjee, Sj. Tara Sankar,
Basu, Sj. Gurugobinda,
Bose, Sj. Arabinda,
Chakrabarty, Dr. Monindra Mohan,
Majumdar, Sj. Sudhirendra Nath,
Maliah, Sj. Pashupati Nath,
Mohammad Jan, Jonab Shaikh,
Musharruf Hossain, Jonab,
Sanyal, Dr. Charu Chandra,
Saraogi, Sj. Pannalal,
Sarkar, Sj. Pranabeswar,
Sen, Sj. Jimut Bahan.

Note:—The Council was subsequently prorogued with effect from the 24th December, 1957, under the Notification No. 5182A.R., dated the 26th December, 1957, published in an Extraordinary issue of the "Calcutta Gazette" of even date.

Index to the

West Bengal Legislative Council Debates

(Official Report)

Vol. XIII—Thirteenth Session (November-December), 1957

(The 29th November, 2nd, 3rd, 4th, 9th, 10th, 11th, 13th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st and 23rd December, 1957)

[(Q.) Stands for question.]

Abdul Halim, Janab

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957: pp. 262-63.

The Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957: p. 121.

The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 430.

The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1957: pp. 30-31.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957: p. 133.

Lands irrigated by the Mayurakshi Project: (Q.) p. 113.

The Prisoners (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 140.

The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957: pp. 9-10.

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52) Bill, 1957: pp. 222-23.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 71-73, 353-55, 423-24, 445, 471, 507, 520-21, 584.

The West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 1957: pp. 18-19.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957: pp. 39-40, 43, 45.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 291-92.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: p. 261.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957: p. 281.

Abdus Sattar, The Hon'ble

Unemployment in the State. (Q.) p. 21.

Adjournment Motion: pp. 389, 495.

In connection with the accidents that took place during the formal inauguration of the electric train on the 14th December, 1957: pp. 253-55.

Sj. Aurobindo Bose took his Oath of Allegiance: p. 1.

Banerjee, Dr. Sambhu Nath

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 227-35, 402-408, 409, 425, 573, 581-83.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957: p. 89.

Banerjee, Sj. Tara Sankar

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 279-80.

Beldanga Sugar Mill: (Q.) p. 3.

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957: pp. 262-69.

The Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957: pp. 120-30.

The Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1957: pp. 83-84.

The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 426-32.

The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1957: pp. 29-32.

Bhattacharyya, Sj. Nagendra Kumar

Adjournment Motion: p. 389.
Beldanga Sugar Mill: (Q.) p. 3.
The Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957: pp. 123-25.
The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 428.
The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1957: pp. 31-32.
The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957: pp. 135-36, 137-38.
Establishment of a West Bengal State Warehousing Company: (Q.) p. 1.
The Murshidabad Poly-technic at Berhampore. (Q.) p. 2.
Point of order: p. 131.
Point of Personal Explanation: p. 516.
Proposed bridge over the Bhagirathi at Berhampore (Q.) p. 59.
The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52) Bill, 1957: p. 222.
The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 73-80, 297, 299, 313-15, 319-25, 391-93, 406-407, 408, 411, 414-15, 418-19, 422, 436-37, 462-63, 500-501, 503, 507-508, 517-18, 520, 545, 555-56, 560, 561, 562, 568-69, 572-73, 575-77.
The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957: pp. 35-38, 42-43, 44, 46, 48-49, 50, 51-53, 59-61.
The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 289-91.

Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra

Adjournment motion in connection with the accidents that took place during the formal inauguration of the electric train on the 14th December, 1957: pp. 254-55.
The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957: p. 263.
The Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957: pp. 122, 126.
The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 428-32.
The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1957: p. 31.
The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957: pp. 132-33.
The City Civil Court and West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957: p. 200.
Constitution of a Tribes Advisory Council: (Q.) p. 4.
Discussion about fixation of date for the debate on the food situation: p. 84.
Discussion regarding Appointment of Rules Committee: p. 604.
Enquiry about discussion regarding Food and Flood: p. 433.
Point of Information: p. 495.
Point of order: pp. 62, 63, 517.

Bhattacharyya, Sj. Nirmal Chandra—*Concld.*

Prices of West Bengal Handloom Projects: (Q.) p. 55.
The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 145.
Representation to the Public Accounts Committee: pp. 226-27.
Request for placing a copy of the report of the Syndicate Committee on Secondary Education on the library table: pp. 185-86.
Scales of pay and dearness allowances of the teaching staff: (Q.) p. 28.
Separation of the Council from the Assembly Secretariat: pp. 119, 390-91.
The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957: pp. 10-11.
Unemployment in the State: (Q.) p. 21.
The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52) Bill, 1957: pp. 221-22.
The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 98-105, 296, 301, 315-16, 329-35, 360, 395-96, 412, 416, 420, 424, 455-58, 471-73, 478, 485, 499-500, 513-14, 518, 525-28, 545, 554-55, 558-59, 566, 570-71, 574, 584-87, 597.
The West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 1957: p. 17.
The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957: pp. 40, 45, 47, 49, 52.
The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: p. 291.
The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957, pp. 270-72, 285.

Bill(s)

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment)—, 1957: pp. 262-69.
The Bengal Electricity Duty (Amendment)—, 1957: pp. 120-30.
The Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment)—, 1957: pp. 83-84.
The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment)—, 1957: pp. 426-32.
The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment)—, 1957: pp. 29-32.
The Calcutta and Suburban Police (Amendment)—, 1957: pp. 131-39.
The City Civil Court and West Bengal Premises Tenancy (Amendment)—, 1957: p. 260.
The Prisons (West Bengal Amendment)—, 1957: pp. 139-49.
The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws)—, 1957: pp. 8-16.
The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52)—, 1957: pp. 220-26.
The West Bengal Board of Secondary Education—, 1957: pp. 62, 63-80, 151-81, 186-218, 227-49, 296-387, 390-426, 433-37, 439-93, 495-533.
The West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment)—, 1957: pp. 16-19.
The West Bengal Development and Planning (Amendment)—, 1957: pp. 117-19.
The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment)—, 1957: pp. 33-53, 59-62.
The West Bengal Gambling and Prize Competitions—, 1957: pp. 286-87, 289-96.
The West Bengal Land Reforms (Amendment)—, 1957: pp. 261-62.
The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites—, 1957: pp. 269-86.

Bose, Sj. Aurobindo

Point of Personal Explanation: p. 325.
The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 87-92.
The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 272-76.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957: pp. 131-39.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Ordinance, 1957: p. 8.

Chairman, Mr. (The Hon'ble Dr. Suniti Kumar Chatterji)

Announcement of the names of the Panel of Presiding Officers: p. 1.

Announcement of the revised programme of business of the House: p. 19.

Intimation to members regarding double sittings on Monday, the 23rd December, 1957: p. 533.

Obituary references to the death of Ghulam Hamidur Rahman, Sj. Amarendra Nath Chatterjee, Sj. Tarak Nath Mukherjea, Sj. Basanta Kumar Lahiri, Maulana Syed Hussain Ahmed Madni and Sj. Brojendra Kishore Roy Chaudhury: pp. 183-84.

Observations by—on discussion regarding Appointment of Rules Committee: p. 604.

Observations by—regarding Electrical Voting: pp. 492-93.

Observations by—on enquiry about discussion regarding Food and Flood: p. 433.

Observations by—on the Point of Order raised by Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya: pp. 62, 63.

Observations by—on voting by show of hands: p. 433.

Observations by—on the West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 69, 76, 80, 93, 186, 193, 197, 242, 247, 297, 300, 309, 318, 329, 334, 349, 353, 358, 360, 361, 415, 442, 443, 444, 504, 550, 562, 564, 575.

Observations by—on the West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 278, 281, 283.

Reasons for his late coming to the House: p. 130.

Refusal of Consent to Adjournment Motions: p. 389.

Refusal of consent to Adjournment Motion tabled by Sj. Nirmal Chandra Bhattacharyya in connection with the accidents that took place during the formal inauguration of the electric train on the 14th December, 1957: pp. 253, 255.

Rulings relating to the right of a Member to speak on the amendments: p. 390.

Ruling on unparliamentary expression: p. 95.

Chakrabarty, Dr. Monindra Mohan

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957: p. 132.

Enquiry about discussion regarding Food and Flood: p. 432.

Point of information: pp. 219-20.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 235-42, 401, 424.

Chatterjea, Sj. Devaprasad

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957: pp. 133-34.

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 146.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 355-57, 470.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 283-85.

Chatterjee, Sj. Krishna Kumar

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 143.

The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957: pp. 11-12.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 191-200.

Chattopadhyay, Sj. K. P.

The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957: p. 14.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 85-87, 304, 400, 452-54, 546, 558, 562, 577-78.

Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath

The Murshidabad Polytechnic at Berhampore: (Q.) p. 3.

Number and names of schools to function as Multipurpose Schools and Higher Secondary Schools: (Q.) p. 23.

[Ch]audhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath—*Concld.*

Scales of pay and dearness allowances of the teaching staff (Q.) p. 28.
The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 62, 63-68, 243-49, 298, 301, 307-308, 317, 368-73, 403, 407, 412, 415, 417, 419, 426, 458-59, 476-77, 490, 501, 514-16, 518-19, 548-50, 554, 560-61, 563, 564, 566-69, 571, 573-75, 598-603.

Choudhuri, Sj. Annada Prosad

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957: pp. 264, 267-68.
The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52) Bill, 1957: p. 223.
The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 69-71, 512-13, 587-90

The City Civil Court and West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957: p. 260.

Constitution of a Tribes Advisory Council: (Q.) p. 4.

Das, Sj. Naren

Adjournment Motion: p. 495.
The Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957: pp. 125-26, 128-29.
Point of Information: p. 528.
The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52) Bill, 1957: pp. 224-25.
The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 200-207, 366, 399-400, 454-55, 546-48.
The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 276-78.

Das, Sjta. Santi

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 142-43.

Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath

Proposed bridge over the Bhagirathi at Berhampore: (Q.) p. 59.
The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 269-70, 285.

Debi, Sjta. Anila

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 209-18, 298, 302, 303-304, 312-13 361-63, 394-95, 424-25, 439-44, 475-76, 490, 501, 506, 521-24, 553, 556, 565, 580-81.

Discussion about fixation of date for the debate on the food situation: p 84.

Discussions regarding Appointment of Rules Committee: p. 604.

Divisions: pp. 47-48, 249, 298, 309, 310-11, 317-18, 373-87, 405-406, 413-14, 418, 433-36, 459-62, 478-84, 491-92, 518-19, 551-52, 561, 571-72, 603.

Dutt, Sjta. Labanyaprova

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 168-70.

Enquiry

About discussion regarding Food and Flood: pp. 432-33.
By Satya Priya Roy about his letter sent to the Chairman: pp. 1, 6-8.

Establishment of a West Bengal State Warehousing Company: (Q.) p. 1.

Food and Flood

Enquiry about discussion—: pp. 432-33.

Ghose, Sj. Bibhuti Bhushon

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 141-42.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 92-95.

Ghose, Sj. Kamini Kumar

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 172-76, 366-68 510.

Intimation

To members regarding double sittings on Monday, the 23rd December, 1957: p. 533.

Jalan, The Hon'ble Iswar Das

Special Motion: pp. 255-56.

Jimut Bahan Sen, Sj.

Took his Oath of Allegiance: p. 1.

Kolay, Sj. Jagannath

Discussion regarding Appointment of Rules Committee: p. 604.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 296, 298, 359 60, 421, 423, 462, 484, 496, 507, 519, 524, 554, 564, 569, 573.

Lands Irrigated by the Mayurakshi Project: (Q.) p. 113.

Laying of

Amendments to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940: p. 8.

Ordinances: p. 8.

Rules: p. 8.

Majumdar, The Hon'ble Bhupati

Beldanga Sugar Mill: (Q.) p. 3.

Prices of West Bengal handloom products: (Q.) p. 55.

Messages

From West Bengal Legislative Assembly: pp. 5-6, 29, 83, 116, 151, 219, 251-53, 329.

Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957: pp. 131-32, 134, 136, 138.

The Calcutta and Suburban Police (Amendment) Ordinance, 1957: p. 8.

Enquiry about discussion regarding Food and Flood: p. 433.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 286-87, 294-96.

Mozumder, Sj. Harendra Nath

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 207-209, 473-74.

INDEX

Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar

Lands irrigated by the Mayurakshi Project: (Q.) p. 119.

Mukherjee, Sj. Biswanath

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 146.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: p. 513.

Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 139, 147-49.

The Murshidabad Polytechnic at Berhampore: (Q.) p. 2.

Nausher Ali, Janab Syed

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. [illegible], [illegible]08, 511-12.

Number

And names of schools to function as Multipurpose Schools and Higher Secondary Schools: (Q.) p. 22.

Oath of Allegiance

Sj. Aurobindo Bose and Sj. Jimut Bahan Sen took their—: p. 1.

Obituary references

To the death of Ghulam Hamidur Rahman, Sj. Amarendra Nath Chatterjee, Sj. Tarak Nath Mukherjea, Sj. Basanta Kumar Lahiri, Maulana Syed Hussain Ahmed Madni and Sj. Brojendra Kishore Roy Chaudhury: pp. 183-84.

Observation

By Mr Chairman regarding late coming: p. 130.

Ordinances

The Calcutta and Suburban Police (Amendment)—, 1957: p. 8.

The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws)—, 1957: p. 8.

The West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment)—, 1957: p. 8.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment)—, 1957: p. 8.

Pakrashi, Sj. Satish Chandra

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 139-40.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 84-85, 363-65.

Panel of Presiding Officers: p. 1.

Point of Information: pp. 219-20, 495, 528.

Point of Order: pp. 62-63, 517.

Point of Personal Explanation: p. 516.

Presentation to the Public Accounts Committee: pp. 226-27.

Prices of West Bengal handloom products: (Q.) p. 55.

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 139-49.

Proposed bridge over the Bhagirathi at Berhampore: (Q.) p. 59.

Question(s)

Beldanga Sugar Mill: p. 3.
Constitution of a Tribes Advisory Council: p. 4.
Establishment of a West Bengal State Warehousing Company: p. 1.
Lands irrigated by the Mayurakshi Project: p. 113.
The Murshidabad Polytechnic at Berhampore: p. 2.
Number and names of schools to function as Multipurpose Schools and Higher Secondary Schools: p. 22.
Prices of West Bengal handloom products: p. 55.
Proposed bridge over the Bhagirathi at Berhampore: p. 59.
Scales of pay and dearness allowance of the teaching staff: p. 28.
Unemployment in the State: p. 21.

Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.

Establishment of a West Bengal State Warehousing Company: (Q.) p. 2.

Rai Choudhuri, Sj. Mohitosh

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp 146-47.
The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957: pp. 13-14.
The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 105-12, 326-27, 401, 417, 449-51, 474-75, 487-88, 509-10, 524-25, 563, 566, 578-80.

Request

For placing a copy of the Report of the Syndicate on Secondary Education on the library table: pp. 185-86.

Ruling

On unemployment expression: p. 95.

Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957: pp. 262, 264-65, 268-69.
The Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957: pp. 120, 122-23, 126-28, 129-30.
The Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1957: p. 83.
The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 426-28, 431-32.
The Bengal Motor Spirit Sales Taxation (Amendment) Bill, 1957: pp. 29-30, 31.
Laying of Amendments to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940: p. 8.
Statement by the Hon'ble Chief Minister regarding a letter sent to him by the members of the Opposition: pp. 184-85.
The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957: pp. 8-9, 14-15.
The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Ordinance, 1957: p. 8.
The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52) Bill, 1957: pp. 220-21, 225-26.
The West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 1957: pp. 16-17.
The West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Ordinance, 1957: p. 8.

INDEX

, Sj. [illegible]

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957: p. 38.

Roy, Sj. Satya Priya

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957: pp. 263-64.

The Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957: pp. 121-22.

Number and names of schools to function as Multipurpose Schools and Higher Secondary Schools: (Q.) p. 22.

The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957: pp. 12-13.

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52) Bill, 1957: p. 223.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 151-68, 296, 299-300, 304-307, 316-17, 336-49, 397-99, 403-404, 409, 416-17, 419-23, 445-49, 466-70, 485-87, 497-98, 503, 504-505, 529-33, 535-44, 556-58, 564, 566, 567, 569-70, 574, 593-97.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957: p. 47.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 292-94.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957: p. 281-83.

Roy, The Hon'ble Siddhartha Sankar

The City Civil Court and West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957: p. 260.

Saha, Sj. Jogindralal

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: p. 512.

Sanyal, Dr. Charu Chandra

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957: pp. 265-67.

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 141.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 170-72, 365, 425, 508-509.

Scales of pay and dearness allowance of the teaching staff: (Q.) p. 28.

Sen Gupta, Sj. Monoranjan

The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 1957: pp. 430-31.

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 140-41.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 186-91, 298, 349-53, 394, 403, 415-16, 423, 451-52, 463-66, 488-89, 498-99, 510-11, 518, 544-45, 559, 571, 590-93.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: p. 294.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 278-79.

Separation of the Council from the Assembly Secretariat: pp. 119, 390-91.

Singh, Sj. Ram Lagan

The Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 143-45.

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 95-98.

Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra

The West Bengal Development and Planning (Amendment) Bill, 1957: pp. 117, 118.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957: pp. 33-35, 40-42, 44, 45-46, 49, 50-51, 52, 59, 61.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 261, 262.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Ordinance, 1957: p. 8.

Special Motion: pp. 255-59.

Statement

By the Hon'ble Chief Minister regarding a letter sent to him by the members of Opposition: pp. 184-85.

The Transferred Territories (Application of West Bengal Tax Laws) Bill, 1957: p 8-16.

Unemployment in the State: (Q.) p. 21.

Voting by show of hands: p. 433.

Walk out: pp. 249, 361.

Wangdi, Sj. Tenzing

Constitution of a Tribes Advisory Council: (Q.) p. 4.

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure, 1951-52) Bill, 1957: pp. 220-2

The West Bengal Board of Secondary Education Bill, 1957: pp. 62, 63-80, 151-81, 18 218, 227-49, 296-387, 390-426, 433-37, 439-93, 495-533.

The West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 1957: pp. 16-19.

The West Bengal Development and Planning (Amendment) Bill, 1957: pp. 117-19.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957: pp. 33-53, 62.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 286-87, 289-96.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 261-62.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 269-86.

The West Bengal Cinemas (Regulation) (Amendment) Ordinance, 1957: p. 8.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Ordinance, 1957: p. 8

WBGP-58/9-504A-700